বসুমতী-গ্রন্থাবলী-সিরিজ

ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী

(পঞ্চম ভাগ)

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, প্রণীত

বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য—২॥০ টাকা।

ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী

(পঞ্চম ভাগ)

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, প্রণীত

—•:•:•—

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির ১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে"
শ্রীশশিভূষণ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

রামানুজ

—:*:*—

(ধর্ম্মমূলক নাটক)

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, প্রণীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

নারায়ণ

রামানুজ ... ... লক্ষ্মণাবতার।

গোবিন্দ ... ... রামানুজের মাতৃস্বসৃ-পুত্র।

দাশরথি ... ... ঐ ভাগিনেয়।

যাদব-প্রকাশ ... ... বেদান্তাধ্যাপক।

তিরুমল, বড়রুন, নেড়েলাই ... ... ঐ শিষ্যগণ।

যামুনাচার্য্য ... ... বৈষ্ণব-আচার্য্য।

কাঞ্চিপূর্ণ ... ... ঐ শিষ্য।

সুধাকণ্ঠ ... ... চোলরাজ।

ক্রমিকণ্ঠ ... ... ঐ পুত্র।

কুরেশ, ধনুর্দ্দাশ ... ... রামানুজ-শিষ্য।

সর্ব্বজ্ঞ, যজ্ঞমূর্ত্তি ... ... সন্ন্যাসী।

পারাশর ... ... কুরেশের পুত্র।

রাজমন্ত্রী, রাজপুরোহিত, শিষ্যগণ, নাগরিকগণ, শ্রীরঙ্গনাথের অর্চ্চক, প্রহরিগণ, জল্লাদ, ভক্তগণ, ইত্যাদি।

স্ত্রী

কান্তিমতী ... ... রামানুজের মাতা।

দীপ্তিমতী ... ... গোবিন্দের মাতা।

জমাম্বা ... ... রামানুজের পত্নী।

অণ্ডাল ... ... কুরেশের পত্নী।

হেমাম্বা ... ... ধনুর্দ্দাসের প্রণয়িনী।

অতুলা ... ... রামানুজের গুরুকন্যা।

দেবদাসীগণ, নাগরিকাগণ, অর্চ্চকপত্নী ইত্যাদি।

রংগস্থল :—কাঞ্চীপুর, শ্রীরঙ্গম, পেরেম্বেদুর।

রামানুজ

প্রস্তাবনা

গোলোক দৃশ্য

রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, হনুমান, সীতা ও বশিষ্ঠ।

বশিষ্ঠ। কমলনয়ন!
মহর্ষি-দেবতাসঙ্ঘ-প্রতিনিধিরূপে
আসিয়াছি তোমারে করিতে আবেদন।

রাম। শিষ্যে দাসে আজ্ঞা কর প্রভু!

বশিষ্ঠ। আজ্ঞা আমি তোমারে করিব সীতানাথ?

রাম। রামরূপে চিরদিন শিষ্য আমি তব।

বশিষ্ঠ। তবে শুন— গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ মধুর।
গোলোকের সীমামধ্যে
যদ্যপি করে হে আগমন,— তবে শুন।
রক্ষোদম্ভে ধরণীর দেখি নিপীড়ন,
বিপন্ন দেখিয়া দেবগণে,
এই রামরূপ ধরি
রাবণে সবংশে তুমি করেছ সংহার।
কৃষ্ণরূপে উরিয়া গোকুলে
দানবকংসের তুমি করিলে নিধন।
কুরুক্ষেত্রে তুলি মহারণ
রণাঙ্গনে সারথির রূপে
হে গোবিন্দ! কপিধ্বজ-চক্রভারে
নিষ্পেষিত করিয়াছ
দাম্ভিক কৌরব-কুলে।
বিপ্রদম্ভে বিকৃতার্থ বেদের শাসন—
প্রতিশোধ লইয়াছ বুদ্ধ-অবতারে।
গৌতমের করুণা-মহিমা
শূন্যবাদে করি পরিণত
আবার মানব যবে
জগতে বুঝিলা নিরীশ্বর;
অমনি শঙ্কর
নিজ বোধরূপ আশ্রয় করিয়া প্রভু
আচার্য্য শঙ্কররূপে
দুর্জ্জেয় অদ্বৈতবাদ করিলা প্রচার।
তার পর—কি বলিব করুণানিধান!—

রাম। আবার প্রচণ্ড দম্ভ
মানবে করেছে অধিকার?

বশিষ্ঠ। আবার প্রচণ্ড দম্ভ—
গুরুবাক্য স্বরূপতঃ না ক'রে নির্ণয়,
হীন দম্ভ করিয়া আশ্রয়,
জীবব্রহ্ম অভেদ ভাবিয়া
"অহং ব্রহ্মাস্মি" বলি
ক্ষণধ্বংসী দেহে দেখে ব্রহ্মের বিকার॥
জীব-পরিত্রাণে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলিতে উপায়
ভক্তিরে করেছে পরিহার।
সঙ্গোপনে অহঙ্কার করিয়া আশ্রয়
অশরীরী দৈত্য সমুদয়
চাটুবাক্য কহি কানে কানে
উল্লাসে ভুলায় নরগণে,
মুক্তি অন্বেষিতে
তীব্রবেগে ছুটে তারা মরণের পথে।
রক্ষা কর রাম—
রক্ষা কর গুণধাম মোহগ্রস্ত নরে।

রাম। শিরোধার্য্য আজ্ঞা তব গুরু।
তর্কে তর্ক সনে রণ,
মীমাংসায় ভ্রম নিরসন—
ভক্তির মাহাত্ম্য জীবে করিতে প্রচার
একমাত্র যোগ্য দেখি অনুজ লক্ষ্মণ।
রঘুকুলগুরুরূপে অযোধ্যা নগরে
যে সময় দিয়াছিলে মোরে
অপূর্ব্ব অমূল্য গুহ্য যোগ উপদেশ
পার্শ্বে ব'সে ভাই মোর করিত শ্রবণ।
আমি লয়েছিনু নীর
ক্ষীরভাগ লইল লক্ষ্মণ।
পঞ্চবটীবনে মায়ামৃগ দরশনে
মুগ্ধ হনু আমি,

মম সঙ্গে মুগ্ধ হ'ল জনক-নন্দিনী।
ভাই মোর বুঝিল স্বরূপ—
মৃগের পশ্চাতে যেতে
বারংবার নিষেধ করিল মোরে।
কথা নাহি শুনে যে ফল লভেছি আমি
সমস্তই আছে ঋষি বিদিত তোমার।
নিশ্চিন্ত হও হে ঋষিরাজ!
জীবের কল্যাণে
জগতে আচার্য্যরূপে
পাঠাইব অনুজে আমার।
আকর্ষণে বিকর্ষণে—লীলার পোষণে
যাহার যাহার সেথা হবে প্রয়োজন,
তারাও যাইবে তার সাথে।
শঙ্করাংশ দাস্যমূর্ত্তি যাইবে মারুতি,
ঊর্ম্মিলা যাইবে সাথে সতী—
চৌদ্দবর্ষব্যাপী যার আয়তি সাধন
রেখেছিল বনবাসে স্বামীর জীবন।
ইন্দ্রজিত হইল নিহত যার ফলে।
সতীর আয়তিপুণ্য-বলে
ভাই মোর জীবনসঙ্কটে পাবে ত্রাণ।
সুদীর্ঘ জীবন লয়ে
ধরণীতে সদ্ধর্ম্ম প্রচারে রবে রত।
অনুজে সুযোগ্য শিক্ষা দিতে
তোমারেও নিজ অংশে যেতে হবে ঋষি।

বশিষ্ঠ। শিরোধার্য্য আজ্ঞা নারায়ণ।

রাম। উঠ তাত, উঠ প্রিয়তম,
মহর্ষির আবেদন—
উদ্‌গ্রীব দাঁড়ায়ে দেবগণ।
মানবের কল্যাণ-সাধনে—
মমাদেশ—অবতীর্ণ হও ধরণীতে।

(দেবদেবীগণের গীত)

নব-দূর্ব্বাদল-কান্ত কোমল, চণ্ড-কিরণকুল-মণ্ডন।
মায়া-মানবরূপ, ভাব-বিভব-ভূপ অগণিত-
গুণ-গণ-ভূষণ॥
ত্র্যম্বক-কার্ম্মুক-ভঞ্জন,
জানকী হৃদি-রঞ্জন
চরাচর-পালন ভবাময়-বারণ
রাক্ষস-সঙ্ঘ-বিমর্দ্দন—
বন্দে লোকাভিরাম রাম রাঘব নারায়ণ॥

প্রথম অঙ্ক

—*—

প্রথম দৃশ্য

কাঞ্চীপুর—রামানুজের গৃহ।

রামানুজ।

রামানুজ। পূর্ণ ওই—পূর্ণ এই—
পূর্ণ হ'তে পূর্ণের উদয়!
তথাপি—তথাপি পূর্ণ।
মহাপূর্ণ পূর্ণের বাহিরে।
এ অনন্ত বিশ্ব তার
অনন্ত ব্যাকুল দৃষ্টি লয়ে
চেয়ে আছে তার মুখপানে
অনাদি অনন্ত কাল হ'তে
সেই ব্রহ্ম—নিত্যদীপ্ত বহ্নিশিখা
জীব নিত্য স্ফুলিঙ্গ তাহার।

নেপথ্যে—রামানুজ।

বিন্দু যবে সিন্ধুতে মিশায়
বিন্দু আর চিনিতে না পারে আপনারে,
পরমাণু-স্বরূপে শিহরে।
কিন্তু সিন্ধু ত সর্ব্বদা জানে
অঙ্গমধ্যে কোথা তার আছে পরমাণু।
তবে কেন দাম্ভিক মানব
"অহং ব্রহ্মাস্মি" বলি,
আপনারে বিস্ফারিত কর অহঙ্কারে?
ভেদ অপগমে যবে আচার্য্য শঙ্কর
নিজাস্তিত্ব করেছিলা ধ্যান,
পূর্ণ পারে মহাপূর্ণ দেখে
আপনারে অংশ বুঝে হয়েছিলা স্থির।
বুঝেছিলা সিন্ধুরই তরঙ্গ ঋষি
তরঙ্গের সিন্ধু কভু নয়।

নেপথ্যে। রামানুজ ঘরে আছ?

রামানুজ। ব্রহ্মাংশ আপনা জেনে,
ব্রহ্মের স্বরূপ নিজে বলিব কেমনে
হে আচার্য্য যাদবপ্রকাশ!
হয়েছি হতাশ—
শিক্ষা তব নাহি লয় মনে।

(কান্তিমতীর প্রবেশ)

নেপথ্যে। রামানুজ ঘরে আছ?

কান্তি। এ কি রামানুজ! তোমার আচার্য্য তাঁর শিষ্য দিয়ে তোমাকে ডাকতে পাঠিয়েছেন। সে তোমাকে বারংবার ডাকছে! তুমি এখানে ব'সে রয়েছ, তবু শুন্‌তে পাচ্ছ না?

রামা। মা! আমার আর আচার্য্যের কাছে যেতে ইচ্ছা নেই।

কান্তি। সে কি?

রামা। আচার্য্যের শিক্ষা আমার মনোমত হচ্ছে না।

কান্তি। চুপ চুপ! বাইরে তাঁর শিষ্য দাঁড়িয়ে আছে, শুন্‌তে পাবে।

রামা। আমি ত আমার মনোভাব গোপন করব না। আমি নিজে আচার্য্যকে এই কথা বলব মনে করেছি।

কান্তি। চুপ কর অবোধ বালক! বল কি! দাক্ষিণাত্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত যাদবপ্রকাশ—তাঁর শিক্ষা তোমার মনোমত হচ্ছে না! এ কথা লোকে শুনলে তোমাকে যে পাগল বলবে, হেয় জ্ঞান করবে। ও কথা আর কখন মুখে এনো না। সবে মাত্র আমরা তিন মাস কাঞ্চীপুরে এসে বাস করছি। এক ভগিনী ছাড়া আর এখানে কারও সঙ্গে আমাদের ভালো মেশামিশি হয় নি। আমাকে যা বললে, সাবধান, ওরূপ কথা যেন আর কারও কাছে ব'ল না। বললে এখান থেকে বাস তুলতে হবে।

রামা। তা হ'লে কোনও মতামত প্রকাশ করব না? ব্যাখ্যা মনোমত না হ'লেও শুধু বোবার মত শুনে যাব?

কান্তি। বোবার মত শুনে যাবে। ক্ষুদ্র বালক, তোমার মত কি? আচার্য্যকে দেশের লোক দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য্য ব'লে মান্য করে। স্বয়ং রাজা তাঁর আদেশ অমান্য করতে সাহস করেন না। তাঁর কাছে তোমার মতের মূল্য কি? (নেপথ্যে—কি গো, চ'লে যাব?) পাঠিয়ে দিচ্ছি—পাঠিয়ে দিচ্ছি। যাও, আচার্য্য কি জন্যে ডাকছেন শুনে এস।

রামা। যদি মা, তাঁর উপদেশ আমার ধর্ম্ম-মতের বি[illegible]ধী হয়?

[illegible] তুমি কি আমাকে বৃদ্ধবয়সে পুত্র-[illegible]ন করতে চাও?

[illegible] ভাল, তোমার আদেশ আমি গ্রহণ [illegible] আমি নীরবেই তাঁর ব্যাখ্যা শুনবো। কিন্তু মা, আমার ধর্ম্মমতের কথা নিয়ে যদি তিনি আমাকে কখন প্রশ্ন করেন, তা হ'লে আমি নিজের মত প্রকাশ করতে ছাড়বো না। যেটা ভ্রম ব'লে বুঝেছি, তাকে আমি কিছুতেই সত্য বলতে পারব না। এরূপ কার্য্যে মা, আমাকে অনুরোধ ক'র না। আমি অনুরোধ রাখতে পারব না।

[রামানুজের প্রস্থান।

কান্তি। পাগলামী ক'র না—সর্ব্বনাশ ক'র না। তাই ত, দেশ ছেড়ে কাঞ্চীপুরে বাস করতে এসে বিভ্রাট করলুম না কি? আচার্য্যের প্রবল প্রতাপ—আর ও এ দেশে অপরিচিত ক্ষুদ্র বালক!

(দীপ্তিমতীর প্রবেশ

দীপ্তি। হ্যাঁ দিদি! রামানুজ কি আচার্য্যের গৃহে পড়তে গেছে? এ কি, তোমাকে বিমর্ষের মতন দেখছি কেন দিদি?

কান্তি। সে যেতে চাচ্ছিল না—আমি তাকে জোর ক'রে পাঠিয়ে দিলুম।

দীপ্তি। তা হ'লে সে তোমাকে আচার্য্যের কথা বলেছে না কি?

কান্তি। বলেছে।

দীপ্তি। কেমন ক'রে বলবে—সে ত জানে না! তার অন্তরালে এ কথা হয়েছে—গোবিন্দ জেনে এসেছে। সে এরই মধ্যে সে কথা কেমন ক'রে জানলে?

কান্তি। কি কথা দীপ্তিমতী?

দীপ্তি। তোমাকে সে কি কথা বলেছে?

কান্তি। বললে, আচার্য্যের শিক্ষা তার মনো-মত হচ্ছে না।

দীপ্তি। সে কি কথা! সে কথা ত গোবিন্দ বললে না! সে বললে, রামানুজের বুদ্ধিতে আচার্য্য এত তুষ্ট হয়েছেন যে, এরই মধ্যেই তাকে সর্ব্ব-শিষ্যের প্রধান ক'রে দিয়েছেন। আজ তার সমস্ত শিষ্য রামানুজের সুমুখে পুঁথি খুলে তার মুখে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শুনবে। সমস্ত শিষ্যদের আচার্য্য এই আদেশ করেছেন। যাদবাচার্য্যের ছাত্র—তারা ত আর 'ক খ' পড়া ছাত্র নয়। তাদের মধ্যে অনেকেই বিজ্ঞ। প্রায় সকলেই রামানুজের চেয়ে বয়সে বড়। তারা গুরুর এই অন্যায় আদেশ শুনে সকলেই বিদ্রোহী হয়েছে।

কান্তি। তা হ'লেই ত বিপদের কথা!

দীপ্তি। বিপদের কথা বই কি! গোবিন্দ এসে আমাকে বললে, "তুমি এখনি গিয়ে দাদাকে আজ টোলে যেতে নিষেধ ক'রে এসো। রাগের বশে শিষ্যেরা দাদাকে বিপদে ফেলতে পারে।"

কান্তি। তা হ'লে কি করলুম দীপ্তি! সে টোলে আজ যেতে চাচ্ছিল না। আমি যে জোর ক'রে তাকে পাঠিয়ে দিলুম!

(গোবিন্দের প্রবেশ)

গোবিন্দ। দাদা চ'লে গেছে?

দীপ্তি। চ'লে গেছে।

কান্তি। কি হবে গোবিন্দ?

গোবিন্দ। কি আবার হবে! গেছে যাক। আজ সব ছাত্র কোলাহল কর্তে কর্তে টোল ছেড়ে চ'লে গেছে। আজ আর তাকে পড়াতে হবে না।

দীপ্তি। আজ না হয় হ'ল না। এর পর?

গোবিন্দ। আচার্য্য দাদাকে একান্ত জেদ করেন, দাদা পড়াবে।

দীপ্তি। তোর দাদাকে এর পর যে তারা বিপদে ফেলবে, তার কি?

গোবিন্দ। এঃ! আমি বেঁচে থাক্তে?

দীপ্তি। দেখিস্!

গোবিন্দ। খুব দেখেছি।

কান্তি। না গোবিন্দ, ও সব গোলমালে কাজ নেই। তুমি তোমার দাদাকে ফিরিয়ে নিয়ে এস।

দীপ্তি। যা গোবিন্দ, তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আয়।

(দাশরথির প্রবেশ)

দাশ। বা—মামা—বা! তোমার ত খুব বুদ্ধি! বড়-মামা একা চলে গেল, আর তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ?

[গোবিন্দের প্রস্থান।

দীপ্তি। বিপদের আশঙ্কা করছিস্ না কি দাশরথি?

দাশ। আশঙ্কা বলছ কি দিদি-মা!—নিশ্চয় বিপদ। আমি ভাগ্নে। আমিই বড়-মামার কাছে পড়তে লজ্জা বোধ করছি! তাদের ভিতরে এক এক জন দিগ্‌গজ পণ্ডিত আছে। শুধু যাদবাচার্য্য ছাড়া আর কারও কাছে তারা মাথা হেঁট করে না। তারা ওই বালকের কাছে মাথা করবে?

কান্তি। ভাই! তোমার মামাকে তা হ'লে রক্ষা কর।

দাশ। আমি কি করে রক্ষা করব বড়-দিদিমা! আমি আচার্য্যকে বলেছিলুম। আচার্য্য আমার কথা শুনলেন না। বরং বলতে আমাকে তিরস্কার ক'রে উঠলেন। শিষ্যদের জেদ দেখে তাঁরও জেদ হয়েছে। তিনি বড়-মামাকে দিয়ে একবার তাদের পড়াবেনই পড়াবেন। রক্ষা করতে পারে এক মামা। মামা একটু মুখখু-সুখখু ব'লে তাকে সকলে একটু ভয় করে।

দীপ্তি। তাঁর শিষ্যেরা এখন কোথায় জানিস্?

দাশ। তারা সকলে এক জনের বাড়ীতে জড় হয়েছে। জড় হয়ে কি পরামর্শ করছিল। আমি উপস্থিত হ'তেই তারা সব চুপ করলে। বুঝলুম, তাদের মতলব ভাল নয়। একজন আমাকে স্পষ্টই বললে—"দাশরথি! তোমার বড়-মামাকে ডেরা-দাণ্ডা তুলে স্বগ্রাম পেরেম-বেন্দুরে ফিরে যেতে বল।"

দীপ্তি। তোর বড়-মামার সঙ্গে তোর কি পথে দেখা হয়েছিল?

দাশ। হয়েছিল।

দীপ্তি। তাকে নিষেধ করলি নি কেন?

দাশ। মামা নিষেধ শুনলেন না। বললেন, "তোমার কথা শুনব, না মায়ের কথা শুনব?" এই ব'লে মামা চ'লে গেলেন।

দীপ্তি। তা হ'লে তুমিও আর দাঁড়িয়ো না, তুমিও সেখানে চ'লে যাও।

[দাশরথির প্রস্থান।

কান্তি। তাই ত, কি করলুম ভগিনি?

দীপ্তি। গেছে, যাক্।

কান্তি। যাক্ কি?

দীপ্তি। আচার্য্যের আদেশ। যদি পড়াতে হয়, পড়াক্। কাঞ্চীপুরে এক অপূর্ব্ব টোলের বিস্তার হ'ক।

কান্তি। তার পর?

দীপ্তি। তার পর আবার কি! তুমি ভুলে গেছ দিদি, বৃদ্ধ-বসয়ে কেমন ক'রে তোমরা এই পুত্রকে পেয়েছ? ভগবান্ পার্থ-সারথির কাছে যজ্ঞের কথা স্মরণ কর। আর স্মরণ কর সেই

স্বপ্ন। ভগবান্ নিজে তোমাকে দেখা দিয়ে বলে-ছিলেন—"মা! আমি তোমার গর্ভে আশ্রয় নিতে এসেছি।" তোমাদের পুণ্যের ফলে আমিও বৃদ্ধবয়সে সন্তান লাভ করেছি। উভয়েরই একই সময়ে জন্ম। দাদা মহাপুরুষ—উভয়ের কোষ্ঠী-বিচার ক'রে এক জনকে লক্ষ্মণ আর এক জনকে শত্রুঘ্ন নাম দিয়েছেন। নির্জ্জনে ব'সে—ছেলে যতক্ষণ না ফেরে—এস, আমরা ভগবান পার্থ-সারথির নাম করি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

চণ্ডীমণ্ডপ।

যাদবপ্রকাশ ও তিরুমল।

(তিরুমল-তৈল-মর্দ্দনে নিযুক্ত)

যাদব। বেটাদের এক দিক থেকে খড়মপেটা করব। দূর ক'রে দেব। আমি যাদবপ্রকাশ—স্বয়ং চোলরাজ আমার আদেশ অমান্য করতে সাহস করে না—শিষ্য হয়ে বেটারা কি না তাই করলে!

তিরু। আপনি যে অন্যায় রাগ করছেন!

যাদব। শিষ্য আমার আদেশ পালন করলে না—আমি অন্যায় রাগ করছি?

তিরু। আমি আপনার শিষ্যকে শিষ্য, ভৃত্যকে ভৃত্য। আমাকে যা আদেশ করবেন, আমি তখনি তা করতে প্রস্তুত আছি। তারা সব উষ্ণ-মস্তিষ্ক যুবক। আপনি ছাড়া তারা এ পৃথিবীর আর কোনও আচার্য্যের কাছেই মাথা হেঁট করে না। তারা ওই অপোগণ্ড বালকের কাছে পুথি খুলে পড়তে বসবে! এ বিসদৃশ আদেশের কথা যে শুনবে, সে-ই আপনি পাগল হয়ে গেছেন মনে করবে যে!

যাদব। আরে মূর্খ, কোনও একটা উদ্দেশ্য না থাকলে কি আমি এমন আদেশ করি?

তিরু। তা উদ্দেশ্যটা কি, তাদের বলুন না কেন? তা শুনেও তারা যদি আপনার আদেশ অমান্য করে, তখন না হয় তাদের উপর ক্রোধ-প্রকাশ করবেন।

যাদব। উদ্দেশ্য বলব কি! আমি গুরু, তারা শিষ্য। আমার আদেশ, তাদের পাল্য। মাঝখানে ফাঁক। আমি আদেশ করব, তারা পালন করবে। কেন, কি জন্য, তারা জিজ্ঞাসা করবে না। তবে না তারা শিষ্য?

তিরু। বেশ, আমাকেই বলুন। আমি ত একটা নিরেট মূর্খ; অনন্তকাল ধ'রে আপনার চেলাগিরি করছি। সব কাজেই আমি অন্তরঙ্গ, আর এটাতে নয়! তাদের উপর রাগ করছেন কি! তার ভাগ্নে দাশরথি—সেই ছেলেমানুষ মামার সুমুখে পুথি খুলতে কুণ্ঠিত হচ্ছে।

যাদব। বালককে তুমি কি মনে কর?

তিরু। এত দিনের ভিতরে তার বিদ্যার পরিচয় ত কিছু পাই নি। এক দিনের জন্য তাকে একটা কথা কইতেও ত শুনি নি। তবে তাকে দেখলে মেধাবী ব'লে মনে হয়।

যাদব। মনে হয়? তিরুমল। আমি এ বয়স পর্য্যন্ত এমন মেধাবী বালক দেখি নি।

তিরু। বলেন কি!

যাদব। শঙ্করাচার্য্যের মেধার কথা শুনেছি। আর এই মেধা চক্ষে দেখছি।

তিরু। বলেন কি! আপনি অনুমানে বলছেন, না বালকের মেধা পরীক্ষা করেছেন?

যাদব। এই বয়সে বালক সর্ব্বশাস্ত্র আয়ত্ত করেছে। যেমন তেমন শাস্ত্র নয়—সর্ব্বদর্শন।

তিরু। সর্ব্বদর্শন আয়ত্ত করেছে?

যাদব। ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, কণাদ, পূর্ব্ব-মীমাংসা—এই পাঁচটার বিষয় ত জেনেছি। জানতে বাকী বেদান্ত।

তিরু। সর্ব্বশাস্ত্র যার অধীত, সে তবে আপনার কাছে কি পড়তে আসে?

যাদব। তা বুঝতে পারছি না। পঞ্চদর্শন পর্য্যন্ত তার বিদ্যার পরিচয় পেয়ে আমি চিন্তিত হয়েছি। এখন বেদান্ত সম্বন্ধে জানতে হ'লে আগে তার মনোভাব জানা প্রয়োজন।

তিরু। মনোভাব জানা প্রয়োজন!

যাদব। বালক শুধু মেধাবী নয়—অতি শিষ্ট। আমি শিষ্যদের বেদান্ত পড়াই, সে একান্তে ব'সে নীরবে শোনে। আমার ব্যাখ্যা তার মনোমত হয় কি না, বুঝতে পারি না।

তিরু। আপনার ব্যাখ্যা তার মনোমত হবে না?

যাদব। যদি হয়, তা হ'লে আমি শঙ্করগুরু গোবিন্দপাদের তুল্য ভাগ্যবান্। যদি না হয়—

তিরু। আগে থাক্‌তে এরূপ অন্যায় সন্দেহ করছেন কেন গুরুদেব ?

যাদব। এখনও করবার কারণ হয় নি। তবে পাঠনার সময়ে মাঝে মাঝে তার দিকে চেয়ে দেখেছি। সময়ে সময়ে তার মুখ দেখে আমার মনে হয়েছে, আমার ব্যাখ্যা তার মনোমত হচ্ছে না। আমার ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করবার জন্য তার অধর সময়ে সময়ে স্ফুরিত হবার চেষ্টা করে। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধার জন্যই যেন বালক প্রতিবাদে নিবৃত্ত হয়। বিশেষতঃ যে দিন আমি তোমাদের কাছে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' মহাবাক্যের ব্যাখ্যা করছিলুম, সে দিন তার মুখের ভাব দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছিলুম।

তিরু। তা এ কথা এ গরীব দাসকে বল্‌লে কি দোষ হ'ত ?

যাদব। সেই জন্য ইচ্ছা করেছিলুম, ওই হত-ভাগ্যগুলাকে বেদান্ত পড়াবার ছলে বালকের বেদান্ত সম্বন্ধে মতটা জেনে নেব।

তিরু। (পদসেবা করিতে করিতে) হুঁ! এমন ছেলেমানুষিও করে! আমাকে এ কথা বললে, আমি এমন কৌশলে তাদের বুঝিয়ে বলতুম যে, তারা সুড়সুড় ক'রে পুথি খুলে ছোঁড়াটার কাছে পড়তে বস্‌তো।

যাদব। এই ত জান্‌লে, এইবার হতভাগাদের বুঝিয়ে বল।

তিরু। এখনি তাদের কান ধ'রে টেনে আন্‌তে চল্লুম। আর বলাবলি কি ? (ঘন ঘন পদসেবা)।

যাদব। একটু আস্তে—একটু আস্তে।

তিরু। আপনার ব্যাখ্যা যদি সে না গ্রহণ করে ?

যাদব। তা হ'লে এই কাঞ্চীপুরে তার তুল্য শত্রু আমার আর নেই।

তিরু। হুঁ! শত্রু—কাঞ্চীপুরে আপনার—আর নেই—হুঁ—

যাদব। আরে, আস্তে আস্তে—করিস্ কি—আস্তে।

তিরু। (পদ ছাড়িয়া পৃষ্ঠসেবা) আপনার সন্দেহ অকারণ নয় তো ?

যাদব। অকারণ সন্দেহ আমি কি কখন করি রে মূর্খ! ওর বাপ পেরেমবেদুরের কেশবার্চার্য্যও এক জন পরম পণ্ডিত ছিল। শুধু আমার ভয়ে সমাজে সে নিজে মত প্রকাশ করতে পারতো না। ওর মামা শ্রীশৈলপূর্ণ একটা গোঁড়া বৈষ্ণব। আমার ভয়ে কাঞ্চীপুর ছেড়ে সে শ্রীশৈল পর্ব্বতে পালিয়ে আছে! লোকে বলে বৈরাগ্য। কিন্তু তা নয় তিরু, সে কেবল আমার ভয়। এখানে থাকলে বিচারে ঠিক আমি তাকে বৈষ্ণবধর্ম্ম ত্যাগ করাতুম। রামানুজ এই উভয় বংশ হ'তে জন্মগ্রহণ করেছে—বুঝেছ ?

তিরু। ঠিক—ঠিক—ঠিক, তা হ'লে আপনি যা সন্দেহ করছেন, তা ঠিক!

যাদব। হাঁ হাঁ—আস্তে আস্তে।

তিরু। আর আস্তে—এই আমার সেবা ঘন ঘন চল্‌তে লাগ্‌ল। আমি এখনি যাচ্ছি!

যাদব। করিস কি—আস্তে।

তিরু। আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন। (পৃষ্ঠে মুষ্ট্যাঘাত)

যাদব। মেরেই যদি ফেল্‌লি ত নিশ্চিন্ত হব কখন্ ?

(নেড়েলাইয়ের প্রবেশ)

কি খবর নেড়ু ?

নেড়ে। আস্‌ছে। পথে সেই বাবাজী বেটা কাঞ্চীপূর্ণের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তার সঙ্গে কি কথা কইতে একবার দাঁড়িয়েছে।

যাদব। আজ আসে নি কেন, জিজ্ঞাসা করেছিলি ?

নেড়ে। জিজ্ঞাসা করি নি—তবে জানতে পেরেছি!

যাদব। কি জেনেছিস ?

তিরু। আরে মর, মুখ ছুঁচ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? কি জেনে এলি, বল না।

নেড়ে। তার আস্‌বার ইচ্ছা ছিল না।

তিরু। হুঁ।

যাদব। ইচ্ছা ছিল না ?

নেড়ে। না।

যাদব। তবে যে এলো ?

নেড়ে। তার মায়ের ইচ্ছায় আস্‌ছে।

যাদব। আমার অভিপ্রায় সে কি জান্‌তে পেরেছে ?

নেড়ে। আজ্ঞে, তা সে কখন কেমন ক'রে জানবে!

যাদব। তবে ?

তিরু। আবার হতভাগাটা মুখ ছুঁচ ক'রে রইল !

নেড়ে। বাড়ীর ভিতরে মায়েপোয়ে কথা কচ্ছিল। আমি বাইরে থেকে শুনেছি।

যাদব। কি শুনেছিস্?

নেড়ে। আপনার শিক্ষা তার মনোমত হচ্ছে না।

যাদব। হুঁ !

তিরু। হুঁ ! গুরুদেব ! আপনার পিঠ রইল। রাগে আমার সর্ব্বশরীর কেঁপে উঠল। হাত-পা সব আপনা আপনি ছুটতে লাগলো। এ অবস্থায় আপনার পিঠের মর্য্যাদা থাক্‌বে না ! আমি চল্‌লুম।

[তিরুমলের প্রস্থান।

যাদব। এই, ওর সঙ্গে যা। পথে রামানুজকে দেখে রাগের মাথায় যেন কোনও অসংবদ্ধ কথা না ক'য়ে ফেলে। বল্ গে যা, আমার নিষেধ। তুই ঠিক শুনেছিস্ ?

নেড়ে। গুরুর কাছে কি আর মিছে কইছি ?

যাদব। আচ্ছা, যা। দেখিস্, পথে যেন কেউ তোরা তাকে কিছু বলিস্ নি। তাই ত, এ বালক যে এখন আমার বিষম সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়ালো !

(যাদবের মাতার প্রবেশ)

যা-মা। হাঁ যাদব ! ওই যে একটি বালক এক মাস ধ'রে তোমার কাছে পড়তে আসছে, ওটি কে ?

যাদব। কেন—ওটির কথা এত দিন থাকতে আজ জিজ্ঞাসা করতে এলে কেন ?

যা-মা। ওটিকে দেখে মুগ্ধ হয়েছি।

যাদব। ওটি আমার যম।

যা-মা। ঐ বালক যদি তোমার যম হয়, তা হ'লে ত কংসরাজকে আমি পেটে ধরেছি দেখছি।

যাদব। এখন যাও, স্নান আহারের সময় হয়ে এলো। আমার মাথার ঠিক নেই।

যা-মা। কচি ছেলে—তোমার কাছে কি পড়তে আসছে, জান্‌তে আমার কৌতূহল হ'ল। তার কি এই উত্তর ?

যাদব। যে শাস্ত্রের ভিতরে আমার মরণের ঘরের চাবি আছে, ও সেই শাস্ত্র পড়তে এসেছে—কথা বুঝলে ?

যা-মা। বুঝেছি। তোমার মা আমি, আমি আর এই তুচ্ছ হেঁয়ালি কথাটা বুঝতে পারব না ! তবে এটা বুঝতে পারছি না, ওই গোপালতুল্য বালক যদি তোমার যম হয়, তা এত দিন আমার পুত্রশোক হয় নি কেন ?

[যাদব-মাতার প্রস্থান।

যাদব। ভালো আপদ ! এই বিষম সমস্যার চিন্তাতেই কি না যত বাধা এসে জোটে।

(রামানুজের প্রবেশ)

এস বাবা, এস। কিছুক্ষণ তোমাকে না দেখলে চিত্ত ব্যাকুল হয়। সেই জন্য তোমাকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছিলুম।

রামা। দাসকে আদেশ করবার কিছু আছে ?

যাদব। দাস—তুমি দাস ? না রামানুজ, এই বয়সেই পরম বিজ্ঞ তুমি। তুমি আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে আমাকে ধন্য করেছ।

রামা। পুত্র যদি বিজ্ঞ হয়, তা হ'লে কি সে পিতার সেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় ? আমাকে বিজ্ঞ বলে আপনি আপনার সেবাকর্ম্ম থেকে বঞ্চিত করবেন না।

যাদব। হাঃ হাঃ—তা বলতে পার। তা হ'লে যে কার্য্যের জন্য তোমাকে ডাকিয়েছিলুম, আজ আর বলা হ'ল না ; কা'ল বল্‌ব। আজ স্নানাহ্নিকের সময় হয়ে পড়েছে। তৎপরিবর্ত্তে তুমি এক কাজ কর। তিরুমল আমার অঙ্গসেবা কর্‌তে কর্‌তে আমারই একটা প্রয়োজনে কার্য্য অসম্পূর্ণ রেখে চ'লে গিয়েছে, তুমি সেটা পূর্ণ কর। আমার এই পৃষ্ঠদেশটায় তৈলমর্দ্দন কর। (রামানুজের অঙ্গসেবা) বাঃ বাঃ ! কি মিষ্ট হাত ! তাই ত ভাবি, গুরুসেবা ভালরূপ জানা না থাক্‌লে কি এই বয়সে এত জ্ঞানলাভ হয় ! অতি—অতি—অতি অত্যন্তং—কিন্তু ন গর্হিতং।

(পুথি হস্তে জনৈক শিষ্যের প্রবেশ)

কি হে, আবার পুথি হাতে ফিরে এলে যে ?

শিষ্য। গুরুদেব ! সেই স্থানটা আবার গোল-মাল হয়ে গেছে।

যাদব। আঃ! তোমার মত দু'টো বুদ্ধিমান্ শিষ্য থাকলেই যে আমার আচার্য্যলীলা সাঙ্গ। একটা সামান্য শ্লোকার্থ বুঝতে যদি তোমার তিন দিন যায়, তা হ'লে সমস্ত ছান্দোগ্য উপনিষৎ আয়ত্ত করতে তোমার জন্মটাই কেটে যাবে দেখছি যে! নাও, বস। আর পুথি খুলতে হবে না। অমনি অমনিই শোন,—"তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী।" কথাটা হচ্ছে সামান্য। জলের মত স্বচ্ছ, এতে বোঝবার কি আছে? তস্য যথা কি না তস্য যথা—তদ্‌শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে হলেন তস্য। সেই তস্যের উপর একটি যথা। ও তস্য যথা, ওতে অনেক কথা। এখন সে সব বুঝতে পারবে না। তবে কপ্যাসং এটা বুঝতে হবে। ওইটেই হচ্ছে শ্লোকের মধ্যে আসল পদ। কপি ছিল আসং—কপ্যাসং। কপি মানে হ'ল বানর। আর আসং মানে হ'ল পশ্চাদ্‌ভাগ। যেটি সর্ব্বদাই লাল টুক্‌টুক্ করছে—বুঝেছ? পুণ্ডরীকং কি না পদ্মং। পদ্মটা তা হ'লে কি রকম হল? বানরের সেই উপান্তদেশের মত লালবর্ণ। অক্ষিণী মানে দুটি চক্ষু। তা হলে সমস্ত শ্লোকটার মানে হ'ল—সেই মহাপুরুষের দুটি চক্ষু বানরের পিছনটার মত লালবর্ণ! উঃ! একি! পিঠে আগুন ফেললে কে রে? একি! তুমি? রামানুজ? তোমার চক্ষের জলবিন্দু? এত উষ্ণ! এত তোমার মর্ম্মজ্বালা যে, তার জন্য তোমার অশ্রুবিন্দু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত আমার পৃষ্ঠে পতিত হ'ল! বল বৎস, বল। তোমার অন্তরে এত কি দুঃখ, বল।

রামা। গুরুদেব! আপনার ব্যাখ্যা শুনে আমার মর্ম্মভেদ হয়ে যাচ্ছে।

যাদব। আমার ব্যাখ্যা শুনে? তাই এত অশ্রুপাত!

রামা। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ভগবানের চক্ষুর সঙ্গে বানরের ঘৃণিত পশ্চাদ্‌ভাগের তুলনা! এ যে কি বিসদৃশ—

যাদব। বিসদৃশ!

রামা। আর পাপজনক, তা আর আপনাকে কি বলব!

যাদব। বটে। এর উপর আবার পাপজনক বলে বোধ হয়েছে! রামানুজ! তোমার ধৃষ্টতাতে আজ আমি বড়ই ক্ষুণ্ণ হলুম। ভাল, এর চেয়ে তুমি কি উৎকৃষ্ট অর্থ করতে পার?

রামা। আপনার আশীর্ব্বাদে সবই হ'তে পারে!

(তিরুমল প্রভৃতি শিষ্যগণের প্রবেশ)

যাদব। ওহে! যে জন্য তোমাদের ডাকিয়েছিলুম, তার আর প্রয়োজন হ'ল না। তোমাদের আর রামানুজের ছাত্রত্ব করতে হ'ল না। এখন তোমাদের গুরুই রামানুজাচার্য্যের ছাত্র।

রামা। ক্রোধ করবেন না গুরু, আমার কথার অর্থ প্রণিধান করুন।

যাদব। আবার, গুরু ব'লে রহস্য কেন রামানুজ? শিষ্য বল—শিষ্য বল।

তিরু। কি হয়েছে গুরুদেব?

যাদব। আমার ব্যাখ্যা ওঁর বিসদৃশ আর পাপজনক ব'লে বোধ হয়েছে!

তিরু। বলেন কি! হতভাগার এত বড় ধৃষ্টতা!

যাদব। থাক্ থাক্—বালক—ক্রোধ ক'র না। নাও রামানুজ, তুমি শ্লোকের কি অর্থ করতে চাও, বল।

রামা। 'ক' মানে জল, 'পি' মানে পান করা, 'কপি' যিনি জলপান করেন, অর্থাৎ সূর্য্য। 'আস' মানে বিকাশ। তা হলে কপ্যাসং মানে হ'ল সূর্য্যবিকশিত। সূর্য্যোদয়েই পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়, তা হলে শ্লোকের অর্থ হ'ল—সেই সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী মহাপুরুষের চক্ষু সূর্য্যবিকশিত পদ্মের ন্যায় শোভাশালী।

যাদব। (স্বগত) তাই ত! এমন অদ্ভুত ব্যাখ্যানকৌশল ত কখন শুনি নি!

বড়। ওরে! ছোঁড়া কি বলে রে!

নেড়ে। চুপ কর্—চুপ কর্। গুরুর মুখ দেখতে দেখতে কপ্যাসং হয়ে গেল দেখতে পাচ্ছিস্ না?

যাদব। ওরে পুথিখানা খোল্। তোমার ব্যাখ্যা শুনে আমি সন্তুষ্ট হলুম। তুমি যদি মনোমত ব্যাখ্যা করতে না পারতে, তা হলে এই সকল শিষ্যদের কাছে তোমাকে আজ বড়ই লাঞ্ছিত হ'তে হ'ত। আরে হতভাগা, এখনও হাঁ ক'রে ব'সে আছিস্ কেন, পুথি খোল্।

রামা। আর পুথি খুলতে হবে না।

যাদব। তুমি তা হ'লে শঙ্করের ব্যাখ্যা দেখেছ?

রামা। দেখেছি। তিনিই কপ্যাসং শব্দের ওইরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। আপনি নূতন কথা বলেন নি।

যাদব। ও! তা হ'লে তুমি শঙ্করেরও উপর উঠতে চাও?

রামা। আপনার আশীর্ব্বাদে সকলি সম্ভব হ'তে পারে, গুরুদেব!

যাদব। আবার গুরুদেব কেন, শিষ্য বল, শিষ্য বল রামানুজ!

রামা। ক্রোধ করবেন না। আমার কথার অর্থ প্রণিধান করুন।

যাদব। যখন তুমি শঙ্করের ব্যাখ্যাকে অগ্রাহ্য ক'রে তারও উপর উঠতে চাও, তখন তুমিই আমার গুরু।

রামা। কেন আচার্য্য, আপনিও ত শঙ্করের ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য করেছেন।

বড়। আরে ম'ল, এ ছোঁড়া বলে কি!

নেড়ে। চুপ্ চুপ্! গুরুর মুখ এবারে পুণ্ডরীক হয়েছে—গালে হাসি ধরছে না।

যাদব। তুমি তা হ'লে আমার কৃত সিদ্ধান্তও পড়েছ?

রামা। পড়েছি। শঙ্কর জগৎটাকে মিথ্যা বলেছেন। বলেছেন, ওটা কিছুই নয়, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। আপনি তা বলেন নি। আপনি বলেছেন, জগৎটা মিথ্যা নয়। তবে অনিত্য ব'লে হেয়, আর ব্রহ্ম নিত্য ব'লে উপাদেয়।

যাদব। হাঃ হাঃ হাঃ! তোমায় বালক ব'লে বকলুম বটে, তবে সকল সময়ে শঙ্করের ব্যাখ্যা মনোমত হয় না। তা হ'লে আমার কৃত সিদ্ধান্ত তোমার ভাল লেগেছে?

রাম। আচার্য্য! আমি ভগবানের দাস। সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত আমার কেমন ক'রে ভাল লাগবে?

নেড়ে। গুরুর মুখ আবার কপ্যাসং।

তিরু। তাই ত রে! গোলমাল যে ক্রমে বাড়তে লাগল দেখছি!

বড়। বাড়বে না! তোমার আমার মত অজা-যুদ্ধ নয়। এ ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই।

যাদব। হুঁ! তা হ'লে 'সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম' এর অর্থ ব্রহ্মের স্বরূপ, বলতে চাও না?

রামা। স্বরূপ বললে তাঁকে ছোট করা হয়; এ সমস্ত তাঁর গুণ,—তিনি নন। যেমন দেহ আমার—আমি দেহ নই।

যাদব। ওরে ধৃষ্ট পাষণ্ড! তুই দুরভিসন্ধি হৃদয়ে পূরে আমার শিষ্যত্ব করতে এসেছিস্! আমার ব্যাখ্যা যখন তোর মনোমত নয়, তখন তুই কি করতে এখানে এসেছিস? চ'লে যা—এখনি চ'লে যা।

সকলে। চ'লে যা—(ইত্যাদি শব্দ)

যাদব। দেখ রামানুজ। তোমার ব্যাখ্যা শঙ্কর অথবা অপর কোন পূর্ব্বাচার্য্যের মতানুযায়ী নয়। সুতরাং তুমি এখানে আর এস না।

রামা। অকারণ ক্রোধ কেন দ্বিজ!

কভু তুমি নহ মতিমান, শঙ্কর সমান।
শঙ্কর আজন্ম যোগী,
আজন্ম সংসারত্যাগী ঋষি।
চন্দন-বিষ্ঠায় তাঁর ছিল সমজ্ঞান।
সর্ব্বত্র দেখিল ভগবান্,
দেখেছেন সর্ব্বরূপ ভগবানে স্থিত।
এ হেন শঙ্কর যোগিবর
করেছেন বানরপৃষ্ঠান্ত সনে
কৃষ্ণের সে পুণ্ডরীক আঁখির তুলনা।
হে কাম-কাঞ্চন-সেবী,
অবিদ্যা-কবলগত গৃহী! পুথিগত
বিদ্যা ল'য়ে
এ হীন তুলনা কভু সাজে কি তোমারে?
প্রায়শ্চিত্ত করহ বিধান!
আজ হ'তে দাস ব'লে আপনারে
নারায়ণ-পদে কর আত্ম সমর্পণ।

[প্রস্থান।

যাদব। কি হে, তোমরা সব শুনলে?

তিরু। আমরা ত শুনলুম; আপনি?

যাদব। আমিও শুনলুম।

তিরু। শুধু শুনলেন? এই অপমানটা নিজের ঘরে আমাদের সুমুখে ব'সে হজম করলেন!

যাদব। কি করব?

বড়। আপনাকে কিছু করতে হবে কেন? আপনি আমাদের আদেশ করুন। আমরা ছোঁড়াকে ধ'রে এনে তার দাঁত কটা ভেঙে দিই।

তিরু। এতে আমাদেরও মাথা কাটা গেল, তা জানেন ?

যাদব। তা জানি। কি বল্‌লে বুঝলে ?

তিরু। সে আপনি বুঝুন। ছোঁড়ার ধৃষ্টতা দেখে আমরা সব ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে গেছি।

যাদব। জ্ঞানশূন্য হ'লে হবে না। এর একটা প্রতীকার যত শীঘ্র হ'য়ে যায়, করতে হবে। ও কি বললে, বুঝলে না ? বলে, আমি নারায়ণের দাস। আবার আমাকেও তাই হ'তে উপদেশ দিয়ে গেল। বালক, শিষ্ট বুদ্ধিমান হ'লে কি হবে, ওর মন দ্বৈত-বাদরূপ পাষণ্ডতায় পরিপূর্ণ। সনাতন অদ্বৈতমতকে রক্ষা করতে হ'লে ওকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। ক্ষুদ্র শাস্তিতে হবে না। ছেড়ে দিলেও চল্‌বে না। ছাড়লেই ও নিজেরঘরে টোল খুলবে। তখন বহু ছাত্রের মধ্যেও নিজের পাষণ্ড-মত প্রতিষ্ঠা কর্‌বে।

নেড়ে। আমি লোকপরম্পরায় শুনলুম, এরই মধ্যে রামানুজ 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং'—এই মহাবাক্যের ভক্তিপ্রধান ব্যাখ্যা ক'রে আপনার মত খণ্ডন করেছে। বলেছে, ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ নন। তিনি এই সকল গুণবিশিষ্ট।

যাদব। ওই শোন। তা হ'লে এখন সকলে ঘরে যাও। সন্ধ্যায় এখানে আবার সমবেত হ'ও। সেই সময় ধীরে সুস্থিরে সকলে একসঙ্গে বসে, ও পাষণ্ডের বধোপায় চিন্তা কর্‌ব।

[যাদব ও তিরুমল ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

তিরু। বধ করতেই হবে ?

যাদব। বধ করতেই হবে। মূর্খ! তুমি বুঝছ কি! আমি ছাড়া এ দাক্ষিণাত্যে এমন আর কেউ নেই যে, ওই বালককে বিচারে পরাস্ত করতে পারে! যে শৈলপূর্ণ আমার কাছে বিচারে পরাস্ত হবার ভয়ে পাহাড়ে পালিয়েছে, ও তার ভাগ্নে হয়ে আমার ঘরে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে গেল! স্বয়ং যামুনাচার্য্য—বৈষ্ণব বেটারা যাঁকে বশিষ্ঠের অবতার ব'লে থাকে,—আমাকে জয়পত্র পাঠিয়ে দাক্ষিণাত্যে প্রধান স্বীকার করেছে। আমি যত দিন আছি, তত দিন পর্য্যন্ত ভয় না থাকতে পারে। কিন্তু আমি আর ক'দিন! আমি ম'লে ও ছোঁড়া কি এ দাক্ষিণাত্যে সনাতন অদ্বৈত মত রাখবে মনে করেছ ?

তিরু। তাই ত গুরু, তা হলে উপায় কি হবে ?

যাদব। বিনাশ—বিনাশ। আমি বেঁচে থাকতে থাকতে ওকে কোন উপায়ে শেষ করে চলে যাব।

(পরিক্রমণ, মস্তকসঞ্চালন ও উচ্চহাস্য)

তিরু। কি হ'ল গুরুদেব ?

যাদব। এসেছে এসেছে—তিরু, মাথায় উপায় এসেছে। এখন কাউকে ব'ল না। চল, আমরা গুরু আর সকল শিষ্য একত্র মিলে কাশীযাত্রা করি। তোমরা কৌশলে ভুলিয়ে ছোঁড়াকেও আমাদের সঙ্গে নাও! পথের মাঝে যেখানে সুবিধা বোধ করা যাবে, সেইখানেই তাকে শেষ করব, তার পর কাশীক্ষেত্রে গিয়ে কলুষনাশিনী গঙ্গায় স্নান। ব্রহ্ম-হত্যার পাতক স্নানের সঙ্গে সঙ্গেই ধৌত হয়ে যাবে।

তিরু। অতি সদ্‌যুক্তি!

যাদব। কেমন! এইবারে কমণ্ডলু, গামছা, ছত্র, বস্ত্র সব নিয়ে এস। প্রচণ্ড চিন্তা—প্রচণ্ড চিন্তা—আর স্নান না করলে মাথা ঠিক রাখতে পারব না। প্রচণ্ড চিন্তা—অদ্বৈতমতের কণ্টক দূর করব। তাতে পাপ কি ? হয়—কলুষনাশিনী গঙ্গে! সে পাপ ধুয়ে নেবার ভার তোমাকেই গ্রহণ করতে হবে।—যাও।

তৃতীয় দৃশ্য

মন্দিরের দালান।

যামুনাচার্য্য ও কাঞ্চিপূর্ণ।

কাঞ্চি। যদি বহুকাল পরে আপনার চরণদর্শন এ দাসের ভাগ্যে মিলেছে, তা হলে এসেই যাবার জন্য ব্যস্ত হচ্ছেন কেন প্রভু ? কিছু দিন আমার কিশোরের আতিথ্য-গ্রহণ করুন।

যামুনা। বহুকাল পরে তোমার প্রিয়সঙ্গ লাভ করেছি। এ আকাঙ্ক্ষার বস্তু উপভোগের আর নিমন্ত্রণ করতে হয় না। কিন্তু কি করব কাঞ্চিপূর্ণ, আমার থাকবার উপায় নেই। সকলকে গোপন ক'রে গভীর নিশীথে আমি শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করেছি। আমার গন্তব্য-স্থান আর কাউকেও ব'লে আসি নি। তারা খুঁজতে খুঁজতে যদি এখানে এসে পড়ে, তা হ'লে এ কাঞ্চীপুরে অনর্থক একটা কোলাহলের সৃষ্টি হবে। আমার এখানে আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা

নেই। এখন কি জন্য তোমার কাছে এসেছি, শোন। শ্রীরঙ্গনাথের একটি সেবকের প্রয়োজন হয়েছে।

কাঞ্চি। প্রভু কি আর দেহ রাখ্‌তে ইচ্ছা করেন না?

যামুনা। ইচ্ছা করলেই এ জীর্ণ পিঞ্জরে আর কত কাল জীবন ধ'রে রাখতে পারব! অনেকবার মৃত্যু এসে এ পিঞ্জর-দ্বারে করাঘাত ক'রে চলে গেছে। শিষ্যদের মুখ চেয়ে, আমি তাকে মন্দিরে প্রবেশ করতে দিই নি। কিন্তু কত কাল তাকে নিষেধ ক'রে রাখব! মারুতির অবতার! ভগবদ্দাস্যের মূর্ত্তি তুমি। তোমার কাছে দাস্য-প্রেম শেখবার বয়স আমার উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তাই তোমার বরদরাজের কাছে আমি তাঁর শ্রীরঙ্গ-মূর্ত্তির জন্য একটি সেবক ভিক্ষা করতে এসেছি।

কাঞ্চি। শ্রীরঙ্গনাথের যখন সেবকপ্রাপ্তির ইচ্ছা হয়েছে, তখন সে ত আপনার পাওয়াই হয়েছে গুরুদেব!

যামুনা। তা হ'লে সেবক পেয়েছি?

কাঞ্চি। দাসকে এ প্রশ্ন করছেন কেন? নিজেকেই এ কথা জিজ্ঞাসা ক'রে দেখুন।

যামুনা। পথে আস্‌তে আস্‌তে দেখলুম, অগণ্য শিষ্য-পরিবৃত যাদবপ্রকাশ এক অপূর্ব্ব সুন্দর যুবকের কাঁধে ভর দিয়ে পথ চল্‌ছে। তাকে দেখামাত্র আমি মুগ্ধ হয়েছি। বালকে অবতারের সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান।

কাঞ্চি। তবে আর কি প্রভু, সেবক চেয়েছেন, সেবক দেখেছেন—

যামুনা। আর পাওয়া?

কাঞ্চি। সে আপনি জানেন আর বরদরাজ জানেন।

যামুনা। পাওয়া কি বড়ই কঠিন?

কাঞ্চি। তাই বোধ ত হয়।

যামুনা। বালকের পরিচয় কি?

কাঞ্চি। পেরেমবেদুরের কেশবাচার্য্যের পুত্র। মহাত্মা শ্রীশৈলপূর্ণের ভাগিনেয়।

যামুনা। পরিচয়ে তুমি যে আমাকে ব্যাকুল ক'রে দিলে কাঞ্চিপূর্ণ! বালক যে আমাদেরই ঘর। তা হ'লে সে যাদবাচার্য্যের আয়ত্তে কেমন ক'রে পড়ল?

কাঞ্চি। আপনি তার প্রতি এত কাল কৃপা-দৃষ্টি করেন নি ব'লে।

যামুনা। বালকের নাম?

কাঞ্চি। শৈলপূর্ণ তাঁর নাম দিয়েছেন লক্ষ্মণ।

যামুনা। পাবার বাধা কি? যাদবাচার্য্যই বাধা না কি?

কাঞ্চি। সে বাধা কেটে গেছে। রামানুজ এক ভক্তিপ্রধান গ্রন্থ রচনা ক'রে যাদবাচার্য্যের মত-খণ্ডন করেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের গুরুশিষ্য সম্বন্ধ ছিন্ন হয়েছে।

যামুনা। তবে সে আচার্য্যের কাছে রয়েছে কেন?

কাঞ্চি। নিজের একান্ত অনিচ্ছায়। শুধু আচার্য্যের আগ্রহে।

যামুনা। তার প্রতি আচার্য্যের কোনও দুর-ভিসন্ধি আছে বোধ হয়?

কাঞ্চি। অসম্ভব নয়।

যামুনা। বেশ, সে অভিসন্ধি আমি বুঝে নেবো। আর কোনও বাধা?

কাঞ্চি। বালকের বৃদ্ধ মা আছেন।

যামুনা। ভাল, তাঁর দেহত্যাগকাল পর্য্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে পারব। এই বাধাই কি শেষ? নিরুত্তর কেন কাঞ্চিপূর্ণ? বালক বিবাহিত না কি?

কাঞ্চি। বিবাহিত।

যামুনা। হুঁ! উর্ম্মিলা বেটীও সঙ্গে সঙ্গে এসেছে?

কাঞ্চি। শুধু আসেন নি—মা আমার এবার পতিবিরহ-ভয় সঙ্গে সঙ্গে এনেছেন। এবারে আকুল-প্রেমে তিনি স্বামীকে জড়িয়ে আছেন।

যামুনা। সে বন্ধন থেকে বালককে মুক্ত করতে পারবে না কাঞ্চিপূর্ণ?

কাঞ্চি। আমি? আমি যুগযুগ ধ'রে ওই পরিবারের দাস। আমাকে এ বিষয় আদেশ কেন করছেন প্রভু?

যামুনা। অথচ তাকে মুক্ত করতে হবে। মা উর্ম্মিলে! রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা সীতার উদ্ধারের জন্য একবার তুমি স্বামীকে হৃষ্টচিত্তে নিজের বন্ধন থেকে মুক্ত করেছিলে। এবারও দানবপ্রকৃতি মানব যোগীর আবরণ প'রে, জীবের হৃদয় থেকে ভক্তিরূপ সীতার অপহরণ করছে। এবারেও

তোমাকে স্বামী পরিত্যাগ করতে হবে। কোটি কোটি জীবের কল্যাণ—তুমি স্বার্থপরার মত নিজের ঘরে তাকে বেঁধে রাখতে পারবে না। এইবারে তোমার কিশোরকে একবার দেখাও সখা! একবার আমি তার সঙ্গে বোঝাপড়া করি।

কাঞ্চি। বরদরাজস্বরূপ আপনি। আপনি স্বরূপ দেখবেন। তবে দাসকে আর রহস্য করছেন কেন নারায়ণ!

যামুনা। ভাল আমিই যাচ্ছি।

[যামুনাচার্য্যের প্রস্থান।

নেপথ্যে। কি বাবাজী আছ?

কাঞ্চি। এ কি! যাদবপ্রকাশ এখানে আস্‌ছে! তাই ত! কি অভিসন্ধিতে এখানে আসছে, বুঝতে ত পারছি না! বড়ই ত বিপদের কথা হ'ল! গুরুদেবও আজ এখানে। ও দাম্ভিক ব্রাহ্মণ তাঁকে দেখে যদি অসম্মানের কথা কয়? শুনলে ত আমি চুপ ক'রে থাকতে পারব না! সহসা যদি আমার সেই ঘাসুরে ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে? তা হ'লে ত দিগ্‌বিদিক্ পাত্রাপাত্র জ্ঞান থাকবে না! যাক্, কি উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ আস্‌ছে, সেটা একটু অন্তরালে থেকে বুঝতে হচ্ছে।

[প্রস্থান।

(যাদবের প্রবেশ)

যাদব। কি জানি! ব্রাহ্মণের হ'ক. শূদ্রেরই হ'ক, ঠাকুর ত বটে! আর কিছু করতে পারুক আর না পারুক, বেটার ঠাকুর অনিষ্ট করতে পারে! যাব ছ'মাসের পথ। পথে পাহাড়, জঙ্গল, বাঘ-ভালুক—কত কি বিপদ আছে। যদি ঠাকুর ঝোপে ঝাপে কোনও একটা বিপদের ফেঁকড়া তুলে বসে? কাজ কি, তুষ্ট ক'রে যাওয়াই ভাল। বরদরাজ অনেক দিন কাঞ্চীপুরে রয়েছে। লোকেও বলে জাগ্রত। কেউ জানবে না। বাবাজীও বুঝতে পারবে না। মনে মনে একটা স্তব ক'রে চ'লে যাই। কই হে বাবাজী!

(কাঞ্চিপূর্ণের প্রবেশ)

কাঞ্চি। এ কি! এ কি! বরদরাজের আজ কি ভাগ্য! তার ঘরে আজ আপনার পায়ের ধূলো পড়ল! (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামকরণ ও আসন আনয়ন)।

যাদব। থাক্—থাক্। কল্যাণ হ'ক। আসন আন্‌তে হবে না, আমি বেশীক্ষণ থাকব না। অনেক দিন থেকে তোমার বরদরাজকে দেখবার ইচ্ছা ছিল। কার্য্যগতিকে সেটা আর হয়ে ওঠে নি। একবার কাশীক্ষেত্র দেখবার মানস করেছি। অনেক দূর, তায় পথ দুর্গম। ফিরতে পারি কি না পারি, তাই একবার তোমার ঠাকুরকে দেখে যাব। ইচ্ছাটা অসম্পূর্ণ রাখা উচিত নয়।

কাঞ্চি। তাই ত প্রভু, আমি যে বড় বিপদে পড়লুম!—ঠাকুর যে ঘুমুচ্ছেন।

যাদব। ঠাকুর ঘুমুচ্ছেন কি বাবাজী! নারায়ণের আবার ঘুম কি?

কাঞ্চি। এ কি আপনার বেদান্তের ঠাকুর প্রভু যে, তার ঘুম নেই? একে এ চণ্ডালের ঠাকুর—তাতে আবার জাতে গোয়ালা। এ কখন ঘুমোয়, কখন জাগে, কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন বা অভিমান করে।

যাদব। (হাস্য) বেশ বেশ—একবার তোমার ঠাকুরকে জাগিয়ে তোল!—বলি কাঁচা ঘুম, না পাকা ঘুম?

কাঞ্চি। এই সবে মাত্র তাকে ঘুম পাড়িয়ে এসেছি।

যাদব। সে গয়লার পোলা ত? তা হ'লে তার ভিটকিলিমির ঘুম। দেখ গে এতক্ষণ বুঝি সে তোমার ননী, মাখন, ছানা চুরি ক'রে খাচ্ছে। লোকের কাছে শুনি, বরদরাজ তোমার সঙ্গে কথা কয়, তোমার সুমুখে নাচে খেলে। দেখ গে, আজ বোধ হয় সে চুরি করছে।

[কাঞ্চিপূর্ণের প্রস্থান।

যাদব। বলে ঘুমুচ্ছে! যাক্, মূর্খ শূদ্র, ঈশ্বরের সম্বন্ধে ওর আর কি জ্ঞান হ'তে পারে? যেমন জ্ঞান, তেমনি ধারণা। বললেও ত কিছু বুঝবে না। আর অনধিকারীকে এ সম্বন্ধে বলাও কিছু উচিত নয়। এখন একবার ঠাকুরটাকে দেখে পালাতে পারলে বাঁচি। ছোঁড়ারা কেউ জানে না। এখানে এসেছি জানলে বেটারা একটা গোলমাল বাধিয়ে বসতে পারে।

(পশ্চাৎ হইতে গোপালবেশী কৃষ্ণের প্রবেশ)
(এক হস্তে খাদ্য ভক্ষণ, অন্য হস্তে যাদবকে ধারণ)

কৃষ্ণ। দাদা, কি করছি দেখ! তোমার প্রসাদ চুরি ক'রে খাচ্ছি!

(কাঞ্চিপূর্ণের প্রবেশ)

কাঞ্চি। ওরে কি করিস্, কি করিস্? আমি নই, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ—এঁটো হাতে ছুঁস্‌নি।

কৃষ্ণ। ও মা! এ কে গো! (পলায়ন)

যাদব। ও ছোঁড়া কে?

কাঞ্চি। এঁটো হাতে কি আপনাকে ও ছুঁয়েছে?

যাদব। ছুঁয়েছে কি—উচ্ছিষ্ট আমার হাতে কাপড়ে লাগিয়ে দিয়েছে। (সক্রোধে) কে ও?

কাঞ্চি। কি আর বলব, ওই আমার বরদ-রাজ। আপনি যা বলেছেন, তাই,—দুষ্টুটো ঘুমোয় নি। আমার আজ কিছু ক্ষুধামান্দ্য ছিল। এই জন্য পাতে কিছু অন্নের অবশেষ ছিল। মনে করেছিলুম, রাত্রিপ্রভাত হ'লে সেগুলোকে জলে ফেলে দেব। দুষ্ট শয্যা থেকে উঠে সেই উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করেছে।

যাদব। (স্বগত) কি ঘৃণা! চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট—তার আবার উচ্ছিষ্ট! তাই আমার অঙ্গে উঠলো! ঠিক হয়েছে যাদব, ঠিক হয়েছে। অদ্বৈত্যবাদী অধ্যাপক হয়ে যেমন তুই শূদ্রের ঠাকুর দেখতে এসেছিলি, তার ঠিক শাস্তি হয়েছে।

কাঞ্চি। তাই ত ঠাকুর, দুষ্টুটো কি করলে!

যাদব। দুষ্টু কি করবে? ঘৃণিত পেরিয়া! এ কাজ তুই করেছিস্। প্রতারক! তুই করেছিস্ প্রতারক! ওই একটা অধম শূদ্র-বালককে ঠাকুর ব'লে তুই লোকসমাজে নিজেকে সাধু ব'লে পরিচয় দিয়ে বেড়াচ্ছিস? আচ্ছা—আচ্ছা—আচ্ছা! আমি আগে কাশী থেকে ফিরে আসি, তার পর তোর, আর ওই তোর ঠাকুরের যদি মুণ্ডপাত না করতে পারি, তা হ'লে আমার নাম যাদব-প্রকাশই নয়। কি ঘৃণা, কি ঘৃণা, কি ঘৃণা!

[প্রস্থান।

কাঞ্চি। ভাই ত ভাবি, রামানুজ গুরু ব'লে যার চরণে মাথা লুইয়েছে, সে কখন কি ভাগ্যহীন হয়! এখন তুমি অহঙ্কারে অন্ধ। যাও ভাগ্যবান যাদব, এক দিন তুমি এ অমৃতস্পর্শের রস অনুভব করবে।

পটপরিবর্ত্তন

(নারায়ণ ও লক্ষ্মীমূর্ত্তি)

যামুনা। হে নাথ! বিষ্ণুপ্রেমার চিত্তাহ্লাদকরী কমনীয় মূর্ত্তিকে বিষ্ণুভক্তিহীন শুষ্কহৃদয় যাদব-পার্শ্বে অবস্থিত দেখে, আমি বড়ই উদ্বিগ্ন হয়েছি।

লক্ষ্মীশ পুণ্ডরীকাক্ষ কৃপাং রামানুজে তব।
নিধায় স্বমতে নাথ প্রবিষ্টং কর্ত্তুমর্হসি॥

হে নলিননেত্র শ্রীপতে, রামানুজের উপর তোমার কৃপা স্থাপনপূর্ব্বক তাকে স্বমতে আনয়ন কর।

(দেবদাসীগণের প্রবেশ ও গীত)

বন্দে মুকুন্দ মাধব মুরারি।
কৌস্তুভ-মণিহারি কমলা-হৃদয়-নিলয়-বিহারী॥
মধুসূদন মধুসূদন মধুসূদন।
ধর্ম্ম-স্থাপন কারণ, জগপালন-পরায়ণ
মানব-নন্দন, লীলাবিলাসঘন মনোহর-কলেবরধারী।
হে হরি হে হরি হে হরি যুগে যুগে অবতারী॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কাঞ্চীপুর—রামানুজের গৃহ।

রামানুজ ও কান্তিমতী।

কান্তি। একান্তই যেতে হবে?

রামা। আমি আগে থাকতেই গুরুর কাছে একরূপ প্রতিশ্রুত হয়েছি। বলেছি, মায়ের সম্মতি যদি পাই, তা হ'লে আমার যাবার অমত নেই। গুরু বরং তাঁর অনুগামী হ'তে আমাকে নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন—'রামানুজ! তুমি মায়ের একমাত্র সন্তান। তোমাকে আমি সঙ্গে যেতে অনুরোধ করতে পারি না। পথ অতি দুর্গম। তাতে যে বিপদ আপদ নেই, এ কথাও আমি বলতে পারি না। এই সমস্ত জেনে শুনে তুমি মত প্রকাশ কর।'

কান্তি। গুরুর সঙ্গে তীর্থদর্শনে যাবে—এরূপ সৎসঙ্গ সহজে ত ঘটে না—কর্ত্তাও আমাকে সঙ্গে

নিয়ে একবার গঙ্গাস্নানে যাবার ইচ্ছা করেছিলেন —কিন্তু তোমার মুখ দেখে তিনি তীর্থ-টীর্থ সব ভুলে গেলেন।—কবে যাওয়া হবে?

রামা। কবে আবার কি—কা'ল।

কান্তি। তা হ'লে আজ থেকে উদ্যোগ করতে হয়।

(নেপথ্যে) যাদব। রামানুজ।

কান্তি। আসুন ঠাকুর, আসুন।

(সশিষ্য যাদবাচার্য্যের প্রবেশ)

যাদব। এমন মা না হ'লে এমন সন্তান হয়! ধন্য কেশব-গৃহিণি, তুমি ধন্য।—নে ছোঁড়ারা, মাকে প্রণাম কর। ওঁর চরণে প্রণাম করলে দেখতে দেখতে তোদের মেধা-বুদ্ধি-ঋদ্ধি-সিদ্ধি সব খুলে যাবে।

কান্তি। বসতে অনুমতি হ'ক্।

যাদব। না, আমি আর বসব না। শুনেছ ত?

কান্তি। রামানুজের মুখে শুনলুম—

যাদব। বহু দিন থেকে সাধ ছিল, কলুষ-নাশিনী সুরধুনীর জলে একবার অবগাহন করি। তার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বনাথকেও দর্শন করি। মনে করেছিলুম, ঝঞ্ঝাটগুলো মিটে গেলেই এক জনের উপর টোলের ভার দিয়ে চলে যাব। তা ঝঞ্ঝাট মেটা দূরে থাক্, উত্তরোত্তর বাড়তেই লাগ্‌ল। তা হ'লে ত আর যাওয়া হয় না! কি করি, চোখ-কান বুজে একটা সঙ্কল্প ক'রে বসেছি।

কান্তি। তা করেছেন—ভালই করেছেন।

যাদব। শোন্, ছোঁড়ারা শোন্! তেজস্বিনী স্ত্রীলোকের মুখের কথা শোন্, ছোঁড়াদের কাছে এই প্রস্তাব করতেই তারা সব প্যাঁ প্যাঁ ক'রে উঠল। মায়ের কাছে বলতেই, মাও তদ্বৎ—প্যাঁ প্যাঁ ক'রে উঠলেন। স্ত্রী ত শুন্‌তে না শুন্‌তেই পপাত ধরণীপৃষ্ঠে বাতেন কদলী যথা। শেষে হ্যাঁ প্যাঁ চ্যাঁ একত্র মিশে একটা বিষম গণ্ডগোল হয়ে উঠলো। আমারও তদ্দর্শনে সঙ্কল্প চতুর্গুণ দৃঢ় হয়ে গেল। আমি একেবারে দিনস্থির করে ফেল্‌লুম।

কান্তি। তা করেছেন, ভালই করেছেন।

যাদব। ভাল করি নি রামানুজের মা?

কান্তি। বিশ্বনাথ দর্শনের তুল্য সৎ কাজ আর কি আছে?

যাদব। এই—কিন্তু মা এবং স্ত্রী এঁরা এ সব বোঝেন না।—শুনেই মা হলেন পুত্রশোকাতুরা, আর স্ত্রী হলেন পতিবিয়োগবিধুরা। আমারও মন হয়ে গেল ক্ষুরস্য ধারা। একেবারে ক্যাঁচ ক'রে সমস্ত মমতা মোহ কেটে ফেললেম।

কান্তি। তা তাঁদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন না কেন? তা হ'লে আমরাও আপনার সঙ্গে যেতে পারতুম্।

যাদব। তাই যাব একবার মনে করেছিলুম। কিন্তু বিশ্বনাথের ইচ্ছায় তা আর হ'ল না। কথাটা কি জান রামানুজের মা, আমি যাদবপ্রকাশ শর্ম্মা যাচ্ছি, বিশ্বনাথের সঙ্গে পরিচয় করতে। কে লোকটা তাঁর পুরীতে এলো, তা বিশ্বনাথ একবার জানবেন না? অপরিচিতের মত যাব, অপরি-চিতের মত চ'লে আসব? কাশীবাসী বুঝবে না যে, তাদের সহরে দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য্য এসেছে?—কথাটার মর্ম্ম বুঝেছ?

কান্তি। সেখানে গিয়ে শাস্ত্রবিচার করবেন?

যাদব। শুধু বিচার! বিচারে কাশীধামের পণ্ডিতকুলের মধ্যে আমার সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করে তবে আবার দাক্ষিণাত্যে ফিরে আসব। কিন্তু তা করতে গেলে, মা ও স্ত্রী ইত্যাদি ঝঞ্ঝাট নিয়ে গেলে ত আর চলে না! তাই মনে করেছিলুম, আমি একা যাব। কিন্তু ছেলেগুলো সব আমার সঙ্গে যাবার জন্য জেদ ধরলে। তোমার পুত্রও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। কিন্তু আমি জানি, সে তোমার সবেধন নীলমণি, এই জন্য তার প্রস্তাবে আমি প্রথম সম্মত হই নি। তবে তার আমার সঙ্গে যাওয়া যে প্রার্থনীয় নয়, এ কথা বলতে পারি না। কেশবগৃহিণি, তুমি রত্নগর্ভা। সেখানে পণ্ডিতদের সঙ্গে বিচারের সময় তোমার পুত্র আমার কাছে থাকলে আমার অনেকটা বলবৃদ্ধি হ'তে পারে। কিন্তু তথাপি রামানুজের মা, তোমাকে স্মরণ করে আমি তার অভিলাষ পূর্ণ করতে প্রথমে ইতস্ততঃ করেছি।

কান্তি। তা আমি পুত্রের মুখে শুনেছি।

যাদব। এ কথা শুনেছ? ভাবলুম, তীর্থ-যাত্রার কথা শুনলেই তুমি কিছু কাতর হয়ে পড়বে।

কান্তি। শুধু আমি নই ঠাকুর। আমার ছেলের তীর্থে যাবার কথা শুনে আমার পুত্রবধূও বড়ই কাতর হয়ে পড়েছে।

যাদব। ওই! ওই সমস্ত বিভীষিকাই ধর্ম্ম-পথের কণ্টক। এই সকল ছাত্রদের স্ত্রী সকল কিন্তু

সোৎফুল্লা হ'য়ে নিজ নিজ স্বামীকে বিদায় দিয়েছেন।

তিরু। আমার স্ত্রী ত আমাকে বলেছেন— "যেন কাশী থেকে তোমাকে আর ফিরতে না হয়।"

নেড়ে। আমারও কতকটা ওই রকম। তবে তিনি বলবার সময় অঙ্গুলী ক'টা একবার সশব্দে বক্র ক'রে নিয়েছিলেন।

বড়। আমার বেলায় আরও কিছু বিশেষ। তিনি আমার পুঁটুলির এক কোণে আটকড়া কড়ি বেঁধে দিয়েছেন। বাঁধতে বাঁধতে বলেছেন— "মণিকর্ণিকায় চিতারোহণকার্য্যে এই কড়িকটাতে সমূহ উপকার দেখবে।"

যাদব। বুঝতে পারছ রামানুজের মা, তাঁরা কিরূপ পতিপরায়ণা। তাঁরা জানেন যে, কাশীতে দেহত্যাগ করলেই মোক্ষ! স্বামীর মোক্ষকামনায় তাঁরা নিজ নিজ বৈধব্যকেও তুচ্ছজ্ঞান করেছেন।

কান্তি। সে বিষয়ে আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার সঙ্গে যেতে যখন তার আগ্রহ হয়েছে, তখন এ সদিচ্ছায় আমি বাধা দেব না। গেলে, রামানুজ হ'তে স্বামীর পিণ্ডোদক-ক্রিয়াটা ত নিষ্পন্ন হবে?

যাদব। তাতে আর সন্দেহ আছে! শুধু তোমার স্বামীর? পিতৃপক্ষে তিন পুরুষ, মাতৃপক্ষে তিন পুরুষ। তোমার প্রপিতামহ পর্য্যন্ত, বুঝেছ? আর সে কার্য্য আমিই ক'রে দেব।

কান্তি। স্বামী পারেন নি। শুনেছি, আমার শ্বশুরও পারেন নি—বাছা হ'তে যদি সেই কাজ হয়, তা হ'লে তার চেয়ে সুখের কথা আর কি আছে? নিজের সুখের জন্য পিতৃপুরুষের পিণ্ডোদকে ব্যাঘাত দেব!

যাদব। সাধ্বীর উপযুক্ত কথাই এই। আর পুত্রকামনা কিসের জন্য রামানুজের মা? পিতৃপুরুষ পিণ্ড পাবে, এই জন্য না? ছেলে লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করলে অথবা পদপ্রতিষ্ঠা লাভ করলেই সে পুত্রপদবাচ্য হয় না। যে পুত্র পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে ভক্তিসহকারে গণ্ডূষমাত্রও জল দান করে, সে অতি দরিদ্র হ'লেও পুত্র—

তিরু। অবশিষ্ট সব বেটারা মূত্র।

বড়। এরূপ বহুমূত্র—বহুমূত্র।

যাদব। বস্—তা হ'লে বৃথা বাক্যে আর সময় নষ্ট করব না। আমি চললুম। মঙ্গলের ঊষায় যাত্রা করব স্থির করেছি—তুমি ইতিমধ্যে পুত্রের যাত্রার আয়োজন সম্বন্ধে যা যা করবার ক'রে রেখো। কেন না, আমাদের সকলেরই ইতিমধ্যে অল্পবিস্তর আয়োজন করতে হবে ত। আমাদের কেউ আর বোধ হয় আসতে পারবে না।

কান্তি। আপনাদের আসবার আর প্রয়োজন নেই। আমিই তাকে প্রস্তুত ক'রে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।

যাদব। বস্—চ'লে এস হে তোমরা। রামানুজ!

(রামানুজের প্রবেশ)

আর কি, তুমি নিশ্চিন্ত হও। তোমার জননী সর্ব্বান্তঃকরণে তোমায় তীর্থগমনে অনুমতি করেছেন। আমরা এক্ষণে চললুম। প্রয়োজন বোধ কর, আমি এদের মধ্যে এক জনকে পাঠিয়ে দেব। না কর, যে সময় নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছি, সেই সময়ে তুমি আমার গৃহে উপস্থিত হয়ো।

রামা। কি মা, আদেশ?

কান্তি। গুরু যখন নিজে তোমাকে যত্ন ক'রে সঙ্গে দিয়ে যেতে চাচ্ছেন, তখন তোমাকে ছেড়ে দিতে আমার আপত্তি নেই।

(দীপ্তিমতীর প্রবেশ)

দীপ্তি। তোমার না থাকতে পারে দিদি, কিন্তু আমার আছে। হাঁ ঠাকুর, যে যেখানে টুকি-টাকি ছাত্র আছে, সকলকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন, তবে গোবিন্দকে ফেলে রেখে যাচ্ছেন কেন?

যাদব। তোমার পুত্রে ও রামানুজে যথেষ্ট প্রভেদ। রামানুজ শান্ত, তোমার পুত্র চঞ্চল। রামানুজ বুদ্ধিমান্ আর সে কতকটা বুদ্ধিহীন।

দীপ্তি। আপনার সব শিষ্যেরাই কি শান্ত ও বুদ্ধিমান্?

যাদব। তা না হ'লেও তারা আমার বশ্য— আর তোমার পুত্র—

সকলে। অ-বশ্য।

যাদব। একে যেতে হবে বহু দূর, তার উপরে পথ সর্ব্বস্থানে সুগম নয়। বিশেষতঃ পথের মাঝে বিন্ধ্যাচলপাদমূলে গোণ্ডারণ্য ব'লে যে স্থান আছে, সে স্থান অতি দুর্গম। যদি তোমার পুত্র চঞ্চলস্বভাববশতঃ একটু এ দিক ও দিক গিয়ে পড়ে, তা হলে আর তাকে আমরা খুঁজে পাব না।

তিরু। সে ত পথ হারালে খুঁজে পাব না, আর ব্যাঘ্র-ভল্লুকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে ?

বড়। সাক্ষাৎ ? সে ত হবেই। গোবিন্দ ব্যাঘ্রের উদরে অধিষ্ঠান না ক'রে কখনই ছাড়বে না।

যাদব। রামানুজকেই আমি অতি সঙ্কোচের সহিত নিয়ে যাচ্ছি। তবে ওর না কি যাবার একান্ত ইচ্ছা হয়েছে—আর বালক নাকি অতি শিষ্ট, তাই ওকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

দীপ্তি। আচার্য্য! আপনি আমার পুত্রকেও নিয়ে যান। চঞ্চলতার জন্য সে যদি প্রাণ হারায়, তা হলে আমি বুঝব, সে নিজ দোষের শাস্তি পেয়েছে। আপনি ব্রাহ্মণ, আমি আপনার স্বমুখে প্রতিজ্ঞা ক'রে বল্‌ছি যে, সে জন্য আমি আপনাদের কাউকেও দোষী করব না।

তিরু। গুরুদেব! গণ্ডগোল!

বড়। আমি তখনই বলেছি, রামানুজকে আপনি সঙ্গে নেবার অভিলাষ করবেন না। কিন্তু আপনি যে রামানুজ রামানুজ ক'রে পাগল।

নেড়ে। পাগল ব'লে পাগল—নিজের ছেলের জন্যও ওঁকে কখন ওরূপ ব্যাকুল দেখি নি।

যাদব। দেখতে ব্যাকুল ব'লে কি, নিয়ে যাবার জন্যও আমি ব্যাকুল হয়েছিলুম ? এ বিপদ ত তোরাই ঘটালি।

দীপ্তি। দোষী ত করবই না, পুত্র যদি মরে, তার জন্য এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলব না।

বড়। তুমি ত ফেলবে না, কিন্তু আমাদের যে তার জন্য নাকের জলে চোখের জলে নাকানি-চোবানি খেতে হবে।

যাদব। তবে শোন গোবিন্দের মা। শুনলে মনে কষ্ট হবে, তবু বলি। তোমার পুত্রটি শুধু চঞ্চল হ'লে ক্ষতি হ'ত না। পুত্রটি তোমার তার উপর অতি অশিষ্ট। সে দিন রামানুজে ও আমাতে শাস্ত্রার্থ নিয়ে একটু বাগ্‌বিতণ্ডা হয়েছিল। কেমন হে রামানুজ ? সেই সে দিন। পূর্ব্বসংস্কার বশে তোমার সূত্রার্থ আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নি। তাইতে তোমাকে একটু কটূক্তি করেছিলুম। তুমি সে দিন মনঃক্ষোভে বোধ হয় পথ চলছিলে। গোবিন্দ তোমার সে অবস্থা দেখেছিল। তোমাকে ডেকেছিল, তুমি উত্তর দাও নি। তাইতে তোমার ভাই আমার কাছে ছুটে এসে ক্রোধে আরক্ত নয়ন ক'রে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—হাঁ গুরু! আমার দাদাকে কেউ কিছু অপমান করেছে ? তার সঙ্গে তখন দুচারটে কথা ক'য়ে বুঝ্‌লুম, যদি সত্য কই, তা হ'লে তোমার ভাইয়ের হাতে আমার লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না। ভয়ে আমাকে মিথ্যা কইতে হ'ল।

রামা। এ যদি সে ক'রে থাকে, তা হলে সে বড়ই গর্হিত কাজ করেছে গুরু!

যাদব। পথে যেতে যেতে কোন দিন তোমার সঙ্গে আমার অন্যান্য শিষ্যদের একটু আধটু যে বাগ্‌বিতণ্ডা না হ'তে পারে, এমন কথা বল্‌তে পারি না। অবশ্য সকলেই তোমাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল-বাসে, তবু—তবু—কি জান রামানুজ!

রামা। এ রকম বিতণ্ডা ত পিতা-পুত্রের ভিতরেও হয়ে থাকে—স্বামী-স্ত্রীতে, সহোদরে সহোদরে—

যাদব! লক্ষী-নারায়ণের ভিতরেও হয়ে থাকে—

তিরু। যেখানে যাবার মনন করেছি, সে স্থানটা কি ক'রে হ'ল ? হরগৌরীর কোন্দলেই ত পবিত্র বারাণসীর প্রতিষ্ঠা হ'য়ে গেল।

যাদব। তোমার সে ধৃষ্ট ভাই সঙ্গে থাকলে নিশ্চয় একটা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হবে।

নেড়ে। আমি ত এখনি চল্‌লুম।

বড়। আমি এই তোর মুক্ত-কচ্ছ অবলম্বন কর্‌লুম—(কাছা খরা)

তিরু। আমি তোদের স্কন্ধদেশে ভরপ্রদান কর্‌লুম!

যাদব। দাঁড়াও—ব্যাকুল হয়ো না। তাই বলি রামানুজ, তুমি আমাদের সঙ্গে যাবার সঙ্কল্প ত্যাগ কর।

রামা। না গুরু, ত্যাগ করব না। আমি আপনার সঙ্গে যাব।

কান্তি। আপনি ভয় পাবেন না আচার্য্য! আমি গোবিন্দকে ভুলিয়ে ঘরে রাখব।

[দীপ্তিমতি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(গোবিন্দের প্রবেশ)

গোবিন্দ। কি হ'ল মা ? গুরু মত করলে না!

দীপ্তি। হাঁ রে হতভাগা, গুরুর সঙ্গে কি ব্যবহার করেছিস্ ?

গোবিন্দ। কই, কবে, কি ব্যবহার করেছি!

দীপ্তি। ছি ছি! এমন কুক্ষণে তোকে গর্ভে ধরেছিলুম যে, আজ আমাকে তোর জন্য একঘর লোকের কাছে মাথা হেট করতে হ'ল। বলতে এসে আমি মুখ পেলুম না! সকলে প'ড়ে ছি ছি করতে লাগল!

গোবিন্দ। কই, কবে কি বলেছি, আমার ত কিছু মনে নেই!

দীপ্তি। মনে নেই, মনে করে দেখ। গুরু কি মিথ্যা কথা বলেছে? ছি ছি ছি ছি! কি ঘেন্না! কোথায় বড় মুখ ক'রে আচার্য্যের কাছে এলুম, মনে করলুম, বালক বলে বুঝি করুণায় তোকে তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন না। ও মা' তা নয়, উল্‌টো হ'ল।

গোবিন্দ। তা হলে আমার গুরুর সঙ্গে যাওয়া হল না?

দীপ্তি। সঙ্গে যাবার নামেই তাঁর তীর্থযাত্রা বন্ধ হবার যোগাড় হয়েছিল।

গোবিন্দ। ও! মনে পড়েছে, মনে পড়েছে। কই মা, আমি ত গুরুকে কিছু বলি নি। দাদাকে অপমান করেছে মনে ক'রে আমি তার চেলাদের যমালয়ে পাঠাব বলেছিলুম।

দীপ্তি। তোমার মূর্ত্তি দেখে ভয়ে তিনি মিথ্যা কথা কয়েছিলেন।

গোবিন্দ। হুঁ! তা হ'লে দাদার সঙ্গে আমার কাশী যাওয়া হ'ল না?

দীপ্তি। তুমি গেলে আচার্য্যের এক জনও ছাত্র তাঁর সঙ্গে যাবে না। তারা তোমার নাম শুনেই লাফাতে লাগলো।

গোবিন্দ। হুঁ, বুঝেছি। কিন্তু মা! আচার্য্য যদি আমাকে তীর্থে নিয়ে না যান, আমি নিজে ত যেতে পারি!

দীপ্তি। কোথায়?

গোবিন্দ। কেন, তীর্থে।

দীপ্তি। পাগল! নে, ঘরে চল্। না যাওয়া হ'ল, তাতেই বা কি, তুই এখানে থেকে দিদির সেবা কর্। তা হ'লেই তোর তীর্থে যাওয়ার ফল হবে।

গোবিন্দ। সে ফল ভোগ কর তুমি। মা, আমাকে অনুমতি কর।

দীপ্তি। কিসের অনুমতি? নে পাগল, ঘরে আয়।

গোবিন্দ। না, মা! আদেশ কর, আমি তীর্থে যাই।

দীপ্তি। কার সঙ্গে যাবি?

গোবিন্দ। (বক্ষে হস্ত দিয়া) এই এর সঙ্গে। মা, আমি অশিষ্ট, ধৃষ্ট, কিন্তু বলিষ্ঠ। সুতরাং একা তীর্থে যাওয়াই আমার পক্ষে সঙ্গত। যখন যাব সঙ্কল্প করেছি, তখন যাবই। তবে তোমার অনুমতি পেলে তীর্থে পৌছিতে পারব, না পেলে পথের মাঝে গোণ্ডারণ্যে—বাঘের হাঁয়ের ভিতর—বুঝেছ? বিশ্বনাথ আর দেখা হবে না।

দীপ্তি। যেতেই হবে?

গোবিন্দ। এই যে বললুম মা! যে গুরু শিষ্যকে ভয় ক'রে মিথ্যা বলে, আজ যে সে সত্য কইলে, তাতেই বা বিশ্বাস কি মা! আমার আসল গুরু ওই মিথ্যাবাদী নকল গুরুর সঙ্গে যাচ্ছে।

দীপ্তি। তা হ'লে আর গোল করিস্ নি, কেউ না জানতে জানতে আমার সঙ্গে বাড়ী চ'লে আয়।

তৃতীয় দৃশ্য

। গোণ্ডারণ্য।

(ব্যাধ-বালক-ব্যাধ-বালিকাবেশে নারায়ণ ও লক্ষ্মীর গীত)

(ওরে) ভাবনা কি তোর—
যখন যা তোর হবে পাবার, চাইতে না তুই পাবি।
(তোর) ঠোঁটের কথা থাকতে ঠোঁটে,
মনের কথা নেবো লুটে,
অমনি কাছে যাবো ছুটে পূরিয়ে দেবো দাবী।
নিজের ঘরে হাট বসাবি হাটে কেন যাবি॥

(গোবিন্দের প্রবেশ)

গোবিন্দ। তাই ত! কি দুর্গম পথ! উভয় পার্শ্বের ঘন বন যেন কত ক্রোশ চওড়া এক একটা পাঁচীলের মত দাঁড়িয়ে আছে। একা একা এই দুর্গম পথ ভেদ করতে হবে? নারায়ণ! কি তোমাকে বলব, বুঝতে পারছি না। আমার কোমলপ্রকৃতি দাদাকেও যখন এই পথ অবলম্বন ক'রে চলতে হবে, তখন তোমার আশ্বাসমূর্ত্তি

দেখিয়ে এ দাসকে সাহস দাও। কে যেন আসছে না? আরে গেল, একটা ছোঁড়া ব্যাধ আর এক ছুঁড়ী বেদেনী। তাই ত! দুটো শুধু আসছে না। দুটোতে বেশ স্ফূর্ত্তি করতে করতে আসছে; বেটাবেটীরে এমন জঙ্গলকেও যেন ঘর-বাড়ীর মতন ক'রে ফেলেছে। একটু মাত্র সঙ্কোচ, বিন্দুমাত্র ভয় নাই।

গোবিন্দ। ওরে ও বেদে ছোঁড়া! গান রেখে একটা কথা শোন্ দেখি।

নারায়ণ। তুই কে বটিস রে?

গোবিন্দ। এখান থেকে কি বলব? কেরামতি রেখে কাছে আয়, বলি। আরে বোকা, ওটাকে শুদ্ধ নিয়ে আয়। এখনি বনের ভেতর থেকে বেড়িয়ে চোঁৎ করে ওটাকে নস্যি ক'রে ফেল্‌বে।

নারা। তুই কে বটিস্?

গোবিন্দ। আঁচ কর দেখি।

লক্ষ্মী। দেখে মনে হচ্ছে, তুই একটা মানুষ।

গোবিন্দ। দেখ ছোঁড়া! তোর চেয়ে তোর সঙ্গের ওই ছুঁড়ীর বুদ্ধি আছে।

নারা। তুই ঠিক বুঝেছিস্। আমার বল-বুদ্ধি-ভরসা সবই ওই রে—সব ওই।

গোবিন্দ। ও যদি তোর সব হ'ল, তা হ'লে তুই কেমন ক'রে থাকিস্?

নারা। ও আমায় ছেড়ে থাকতে পারে না ব'লে ও-ও আছে, আমিও আছি—কি রে বুঝলি?

গোবিন্দ। ও তোদের কথা তোরা বোঝ। এখন আমাকে বল দেখি, এ কোথায় আমি এসেছি?

নারা। তুই কোথায় যাবি?

গোবিন্দ। যাব অনেক দূর।

নারা। কোথা থেকে আস্‌ছিস?

গোবিন্দ। সে-ও অনেক দূর।

নারা। তুই যখন আমাকে খাঁটি কথা কইতে ভয় করছিস্, তখন এ বনে কেমন ক'রে পথ চলবি? এ বনে যে অনেক বাঘ-ভালুক আছে।

গোবিন্দ। বাঘ-ভালুকও যেমন আছে, তোরাও ত তেমনি আছিস্।

লক্ষ্মী। ও একাই আছে রে!

গোবিন্দ। আর তুই?

লক্ষ্মী। আমি একা থাকতে পারি না ব'লে ওর সঙ্গে আছি। কোথায় যাচ্ছিস্, ওকে ঠিক ক'রে বল্। তা হ'লে এ বনে তোর আর ভয় থাকবে না।

গোবিন্দ। তাই ত, এ দুটো বলে কি? যাই হ'ক, ওরা বেদে—অসভ্য। ওরা কথার মারপ্যাঁচ জানে না। আর কাউকে বলতে বারণ ক'রে ওদের বলি। বারণ করলে ওরা আচার্য্যকে বলবে না। আচার্য্যের দল ত এখানে আসে আসে হয়েছে।

নারা। কেমন রে, ঠিক বলেছি ত! বলতে তোর ভয় হচ্ছে।

গোবিন্দ। কাউকে বলবি নি?

লক্ষ্মী। তুই কাশীজী যাচ্ছিস, না?

গোবিন্দ। কেমন ক'রে জানলি?

নারা। তুই যাচ্ছিস কি না, বল্ না?

গোবিন্দ। কেমন ক'রে বলব? কাশী কি আমার যাওয়া হবে?

নারা। মন মুখ এক করলেই হবে। ওই ওরা কাশীজী যাচ্ছে।

গোবিন্দ। কারা?

নারা। ওই যে ওরা—বনের ধারে এসে আড্ডা গেড়েছে।

লক্ষ্মী। তাদের ভেতরে একটা ছেলে আছে, তাকে দেখলে বড় আহ্লাদ হয় রে।

গোবিন্দ। তাই ত! এসে পড়েছে?—ওদের বলবি নি ভাই?

লক্ষ্মী। কেন, ওদের কি তোর ভয় হয়?

গোবিন্দ। ওরা আমাকে সঙ্গে নেবে না ব'লে আমি একা এসেছি।

নারা। বেশ করেছিস্ রে বেশ করেছিস্—একাই ভাল রে একাই ভাল। বিশ্বনাথ একাকে বড় ভালবাসে রে!

গোবিন্দ। তাই ত! কে এরা! এই ঘোরারণ্যে এমন আহ্লাদে পুতুলের মতন নেচে-খেলে বেড়াচ্ছে—কি অদ্ভুত এরা!

নেপথ্যে। শিব শিব শম্ভো।

নারা। ওই ওরা আসছে রে—

গোবিন্দ। তাই ত! ওরা আসছেই ত বটে। এই দিকেই এসে পড়ল যে!

নারা। তুই কি ওদের দেখা দিবি নি?

গোবিন্দ। না ভাই, সাধ্যমত দেব না।

নারা। তা হ'লে এইখানেই লুকিয়ে থাক্—আর কোথাও যাস নি। এ গোণ্ডারণ্য—এখানে গাছ বড় ঘন আছে রে—এখানে লুকুলে ওদের কেউ তোকে দেখতে পাবে না।

গোবিন্দ। বেশ, এইখানেই লুকুবো।

লক্ষ্মী। কিন্তু তুই একা কি ক'রে থাকবি! এ বনে বড় যে ভয় আছে রে!

গোবিন্দ। আরে বেটী, তোরাই যে আমার সকল ভয় ঘুচিয়ে দিলি। বুঝিয়ে দিলি, "মারে কৃষ্ণ রাখে কে, রাখে কৃষ্ণ মারে কে?"

লক্ষ্মী। তুই ঠিক বলেছিস্ রে ঠিক বলেছিস্!

গোবিন্দ। দেখিস্ ভাই, বলিস নি—দেখিস ভাই!

নারা। দেখব ভাই, দেখব ভাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

গোবিন্দ। এ কি, কথা শেষ করতে না করতেই চ'লে গেল!—চ'লে গেল, না মিলিয়ে গেল। মিলিয়ে গেল, না ভুলিয়ে গেল!

(নেপথ্যে)। দেখো হে, কেউ যেন হাত ছাড়াছাড়ি ক'র না—কেউ যেন এ পাশ ও পাশ যেয়ো না। এর পরেই গাঢ় অন্ধকার।

গোবিন্দ। আর দাঁড়ানো হ'ল না—তবে ওরা কি বলাবলি করে, শুনতে হবে। তা হ'লে এই একটা কি ঝাবড়ি গাছ রয়েছে—এইটের ওপর উঠি।

[প্রস্থান।

(তিরুমল, বড়কুন ও নেড়েলাইএর প্রবেশ)

তিরু। বড়! বুঝচ কি! এই উপযুক্ত যায়গা।

বড়। ঠিক বলেছ দাদা, এই উপযুক্ত জায়গা।

নেড়ে। তা হ'লে এইখানেই শেষ করবার ব্যবস্থা কর।

তিরু। তা আবার বলতে! এখানে কাজ হাসিল হ'ল ত হ'ল, নইলে আর কোনও স্থানে হবার সুবিধা নেই।

বড়। একবার কেবল গুরুদেবের অনুমতি।

(যাদবপ্রকাশ ও অন্যান্য শিষ্যগণের প্রবেশ)

যাদব। তিরুমল!

তিরু। এই যে প্রভু!

যাদব। এই গোণ্ডারণ্য। এর পৌরাণিক নাম দণ্ডকারণ্য। এইখানেই রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে আশ্রমকুটীর বেঁধে অবস্থান করেছিলেন। এইখানেই মায়া-মৃগরূপে মারীচ রামকে ভুলিয়েছিল। সে কার্য্য যদি করতেই হয়, তা হ'লে এমন সুবিধার স্থান আর পাবে না।

বড়। যদি কি গুরুদেব, আশীর্ব্বাদ করুন, এইখানেই তাকে শেষ ক'রে রেখে যাব।

যাদব। নিরুপায় বৎস, নিরুপায়। নিরুপায়ে আমাকে এই কাজ করতে হচ্ছে। ব্রহ্মহত্যা— কিন্তু কি করব, নরাধম অদ্বৈতমতের বিরোধী—তার হত্যায় পাপ নেই। যদিও একটু আধটু হয়, কলুষনাশিনী গঙ্গায় একবার অবগাহন করলেই সব ধৌত হয়ে যাবে।

তিরু। সে ধৃষ্টকে যে দেখতে পাচ্ছি না।

যাদব। আসতে আসতে পথ থেকে কিছু দূরে গভীর বনের ভিতরে একটা ঝরণা দেখতে পেলুম। অমনি পিপাসার ছল ক'রে তাকে সেইখানে জল আনতে পাঠিয়েছি। উদ্দেশ্য—বুঝেছ? যদি সেইখানে হিংস্র জন্তু দ্বারাই আমাদের কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। তোমরা থাকতে তাকে পাঠালে পাছে তার মনে সন্দেহ হয়, এই জন্য শুষ্ককাষ্ঠ সংগ্রহের ছল ক'রে তোমাদের হাতে অস্ত্র দিয়ে আগেই পাঠিয়েছি।

তিরু। তা হ'লে আপনি আর এ হত্যাস্থলে থাকবেন না। আপনি এদের সকলকে নিয়ে অগ্রসর হ'ন। যেখানে বিশ্রামের যোগ্য স্থান পাবেন, সেইখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করুন।

বড়। আমরা শীঘ্রই আপনাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছি।

যাদব। বাঁচাও বাবা বড়কুন, আমাকে বাঁচাও।

তিরু। আপনি বেঁচেচেন। তবে আর ভাবছেন কেন—নিশ্চিন্ত হ'ন।

[তিরুমল ও বড়কুন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

তিরু। আর কেন বড়, কোমর বাঁধ। গুরু যখন বিধান দিয়েছেন, তখন আর ভাবনা কি? কাজ শেষ ক'রে গঙ্গাস্নান—বস্, সমস্ত গোলমাল মিটে যাবে। ওই যে রশীখানেক দূরে তমালগাছ—ওইখানেই কাজ শেষ।

[উভয়ের প্রস্থান।

(গোবিন্দের প্রবেশ)

গোবিন্দ। যা পাষণ্ডেরা! বড় বেঁচে গেলি। উঃ! এত বড় ষড়যন্ত্র!

(কলসী লইয়া রামানুজের প্রবেশ)

রামা। কি বিচিত্র !
এ অরণ্য-প্রবেশের সনে
এ কি ভাব অকস্মাৎ জাগিল অন্তরে!
যেন কত পরিচিত এ কানন !
কত যুগান্তের মনোব্যথা ল'য়ে
নির্ঝরিণী দিতে এলো মোরে,
কতই কাতরে
অবিশ্রান্ত ধারারূপে
বিষণ্ণ সোহাগরাশি তার।
প্রতি কুঞ্জে ভেসে ওঠে
কি এক মরমমাখা গান।
লতা যেন ক'রে অভিমান
শৈল সম কঠিন বিষাদে
মর্ম্মাশ্রুর তীব্ররসে করি বিগলিত
পরিণত করিয়াছে মৃদুপুষ্পভারে।
কত যেন কথা ভরা নীরবতা তার।
কত হাসি, বেণীমুক্ত যথা পুষ্পহার,
সমীর-লাঞ্ছনে খেদে ধূলায় লুটায়।
গম্ভীর বসেছে ওই বিশাল অটবী—
রন্ধ্রে রন্ধ্রে লুকায়েছে
যেন কত ম্লানমুখী ছবি !
বিষণ্ণ উল্লাস আলিঙ্গন দিতে এসে
কি বুঝে ঢাকিল মুখ তরুপত্রমাঝে।
সঙ্গে সঙ্গে লুকাইল হৃদিমধ্যে তার
কি এক পাষাণভেদী বিষাদ-কাহিনী !
দূরে যেন জাগে কুঞ্জঘর,
সুশ্যামল তৃণভরা প্রাঙ্গণে তাহার
দূর্ব্বাদলশ্যাম কলেবর—কে ও নরবর ?
তাহার পশ্চাতে—ও কি ! ও কি !
কি অপূর্ব্ব রাতুল চরণ !
অগণ্য ভ্রমর বুলে বুলে
ওই যে অস্থির করে চরণ-কমলে !
কোথা ধনু, কোথা তীব্র শর ?
স'রে যা স'রে যা মধুকর !—নহে—
কে ও ?

গোবিন্দ। দাদা !

রামা। কে ও—গোবিন্দ ? তুমি—তুমি !

গোবিন্দ। দাদা, এ দাসকে যদি এতটুকুও বিশ্বাস করেন, তা হ'লে এখনি এ স্থান ত্যাগ করুন ! দুরাত্মা নরঘাতকদের সঙ্গে এসেছেন। তারা আপনাকে হত্যার সঙ্কল্পে সঙ্গে এনেছে।

রামা। বল কি !

গোবিন্দ। স্থানত্যাগ, স্থানত্যাগ। এই বনের ভিতর চ'লে যান। দেশে ফিরে যান।

রামা। এই জলপূর্ণ কলস ?

গোবিন্দ। দূর ক'রে বনের ভিতর ফেলে দিয়ে যান।

রামা। না গোবিন্দ, না। দেবার প্রতিশ্রুতিতে এনেছি ! গোবিন্দ ! আচার্য্য পিপাসার্ত্ত হয়ে জল আনতে আমাকে আদেশ করেছেন।

গোবিন্দ। রেখে যান—রেখে যান—রেখে যান। এই মুখে—এই মুখে—এই মুখে।

রামা। ভয় কি, নারায়ণ আছেন।

(নেপথ্যে। কোলাহল।)

[রামানুজের প্রস্থান।

গোবিন্দ। জল আনতে আদেশ করেছেন—পিপাসার্ত্ত ! জন্মের মতন তাঁর আজ পিপাসা মিটিয়ে দিতুম। আচার্য্য ? না চণ্ডাল ? যাক্, দাদা ! তুমি যখন বেঁচে গেলে, তখন তীর্থযাত্রার পথে চণ্ডাল-রক্তে আর হস্ত কলঙ্কিত করব না। কলসীটে, ইচ্ছা করছে, এক লাথিতে ভেঙ্গে দি। না, থাক্, দাদার আদেশ। যাও দাদা যাও—মারে কৃষ্ণ রাখে কে ? রাখে কৃষ্ণ মারে কে ?

চতুর্থ দৃশ্য

বন অপরাংশ।

যাদবপ্রকাশ, তিরুমল ও শিষ্যগণ।

তিরু। করলেন কি ঠাকুর, একটা হলুদে কাপড়কে বাঘ মনে ক'রে সব মাটী ক'রে ফেল্‌লেন।

যাদব। আরে মূর্খ, মাটী হবে না—মাটী হবে না। ব্রহ্ম মাটী নয়। মাটী বাদে আর সমস্ত ব্রহ্ম। ওই মাটীটি কেবল বাদ। উতলা হয়ো না, উতলা হয়ো না—কার্য্য তোমাদের নিশ্চয়ই সিদ্ধ হবে।

তিরু। আর সিদ্ধ হবে ! অমন সুবিধার জায়গাই যখন ফস্‌কে গেল, তখন সে কাজ কি আর সিদ্ধ হয় ?

যাদব। নিশ্চয়। উতলা হয়ো না, উতলা হয়ো না। সিদ্ধি এখনও হস্তের মুষ্টিকার ভিতরে বিরাজ করছে।

তিরু। হায় হায় হায়! অমন সুযোগ পেয়েও মারতে পার্‌লুম না!

যাদব। উতলা হয়ো না—উতলা হয়ো না। এ সব অদ্বৈততত্ত্বের লীলাখেলা। তাতে দ্বৈত পাষণ্ড ধ্বংসপ্রাপ্ত হবেই হবে। তবে কিঞ্চিৎ সময়-সাপেক্ষ।

তিরু। আপনি এই সকল কথা বল্‌ছেন, আর আপনার উপর আমার রাগ হচ্ছে।

যাদব। ক্রোধ মানুষের বিষম শত্রু। অক্রোধী হয়ে, শুধু সনাতন অদ্বৈত প্রভুকে রক্ষা করতে সেই পাষণ্ডকে হত্যা কর।

তিরু। এখন, আমাদের দুরভিসন্ধি কোনও প্রকারে বুঝে যদি সে দুরাত্মা এই বনপথ ধ'রে কোথাও পালিয়ে যায়?

যাদব। যো কি! এ কি যে সে কানন! এ দণ্ডক—দণ্ডক—তিরু! এ দণ্ডককানন! মায়ামৃগ মারীচ এখনও এখানে গোভূত—শ্রীবিষ্ণু—হরিণ-ভূত হয়ে ছুটোছুটি করছে, বুঝেছ? সে মায়া অতি-ক্রম ক'রে হতভাগ্যের পালিয়ে যাবার যো কি!

তিরু। আচ্ছা গুরুদেব, এ দিকে ত ব্রহ্ম আর বেদান্ত ক'রে ক'রে বুড়ো হয়ে মর্‌তে চল্‌লেন। বস্তুটো কি, সম্যক্‌ পরীক্ষা না করেই একেবারে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

যাদব। আরে মূর্খ, অজ্ঞান হয়েছিলুম, এ কথা তোকে কে বল্‌লে? ব্রহ্মজ্ঞান যার লাভ হয়েছে, সে কি কখন ভ্রমেও অজ্ঞান হয়?

তিরু। কেন, ওই ত সব ছোঁড়ারা বল্‌ছে। যেমন পথের ধারে হলদেপানা কি দেখা, অমনি 'বাপ' বলেই মূর্চ্ছা! কি রে ছোঁড়ারা, চুপ ক'রে রইলি কেন, বল্‌ না।

সকলে। একেবারে—দমবন্ধ—আড়ষ্ট। যেমন দেখা হল্‌দেপানা—অমনি ও রে বাবা রে বাঘ।—অমনি পতন এবং আড়ষ্ট।

তিরু। আপনার অবস্থা দেখেই ত ছোঁড়ারা ভয়ে হৈ চৈ ক'রে উঠেছে।

যাদব। হাঃ! হাঃ! মায়া মায়া! তিরু! ছোঁড়ারা কেউ আমার অবস্থা বুঝতে পারে নি। আমি সমাধিস্থ হয়ে বস্তুটার স্বরূপ নির্ণয় করছিলুম। শঙ্করাচার্য্য জগৎটাকে মায়া বলেছেন। আমি বলেছি—না। তাই দেখছিলুম, রজ্জুতে সর্পভ্রম, না প্রকৃতই সর্প। হরিদ্রাবর্ণ গৈরিক বস্ত্রাচ্ছাদিত শিলা-খণ্ড, শিলাখণ্ড না প্রকৃত ব্যাঘ্র? যখন বুঝলুম যে ওটা বাস্তবিক ব্যাঘ্র নয়, কোন অজ্ঞাত সন্ন্যাসীর ভুলে পরিত্যক্ত গেরুয়া কাপড়ঢাকা পাথর, তখনই আমার সমাধি ভঙ্গ হ'ল।

তিরু। নতুবা?

যাদব। ইহজন্মে আর আমার সমাধিভঙ্গ হ'ত না।

শিষ্য। অনেক কষ্টে কানের কাছে চীৎকার করাতে গুরুর মূর্চ্ছা ভেঙ্গেছে।

যাদব। সে কি যে-সে সমাধি! যাকে শাস্ত্রে বলে মহাসমাধি, এ প্রায় তদ্রূপ। আর এক অঙ্গুলী উপরে উঠলেই যমরাজের সঙ্গে আমার কোলাকুলি হ'ত। সেই উচ্চ সমাধিতে ব'সে দেখলুম, আচার্য্য শঙ্কর যা বলেছেন, তাই ঠিক। এ জগৎপ্রপঞ্চ মায়া। রজ্জুতে সর্পভ্রম। সেইখানে ব'সে দুরাত্মা বাঘের দিকে একবার সক্রোধ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করলুম। দেখতে দেখতে সেই বাঘ একখানা ফর্‌ ফর্‌ কম্পিত গেরুয়া কাপড় হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধনির্ব্বাণ। আর অমনি আমার জাগ্রত ভূমিতে অবতরণ।

তিরু। তার পর এখন?

যাদব। এখন আবার পূর্ব্বভাব. সেই পাষণ্ডকে সংহার করতেই হবে!

বড়। কই, অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রইলুম—ছোঁড়া ত এলো না।

তিরু। এলো না! তবে কি জান্‌তে পারলে না কি?

যাদব। না না, এরূপ হতেই পারে না। আমি তাকে বরাবর যেরূপ স্নেহ দেখিয়ে আসছি, তাতে তার মনে কোনও ক্রমে সন্দেহের লেশ থাকতে পারে না। সে কেন এলো না, একবার তোরা সকলে মিলে সন্ধান কর। কেন না, তার কাছে আমার চতুর্দ্দশ পুরুষের সযত্ন-রক্ষিত কলসী আছে। বুঝেছিস্‌—জাহ্নবী থেকে সেই কলসীতে জল নিয়ে যখন মাথায় ঢালবো, তখন আমার সঙ্গে সঙ্গে চৌদ্দপুরুষের স্নান হয়ে যাবে!

(কলসী মস্তকে নেড়েলাইয়ের প্রবেশ)

তিরু। এ কি, এ কি রে নেড়েলাই—কলসী কোথায় পেলি?

নেড়ে। আগে ধর, তার পর বলছি। গা এখনও যেরূপ থর থর ক'রে কাঁপছে, তাতে এ পড়ে পড়ে হয়েছে। শুধু গুরুর সামগ্রী ব'লে একে আঁকড়ে ধ'রে আছি। (বড়কুন কর্তৃক কলসধারণ)

যাদব। ধর—ধর—কলসী এসেছে? এতে আর মায়া নেই—স্বয়ং স্বরূপ। তার পর? রামানুজ?

নেড়ে। তাকে দেখতে পাই নি—তার বদলে এই কলসী পেয়েছি। যেখানে দাদামশায়রা তইরী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তারই রশীখানেক দূরে এক গাছের তলায়।

যাদব। তিরু—তিরু—উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, কলসী এসেছে, কিন্তু পাষণ্ড ব্যাঘ্রের কবলে পড়েছে।

সকলে। আপদ গেছে।

যাদব। আপদ অমনি অমনিই গেছে—আর তোমাদের ব্রহ্মঘাতী হ'তে হ'ল না।

বড়। কিন্তু গুরু, বাঘেই যদি তাকে নিয়ে থাকে, তা হ'লে কলসী-পূর্ণ জল রইল কেমন ক'রে? বাঘ বেটা কি আগে কলসীটে তার ঘাড় থেকে নামিয়ে মাটিতে রেখে, তার পর ছোঁড়ার ঘাড় ধরেছে?

তিরু। আরে মূর্খ, শুনলি কি! গুরুদেবের চৌদ্দপুরুষ ওই কলসীকে রক্ষা করেছেন। যখন কলসীটে ছোঁড়াটার ঘাড় থেকে পড়ে পড়ে, তখন তাঁরা সকলে আঁকড়ে ধ'রে কলসীর জল কলসীতে রক্ষা করেছেন।

যাদব। এই, তিরুমল ঠিক অনুমান করেছে।

তিরু। বলেন কি গুরু, বারো বৎসর তৈল-হস্তে আপনার ঘাড় ডললুম, তাতেও আমার অনুমান ঠিক হবে না?

বড়। তা হ'লে ছোঁড়া মরেছে—সাব্যস্ত?

সকলে। সাব্যস্ত।

বড়। তবে আর কি, সকলে মিলে একটু উল্লাস করা যাক্।

(গোবিন্দের প্রবেশ)

তিরু। ও কি—ও কে, আরে ম'ল গোবিন্দ! ও ছোঁড়াও আমাদের সঙ্গ নিয়েছে না কি?

যাদব। বৎসগণ! সকলে সন্তর্পণ হও।

গোবিন্দ। কে তোমরা! তাই ত—গুরু—গুরুদেব!—আঃ, এতক্ষণে বাঁচলুম! গুরুদেব! মরেছিলুম, আর একটু হ'লে আমাকে বাঘে খেয়েছিল। আপনার আদেশ অমান্য করার ফল এখনি ফ'লে গিছল।

তিরু। কি—কি—বাঘ—বাঘ?

গোবিন্দ। প্রকাণ্ড—গন্ধ পেয়েই গাছে উঠে-ছিলুম। নইলে—বাপ—কি প্রকাণ্ড—গিছলুম।

যাদব। শোন বড়—শোন—

গোবিন্দ। প্রথমটা মনে করেছিলুম—মানুষ। তার পর—গন্ধ—

সকলে। গন্ধ?

বড়। গন্ধ? তুমি নিজ নাসিকায় আঘ্রাণ করেছ? ঠিক গন্ধ?

গোবিন্দ। পূতিগন্ধ। বাঘের গন্ধের চেয়েও অপবিত্র—ঘৃণিত—নরকের গন্ধ।

যাদব। যাক্—তবে আর সন্দেহই নেই।

নেড়ে। গুরুদেব! তা হলে এ জল কি করব?

তিরু। বাপ! ও জল রাখতে আছে! বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। ও জল স্পর্শমাত্রেই সর্ব্বাঙ্গে ঘা ফুটে উঠবে। তা হলে সকলে নিশ্চিন্ত?

সকলে। নিশ্চিন্ত।

যাদব। গোবিন্দ! তোমাকে একটি অপ্রিয় কথা শোনাব।

গোবিন্দ। আপনাদের সকলকে দেখছি, কিন্তু আমার দাদা কই?

যাদব। ওই ওই—বড় অপ্রিয় কথা। সেই দুর্বৃত্ত ব্যাঘ্র তোমার দাদাকে—

গোবিন্দ। আমার দাদাকে—কি?

তিরু। (গোবিন্দের গলদেশ ধরিয়া) গোবিন্দ হে! মুখে কথা আসছে না।

সকলে। (গোবিন্দকে বেড়িয়া শোক প্রকাশ।)

গোবিন্দ। অ্যাঁ! আমার সোনার দাদাকে বাঘে নিয়ে গেল!

তিরু। গুরুকে ধর—গুরুকে ধর—গুরু মূর্চ্ছিত প্রায়।

সকলে। গুরু, গুরু!

যাদব। যাক্—গোবিন্দ! বৎস! কেউ কারো নয়।

গোবিন্দ। যাক্—গুরু! কেউ কারো নয়।

বড়। তবে আর কেন ভাই সব, চল। কেউ কারো নয়। গোবিন্দ যদি গুরুবাক্যে ধৈর্য্য ধরতে

পারে, তা হ'লে আমরা কেন পার্‌ব না? কেউ কারো নয়।

সকলে। ধৈর্য্যং---ধৈর্য্যং।

পঞ্চম দৃশ্য

বনাংশ।

তরুতলশায়ী রামানুজ।

(নারায়ণ ও লক্ষ্মীর প্রবেশ)

(গীত)

ব'সে আছি চেয়ে পথের পানে।
তবু কি চলিবে যাদুমণি, আরও দূরে অভিমানে॥
এস ফিরে এস ফিরে—
ডুবাইল রবি আপন ছবি অরুণ জলধি-নীরে।
আঁধারে আঁধার করিছে রঙ্গ,
পথ হারায়েছে পথের সঙ্গ,
বিজন বিশাল ঘন অভঙ্গ কখন্ কি ঘটে কে জানে।
ফিরে এস, ফিরে এস যাদু,
বধূ কাঁদে বসি আঙ্গিনে॥

রামা। কি রকমটা হ'ল! কে যেন ডাকলে না? মা কি আমাকে ডাকলেন? না, না! এ কি রকম হ'ল, এ ত আমার ঘর নয়! মনে পড়েছে! গোবিন্দ—গোবিন্দ! কি ভুল! গোবিন্দই এখানে বা কোথায়? গোবিন্দকে ফেলে আমি যেন বনে বনে অনেক দূরে ছুটে এসেছি! প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি। এতক্ষণ ধরে ঘুমিয়েছি! সন্ধ্যা হতে বড় বেশী বিলম্ব নাই। গাছ সকল মাথা নেড়ে বনভূমিতে যেন অন্ধকার ঢেলে দিচ্ছে! এখনি যে আমাকে এ স্থান থেকে উঠতে হবে! ভয় কি, নারায়ণ আছেন।

নারা। আরে ছুঁড়ী, পা চালিয়ে চ'লে আয়। দেখছিস্ কি রে! তোকে ঢাকা দিবেক্ ব'লে আঁধার ঘুটঘুটে ক'রে ছুটে আস্‌ছে।

লক্ষ্মী। আসছে---মোকে ঢাকবেক রে---মুই ত তোর মত মরদ লই---মুই কি ছুটতে পারি?

রামা। বা! নারায়ণ স্মরণ করতেই বনপথের সঙ্গী জুটে গেল দেখছি যে! এ ত বেশ কিশোর ব্যাধ-দম্পতি

নারা। এ দিকে ত খুব চঞ্চল আছিস—এক দণ্ড এক জায়গায় চুপ ক'রে বসিয়ে থাকতে লারিস্। আর পথ চলতেই তুই ঝঞ্ঝাট করবি! লে আয়, হাত ধর্।

রামা। কে ভাই তোরা?

নারা। আরে, তুই কে রে?

লক্ষ্মী। তাই ত রে—তুই কি বাছা, পথ হারিয়ে বসিয়ে আছিস্?

রামা। হাঁ মা! আমি অদৃষ্ট-বশে এই ঘন-বিজনে এসে পড়েছি।

নারা। কি সর্ব্বনাশ! এ যে বাঘের বাসা রে!

লক্ষ্মী। আরে বাছা, উঠিয়ে আয়!

রামা। তোমরা কে ভাই—তোমরা এখানে কেমন ক'রে এলে?

লক্ষ্মী। দেখ্‌ছিস্, ও বুনো আছে—ওকে আসার কথা কি আর পুঁছতে আছে রে!—লে, আমি যেমন এক হাত ধরিয়েচি, তুই তেমন এর—দোসরা হাত ধর্। সামনে বড় আঁধার আসছে রে বড় আঁধার আসছে।

রামা। দে ভাই, মা বলেছে—হাত দে। আমি এখন থেকেই পথ দেখতে পাচ্ছি না।

নারা। তোর ঘর কোথা আছে রে ভাই?

রামা। অনেক দূর, ভাই, অনেক দূর। এখান থেকে এক মাসের পথ। দক্ষিণ দেশে কাঞ্চীপুরের নাম শুনেছিস্?

লক্ষ্মী। ও রে! মোরা যে সেইখানেই যাব রে!

রামা। বটে! তা হ'লে ত বড়ই বিস্মিত করলি! ধর ভাই ধর। তোর স্পর্শে আমার সর্ব্বশরীর শিউরে উঠ্‌লো। চক্ষে জল এলো—দেখতে পাচ্ছি না। ধ'রে নিয়ে চল ভাই!

ষষ্ঠ দৃশ্য

শাল-কূপ-পথ।

(নাগরিকাগণের গীত)

আধভাঙ্গা ঘুম-ঘোরে বাঁশরী-তান।
শ্যাম বুঝি যায় ফিরে, নিশি অবসান॥

না হ'তে শিঙার রস-ভঙ্গ,
ছুটে চল্ ছুটে চল্, গাগরী ভ'রে নে জল
এখনো যমুনা বহে বিলাস-তরঙ্গ ;—
মুখর যমুনাকূল, ব্যাকুল অলিকুল,
বিভোরা বিহগী ধরে গান।
আবেশে ঢলে তারা, ছুটেছে অরুণ-ধারা,
বঁধুয়ার বিদায়-চুম্ব নিশান ॥

[গীতান্তে প্রস্থান।

(রামানুজ ও লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রবেশ)

লক্ষ্মী। বড়া পিয়াস—বড়া পিয়াস।

নারা। বড়া পিয়াস—বড়া পিয়াস।

রামা। আর ভয় কি ভাই, এই যে পিপাসা-শান্তির উপায় হয়েছে। এই যে সম্মুখে শালগাছের নিকটে অপূর্ব্ব কূপ—দেখতে পেয়েছি—দেখতে পেয়েছি।

নারা। কি করিয়ে জল আনবি ভাই ?

রামা। তাই ত! সঙ্গে ত জলপাত্র নেই! হে নারায়ণ! হে নারায়ণ! এ কি করলে! সম্মুখে অপূর্ব্ব কূপ থাকতে শুধু পাত্রাভাবে দুই পিপাসার্ত্ত বালক-বালিকা জল না খেয়ে মারা যাবে ?

নারা। বড়া পিয়াস—

লক্ষ্মী। বড়া পিয়াস রে—বড়া পিয়াস।

রামা। হয়েছে—হয়েছে ভাই—কে এক জন জল-পূর্ণ পাত্র নিয়ে কূপের দিক্ থেকে আস্‌ছে।

(দাশরথির প্রবেশ)

দাশ।

নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরাক্ষরাঃ।
নারায়ণপরা মুক্তির্নারায়ণপরা গতিঃ॥

তাই ত! আজ কি রাত ঠাওর করতে পারি নি! এখনও যে অন্ধকার! যাক্, আজ প্রত্যুষেই নারায়ণের সেবা নিতে ইচ্ছা হয়েছে দেখছি।—ওখানে দাঁড়িয়ে কে ও ?

রামা। মহাভাগ! করুণা ক'রে দুইটি দারুণ তৃষ্ণার্ত্ত বালক-বালিকার জীবন রক্ষা করুন।

দাশ। তোমরা কে ?

রামা। আগে জীবন রক্ষা ক'রে পরিচয় গ্রহণ করুন।

দাশ। তা নয়—তোমরা কি ?

রামা। এ প্রশ্ন করবার প্রয়োজন ?

দাশ। আমি নারায়ণ-সেবার জন্য এ জল নিয়ে যাচ্ছি। ব্রাহ্মণ হ'লে দিতে পারি। কেন না, নারায়ণ ও ব্রাহ্মণে ভেদ নাই। শূদ্র হ'লে দিতে পারি না।

নারা। ও বামুন আছে—মোরা বেদিয়া রে বেদিয়া—

দাশ। বেদে! দূর দূর—ছুঁয়ে ফেলবি—স'রে যা বেটা—স'রে যা!

নারা। বড়া পিয়াস লেগিয়েছে রে—বড়া পিয়াস লেগিয়েছে।

লক্ষ্মী। ছাতি ফাট যাইছে রে—ছাতি ফাট যাইছে।

দাশ। স'রে যা বেটী, স'রে যা। নইলে এখনি ইট মেরে মাথা ফাটিয়ে দেব।

নারা। ওরে, চলিয়ে আয়। একে ছাতি ফাটছে, আবার মাথা ফাটবেক্ কেনে রে—চলিয়ে আয়—সরিয়ে আয়।

রামা। জল দিলে না ব্রাহ্মণ! কাঁধে জল থাক্‌তে দু'টো বালক বালিকা পিপাসায় ম'রে যাবে ?

দাশ। ম'রে যায় ত কি করব ? নারায়ণের নাম ক'রে নারায়ণ-সেবার জন্য এই জল তুলেছি। এ জল আমি হীন শূদ্রকে দিতে পারি না।

রামা। পার না ?

দাশ। কিছুতেই পারি না।

রামা। এই কি নারায়ণ-পূজার মর্ম্ম ?

দাশ। মর্ম্ম আমাকে তোমাকে শেখাতে হবে না। তুমি কি রকম ব্রাহ্মণ ? তোমার কিছু কাণ্ডজ্ঞান নেই ? নারায়ণকে নিবেদনার্থ সামগ্রীর অগ্রভাগ তুমি চণ্ডালকে দিতে অনুরোধ কর ?

রামা। না ব্রাহ্মণ, আমিও চণ্ডাল। আমি তোমার সঙ্গে এতক্ষণ তর্ক করেছি। আমিও চণ্ডাল।

দাশ। নিশ্চয়। না হ'লেও অন্ততঃ শাস্ত্র-জ্ঞানহীন কর্ম্মচণ্ডাল। হেঁঃ! সমস্ত শাস্ত্র গুলে খেয়ে ফেললুম, আমাকে নারায়ণ-পূজার মর্ম্ম জানাতে এসেছে।

[প্রস্থান।

রামা। তাই ত ভাই—বৃথা আমাকে এখানে টেনে নিয়ে এলি ? না—না—আগে থাকৃতেই নিরাশ হওয়া কর্ত্তব্য নয়। দাঁড়া ভাই, একটু

দাঁড়া। আমি একবার কূপ পরীক্ষা করি। তোদের মত আমারও পিপাসা। তোমাদের পিপাসা যদি মেটাতে পারি, তবেই নিজেরও মেটাবো। তৃষ্ণায় যদি তোরা মরিস্, আমিও মরবো।

নারা। তবে দেখ রে ভাই—জল্‌দি দেখ—বড়া পিয়াস—

লক্ষ্মী। বড়া পিয়াস।

[রামানুজের প্রস্থান।

নারা। দেখছ কি লক্ষ্মি, পৃথিবী আজ পিপাসার্ত্ত। ব্রাহ্মণ আজ মোহাচ্ছন্ন। যে জ্ঞানময় ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন আমি সোল্লাসে বুকে ধ'রে আছি, সেই ব্রাহ্মণ আজ মোহাচ্ছন্ন। শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ বিস্মৃত হয়ে, শুধু বাক্যার্থ গ্রহণ ক'রে আপনাকে জ্ঞানী বুঝে অহঙ্কারে উন্মত্ত! নারায়ণ—কোথায় নারায়ণ? আমি কোথায় আছি লক্ষ্মি? অনাথ, রোগী, ক্ষুৎপিপাসাতুরের মূর্ত্তিতে আমি যে নিত্য লোকের দ্বারে দ্বারে পূজাপ্রার্থী হয়ে বেড়াচ্ছি। ব্রাহ্মণে যদি তা না দেখতে পেলে, অন্যে তা কেমন ক'রে দেখবে।

লক্ষ্মী। তাতে কি হয়েছে? তোমাকে ভুলে যাওয়াই যে জীবের প্রকৃতি। তুমি নিজে সে ভ্রম দূর ক'রে দাও। রামানুজ তোমার জন্য অঞ্জলি পূরে জল আনছে। সেই জল পান কর। তোমার তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জগৎ পরিতৃপ্ত হবে। ভাগ্যবতী দ্রৌপদীর স্থালী থেকে একটি শাকের কণায় তৃপ্তিলাভ ক'রে এক দিন সশিষ্য দুর্ব্বাসার ক্ষুধা নিবারণ করেছিলে; ভক্তদত্ত জলকণা গ্রহণ ক'রে জগতের তৃষ্ণা নিবারণ কর।

(অঞ্জলিপূর্ণ জল লইয়া রামানুজের প্রবেশ)

রামা। নে ভাই নে—এক ফোঁটা মাটীতে পড়তে দিই নি। তৃষ্ণা নিবারণ কর্—তৃষ্ণা নিবারণ কর্।

নারা। কেমন করিয়ে পাইলি রে ভাই?

লক্ষ্মী। কূয়া তো বড়া গহেরা আছে রে—হাঁ রে, তুই কেমন করিয়ে পাইলি?

রামা। আগে খা', তার পর বলছি—

নারা। আ! কলিজা ঠাণ্ডা হইল রে। সব পিয়াস মিটিয়ে গেল।

লক্ষ্মী। সব পিয়াস মিটিয়ে গেল।

রামা। এই এক অঞ্জলি জলেই তোদের পিয়াস মিটে গেল?

নারা। গেল, তা কি করব—জোর করিয়ে পিয়াস ধরিয়ে রাখব?

লক্ষ্মী। প্রেমসে আনলি—পিয়াস কি আর রইতে পারে রে।

রামা। না—না মেটেনি—আমি আবার আনি।

নারা। আর কেন মিছে আন্‌বি?

রামা। তোরা কি মনে করছিস্, আমি কষ্ট ক'রে এনেছি? কিছু না। গিয়ে দেখি, উপর থেকে সিঁড়ি একেবারে জল স্পর্শ করেছে। দাঁড়া—আবার আনি। [প্রস্থান।

নারা। আর কেন কমলে, বিদায় গ্রহণের এই শুভ অবসর।

(কাঞ্চিপূর্ণের প্রবেশ ও নারায়ণ কর্ত্তৃক তাহার হস্ত ধারণ)

কাঞ্চি। আরে বুড়ো মানুষ! অত টান দিস্ নি ভাই! প'ড়ে যাব—প'ড়ে যাব।

নারা। দাদা! এমন মিষ্টি জল—এক দিন খেয়ে যে সাধ মিটল না।

লক্ষ্মী। আবার কা'ল কেমন ক'রে জল খাব, ব'লে দাও।

কাঞ্চি। তোমাদের যখন ইচ্ছা হয়েছে, তখন জল পেতে আর ভাবনা কি? আমি একবার রামানুজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। [প্রস্থান।

(নারায়ণ ও লক্ষ্মীর গীত)

এবারে ঘুচাও ব্যাধের বেশ,
চলিয়া চলিয়া নূতন দেশ,
রচিত চাঁচর চিকুর কেশ,
বনলতা ফুলমালিনী।
সতত সেখানে ধীর সমীর,
উজান বহিছে তটিনীনীর,
বরষে আকুল মধু শিশির,
উজল শারদ যামিনী॥
নবজলধর বিজরী সঙ্গ,
মধুর মিলনে একই অঙ্গ,
সঙ্গিনী যত বিনোদ রঙ্গ,
লীলাতরঙ্গশালিনী।
ভ্রমরাভ্রমরী ধরত তান,
কুঞ্জে কুঞ্জে কোকিল গান,
আবেশে বিভোরী বনকিশোরী
মানিনী কুলকামিনী॥

সপ্তম দৃশ্য

শাল-কূপ।

রামানুজ।

রামা। এই ত পাতালে জল দেখা যাচ্ছে, এই জল আমি অঞ্জলি ক'রে তুলেছি! শঠ! আমাকে ভুলিয়ে চ'লে গেলে! বনের ভিতরে বিপদে প'ড়ে কাতর হয়ে তোমাদের ডেকেছিলুম, কমলাপতি তাই ব্যাধ-দম্পতির মূর্ত্তি ধ'রে আমাকে ছলে ভুলিয়ে চ'লে গেলে! নারায়ণ! এ বিপন্মুক্তিতে আমার প্রয়োজন নাই।

বিপদঃ সন্তু নঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদ্গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাৎ অপুনর্ভবদর্শনম্॥

হে জগদ্গুরো! তোমার প্রসাদে আমাদের সর্ব্বদাই বিপদ হোক্। কেন না বিপদের সময়েই আমরা তোমাকে দেখতে পাই। তোমায় দর্শন ক'রলে আর পুনর্জন্ম হয় না। ঐশ্বর্য্য চাই না। রূপ, পাণ্ডিত্য, বংশ-সম্পদ এ সকল কিছু চাই না। ঐশ্বর্য্য-গৌরবে তোমার নাম গ্রহণের অধিকার থাকে না। তুমি দীন অস্পৃশ্য ব্যাধের মূর্ত্তিতে আমাকে তা আজ বুঝিয়ে দিয়েছ! হা নারায়ণ, কি করলুম! সমস্ত বনভূমিতে তোমরা যুগল-কিশোর আমার সঙ্গে সঙ্গে রইলে—ব্রাহ্মণত্বের অভিমানে আমি তোমাদের শ্রীচরণ স্পর্শ করতে পারলুম না! ধিক্ আমার পাণ্ডিত্যাভিমান—ধিক আমার জাত্যভিমান। দীন কর নাথ, আজ থেকে আমাকে দীন কর। যেন তোমার শ্রীপাদপঙ্কজ-সেবার অধিকার পাই।

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে॥

(দাশরথির প্রবেশ)

দাশ। এই যে—এই যে মহাভাগ! সে যুগলমূর্ত্তি কোথায়?

রামা। কি বিপ্র, এতক্ষণ পরে অনুতপ্ত হয়ে তাদের পিপাসা-শান্তি করতে এসেছ?

দাশ। বিপ্র! নরাধম হীন চণ্ডাল আমি। আর কি আমি তাদের জলপান করাতে পাব?

রামা। না, তারা চ'লে গেছে।

দাশ। আমার পাণ্ডিত্যাভিমান, আমার ব্রাহ্মণত্বের অভিমানকে ধিক্! আমি এক শিলাখণ্ডে নারায়ণের আরোপ ক'রে আপনাকে ভক্ত জ্ঞানে শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ ভুলে এমন অন্ধ হয়েছিলুম যে, তৃষিতরূপী লক্ষ্মীসনাথ নারায়ণ আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন, আমি চিনতে পারলুম না। ধিক আমার শাস্ত্রজ্ঞান, ধিক্ আমার ইষ্টনিষ্ঠা!

রামা। আক্ষেপ ক'র না বিপ্র! আমাকে বুঝিয়ে বল, এখনই বা তাঁকে নারায়ণ ব'লে কেমন ক'রে বুঝলে?

দাশ। আপনাদের পরিত্যাগ ক'রে একটু দূরে যেতে না যেতেই কলসীর জল উষ্ণ হয়ে উঠল। প্রথম প্রথম সেটা আমার মনের ভ্রম স্থির ক'রে অগ্রসর হ'তে লাগলুম। কিন্তু যতই চলি, ততই উষ্ণতা বাড়তে থাকে। শেষে গৃহের সমীপস্থ হ'লে জল এমন প্রচণ্ড উষ্ণ হয়ে উঠল যে, আর আমি তাকে কাঁধে রাখতে পারলুম না। তখন বুঝলুম, তৃষ্ণার্ত্ত নারায়ণকে জল না দেবার মহাপাপ অনলমূর্ত্তিতে কলসীর জলকে বাষ্পে পরিণত করেছে। এখন অনুতাপে আমার প্রাণ দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। বল প্রভু, কোথায় তোমার সহচর-সহচরী ব্যাধ-দম্পতি। আমি আবার কূপের জল তুলে তাঁদের চরণ-সমীপে উপস্থিত করি।

রামা। কে বলবে? আমি? বিপ্র! আমিও তোমার মত অভিমানান্ধ হতভাগ্য। সারা দিন-রাত সঙ্গে রেখেও তাদের চিনতে পারিনি। তাঁরা চ'লে গেছেন। এখন বলুন দেখি, এ স্থানের নাম কি?

দাশ। আপনি জানেন না?

রামা। জানলে এ প্রশ্ন করব কেন?

দাশ। সুবিখ্যাত কাঞ্চীনগরী। আপনি চিনতে পারছেন না? আর এই সেই ত্রিতাপ-নাশক জলের আধার শালকূপ।

রামা। কাঞ্চী?

দাশ। অদূরে ওই অপূর্ব্ব শোভাময়ী পরম-পবিত্র কাঞ্চী। কেন, আপনাকে দেখে এদেশীয় ব'লে মনে হচ্ছে, কিন্তু আপনি বিদেশীর ন্যায় কথা কইছেন! কে ও—মাতুল? আপনি? আপনার কাছে আমি শাস্ত্রজ্ঞানের অভিমান দেখিয়েছি! ধিক্, আমাকে শত ধিক্—কি করলুম—কি করলুম!

রামা। ভাগিনেয় ? তোমার নাম কি ?

দাশ। চিনতে পারছেন না ? আমি গোবিন্দের ভাগিনেয় দাশরথি।

রামা। দাশরথি ? তোমায় চিনতে পারলুম না ?

দাশ। কেউ কাউকে ত পারিনি মামা! এ সে বেদে বেটা আর বেদিনী বেটীর খেলা।

রামা। ঠিক বলেছ দাশরথি, আমাদের কারও অপরাধ নেই। সে বেটা-বেটী ধরা না দিলে তাদের ধরে কে ?

দাশ। তারপর মামা, আপনি যে যাদব-প্রকাশের সঙ্গে তীর্থে যাচ্ছিলেন ?

রামা। যাচ্ছিলুম ! বেদে-বেদেনীতে আমাকে ফিরিয়ে এনেছে। দাশরথি। কা'ল আমি এক মাসের পথ তফাতে গোণ্ডারণ্যে প্রাণ নিয়ে অস্থির হয়ে পরিভ্রমণ করছিলুম, আজ আমি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই কাঞ্চীপুরে। এর অধিক আর তোমাকে জানাতে পারলুম না। যাও, কলসী আমার কাছে দাও, আমি নারায়ণের জন্য জল নিয়ে যাচ্ছি। তুমি পুত্রবিরহবিধুরা আমার জননীকে সত্বর আমার আগমন-সংবাদ প্রদান কর।

দাশ। এখনি চল্‌লুম মামা! এখনি চললুম।

[দাশরথির প্রস্থান।

রামা। যাক, ঘটনার পর ঘটনা। চিন্তার ধারণার অতীত।

(কাঞ্চিপূর্ণের প্রবেশ)

রামা। এ কি দেখি!
ফিরে এলো ভাগ্য কি আমার ?
মহাভাগ! পিতৃগৃহে ছিলাম যখন,
তখন করুণা ক'রে,
হেথা হ'তে যাইয়া সুদূরে
কতবার এ অধমে দিয়েছ দর্শন।
অশান্তি-মুহূর্ত্ত কত
তব শুভ পদার্পণে দেখিতে দেখিতে
হইয়াছে শান্তির আধারে পরিণত।
ভুলেছিনু পিতৃশোক তোমার কৃপায়,
ভুলেছিনু শমনের তীব্র উপহাস।
সেই আমি তোমার দুয়ারে
শ্রীমন্দির পুণ্যদ্বার উদ্ঘাটন আশে—
কোন্ অপরাধে প্রভু হ'লে অকরুণ ?
ক্ষণেকের তরে দেখা দিলে না আমায়!

(প্রণামোদ্যোগ)

কাঞ্চি। (রামানুজের হস্তধারণ ও প্রণামকরণ)
ছি ছি! ওকি কথা প্রভু!
দ্বিজশ্রেষ্ঠ গুণিশ্রেষ্ঠ তুমি মতিমান।
আমি শূদ্র---
নিত্য আমি দাস যে তোমার।
শাস্ত্রশিক্ষারত ছিলে আচার্য্য-সমীপে,
এ মূর্খের আগমনে
পাছে তব পাঠে বিঘ্ন হয়,
সেই হেতু পশি নাই
তব গৃহে চরণ-দর্শনে।

রামা। বারংবার বাক্যের কৌশলে
চরণ শরণ হ'তে
বঞ্চিত যদ্যপি মুনি করিবে আমায়,
বুঝিব তখন, মিথ্যা শাস্ত্রজ্ঞান মোর।
বুঝিব তখন,
চন্দনের ভারবাহী গর্দ্দভের মত
আমার এ অসার জীবন
বহিবার কিছুমাত্র নাহি প্রয়োজন।

কাঞ্চি। শুদ্ধ জ্ঞানী নহ তুমি রামানুজ!
আজ তব ভক্তি হেরি
কৃতার্থ হইনু আমি।
তবে, এস বৎস উভয়ে মিলিয়া
পরস্পরে প্রাণ মিলাইয়া
বরদরাজের করি সেবা!
আজ হ'তে ধর দাস্য এ বৃদ্ধের সনে।
প্রত্যহ এ শাল-কূপ হ'তে
লইয়া কলসীপূর্ণ জল
পানার্থ বরদরাজে দাও উপহার।

রামা। শিরোধার্য্য আজ্ঞা তব মুনি।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শাল-কূপসন্নিহিত বনাংশ।

যাদবপ্রকাশ, তিরুমল, যড়কুন ও শিষ্যগণ।

শিষ্যগণ। জয় বিশ্বনাথজী কি জয়, জয় কাশী-জী কি জয়। জয় গুরুজী মহারাজ কি জয়।

তিরু। গুরুদেব! ঐ রাজবাড়ীর চূড়ো দেখা যাচ্ছে।

বড়। ওই, আপনার বাগানের নারকেলগাছ যেন দূরে ঝিলি করছে।

যাদব। জয় জয়---জয়---নাও---শেষবারের মত একবার পথে বিশ্রাম গ্রহণ কর।

সকলে। বসো—একবার সকলে ব'সে যাও।

যাদব। সন্ধ্যার পূর্ব্বে গ্রামে প্রবেশ করা আমি ইচ্ছা করছি না। কেন জান?

তিরু। গ্রামে ঢুকলেই আপনার আগমন-বার্ত্তা মুহূর্ত্তের মধ্যে গ্রামের মধ্যে প্রচারিত হয়ে পড়বে।

যাদব। হাঁ—মুহূর্ত্তে কি! গ্রামের সীমায় যেমন পাটি দেব—

বড়। অমনি সারাটা গ্রাম একেবারে টিটি হয়ে যাবে।

যাদব। হাঁ—এই ঠিক বুঝেছ। একেবারে টিটি হয়ে যাবে। সে কথা তখনি রামানুজের অভাগিনী জননীর কর্ণগোচর হবে। বাড়ীতে আমাকে পেয়ে আমার মা, পত্নী, পরিবারবর্গ একটা আনন্দ-কোলাহল করবেই। এমন সময় অভাগিনী যদি রামানুজের সংবাদ নিতে ছুটে আসে, তা হ'লে সমস্ত আনন্দ কলকল একেবারে গভীর বিষাদসাগরে ডুবে যাবে।

বড়। না—না।—তা হ'লে এখন গ্রামে প্রবেশ করা হতেই পারে না!

যাদব। কিছুতেই হ'তে পারে না। মিছে কথায় যদি তাকে ভোলাতে পারতুম, তা হ'লেও না হয় যাওয়া যেত। কোনরূপ স্তোকবাক্যে রামানুজের মা ত বিশ্বাস করবে না। সুতরাং কঠোর সত্যটা কইতেই হবে। আর কথা যেমন কওয়া, অমনি অভাগিনী বৃদ্ধা একেবারে ভূপতিতা—এবং ধূল্যবলুণ্ঠিতা। সঙ্গে সঙ্গে করুণক্রন্দিতা। কারুণ্য-রোগটা স্ত্রী-জাতির ভিতরে বড়ই সংক্রামক। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে আমার মা ও স্ত্রীর সেই করুণ ক্রন্দনে যোগ দান—অমনি প্রতিবাসিনী পুরস্ত্রী-গণের ঊর্দ্ধশ্বাসে মদ্‌গৃহে আগমন। তাতে বাড়ীর অবস্থাটা কি হবে, বুঝতে পেরেছ?

তিরু। একেবারে আকাশ-ভেদী এক বিরাট হুংকারে আপনার বাড়ীর ছাদ বিদারণ।

যাদব। সেটা আজ আর নয়। কা'ল প্রাতঃ-কালে যা হবার, তাই হবে। আজ আর গৃহের আনন্দোচ্ছ্বাসে বাধা দেব না। বুঝতে পারছ না? অদূরে শালকূপ, সেখানেও বিশ্রাম নিতে গেলুম না। নেড়েলাইকে অতি গোপনে জল আনতে পাঠিয়েছি। ব'লে দিয়েছি, লোক থাকলে যেন সে কূপ থেকে জল না নেয়। নেড়েলাই বুঝি ফাঁক পাচ্ছে না।

তিরু। তা হ'ক গুরু, ছোঁড়াটা কি আশ্চর্য্য ম'ল!

বড়। মরবে না? বিরোধী কে? স্বয়ং শঙ্কর।

যাদব। হাঃ হাঃ হাঃ। শিবোঽহং—শিবোঽহং।—গুহ্য গুহ্য।

বড়। কাশীর সব বড় বড় পণ্ডিত—মহা মহা সাধু—বিরাট বিরাট তপস্বী—

যাদব। হাঃ হাঃ হাঃ! শিবোঽহং—গুহ্য—গুহ্য, বড় গুহ্য।

তিরু। আর গুহ্য—এ কি গোপন থাকতে পারে গুরুদেব?

বড়। তারা সব সর্ব্বসমক্ষে আপনার গলায় জয়মাল্য দিয়েছে।

যাদব। কি বুঝেছ? তাঁরা কি সব মানুষ?

বড়। তাঁরাও যদি মানুষ হন, কিন্তু যিনি শৃঙ্গেরি মঠের প্রধান—তিনি তো আর মানুষ ন'ন।

যাদব। আরে বাপ রে বাপ—শঙ্করাচার্য্যের মঠস্বামী—শঙ্করের প্রতিনিধি—তিনি স্বয়ং শিব।

বড়। তিনিই আপনাকে বলেছেন—আপনি দ্বিতীয় শঙ্কর।

তিরু। এ কথা তো নগরে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে একেবারে ঢাক বেজে যাবে।

যাদব। তিনি ত্রিকালজ্ঞ—আমি কাশীতে যাচ্ছি, এ তিনি আগেই জানতে পেরেছিলেন।

বড়। জেনে আপনার অভ্যর্থনার জন্য আগে থাকতেই কাশীতে উপস্থিত হয়েছেন।

তিরু। এ ত ঢাক বেজে উঠলো।

সকলে। এখন থেকেই বাজে।

যাদব। অস্থির হয়ো না—অস্থির হয়ো না। রামানুজ যে ব্যাঘ্রের কবলে যাবে, এ কি আমি জানতুম না? আমি কি সত্য সত্যই তোমাদের ব্রহ্মঘাতী হ'তে দিতুম। শুধু পরীক্ষা। আমি

তোমাদের ভক্তি-পরীক্ষা করছিলুম। দেখছিলুম, আমার আদেশে তোমরা ব্রহ্মহত্যা করতে অগ্রসর হও কি না। যখন হ'লে—তখন বুঝলুম—কি জান, তখন বুঝলুম—

বড়। আমরা সব এক এক জন নন্দী ভৃঙ্গী।

তিরু। এ ত ঢাক বেজে উঠলো।

সকলে। এখন থেকেই বাজে।

যাদব। অপেক্ষা কর—অপেক্ষা কর। এখন নয়। কাশীবিজয়ের নিদর্শনপত্র আগে রাজা সুধাকণ্ঠকে আর রাজপুত্র কৃমিকণ্ঠকে দেখাই।

(নেড়েলাইয়ের প্রবেশ)

নেড়ে। গুরুদেব! গুরুদেব! বড় শুভ সংবাদ।

যাদব। কি সংবাদ বৎস নেড়েলাই?

নেড়ে। রাজকুমারীকে ভূতে পেয়েছে।

যাদব। আরে মূর্খাধম, এ শুভ সংবাদ কেমন ক'রে হ'ল! রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাকে আমার কাশী-বিজয়-কথা শোনালে কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল। রাজকুমারীর অসুখে সে আশা একেবারে নির্ম্মূল হয়ে গেল।

নেড়ে। না প্রভু, না—বড় শুভ। নানা দেশ থেকে রোজা এসে রাজকুমারীর চিকিৎসা করেছে। কেউ সে ভূত তাড়াতে পারে নি। রাজা প্রিয়-কন্যার রোগ-মুক্তির জন্য লক্ষ মুদ্রা ঘোষণা করেছেন। এখন ভূত বলেছে যে, সে আপনার চরণ-দর্শন না ক'রে যাবে না।

যাদব। প্রিয় নেড়ু, এ কথা তোমাকে কে বললে?

নেড়ে। কূপে জল আনতে এ কথা শুনেছি। আপনার প্রতিবেশিনীরে জল নিতে এসে বলাবলি করছিল। রাজ-অনুচর আপনার বাড়ীতে এসেছিল। কাল প্রাতঃকালে আপনার অনুসন্ধানে রাজবাটী থেকে লোক বেরুবে।

যাদব। আমার চরণ-দর্শন?

নেড়ে। ভূত সশিষ্য আপনাকে দেখতে চায়।

যাদব। বড়ু বড়ু! আর কেন—তল্পী ওঠাও—শিবোঽহং—শিবোঽহং!—ও কে আসছে দেখ ত হে!—কে ও---দাশরথি?

(দাশরথির প্রবেশ)

দাশ। তাই ত---আচার্য্য! এই আসছেন?

যাদব। এইমাত্র---এসে বিশ্রামের জন্য একটু বসেছি।

দাশ। খুব এসে পড়েছেন। রাজা আপনাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন।

যাদব। একেবারে ব্যাকুল?

দাশ। বারংবার আজ আপনার গৃহে লোক পাঠিয়েছেন। আজ আপনি না এলে, কা'ল রাজবাড়ী থেকে লোক আপনাকে আনতে কাশী পর্য্যন্ত ছুটতো।

যাদব। কেন হে—কারণ জান কি?

দাশ। শুনলুম, রাজকুমারী না কি ভূতগ্রস্তা হয়েছেন! ভূত আপনাকে না দেখে কিছুতেই তাঁকে ছাড়তে চায় না।

যাদব। বড়ু—বড়ু—আর কেন—তল্পী তোল।

তিরু। কেমন গুরুদেব, বলেছি না ঢাক বাজলো!

সকলে। এইখান থেকেই বাজে!

দাশ। যাক্, আপনি যে সুস্থ-দেহে ফিরে এসেছেন, এই আমাদের পরম ভাগ্য!

যাদব। সুস্থ দেহে—সুস্থ দেহে—দাশরথি! (ক্রন্দনের সুরে) বক্ষে দারুণ বেদনা—(সকলের ক্রন্দনের সুর)

দাশ। কি হয়েছে—কি হয়েছে প্রভু!

যাদব। বলতে—বলতে—বুক ফেটে যাচ্ছে। রত্ন—রত্ন—রত্ন পথে হারিয়ে এসেছি।

সকলে। রত্ন—রত্ন—কৌস্তভ-মণি—কৃষ্ণের বক্ষের ধন—কৃষ্ণের কাছে ফিরে গেছে।

দাশ। স্পষ্ট ক'রে বলুন আচার্য্য, আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

যাদব। তবে কি না—কেউ কারো নয়।

সকলে। কেউ কারো নয়।

যাদব। রামানুজ—রামানুজ—

দাশ। মামা? তার কি হয়েছে?

যাদব। পথে—গোণ্ডারণ্যে—ব্যাঘ্রে—যা ভয় করেছিলুম—দাশরথি। ভক্ষণ করেছে।

দাশ। (হাস্য) মামা যে অনেক কাল চ'লে এসেছেন—

যাদব। অ্যাঁ,—এসেছে? বেঁচে?

সকলে। (পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ) বেঁচে?

দাশ। অনেক দিন—সে আজ কি! তবে দুঃখের কথা আচার্য্য, মাতুলের মাতৃবিয়োগ হয়েছে। নারায়ণ তাঁকে পথ থেকে ফিরিয়ে না আনলে, মায়ের সঙ্গে আর তাঁর দেখা হ'ত না।

সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হ'ন। তিনি সুস্থ আছেন। এখন ঘরে টোল ক'রে ছাত্র পড়াচ্ছেন।

যাদব। হুঁ! বড়ু, তল্পী উঠাও।

দাশ। আপনারা অগ্রসর হন। আমি কূপ থেকে জল নিয়ে আপনাদের অনুসরণ করছি।

[প্রস্থান।

তিরু। গুরুদেব! ঢাক যে ঢেবঢেবে মেরে গেল!

সকলে। বাজলো না—ঢেবঢেবে মেরে গেল।

যাদব। ঢেবঢেবে মারবে কি রে মূর্খ। ভৈরব আরাবে বাজবে। শিবোঽহং! দুরাত্মা ব্যাঘ্র আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। পরশুরাম যেমন পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেছিলেন, আমিও তেমনি তাকে নির্ব্যাঘ্রা করব। তবে আমার নাম যাদবপ্রকাশ শর্ম্মা। তল্পী উঠাও।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রামানুজের গৃহ-প্রাঙ্গণ।

দীপ্তিমতী ও জমাম্বা।

জমাম্বা। কি যে করব, কিছুই যে পারছি না মাসীমা!

দীপ্তি। বোকা মেয়ে, আল্‌গা দিয়ে থাক্‌লে ত চলবে না। যখন শাশুড়ী ছিল, তখন তোমার চুপ ক'রে থাকা চল্‌তো। এখন তুমি নিজে গিন্নী। সংসারের মধ্যে ত দু'জন—স্বামী আর স্ত্রী। চুপ থেকো না মা, চুপ থেকো না। একটু কড়া হও। এখন রামানুজের উপর নজর তোমাকেই রাখতে হবে।

জমাম্বা। কড়া আর কি ক'রে হব মাসীমা। আজকাল দেখছি, ওঁর মেজাজ ঠিক নেই। কেমন এক রকম হয়ে গেছেন। টোল এক রকম তুলেই দিয়েছেন। কেবল ঘুরেই বেড়াচ্ছেন দেখতে পাই। এই সেদিন আসি ব'লে বাড়ী থেকে বেরুলেন, একবারে দশ দিন নিরুদ্দেশ। শুনলুম, যামুনাচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করতে শ্রীরঙ্গমে গেছলেন। সবে কা'ল রাত্রে ফিরে এসেছেন। আজ সকালে আবার সেই আসি ব'লে বেরিয়েছেন, এখনও পর্য্যন্ত তাঁর দেখা নেই।

দীপ্তি। দীক্ষা গ্রহণ কি করা হয়েছে?

জমাম্বা। শুনলুম, তিনি শ্রীরঙ্গমে পৌছিবার একটু পূর্ব্বেই যামুনাচার্য্য দেহ ত্যাগ করেন। আর তিনি তাঁহার দেহের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তিনটা বিষম পণ ক'রে এসেছেন।

দীপ্তি। কি পণ করেছে?

জমাম্বা। প্রথম পণ, চিরদিন বৈষ্ণবমতে থেকে যত অজ্ঞানী লোককে নারায়ণের শরণাপন্ন ক'রে রক্ষা করবেন। দ্বিতীয় পণ, লোকের মঙ্গলের জন্য ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য লিখবেন। তৃতীয় পণ, বেদব্যাস মুনির বৈষ্ণবপুরাণ রচনার ঋণ শোধের জন্য একটি বৈষ্ণব বালকের মুনির নামে নামকরণ করবেন। শুনলুম, এই কথা শুনে যামুনাচার্য্যের দেহত্যাগের সময় তাঁর যে তিনটা আঙ্গুল বেঁকে গিয়েছিল, সে তিনটা আবার সোজা হয়ে গেছে।

দীপ্তি। তাই ত বউমা, তা হ'লে রামানুজকে ঘরে ধ'রে রাখা শক্ত হয়ে উঠ্‌ল।

নেপথ্যে নারা। মা, ঘরে আছ?

জমাম্বা। আছি বাবা!

দীপ্তি। ও আবার কে?

জমাম্বা। ও এক গয়লার ছেলে, এ দশ দিন ও-ই ত আমাকে আগ্‌লে আছে।

দীপ্তি। ওকে পেলে কোথা?

জমাম্বা। যে দিন তিনি চ'লে যান, সে দিন রাত্রে ভয়ানক দুর্য্যোগ। আমি একলা ঘরে ভেবেই অস্থির। এমন সময় কোথা থেকে ভিজ্‌তে ভিজতে ও এসে উপস্থিত। বল্‌লে, "আমার ঘর পুনামেলিতে, যেখানে কাঞ্চিপূর্ণ বাবাজীর জন্মস্থান।" আমার তখন যেমন অবস্থা, তাতে আমার বোধ হয়েছিল, যেন স্বয়ং নারায়ণ গোপাল-বেশে আমাকে রক্ষা করতে এসেছেন। বেশী আর কি বলব মাসীমা, ও যদি নাচে গানে আর কথায় এ দশ দিন আমাকে ভুলিয়ে না রাখত, তা হ'লে আমি ম'রে যেতুম।

(নারায়ণের প্রবেশ)

(গীত)

প্রেমের ভিখারী আমি ফিরি নগরে।
যে আমারে ভালবাসে ভাল সে যে বাসে তারে॥
প্রেমেতে জগৎ বেঁধে আমি ফিরি প্রেম সেধে।
যে আমার তরে বেড়ায় কেঁদে
আমি কেঁদে বেড়াই তার তরে॥

জমাম্বা। আজ আমাকে না ব'লে চ'লে গেলি কেন বল্?

নারা। তুমি কি আমায় থাকৃতে বলেছিলে? সেদিন রাত্তিরে দুর্য্যোগ দেখে এলুম। বাড়ীতে আশ্রয় দিলে, রইলুম। কা'ল রাত্রে বাবাঠাকুরও এলো, তুমিও ভুলে গেলে। আমিও সুযোগ দেখলুম, চ'লে গেলুম। থাকতে বলৃতে, তা হ'লে না হয় থাকা যেতো।

জমাম্বা। তুই ঘুমুচ্ছিস দেখে উঠে গেলুম, কেমন ক'রে তোকে বলব?

নারা। ও মা! মা যে বেশ তামাসা করতে জানে গো! সারারাত্রি জেগে রইলুম, তখন বলবার সময় হ'ল না। আর যেই একটু সকাল-বেলায় ঘুমিয়েছি, অমনি তোমার বলবার সময় হ'ল!

জমাম্বা। বেশ ত বাপ, আজকে থাক্।

নারা। আজ! ও বাবা!

দীপ্তি। ও বাবা কেন—থেকে যা।

নারা। আজ কেমন ক'রে থাকব?

দীপ্তি। কেন, থাকতে বাধা কি?

নারা। কিছু যখন খাব না, তখন থেকে কি করব?

দীপ্তি। খাবিনি কেন?

নারা। সকালে একপেট খাওয়া হয়ে গেছে। সারাদিনের মত খেয়েছি—পেট হাঁসফাঁস করছে।

দীপ্তি। এত সকালে তোকে খেতে দিলে কে?

নারা। তুমি বুঝবে না। মা! তোমার বাড়ী থেকে বেরুতে না বেরুতেই বুড়ো কাঞ্চি-পূর্ণের সঙ্গে দেখা।

জমাম্বা। ও, বুঝতে পেরেছি, বুড়ো তোমাকে গাল দিয়েছে।

নারা। গাল ব'লে গাল—কেবল বলে চোর। হাঁ মা, এত দিন তোমার ঘরে রইলুম, তোমার কি চুরি ক'রে নিয়ে গেছি?

জমাম্বা। কিছু ত নাও নি বাপ্, তুমি থাক।

নারা। উহুঁ! আজ ত থাকতে পারবই না। সেই বুড়ো যে এখানে আসৃছে! বাবাঠাকুর তাকে নিমন্ত্রণ করেছে। সেই জন্যই ত এত তরিতরকারি আমার ঘাড়ে চাপিয়ে পাঠিয়েছে।

দীপ্তি। তোর বাবাঠাকুর গেল কোথায়?

নারা। রাজার বাড়ীতে তাকে ধ'রে নিয়ে গেছে।

জমাম্বা। ও মা, সে কি! ধ'রে নিয়ে গেল কি?

নারা। শুধু শুধু! পেয়াদা দিয়ে।

জমাম্বা। ও মাসীমা! কি হবে?

দীপ্তি। কি জন্য ধ'রে নিয়ে গেল?

নারা। মেরে ফেলার জন্য—আবার কিসের জন্য?

জমাম্বা। ও মাসী-মা! কি হবে?

(গোবিন্দের প্রবেশ)

দীপ্তি। এই যে গোবিন্দ, তোমার দাদাকে রাজবাড়ীতে ধ'রে নিয়ে গেল কেন?

গোবিন্দ। কে বলৃলে?

দীপ্তি। এই গয়লা ছোঁড়া বলছে।

গোবিন্দ। ওরে বেটা বদমাস, তুমি এখানে এসে হৈ চৈ লাগিয়েছ? বেরো বেটা, এখনি বেরো।

জমাম্বা। কি হয়েছে গোবিন্দ?

গোবিন্দ। কি হবে? রাজকুমারী ভূতগ্রস্তা হয়েছে ব'লে চিকিৎসার জন্য রাজা যাদবাচার্য্যকে ডাকিয়েছেন। আর দাদাকেও না কি সেই জন্য ডাক পড়েছে। পেয়াদা বাড়ীতে আসতে আসতে পথে তার দাদার সঙ্গে দেখা। পেয়াদা তাঁকে তখনই যাবার জন্য অনুরোধ করেছিল। এই ছোঁড়া সেইখানে দাঁড়িয়ে ছিল। তাই এর হাতে হাটের সামগ্রী দিয়ে, এখানে পাঠিয়ে তিনি রাজ-বাড়ীতে চ'লে গেছেন।

দীপ্তি। তাই বল। ছোঁড়া একেবারে আমা-দের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। বেরো হতচ্ছাড়া ছোঁড়া। তামাসা করবার আর লোক পাও নি?

নারা। কি মা, যাব?

দীপ্তি। মা কি বলবে—চ'লে যা ছোঁড়া,—চ'লে যা! নইলে কিলিয়ে তোর মাথা ভেঙ্গে দেব।

নারা। কি গো মা, যাব?

জমাম্বা। আহা বাছা থাক্ না!

গোবিন্দ। থাকবে কি বৌ দিদি! ও দেখতে ওইটুকু ছোঁড়া—কিন্তু চোরের শিরোমণি

কাঙ্ক্ষিপূর্ণ বাবাজী বললেন—ওকে যেন ঘরে ঢুকতে দেওয়া না হয়। ঢুকলে ফাঁকে ফাঁকে সর্ব্বস্ব চুরি করবে।

নারা। দেখ গো, আমায় গাল দিচ্ছে!

গোবিন্দ। তবে রে বেটা, মুখের কথাতে তুমি একান্তই যাবে না?

নারা। যাচ্ছি—আপাততঃ যাচ্ছি। সে যখন তাড়িয়ে দিলে না, তখন একেবারে যাচ্ছি না। এই বেটাবেটীরে যখন না থাকবে—তখন—দেখা যাবে।

[প্রস্থান।

জমাম্বা। দিনের বেলায় আমাদের সুমুখে ও কি চুরি করত?

গোবিন্দ। বাবাজী বলেছে, ওকে যদি বাড়ীতে রাখতে চাও ত বুঝে রাখবে। যদি সর্ব্বস্ব চুরি যায়, তখন তাকে দোষী করতে পারবে না।

জমাম্বা। আমার কি আছে তা চুরি যাবে?

গোবিন্দ। যা আছে, তাই যাবে।

দীপ্তি। সে কি বৌমা, শাশুড়ী কি তোমাকে একখানাও অলঙ্কার দেয় নি?

গোবিন্দ। তাই যাবে। কোন্ ফাঁকে চুরি করবে, তা জানতে পারবে না। বাবাজী বলে, "ওই ছোঁড়া আমার যথাসর্ব্বস্ব চুরি করেছে বলেই ত আমি পথের ভিখারী হয়েছি।" দেখতে ছোঁড়া এতটুকু, কিন্তু ওর বয়সের অন্ত নেই।

জমাম্বা। ছেলেটি বললে, তোমার দাদা বাবাজীকে নিমন্ত্রণ করেছে।

গোবিন্দ। হাঁ, নিমন্ত্রণ করেছেন—আর সেই জন্য তোমাকে যত্নসহকারে নানা প্রকারের ব্যঞ্জন পাক করতে বলেছেন।

দীপ্তি। ভালা আপদ! আবার বাবাজী জোটায় কেন রে বাপু! তার মতলবটা কি, বল্ দেখি গোবিন্দ?

গোবিন্দ। তা আমি কি জানি।

জমাম্বা। গোবিন্দ কি জানবে—তাঁর মতলব তাঁর সৃষ্টিকর্ত্তাই কি বুঝতে পেরেছে! নাও, চল।

তৃতীয় দৃশ্য

উদ্যানমধ্যস্থ বাটী।

কৃমিকণ্ঠ, যাদবপ্রকাশ ও শিষ্যগণ।

কৃমি। কোথা থেকে এ উৎপাত এলো আচার্য্য?

যাদব। এ সব উৎপাত ত আপনার পিতা নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছেন। যখন দেশে বৈষ্ণব বেটাদের প্রধান্য উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল, তখন এ সকল উৎপাত যে আসবে, এ ত জানা কথা। শুধু কি এই উৎপাত—আরও কত রকমের উৎপাত আসবে। সবে ত একটা ব্রহ্মরাক্ষস এসেছে। এখনও যোগিনী, শঙ্খিনী, ডাকিনী— সব 'ইনীর' দল আসেনি। তারা এলে রাজবাড়ী ছারখার ক'রে দেবে।

কৃমি। ওরে বাবা! আবার আসবে! এই এক উৎপাতেই বাড়ীতে কেউ টেঁকতে পারছে না—আবার আসবে?

যাদব। আসবে না? আমি যাদবাচার্য্য, স্বয়ং বিশ্বনাথ আমাকে সম্ভ্রম দেখিয়েছেন। দর্শন-মাত্রেই অনাদি লিঙ্গ নড়ে উঠেছেন।' সেই আমাকে আপনার পিতার রাজ্যে বৈষ্ণব বেটারা তাচ্ছীল্য করে!

কৃমি। এক ধার থেকে বেটাদের কাটতে সুরু ক'রে দেব। একবার সিংহাসনে বসতে পেলে হয়।

যাদব। সে বেটা ভূত তা বিলক্ষণ জানে। তাই আপনার উপর তার মর্ম্মান্তিক রাগ।

কৃমি। তাড়াও—আচার্য্য, তাড়াও। দেশের সমস্ত রোজা হার মেনে গেছে। সকলেই বলে, "এ ব্রহ্মরাক্ষস। একে তাড়ানো আমাদের ক্ষমতা নয়।"

বড়। ব্রহ্মরাক্ষস তাড়ানো কি যে সে রোজার কাজ? সে কাজ পারেন এক গুরুদেব।

কৃমি। তাড়াও আচার্য্য! বেটার ব্রহ্মরাক্ষসের ভয়ে আজ এক মাস আমার পেটে অন্নজল নেই। দিদি আমার বড়ই ঠাণ্ডা মেয়ে ছিল—আর আমাকে বড় ভালবাসতো। সে ভিটকিলিমি করেছে মনে ক'রে যেমন আমি তাকে শাসাতে গেছি, অমনি সে জানালা থেকে পট ক'রে একটা লোহার গরাদে ভেঙে ফেললে! এতখানি মোটা লোহা—দশটা পালোয়ানে ভাঙতে পারে না।

ভেঙেই আমাকে লক্ষ্য ক'রে দিলে ছুড়ে। লাগলে সেই দিনেই ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গিছল।

যাদব। কিছু ভয় নেই রাজকুমার! পাহাড় উলটে ফেলে দিতে পারে, এমন অনেক ব্রহ্ম-রাক্ষসকে আমি এক ফুৎকারে তাড়িয়ে দিয়েছি। আপনি কেবল একটা প্রতিজ্ঞা করলেই আমি নিশ্চিন্ত হই। অর্থ চাই না যুবরাজ! অদ্বৈতবাদী ব্রাহ্মণ আমি। আমি ধর্ম্মের রক্ষা চাই। দ্বৈত-বাদী পাষণ্ডদের আমি চোলরাজ্য থেকে সমূলে উচ্ছেদ চাই।

কৃমি। উচ্ছেদ করবো—করবো—করবো। বষ্ণুম বেটাদের একেবারে দেশছাড়া ক'রে দেব।

যাদব। আমার একটা ছাত্রের মাথা বেটারা এমন খারাপ ক'রে দিয়েছে যে, সে এখন যাদবীয় সিদ্ধান্তেরই প্রতিবাদ করতে আসে।

কৃমি। তাকে যে শাস্তি দিতে বলবে, তাই দেব।

যাদব। তা হ'লে আর দেরি কেন—আপ-নার দিদিকে আনাবার ব্যবস্থা করুন।

কৃমি। এইখানেই আনাবো?

যাদব। এই বাগানেই যখন তাকে ভূতাশ্রয় করেছে, তখন এইখানেই তার চিকিৎসা কর্ত্তব্য। আমার বেশ বোধ হচ্ছে, ব্রহ্মরাক্ষস বাগানের ওই অশ্বত্থগাছে আশ্রয় করেছিল।

কৃমি। শালার অশ্বত্থগাছ কাটিয়ে দেব না কি?

যাদব। এখন? আগে ভূতকে গাছে ওঠাই, তার পর। এখন কাটলে আপনার ভগিনীর ঘাড় ছেড়ে বেটা উঠবে কোথায়?

কৃমি। তা বটে, তা বটে! আমি অতটা বুঝতে পারিনি। তা হ'লে তাকে আনাতে চল-লুম। কিন্তু দেখ আচার্য্য, আমি থাকব না।

যাদব। ভয় কি? আমি যখন থাকব, তখন কিসের ভয়?

কৃমি। না বাবা, আমার ওপর তার যে রাগ, ছেড়ে যাবার সময় অশ্বত্থগাছের ডালটা ভেঙে বেটা আমার মাথায় ফেলে দিয়ে যাবে। আমি আড়াল থেকে দেখব।

যাদব। বেশ, তাই।

[কৃমিকণ্ঠের প্রস্থান।

বড়। এ রাজা হ'লে আমাদের পোয়াবারো।

যাদব। তাতে আর কথা আছে? কিন্তু বুড়ো রাজা বেটা যে মার্কণ্ডেয়ের পরমায়ু নিয়ে এসেছে—কিছুতেই মরতে চায় না!

নেপথ্যে। যাদব এসেছিস্? তোকেই আমি খুঁজছিলাম।

বড়। ও গুরুদেব! এ যে আপনাকে খোঁজে!

যাদব। খুঁজুক না; তুই হতভাগা বোস্।

(ভূমিতে রেখাপাত)

(রাজপুরোহিত, মন্ত্রী, পারিষদ্
ও সহচরী-বেষ্টিতা রাজকুমারীর প্রবেশ)

১ম-সহ। কি হ'ল বাবা-ঠাকুর! আমাদের সোনার রাজকন্যার এ কি হ'ল বাবা-ঠাকুর?

যাদব। তোরা সব ওকে ছেড়ে দিয়ে স'রে দাঁড়া।

১ম-সহ। বাঁচাও বাবা-ঠাকুর—বাঁচাও (রাজকুমারীর মস্তক সঞ্চালনাদি মত্ততার ভাব প্রদর্শন) এই দেখ বাবা, দিদিরাণী কি করছে!

যাদব। দেখেছি—দেখেছি।

রাজ-পুরো। আরে মর্, তোরা সব স'রে দাঁড়া না—উনি সব দেখতে পাচ্ছেন।

যাদব। নে, ওইখানে বস্।

রাজকুমারী। কোথায়?

যাদব। ওই যে যমের ঘর—দেখতে পাচ্ছিস্ না? (মনে মনে মন্ত্রোচ্চারণ)।

রাজকুমারী। এই গণ্ডীর ভিতর? গণ্ডীং গণ্ডীং বসয়। (উপবেশন)।

রাজ-পুরো। দেখলেন মন্ত্রী, আজও পর্য্যন্ত কেউ ওকে বসাতে পারে নি।

মন্ত্রী। সে ত আমিও দেখছি। আপনিও চুপ করুন।

যাদব। কে তুই?

রাজকুমারী। চিনে নাও।

যাদব। বলবি না?

রাজ-পুরো। আমাকে বলেছিল, ব্রহ্মরাক্ষস!

যাদব। আপনি একটু চুপ করুন।—বলবিনি?

রাজকুমারী। তানা-না-না— ত্রিয়মতাদেরে নাদেরে না।

যাদব। বটে! (সর্ষপ মন্ত্রপূত করিয়া রাজকুমারীর অঙ্গে নিক্ষেপ)

রাজকুমারী। উঃ! গেছি, গেছি, গেছি, গেছি।

যাদব। বল্ কে?

রাজকুমারী। বল্‌ছি—বল্‌ছি—ছাড়ো—ছাড়ো।

যাদব। বল্, নইলে শাস্তির হয়েছে কি?

রাজকুমারী। তোমার বাবা।

রাজ-পুরো। এবারে পরিচয় বদলেছে।

বড়। আঃ! চুপ্ কর না ঠাকুর! উনি কি করছেন, দেখ না।

যাদব। আমার বাবা? (মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া সর্ষপ নিক্ষেপ)

রাজকুমারী। যাচ্ছি—যাচ্ছি—যাচ্ছি—

যাদব। অমনি অমনি যাবি কি—পরিচয় দিয়ে যা। বল্, তুই কে?

রাজকুমারী। এই যে বল্‌লুম। তুমি "শিবোঽহং, আর আমি তোমার বাবা 'সোঽহং'।

যাদব। বুঝলে রাজপুরোহিত?

রাজ-পুরো। বুঝেছি, আপনি হলেন শিব, আর ও হ'ল ব্রহ্ম।

রাজকুমারী। অহং ব্রহ্মাস্মি—তবে তাতে কিঞ্চিৎ রাক্ষসের যোগ আছে। অর্থাৎ ব্রহ্ম-রাক্ষস। যারা কোন কাঞ্চনের লোভ সংবরণ কর্‌তে পারেনি, ঈর্ষ্যা-দ্বেষ ত্যাগ কর্‌তে পারেনি, অথচ শুধু শাস্ত্র প'ড়ে প্রচণ্ড দম্ভে 'সোঽহং,' এমন সাধনাবিহীন লোক ম'লে যা হয়, আমি তাই। তুমিও ম'লে যা হবে, আমিও তাই। আমি আগে ভূত হয়েছি—কাজেই তোমার বাবা।

যাদব। কেন তুই একে আশ্রয় করেছিস্?

রাজকুমারী। সে অনেক কথা। তবে তোমার সঙ্গে সাক্ষাতেরও ইচ্ছা ছিল।

যাদব। তা হ'লে রাজকুমারীকে তুই সহজে ছাড়বি নি?

রাজকুমারী। তেরে নারে—তেরে নারে।

যাদব। দূর 'তেরে নারে।' তুই কত বড় ব্রহ্মরাক্ষস, একবার দেখে নিচ্ছি। দে ত তিরু ব্রহ্মাস্ত্র। (গুঁড়া লইয়া রাজকুমারীর নাকের কাছে ধরিয়া) হিলি-হিলি-হুঁ ক্রোং মারয় মারয় কিলয় কিলয়—

রাজকুমারী। ফট্—

যাদব। (স্বগত) তবেই ত সর্ব্বনাশ! আমার বিদ্যে বুদ্ধি যা' ছিল, সব ত ফুরুলো!

রাজকুমারী। কি হে যাদব, মাথা হেঁট করলে যে? বুঝতে পারছ, তোমার মন্ত্র এখানে কোনও ফল প্রসব করবে না? (অন্তরালে কৃমিকণ্ঠের অবস্থান) কি রে কৃমিকণ্ঠ! পিছন থেকে উঁকি মারছিস্? মনে করেছিস্, আমার পিছনে চোখ নেই? খেলুম—খেলুম—কড়মড়িয়ে তোর মাথা এইবারে চিবিয়ে খেলুম! কট কট কট কট—দাঁত সড় সড়—

কৃমি। বাপ—খেলে—খেলে। (পলায়ন)

রাজকুমারী। কেন মিছে কষ্ট করছ, তুমি আমার অপেক্ষা হীনবল। আমায় স্থানচ্যুত করা তোমার সাধ্য নাই। ভণ্ড! কাশী থেকে নিদর্শন পত্র এনেছ ব'লে রাজা তোমাকে শ্রদ্ধা করতে পারে। এই সব অজ্ঞ রাজপুরুষেরা তোমাকে একটা বিরাট বস্তু মনে করতে পারে। কিন্তু যে তোমার অন্তর দেখতে পাচ্ছে—সে তোমাকে গ্রাহ্য করবে কেন? সশিষ্য যাদব! গোণ্ডারণ্যের বিদ্যাটা কি সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করব? কি তিরু, বড়ু, নেড়ু—সেই গাছতলার কথাটা বলব?

যাদব। অ্যাঁ—অ্যাঁ—

রাজকুমারী। ব'স—ব'স—উঠছ কেন যাদব? এখন বুঝতে পারছ, আমি কে? আমি কি তোমার ভয়ে এই সুখস্পর্শা কোমলাঙ্গী রাজকুমারীর দেহ ছেড়ে চ'লে যাব?

যাদব। আপনি কে মহাপুরুষ?

রাজকুমারী। মহাপুরুষ যে, সে কি ম'রে ব্রহ্মরাক্ষস হয়? আমি ছিলুম এক নরাধম। তোমার মত আমি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলুম। শুধু তাই নয়—আমার অনেক রকম সিদ্ধাই ছিল। ছিল যে, তার প্রমাণ বোধ হয় পাচ্ছ? কিন্তু সে সব থেকে হ'ল কি? এই তোমারই মত শাস্ত্রের কদর্থ ক'রে ধর্ম্মের উপর অত্যাচার করতুম। কথাটা বুঝতে পেরেছ যাদব? তুমি যে জন্ম কলুষনাশিনী গঙ্গায় স্নান করতে যাচ্ছিলে—বল্‌বো? হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙব?

যাদব। দোহাই প্রভু! এ অধমকে রক্ষা করুন।

রাজকুমারী। তার ফল হ'ল কি যাদব—সমস্ত শাস্ত্র আয়ত্ত ক'রে সিদ্ধাই লাভ করেও হ'ল কি যাদব? ধর্ম্মের সঙ্গে প্রতারণার ফলে ম'রে এই ব্রহ্মরাক্ষস হয়েছি। শিবোঽহংই হও, আর

পণ্ডিতদের নিদর্শনে দ্বিতীয় শঙ্করই হও—ম'লে হয় রুদ্রপিশাচ, না হয় আমার মত ব্রহ্মরাক্ষস।

যাদব। আমি আপনার শরণাপন্ন—আমাকে রক্ষা করুন।

(সুধাকণ্ঠের প্রবেশ)

সুধা। কি হ'ল আচার্য্য? ছাড়াতে পারলেন না?

রাজ-পুরো। চুপ করুন মহারাজ! ব্যাপার কঠিন। আচার্য্য মাথা হেঁট করেছে।

রাজকুমারী। হাঃ হাঃ—আমি রক্ষা করব! আমাকেই কে রক্ষা করে? আছে আছে—অভাগা যাদব! চিনতে পারনি, ওই ওই—রক্ষাকর্ত্তা তোমারও,

(রামানুজের প্রবেশ)

আমারও—ওই! বিস্তৃত ললাট, আয়ত চক্ষু, প্রতিভাদেবীর আবাসভূমি, আজানুলম্বিত বাহু, যৌবনোদ্যানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কুসুম-স্বরূপ, মাধুর্য্যের নিলয়—মহাপুরুষ! এস এস শ্রীভগবানের দাস্যবিগ্রহ—ভগবান্ এস—এই অধম প্রেতকে মুক্ত কর।

রামা। এ কি মহারাজ! বিনা অপরাধে এই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে বন্দী করতে আদেশ দিয়েছেন কেন?

রাজকুমারী। এই আমার জন্য—আমার জন্য। এই হতভাগ্যের জন্য নারায়ণকে আজ বন্দী হ'তে হয়েছে।

রামা।—কে আপনি দেবি?

রাজকুমারী। দেবী নই প্রভু, ভূত। আমি আপনার পদধূলি পাবার জন্য এই রাজকুমারীকে আশ্রয় ক'রে আছি।

রামা। সে কি, ভূতযোনি? এখনি জননীকে পরিত্যাগ কর।

রাজকুমারী। মাথায় পদধূলি দিন। নইলে আমি ত্যাগ করব না, অধীনের অভিলাষ পূর্ণ করুন।

রামা। গুরু! আদেশ করুন তব দাসে।
তব আশীর্ব্বাদ শিরে ধরি
যদ্যপি জননীসমা রাজকন্যা শিরে
পাদস্পর্শ করি আমি,
পাপাশ্রয় করিবে না মোরে।

যাদব। সুস্থমনে দিলাম সম্মতি প্রিয়তম,
রক্ষা কর রাজতনয়ারে।

রামা। যাও প্রেত! শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্মরিয়া
এ পবিত্র নারীদেহ কর পরিত্যাগ।
ত্যাগসনে প্রেতত্বের হউক মোচন।
কৃষ্ণনামে নিজকর্ম্ম দাও আচ্ছাদন,
বৈকুণ্ঠ সম্ভোগ হ'ক্ সুলভ তোমার।

রাজকুমারী। গুরুদেব! অগতির গতি!
শ্রীপদপঙ্কজ-দানে
কৃতকৃত্য করিলে এ দাসে।
বিদায়—বিদায়—
অপরাধ যা করেছি তোমাদের পায়
রাজন্, সজ্জন, সভাজন,
আমার গুরুর গুরু আচার্য্য-প্রধান!
ভিক্ষা মাগি ক্ষমা কর মোরে।

রামা। প্রস্থানের কালে, দেখাও সকলে
এ দেহত্যাগের নিদর্শন।

রাজকুমারী। কি দেখাব, কর আজ্ঞা প্রভু!

রামা। ভগ্ন কর অশ্বত্থের—শাখা সুবিশাল।

রাজকুমারী। এ কি, এ কোথায় আমি?

সুধা। এস মা, আমার সাথে এস।
সম্মুখে ব্রাহ্মণ নারায়ণ—
ভক্তিভরে এ সবারে করহ প্রণাম।
দ্বিজবর! চিরঋণী করিলে আমারে।

রামা। গুরু আশীর্ব্বাদ—নারায়ণ।
ঋণী তুমি তাঁর কাছে মহাত্মন্!

সুধা। বুঝিতে না পারি কেবা তুমি
দেব, তোমা বলে নারায়ণ, অন্ধ এ নয়ন
দেখিতে জানি না দয়াময়।
লহ এই উপায়ন সমুদয়—
এ সকলে তব অধিকার।
এ সমস্ত লহ তুলে লক্ষমুদ্রা-সনে।

রামা। অর্পণ করুন সর্ব্ব গুরুর চরণে॥

চতুর্থ দৃশ্য

বরদরাজের গর্ভ-মন্দির।

কাঞ্চিপূর্ণ ও নারায়ণ।

কাঞ্চি। হাঁ রে দুষ্ট, তোর ব্যাপার কি বল্ দেখি! আমার কাছে মার না খেয়ে তুই ছাড়বি নি?

নারা। কি করেছি দাদা?

কাঞ্চি। কি করেছ? কপট! তুমি তা হ'লে কিছু জান না? আমাকে দিন দিন ক'রে তুললি কি বল্ দেখি! তোর এ কি রকম ব্যবহার? আমি কোথায় তোর আর তোর ভক্তের দাস্য ক'রে জীবন অতিবাহিত করব, তা না ক'রে আমাকে একটা মহাপুরুষ ক'রে তুললি। সাক্ষাৎ রামানুজের অবতার শ্রীমান্ রামানুজ আমাকে কি না সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে!

নারা। সে কি অন্যায় করেছে? দাদা! তোমার ঋণ কি রঘুকুলের কেউ কখন শুধতে পারবে?

কাঞ্চি। ও! বুঝতে পেরেছি, নিজের দুষ্ট-বুদ্ধিতে তাকে পরিপক্ক করেছ?

নারা। আমিও বুঝতে পারছি, সে তোমাকে হৃদয়ের ভক্তির সহিত প্রণাম করতে এসেছিল, তুমি তাকে বাধা দিয়েছ। দাদা! রামানুজ তোমার পদে প্রণামের যে ক'টা বাকি রেখেছে, এই আমি সুদে আসলে তার সমস্ত প্রতিশোধ করি। (বারংবার প্রণাম)

কাঞ্চি। দেখ্ ছোঁড়া, এ রকম বাড়াবাড়ি করলে আমি এ স্থান ছেড়ে চ'লে যাব।

নারা। যাও না—তুমি গেলে কি আমার সেবা করবার লোক জুটবে না?

কাঞ্চি। তাই জুটিয়ে নে ভাই! একটা ব্রাহ্মণ-সন্তানকে সেবক কর। আমি তোর সেবাকে কোটি কোটি প্রণাম করি। তোর সেবার এমন বেয়াড়া ফল যে, আমি অধম শূদ্র—আমাকে স্পর্শ করলে যে ব্রাহ্মণকে স্নান করতে হয়—সেই ব্রাহ্মণে আমাকে প্রণাম করতে এল। শুধু কি তাই! আমার উচ্ছিষ্ট ভোজনের জন্য লালায়িত হয়ে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল!

নারা। তার পর?

কাঞ্চি। তার পর আবার কি! আমি কি তাকে উচ্ছিষ্ট খেতে দেব? আমি কি এতই হীন হয়েছি? তোর কৃপায় তার মনোগত ভাব আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলুম। রামানুজ যেমনি রাজ-বাড়ীতে চ'লে গেল, অমনি তার বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে মাকে বললুম,—"মা! যা রেঁধেছ, সন্তানকে শীগগির দিয়ে দাও। আমি এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করতে পারব না। শীঘ্র শীঘ্র আমাকে শ্রীমন্দিরে যেতে হবে। আমি নিজের উদর-ভরণের জন্য প্রভুর সেবায় অবহেলা করতে পারবো না।" পাছে অভ্যাগত বিমুখ হয়ে চ'লে যায়, এই ভয়ে মা আমাকে পাতা পেতে খেতে বসালেন। দেখি, বেলা প্রথম প্রহরের ভিতরেই মা পঞ্চাশ রকমের ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করেছেন। সেই অমৃত তুল্য অন্ন-ব্যঞ্জনে উদর পূর্ণ ক'রে উচ্ছিষ্ট পাতা দূরে ফেলে খাবার জায়গায় বেশ ক'রে গোবর দিলুম, তার পর মায়ের কাছে মুখ-শুদ্ধি নিলুম, তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলুম, আর পাছে রামানুজের সঙ্গে পথে দেখা হয়, সেই ভয়ে খিড়কির দোর দিয়ে পালিয়ে এলুম।

নারা। আর আমিও অমনি সদর দোর দিয়ে ঢুকলুম।

কাঞ্চি। সে কি!

নারা। ঢুকেই বললুম, "মা! তোমার কথা ঠেলতে পারলুম না—পেসাদ পেতে ফিরে এলুম।" মা বললে—"তা হ'লে বোস্। এক জন যখন খেয়ে গেছে—তখন তুইও খেয়ে নে।" আমি বললুম—"এরই মধ্যে আবার কে এসে খেয়ে গেল গো?" মা বললে—"কেন, তোদের সেই বুড়ো বাবাজী।" আমি বললুম—"মা গো! আমার খাওয়া হ'ল না।" —"কেন রে?"—"সে বাবাজী যে অধম শূদ্র—চণ্ডাল। আমি গয়লার ছেলে হয়ে তার খাওয়ার শেষ খাব?" মা বললে—"বলিস কি!" আমি বললুম—"আমি ত খাবই না। তুমি কি তোমার স্বামীকে চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট খাওয়াবে?" মায়ের মুখ ম্লান হয়ে গেল। বললে—"তাই ত বাপ, তা হ'লে কি করলুম! কি সর্ব্বনাশ করলুম! একটি ঘর রান্না।" আমিও অমনি বললুম—"তোমার স্বামী নারায়ণ। ভূ-ভারতে তার তুল্য নেই। এক ঘর রান্না তোমার বড় হ'ল, না তোমার নারায়ণ-স্বামীর ধর্ম্ম বড় হ'ল।" বলবামাত্র, দাদা, তখনি ব্রাহ্মণী সেই সব অন্ন-ব্যঞ্জন একটা বুড়ীকে ডেকে দিলে। দিয়ে, ঘর ধুয়ে, হাঁড়ি ফেলে, আবার স্নান ক'রে রাঁধতে ব'সে গেল। আমিও অমনি তোমারই মতন খিড়কির দোর দিয়ে দে চম্পট।

কাঞ্চি। তা হ'লে গোল বাধিয়ে এসেছিস্?

নারা। নিশ্চয়—তাতে আর সন্দেহ আছে? এতক্ষণ স্বামি-স্ত্রীতে ঝগড়া বেধে গেছে।

কাঞ্চি। তা হ'লে ভাই, ব্রাহ্মণ-পুত্রকে আর ঘরে থাকতে দিচ্ছিস্ না ?

নারা। কেমন ক'রে দেবো দাদা! সমস্ত পৃথিবী যে হাঁ ক'রে তার মুখের পানে চেয়ে আছে।

কাঞ্চি। সতীর চোখ থেকে অবিরাম জল ফেলবার ব্যবস্থা কর্‌লি। আর তাই করলি কি না আমাকে উপলক্ষ ক'রে। তোর যে এত দিন ধ'রে দাসত্ব করলুম, এই বুঝি তার ফল পেলুম ? আমি শূদ্র, আমা হ'তে ব্রাহ্মণ-কন্যার মনোব্যথা উৎপন্ন হবে!

নারা। কি করব দাদা, তোমার অদৃষ্ট। আমি সুবিধামত লোক পেলুম না।

কাঞ্চি। বটে রে ধৃষ্ট! তবে শোন, তোর সেবাতে যদি সামান্যমাত্রও অধিকার আমাকে দিয়ে থাকিস, তা হ'লে বলি তোকে, নিজে কড়ায় গণ্ডায় সতী-রাণীর ঋণ শোধ দিতে হবে।

(নারায়ণের গীত)

ঋণের বশে দীনের বেশে ভিক্ষা মাগি ঘরে ঘরে।
তবু ত ঘুচে না ঋণ সে প্রতিদিন
যায় যে বেড়ে ভারে ভারে॥
ঋণের ভয়েই যাওয়া আসা,
ঋণ চিনেছে ভালবাসা,
ঋণের দায়ে বদ্ধ আমি চৌদ্দ পোয়ার কারাগারে।
ঋণের টানে রাখাল হই,
নন্দের বোঝা মাথায় বই,
ঋণের তরে পাতালপুরে বাঁধা বলির নাচ-দুয়ারে॥

কাঞ্চি। ইচ্ছাময়। তোমার ইচ্ছা কে রোধ করতে পারে ?

পঞ্চম দৃশ্য

রন্ধনশালা।

রামানুজ ও জমাম্বা।

রামা। এত বেলা পর্য্যন্ত যে রাঁধছ জমাম্বা ?

জমাম্বা। কি করি, যা রাঁধলুম, সব নষ্ট হয়ে গেল।

রামা। নষ্ট হয়ে গেল ?

জমাম্বা। গেল বই কি। নীচ শূদ্রে অন্নের অগ্রভাগ গ্রহণ করেছে, সে অন্ন কি তোমাকে দিতে পারি, না আমিই খেতে পারি! একঘর রান্না ফেলে দিতে হ'ল।

রামা। মাঝখান থেকে শূদ্র কোথা থেকে এসে জুটল ?

জমাম্বা। তুমিই জুটিয়েছ—আবার কোথা থেকে জুটবে ?

রামা। আমি জুটিয়েছি ?

জমাম্বা। আমার যেমন পোড়া অদৃষ্ট! এ অদৃষ্টে আরও কত দুঃখ আছে, তা বলতে পারছি না।

রামা। তোমার আক্ষেপের অর্থ আমি বুঝতে পারছি না। ও! বুঝেছি! সেই গয়লা ছোঁড়া খেয়ে গেছে বুঝি ?

জমাম্বা। সে ত আমার বাপের ঠাকুর। চণ্ডাল—পেরিয়া—যার ছাওয়া মাড়ালে নাইতে হয়।

রামা। পাগলের মত এ সব কি বলছ জমাম্বা! চণ্ডাল আবার কাকে খেতে বলেছি ? বেশ, তাই যদি জানলে ত তাকে অন্নের অগ্রভাগ দিতে গেলে কেন ? জান, আমি আজ আমার গুরুদেবকে নিমন্ত্রণ ক'রে এসেছি।

জমাম্বা। ও মা, কি ঘেন্না! কে গুরুদেব ?

রামা। কে, গুরুদেব কি! মহাত্মা কাঞ্চিপূর্ণ এসেছিলেন না কি ?

জমাম্বা। মহাত্মাই এসেছিলেন।

রামা। অ্যাঁ! তাঁকে অপমান করেছ না কি জমাম্বা ?

জমাম্বা। অপমান করব কেন? তবে বৃদ্ধ অপমানের কাজ করেছে।

রামা। ধিক মূর্খে! তোমার কোনও কার্য্যাকার্য্যবিচার নেই!

জমাম্বা। কেমন ক'রে বুঝলে বিচার নেই ? শূদ্রের আহারের পর অন্ন-ব্যঞ্জন তোমাকে খেতে দিইনি ব'লে ?

রামা। তুমি কাঞ্চিপূর্ণের ন্যায় মহাত্মার প্রতি শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার ক'রে অতি ক্ষুদ্র-চিত্তের কর্ম্ম করেছ। যিনি বরদরাজতুল্য, তাঁকে তুমি শূদ্র ব'লে অশ্রদ্ধা করলে!

জমাম্বা। বল কি! তোমার কথার যে রকম ভাব, তাতে বোধ হচ্চে, তুমি উপস্থিত থাকলে, সেই মহাত্মার প্রসাদ খেয়ে আপনাকে কৃতার্থ মনে করতে!

রামা। তাই ত করতুম জমাম্বা। তোমার বুদ্ধির দোষেই আমার অদৃষ্টে সে মহাত্মার প্রসাদ ঘটলো না।

জমাম্বা। তা হ'লে মুগ্ধ আমি নই—মুগ্ধ তুমি। কার্য্যাকার্য্যের বিচার আমার নেই নয়—তোমার নেই। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণসন্তান হয়ে তোমার মুখ দিয়ে এই কথা বেরুলো?

রামা। হায়! আমি নিতান্তই ভাগ্যহীন!

জমাম্বা। কেন—মনে আক্ষেপ থাকে কেন? মহাপুরুষকে আবার নিমন্ত্রণ ক'রে আনাও। এনে তার প্রসাদ পাও। তোমার বিদ্যাকে ধিক্, তোমার বুদ্ধিকেও ধিক্! একটা গয়লার ছেলেকে খেতে অনুরোধ করেছিলুম। পেরিয়া আগে খেয়েছে ব'লে, ক্ষুধায় কাতর হয়েও সে আমাদের অন্নগ্রহণ করলে না। একটা গয়লার ছেলের যা বুদ্ধি আছে, তাও তোমার নেই! বৃদ্ধ বাবাজী যদি তোমার মত নির্ব্বোধ হ'ত, তা হ'লে আজ আমার কি সর্ব্বনাশই না হ'ত! প্রতিবাসীরা শুন্‌লে একঘরে করত, মাসী-মা হাতের জল ছুঁতো না, বাবা মা আর আমাকে ঘরে ঢুকতে দিত না! সন্ন্যাসী হ'তে, এ কথা বলতে পারতে। গৃহস্থ তুমি, কোন্ সাহসে এরূপ কথা মুখে আন?

রামা। তাই হব জমাম্বা—সন্ন্যাসী হব।

জমাম্বা। সে তোমার ইচ্ছা।

রামা। বেশ, এখনি তুমি আমাকে বিদায় দাও।

জমাম্বা। বালাই, আমি তোমাকে বিদায় দিতে যাব কেন? স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি। স্ত্রী কখন কি স্বামীকে ত্যাগ করতে পারে? আমার অপরাধ দেখে আমাকে পরিত্যাগ ক'রে যাও—সে স্বতন্ত্র কথা। তোমার মহাত্মা বাবাজীকেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ, আমার দোষ হয়েছে কি না। বাবাজী? না হনুমান্? বৈরাগী হ'লে কি হবে, নীচজন্মের সংস্কার যাবে কোথায়!

রামা। আর আমার সম্মুখে মহাপুরুষের নিন্দা করো না জমাম্বা। (গমনোদ্যোগ)

জমাম্বা। চ'লে যাচ্ছ যে? খাবে না?

রামা। এখন ত নয়ই। এর পরে খাই কি না খাই, বিবেচ্য। যেখানে সাধুর নিন্দা হয়, সেখানে জলগ্রহণ করতে নেই।

[প্রস্থান।

জমাম্বা। বুঝতে পারছি, তোমায় রাখতে পারব না। কিন্তু আমিও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের কন্যা। নারীকে গৃহস্থধর্ম্ম কেমন ক'রে পালন করতে হয়, পিতা আমাকে সমস্তই শিখিয়ে দিয়েছেন। আমি যদি ধর্ম্মে পতিত হই, তবেই না তুমি আমাকে ত্যাগ করতে পার। দেখি, তুমি কি অছিলায় আমাকে ত্যাগ কর। আর কোন্ মহাত্মাই বা তোমাকে ত্যাগের বিধান দেয়।

(দাশরথির প্রবেশ)

দাশ। মামী-মা! মামী-মা! তোমার ঘরে অন্ন আছে?

জমাম্বা। আছে—কেন বল দেখি?

দাশ। একটি সন্ন্যাসিনী অনাহারে মৃতপ্রায় হয়ে একটি বৃক্ষ-মূলে প'ড়ে আছেন।

জমাম্বা। এখনি তাঁকে নিয়ে এস। তাঁকে ব'ল, ভুক্তাবশেষ নয়, আমরা স্বামি-স্ত্রীতে এখনও পর্য্যন্ত আহার করিনি। সদ্য প্রস্তুত অন্ন।

দাশ। বেলা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হয়—এখনও তোমাদের খাওয়া হয়নি?

জমাম্বা। সে কথা পরে বলব, তুমি আগে তাকে নিয়ে এস।

[দাশরথির প্রস্থান।

এস সন্ন্যাসিনী! আমারও আজ তোমার মত অবস্থা। তবে তুমি পথে বেরিয়েছ, আমি এখনও ঘরে আছি। না না—কই ঘর? যে অভাগিনী পতির স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়, এ পৃথিবীতে তার আশ্রয় কোথায়? আমার মাথার উপরের এই আচ্ছাদন শূন্যের আকার ধারণ করেছে, এই আচ্ছাদনতলে বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমি যেন আশ্রয়হীনার মত ব'সে আছি। এস সন্ন্যাসিনী, এস—একটি সমবেদনার সঙ্গিনীর মুখ দেখবার জন্য আমি ব্যাকুল হয়েছি। আমি তোমাকে আশ্রয় দেবার অভিমান রাখিনি—আমাকে আশ্রয় দেবে তুমি।

(অণ্ডালকে সঙ্গে লইয়া দাশরথির পুনঃ প্রবেশ)

দাশ। আসুন মা! আগে জীবনরক্ষা করুন। সুস্থ হয়ে, যেখানে আপনার মানস, যাবেন।

জমাম্বা। এস মা—এস। সন্ন্যাসিনী ব'লে-ছিলে যে দাশরথি! এ যে দেখছি কার ভাগ্য-লক্ষ্মী! তাই ত মা! এখনও যে তোমার মুখে সৌভাগ্য মূর্ত্তিমান হয়ে খেলা করছে। তা হ'লে এ গৈরিকবেশে কি লীলা করতে পথে বেরিয়েছ মা লক্ষ্মি! এস মা—এস।

দাশ। মায়ের স্বামী মাকে বনে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন।

জমাম্বা। বেশ, বেশ—এস সমবেদনার সখী, ঘরে এস।

অণ্ডাল। মা! আমার যে বলবার ঢের কথা আছে।

জমাম্বা। এর পরে ব'ল মা। তোমাকে দেখে বোধ হচ্ছে, দু'তিন দিন তোমার পেটে অন্ন-জল পড়েনি। আগে জীবনরক্ষা কর, তার পর যা বলবার ব'ল মা। আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে শুনবো।

ষষ্ঠ দৃশ্য

মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণ।

কাঞ্চিপূর্ণ ও কুরেশ।

কাঞ্চি। যাও বিপ্র! পতিব্রতা পত্নীরে ত্যজিয়া
তমোময় বনপথে দস্যুর সম্মুখে,
নারীহত্যা তুল্য পাপে পাপী আজি তুমি।
যাও, আগে তাঁর করহ সন্ধান।
সন্ধানে যদ্যপি পাও
সাথে লয়ে এস তাঁরে।
যদ্যপি না পাও
অন্যপথে করিয়ো প্রয়াণ।
আসিয়াছ সতীর করিয়া অপমান।
লয়ে দম্ভপূর্ণ অভিমান, আসিয়াছ
জগন্মাতারে তুমি করিতে দর্শন?
শ্রীমন্দিরদ্বার
মুক্ত নহে তার তরে, পত্নীঘাতী যেবা।

কুরেশ। বুঝিয়াছি মুনিবর!
আপন কর্ম্মের দোষে
হারাইনু কমলার শ্রীপদপঙ্কজ।
কৃতঘ্ন, দুর্ম্মনা, দম্ভী, পাপিষ্ঠ, বঞ্চক
কোথা আমি? আর কোথা ব্রহ্মাদিবন্দিতা
হরি-হৃদি-বিহারিণী ত্রিভুবনমাতা?
মহাত্মন্! বল মোরে করুণা করিয়া
এ জীবনে পাইব কি লক্ষ্মীর দর্শন?

কাঞ্চি। জ্ঞানী তুমি। শুনিয়াছি,
বহু শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত তুমি।
আজীবন দানে, ক্ষুধার্ত্ততর্পণে
কলিযুগে দাতাকর্ণ তব অভিধান।
ভাগ্যবান্!
তাই না পেয়েছ তুমি লক্ষ্মীর আহ্বান!
তবে হতাশ কি হেতু হও দ্বিজ?

কুরেশ। দাও পদধূলি।
তব আশীর্ব্বাদ শিরে ধরি,
করি আমি প্রাণময়ী পত্নীর সন্ধান।

কাঞ্চি। কর কি কর কি প্রভু!
আমি নীচ শূদ্র অধম চণ্ডাল।
তোমাদের পদরজঃ ধরিয়া মস্তকে
মৃত্যুরে বঞ্চনা করি কাটাতেছি কাল।
জ্ঞান বুদ্ধি যা কিছু হেথায়
সমস্তই ব্রাহ্মণের চরণ কৃপায়।
সর্ব্বনাশ ক'র না আমার মহাত্মন্!
আশীর্ব্বাদে নহি আমি অধিকারী।

কুরেশ। হীন ব'লে কর প্রত্যাখ্যান।
নিষ্ঠুর বুঝিয়া মোরে
পদরজোদানে কৃপণ হইলে প্রভু!
আশিস্ সম্পদ—যদি না হ'ল আমার
অশ্রুপূর্ণ এ অন্ধ নয়ন
কেমনে পাইবে প্রভু সতীর দর্শন?

কাঞ্চি। আক্ষেপ ক'র না ভাগ্যবান্!
চেয়েছে কমলা তোমা কৃপার নয়নে।
আশীর্ব্বাদ-মূর্ত্তি ধরি করে আগমন।
ওই দূরে হের, নরবর—
প্রাতঃসূর্য্যসম দীপ্ত চারুরূপধর,
মত্ত মাতঙ্গের গতি লয়ে
টলিতে টলিতে আসে পথে।
নররূপে দেখ নারায়ণ।
আশীর্ব্বাদ করহ গ্রহণ।

আর ভাগ্যহীন নাহি রবে,
নিশ্চিত ফিরিয়া পাবে সতীরে ব্রাহ্মণ!

[প্রস্থান।

(রামানুজের প্রবেশ)

রামা। আপনি বসিলে বাণী রসনার মূলে।
ত্রিলোকে তরঙ্গ তুলে
মুখ হ'তে বাহির করিলে, তিন পণ।
তাহার পূরণ
অষ্টপাশবদ্ধ জীবে কভু না সম্ভবে!
এখনও দেখি যেন সম্মুখে আমার
অভীষ্টদেবের সেই পবিত্র আগার,
ত্রি-অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ,—
যেন দীপ্তিময়ী ইচ্ছা নারায়ণী
সবলে আবদ্ধ তাহে।
মহাসমাধির কোলে অনন্ত-শয়নে,
আশীর্ব্বাদ পূরিয়া নয়নে,
অভ্যন্তর হ'তে মোরে করিলা ইঙ্গিত—
"বাসনা লইয়া বুঝি মরি!
ধর বৎস কৃতাঞ্জলি ভরি'
অপূর্ণ বাসনাত্রয়। ত্রিলোকের মাঝে
এ ভার বহিতে ক্ষম একমাত্র তুমি!"
জ্ঞানশূন্য হয়ে গেনু ইষ্টের আদেশে!
অবকাশে এ কণ্ঠ আশ্রয়ে,
এক এক দেবমূর্ত্তি ভক্তের সম্মুখে
যে প্রতিজ্ঞা করালে বাহির,
হে বাণি! স্মরিতে শিহরে কলেবর
হস্তপদ রজ্জুবদ্ধ আবদ্ধ নয়ন—
যথার্থই পঙ্গু আমি নারায়ণ!
আমা হ'তে হইবে কি অচল লঙ্ঘন?

(কুরেশের প্রণাম)

এ কি, এ কি—কে আপনি—দেখি যে ব্রাহ্মণ!
কি বিপদ—ক্ষিপ্ত না কি দ্বিজ?

কুরেশ। নারায়ণ! অভাগ্য আশ্রয় মাগে পায়।

রামা। ব্রাহ্মণ! তুমি সত্য সত্যই পাগল হয়েছ—নারায়ণ বল্‌ছ কাকে?

কুরেশ। আপনাকে।

রামা। নারায়ণ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, তা হ'লে অপনিও ত নারায়ণ। আমিও আপনাকে—

কুরেশ। (পদ ধরিয়া) তা করতে দেব না ঠাকুর—আশ্রয় দাও। নারায়ণ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা বটে, তবে যাতে যেমন প্রকাশ। আপনাতে পূর্ণপ্রকাশ। এর পূর্ব্বে যাঁকে আমি নারায়ণজ্ঞানে প্রণাম করতে গিয়েছিলুম, সেই মহাপুরুষ কাঞ্চি-পূর্ণ আপনাকে দেখিয়ে দিয়ে আমাকে আপনার আশ্রয় নেবার আদেশ দিয়েছেন।

রামা। তিনি কোথায়?

কুরেশ। আপনাকে দেখেই দূর থেকে ভক্তি-ভরে প্রণাম ক'রে তিনি চ'লে গেছেন।

রামা। (স্বগত) বুঝলুম, ঋষি আমাকে ধরা দিলেন না।—তার পর আপনার কি প্রয়োজন?

কুরেশ। প্রয়োজন অন্য কিছু নহে—শ্রীচরণে আশ্রয়।

রামা। আমি নিজে নিরাশ্রয়; আমি তোমাকে কি আশ্রয় দেব ভাই?

কুরেশ। আপনি সর্ব্বাশ্রয়—আপনার আশ্রয় সেই জন্য আপনি।

রামা। কে আপনি?

কুরেশ। আমার ইতিহাস শুনুন। আমার নিবাস কুরগ্রাম।

রামা। কোন্ কুরগ্রাম? যে স্থানের ভূম্যধি-কারী দাতাকর্ণ ব'লে দেশমধ্যে বিখ্যাত?

কুরেশ। আমিই সেই হতভাগ্য।

রামা। আপনিই সেই কুরেশ! আপনাকে দর্শন ক'রে আমি আজ ভাগ্যবান্। আপনি হতভাগ্য?

কুরেশ। যখন আমার পরিচয় জেনেছেন, তখন আমার ভাগ্যহীনতার কথাটাও শুনুন। অতিথি-অভ্যাগতের সেথায় প্রতিদিন রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আমার গৃহে কোলাহল চলতো। দ্বিপ্রহরের পর—যখন কোন অতিথি অভুক্ত থাকতো না—বহির্ব্বাটির কবাট রুদ্ধ হ'ত। লৌহ-নির্ম্মিত অতি উচ্চ কবাট বন্ধের সময় একটা ভীষণ শব্দ হ'ত। সহসা এক দিন এক সাধু আমার গৃহদ্বারে উপস্থিত হয়ে আমাকে বললেন,—"কুরেশ! প্রতিদিন তোমার কবাট-রোধের শব্দে জগন্মাতা লক্ষ্মীর নিদ্রাভঙ্গ হয়; তাই মা তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন!"

রামা। ধন্য কুরপতি, তুমি ধন্য! জগন্মাতা যাকে নিজে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠান, তার তুল্য ভাগ্য-বান্ জগতে আর কে আছে, আমি জানি না।

কুরেশ। তার পর শুনুন। মা লক্ষ্মী তাঁর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করতে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন

শুনে, আহ্লাদে উন্মত্ত হয়ে তখনি অঙ্গের সমস্ত অলঙ্কার খুলে ফেললুম। পট্টবস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে চীরবস্ত্র পরিধান করলুম। তার পর জগন্মাতাকে উদ্দেশে প্রণাম করে, গৃহপরিত্যাগ করলুম। আমার স্ত্রী কোন গতিকে আমার অভিপ্রায় অবগত হয়ে, আমার অনুগামিনী হ'ল। আমরা এক বনপথ আশ্রয় করলুম। বনে প্রবেশ ক'রেই আমার পত্নী আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—"এ বনে ত কোনও ভয় নেই?" আমি উত্তর করলুম—"ধনবান্দেরই ভয় হয়। আমাদের কাছে যখন কিছুই নেই, তখন ভয় কি?" স্ত্রী বললে—"আমার কাছে একটি স্বর্ণপাত্র আছে। পথে আপনি পিপাসার্ত্ত হ'লে তাই দিয়ে আপনাকে জলপান করাব ব'লে এনেছি।" আমি তাকে সেটা ত্যাগ করতে আদেশ করলুম। স্ত্রী বললে—"পথের শেষ না হলে, আমি একে ত্যাগ করব না।" এমন সময় বনমধ্যে দস্যুর উপস্থিতি অনুমান হ'ল। সেই জন্য তাকে পুনরায় সেটা ত্যাগ করতে আদেশ করলুম। স্ত্রী সেবারও আমার আদেশ অমান্য করলে। সুতরাং ক্রোধে বনমধ্যে তাকে পরিত্যাগ ক'রে আমি চ'লে গিয়েছিলুম।

রামা। তার পর?

কুরেশ। তার পর এখানে আসতেই সেই সাধুর সঙ্গে আমার পুনর্দ্দর্শন হ'ল। তিনি মহাত্মা কাঞ্চিপূর্ণ। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া মাত্র তিনি আমাকে বললেন, মা তাঁকে বলেছেন,—"আমি লক্ষ্মী; লক্ষ্মী-ছাড়ার বেশে কেন সে আমাকে দেখতে এসেছে? আসবার সময় নারায়ণের পানার্থে অন্ততঃ তার একটা স্বর্ণপাত্রও আনা কর্ত্তব্য ছিল। তা যখন আনেনি, তখন আমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হবে না।" শুনে, নিজের মুর্খতা বুঝে, শ্রীমন্দিরের দ্বারদেশে কপালে করাঘাত ক'রে আমি ব'সে পড়লুম এবং সমস্ত ইতিহাস মহাত্মা কাঞ্চিপূর্ণকে শোনালুম। তিনি আপনাকে দেখিয়ে দিলেন। বললেন—"আপনার শ্রীচরণের কৃপা পেলেই আমি আমার পত্নীকে ফিরিয়ে পান।"

রামা। মহাত্মা কাঞ্চিপূর্ণ এই কথা বল্লেন?

কুরেশ। হাঁ প্রভু!

রামা। আর আপনিও অমনি সেই কথায় বিশ্বাস করলেন?

কুরেশ। বিশ্বাস করলুম।

রামা। তা হ'লে যাও ভাই। সম্মুখস্থ দীর্ঘিকাতে স্নান ক'রে অগ্রে আমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ কর। তোমাকে দেখে বোধ হ'চ্ছে, দু'দিন তোমার উদরে অন্নজল পড়ে নি। স্নান ক'রেই বরাবর পূর্ব্বমুখে গিয়ে, ব্রাহ্মণপল্লীতে প্রবেশ করবে। সেইখানে রামানুজাচার্য্যের গৃহের অনুসন্ধান করলেই লোকে তোমাকে আমার গৃহ দেখিয়ে দেবে। গৃহে গৃহিণী আছেন। সদ্যঃপ্রস্তুত অন্ন। যথাসম্ভব সত্বর আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করছি।

[কুরেশের প্রস্থান।

তাই ত! গুরুদেব কি আমাকে রহস্য করলেন? না, আমার মেদিনী-ভ্রমণের সহচর পাঠিয়ে দিলেন?

(কাঞ্চিপূর্ণের প্রবেশ)

কাঞ্চি। রাজবাড়ীতে আপনাকে না কি বন্দী ক'রে নিয়ে গিয়েছিল প্রভু?

রামা। বারংবার আমাকে প্রভু ব'লে আমার মর্ম্মবেদনা কেন উৎপাদন করছেন? আমি আপনার শিষ্য—আপনি আমার গুরু।

কাঞ্চি। ও কথা মুখেও আন্তে নেই।

রামা। তা হ'লে আপনি আমাকে কৃপা করবেন না?

কাঞ্চি। বরদরাজ তোমাকে কৃপা করেছেন—করবেন। আমি শূদ্র, তুমি ব্রাহ্মণ। তোমাকে মন্ত্রদানে আমার অধিকার নেই। আমি তোমার সম্বন্ধে বরদরাজকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। তিনি যা উত্তর দিয়েছেন—তোমাকে বলছি। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমাকে বল দেখি, তোমাকে আজ এত শুষ্ক দেখছি কেন? রাজবাড়ীতে কি সারাদিন আবদ্ধ ছিলে?

রামা। আপনার কৃপায় রাজবাড়ী থেকে সসম্মানে ফিরে এসেছি। বাড়ীতে স্ত্রীর আচরণে মর্ম্মাহত হয়ে গৃহ ত্যাগ ক'রে চ'লে এসেছি। আপনি ক্ষণপূর্ব্বে এক মহাবিপদ আমাকে জুটিয়ে না দিলে, ইচ্ছা করেছিলুম আর ফিরব না।

কাঞ্চি। সাধ্বী এমন কি অন্যায় আচরণ করেছেন রামানুজ?

রামা। বলতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। জমাম্বা আপনার আজ অপমান করেছে।

কাঞ্চি। আমার! কখন্? আমি ত আজ মায়ের কাছে যে আদর পেয়েছি, আমার গর্ভ-ধারিণীর মৃত্যুর পর এরূপ আদর আর কখন কারও কাছে পাই নি।

রামা। আপনাকে শূদ্র জ্ঞান ক'রে তদনুরূপ ব্যবহার দেখিয়েছে।

কাঞ্চি। আমি শূদ্রই ত। নিজের অবস্থা বুঝে আমি নিজেই সঙ্কোচের সহিত মায়ের শ্রীমন্দিরে প্রসাদ পেয়ে এসেছি,—তার জন্যই কি তুমি গৃহত্যাগের অভিপ্রায়ে অনাহারে চ'লে এসেছ? সাবধান রামানুজ, বিনাপরাধে তুমি সতীকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে এলে তুমি জগতের কোনও শুভকাজ করতে পারবে না। তিনটি প্রতিজ্ঞার একটিও পূরণ করতে পারবে না।

রামা। সে আপনাকে তীব্র গালি দিয়েছে।

কাঞ্চি। আমাকে? না—না—না। সে মধুরমুখ থেকে গালি ত বেরুতে পারে না। না —না- -না।

রামা। না কি, আপনাকে হনুমান বলেছে।

কাঞ্চি। এই কথা মা বলেছেন, বলেছেন?

রামা। শুধু বলেছেন? আবার এ কথা আপনাকে শোনাতে বলেছেন।

কাঞ্চি। (হাস্য) সাবধান রামানুজ! আবার বলি, বিনাপরাধে তাঁকে যেন কোনও মতে পরিত্যাগ ক'র না।

রামা। তা হ'লে আমার গৃহত্যাগ হবে না?

কাঞ্চি। এ অবস্থায় কিছুতে হবে না। তবে শোন—মাকে না ব'লে, তাঁকে চিন্তায় ফেলে, তুমি শ্রীরঙ্গমে গিয়েছিলে। সেজন্য মহাপুরুষের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয় নি। ওই এক হতভাগ্য বিনাপরাধে সতী স্ত্রীকে বনে নিক্ষেপ ক'রে জগন্মাতার কাছে লাঞ্ছিত হয়েছে। তুমি যদি তাই কর, তোমারও ভাগ্যে তাই আছে।

রামা। আমিও তাকে ত্যাগ করতে পারব না—সেও আমাকে ত্যাগ করবে না—তা হ'লে?

কাঞ্চি। সতী কি কখন পতিত্যাগের কথা কল্পনাতেও আনতে পারে?

রামা। তা হ'লে প্রতিজ্ঞা কেমন ক'রে পালন হবে?

কাঞ্চি। বরদরাজের শরণ পেয়েছ, চিন্তা কি? বরদরাজ তোমাকে কি বলতে আমার প্রতি আদেশ করেছেন, শোন। তিনি বলেছেন—"জগতের কারণ যে প্রকৃতি, আমি তারও কারণ—পরব্রহ্ম। জীব ও ঈশ্বরে ভেদ স্বতঃসিদ্ধ। ভগবানের পাদ-পদ্মে আত্মসমর্পণেই জীবের মুক্তি। আমার যারা ভক্ত, তারা অন্তিমসময়ে যদি আমায় স্মরণ নাও করতে পারে, তথাপি তাদের মুক্তি নিশ্চিত। দেহত্যাগ হ'লেই আমার ভক্তেরা পরমপদ প্রাপ্ত হয়।" এই ক'টি কথা বলেই ঠাকুর তোমাকে মহাত্মা মহাপূর্ণের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করতে আদেশ দিয়েছেন।

রামা। গুরুদেব!

বিষম সংশয় জেগেছিল মনে।
তব বাক্য শুনি
নির্মুক্ত সংশয়, ঘুচে গেল ভয়।
যেথা পাব যারে, ধরিয়া তাহারে
নিঃশঙ্কে অভয়বাণী করাব শ্রবণ।
নাগপাশে বেড়া অঙ্গ, শিরে তুঙ্গফণা,
তবু জীব ছাড়হ ভাবনা।
শত অকার্য্যের মাঝে দিনান্তে ব্যাকুল—
একবার লগ্ন কর কৃষ্ণপদে মতি।
ঘুচিবে দুর্গতি—টুটিবে আঁখির জল
কেশ হ'তে কাল মুষ্টি করিবে মোচন।

কাঞ্চি। ধন্য হ'নু, শুনে নারায়ণ!

সর্ব্বাগ্রে দাসের কর প্রণাম গ্রহণ।
পাপদগ্ধ ধরণীর
বিশাল প্রচার ভূমিতলে
প্রথম উঠিল এই আশ্বাসের গান।
আমি ভাগ্যবান, প্রথম শুনিনু তাহা।
আবার প্রণাম করি শ্রীচরণতলে।
মারুতির বলে, যে উদ্দেশ্যে ধরেছিনু
বরদের অভয়-চরণ,
সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ মোর।
হে বরদ! খসিল বন্ধন তব।
তুমি আর তব বিশ্ব রামানুজ মাঝে
আর কেন মধ্যস্থের স্থিতি বিড়ম্বনা?
মুক্ত কর জাল, ঘুচুক জঞ্জাল।
বিগ্রহে বিগ্রহে হ'ক মধু আলাপন।

(শূন্যে বরদমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব)

কৃষ্ণ। রামানুজ!

রামা। মধুরং মধুরং অস্য বপুঃ
মধুরং বদনং বদনং মধুরং।

মধুরং স্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং ॥
কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপুর মধু হ'তে সুমধুর,
হৃদয়ে ধরিতে বাহুপাশ
প্রসারিয়া এই চলি, এস এস বনমালী,
পদ্মদলে করিয়া বিকাশ।

কাঞ্চি। যাও প্রভু গৃহে যাও ফিরে।
অপেক্ষায় সতী ব'সে আছে অনাহারে।
অতিথিরে আশ্রয় করেছ অঙ্গীকার—
গৃহধর্ম্ম করিয়া পালন
এস ফিরে। শ্রীমূর্ত্তি সেবার ভার
তোমারে করিব আমি দান।
[উভয়ের প্রস্থান।

(দেব-দাসীগণের গীত)

মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং।
মধুতোঽপি চ মধুরং মধুরং মধুরং ॥
মধুরং বদনং মধুরং বদনং
মধুরং মধুরং কলেবরং।
নূপুরমধীরং নিক্কতি মধুরং
মধুতোঽপি মধুরং পীতাম্বরং।
মধুরং চরণং চরণাভরণং
মধুরমুরঃস্থিতরত্নং।
মধুরং স্মিতমেতদহো
প্রেক্ষণমতনুমনোহরং।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রামানুজের গৃহ-প্রাঙ্গণ

জমাম্বা ও অণ্ডাল।

জমাম্বা। শুন মাতঃ, নিষ্ঠুর যদ্যপি তব পতি,
সেই হেতু তাঁর প্রতি
তুমিও কি নিষ্ঠুরা হইতে চাও সতী?

অণ্ডাল। নিষ্ঠুরা! নিষ্ঠুরা আমি?
এ যে মা বিচিত্র কথা শুনালে আমারে।

জমাম্বা। নিষ্ঠুরা—নিষ্ঠুরা। মোর জ্ঞানে
স্বামী হ'তে অধিক নিষ্ঠুরা তুমি।
শুনিয়া দেবীর আবাহন,
বাহ্যজ্ঞান-শূন্য স্বামী
চলেছিল কমলাদর্শনে।
তুমি তার পশ্চাৎ সরণে
প্রথম ক'রেছ নিষ্ঠুরতা।
তার পর, কি বুঝে তোমার স্বামী
মনে মনে স্মরি নারায়ণে.
সমর্পিয়া শ্রীপদ-পঙ্কজ-মূলে তাঁর,
তোমারে ছাড়িয়া গেছে বনে।
বুঝ নাই নারী, সদিচ্ছা তাঁহারি
সে ভীষণ বনমাঝে
দস্যু-পীড়া হ'তে রক্ষা করেছে তোমারে।
চারু-স্বর্ণ-পাত্র হাতে একেলা অবলা—
দেখে দস্যু এলো ছুটে করিতে লুণ্ঠন।
কাছে এসে মাতৃজ্ঞানে চরণে নমিল,
দাসমত সঙ্গে সঙ্গে আসিল নগরে,
বন হ'তে করিল উদ্ধার।
হেন বিচিত্র আশিস্ যার,
তুমি কি না সে দেবতা পতির উপরে
প্রতিশোধ কবিতে গ্রহণ
দেহত্যাগে করেছ মনন,
ধরেছ সুতীব্র অনশন?
এ হ'তে নিষ্ঠুর কার্য্য কোথা মানময়ি!

অণ্ডাল। আমার মরণসঙ্গে
মুক্তিপথে স্বামীর কণ্টক যদি যায়,
কেন বা মরিতে তুমি দিবে না আমারে?

জমাম্বা। কে বলে কণ্টক যাবে?
রমণীর হত্যাপাপ, ধর্ম্মপথে তাঁর
বিষম কণ্টকলতারূপে
প্রতিপদে পায়ে জড়াইবে।

অণ্ডাল। এ কি কথা শুনাও জননি!

জমাম্বা। পতির পরম শ্রেয়ঃ
একমাত্র সতীর বাসনা।
স্বর্গলোভে পতির সেবন
হীন আকিঞ্চন।
শত স্বর্গ পড়ে আছে পতির চরণে।
আত্মহত্যা ঘৃণিত মরণে
নিরুদ্দিষ্ট পতি প্রতি হীন অভিমানে
রমণীর শ্রেষ্ঠ স্বার্থ

নিষ্কাম সে ভালবাসা ক'র না কুণ্ঠিত।
উঠ দেবি, ত্যজ অভিমান,
অন্ন-জলে সযতনে রক্ষা কর প্রাণ।
এক দিকে টানে নারায়ণ,
অন্য দিকে তোমার মনন।
একমাত্র সতীত্বের বলে
ফিরাও ফিরাও তব পতি—
নারায়ণ-মুষ্টিমুক্ত কর ভাগ্যবতি!

অণ্ডাল। একান্তই জ্ঞানহীনা আমি।
জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায়
আজ তুমি উন্মীলিত করিলে নয়ন।
ব'লে দাও জ্ঞানময়ি,
কি বলিয়া তোমারে করিব সম্বোধন।

(কুরেশের প্রবেশ)

কুরেশ। মাতা, গুরু, ষোড়শী, কমলা,
নারায়ণী, জগত-ঈশ্বরী।
সাষ্টাঙ্গে সাষ্টাঙ্গে পড—জগদম্বা ব'লে,
অণ্ডাল! সাষ্টাঙ্গে পড মায়ের চরণে।
পেয়েছি—সচলা লক্ষ্মী, তোমার দর্শন!
আর তুমি, এস—এস নারায়ণ!
শীঘ্র উঠ প্রিয়তমে,

(রামানুজের প্রবেশ)

স্বর্ণপাত্র কর দান শ্রীগুরুচরণে।

রামা। জমাম্বা ফিরিয়া এনু আমি।

জমাম্বা। (পদধারণ) এস গৃহে ফিরে গৃহস্বামী!
বল—বল—বিনা অপরাধে তুমি
ছাড়িবে না মোরে?

রামা। অনন্ত-শয়নে
নিশ্চিন্ত ঘুমাও নারায়ণ!
তোমার শ্রীপদসেবা-
কল্পনায় দিনু বিসর্জ্জন!
অশক্ত, অশক্ত আমি,
অন্ধ মোর আঁখি অশ্রুভারে—
জগদ্ধাত্রী ধরেছে আমারে।

জমাম্বা। (স্বগত) এ কি এ কি!
প্রেমময় পতির পরশে
সহসা জ্বলিল এ কি স্মৃতি?
সম্মুখে ভাসিল—কার সুন্দর মুরতি?
পিতার বচন ধ'রে ওই চলে বনে
নবদূর্ব্বাদলশ্যাম পুরুষপ্রধান,
পশ্চাতে অনুজ; শাললতা—
নারীশিরোমণি সতী জনক-দুহিতা।
আমি, এইমত ভাসি অশ্রুধারে,
সে দোঁহার সাথে যেতে সেবকের ব্রতে,
বিদায় দিতেছি কারে?
হে প্রাণেশ! তোমারে—তোমারে?
(প্রকাশ্যে) তাই কেন?
অশক্ত কি হেতু হবে তুমি!
এক দিকে বিশ্বের কল্যাণ,
অন্য দিকে ক্ষুদ্র নারী-স্বার্থ-অভিমান—
বলি আজ দিনু তারে বিশ্বের দুয়ারে।
এস দেব, মুক্ত আজি তুমি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

যাদবাচার্য্যের গৃহ-সম্মুখস্থ পথ।

তিরুমল ও বড়কুন।

তিরু। আর দেখছ কি বড়ু—পসার গেল। এই বেলা মানে মানে পথ দেখি চল!

বড়। বড়ই সমস্যার কথা হ'ল দাদা! বৈষ্ণব বেটাদের প্রাধান্য সহ্য ক'রে কাঞ্চীপুরে কি আমরা বাস করতে পারব?

তিরু। কিছুতেই না। একদিন যে বৈষ্ণব এক রশী পথ থেকে আমাদের দেখলে সেইখান থেকেই ভয়ে জড়সড় হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতো, আজ সেই হীন বেটাদের কাছে গিয়ে 'বাবাজী' বলে তোষামোদ করতে হবে?

বড়। তার চেয়ে মরণ ভাল।

তিরু। সে অবস্থা আসবার আগে, এস, আমরা চোলরাজ্য পরিত্যাগ করি।

বড়। তা, আচার্য্যকে এ কথাটা একবার বল না কেন?

তিরু। বলি নি? কিন্তু শোনে কে? ব্রহ্ম-দত্যির এক তাড়াতে বুড়োর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সে 'শিবোঽহং' 'সোঽহং' 'তত্ত্বমসি'—সব পেটের ভিতর ঢুকে গেছে! বুড়ো আপনার মনে বিড় বিড় ক'রে দিবারাত্র কি বকছে! রাজাও শুনেছি বৈষ্ণব মত গ্রহণ করেছে! সুতরাং এই সময় দেশত্যাগ না করলে ভাগ্য হাতছাড়া হয়ে যাবে।

বড়। ওই আচার্য্য আসছেন। আমি একবার ওঁর সঙ্গে কথা কয়ে সব কথার মীমাংসা ক'রে নি।

(যাদবের প্রবেশ)

যাদব। অদ্বৈত না দ্বৈত? 'সোঽহং' না 'দাসোঽহং'? ব্রহ্ম আমি, না দাস আমি? ব্রহ্ম আমি—ব্রহ্ম আমি—ফুৎ—ওই উড়ে গেল!

বড়। গুরুদেব!

যাদব। কে ও—বড়ু! ধর্ ধর্। যাদবাচার্য্য উড়ে যায়, ধর্ ধর্!

তিরু। আপনি এরূপ করলে আমাদের কি উপায় হবে?

যাদব। কে ও—তিরু? তুইও আছিস্! বেশ, বেশ, বেশ! তুই অনেক দিন ধরে আমার সেবা করেছিস্—অনেক শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শুনেছিস্—ঠিক বল্ ত বাপ, আমি কে?

তিরু। আপনি অদ্বৈত ভাস্বর—স্বয়ং ব্রহ্ম!

যাদব। ঠিক—ঠিক! আমি দেহ নই, মন নই, —স্বয়ং ব্রহ্ম! এতকাল ধ'রে বিচারে এই 'আমি'-টার প্রতিষ্ঠা করলুম, সেই 'আমি'টা উড়ে যাবে?

বড়। কেন যাবে? আপনি মন স্থির করুন, তা হলেই দেখতে পাবেন, আপনার কিছু যায় নি।

তিরু। আপনি যে মহান্, সে মহান্—ভারতে অদ্বিতীয় যাদবপ্রকাশ।

বড়। কাশীর শ্রেষ্ঠ আচার্য্যে আপনাকে নিদর্শন দিয়েছে।

যাদব। ঠিক্—ঠিক্—ঠিক্—নিদর্শন—নিদর্শন! ভারতের অদ্বিতীয় যাদবপ্রকাশ! কিন্তু—ফুৎ—একটা ব্রহ্মদৈত্যের ফুৎকারে সেই যাদবপ্রকাশ উড়ে যাচ্ছে!

তিরু। উড়ে যাবে কি? আপনি স্থির হয়ে বুঝে দেখুন, যাদবপ্রকাশ পর্ব্বতের ভাব নিয়ে চোল রাজ্যে ব'সে আছেন।

বড়। আপনি কি মনে করেছেন, সে ভূত রামানুজ তাড়িয়েছে?

যাদব। তবে কে তাড়ালে বড়ু?

বড়ু। তাড়িয়েছে আপনার পদধূলি!

যাদব। ঠিক?

তিরু। তাতে আর সন্দেহ আছে? কাঞ্চী-পুরবাসী সকলেই জেনেছে, রামানুজ আপনার চরণ ধূলির জোরে ভূত তাড়িয়েছে! আপনি নিজে ইচ্ছা ক'রে শিষ্যের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন!

যাদব। বটে বটে?

বড়। তা যদি না হত, তা হ'লে কি রামানুজ লক্ষ টাকার লোভ সংবরণ ক'রে চ'লে আসতে পারে?

যাদব। বল্—বল্ বাপ—আর একবার বল্! সব বুঝি—বড়ু! তিরু! সব বুঝি! ব্রহ্ম বস্তু কি, নিত্য অনিত্য কি, বেদ বেদান্ত কি—সব বুঝি! কিন্তু রামানুজ কেমন ক'রে কাঞ্চন ছেড়ে দিলে, সেইটে কেবল বুঝতে পারলুম না। সে টাকা—যে অগাধ অর্থ সে নিলে, জন্মের মত তার দারিদ্র্যের মীমাংসা হয়ে যেতো, সেই টাকা সে হেসে আমাকে দান ক'রে চ'লে গেল! পিছন বাগে একবার ফিরেও চাইলে না?

বড়। কাঞ্চন সে ছেড়েছে, এ কথা আপনাকে কে বললে?

যাদব। বল্—বল্—ছাড়ে নি! তা হলে প্রচণ্ড হুঙ্কারে আমি আর একবার বলি অহং ব্রহ্মাস্মি!

(নেপথ্যে কীর্ত্তন-কোলাহল)

যাদব। কি হ'ল—কি হ'ল—কি হ'ল!

তিরু। তাই ত বড়ু, বৈষ্ণব বেটারা হঠাৎ এত উল্লাস ক'রে উঠল কেন? কি খবর—নেড়েলাই, কি খবর?

(নেড়েলাইয়ের প্রবেশ)

নেড়ে। এই যে তোমরা এখানে আছ? এই যে আচার্য্য—আপনিও আছেন!—আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য আচার্য্য! আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখে এলুম! রামানুজ সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে!

তিরু। কবে? কখন্? কেমন ক'রে?

যাদব। ওই ফুৎ—আমার সব তর্ক বিচার, শাস্ত্রজ্ঞানের অহঙ্কার একটা ফুৎকারের ভর সইতে পারলে না! উড়ে গেল—উড়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে আমার যা কিছু ছিল, বিদ্যা-বুদ্ধি অহঙ্কার সব—সব ওই যায়—ধর—ধর্।

বড়। দোহাই গুরু, ব্যস্ত হবেন না!—কথাটা আগে বুঝতে দিন। তুই মূর্খের মতন কি বলছিস? কাকে দেখতে কাকে দেখেছিস!

নেড়ে। না, না—ঠিক দেখেছি! জ্যোতির্ম্ময় দাস্য-বিগ্রহ বরদরাজের মন্দিরমণ্ডপে বসে আছে।

দেখতে চাও, যে অবস্থায় আছ সেই অবস্থায় চ'লে এস।

যাদব। নেড়ু! একটা কথা বলে যা। তার সেই লক্ষ্মীর ন্যায় রূপবতী গুণবতী স্ত্রী?

নেড়ে। তিনি পিত্রালয়ে চ'লে গেছেন।

[নেড়েলাইয়ের প্রস্থান।

(যাদব-মাতার প্রবেশ)

যাদব-মা। হতভাগ্য পুত্র! এখনও দাঁড়িয়ে আছ? সচল শ্রীবিগ্রহ বরদরাজের মন্দির আলো ক'রে বসে আছে। আমি তাঁর পদ স্পর্শ করে মুক্ত হ'য়ে এসেছি! যে মহাপাপ করেছ, তা থেকে যদি মুক্ত হতে চাও, এখনি মহাপুরুষের শরণ লও!

(কাঞ্চিপূর্ণের প্রবেশ)

কাঞ্চি। এই যে আচার্য্য, আপনাকে খুঁজছিলুম। আপনার ইচ্ছামত আমি বরদরাজকে আপনার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম। তিনি বলেছেন—"কেন, আমি ত আগেই স্বপ্নে তাকে দেখা দিয়ে রামানুজের আশ্রয় গ্রহণ করতে বলেছি।"

যাদব। অ্যাঁ! আমার স্বপ্ন—তুমি জেনেছ? তা হ'লে ত আর সংশয় করবার কিছু নেই।

যাদব-মা। অহঙ্কার মাটীর ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে, যা মূর্খ পুত্র—এখনি যা—মহাপুরুষের শরণ নে।

যাদব। নিয়ে চল—ঋষি, নিয়ে চল। আমার স্বপ্ন তুমি জানলে—নিয়ে চল ঋষি, নিয়ে চল।

যাদব-মা। আশ্রয় দাও মুনি—পুত্রকে আশ্রয় দাও।

[যাদব-মাতা, যাদব ও কাঞ্চিপূর্ণের প্রস্থান।

তিরু। কি করবে?

বড়। তুমি কি করবে?

তিরু। যা চোখে দেখলেও বিশ্বাস করতে পারব না, তাই শুনে বিশ্বাস করব?

বড়। (হাত ধরিয়া) বল ভাই, বল—শুনে একটু আশ্বাস পাই! কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ! এ কি মানুষে পারে?

তিরু। যে পারে সে ভগবান্।

বড়। তা হ'লে কি ওই রেমো ছোঁড়াকে ভগবান্ বলতে হবে? আমাদের মত খায়, আমাদের মত দুটি পায়ে গুটী গুটী যায়। কখন হাসে, কখন কাঁদে। তার কাছে দাঁড়িয়ে করযোড়ে বলব—"প্রভু, তুমি ভগবান্?"

তিরু। কিছুতেই বলতে পারব না।

বড়। তা হ'লে চল, এইখান থেকেই কাঞ্চীকে প্রণাম।

তিরু। প্রণাম কাঞ্চি, প্রণাম।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বরদরাজের মন্দির-প্রাঙ্গণ।

দেব-দাসীগণ।

(গীত)

ভানু-সুতা-তট-রঙ্গ-মহানট
সুন্দর নন্দকুমার।
শরদঙ্গীকৃত দিব্যরসাবৃত
মণ্ডল-রাস-বিহার॥
গোপী চুম্বিত রাগ-করম্বিত
লোচন-লোকন-লীন।
গুণবর্গোন্নত রাধা-সঙ্গত
সৌহৃদ-সম্পদধীন॥
তদ্বচনামৃত-পান-সদাহৃত
বলয়ীকৃতপরিবার।
সুর-তরুণীগণ-মতি-বিক্ষোভণ
খেলন বল্গিত হার।

[সকলের প্রস্থান।

(দাশরথি, রামানুজ ও কাঞ্চিপূর্ণের প্রবেশ)

দাশ। গুরুদেব! কাঞ্চীপুরবাসী নরনারী,
শ্রীচরণ-রজের ভিখারী,
দলে দলে শ্রীমন্দিরে করে আগমন।
কর আজ্ঞা দীননাথ!—
অবিরাম তারা প্রশ্ন করে—
কি উত্তর দিব সে সবারে?

কাঞ্চি। প্রথম ভিখারী তুমি,
দ্বিতীয় ভিখারী কুরপতি।
উভয়ে তোমরা পূর্ণকাম।
তোমরা যে সুখে সুখী দোঁহে,
কাঞ্চিপুর-অধিবাসী কোন্ অপরাধে
সে স্বরগসুখলাভে হইবে বঞ্চিত?

রামা। প্রচারে চলিব গুরু কর অনুমতি।
কাঞ্চি। যাও যতিরাজ!
প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ড-তলে
নীলিম-জলদরাজ
করুণার বিন্দুরূপে গলিয়া গলিয়া,
শান্তির সংবাদ যথা
পিপাসু ধরণী-পৃষ্ঠে করে আনয়ন,
সেইমত, যাও যতিরাজ—
অধর্ম্ম-উত্তাপ হ'তে রাখিতে সংসারে,
কোমল কারুণ্যঘন ছায়া-রূপ ধ'রে,
মানবের চিদাকাশে করহ বিহার।
যুগে যুগে তব দাস্যে আমি ভাগ্যবান্।
সে দাস্যের অহঙ্কারে
অর্জ্জিত তপস্যা আমি দিলাম তোমারে।
প্রণিপাত পদে, যেন সম্পদে বিপদে
ও পদে সংলগ্ন মতি থাকে নারায়ণ!
[প্রস্থান।

রামা। অমৃতে পূরিল মোর প্রাণ!
বহু বাণী ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে,
তিন গ্রামে সপ্তস্বরা তারে
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী, বীণাপাণি!
আজি নারায়ণ,
শুদ্ধ সত্ত্ব তুলিয়া স্পন্দন
প্রতি রোমাঞ্চের মুখে
আলিঙ্গন করিলা আমারে।
আশ্বস্ত হও হে জীবগণ।
এ পুলক বিলাইব ঘরে ঘরে।

(কুরেশের প্রবেশ)

কুরেশ। রক্ষা কর নারায়ণ!
ঘৃণিত অকার্য্য করি,
উন্মত্ত হয়েছে বিপ্র যাদব-প্রকাশ।
গোণ্ডারণ্যে আপনার প্রাণ বধিবারে
করেছিল হতভাগ্য যেই আয়োজন—
যদিও নিষ্ফল—তথাপি অনল সম
নিত্য তার করিতেছে অন্তর দাহন।
শাস্ত্রজ্ঞান তর্কের বিচারে
সে জ্বালা নাশিতে নাহি পারে।
জ্ঞানশূন্য পথে পথে ফিরে।
জননী তাহার বৃদ্ধা সন্তান-মায়ায়
আদেশ দিয়াছে তারে
নারায়ণ-জ্ঞানে পড়িতে তোমার পায়।

রামা। এ কি কথা কহ কুরপতি!
তিনি যে আচার্য্য মম—

(যাদবের প্রবেশ)

যাদব। রক্ষা কর, হে মায়া-মানুষ নারায়ণ
কোন্ লীলাচ্ছলে,
গুরুরূপে এ দাসে বরিলে
নাহি জানি, জানিতে না চাই।
শিষ্য তব কুরেশ মহান্।
শাস্ত্র-জ্ঞান যার
সিন্ধুসম বিশাল আকার।
আমি সে সিন্ধুর তীরে
আজিও উপলখণ্ড করি আহরণ।
সর্ব্বভ্রম নিরসন
এ তব মহিমান্বিত শিষ্যের কৃপায়।
হে লক্ষ্মণ-অবতার! স্থান যাচি পায়।
কর দয়া, ক'র না নিরাশ।
লইতে আশ্রয়, জীবনের শেষ ক্ষণে
অনুতাপে যদি আমি মরি,
কলঙ্ক অর্শিবে তব শ্রীবরদ নামে।

রামা। লহ মোর আলিঙ্গন।
সঙ্গে সঙ্গে শ্রীপতির লও হে শরণ।
দাসরূপে আজি হ'তে ভজন করহ তাঁর।
এত দিন বৈষ্ণব-নিন্দায়
বৃথা যে করেছ কালক্ষয়—তাহার পূরণে
হে বৃদ্ধ বৈষ্ণবগ্রন্থ করহ রচন।
লহ সে তারক মন্ত্র—
মুছ নাম যাদবপ্রকাশ,
আজি হে 'গোবিন্দদাস' অভিধান তব।

যাদব। গুরু গুরু, ধন্য আজি করিলে এ দাসে।
অভয়চরণ-স্পর্শনে
নিঃশেষে মুছিয়া গেল চিত্তের বিকার।
প্রণিপাত বার বার,
প্রণিপাত করিনু আবার।
[প্রস্থান।

রামা। প্রণিপাত করি নারায়ণে
চল বৎস শ্রীরঙ্গমে।
শ্রীরঙ্গম নিত্যধাম কমলাপতির
এ কাঞ্চী চরম শ্লোক।
আজ তাহা গুরুর কৃপায়
আমাতে হইল মূর্ত্তিমান্।

কুরেশ। গুরু-আশীর্ব্বাদ ধরি শিরে
সত্বর চল হে সবে শ্রীরঙ্গ নগরে।
কাবেরীর পুণ্যতীরে কীর্ত্তনে কীর্ত্তনে
ভক্ত-সঙ্ঘে করি আবাহন—এস—এস
এ শুভ সংবাদ বিশ্বে করিতে ঘোষণা।

রামা। ধরাপরে যে যেখানে বহ দুঃখভার
সকলে অশ্বাসকথা শুন হে আমার।
একমাত্র বিভু নারায়ণ
ভুবন-কারণ-রূপা প্রকৃতি-কারণ
হৃদয়-আসনে মোর চির-অধিষ্ঠানে
সবারে করেন আবাহন।
সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগে
যে আমার লইবে শরণ,
সর্ব্বপাপ হ'তে তারে মুক্তি দিব আমি।
ত্যজ শোক, ভাসিয়াছে ভুবনে আলোক—
মেল আঁখি, হ'ক দৃষ্টি প্রফুল্ল সবার।

চতুর্থ দৃশ্য

পথ।

(১ম নর ও ১ম নারীর প্রবেশ)

১ম নারী। আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য! যেন যামুন মুনি নব কলেবর ধ'রে ফিরে এসেছেন।

১ম নর। কেমন? আশ্চর্য্য নয়?

১ম নারী। আশ্চর্য্য নয়! যেন স্বয়ং নারায়ণ। শ্রীরঙ্গনাথ যেন হাত বাড়িয়ে সন্ন্যাসীকে আলিঙ্গন করলেন! এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার কেউ কখন কি দেখেছে?

(২য় নরের প্রবেশ)

২য় নর। কি আশ্চর্য্য গো? কি আশ্চর্য্য?

১ম নারী। এই কাবেরীতীরে যে দেখে এলুম। মহাপুরুষের সমস্তই আশ্চর্য্য!

২য় নর। শুধু সেই অশ্চর্য্যই দেখে এলে! আর এক আশ্চর্য্য দেখলে না?

উভয়ে। আবার কি আশ্চর্য্য?

২য় নর। ওই দেখ—আমি সব আশ্চর্য্য দেখলুম, কিন্তু আজকের এ আশ্চর্য্যের মত আর দেখিনি। ওই দেখ আসছে।

১ম নারী। ও মা তাইত ত গো! এ কি বেহায়া!

১ম নর। তাই ত হে, এ কি! এমন পশু ত কখন দেখিনি!

২য় নর। তুমি কি—কেউ কখন দেখেনি! এখনি দেখলে কি! আগে কাছে আসুক, তা হ'লেই ভাল রকম দেখতে পাবে।

(হেমাম্বা ও ধনুর্দ্দাসের প্রবেশ)

(এক হস্ত দিয়া ধনুর্দ্দাসের হেমাম্বার মস্তকে ছত্রধারণ অপর হস্তে পাখা লইয়া হেমাম্বাকে ব্যজন ও একদৃষ্টে মুখ নিরীক্ষণ)

হেমাম্বা। ছি ছি! কি করিস? ওরে হতভাগা! স'রে যা। পৃথিবীর লোক দেখছে। দেখে তামাসা করছে, আর হাসছে।

ধনু। আহা! তোর মুখ যে বড় মলিন হয়ে গেল হেমাম্বা!

হেমাম্বা। আরে দূর—স'রে যা, স'রে যা। আমার কিছু হয় নি, স'রে যা।

ধনু। আহা, তোর চোখ দু'টি ছল ছল করছে। নাকের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম হয়েছে! আহা! পথ চলা তোর কোন কালে অভ্যাস নেই। তুই কেন এতদূর চ'লে এলি হেমাম্বা?

(অর্চ্চক, বড়কুন ও তিরুমলের প্রবেশ)

বড়। কি দাদা! যা বলেছিলুম, মিললো ত?

তিরু। তাইত রে বড়ু, ছুঁড়ীটে পথটা যেন আলো করতে করতে যাচ্ছে।

১ম নর। বা! বা! বা প্রেমিক বা!

১ম নারী। ও মা, কি ঘেন্না—কি ঘেন্না! দূর নিঘিন্নে দূর! আরে তোকেও ঘেন্না কালামুখী। বেশ্যা হয়েছিস বলে লজ্জা-সরম কিছু রাখিস নি? স্ত্রীজাতের নামে যে একটা সরম মাখানো আছে রে কালামুখী!

হেমাম্বা। ওরে কালামুখো, শুনছিস্? আমাকে শুদ্ধ গাল দিচ্ছে।

ধনু। আবার তোর ঠোঁঠের ওপরে যে ঘাম হয়েছে হেমাম্বা!

হেমাম্বা। তোর মুণ্ডু হয়েছে। হায় হায়, এমন পাগলকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুর দেখতে এসেছিলুম! ঠাকুরকে হতভাগা দেখতে দিলে না!—নে মুখপোড়া, ঠাকুর ফিরে আসছেন। দেখবি ত

আমার পিছন পিছন আয়। নইলে এইখানে প'ড়ে ম'রে থাক্। তোর বাঁচায় আর কোন প্রয়োজন নেই। আমি বেশ্যা, আমার লজ্জায় মরতে ইচ্ছা হচ্ছে, আর মুখপোড়া, তোর লজ্জা হ'ল না?

[প্রস্থান।

ধনু। আস্তে চল্ হেমাম্বা! তোর কোমল চরণে যে ব্যথা লাগবে হেমাম্বা! দাঁড়া হেমাম্বা, দাঁড়া, তোর চোখ দু'টি না দেখে আমি যে অন্ধকার দেখছি হেমাম্বা!

২য় নর। বেটিকে গাল দিলে কি হবে। ওর কোনও দোষ নেই। ও উৎসব দেখতে ব্যাকুল। শুধু এই ছোঁড়ার জন্য না পারছে ও পথ চলতে, না পারছে ও ঠাকুর দেখতে। কত লোক ওর সুমুখ দে এলো গেল, ছোঁড়ার দৃষ্টি কেউ ফেরাতে পারে নি। কত লোক কত তামাসা করলে, কত লোক কত ধিক্কার দিলে, ও কারও কথা কানে তোলে নি। ওই একভাবে প্রণয়িনীর মুখ চেয়ে সে পথ চলছে। পাছে তার মুখে একটুও রদ্দুর লাগে ব'লে সমস্ত পথ ওই রকম তার মুখের উপর ছাতি ধ'রে তাকে বাতাস করতে করতে আসছে।

২য় নারী। কালামুখীও বললুম, বেহায়াও দেখলুম—কিন্তু সত্যি কথা যদি কইতে হয়, তা হ'লে বলি, ভালবাসা বটে!

(দাশরথির প্রবেশ)

দাশ। ঠিক বলেছ মা, ভালবাসা বটে!

২য় নর। তুমিও দেখেছ ঠাকুর?

দাশ। শুধু দেখলুম, যুবকের রূপোন্মত্ততা পরীক্ষা করলুম। বহু চেষ্টায় তার তন্ময়তা ভাঙতে পারলুম না, তাকে একটা কথা কওয়াতে পারলুম না। জোর ক'রে ধরলুম। মত্তহস্তীর বলে সে আমাকে মাটীতে ফেলে দিয়ে চ'লে গেল। তাই মা, আমিও তোমার সঙ্গে বলি, ভালবাসা বটে। এখন ভাবছি, ওই ভালবাসা যদি ভগবানের দিকে একবার ফেরে, তা হ'লে সে তন্ময়তা না জানি কি রূপান্তরই পরিগ্রহ করে।

১ম নর। ওই পশুর মন ভগবানের দিকে ফিরবে?

দাশ। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় কি না হয় ভাই!

২য় নর। তাই কি ফেরাতে যাচ্ছ না কি বাবাজী?

দাশ। একবার পরীক্ষা করতে ইচ্ছা হয়েছে।

[প্রস্থান।

তিরু। বুঝেছ ভায়া, বুঝেছ?

১ম নর। সে কথা আর জিজ্ঞেস করতে হয় —বাবাজীকেও টেনেছে।

বড়। হাঁ—ছুঁড়ীর রূপে বাবাজীরও ভাব উথলে উঠেছে।

১ম নারী। তা আর আশ্চর্য্য কি! তা যা হ'ক, মরুক গে, কিন্তু ছোঁড়াটার ভালবাসা বটে। কালামুখীর বরাত ভাল!

[নর-নারীগণের প্রস্থান

(অর্চ্চকের প্রবেশ)

বড়। তুমি আমোদ করছ কেন?

অর্চ্চক। আমোদ করবো না? স্বয়ং শ্রীরঙ্গনাথ নর-মূর্ত্তি ধরেছেন। দেশের আবাল-বৃদ্ধ বনিতা দেখে আনন্দ করছে, আর আমি শ্রীরঙ্গনাথের প্রধান পাণ্ডা—আমি আনন্দ করব না? আমাকে নরাধম মনে করেছ না কি?

তিরু। আঃ! মূর্খ ব্রাহ্মণ! শ্রীরঙ্গনাথ তোমারই মুণ্ডপাত করতে এসেছেন।

অর্চ্চ। অ্যাঁ!

বড়। অ্যাঁ কি? তুমি গেলে। ও এখানে দু'দিন চেপে বসতে পারলেই তোমার সব পসার নষ্ট হয়ে যাবে। আর কেউ তোমাকে পাণ্ডা ব'লে পুঁছবে না।

অর্চ্চক। বল কি!

তিরু। সর্ব্বনেশে লোক—দেখছ কি! ভেলকী জানে—যাদবাচার্য্যকেও লোকটা যাদু করেছিল। আমরা বারণ করেছিলুম, শোনে নি। এখন প্রভু 'শ্রীরঙ্গনাথের' ঠেলায় আচার্য্য পাগল হয়ে পথে পথে ঘুরছে। দেশের মধ্যে তাঁর অত বড় পসার ছোঁড়াটা নষ্ট ক'রে দিয়েছে।

অর্চ্চক। বল কি! কিন্তু দেখে ত তা বোধ হ'ল না!

তিরু। তবে দেখ—চল দাদা, যাই চল।

অর্চ্চক। দাঁড়াও ভাই, দাঁড়াও। পসার যাবে?

বড়। যাবে কি, আজই তোমার পোনেরো আনা পসার গেছে। শুনছ না, ভক্তবিটেলগুলো কি ব'লে গান ধরেছে। বলছে 'ভজ যতিরাজং।'

(নেপথ্যে—ভজ যতিরাজং ভজ যতিরাজং
ভজ যতিরাজং মূঢ়মতে।)

অর্চ্চক। তা তো শুনছি! কই যামুনমুনির বেলায় ত ভক্তেরা এ রকম গান গাইত না!

বড়। এইবারে বুঝতে পারছ? মাথায় আমাদের কথাগুলো ঢুকছে?

তিরু। যামুন মুনি কে, আর ও ছোঁড়া কে? সে ছিল একটা দেশের রাজা। তার সন্ন্যাস খাঁটি সন্ন্যাস। সে কি আর তোমার দু'পাঁচখানা বস্ত্রালঙ্কারের লোভ করতো? এ ছোঁড়া ভিখিরী বামুনের ছেলে—পরমুণ্ডে সেবা চালাবার জন্যই ওর ভেক নেওয়া।

অর্চ্চক। কথাটা মাথায় লাগছে।

বড়। তীর্থযাত্রীরা ঠাকুরের মানত ক'রে যা আনবে—টাকা-কড়ি, বস্ত্রালঙ্কার—সব ওই ভ তপস্বী লুটে নেবে।

অর্চ্চক। ঠিক বলেছ—ব'লে বড়ই উপকার করলে ভাই। ঠিক বলেছ—ঠিক বলেছ—ঠিক বলেছ—ও লোকটা শ্রীরঙ্গমে দু'দিন থাকলেই আমার সর্ব্বনাশ করবে।

তিরু। একেবারে—

বড়। তোমাকে ভূমিসাৎ করে দেবে।

অর্চ্চক। ব'লে বড় উপকার করলে—ভাই, তোমাদের নমস্কার। তা হ'লে এস ভাই, এস—সঙ্গে আমার বাড়ীতে এস—পরামর্শ—পরামর্শ।

উভয়ে। আর কেন—আর কেন—

অর্চ্চক। না—না, যেতেই হবে—যেতেই হবে। পরামর্শ—পরামর্শ।

পঞ্চম দৃশ্য

পথ (অপরাংশ)

ভক্তগণ।

(গীত)

ভজ যতিরাজং ভজ যতিরাজং
ভজ যতিরাজং মূঢ়মতে।
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে
নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঙ্ করণে॥
(কোরাস)

দিনমণি রজনী সায়ং প্রাতঃ
শিশির-বসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছতি আয়ুঃ
তদপি ন মুঞ্চতি আশাবায়ুঃ॥
অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
দশন-বিহীনং জাতং তুণ্ডং।
বৃদ্ধো যাতি গৃহীত্বা দণ্ডং
তদপি ন মুঞ্চতি আশাপিণ্ডং॥
পুনরপি জননং পুনরপি মরণং
পুনরপি জননী-জঠরে শয়নং।
ইহ সংসারে খলু দুস্তারে
কৃপয়াপারে পাহি মুরারে॥

[ভক্তগণের প্রস্থান।

(হেমাম্বা ও ধনুর্দ্দাসের প্রবেশ)

হেমাম্বা। ছি ছি ছি! পাঁচ পাঁচ ক্রোশ পথ ছুটে এলুম ঠাকুর দেখতে, কেবল পরিশ্রমই আমার সার হ'ল! হতভাগা নিজেও দেখলি না, আমাকেও দেখতে দিলি না!

ধনু। কেন, তুই ঠাকুর দেখ না হেমাম্বা।

হেমাম্বা। আর কেমন ক'রে দেখব রে হতভাগা! ঠাকুর এলো, চ'লে গেল। আবার কি আমার জন্য ঠাকুর নিয়ে তারা ফিরে আসবে!

ধনু। ঠাকুর এলো আর চ'লে গেল?

হেমাম্বা। আঃ আমার পোড়া কপাল! তাও বুঝি তোমার এখনও মাথায় ঢোকে নি?

ধনু। তবে সে কি ঠাকুর? তুই এতটা পথ কষ্ট ক'রে তাকে দেখতে এলি, সে তোর জন্য একটু অপেক্ষা করতে পারলে না?

হেমাম্বা। তোর কি বুদ্ধি-শুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়ে গেছে?

ধনু। কেন, বুদ্ধি কিসের জন্য লোপ পাবে? এতটা পথ কেমন বুদ্ধি করে তোকে নিয়ে এলুম বল্ দেখি! বেটার রদ্দুরকে একবারও তোর মুখের উপর পড়তে দিই নি। আর বাতাস বেটাকে পাখার ল্যাজে বেঁধে এনেছি।

হেমাম্বা। ঠাকুর আমার জন্য অপেক্ষা করবে কি?

ধনু। কেন, ঠাকুর কি মানুষ নয়?

হেমাম্বা। হয়েছে হয়েছে—বুঝেছি—বোস্।

ধনু। তার কি চোখে চামড়া নেই। তুই এতটা পথ হেঁটে এলি—আর সে মন্দির থেকে বেরিয়ে দু'চার পা কেবল পায়চারী করেছে—কে সে এমন ঠাকুর, তোর জন্য একটু অপেক্ষা করতে পারে না ?

হেমাম্বা। আরে মর্, বোস্। এখানে রদ্দুর নেই। পাখা রাখ, ছাতা রাখ, রেখে একটু বিশ্রাম কর্! বাতাস ক'রে ক'রে ম'লি যে! আমার মাথা খা, একটু বোস্। লোকজন সব চলে গেছে, টিটকিরির দায় এড়েয়েছি। (ধনুর্দ্দাসকে ধরিয়া উপবেশিতকরণ)

(গোবিন্দ ও রামানুজের প্রবেশ)

রামা। গোবিন্দ! সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বক্ষণে একবার তোমার কথা আমার মনে জেগে উঠেছিল। সেই তোমাকে শ্রীরঙ্গনাথের আশ্রয়ে দেখতে পেলুম। অসম্পূর্ণ বাসনা আজ পূর্ণ হ'ল।

গোবিন্দ। তবে আর বিলম্ব করেছেন কেন দাদা, দাসকে শ্রীচরণে স্থান দিন।

রামা। শ্রীচরণে স্থান কি ভাই, তোমাকে বক্ষে ধারণ করিবার জন্য আমি ব্যাকুল। কিন্তু কেমন ক'রে ধরবো, বুঝতে পারছি না যে ভাই!

গোবিন্দ (স্বগত)। তাই ত, এ কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি না। এত লোক দাদার পাদমূলে আশ্রয় পেলে। তবে আমাকে আশ্রয় দিতে দাদা কুণ্ঠাবোধ করছেন কেন ? (প্রকাশ্যে) দাদা! এমন কি কোন অপরাধে অপরাধী আমি, যা আমার আপনার আশ্রয়গ্রহণের অন্তরায় ?

রামা। গোবিন্দ, গোবিন্দ! পরম আত্মীয় তুমি।
গোণ্ডারণ্যমাঝে তুমি রেখেছিলে প্রাণ।
তোমারি কৃপার বলে
পাইয়াছি শ্রীরঙ্গের শ্রীচরণে স্থান।
সর্ব্বদা এ চিন্তা জাগে মনে,
নারায়ণ-অভয়-চরণে
যতক্ষণ নাহি হয় শরণ তোমার
ঋণশোধ হবে না আমার কিন্তু ভাই—

গোবিন্দ। কেন আর্য্য বলিতে কুণ্ঠিত ? দাস আমি
যতক্ষণ না শুনিব
শ্রীমুখে অভয় বাণী—
ছাড়িব না—ছাড়িব না শ্রীচরণ!

রামা। কিন্তু ভাই, যতক্ষণ নহে শুদ্ধ মন,
সাধ্য নাই সে অভয় চরণ দর্শনে।
হে আত্মীয়! তীক্ষ্নদৃষ্টে তোমাপানে চাই—
মমতায় সব ভুলে যাই—
মায়া আবরণে হয় আঁখি দৃষ্টিহারা।
পার কি বলিতে মোরে,
হৃদয়ের গুপ্তঘরে, অতি সঙ্গোপনে
কোথাও কি লুকাইয়া আছে মলিনতা ?
কারো প্রতি ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, ক্ষুদ্র রিপুভার ?
কারো প্রতি অকরুণা, কিংবা অসন্তোষ ?
জাগে কি মমতা কারো প্রতি ?

গোবিন্দ। প্রভু, যদি থাকে পাবনাকো স্থান ?

রামা। কভু না পাইবে প্রিয়তম!
যদি থাকে কর পরিহার,
আলিঙ্গন রাখিনু প্রসার—
তোমাকে বাঁধিয়া বক্ষে ধন্য হব আমি।
চলিতে চলিতে প্রিয়তম,
অপূর্ব্ব রহস্য-কথা করহ শ্রবণ।
গোণ্ডারণ্যে নারায়ণ এক মূর্তি ধ'রে
আমাকে দেখাল মৃত্যুভীতি,
অন্য মূর্ত্তে করিলেন রক্ষার বিধান।
তারপর—অপূর্ব্ব নিষাদ-মূর্ত্তিধর,
লক্ষ্মীসনে বন-সহচর—
উদ্ধার করিলা মোরে অরণ্যানী হ'তে।
অবশেষে নানারূপ ধ'রে নারায়ণ,
গোণ্ডারণ্য হ'তে শতগুণ ভীষণ ভীষণ—
সংসার-কানন হ'তে করিলা উদ্ধার।
নারায়ণ-চরণ কৃপায়
আজি আমি চিরমুক্ত আলোকের দেশে।
শুন তাত অন্তরের শেষবাণী—
শত্রুরূপে, মিত্ররূপে
ভীতি ও আশ্বাসরূপে একমাত্র তিনি।
মুক্তিকামী জীবের উদ্ধারে বদ্ধ অঙ্গীকারে,
সর্ব্বভূতে অবস্থিত কৃষ্ণের সেবায়
দাসরূপে ব্রতধারী আমি।
এই বুঝে করহ প্রয়াণ,
শ্রীরঙ্গনাথ তব করুন কল্যাণ।

[গোবিন্দের প্রণাম ও প্রস্থান।

(দাশরথির প্রবেশ)

দাশ। ওই—ওই—গুরুদেব! দেখতে পেয়েছি।

রামা। আর দেখতে হবে না। সন্ন্যাসী আমরা—আমাদের পশুবৃত্তি লোকের সঙ্গ করতে নেই।

দাশ। সে উপদেশ আমাদের পক্ষে। নারায়ণের পক্ষে নয়। নারায়ণের চক্ষে আবার মানুষ পশু কি? দোহাই প্রভু, লোকটার অবস্থা দেখে আমি চোখের জল রাখতে পারি নি। নারায়ণ যদি কৃপা না করেন, তা হ'লে পশুর উদ্ধার কেমন ক'রে হবে!

রামা। দাশরথি! তোমার করুণা যখন হতভাগ্যের উপর পড়েছে, তখন আর সে পশু হয়ে থাকতে পারবে না।

দাশ। পারবে না নয়; আজই আপনাকে পশু উদ্ধার করতে হবে। নানা চরিত্রের অসংখ্য লোক আজ ওই অভয় চরণে আশ্রয় পেলে—এ পবিত্র দিনে আপনার পাদসমীপে এসে ওই হতভাগ্যই কি অমুক্ত থাকবে?

রামা। যাও, ওকে নিয়ে এস।

(এক পার্শ্বে ধনুর্দাস ও হেমাম্বার প্রবেশ)

ধনু। অ্যাঁ—তাই ত। তোর নাকের ডগটিতে এখনও ঘাম লেগে রয়েছে! (ব্যজন)

হেমাম্বা। রাখ রাখ—আবার কারা আসছে!

ধনু। তোর মুখখানি শুকিয়ে গিয়েছে—চোখ দুটি এখনও ছলছল করছে।

হেমাম্বা। তোর মুণ্ড করছে। রাখ পাখা হতভাগা, এক সাধু আমাদের দিকে আসছে।

দাশ। ওহে ভাই সাধু! ও সাধু—সাধু! (হেমাম্বার প্রণাম) ওহে ভাই, উত্তর দাও না।

ধনু। অ্যাঁ—কে—কে? কাকে,—কাকে? সাধু বলছ কাকে?

দাশ। তোমাকে সাধু, তোমাকে। যতিরাজ তোমাকে একবার ডাকছেন।

ধনু। আমাকে ডাকছেন?

দাশ। হাঁ ভাগ্যবান্, তিনি তোমাকেই ডাকছেন।

হেমাম্বা। যা—যা শীগ্‌গির যা—ঠাকুর কি বলেন, শুনে আয়। তবু দেখ দাঁড়িয়ে রইল।

ধনু। ঠাকুর ডাকছেন! আমি ভাগ্যবান্?

হেমাম্বা। যা—যা—শীগ্‌গির যা। বেলা গেল! আবার আমাদের ফিরতে হবে। তা বুঝেছিস্?

ধনু। তবে বোস্ হেমাম্বা—একটু বোস্। ঠাকুর কি জন্য ডাকছে, শুনেই আমি ফিরে আসছি।

(দাশরথি ও ধনুর্দাসের রামানুজসমীপে গমন)

হেমাম্বা। আঃ! একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। হতভাগার ভালবাসা ত নয়, জাঁতায় পেষা।

রামা। ওই মুখখানিতে এমন দ্রষ্টব্য কি আছে ভাই যে, জ্ঞানশূন্যের মত অবিরাম ওই মুখটির পানে চেয়ে আছ? বল—নিঃসঙ্কোচে বল। আমাকে আত্মীয় জেনে বল।

ধনু। প্রভু! ওই স্ত্রীলোকটির চোখ দু'টি পরম সুন্দর। যে দিন থেকে ওই চোখ দেখেছি, সেই দিন থেকেই একদণ্ডের জন্য ওই চোখ দু'টী না দেখে আমি থাকতে পারি না।

রামা। তা তো দেখছি। তার জন্য তুমি লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয় বিসর্জ্জন দিয়েছ। ওই সৌন্দর্য্যে তুমি এত তন্ময় যে, লোকের বিদ্রূপ-তিরস্কার কানেও তোল না।

ধনু। শুনতে পাই না ঠাকুর, আমি কারও কথা শুনতে পাই না। ওই চোখের দিকে যখন চেয়ে থাকি, তখন পৃথিবীর আর কোনও সামগ্রী আমি দেখতে পাই না।

রামা। তোমার নাম কি?

ধনু। ধনুর্দ্দাস।

রামা। জাতি?

ধনু। মল্লব্যবসায়ী আমি।

রামা। ওটি কি তোমার স্ত্রী?

ধনু। না ঠাকুর! তবে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, ও ছাড়া আর কোনও স্ত্রীলোককে আমি ভালবাসবো না।

রামা। ধনুর্দ্দাস! ওই—রমণীর চক্ষুর চেয়ে আরও সুন্দর যদি কোন চক্ষু আমি তোমাকে দেখাই?

ধনু। অ্যাঁ—অ্যাঁ—কি বলছেন ঠাকুর!

রামা। বল—তা হ'লে তুমি এই ঘৃণিত পশুবৎ ব্যবহার পরিত্যাগ করবে?

ধনু। ও চক্ষুর চেয়ে সুন্দর চক্ষু কি আর আছে?

রামা। যদি থাকে—যদি ও হ'তে অনন্তগুণে সুন্দর চক্ষু আমি তোমাকে দেখাতে পারি?

হেমাম্বা। অনেকক্ষণ হয়ে গেল! এতক্ষণ ত ও কোনও দিন আমাকে ছেড়ে থাকতে পারে

না! তাই ত! এ ঠাকুর ত সহজ ঠাকুর নয়!—না—না! ওই চুলবুল করছে! ওই ছিঁড়ে এলো—এলো!

রামা। বল ভাগ্যবান্, বল। কথা শুনে চঞ্চল হয়ো না। এই শেষ কথা। আর তোমাকে জিজ্ঞাসা করব না।

ধনু। অনন্ত গুণে সুন্দর।

রামা। যদি দেখে তোমার বোধ না হয়, সেই মুহূর্ত্তেই চলে এ'সে তোমার প্রণয়িনীর সঙ্গে মিলিত হবে।

ধনু। তা যদি হয় ঠাকুর, তা হ'লে ওর চোখের পানে না চেয়ে আমি সেই চোখের পানেই চেয়ে থাকব।

রামা। এস ভাগ্যবান্, আমার সঙ্গে এস।

[প্রস্থান।

হেমাম্বা। অ্যাঁ! এ কি! চ'লে যাচ্ছে যে! তাই ত—এ কি রকম হ'ল! তখন কথা কচ্ছিল আর এক একবার আমার মুখের পানে চাচ্ছিল। ওই ফিরলো! না—না—কই ফিরলো! যাচ্ছে—আর সন্ন্যাসীঠাকুরের মুখের পানে চাইছে। তবে কি এ মুখ—এ চোখ দেখার লোভ—ওর ঘুচে গেল! চ'লে গেল যে—গেল যে! ধোনা—ধোনা! কই কথাও তো শুনতে পেলে না! ধোনা---ধোনা ---শুনতে পেলে না, না শুনেও শুনলে না? এ কি রকম—এ কি রকম!

[প্রস্থান।

(তিরুমল, বড়কুন ও অর্চ্চকের প্রবেশ)

তিরু। কি ব্রাহ্মণ! যা বলেছিলুম, তা মিললো ত?

অর্চ্চক। আর কেন বন্ধু, তোমরা আমাকে বাঁচিয়ে দিলে। তোমাদের ঋণ আমি এ জন্মে শুধতে পারব না।

বড়। ও ত সন্ন্যাসের গেরুয়া নয়---ও মেয়ে-ধরা ফাঁদ।

অর্চ্চক। নিশ্চিন্ত হও ভাই, শীঘ্রই আমি ওর ভবলীলা সাঙ্গ করছি। আমি প্রধান অর্চ্চক। শ্রীরঙ্গমের ভিতরে এমন কেউ নেই, যে আমার বিরুদ্ধে কথা কয়। শুধু ওকে কেন, যামুনাচার্য্যের দলকে দল শ্রীরঙ্গম থেকে যদি না দূর করতে পারি, তা হ'লে আমি 'প্রধান পাণ্ডা' নাম থেকে খারিজ। এস ভাই, চ'লে এস।

বড়। দেখলে দাদা, ছোঁড়ার কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগটা কেমন একবার দেখলে?

তিরু। বুড়ো আচার্য্য ক্ষেপে গেছে---সে বিশ্বাস করেছে। আমি ত আর ক্ষেপি নি।

[প্রস্থান।

(গোবিন্দের প্রবেশ)

গোবিন্দ। সেই দু'টোই ত বটে! ঠিক দাদার পাছু নিয়েছে। মতলব ভাল হ'লে অমন ক'রে লুকিয়ে লুকিয়ে পথ চলবে কেন! এই নারায়ণ? আর এই নারায়ণকে আমায় ভালবাসতে হবে? তবেই আমার দাদার চরণাশ্রয় লওয়া হয়েছে। নাই বা পেলুম, তাতে কি! ঘেঁটু দেবতার ছেঁড়া চুলই নৈবিদ্যি। যেমন নারায়ণ, তার তেমনি পূজোর ব্যবস্থাই কর্ত্তব্য। দেবো নাকি তিন বেটাকে গুটি তিনেক চড়ের নৈবিদ্যি? না, থাক্। আগে কি করে না করে দেখি।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরের দালান।

রামানুজ ও ধনুর্দ্দাস।

ধনু। একটু একটু ক'রে এ আমাকে কোথায় নিয়ে এলে ঠাকুর?

রামা। কোথায় নিয়ে এলুম বুঝতে পারছ না?

ধনু। এ রকম জায়গা আমি জন্মে কখন দেখি নি, তা কেমন ক'রে বুঝব? ঠাকুর! দয়া ক'রে আমাকে ছেড়ে দাও।

রামা। কেন ধনুর্দ্দাস, তুমি যে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চক্ষু দেখতে এসেছ!

ধনু। একবার ব'লে ফেলেছি, কথা দিয়েছি, তাই এসেছি। কিন্তু ঠাকুর, তুমি ধ'রে এনেছ ব'লে তাই আমি আসতে পেরেছি। আমি পথ-ঘাট কিছুই দেখতে পাইনি। অন্ধ-- অন্ধ---ঠাকুর, আমি অন্ধ। আমি হেমাম্বাকে পথের ধারে একলা ফেলে রেখে এসেছি। ঠাকুর! আমায় ফিরিয়ে দাও।

রামা। ফিরিয়ে দেব বলেই ত এনেছি। উতলা হয়ো না ভাই। তুমিও যেমন তোমার কথা রেখেছ---আমার এক কথায় প্রণয়িনীকে পরিত্যাগ ক'রে আমার সঙ্গে এসেছ, আমাকেও তেমনি আমার কথা রাখতে দাও। যা দেখাব ব'লে সঙ্গে এনেছি, পদ্মপলাশলোচনের সেই চক্ষু তোমাকে না দেখিয়ে বিদায় দিলে আমি যে সত্য-ভ্রষ্ট হব।

ধনু। কি বললে ঠাকুর---পদ্মপলাশলোচন?

রামা। পদ্মপলাশলোচন। সেই নয়নের একটু ইঙ্গিত পাবার জন্য কত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যুগ যুগ ধ'রে তপস্যা করছেন। সেই চক্ষু-সৌন্দর্য্য কণামাত্রে প্রতিফলিত হয়ে তোমার হেমাম্বার চক্ষুকে এত সুন্দর করেছে।

ধনু। সে চক্ষু আমি দেখতে পাব?

রামা। সেই বিশ্বাসেই ত তোমাকে সঙ্গে এনেছি।

ধনু। যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যুগ যুগ তপস্যা ক'রে যে নয়ন দেখতে পায়---

রামা। পায় কে বললে? পাবার জন্য তপস্যা করে। তপস্যা করতে করতে যদি তাঁর কৃপা হয়, তবে দেখতে পায়। পঞ্চমবর্ষীয় ধ্রুবকেও পদ্মপলাশলোচনকে দেখবার জন্য বনে গিয়ে ব্যাকুল হয়ে ছুটোছুটি করতে হয়েছিল।

ধনু। বটে! আর সেই চক্ষু তুমি আমাকে দেখাবে?

রামা। আমি তোমার হয়ে পদ্মপলাশলোচনকে ডাকবো। দেখা দেওয়া তাঁর কৃপা। ও কি! মাথা হেঁট ক'রে বসলে যে?

ধনু। স'রে যাও- -স'রে যাও---আমায় আর সে চক্ষু দেখাতে হবে না। স'রে যাও।

রামা। কেন হে ভাই, হঠাৎ ক্রোধ হ'ল কেন? আমার কথায় বিশ্বাস হ'ল না?

ধনু। বিশ্বাস---বিশ্বাস আবার কি! যে এত বড় কথা কয়, সেই ত নারায়ণ। যাও, আমি তোমার মুখ দেখবো না। তুমি ক্ষ্যাপা-নারায়ণ।

রামা। কেমন ক'রে ক্ষিপ্ত হলুম, বল।

ধনু। ক্ষ্যাপা নও? যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যুগ যুগ তপস্যা ক'রেও যাঁকে দেখতে পায় না, একটা নারকী বেশ্যার দাসত্ব করতে এসে সেই পদ্মপলাশলোচনকে দেখবে?

রামা। অহেতুক কৃপানিধি যদিই দেখা দেন, তাতে তোমার কি?

ধনু। তা হ'লে যে তপস্যার মাহাত্ম্য নষ্ট হবে নারায়ণ।

রামা। ধনুর্দ্দাস! ক্ষোভ কর দূর।
শ্রীমুখদর্শনে তুমি যোগ্য অধিকারী।
জন্ম জন্ম সুকঠোর তপস্যার ফলে
অপূর্ব্ব বিশ্বাস তুমি করেছ অর্জ্জন।
এ অমূল্য রত্নপূর্ণ যাহার ভাণ্ডার,
কিবা তার প্রয়োজন তপস্যার?
উৎসমুখে আছে আবর্জ্জনা,
নারায়ণ করুন্ করুণা—
মুক্ত হ'ক মুখ তার,
প্রবাহ ছুটুক শতধারে।
শান্তাকার ভুজগ-শয়ন
হে যোগীর ধ্যানগম্য
মেঘবর্ণ শুভাঙ্গ-মাধব!
একবার মে'ল দু'টি আঁখি।
একবার নয়নে নয়নে সম্মিলনে
কটাক্ষে অমৃতধারা কৃপা বিতরণে
ভক্তের দর্শন-তৃষ্ণা কর নিবারণ!

(পট-পরিবর্ত্তন)

[অনন্ত-শয়নে লক্ষ্মী-সেবিত নারায়ণ]

আঁখিযুগে অনুরাগ অঞ্জন মাখিয়া
চেয়ে দেখ ধনুর্দ্দাস,
কি অপূর্ব্ব পদ্মপত্র আঁখির বিকাশ!
ধরেছে অনন্ত-ফণা ছত্রের আকার,
ছুটেছে অনন্ত ঘিরে
মধুময়ী আঁখি-দীপ্তি-ধারা করুণার।
উঠ হে দেখ হে ভাগ্যবান্!
উথলে অমিয়া-সিন্ধু
হৃদয় পূরিয়া কর পান।

ধনু। মুদে গেল আঁখি, হায়, মুদে গেল আঁখি!
রূপের পর্ব্বতভারে পলক তুলিতে নাহি পারি।
মিলায়ো না মিলায়ো না—আসিতে আসিতে
পথ হ'তে যেও না হে ফিরে।
যাক্ ভেঙ্গে ক্লেদপূর্ণ কারা,
তথাপি দেখিব আমি—
দাঁড়াও দাঁড়াও—যেয়ো না যেয়ো না
অন্ধ ক'রে।
যেয়ো না যেয়ো না পদ্মপলাশলোচন!

(পূর্ব্বদৃশ্য)

রামা। উঠ ধনুর্দ্দাস, চক্ষু উন্মীলিত কর।

ধনু। এই যে—এই যে! দয়াময়। পরম কৃপাবশে এই কাম-পরায়ণ পশুকে আপনি যে দেবদুর্ল্লভ আনন্দের ভাগী করলেন, তার জন্ম-জন্মের দাসত্বেও আপনার এ মহৎ কার্য্যের প্রতিশোধ হয় না। প্রভু! এ অধমকে চিরদাস ব'লে গ্রহণ করুন।

রামা। দাস কেন ধনুর্দ্দাস, আজ থেকে তুমি আমার সখা। এস ভাই, উভয়ে মিলে আজ থেকে সর্ব্বভূতাত্মা নারায়ণের দাসত্ব গ্রহণ করি।

ধনু। ও সব বড় বড় কথা আমি বুঝতে পারি না। বলুন—"আজ থেকে তোমাকে দাস ব'লে গ্রহণ করলুম।" না বললে, আমি পা ছাড়বো না।

রামা। ভাল, তাই বললে যদি তোমার তুষ্টি হয়, তা হ'লে উঠ ধনুর্দ্দাস, আমার দণ্ড-ভার তুমি গ্রহণ কর।

ধনু। ধন্য আমি—কৃতকৃতার্থ আমি। কিন্তু ঠাকুর—

রামা। আবার 'কিন্তু' কি—

ধনু। যার কৃপাতে এই অভয় চরণ লাভ করলুম, সে যে এখনও প'ড়ে রইল!

রামা। এ কি অসম্ভব কথা বলছ ধনুর্দ্দাস?

ধনু। পতিতপাবন! অসম্ভবকে যে সম্ভব করেছ, তাই বলছি, দৃষ্টির শৃঙ্খলে হেমাম্বা যদি আমাকে পশুর মত বেঁধে না রাখতো, তা হ'লে করুণাময়ের দৃষ্টি ত আমার উপর পড়তো না। আমার এই অতুল সৌভাগ্য লাভ হ'ত না।

রামা। এখনও মোহ ধনুর্দ্দাস?

ধনু। ভাল ক'রে দেখ নারায়ণ! মোহ আমার আর কিছু নেই। মোহ থাকলে শ্রীগুরুর চরণের মাহাত্ম্য নষ্ট হয়। অনুমতি কর, তাকেও এই অভয় পদপ্রান্তে নিয়ে আসি।

রামা। মূর্খ! সে কি আর তোমার অপেক্ষায় ব'সে আছে যে, তাকে নিয়ে আসবে? সে স্বৈরিণী—তোমার জন্য হয় ত কিয়ৎক্ষণের মত অপেক্ষা ক'রে তার নিজস্থানে প্রস্থান করেছে।

ধনু। যদি সে থাকে?

রামা। থাকে, নিয়ে এস। তারও মুক্তির জন্য আমি একবার শ্রীরঙ্গনাথের কৃপা ভিক্ষা করব।

(হেমাম্বার প্রবেশ)

হেমাম্বা। আর যদি সে স্বৈরিণী ঘুরতে ঘুরতে এইখানেই এসে থাকে দয়াময়?

ধনু। জয় গুরু—জয় গুরু। চ'লে আয় ক্ষেপী, চ'লে আয়।

রামা। তাই ত, আজ এ কি অহেতুক কৃপা বিতরণের লীলা দেখাচ্ছ নারায়ণ! ইতস্ততঃ ক'র না মা—এস, নির্ভয়ে নিকটে এস। ধনুর্দ্দাস! তোমার প্রণয়িনীও ভাগ্যবতী।

ধনু। আর আমার প্রণয়িনী বলছ কেন ঠাকুর, এখন থেকে ও তোমারই প্রণয়িনী। নে, চরণে পড় ক্ষেপী, চরণে পড়।

হেমাম্বা। পতিতপাবন! পরস্পরে বন্ধনে বন্ধনে দুটি পাতকী এক স্থানে ছিলুম। তার একটি ছিনিয়ে আনলে, আর একটি কোথায় যায়! যেটিকে এনেছ, তার বল আছে। যেটিকে ফেলে রেখে এসেছ, সেটি অবলা।

রামা। মাতঃ, কর গাত্রোত্থান! ত্যজি হীন যান
লহ নাম, অন্য পথে করহ প্রয়াণ।
অষ্টাদশ দিবসাবর্ত্তনে,
অতি সাধ্য-সাধনায়, গুরু-পাশে
সরহস্য যেই মন্ত্র পাইয়াছি আমি,
সংসার-ব্যাধির সেই পরম ঔষধ
হে দম্পতি, সাবধানে করহ গ্রহণ।
ঘুচে যাক জীবনের সকল যন্ত্রণা।
ঘুচে যাক অজ্ঞান-সংশয়,
ঘুচে যাক্, ঘুচে যাক্ ভয়।
এ জীবন নবালোকে হ'ক আলোকিত।

(মন্ত্রদান)

হে দম্পতি! এ নব জীবনে জাগরণ—
ধর করে পরস্পরে
সমপ্রাণে মুক্তকণ্ঠে বল নারায়ণ।

উভয়ে। নারায়ণ—নারায়ণ—নারায়ণ।

হেমাম্বা। হাজার বৎসরের অন্ধকারভরা ঘরে দীপ জ্বললো। পাপ এ দেহ-মন্দির ছেড়ে হাহাকার করতে করতে শূন্যে মিলালো, গুরুপাদ-পদ্মের সৌরভে ত্রিলোক ভ'রে গেল।

রামা। নবীন জীবনে নবীন সাধনপথে গতি
হে দম্পতি, নূতন এ বিবাহ-বন্ধন।
এত দিন আত্মেন্দ্রিয়-সুখ-বাঞ্ছা লয়ে

মিলেছিলে দুইজনে ;
আজ হ'তে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-সুখ-বাঞ্ছা লয়ে
পরস্পরে করিয়া নির্ভর
সার্থক করহ দোঁহে মানব-জীবন।

সপ্তম দৃশ্য

মন্দিরের মধ্যাংশ।

অর্চ্চক ও অর্চ্চক-পত্নী।

অর্চ্চক। পারবি না ?

অর্চ্চক-পত্নী। আমি ওই সোনার বরণ মহা-পুরুষকে হত্যা করব! সন্তানের মা হয়ে তার মুখে বিষ তুলে দেব!

অর্চ্চক। তবে যা, স'রে যা—গোল করিস্ নি।

অর্চ্চক-পত্নী। ওগো, এমন দানবের কাজ ক'র না।

অর্চ্চক। চোপ।

অর্চ্চক-পত্নী। ক'র না, ক'র না—

অর্চ্চক। তা হ'লে আগে তোকে মেরে ফেলবো।

অর্চ্চক-পত্নী। তাই ফেল—আগে আমাকে মেরে ফেল। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, শ্রীরঙ্গ-নাথের সুমুখে ব্রহ্মহত্যা ক'র না।

অর্চ্চক। তবে রে লক্ষ্মী-ছাড়ী! ও বেঁচে থাকলে, পথে পথে তোকে ভিক্ষা করে মরতে হবে, বুঝতে পারছিস্ না।

অর্চ্চক-পত্নী। তাও ভাল—তবু ব্রহ্মহত্যা ক'র না, ক'র না, ক'র না।

অর্চ্চক। দেখছিস কি সর্ব্বনাশী—ধর্ম্ম যায়। যেখানে চেনা-শোনা না হ'লে আমি বামুনকে পর্য্যন্ত ঢুকতে দিই না, সেই শ্রীমন্দিরে ওই ভণ্ড-তপস্বী শূদ্রকে প্রবেশ করিয়েছে। শুধু শূদ্র? সঙ্গে বেশ্যা। নিচুল নগরের বাজারে বেশ্যা। নে, নিজে যদি না পারিস্, লুকিয়ে মন্দিরের কোণে ব'সে থাক্ গে যা। খবরদার, যদি ঘুণাক্ষরে সে জানতে পারে, তা হ'লে এই বিষ তোর গালে ঢেলে দেব।

অর্চ্চক-পত্নী। (স্বগত) হে শ্রীরঙ্গনাথ! সাধুকে রক্ষা কর—সাধুকে রক্ষা কর।

অর্চ্চক। কেমন—এই বাটিটা ত?

অর্চ্চক-পত্নী। দেখ পোড়ারমুখো মিন্‌ষে, চেখে দেখ।

[প্রস্থান।

অর্চ্চক। এই বটে—এই বটে! আমি নিজ হাতে চরণামৃতের সঙ্গে বিষ মিশিয়েছি। এই বটে। তবু—তবু—সন্দেহটা মিটিয়ে নি। ওই একটা কুকুর শুয়ে রয়েছে। একটা সন্দেশের সঙ্গে এর একটু মিশিয়ে ওটাকে খাইয়ে দেখি। এখনি এর গুণ বোঝা যাবে।

[প্রস্থান।

(দাশরথির হস্ত ধরিয়া রামানুজের প্রবেশ)

রামা। দাশরথি! মনে যেন ক্ষোভ ক'র না। দণ্ড গ্রহণের ভার তোমার নিকট থেকে নিয়ে আমি ধনুর্দ্দাসকে প্রদান করলুম।

দাশ। ক্ষোভ? এ যে পরমানন্দ। ধনুর্দ্দাসকে যে কৃপা দেখিয়েছেন, সে ত এ দাসকেই দেখিয়েছেন গুরুদেব!

রামা। অসংখ্য ভক্ত শ্রীরঙ্গনাথের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সে সকলের ভার তোমায় নিতে হবে। সেই জন্য আমি তোমাকে ভার-মুক্ত করেছি। শ্রীচরণামৃত গ্রহণ ক'রে, কুরেশকে সঙ্গে নিয়ে আজই আমাকে কাশ্মীরযাত্রা করতে হবে। শ্রীভাষ্য রচনা করতে হ'লে, বৌধায়ন-সূত্র দেখ-বার প্রয়োজন। কাশ্মীরের সারদামঠে সেই পুস্তক আছে। পৃথিবীর অন্য কোথাও নাই। সেই পুস্তকরত্নকে শ্রীরঙ্গমে নিয়ে আসব। যত দিন না ফিরব, তত দিন ভক্তগণের পালন-কার্য্যে নিযুক্ত থাক।

দাশ। যথা আজ্ঞা।

রামা। কই অর্চ্চক প্রভু, কোথায় আপনি?

(অর্চ্চক-পত্নীর প্রবেশ ও রামানুজের পদ ধারণ)

এ কি মা, সন্তান আমি—সন্তান আমি। ওঠ—ওঠ—এ কি নখপীড়ন করছ কেন—আমি যে ইঙ্গিত বুঝতে পারছি না। তোমার স্বামীকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?

অর্চ্চক। (নেপথ্যে) যাচ্ছি, যতিরাজ, যাচ্ছি। শ্রীচরণামৃত নিয়ে যাচ্ছি।

[অর্চ্চক-পত্নীর শঙ্কিতভাবে প্রস্থান।

দাশ। প্রভু! কি রকম সন্দেহ মনে জাগছে যে!

রামা। ছি দাশরথি, শেষশায়ী ভগবানের আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে সংশয়াত্মা হও কেন?

(অর্চ্চকের প্রবেশ)

অর্চ্চক।---(স্বগত) ঠিক---ঠিক হয়েছে। জিবে ঠেকাতে না ঠেকাতে কুকুরটা ম'রে গেল। আর এর সমস্তটা পেটে ঢুকলেও বেটা মরবে না? আবার একটা সঙ্গে যে! আসুক আসুক। দু' বেটাকেই শেষ করি। (প্রকাশ্যে) এই যে প্রভু! প্রত্যুষেই কাবেরী-স্নান সেরে, আপনাকে ঠাকুরের চরণামৃত দানের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি।

রামা। আপনার পরমকৃপা প্রভু!

অর্চ্চক। একেবারে শ্রীরঙ্গনাথের চরণাঙ্গুলি স্পর্শ করিয়ে নিয়ে এলুম। একটু আগে দুজন কাকে আপনি গর্ভমন্দিরে নিয়ে গিছ্‌লেন। সে দুটি কে প্রভু?

রামা। তারা দুটি শ্রীরঙ্গনাথের পরমভক্ত।

অর্চ্চক। তারা কি জাত?

রামা। ভক্ত জাতির অতীত।

অর্চ্চক। বটে বটে; আপনি তা হ'লে পতিতপাবন! আচণ্ডাল জীবকে উদ্ধার করতে নরদেহে অবতীর্ণ হয়েছেন। আমি মূর্খ ব্রাহ্মণ। আপনাকে শ্রীচরণামৃত দিতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছে।

রামা। সে কি ঠাকুর, মানুষকে ঈশ্বরজ্ঞানে অপরাধ করেন কেন? আমি শ্রীরঙ্গের দাসানুদাস। শীঘ্র আমাকে নারায়ণের চরণামৃত দান করুন।

অর্চ্চক। তবে নিন। দেখবেন, আমার অপরাধ গ্রহণ করবেন না। (রামানুজের চরণামৃত পান) (স্বগত) হুঁ! ধরেছে ধরেছে। নাও ভাই, তুমিও পান কর।

রামা। এ অপূর্ব্ব সুধাপানে
এখনও যোগ্য তুমি নহ দাশরথি!

(দাশরথির হস্ত হইতে পাত্র নিক্ষেপ)

অর্চ্চক। ধরেছে ধরেছে ধরেছে।

(অর্চ্চকের পলায়ন)

দাশ। কি হ'ল কি হ'ল প্রভু?
অকস্মাৎ কম্পান্বিত কেন কলেবর?

রামা। উন্মত্ত তরঙ্গ বলে প্রহারে প্রহারে
জর্জ্জরিত করিতে আমারে,
ভুবনের চারি ধার হ'তে,
মৃত্যুর রহস্য আসে ছুটে।
স্থির হও বসুন্ধরে!
ধরা-পৃষ্ঠে ঘূর্ণ্যমান দৃশ্য সমুদয়!
স্থির হও---চাঞ্চল্যের এ নহে সময়!
অসম্পূর্ণ কার্য্য মোর---
এখনো অপূর্ণ আছে গুরুর কামনা।
যাও মৃত্যু, দূর হ'তে দূর-দূরান্তরে।
যদি এস, আলিঙ্গন কর আপনারে।

দাশ। কিছু যে বুঝিতে নারি গুরু!

রামা। কি আর বুঝিবে প্রিয়তম!
তীব্র—অতি তীব্র হলাহল
শ্রীচরণামৃতের মিশ্রণে
এ উদরে লয়েছে আশ্রয়।
মুহূর্ত্তে ধমনী-পথে করিয়া প্রসার
মস্তিষ্ক করেছে অধিকার।
আসে মৃত্যু গ্রাসিতে আমারে
সঙ্গে লয়ে নিজ-দলে ঝঞ্ঝা-কোলাহলে।

দাশ। এ কি সর্ব্বনাশ হ'ল গুরু!

রামা। ভয় কি ভয় কি দাশরথি!
ছাড় বৎস মোরে,
শীঘ্র ছুটে যাও হে নগরে।
সর্ব্বভক্তে কর আবাহন,
তোলো হে গগন-ভেদী নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
অমৃতে গরলে কোলাকুলি।
নাম-শক্তি নিরখিতে আজি কুতূহলী
চঞ্চল হয়েছে বসুন্ধরা।
তাই মোর পদ নহে স্থির।
শীঘ্র যাও, শীঘ্র যাও—হয়ো না অধীর,
সঙ্কীর্ত্তন-রোল তোলো শ্রীরঙ্গনগরে।

[দাশরথির প্রস্থান।

সৃষ্টি স্থিতি লয়—শক্তিত্রয়
সমন্বয় করি একাধারে,
হৃদয়-আগারে
এস, এস—ব'স জনার্দ্দন!
শান্তি---শান্তি---শান্তিপূর্ণ হউক ভুবন।

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

(অর্চ্চকের পুনঃ প্রবেশ)

অর্চ্চক (চারিদিকে চাহিয়া) কই! কি হ'ল!—তুলে নিয়ে গেল!—না! ওই—ওই—

টলতে টলতে—ওই যাচ্ছে না? ওই পড়ল—হাঁ! যাবে কি! যমে ধরেছে, যাবে কি! না! ওই উঠল যে! ওই যে চারিদিক থেকে ভক্ত বেটারা দাঁড়ালো। তাই ত! ম'ল না? বিষ নেই না কি? না—না—কুকুর ছুঁতে না ছুঁতে আমার চোখের উপর ম'রে যে গেল! সেই বিষ হজম করলে!

(বড়রুনের প্রবেশ)

বড়। ধিক্ বামুন, তোকে ধিক্! আমাকে কেবল বন্ধুদের কাছে অপ্রস্তুত করলি! যদি খাওয়াতে সাহস নেই ত নিলি কেন?

অর্চ্চক। ঠিক খাইয়েছি।

বড়। ঠিক খাইয়েছ? আমি গাড়োল? যতটা বস্তু তোমাকে দিয়েছি, তার সিকি অংশতে অমন দশ দশটা লোকের মৃত্যু হয়। তখনি—জিবে ঠেকাতে না ঠেকাতে মৃত্যু হয়।

অর্চ্চক। তার সব খাইয়েছি।

বড়। মিথ্যা কথা!

অর্চ্চক। এই দেখ—বাটির সমস্ত জল নিঃশেষ করেছে।

বড়। এতে বিষের চিহ্ন ত কিছুই দেখতে পাই না।

অর্চ্চক। কুকুর ছুঁতে না ছুঁতে মরেছে।

বড়। তোমার মুণ্ডু করেছে। (তৃণের অগ্রভাগ দিয়া কিঞ্চিৎ জল তুলিয়া রসনায় প্রদান) ছ্যাকা—আমি ছ্যাকা? এই তোমার বিষ? এই তোমার—সত্যি—(য়্যাঁ—য়্যাঁ—ওঁ—ওঁ—ইত্যাদি স্বরে ভূমিতে পতন! নেপথ্যে—কীর্ত্তন-ধ্বনি।)

অর্চ্চক। এ কি! যার এক বিন্দু রসনায় ঠেকালে লোকে অজ্ঞান হয়, সেই বিষ সমস্ত উদরস্থ ক'রে বেঁচে গেল? তুমি কি মানুষ?

(অর্চ্চক-পত্নীর প্রবেশ)

অর্চ্চক-পত্নী। ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে। পাপীর ঠিক শাস্তি হয়েছে, তোরও হওয়া উচিত ছিল। চ'লে আয় হতভাগা চ'লে আয়। অহেতুক কৃপানিধি—পায়ে ধরেছি, ক্ষমা পেয়েছি। যদি মহাপাপ থেকে উদ্ধার পেতে চাস্, চ'লে আয়—চ'লে আয়।

[অর্চ্চককে লইয়া অর্চ্চক-পত্নীর প্রস্থান।

(গোবিন্দের প্রবেশ)

গোবিন্দ। উঠ ভাই! আমি অপরাধী।
গুরুর প্রচণ্ড-শত্রুজ্ঞানে
দ্বেষ-বশে মৃত্যু তব করেছি কামনা।
তাই তব এ ভীম-যাতনা।
বুঝি নাই আগে,
বিকর্ষণে লীলার পোষণে
শত্রুরূপে তুমি নারায়ণ।
ক্ষমা কর মোরে।
তব মৃত্যু আমারে করহ দান।

(তিরুমলের প্রবেশ)

তিরু। আয় বড়কুন—আয়! ওরে, অহেতুক-কৃপানিধি—আমাকে করুণা ক'রে চরণে স্থান দিয়েছেন। তুইও আয়—তোকেও তিনি চরণে স্থান দিবেন। এ কি, এ কি?—বিষ? খেয়েছিস্? ভয় কি! আগে মনে মনে যতিরাজকে স্মরণ কর্ যেমনি কথা ফুটবে, অমনি উচ্চ-কণ্ঠে যতিরাজের নাম কর্। বিষ অমৃতে পরিণত হয়ে যাবে।

বড়। জয় যতিরাজ!

গোবিন্দ। জয় যতিরাজ!

তিরু। (গোবিন্দের পদ ধরিয়া) গুরু—গুরু—তুমি এ অধম দু'টোকে ক্ষমা কর।

গোবিন্দ। হাঁ—হাঁ—কর কি—কর কি! তোমরা আমার গুরু। আমার অন্ধ-দৃষ্টিকে ফুটিয়েছ। —এস এস—আমরা তিন জনে একসঙ্গে আমাদের গুরুজি-মহারাজের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করি।

অষ্টম দৃশ্য

শ্রীরঙ্গম—নাট্য-মন্দির-প্রাঙ্গণ।

কুরেশ।

কুরেশ। এস—এস—কে ভাগ্যবান্ কোথা আছ, এস। সচল শ্রীরঙ্গমূর্ত্তি দর্শনে যদি অভিলাষ থাকে—মুহূর্ত্ত বিলম্ব না ক'রে, যে, যে অবস্থায় থাকো, চ'লে এস।

(রামানুজকে বেষ্টন করিয়া ভক্তগণের প্রবেশ)

(গীত)

পদ্মাধিরাজে গরুড়াধিরাজে
বিরিঞ্চিরাজে সুররাজরাজে।
ত্রৈলোক্যরাজেঽখিললোকরাজে
শ্রীরঙ্গরাজে রমতাং মনো মে॥
লক্ষ্মীনিবাসে জগতাং নিবাসে
উৎপন্ন-বাসে রবি বিম্ববাসে!
ক্ষীরাব্ধিবাসে ফণিভোগবাসে
শ্রীরঙ্গবাসে রমতাং মনো মে॥
ব্রহ্মাদিবন্দ্যে জগদেকবন্দ্যে
দেবে মুকুন্দে চরণারবিন্দে
গোবিন্দদেবেঽখিললোকদেবে
শ্রীরঙ্গদেবে রমতাং মনো মে।
কাবেরী-তীরে কমলা-কলত্রে
মন্দারমালে কৃতচারুমালে।
দৈত্যান্তকালেঽখিললোকপালে
শ্রীরঙ্গপালে রমতাং মনো মে॥

(গোবিন্দ, অর্চ্চকপত্নী, বড়ক্কন ও তিরুমলের প্রবেশ)

(সকলের রামানুজের পাদমূলে পতন)

অর্চ্চক। দয়াময়! হীন পশু আমি—
—উদ্ধার কর—উদ্ধার কর।

অর্চ্চক-পত্নী। একবার ধরেছিনু অভয় চরণ,
আর যেন নাহি পাই ভয়,
স্বামীর মঙ্গল বাঞ্ছা কর দয়াময়।

তিরু। হে নারায়ণ! আমাদের দুজনের কথা
কইবার কিছু নেই।

গোবিন্দ। কেহ কোন ক'র না আক্ষেপ।
তোমাদের হ'তে,
গুরুর মাহাত্ম্য আজি হইল প্রচার।
হের ওই ক্ষমার আধার
প্রেমচক্ষে সবারে করেন নিরীক্ষণ।

রামা। হে গোবিন্দ! শত্রুরে করিলে প্রেমদান,
আজ হ'তে তুমি মম জীবন সমান।
যাও সবে, নব মন্ত্রে হইয়া দীক্ষিত,
সার করি জীব-সেবা-ব্রত
সংসার সুরম্য পথে করহ প্রয়াণ।
ও দিকে জলধিপৃষ্ঠ, এ দিকে অচল—
মধ্যে শুধু তোলো সবে নাম-কোলাহল,
আনন্দ-প্লাবিত হ'ক ধরা,
শতধা ভাঙুক মোহ-কারা,
জীবাত্মক স্থাবর জঙ্গম
প্রাণে প্রাণে বিনিময়ে
হোলি-রঙ্গে উঠুক নাচিয়া।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শ্রীরঙ্গমের উপকণ্ঠ।

কুরেশ ও অন্যান্য শিষ্যগণ।

১ম শিষ্য। কোথায়—কোথায় দিগ্‌বিজয় করতে গিয়েছিলে বল।

কুরেশ। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে কুমারিকা, পূর্ব্বে চন্দ্রনাথ, পশ্চিমে দ্বারকা। তার ভিতরে কত রাজ্য, কত নগর, কত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মঠ। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী অসংখ্য ব্যক্তি আজ শ্রীসম্প্রদায়ের পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। বহু যতি সন্ন্যাসী গুরুদেবকে গুরু স্বীকার করেছে। বহু লোক তাঁকে অবতার-জ্ঞানে পূজা করেছে। তাঁর শিক্ষা-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হয়ে বহু নরপতি তাঁর পদতলে মুকুট রক্ষা করেছে। অধিক আর কি বলব, কাশ্মীরে সারদামঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মূর্ত্তি ধারণ ক'রে গুরুজী-মহারাজকে অভ্যর্থনা করেছেন।

সকলে। বল কি!

কুরেশ। শুধু কি তাই! গুরুদেব শ্রীভাষ্য রচনা করবেন ব'লে ভাষ্যের প্রধান উপকরণ বৌধায়ন-সূত্র আনতে সারদামঠে গিয়েছিলেন। মঠের সন্ন্যাসীরা তাঁকে বৌধায়ন-সূত্র দিলে না। পুথি কীটে নষ্ট করেছে, এই কথা ব'লে গুরুজী-মহারাজকে হতাশ করে দিয়েছিল। স্বয়ং সারদা-দেবী রাত্রিকালে পুস্তকের ভাণ্ডার থেকে সেই পুথি গ্রহণ ক'রে গুরুদেবকে দান করেছিলেন।

সকলে। বিচিত্র—বিচিত্র!

১ম শিষ্য। তার পর?

কুরেশ। তারপর আবার কি? সেই অপূর্ব্ব ভাষ্য রচনা হ'য়ে গেছে। সারদাদেবী সাগ্রহে সেই

ভাষ্য শুনেছেন। শুনে যতিরাজকে ভাষ্যকার উপাধি দান করেছেন। মানুষের কি এরূপ গৌরব-লাভ হয় ভাই? গুরু আমাদের অবতার। আমরা সকলেই ধন্য, সেই মহাপুরুষের শিষ্যত্ব পেয়েছি।

(দাশরথির প্রবেশ)

দাশ। এই যে—এই যে! কুরপতি! এ কি বিচিত্র কথা শুনলুম!

কুরেশ। কি শুনলে ভাই?

দাশ। অন্যের মুখে শুনলে এ কথা বিশ্বাস করতে পারতুম না। স্বয়ং গুরুদেব বলেছেন!

কুরেশ। কি শুনেছ?

দাশ। তুমি না কি একটিবার মাত্র চোখ বুলিয়ে বৌধায়ন-সূত্রের এক লক্ষ শ্লোকই কণ্ঠস্থ ক'রে ফেলেছ?

কুরেশ। গুরুদেব বললেন?

দাশ। শুধু বললেন! তোমার অজস্র প্রশংসা করলেন। বললেন—"কুরেশ না থাকলে আমার দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হ'ত না। শ্রীভাষ্য রচনা হ'ত না।" সারদামঠের সন্ন্যাসীদের না কি গুরুদেবকে বৌধায়ন-সূত্রের পুথি দেবার মত ছিল না। দেবী সরস্বতী লুকিয়ে সেই পুস্তক গুরুদেবের হাতে দেন। দিয়ে বলেন—"যত দ্রুত পার, স্বদেশে প্রস্থান কর। মঠের লোক যদি জানতে পারে, পুস্তক চুরি গিয়েছে, তা হলে যেমন ক'রে পারে সেই পুস্তক তোমার হাত থেকে কেড়ে নেবে।" তোমরা সেই পুথি নিয়ে পালিয়ে আসবার পরে তারা যখন জানতে পারে, পুথি চুরি গিয়েছে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তারা তোমাদের ধরতে অস্ত্রধারী লোক পাঠায়। তারা এক মাস পরে বিতস্তানদীর তীরে তোমাদের ধ'রে ফেলে। ধ'রেই গুরুর হাত থেকে পুথি কেড়ে নিয়ে চ'লে যায়। হতাশ হয়ে গুরু মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়েন। তুমি সেই সময় তাঁকে আশ্বাস দাও যে, বৌধায়ন-সূত্র তুমি কণ্ঠস্থ ক'রে ফেলেছ। কি ক'রে এই অদ্ভুত কার্য্য করলে কুরেশ?

কুরেশ। গুরুদেব পথে আসতে আসতে যে সময়ে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন, সেই সময়ে শুধু কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে অজ্ঞাতসারে আমি পুথিখানা পাঠ করতুম। প্রভুর ইচ্ছাতেই বুঝি পড়েছিলুম, নইলে কাশ্মীর যাওয়া আমাদের বৃথা হ'ত—বৌধায়ন-সূত্র আর পাওয়া যেতো না। কেন না, কাশ্মীরের সারদামঠ ছাড়া ভারতের আর কুত্রাপি সে পুস্তক নেই।

১ম শিষ্য। একবার প'ড়েই তুমি বৌধায়ন-সূত্র কণ্ঠস্থ ক'রে ফেললে!

কুরেশ। শুনলে লক্ষ শ্লোক—মাত্র সময় পেয়েছিলুম এক মাস। তা আবার সব সময় পড়তে পেতুম না। একবার যে প'ড়ে ফেলতে পেরেছি, এই যথেষ্ট। গুরুর আশীর্ব্বাদ না থাকলে বোধ হয় শেষ করতে পারতুম না!

দাশ। শোন কুরেশ, আমার নিজের স্মৃতিশক্তির একটা গর্ব্ব ছিল। অনেক শাস্ত্র পড়েছি। প্রায় সে সমস্তই আজও পর্য্যন্ত আমার কণ্ঠস্থ আছে! কিন্তু তোমার এ অপূর্ব্ব শক্তির কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। তুমি যে মেধাবী, তা যাদবাচার্য্যের পরাভবে আমি জেনেছিলুম। কিন্তু স্মৃতিও যে তোমার এমন অদ্ভুত, তা আমি জানতুম না।

কুরেশ। আমিই কি জানতুম দাশরথি! যাদবাচার্য্যের পরাভব স্বীকারে বুঝলুম, গুরু মেধারূপে আমার ভিতরে প্রবেশ করেছেন। একবারমাত্র চোখ দিয়ে বৌধায়ন-সূত্রের এক লক্ষ শ্লোক কণ্ঠস্থ হওয়াতে জানলুম, গুরু স্মৃতিরূপেও আমার ভিতরে প্রবেশ করেছেন।

দাশ। সে তুমি বিনয় দেখাতে যাই বল, তুমি ধন্য।

সকলে। তুমি ধন্য।

কুরেশ। ও কথা ব'ল না দাশরথি! বললে গুরুদেবের অসম্মান করা হয়। ও কথা শোনাতেও প্রত্যবায় আছে।

[কুরেশের প্রস্থান।

দাশ। আমিও অনেক শাস্ত্র পড়েছি কুরপতি! শিষ্যের গুণের প্রশংসা করলে গুরুর অসম্মান হয়, তোমার কাছে এই প্রথম শুনলুম।

১ম শিষ্য। ওর কথা ধরছ কেন ভাই! কুরেশ হচ্ছে গুরুদেবের মহাভাবের শিষ্য। কিন্তু আমরা জানি, তুমিই প্রথম, আর তুমিই প্রধান। কিন্তু আর একটা ব্যাপার কি যে দেখলুম, সেটা যে দেখেও বিশ্বাস করতে পারলুম না।

দাশ। কি দেখেছ?

১ম শিষ্য। কাবেরী-স্নানকালে তুমি চির-দিনই গুরুর দণ্ড বহন ক'রে নিয়ে যাও, কুরেশ নিয়ে যায় কমণ্ডলু। আজকে সে নিয়মের ব্যতি-ক্রম হ'ল কেন?

দাশ। ধর্ম্মুর্দ্দাসের কথা বলতে চাচ্ছ?

১ম শিষ্য। একে তুমি পরম পণ্ডিত, তায় ব্রাহ্মণ। তোমাকে পরিত্যাগ ক'রে শূদ্র ধনু-র্দ্দাসকে গুরু দণ্ড-বহনের ভার দিলেন!

সকলে। এটা কি রকম হ'ল!

দাশ। ধনুর্দ্দাসকে আমিই ত গুরুর পাদপদ্মে এনে দিয়েছি। আমার ইচ্ছানুসারেই গুরু তাকে এই ভার দিয়েছেন।

সকলে। আর কমণ্ডলু?

১ম শিষ্য। হেমাম্বা কি কমণ্ডলু-বহনের ভার পেয়েছে?

দাশ। তা আমি জানি না। আর এরূপ প্রশ্ন করা তোমাদের উচিত নয়।

[প্রস্থান

১ম শিষ্য। কথাটার মর্ম্ম বুঝলে? আমাদের উচিত নয়। অর্থাৎ কি না—আমরা কি না—শিষ্য। আর হেমাম্বা—

সকলে। শিষ্যা।

১ম শিষ্য। নইলে প্রশ্ন করায় কোনও দোষ হ'ত না—বুঝেছ?

সকলে। খুব বুঝেছি—মর্ম্মে—মর্ম্মে।

১ম শিষ্য। তা হ'লে চল না, একবার চক্ষু-কর্ণের বিবাদ মিটিয়ে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

(অণ্ডাল ও পারাশরের প্রবেশ)

পারা। কই মা, আমার বাবা কই?

অণ্ডাল। আঃ! বড়ই ব্যস্ত ক'রে তুললি যে বালক। দাঁড়া না, এসে পড়েছি।

পারা। এসে পড়েছি, এসে পড়েছি—এ কথা তো কাল থেকেই বলছিস্!

অণ্ডাল। আজ তাঁকে দেখতে পাবি।

পারা। ছেলেরা রোজ আমাকে বাবার কথা তুলে তামাসা করে। আমার বাবার নাম জিজ্ঞাসা করে। আমি কিছু জানি না ব'লে বলতে পারি না।

অণ্ডাল। এইবারে বলবি—গর্ব্বের সঙ্গে বলবি। তোর পিতার তুলনা ত্রিভুবনে নেই।

পারা। ত্রিভুবনে নেই?

অণ্ডাল। (স্বগত) তাই ত! মনের আবেগে এ কি ব'লে ফেললুম? গুরুদেবের অসম্মান করলুম? না—না—অসম্মান কেন—ঠিক বলেছি। শ্রীরঙ্গের প্রসাদ-ভক্ষণে পুত্র হয়েছে। গুরুই ত এ পুত্রের ধর্ম্মপিতা। ঠিক কথাই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে!

পারা। কি বললি মা—ত্রিভুবনে নেই?

অণ্ডাল। ত্রিভুবনে নেই। তোর পিতা স্বয়ং নারায়ণ।

পারা। কখন্ তাঁকে দেখব মা?

অণ্ডাল। বেশ, এই পথ পার্শ্বে তুই একটু বোস। আমি একটু এগিয়ে দেখে আসি। দেখিস্, যেন আমি না আসা পর্য্যন্ত কোথাও যাস্ নি।

পারা। যদি যাই?

অণ্ডাল। তা হ'লে তিনি তোকে দেখা দেবেন না।

পারা। না মা, আমি কোথাও যাব না।

[অণ্ডালের প্রস্থান।

(অপর দিক দিয়া সর্ব্বজ্ঞের প্রবেশ)

সর্ব্বজ্ঞ। এইবার তোমাকে দেখব, তুমি কেমন যতিরাজ? ভারতে ছটাকে পণ্ডিত-গুলোকে হারিয়ে তুমি নিজেকে দিগ্‌বিজয়ী মনে ক'রে গর্ব্বে স্ফীত হয়ে শ্রীরঙ্গমে ফিরে এসেছ। আমার বন্ধু যজ্ঞমূর্ত্তির কাছে বিচারে পরাভূত হয়ে, শেষে বুজরুকি দেখিয়ে তাকে বশ করেছ। আমার নাম সর্ব্বজ্ঞ শর্ম্মা—তোমার বুজরুকিও আমার বিলক্ষণ জানা আছে। সে ইন্দ্রভক্ত কোনরকমে জেনে, ইন্দ্রের মায়া দেখিয়ে, তাকে প্রতারিত করেছ। আমার বেলায় আর সেটি হচ্ছে না। তুমি ইন্দ্র হও ত আমি উপেন্দ্র হব। তুমি অগ্নি হও ত আমি বরুণ হয়ে তোমাকে নিবিয়ে দেব। তুমি বরুণ হও ত বায়ু হয়ে উড়িয়ে দেব।

(পুঁথিপূর্ণ শকট লইয়া বাহকত্রয়ের প্রবেশ)

যা—এগিয়ে নিয়ে যা—নিয়ে গোপুরের সুমুখে শকট রক্ষা কর্। আমি একটু পরে যাচ্ছি। আগে

শ্রীরঙ্গবাসী সর্ব্বজ্ঞ শর্ম্মার বিদ্যের ভাণ্ডারটা দেখে আঁতকে উঠুক। তার পর তারা সর্ব্বজ্ঞ শর্ম্মাকে দেখবে!

[শকট লইয়া বাহকত্রয়ের প্রস্থান।

পারা। ও গাড়ীতে ও সব কিগা?

সর্ব্বজ্ঞ। বা! বা! এ ত দিব্যমূর্ত্তি বালক! এ কি বৎস, পথের ধারে এই প্রত্যুষে একা তুমি এমন ক'রে ব'সে কেন?

পারা। আমার মা আমাকে এইখানে রেখে গেছেন।

সর্ব্বজ্ঞ। এমন অবস্থায় তোমায় ফেলে রেখে যায়, সে কি রকম মা?

পারা। তিনি বাবাকে খুঁজতে গেছেন।

সর্ব্বজ্ঞ। তোমার বাবা কোথায় গেছেন?

পারা। তিনি দিগ্‌বিজয়ে গিয়েছিলেন।

সর্ব্বজ্ঞ। দিগ্‌বিজয়ে গিয়েছিলেন—তোমার পিতা কি রাজা?

পারা। মা বলেন, তিনি জ্ঞানীর রাজা। ত্রিভুবনে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।—মা বলেন, তিনি নারায়ণ।

সর্ব্বজ্ঞ। (স্বগত) এ বালক যতিরাজের আত্মজ না কি!—তোমার পিতার নাম কি?

পারা। জানি না। আমি যে দিন ভূমিষ্ঠ হই, সেই দিনেই বাবা দিগ্‌বিজয়ে চ'লে গেলেন।

সর্ব্বজ্ঞ। তা হ'লে এ বালক যে যতিরাজের পুত্র, তাতে আর সন্দেহই নেই। পুত্রমুখ দেখে, পিতৃঋণ শোধ হয়েছে জেনে নিশ্চন্ত হয়ে যতিরাজ সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন।—তোমার নাম?

পারা। এখনও আমার নামকরণ হয় নি! পিতা ফিরে এলে হবে।

সর্ব্বজ্ঞ। তোমার পিতা ত ফিরে এসেছেন।

পারা। আপনি দেখেছেন?

সর্ব্বজ্ঞ। না বালক, আমিও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

পারা। কি জন্য যাচ্ছেন?

সর্ব্বজ্ঞ। তোমাকে মিছে কথা কইব কেন বালক, আমি তোমার পিতার সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করতে যাচ্ছি। আমি যতক্ষণ অজেয় থাকবো, ততক্ষণ তাঁর দিগ্‌বিজয়ী নাম সার্থক হবে না। আর আমি যদি তাঁকে বিচারে পরাস্ত করি—সেইটেই বেশী সম্ভব—তা হ'লে আমিই দিগ্‌বিজয়ী নাম গ্রহণ করব!

পারা। আপনি কি আমার পিতার নাম জানেন?

সর্ব্বজ্ঞ। জানি। তোমার পিতার নাম শ্রীরামানুজাচার্য্য।

পারা। আপনার বিশ্বাস আছে, আপনি আমার পিতাকে বিচারে পরাভূত করতে পারবেন?

সর্ব্বজ্ঞ। বিশ্বাস কি—মনে ক্ষোভ ক'র না বালক—নিশ্চয় পরাস্ত করব। ওই শকটের উপর স্তূপাকারে কি ছিল দেখেছ?

পারা। ও কি সব শাস্ত্র-গ্রন্থ?

সর্ব্বজ্ঞ। হাঁ। আমি ওই পর্ব্বতপ্রমাণ শাস্ত্র-গ্রন্থ পাঠ করেছি। ভারতের যে যেখানে বড় বড় পণ্ডিত ছিল, সকলেই আমার কাছে বিচারে হার মেনেছে। আমার জ্ঞাতব্য আর কিছু নেই ব'লে, কাশীর সমস্ত পণ্ডিতেরা সভা ক'রে আমাকে সর্ব্বজ্ঞ উপাধি দান করেছেন। বালক তুমি—বল্‌লে বুঝবে না, এরূপ উপাধি এক ঈশ্বর ভিন্ন মানুষে কেউ কখন পায় নি।

পারা। তা হ'লে আপনি ত ঈশ্বরতুল্য। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ—আপনিও সর্ব্বজ্ঞ।

সর্ব্বজ্ঞ। বালক! তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করি। সর্ব্বজ্ঞ উপাধি যখন নিয়েছি, তখন সে কথা আমাকে বলতে হবে বৈ কি? লোকে আমাকে ঈশ্বরতুল্য মনে ক'রেই ভক্তি করে। যার ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হয়েছে, তার আর কিছুই অজানা নেই।

পারা। ব্রহ্মজ্ঞান কি গা?

সর্ব্বজ্ঞ। ও ভুলে গেছি, তুমি যে বালক। ব্রহ্মজ্ঞান যে কি, সে কাউকে বোঝাবার যো নেই।

পারা। (পথ হইতে অঞ্জলিপূর্ণ বালুকা লইয়া) হাঁ সর্ব্বজ্ঞ ঠাকুর, আমার হাতে কি বলতে পার?

সর্ব্বজ্ঞ। (চমকিতভাবে) কেন বালক, এ বস্তু কি তুমি জান না? তুমি ত বেশ বুদ্ধিমানের মত কথা কইছিলে!

পারা। তুমি বল না।

সর্ব্বজ্ঞ। এর নাম বালুকা।

পারা। এর নাম মানে কি? এর কোন্‌টির নাম বালুকা?

সর্ব্বজ্ঞ। ওঃ! তোমার কথা বুঝতে পেরেছি। তোমার হাতে বালুকা কণার সমষ্টি।

পারা। এতে কত কণা আছে?

সর্ব্বজ্ঞ। অ্যাঁ—অ্যাঁ, এ কি বলছ?

পারা। বল---বল।

সর্ব্বজ্ঞ। এ কি কেউ কখন বলতে পারে?

পারা। সে কি ঠাকুর, সর্ব্বজ্ঞ নাম নিয়েছ, ঈশ্বরের তুল্য হয়েছ, আর আমার এই ছোট অঞ্জলিতে কত বালুকার কণা আছে, বলতে পার না? কিন্তু ঈশ্বর বলতে পারেন,—সাগরতটে কত বালুকার কণা আছে, সমস্ত পৃথিবীর নদীতীরে কত বালুকার কণা আছে।

সর্ব্বজ্ঞ। ঈশ্বর বলতে পারেন ব'লে মানুষে কি পারে?

পারা। আমি বলছি, নয় কোটি নিরেনব্বুই লক্ষ নিরেনব্বুই হাজার নশো নিরেনব্বুই।

সর্ব্বজ্ঞ। কেমন ক'রে বুঝব, তোমার কথা ঠিক কি না?

পারা। এই যে তুমি বললে, ব্রহ্মজ্ঞান কাউকেও বোঝান যায় না। আমিই বা কেমন ক'রে বোঝাবো! বিশ্বাস না হয়, গুণে দেখ।

সর্ব্বজ্ঞ। হয়েছে হয়েছে। আমি সর্ব্বজ্ঞ নই —হীন অজ্ঞ। হে বালকবেশী মহাপুরুষ! আমার প্রণাম গ্রহণ কর। আমি এই দন্তে তৃণ ক'রে তোমার পিতার পদপ্রান্তে মাথা রাখতে চললুম। ওরে! শকট ফেরা ও সমস্ত পুথিকে কাবেরীর জলে বিসর্জ্জন দিতে হবে।

[প্রস্থান।

(অণ্ডালের প্রবেশ)

অণ্ডাল। আয় বালক, শীঘ্র চ'লে আয়।

পারা। বাবাকে দেখতে পেয়েছো মা?

অণ্ডাল। পেয়েছি পেয়েছি। আয় ভাগ্যবান্, তোর নরসিংহ পিতাকে জীবনে প্রথম দেখবি। বিলম্ব করিস্ নি, চ'লে আয়।

পারা। চল্ মা, চল্—বাবাকে দেখবার জন্য আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে। হাঁ মা! আমার বাবার নাম কি শ্রীরামানুজ?

অণ্ডাল। (চমকিতভাবে) কি বললি?

পারা। শ্রীরামানুজ।

অণ্ডাল। কে তোকে এ অদ্ভুত কথা বললে?

পারা। কোথা থেকে এক সন্ন্যাসী এসে আমাকে এই কথা ব'লে গেল। তার নাম বললে সর্ব্বজ্ঞ ঠাকুর। আমাকে বাবার নাম ব'লে তার পায়ে মাথা রাখতে সে ছুটে গেল।

অণ্ডাল। তবে দাঁড়া।

পারা। দাঁড়াব কেন মা? বাবাকে দেখবার জন্য যে প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে—পা যে স্থির থাকছে না।

অণ্ডাল। এই পথে এক জন আসছে—সে ছেলেধরা দস্যু। সে তোকে দেখতে পেলেই নিজের ছেলে ব'লে কোলে তুলে নিয়ে যাবে।

পারা। ও মা, তবে আমাকে লুকিয়ে রাখ্ মা —লুকিয়ে রাখ্।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কানন-পার্শ্বস্থ পথ।

(গোবিন্দ ও কুরেশের প্রবেশ)

গোবিন্দ। এ যে আশ্চর্য্য কথা শোনালে কুরেশ।

কুরেশ। সে অদ্ভুত দিবসের কথা আমার মনে পড়ছে, আর সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পূর্ণ হয়ে উঠছে। তিন দিন, তিন রাত অবিশ্রান্ত ধারাবর্ষণ। আমি জপের মালা হাতে কুটিরে ব'সে আছি। স্ত্রী জপের মালা হাতে আমার পার্শ্বে বসে আছে। উভয়েই তিন দিন উপবাসী। সেরূপ দুর্য্যোগে গৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষার জন্য উপস্থিত হওয়া তার প্রতি অত্যাচার হয় ব'লে আমি কুটিরের বাইরে পা দিই নি। তৃতীয় দিনের সন্ধ্যাকালও যখন উত্তীর্ণ হয়ে গেল, অথচ সামান্য তণ্ডুল কণাও আমার মুখে পড়ল না, তখন স্ত্রী আমাকে শ্রীরঙ্গনাথের কাছে ভিক্ষা গ্রহণে অনুরোধ করলে। আমি তার অনুরোধ রক্ষা করলুম না। আমার মনে হ'ল, যেন আমার মত বহু অভুক্ত আজ শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির দ্বারে অতিথি। তাদের ভোগাধিকারে হস্তক্ষেপ করতে আমার প্রবৃত্তি হ'ল না। রাত্রির প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেল। মুহুর্মুহুঃ প্রচণ্ড গর্জ্জনে অনন্ত আকাশ-ভাণ্ডারের প্রাচীর চিরে, পথ করে, এক একটা অট্টহাসে যেন পর্ব্বতপ্রমাণ অন্ধকারের স্তর পৃথিবীতে ভেঙ্গে পড়তে লাগলো। তখন আমার অবস্থা

দেখে সাধ্বী আর স্থির থাকতে পারলে না—ব্যাকুল হয়ে গুরুনাম উচ্চারণ করতে করতে কেঁদে ফেল্লে। আর যেমন তার চক্ষু থেকে এক বিন্দু জল ভূমিতে পতিত হল, অমনি দেখি, অর্চ্চক গুরুর আদেশে শ্রীরঙ্গনাথের প্রসাদ নিয়ে সেই বিষম দুর্য্যোগে কুটীরদ্বারে উপস্থিত। দেহের মমতা দূর হয় নি ব'লে আমি স্ত্রীকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করলুম এবং প্রসাদ একবারমাত্র মস্তকে ধারণ করে স্ত্রীকেই তা খেতে আদেশ করলুম।—স্ত্রী আমার আদেশ অমান্য করতে সাহস করলে না। সে সেই প্রসাদান্ন থেকে এক কণা তুলে নিয়ে মুখে দিলে। দেওয়া মাত্র—কি বলব প্রভু, তার মুখশ্রী এক অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করলে। সঙ্গে সঙ্গে অশ্রু, স্বেদ, পুলক, কম্প —অণ্ডালের রূপজ্যোতিতে ঘরটা আলোকময় হয়ে উঠলো। অল্পক্ষণ পরেই অবসন্ন দেহে অণ্ডাল আমার পদপ্রান্তে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। আমিও কিয়ৎক্ষণ পরে ঘুমিয়ে পড়লুম। সেই রাত্রিতেই স্বপ্ন দেখলুম—শ্রীরঙ্গনাথ আমার মাথার শিয়রে বসে বলছেন—"কূরপতি! ভক্ত আমার প্রসাদে কিরূপ রসাস্বাদন করে, জানবার জন্য তোমার স্ত্রীর মুখের মধ্যে প্রবেশ করেছিলুম। আর বেরুতে পারলুম না। মা আমাকে জঠরমধ্যে আবদ্ধ করেছেন।"

গোবিন্দ। তার পর?

কুরেশ। তার পর, এই দশ বৎসর সুতিকাগৃহে বালারুণের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় এক নবজাত শিশুকে উদিত হ'তে দেখে আমি গৃহ ত্যাগ করেছিলুম। এই সুদীর্ঘকাল পুত্র অথবা স্ত্রীর আর কোনও সংবাদ রাখিনি। এই কয় বৎসর গুরুদেবের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করছি।

গোবিন্দ। এখন একবার দেখা কর না কেন? তোমার স্ত্রী তো এই নগরোপকণ্ঠেই আছেন।

কুরেশ। গুরুর আদেশ পাই নি, কেমন করে দেখব?

গোবিন্দ। বেশ, আমি দেখতে যাই?

কুরেশ। সে আপনার ইচ্ছা। আপনি গুরুর ভাই—গুরু। আমি দাস। আমি আপনাকে কি বলব?

গোবিন্দ। মহাত্মা কুরেশ! তোমার সেই অপূর্ব্ব ভক্তিময়ী সাধ্বী স্ত্রীকে দেখবার লোভ আমি ত্যাগ করতে পারলুম না।

[গোবিন্দের প্রস্থান।

কুরেশ। এ কি নারায়ণ, তোমার পূর্ণ কৃপালাভ ক'রেও আমি আজও পর্য্যন্ত মায়ামুক্ত হতে পারলুম না! পুত্রমুখ দেখবার জন্য আমার প্রাণ এরূপ বিচলিত হয়ে উঠলো কেন? আমি যে কিছুতেই স্থির থাকতে পারছি না। দশ বৎসর কমণ্ডলু বহন করলুম। তবু তার জলে আমার মোহ-মলিনতা ধৌত হ'ল না! রক্ষা কর প্রভু, এ বিষম মমতার আকর্ষণ থেকে আমাকে উদ্ধার কর।

(অণ্ডালের প্রবেশ)

এ কি দেবি, তুমি একা আসছ! আমার পুত্রকে সঙ্গে ক'রে আনলে না?

অণ্ডাল। (প্রণামকরণ) আপনাকে দেখাবার জন্য পুত্রকে সঙ্গে ক'রে আনছিলুম।

কুরেশ। তারপর? বল—বল—বিলম্ব ক'র না। বালককে কোথায় রেখে এলে, বল—বিলম্ব ক'র না।

অণ্ডাল। চঞ্চল হবেন না প্রভু!

কুরেশ। আমাকে উপদেশ দিতে হবে না অণ্ডাল! পুত্রকে কোথায় রেখে এলে, বল।

অণ্ডাল। তাকে গুরুদেবের আশ্রয়ে রেখে এসেছি।

কুরেশ। আমাকে এখনি সেখানে নিয়ে চল অণ্ডাল।

অণ্ডাল। চঞ্চল হবেন না সন্ন্যাসি! দশ বৎসর সদ্‌গুরু-সঙ্গের যদি এই ফল হয়, তা হ'লে গুরুর মাহাত্ম্যে লোকে সন্দেহ করবে।

কুরেশ। তোমার এ কথা বলবার উদ্দেশ্য কি?

অণ্ডাল। শুনুন—আপনার অনুপস্থিতির পর থেকে এই এক যুগ আমি পুত্রকে লোক অগোচরে পালন করেছি। নিজে নিভৃতে তাকে শিক্ষা দিয়েছি। এই অল্পবয়সেই বহুশাস্ত্র-বিশারদ পুত্র আজ আমার সঙ্গে আমারই মত ব্যাকুল হয়ে তার পিতাকে দেখবার জন্য ছুটে আসছিল। এখানে এসে, পথের এক নিভৃত পার্শ্বে তাকে বসিয়ে আমি আপনার সন্ধান করছিলুম।

কুরেশ। তার পর?—বল—আবার নীরব হ'লে কেন অণ্ডাল!

অণ্ডাল। এমন সময় কে এক সর্ব্বজ্ঞ উপাধি-ধারী সাধুর সঙ্গে বালকের সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনি তার এক স্বতন্ত্র পিতৃপরিচয় দিয়েছেন।

কুরেশ। কি রকম—কি রকম ?

অণ্ডাল। সেই পরিচয় পেয়ে বালক এতই উৎফুল্ল হয়েছে যে, আপনার অনুমতি বিনা তাকে আর আপনার কাছে আন্‌তে সাহস করছি না। তাকে প্রভু গোবিন্দের আশ্রয়ে রেখে আপনার কাছে এসেছি।

কুরেশ। সর্ব্বজ্ঞ ঠাকুর কি আমার গুরুর নাম করেছেন ?

অণ্ডাল। তাই করেছেন। বালকের অসাধারণ ধীশক্তি দেখে, হঠাৎ তাঁর মুখ থেকে কথা বেরিয়েছে যে, মহাত্মা রামানুজাচার্য্য তার পিতা।

কুরেশ। ভাগ্যবতি! এ হ'তে শুভ সংবাদ আমাকে শোনাবার তোমার আর ছিল না। মমতা-মুগ্ধ হয়ে আমিও ব্যাকুল হয়ে পুত্রমুখ দর্শনের জন্য ছুটে আসছিলুম। গুরু-কৃপায় মধ্যপথে তুমি সে মোহ ভঙ্গ ক'রে দিয়েছ। অণ্ডাল! আমরা সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী—গুরুর সংসারের এক প্রান্তে স্থান ভিন্ন আমাদের উচ্চাভিলাষ নাই। আমাদের আবার পুত্র কে? মোহ নিজে আজ মোহাচ্ছন্ন হ'ক। স্বর্গের আলোক আপনার বাহুপাশে আপনার বক্ষ আবদ্ধ করুক। যাও দেবি! পুত্রকে এখনি গুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলির স্বরূপ অর্পণ কর। গুরুর তৃতীয় প্রতিজ্ঞা অপূর্ণ। একটি বৈষ্ণব শিশুকে পুত্র ব'লে বক্ষে স্থান দিতে পারছিল না ব'লে মহাত্মা যামুন মুনির তৃতীয় বাসনা পূর্ণ হচ্ছে না। যাও ভাগ্যবতি, গুরুর তৃতীয় প্রতিজ্ঞাপূরণের সাহায্য ক'রে তাঁকে নিশ্চিন্ত কর।

তৃতীয় দৃশ্য

কাবেরী তীরের চাঁদনী।

ধনুর্দ্দাসের হস্ত ধরিয়া রামানুজ।

কেশরাশি দিয়া হেমাম্বা-কর্ত্তৃক রামানুজের চরণ-মার্জনা।

(অন্তরালে শিষ্যদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম শিষ্য। কি দেখছ ?

২য় শিষ্য। চ'লে এস, গুরুর এ অধঃপতন চোখে দেখা যায় না।

১ম শিষ্য। ধনুর্দ্দাসের হাত ধরার অর্থ এতক্ষণে বুঝতে পারলে ?

রামা। আহা! কি কোমল হস্ত তোমার! পথ-ভ্রমণে পায়ের ব্যথা তোমার করের স্পর্শমাত্র দূর হয়ে গেল। যাও ধনুর্দ্দাস—তুমি কুরেশকে ডেকে নিয়ে এস।

[ধনুর্দ্দাসের প্রস্থান।

১ম শিষ্য। শুনছ ?

২য় শিষ্য। আঃ! তুমি যে ক্ষেপে গেলে দেখছি হে!

রামা। এই সুচিক্কণ কেশরাশি আর কেন কর্দ্দমাক্ত করছ হেমাম্বা! যথেষ্ট হয়েছে। ওঠ—ওঠ। (হেমাম্বার উত্থান)

১ম শিষ্য। শুনছ ?

২য় শিষ্য। আরে মর্—এ কথার ভিতরে কত গভীর অর্থ আছে—তা কে বলতে পারে ?

রামা। তোমার রূপই যখন বিপুল ঐশ্বর্য্য, তখন তোমার এত দীনতার প্রয়োজন কি? যাও—নিজের ঘরে গিয়ে নির্জনে ব'সে রত্নালঙ্কার-ভূষিতা হয়ে এই রূপ শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন কর।

১ম শিষ্য। কি—গভীর অর্থ, বুঝছ ?

হেমাম্বা। ভগবান্‌কে কিরূপ চিন্তা করব ?

রামা। সর্ব্বদা মনে করবে—অন্তর্য্যামিরূপে তিনি হৃদয়ে, আর গুরুরূপে তিনি বাইরে আছেন। ভাবতে ভাবতে তাঁর কৃপায় যখন ভিতর-বার এক হয়ে যাবে, তখন সর্ব্বভূতে নারায়ণ দেখতে পাবে।

[হেমাম্বার প্রস্থান।

২য় শিষ্য। ও বাবা! এত গভীর অর্থ!

১ম শিষ্য। কেমন অর্থ এখন মর্ম্মে লাগছে ?

২য় শিষ্য। নাও—চ'লে এস। (আরে রাম—আরে রাম

[শিষ্যদ্বয়ের প্রস্থান।

(কুরেশের প্রবেশ)

কুরেশ। গুরুদেব! মনে আমার বড় একটা ক্ষোভ উপস্থিত হয়েছে।

রামা। কেন বৎস ?

কুরেশ। আপনার শিষ্যগণের মধ্যে অনেকে—

রামা। কিছু মোহাচ্ছন্ন হয়েছে?

কুরেশ। কিছু নয় প্রভু—বিলক্ষণ। তারা আপনার ক্রিয়া-কলাপের অসদর্থ করছে।

রামা। বুঝতে পেরেছি। তা যদি করে, তাতে ক্ষোভ ক'রে ফল কি? মায়া-মুগ্ধ হওয়াই জীবের প্রকৃতি।

কুরেশ। সে অন্য জীবের পক্ষে। যে জীব আপনার আশ্রয় পেয়েছে, তার বেলাও কি এই কথা খাটে? তা হ'লে যে আপনার কৃপাময় নামে কলঙ্ক হবে।

রামা। বেশ, তোমার কৃপা হয়েছে যখন, তখন তাদের মোহ ঘুচে যাবে। তার পর?

কুরেশ। তার পর কি প্রভু?

রামা। এ দেহ ত চিরকাল থাকবে না! অসংখ্য লোকে বিষ্ণুমত গ্রহণ করেছে। এর পর তাদের আশ্রয় দেবে কে? মহৎ আশ্রয় না পেলে তারাও যে কালে মোহগ্রস্ত হয়ে নষ্ট হবে!

কুরেশ। আপনি যা জানেন না, তা আমি জানব?

রামা। এমন এক জন বৈষ্ণব মহাপুরুষের প্রয়োজন, যিনি বংশানুক্রমিক এই সকল ভক্তদের পালন করতে পারবেন। তাই ত কুরেশ, তোমার কথাটা শুনে আমার যে যামুন ঋষি-সম্মুখে প্রতিজ্ঞার কথাটা মনে প'ড়ে গেল! প্রথম প্রতিজ্ঞা পালন করেছি। তোমার কল্যাণে দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ হয়েছে। তুমি অসাধারণ স্মৃতিশক্তি-সম্পন্ন না হ'লে শ্রীভাষ্য রচনা হ'ত না। কুরেশ, তৃতীয়-প্রতিজ্ঞা-পূরণের কি হবে?

কুরেশ। কেন দয়াময়, বৈষ্ণবের সে বিভীষিকা আপনি ত দূর ক'রে দিয়েছেন।

রামা। কি রকম ক'রে দূর করলুম কুরেশ?

কুরেশ। কেন, আপনার ত পুত্র আছে।

রামা। আমার পুত্র? হতভাগ্য! এখন দেখছি—মোহ তোমাকেও আচ্ছন্ন করতে ছাড়ে নি!

(সর্ব্বজ্ঞের প্রবেশ)

সর্ব্বজ্ঞ। কই যতিরাজ, কোথায় আপনি?

রামা। কেন তাকে খুঁজছেন প্রভু?

সর্ব্বজ্ঞ। প্রভু নই—দাস আমি। তাই কেন—দাসানুদাস। এ অধমকে দাসত্বে অঙ্গীকার করুন, নইলে তার মহাপাপ দূর হবে না।

রামা। কে আপনি?

সর্ব্বজ্ঞ। প্রভু যখন জিজ্ঞাসা করছেন, তখন বলতে হ'ল। অশেষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলুম। ভারতের প্রধান প্রধান শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সকলকে বিচারে পরাস্ত ক'রে সর্ব্বজ্ঞ উপাধি লাভ করেছিলুম। অপনিও দিগ্বিজয় ক'রে শ্রীরঙ্গমে ফিরে এসেছেন শুনে, আপনাকেও বিচারে পরাস্ত করতে আসছিলুম। সঙ্গে শকটপৃষ্ঠে আমার চির-জীবনের অধ্যয়নের রাশি রাশি গ্রন্থ। এখানে উপস্থিত হ'তে না হ'তে পথের মাঝে আপনার পুত্রের কাছে পরাভূত হয়ে গেলুম।

রামা। আমার পুত্র!

সর্ব্বজ্ঞ। অপূর্ব্ব পুত্র—অপূর্ব্ব পুত্র—তার এক কথাতেই আমার বিদ্যার অহঙ্কার টুটে গেছে। আমি সমস্ত গ্রন্থ কাবেরী-জলে নিক্ষেপ করেছি। আপনার পুত্র মহান্। সে মহানের পিতা আপনি। আপনি 'মহতো মহীয়ান্।' এইবারে আমাকে শ্রীচরণে স্থান দিন।

রামা। পুত্র বলছ কি বৃদ্ধ! এ মোহ সংক্রামক হ'ল না কি?

(গোবিন্দের প্রবেশ)

গোবিন্দ। গুরুদেব! মোহাপগমে আপনার পুত্রকে দক্ষিণা-স্বরূপ আপনার পদপ্রান্তে উপস্থিত করি। গ্রহণ ক'রে দাসকে চরিতার্থ করুন।

(অণ্ডাল ও পারাশরের প্রবেশ)

রামা। এই যে! বুঝেছি। এস মা! পুত্র-দর্শন ভিখারী আমি। নিয়ে এস—নিয়ে এস।

অণ্ডাল। আপনার আশীর্ব্বাদে শ্রীরঙ্গনাথের প্রসাদে এই পুত্ররত্ন লাভ করেছি।

রামা। নিয়ে এস—কাছে নিয়ে এস।

ভাবময় কি অপূর্ব্ব তনু!
বালমূর্ত্তি দেখি নারায়ণ।
বৈষ্ণব-জীবন!
এসো এসো শীঘ্র এসো কাছে।

পারা। পিতা! পিতা! প্রণমি চরণে।

রামা। এস বৎস! বদ্ধ-আলিঙ্গন মাঝে—
উন্মুক্ত-হৃদয়দ্বারে
পিতা তোরে পশিতে করিছে আবাহন।

অভ্যন্তরে সজ্জিত আসন,
পুত্র ব'লে সেথা তোমা করিনু গ্রহণ।
নাম তোর দিনু পারাশর।
চুম্বিয়া অধর, এই সুপবিত্র নাম
অন্তরে মুদ্রিত আমি করিনু তোমার।
জাগ হে বালক-ঋষি—
নামামৃতপানে আত্মায় প্রবুদ্ধ হও।

পারা। আত্মায় প্রবুদ্ধ আমি—
হে পিতা, হে পিতামহ, হে মাতা, হে ধাতা,
হে গতি, হে প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ!
ধরিলাম অভয় চরণ—
পুত্র, শিষ্য, দাসরূপে
করহ আমারে অঙ্গীকার।

রামা। করিলাম অঙ্গীকার। পুত্র—পুত্র তুমি।
আসুরি কেশবাচার্য্য তব পিতামহ।
হে গোবিন্দ! যে দক্ষিণা দিয়াছ আমারে,
ত্রিলোকে তুলনা নাহি তার।
শুন তাত, আজি হ'তে অন্তরঙ্গ তুমি।
আজি হ'তে সন্তানের লহ শিক্ষা-ভার
সম্পন্ন করহ যত বৈষ্ণব-সংস্কার।
হে জননি! ধর মোর বংশধরে।
নয়ন-আসারে যথা জননী ইহার
কর্দ্দমাক্ত করিছে মেদিনী—
গোবিন্দের সনে,
ধাত্রীরূপে লয়ে সেথা যাও মা নন্দনে।

চতুর্থ দৃশ্য

আশ্রম-গৃহের সম্মুখস্থ পথ।

শিষ্যগণ।

১ম শিষ্য। কেমন—চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন হ'ল?

২য় শিষ্য। তাই ত ভাবছিলুম, প্রভুর শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাগমনে সকলেই স্ফূর্ত্তি ক'রে বেড়াচ্ছে, কিন্তু দাশরথির স্ফূর্ত্তি নেই কেন?

৩য় শিষ্য। আমাদেরই স্ফূর্ত্তি করবার কি আছে? আমরা বামুনের ছেলে হয়ে ঘর ঝাঁট দেব, বাসন মাজবো, ঠাকুরের পরিত্যক্ত বহির্ব্বাস কেচে রাখব—যত সব শূদ্রের কাজ আমাদের ঘাড়ে।

১ম শিষ্য। তা তোদের যে অন্যায়। যখন গুরুর কাছে সন্ন্যাস নিতে এসেছিলি, তখন সঙ্গে সঙ্গে একটি ক'রে হেমাম্বা আনতে হয়।

৩য় শিষ্য। ঠিক বলেছিস্, ঠিক বলেছিস্ ভাই, বেঁচে থাক। যার হেমাম্বা নেই, তার সন্ন্যাসও নেই, গৃহবাসও নেই।

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

১ম শিষ্য। কি—কি—কি সন্ন্যাসী! শুনছ?

২য় শিষ্য। নে ভাই—ও দিকে আমাদের লক্ষ্য করবার প্রয়োজন নেই। ঘরের মধ্যে প্রবেশ কর। এরূপ দল বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকলে দূষ্য হবে।

[সকলের প্রস্থান।

(হেমাম্বার প্রবেশ)

(গীত)

কি মোহিনী জান বঁধু, কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু, তোমার পিরীতি॥
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর॥
বঁধু তুমি যদি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥

(ধনুর্দ্দাসের প্রবেশ)

ধনু। এখনও ঘুরছিস্ কেন হেমাম্বা, ঘরে যা।

হেমাম্বা। তুমিও এস না কেন? ঠাকুর ত বিশ্রাম করছেন।

ধনু। আমায় তিনি যেতে আদেশ করেন নি। বোধ হয়, আমার ফিরতে রাত্রি হবে। যদি অধিক রাত্রি হয়, তা হ'লে তুই দরজা খুলে রেখে যেন ঘুমুস। দেখিস্ যেন আমাকে ডাকাডাকি করতে না হয়।

হেমাম্বা। মিছে যেন দেরি ক'র না। আজ রাত্রি বড় অন্ধকার।

ধনু। কিছু ভয় নেই হেমাম্বা! এ নারায়ণ-ক্ষেত্র। এখানে কেউ তোর গায়ের আবর্জ্জনা-গুলোর উপর লোভ করবে না। যদি করে, তা হ'লে সেটা তোর পরম সৌভাগ্য ব'লেই জানবি। [উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

আশ্রম-গৃহ।

শুষ্ককরণার্থ চারিদিকে বিস্তৃত গৈরিক বস্ত্র।

(রামানুজের প্রবেশ)

(রামানুজের কর্ত্তরী দ্বারা বস্ত্র-কর্ত্তন)

রামা। অহঙ্কার ছিদ্রমধ্য দিয়া।
তোমা সবে যে মোহ করেছে আবরণ,
এই করিলাম ছিন্ন চীর বস্ত্রসনে।
মুক্ত হও হে সন্তান!
হও পুনঃ জ্ঞানালোকে প্রবুদ্ধ সকলে!

[ছিন্নবস্ত্র-সংগ্রহ ও প্রস্থান।

(অপর দিক দিয়া শিষ্যদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম শিষ্য। কি মোহিনী জান বঁধু—কি মোহিনী জান। শুনলে ভায়া, বুঝলে?

২য় শিষ্য। আর শুনে, বুঝে, কাজ নেই। আর কিছু হ'ক না হ'ক, পর্য্যাপ্ত আহারটা ত প্রাপ্তি হচ্ছে। নে, ও সব মাথা থেকে তুলে দিয়ে একটু বিশ্রাম গ্রহণ করি আয়! তাই ত, এ কাজ কে করলে?

১ম শিষ্য। কি করেছে?

২য় শিষ্য। এই দেখ না আমার বহির্ব্বাসের অর্দ্ধেক কে কেটে নিয়েছে। কোন্ পেরিয়া কুকুর এ কাজ করলে!

১ম শিষ্য। তাই ত, এ যে পরবার উপায় রাখে নি। এ রকম ক'রে কেটে নেবার মানে কি?

২য় শিষ্য। মানে আবার কি, বহির্ব্বাস কেটে তামাসা হয়েছে। এ কি রকম ছোটলোকের মত তামাসা! জানতে পারলে এখনি তার মুণ্ডপাত ক'রে ফেলি।

১ম শিষ্য। আরে, সন্ন্যাসী মানুষের কি অত ক্রোধ করতে আছে! তুচ্ছ বহির্ব্বাস।

৩য় শিষ্য। তা হ'লে এ তোরই কর্ম্ম।

১ম শিষ্য। ফের বল্‌লে এক কিলে তোর দাঁত কটা ভেঙে দেব।

২য় শিষ্য। তবে রে! ভক্তবিটেল চোর!

১ম শিষ্য। ছোটলোক নচ্ছার।

(তৃতীয় ও চতুর্থ শিষ্যের প্রবেশ)

৩য় শিষ্য। কি হয়েছে—কি হয়েছে—আরে মর্, তোরা এ কি করছিস্?

২য় শিষ্য। ছাড়ো—ছাড়ো—আমার বহির্ব্বাস কেটে নিয়েছে পাজী। আমি ওকে শিখিয়ে দেব।

১ম শিষ্য। ছাড়ো, আমি লাথি মেরে ওর দাঁত কটা ভেঙে দেব।

৩য় শিষ্য। কই দেখি—ওরে আমারও যে কেটে নিয়েছে! আরে ম'ল, এ যে সবারই কেটে নিয়েছে!

২য় শিষ্য। বটে—বটে! তা তো দেখি নি! (জনান্তিকে) ইস্! তোকে গাল দিলুম, কিন্তু তোর দেখছি একেবারে কিছু রাখে নি। তা হ'লে এ কোন্ শালার কাজ?

৩য় শিষ্য। তা হ'লে যার কাপড় আস্ত আছে, এ তারই কাজ!

৪র্থ শিষ্য। ঠিক হয়েছে—তা হ'লে এ মেরিপ্পানের কাজ। তারই কাপড় আস্ত আছে। আর সেই সব শেষে ঘর থেকে বেরিয়েছিল।

১ম শিষ্য। তা হ'লে মার শালার মেরিপ্পানকে। (কোলাহল)

(পঞ্চম শিষ্যের প্রবেশ)

৫ম শিষ্য। কি হয়েছে রে—পেট ঠেসে রাধাবল্লভী খেয়ে গোলমাল করছিস্ কেন? তিলিয়েছিস্ বুঝি?

সকলে। মার শালার চোরকে।

৫ম শিষ্য। মার্ কি—মার্ কি—কে চোর? আরে মর্—কি করেছি যে সকলে প'ড়ে আমাকে মারতে এসেছিস? গুরু, রক্ষা করুন—গুরু, রক্ষা করুন।

(সকলের সন্ত্রস্ত অবস্থিতি)

(রামানুজের প্রবেশ)

রামা। কি হয়েছে বৎসগণ! তোমরা সন্ন্যাসী হয়েও এরূপ পরস্পরে কলহ করছ কেন?

১ম শিষ্য। প্রভু! প্রভু! আমাদের অনুপস্থিতিতে কে দুর্ব্বৃত্ত আমাদের ঘরে ঢুকে আমাদের বহির্ব্বাস কেটে দিয়েছে।

রামা। বেশ, তাই যদি হয়, আমি প্রত্যেককেই এক একখানা নূতন বহির্ব্বাস দেওয়াবার ব্যবস্থা করব। এখন তোমরা সকলে আমার একটি কাজ কর দেখি। আজ রাত্রিতে ধর্ম্মুর্দ্দাসের কুটীরে প্রবেশ ক'রে তার পত্নীর গায়ের অলঙ্কারগুলি চুরি

ক'রে আন দেখি। আমি ধনুর্দ্দাসকে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নিকটে রেখে দেব। তোমরা কৃতকার্য্য হয়ে ফিরে এলে তার পর তাকে বিদায় দেব।

সকলে। আমরা ঠিক যাব—ঠিক চুরি ক'রে আনব।

[শিষ্যগণের প্রস্থান।

(কুরেশের প্রবেশ)

রামা। এই নাও কুরেশ, (উত্তরীয়াস্তরাল হইতে ছিন্নবস্ত্র বহিষ্করণ) হতভাগ্যদেব মোহ এই সকল চীর-বস্ত্রাঞ্চলে আবদ্ধ ছিল। তাদের অনুপস্থিতিতে গৃহে প্রবেশ ক'বে আমি এগুলোকে কেটে দিয়েছি। তুমি নাও। নিয়ে, এই বস্ত্রাবশেষের সঙ্গে তাদের মোহাবশেষকে ভস্মীভূত কর।

কুরেশ। তাই ত প্রভু, গুরুর এত করুণা! শিষ্যকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে তিনি চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করতেও কুণ্ঠিত হন না।

রামা। কেন বৎস, তুমি ত জান—'গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।' শিষ্যেব বিত্ত চুরি করতে অসংখ্য গুরু আছেন। আমি তাঁদের মধ্যে এক জন।

কুরেশ। আমি মূর্খ—আমি মূর্খ! আপনার কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করবার শক্তি আমার নেই। আমার শাস্ত্রজ্ঞানের অহঙ্কার সমূলে চূর্ণ হ'ক।

[কুরেশের প্রস্থান।

(দাশরথির প্রবেশ)

রামা। এ কি বৎস, তোমাকে এমন বিমলিন দেখছি কেন?

দাশ। গীতার চরম শ্লোকের অর্থ জানবার জন্য আমি একবার আপনার শরণাপন্ন হয়েছিলুম। সেটা কি আপনার মনে আছে?

রামা। তা এ আর মনে থাকা-থাকি কি? অতি সহজ অর্থ। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলেছেন, —"সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে আমার শরণাপন্ন হও। আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে রক্ষা করব। হে অর্জ্জুন, তুমি শোক ক'র না।"

দাশ। আজ্ঞে না প্রভু, অর্থ আপনার পক্ষে সহজ হ'তে পারে। কিন্তু আপনার এ মূর্খ শিষ্যের পক্ষে নয়।

রামা। তুমি অশেষ-শাস্ত্রজ্ঞ।—মূর্খ ব'লে আক্ষেপ ক'র না।

দাশ। আমার শাস্ত্রপাঠকে ধিক্! আর আমার মত শাস্ত্রেব বহিরর্থ নিয়ে যারা অহঙ্কারে উন্মত্ত, তাদেরও ধিক্!

রামা। এখন বুঝেছ দাশরথি?

দাশ। বুঝেছি প্রভু, বুঝেছি। বুঝে আপনারই সম্মুখে নিজেকে শত ধিক্কার দিচ্ছি। কুরেশ আপনার কাছে চরম শ্লোকার্থ বিদিত হয়েছিল ব'লে আমিও তাই জানতে আপনার শরণাপন্ন হয়েছিলুম।

রামা। আমি তোমাকে কি উত্তর দিয়েছিলুম?

দাশ। আপনি বলেছিলেন—"তুমি আমার গুরুর কাছে অর্থ বিদিত হও। কেন না, তুমি আমার আত্মীয়। তোমার ভিতরে কি দোষগুণ আছে, মমতাবশে তা দেখতে পাব না।" আপনার আদেশে আমি সেই মহাত্মার কাছে গিছলুম। কৃপা ক'রে তিনি আমাকে সেবা করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। ছয় মাস আমার সেবা গ্রহণের পর তিনি আমাকে আবার আপনার কাছেই পাঠিয়ে দিয়েছেন।

রামা। তাই ত! অন্তর্য্যামী মহাত্মা তোমার সমস্ত দোষগুণ জেনেও তোমাকে আবার আমারই কাছে পাঠিয়ে দিলেন! কিন্তু তুমি যে এখনও আমার যে আত্মীয়, সেই আত্মীয় দাশরথি! তোমার শ্লোকার্থ গ্রহণের অন্তরায় আমি যে বুঝতে পারছি না! থাক্, বুঝতে না পারি তাতে ক্ষতি নেই। তুমি যখন ছয় মাস ধ'রে সেই মহাপুরুষের সেবা করেছ, তখন তুমি চরম শ্লোকার্থ গ্রহণের উপযুক্ত। ভাল, কুরেশকে অর্থগ্রহণের পূর্ব্বে কি ব্রতগ্রহণ করতে আদেশ করেছিলুম, তোমার জানা আছে?

দাশ। আমি জানি, কুরপতি একমাস অনশনব্রত গ্রহণ করেছিল।

রামা। অনশনব্রত কি, জান?

দাশ। এক হচ্ছে অন্নের কণামাত্র গ্রহণ না করা। আর হচ্ছে, জীবনধারণোপযোগী মুষ্টিভিক্ষান্ন ভোজন করা। কেন না, শাস্ত্রে বলেছে, ভিক্ষান্নভোজন অশনের মধ্যে গণ্য নয়।

রামা। তুমি জান, কিন্তু কুরেশ তা জান্‌তো না দাশরথি! সে চরম শ্লোকার্থ জান্‌বার জন্য যে দিন আমার নিকট উপস্থিত হয়, সে দিন আমার মনে আছে। আমি গুরুর কাছে শ্লোকার্থ জানবার জন্য তাঁর আদেশে এক বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেছিলুম। কুরেশকেও তাই করতে বলেছিলুম, কুরেশ শুনে আমাকে বলেছিল, "প্রভু! জীবন ক্ষণ-বিধ্বংসী। যদি এক বৎসর আমি জীবিত না থাকি? অল্পসময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে পারি, এমন কোনও ব্রতগ্রহণে আমাকে আদেশ করুন।" আমি তখন তার কাছে এই ব্রতের কথা উত্থাপন করলুম। এমনি তার তীব্র বৈরাগ্য দাশরথি, যে, ব্রতের কথা শোনা-মাত্র সে আমারই সম্মুখে তা গ্রহণ করবার সঙ্কল্প করলে। এক মাসের অনশনে তার বহু দিনের সেই ঐশ্বর্য্য-পুষ্ট দেহ থাক্‌বে কি না, সে একবার ভেবেও দেখলে না। তখন আমি চিন্তাকুলিত হয়ে পড়লুম। তার জীবন-রক্ষার জন্য ব্যাকুল হয়ে আমি ভগবান্‌কে স্মরণ করলুম। অমনি ভিক্ষান্ন সম্বন্ধে শাস্ত্রমত আমার স্মরণে এলো। নইলে কুরেশের কি হ'ত দাশরথি?

দাশ। প্রভু! এখন বুঝেছি, কুরেশই সে মহাবাক্যের অর্থ-গ্রহণের একমাত্র আপনার যোগ্য শিষ্য। আমি নই। ভিক্ষান্নগ্রহণে জীবননাশের সম্ভাবনা নাই জেনে আমি অনশনব্রতগ্রহণে সাহস করেছিলুম। আমি আত্মপ্রতারক। শুধু তাই নই, আমি কুরেশের উপর ঈর্ষ্যা করেছি। আমি শরণাপন্ন পাপী, আমাকে রক্ষা করুন।

রামা। আত্মগ্লানি ক'র না দাশরথি! চরম শ্লোকার্থ গ্রহণে তোমারও যোগ্যতা এসেছে। তুমি আশ্বস্ত হও। কে একটি স্ত্রীলোক এই দিকে আসছেন, দেখ ত।

দাশ। আপনার গুরুদেব শ্রীমহাপূর্ণের কন্যা দেবী অত্তুলা!

রামা। তা হ'লে ক্ষণেক অপেক্ষা কর। গুরুকন্যা কি জন্য আসছেন, আগে জেনে, পরে তোমার সঙ্গে পুনরায় কথা কচ্ছি।

(অত্তুলার প্রবেশ)

অত্তুলা। ভ্রাতঃ! পিতা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

রামা। কি প্রয়োজন, বল ভগিনি!

অত্তুলা। আমার শ্বশুরবাড়ীর নিকটে কোন জলাশয় নেই। আমাকে প্রতিদিন এক পোয়া পথ দুরে এক পাহাড়ের তলায় এক দিঘী থেকে জল আনতে হয়। শুধু জল আনতে হ'লে কোনও আপত্তি ছিল না। সংসারের কোন কাজ শাশুড়ী দেখেন না। রাঁধা-বাড়া, জল তোলা, বাসনমাজা —একরকম সমস্ত কাজই আমাকে করতে হয়। বাড়ীর কাজ সেরে জল আনতে রোজই প্রায় বেলা যায়। সন্ধ্যেবেলায় সেই পাহাড়ের তলায় যাতায়াত করতে আমার বড় ভয় করে। আমি সেই কথা এক দিন শাশুড়ীকে বলেছিলুম। (চোখে অঙ্গুলী দান)

রামা। শাশুড়ী সেই জন্য তোমাকে তিরস্কার করেছেন? আমি বুঝতে পেরেছি ভগিনি, তার পর কি বল!

অত্তুলা। আমায় তিনি যৎপরোনাস্তি তির-স্কার ক'রে শেষে বললেন—"বড়লোকের বেটী! আসবার সময় একজন রাঁধুনী আনতে পারিস্‌নি? না-ভাড়া ক'রে কে তোর জল তুলতে যাবে?"

রামা। তার পর?

অত্তুলা। আমি এখানে এসে বাবাকে এই কথা বলেছিলুম।

রামা। তিনি শুনে কি বল্‌লেন? রোদন কেন ভগিনী? আমি তোমাদের দাস। আমার কাছে বলতে সঙ্কোচ কেন?

অত্তুলা। তিনি বললেন—"ও সব কথা আমার কাছে বলা বৃথা। বলবার কিছু থাকে, তোমার ভ্রাতা রামানুজকে গিয়ে বল।"

রামা। কবে শ্বশুরবাড়ী তোমাকে যেতে হবে?

অত্তুলা। আজই।

রামা। আজই?

অত্তুলা। আজ কেন—এখনই! বাপের বাড়ী আসবার সঙ্গে সঙ্গেই নিয়ে যাবার জন্য শাশুড়ী লোক পাঠিয়েছেন।

রামা। তবেই ত বিপদে ফেল্‌লে ভগিনি! একজন সুপাচক ত দেখে দিতে হবে! নইলে আবার তুমি শাশুড়ীর তিরস্কার খাবে। তাই ত দাশরথি, কাকে পাঠাই?

দাশ। কেন প্রভু, আপনি ত আমার রন্ধনের প্রশংসা করেন।

রামা। তুমি যাবে দাশরথি!

দাশ। আপনি অনুমতি করলেই যাই।

অতুলা। সে কি, উনি যাবেন কি! পিতার কাছে শুনেছি, উনি পরম পণ্ডিত। আমার পিতাই ওঁকে শ্রদ্ধা করেন। উনি হীন পাচকের কার্য্য করবেন কি?

রামা। আমি এ কাজ করতে পারলে ভাগ্য মনে করতুম। এ যে আমার ভাগিনেয়।

অতুলা। হা আমার দুর্ভাগ্য!

রামা। যাও দাশরথি, ভগিনীর সঙ্গে যাও।

দাশ। চল মা!

রামা। কাজেত কিছু হীন আর বড় নেই। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে কাজটা করা যায়, তাতেই কার্য্যের গুরুত্ব আর হীনত্ব দৃষ্ট হয়। যাও দাশরথি, অভিমান-শূন্য হওয়া-রূপ সুমহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি যে লোকের চক্ষে এই হীনকাজ করতে চলেছ, তাতেই তুমি পূর্ণকাম হও—চরম শ্লোকের অর্থ লাভ কর।

ষষ্ঠ দৃশ্য

কুটীরাভ্যন্তর।

হেমাম্বা।

হেমাম্বা। বুঝতে ত পারলুম না—বুঝতে ত পারলুম না! ঠাকুর আমাকে রত্নালঙ্কারে সাজতে বললেন—আমি ত তাঁর কথার অর্থ বুঝতে পারলুম না! না বুঝে, এই ছাই-ভস্মগুলো গায়ে প'রলুম! তাঁর পদরজ সর্ব্বাঙ্গে মাখলেই যে আমার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার হ'ত! এখন এগুলোতে গায়ে যে বিষের জ্বালা ধ'রে গেল! হে গুরু, হীনমতি রমণী আমি। নীচ বুদ্ধি পরিত্যাগ করতে পারি নি ব'লে তোমার বাক্যের কদর্থ করেছি। দয়া ক'রে আমাকে এ আবর্জ্জনার ভার থেকে মুক্ত কর। আমি তা হ'লে তোমার পদরজ সর্ব্বাঙ্গে লেপন ক'রে ধন্য হই।—তাই ত, কারা যেন এ দিকে আসছে না! অন্ধকারে টিপে টিপে পা ফেলে আসছে। নারায়ণ! তুমিই কি আমাকে মুক্ত করতে আসছ? বুঝতে পারছি না। আমার ঘরেই যেন আসছেন। (শয়ন ও নিদ্রিতাবৎ অবস্থিতি) জয় গুরু—জয় গুরু—জয় গুরু।

(শিষ্যগণের প্রবেশ, হেমাম্বার নিদ্রা-পরীক্ষা ও অর্দ্ধাঙ্গের অলঙ্কার গ্রহণ)

(হেমাম্বার পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও শিষ্যগণের পলায়ন)

এ কি রকম হ'ল! কি অপরাধ করলুম—কি অপরাধ করলুম? দয়াময়! মুক্ত করতে করতে অমুক্ত রেখে গেলে!

(ধনুর্দ্দাসের প্রবেশ)

ধনু। এখনও জেগে আছিস্ হেমাম্বা! এ কি! তোর অর্দ্ধাঙ্গের অলঙ্কার কি হল?

হেমাম্বা। তোমার তিরস্কারের পর আমার মনে বড়ই নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়েছিল। তুমি জান না, আজ গুরু আমাকে রত্নালঙ্কারে সাজতে আদেশ করেছিলেন। আমি মতিহীনা, তাঁর কথার অর্থ বুঝতে না পেরে, যেখানে যা অলঙ্কার ছিল, সব দিয়ে আজ গা সাজিয়েছিলুম।

ধনু। তার পর?

হেমাম্বা। তার পর জ্বালা। এ গুলো যেন কাঁটার মত আমার গায়ে বিঁধতে লাগল। তখন কি করি, মুক্ত হবার জন্য ব'সে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে করতে দেখি, নারায়ণ আমাকে মুক্ত করতে একেবারে চোরের বেশ ধ'রে তোমার ঘরে উপস্থিত।

ধনু। তার পর—তার পর?

হেমাম্বা। আমি চুপ ক'রে চোখ বুজে প'ড়ে গুরু-চিন্তা করতে লাগলুম। ঠাকুর এক অঙ্গের সব অলঙ্কার খুলে নিলেন। এক পাশ চেপে পড়েছিলুম। সেই জন্য অন্য অঙ্গের অলঙ্কারগুলো তাঁকে দেবার জন্য যেমন আমি পাশ ফিরেছি, অমনি ঠাকুর দেখতে দেখতে উধাও।

ধনু। আ হতভাগী, মুক্ত হবার এমন সুযোগ পেয়েও হারালি! তোমার নীচবুদ্ধি আজও গেল না! দয়াময় অপার করুণায় তোমাকে মুক্ত করতে এলেন, তুমি তাঁকে অহঙ্কারে দয়া দেখাতে গেলে! তোমার হুকুমে তিনি তোমার এই আবর্জ্জনাগুলো নিতে এসেছেন মনে করেছিলে?

হেমাম্বা। এখন কি হবে?

ধনু। কি আবার হবে! নিজের বুদ্ধির দোষে আধপোড়া হয়ে ব'সে থাক্।

(শিষ্যগণ-সহ রামানুজের প্রবেশ)

রামা। কি হে সাধুর দল, শুনলে ?

ধনু। এ কি—এ কি—হেমাম্বা—কি দেখছিস্ ?

হেমাম্বা। এ কি করলে ঠাকুর—নীচ গণিকার কুটীরে—এ যে বড়ই অন্যায় দয়া ঠাকুর ?

রামা। শুনলে ? সামান্য চীর-বস্ত্রের মমতায় তোমাদের আচরণ, আর বহুমূল্য রত্নালঙ্কারের উপর ঘৃণায় এদের আচরণ। এই দুই আচরণের তুলনা কর। তুলনা কর। তুলনা ক'রে বল, ব্রাহ্মণ তোমরা—না এরা ?

১ম শিষ্য। চণ্ডাল—চণ্ডাল—আমরা তুলনায় চণ্ডাল। এরা দ্বিজশ্রেষ্ঠ।

সকলে। অনুতাপ—অনুতাপ।

১ম শিষ্য। রক্ষা করুন গুরু, মহাপাপীদের রক্ষা করুন।

রামা। দাও মা, অবশিষ্ট অলঙ্কার আমাকে ভিক্ষা দাও। অলঙ্কার তোমার রূপের স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বহুস্থানে আবৃত ক'রে রেখেছে। এ হতভাগ্যেরা তোমার নিরাভরণ অঙ্গ-সৌন্দর্য্য দেখে ধন্য হোক। মা! ভারতের সর্ব্বতীর্থ পর্য্যটন ক'রেও আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নি। তাই আজ সশিষ্য, ভক্তের আশ্রম দর্শন ক'রে পূর্ণতৃপ্তি লাভ করতে এসেছিলুম। পূর্ণতৃপ্তি লাভ করলুম। জগতের কল্যাণার্থ এক দিন যে ব্রাহ্মণ দেবতাকে বক্ষের পঞ্জর দান করেছিল, আজ তাঁরই বংশধরদের কল্যাণে তোমার সমস্ত অলঙ্কার দেহবিচ্যুত হ'য়ে বজ্রের আঘাতে তাদের মোহের মস্তক চূর্ণ করুক।

(ধনুর্দ্দাস-কর্ত্তৃক হেমাম্বার অলঙ্কার উন্মোচন ও রামানুজকে প্রদান)

সপ্তম দৃশ্য

গৃহ-প্রাঙ্গণ।

অতুলা ও কলস-স্কন্ধে দাশরথি।

অতুলা। অভিমানের বশে এ আমি কি করলুম সাধু ? তোমার মতন পরম জ্ঞানী মহা পুরুষকে আমি হীন পাচকের কাজে নিযুক্ত করলুম !

দাশ। আক্ষেপ ক'র না মা! তুমি আমাকে পরম শ্রেয় দান করেছ। আমি তোমাকে রহস্য করি নি। তোমার সেবা গ্রহণের আমি যা পুরস্কার পেয়েছি—অধিক আর কি বলব—তোমার মহাত্মা পিতার সেবাতেও তা লাভ করি নি। গুরু করুণা ক'রে ভাগ্যে তোমার সেবায় আমাকে অনুমতি করেছিলেন, তাই সে অমূল্য রত্ন আমার লাভ হয়েছে। তোমার কৃপায় আজি আমি পাপমুক্ত। আমার সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়ে গেছে।

অতুলা। কি রত্নলাভ হয়েছে ? আমার শ্বশুর শাশুড়ীর বাক্যবাণ ? নিত্য জর্জ্জরিত হচ্ছ—দেখছি। চক্ষু জলে ভ'রে যাচ্ছে—কিন্তু পলকের ভিতরেই তাকে শুকিয়ে ফেলছি—বাইরে এক বিন্দু ফেলতে পারি না।

দাশ। তাঁরা আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করেছেন। আমি যত কাল বাঁচবো, তত কাল তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। তাঁদের কৃপায় চরম শ্লোকার্থ আমার বিদিত হয়েছে।

অতুলা। দাও, কলসী আমাকে দাও। তোমার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত। সে পরিশ্রম কি, আমি জানি। অসহ্য হয়েছিল ব'লে আমি বাবাকে বলেছিলুম। দাও, কলসী আমাকে দিয়ে একটু বিশ্রাম কর।

দাশ। এ পরিশ্রমটা আজ আমারই দোষে হয়েছে। আমি পথে এক স্থানে বিলম্ব ক'রে ফেলেছি। তাই পাছে তোমার শাশুড়ীর বিরক্তির কারণ হই, সেই জন্য একটু ছুটোছুটি ক'রে আমাকে জল আনতে হয়েছে। মা! তোমার মনে দেখছি আমার মুক্তির কামনা জেগে উঠেছে।

অতুলা। মহাত্মন্! আর যে তোমার কষ্ট আমি দেখতে পারছি না।

দাশ। তা বুঝতে পেরেছি। আমারও বুঝি এখানে আর থাকা হ'ল না।

অতুলা। কেন—কেন ? তোমাকে কি শ্বশুর-শাশুড়ী আজও কোন কটু বলেছেন ?

দাশ। সে দিক দিয়ে আমাকে দেখছ কেন মা ? তোমার শ্বশুর-শাশুড়ীর বাক্য এক দিনও আমার কানে ওঠে নি। আজ আমার আত্মগোপন বুঝি রইল না। গ্রামের দেব-মন্দির প্রাঙ্গণে এক জন সাধু শাস্ত্রব্যাখ্যা করছিলেন। বহুলোক তাঁকে বেষ্টন ক'রে তাঁর ব্যাখ্যা শুনছিল। ঘটনা-

ক্রমে আমি সেখানে উপস্থিত হই। দেখি, তিনি শাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যা করছেন। সে ব্যাখ্যা শুনে শ্রোতাদের অনিষ্ট হবে বুঝে, বাধ্য হয়ে আমাকে তাঁর ব্যাখ্যার ভ্রম প্রদর্শন করতে হয়।

অতুলা। তার পর!

দাশ। প্রথমে ত সকলেই আমাকে তীব্র তিরস্কার ক'রে উঠলো। হীন পাচক জ্ঞানে আমাকে নানারূপ রহস্য করলে। কিন্তু আমি নিবৃত্ত হলুম না। আমি তাদের যথার্থ ব্যাখ্যা শুনিয়ে দিলুম। শুনিয়ে আর তাদের মতামত শোনবার অপেক্ষা না ক'রে সে স্থান থেকে দ্রুত চ'লে এসেছি, (নেপথ্যে কোলাহল) ওই বুঝি তারা এ দিকে আসছে।

অতুলা। শ্রীরঙ্গনাথ কি এমন করবেন! আমি এখন শতবার সে দিঘী থেকে জল আনতে প্রস্তুত আছি। ঠাকুর তোমাকে মুক্ত করুন।

(অতুলার শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও জনগণ)

শাশুড়ী। এমন কাজও করে মা! তিরস্কার করেছিলুম ব'লে তার এমন শোধ নিয়েছ! আমাদের সকলকে নরকে পচাবার ব্যবস্থা করেছ!

শ্বশুর। বাবা! রক্ষা কর। কত কি বলেছি —রক্ষা কর।

শাশুড়ী। বাবা! এই একমাত্র বংশধর— দেবতা বউ ঘরে এনেছিলুম, তা জানি না। রক্ষা কর বাবা, রক্ষা কর।

শ্বশুর। গোলমাল হয়ে গেছে বাবা— বামুনের ঘরের মুখখু।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। আমি আবার নিরেট—ঠকিয়ে পয়সা খাচ্ছিলুম। রক্ষে কর বাবা! যে শাস্ত্রের মর্ম্ম কিছুই জানি না, সেই শাস্ত্রকেই উপার্জ্জনের উপায় করেছিলুম। (প্রণামকরণ)

দাশ। করেন কি—করেন কি—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ! করেন কি!

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। বয়সেতে বৃদ্ধ নয় বাবা—বৃদ্ধ হয় জ্ঞানে। তুমি অতি বৃদ্ধ—গুরু—নারায়ণ।

শাশুড়ী। বউমা! প্রণাম কর—প্রণাম কর।—(অতুলার প্রণাম)

দাশ। হাঁ হাঁ—পরম গুরুকন্যা—পরম গুরু কন্যা। (প্রতিপ্রণাম)

সকলে। ধরা পড়েছেন—ধরা পড়েছেন! জয়, আচার্য্য মহারাজকি জয়!

দাশ। এ সব কথা আপনাদের কে বললে?— এ কি! দেবরাজমুনি—আপনি?

(যজ্ঞমূর্ত্তির প্রবেশ)

যজ্ঞ। আমিই বলেছি ভ্রাতঃ—বাধ্য হয়ে বলেছি। গুরুর জন্মভূমি পেরেমবেদুরে বৈষ্ণব-মন্দির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। সেখানে ভক্তগণের একান্ত ইচ্ছায় প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি স্থাপিত হবে। আপনি আচার্য্যের শিষ্যগণের প্রধান। তাই তাঁর সমস্ত ভক্তে আপনাকে স্মরণ করেছেন।

দাশ। গুরুর আদেশ?

যজ্ঞ। গুরু বলেছেন, দাশরথির চরমশ্লোকার্থ লাভ হয়েছে। সে আজ ছিন্নসংশয়। দেখে এসো, বিপন্ন জীব আজ তার শরণপ্রার্থী। প্রতিষ্ঠিত মুর্ত্তিপূজায় তারই শ্রেষ্ঠ অধিকার।

দাশ। কেন, কুরেশ?

যজ্ঞ। রাজা কৃমিকণ্ঠ তাকে বন্দী করিয়ে নিয়ে গেছেন।

দাশ। এ কি কথা বলছেন মহাত্মন্?

যজ্ঞ। সে মহাপুরুষের জন্য দুঃখ করবেন না। প্রভুর শিষ্যদের মধ্যে তাঁর তুল্য ভাগ্যবান্ আর কেউ নেই। রাজা আমাদের গুরুজী মহারাজকে বন্দী করতে লোক পাঠিয়েছিল। কুরেশ নিজেকে গুরু ব'লে পরিচয় দিয়ে, স্বেচ্ছায় বন্দী হয়ে গুরুজী মহারাজকে রক্ষা করেছেন।

দাশ। মহাভাগ! আজ সমস্ত পৃথিবী গুরুর মহিমা দর্শন করবে। মা! তা হ'লে আমাকে বিদায় দাও।

সকলে। সে কি—বিদায় কি? তা হ'লে আমাদের উপায়?

দাশ। তোমরা কি চাও?

সকলে। আশ্রয় দাও প্রভু!

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। আমরা সপ্তগ্রামের প্রতিনিধি। তাদের হয়ে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে এসেছি।

দাশ। তা হ'লে সকলে আমার অনুগমন কর। তোমাদের শ্রীগুরুর আশ্রয় দান করি।

অষ্টম দৃশ্য

প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ।

ক্রমিকণ্ঠ, রাজপুরোহিত ও পারিষদ্‌বর্গ।

ক্রমি। তুমি থামো, আমাকে বোঝাতে হবে না।

১ম পারি। তোমার চেয়ে ঠাকুর, মহারাজার অনেক বুদ্ধি বেশী।

রাজ-পুরো। লোকে বলছে, যাকে ধ'রে আনা হয়েছে, তিনি রামানুজ ন'ন।

ক্রমি। বলুক—আমি লোকের কথাতেই কি ভুলে যাব? আমি সেই বুড়ো রাজা নই।

রাজ-পুরো। কেউ কেউ শুনেছে যে, তাঁর এক শিষ্য নিজেকে রামানুজ ব'লে পরিচয় দিয়ে ধরা দিয়েছে।

ক্রমি। হেঃ—হেঃ—হেঃ—এ বুড়ো ঠাকুর একেবারে পাগল হয়ে গেছে।

(পারিষদ্‌বর্গের হাস্য)

১ম পারি। ও শুধু পুরুত ঠাকুর নয়, কর্ত্তা-রাজার দলকে দল।

ক্রমি। এ কি আমার বাড়ী ননী মাখম খেতে আসছে যে, একজনের নাম নিয়ে আর একজন আসবে! এখানে এসে আমার আদেশ শুনতে যদি এতটুকু দেরী করে, তা হ'লে হয় শূল—নয় শাল। হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ—যাও—যাও—সে পুরোনো মরচে-ধরা বুদ্ধি এখানে চলবে না।

(ক্রমিকণ্ঠ ও পারিষদ্‌গণের হাস্য)

(কুরেশকে লইয়া প্রহরিগণের প্রবেশ)

রাজ-পুরো! মহারাজ! দেখে আমার মনে হচ্চে—

ক্রমি। চোপ—কি রে, ধ'রে এনেছিস্?

১ম প্রহরী। বহু কষ্টে ধ'রে এনেছি মহারাজ! সহজে কি ধরা দেয়!

কুরেশ। মহারাজ! আপনার কল্যাণ হ'ক। আপনার সঙ্গে সমস্ত চোলরাজ্যের কল্যাণ হ'ক।

ক্রমি। হেঃ হেঃ হেঃ—আশীর্ব্বাদ হচ্ছে—

(সকলের হাস্য)

কুরেশ। আশীর্ব্বাদ নয় মহারাজ, নারায়ণের কাছে প্রার্থনা।

ক্রমি। তোর নাম কি?

কুরেশ। সন্ন্যাসী আমি—নাম বহু দিন নারায়ণে অর্পণ করেছি।

ক্রমি। ও সব ছ্যাঁদা কথা ছাড়। বল্, তুই রামানুজ কি না?

কুরেশ। আমার নাম বৈষ্ণবদাস।

ক্রমি। কি বললি! এখনি জিব কেটে ফেল্‌বো। নইলে এখনও বল্, তুই রামানুজ কি না?

কুরেশ। সেই আমি, আমিই সেই।

ক্রমি। হেঃ হেঃ হেঃ—ধমকে সত্য ব'লে ফেলেছে।

১ম পারি। কি ঠাকুর—কি ঠাকুর?

(সকলের অনুকরণ ও হাস্য)

রাজ-পুরো। সত্য সত্যই আপনি রামানুজাচার্য্য?

ক্রমি। হেঃ হেঃ হেঃ—ভীমরতি—বিদায়—বিদায়।

সকলে। বিদায়—বিদায়—

[রাজপুরোহিতকে লইয়া ১ম পারিষদের প্রস্থান।

ক্রমি। এখন বল্, শিবের পর আর নেই। এই কথা ব'লে, বৈষ্ণবধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে শৈব-ধর্ম্ম গ্রহণ কর্।

কুরেশ। সীমানির্দ্দেশ কেমন ক'রে করব মহারাজ! আমার ভগবানের অন্ত নেই। তাঁর পরেও আবার তিনি।

ক্রমি। তবে রে পাষণ্ড! বৈষ্ণবধর্ম্ম ত্যাগ করবি নি?

কুরেশ। জ্ঞানসিন্ধু শঙ্কর বৈষ্ণবচূড়ামণি। আমি বৈষ্ণব নই, এ কথা বললে যে তাঁরই অস্তিত্ব অস্বীকার করতে হয়।

ক্রমি। তবে রে দুর্ম্মতি,—শূলে দাও—শূলে দাও, জল্লাদ!

(এক দিকে জল্লাদ, অপর দিকে রাজকুমারীর প্রবেশ)

রাজকুমারী। রক্ষা কর রাজা, রক্ষা কর। এক দিন যিনি তোমার ভগিনীকে রক্ষা করেছেন, তোমার বংশের মান রক্ষা করেছেন, তাঁকে নিষ্ঠুর-ভাবে হত্যার আদেশ দিও না।

কৃমি। কে তোমাকে এখানে আস্‌তে বলেছে?

রাজকুমারী। তোমার নিষ্ঠুর আচরণ! সাবধান রাজা, ধর্ম্মান্ধদের পরামর্শে মহাপুরুষের উপর অত্যাচার ক'র না।

কৃমি। একে ধ'রে নিয়ে যাও, ধ'রে নিয়ে যাও। সঙ্গে কে এসেছিস্—নিয়ে যা—নিয়ে যা।

রাজকুমারী। তা হ'লে তুমি ত থাকবেই না। এ রাজবংশ থাকবে না, দেশ থাকবে না।

[রাজকুমারীর প্রস্থান।

কৃমি। আঃ! কি আপদ!

১ম পারি। শুভকর্ম্মে কত বাধা!

কৃমি। আচ্ছা যাক্, দিদিকে যখন আরোগ্য করেছে, তখন আর মেরে ফেলে কাজ নেই। দুরাত্মার চোখ তুলে নে। তাতে মেরে ফেলার চেয়ে বেশী মজা হবে।

সকলে। ঠিক—ঠিক মহারাজ! তাতে বেশী মজা হবে।

কৃমি। বষ্ণুম হবার সুখ হাড়ে হাড়ে বুঝবে। নে, বেটার চোখ তুলে নে।

সকলে। চোখ তুলে নে।

(জল্লাদ কর্ত্তৃক কুরেশের চক্ষুরুৎপাটন)

কুরেশ। দেহ! মন-প্রাণ তুই গুরু-চরণে নিবেদন করেছিস্। এ দেহ যদি জ্বালায় কাতর হয়, তা হ'লে বুঝব মিথ্যাবাদী। ঠিক্ থাক্, ভাই, ঠিক থাক্। আহা চর্ম্মচক্ষুর বিনিময়ে এ কি অপূর্ব্ব চক্ষু এ দেহকে দান করলে গুরু! ওই যে গোপুর-দ্বারে শ্রীরঙ্গনাথ আমাকে আলিঙ্গন করবার জন্য বাহু প্রসারিত করেছেন!

কৃমি। মাটী হাতড়াচ্ছে—মাটী হাতড়াচ্ছে।

সকলে। কি মজা—কি মজা!

কুরেশ। যাচ্ছি যাচ্ছি—প্রসারিত আলিঙ্গন—লোভ সংবরণ করতে পারছি না—যাচ্ছি যাচ্ছি!

(পুনঃ পুনঃ উত্থিত ও পতিত)

কৃমি। হো—হো—হো—কি আচার্য্য! শ্রীরঙ্গমে যাচ্ছ না কি?

সকলে। যাও যাও—সোজা পথ।

(রাজপুরোহিতের প্রবেশ)

রাজ-পুরো। পালাও মহারাজ, পালাও।

কৃমি। কি—কি—

(নেপথ্যে কোলাহল—সকলের ভীতি-প্রদর্শন)

রাজ-পুরো। না, না,—আর কোথায় পালাবে? তোমাদের পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে। ওই সকল অগ্নিশৈল তোমাদের সকলকে ভস্মরাশি করতে ছুটে আসছে। মহাপুরুষের কোপানলে চোলরাজ্য এই বারে ক্ষার হ'ল!

কৃমি। কই—কই? তাই ত রে, ও কি রে!

১ম পারি। আগুনই ত বটে মহারাজ!

সকলে। পালা—পালা।

(সকলের পলায়নের চেষ্টা)

(রামানুজের প্রবেশ)

রামা। নরপিশাচ! পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত নিশ্চল হ'!

(রাজপুরোহিত ব্যতীত সকলের পতন)

কুরেশ—প্রিয়তম কুরেশ। শ্রীবরদসমীপে শীঘ্র বর প্রার্থনা কর।

কুরেশ। চর্ম্মচক্ষুর বিনিময়ে দিব্যচক্ষু দিয়েছ—আবার কি বর নেবো নারায়ণ!

রামা। প্রিয়তম! তুমি অন্ধ থাকতে জল-ভারাক্রান্ত চক্ষে আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। শীঘ্র বর প্রার্থনা কর।

কুরেশ। বেশ, তা হ'লে যাদের করুণায় আমি গুরু-মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছি, তাদের অভিশাপ থেকে মুক্ত করুন।

রামা। ওঠ্ হতভাগ্যেরা—সাধুর অহৈতুকী করুণা—মুক্ত হ'।

কৃমি। তাই ত, এ কি রকম হ'ল? একজনের জন্য আর একজন প্রাণ দিতে এলো! আমি যাকে যন্ত্রণা দিয়ে আমোদ করতে গেলুম, সেই—সেই আমার কল্যাণ কামনা করলে! এই বৈষ্ণব—এই বৈষ্ণব?

রামা। এ বরে আমি তুষ্ট হলুম না কুরেশ! তোমার দেহ সে আমারই দেহ। শ্রীবরদের কাছে আবার বর চাও! আমার ইচ্ছা, তুমি চক্ষু পুনঃ প্রাপ্ত হও। (কুরেশের উত্থান) নাও রাজা, আমি রামানুজ! আমাকে শাস্তি প্রদান কর।

কৃমি। শাস্তি দেব—শাস্তি দেব—আমি মূর্খ নিষ্ঠুর, নরাধম, প্রেত—(পদধারণ) সমস্ত চোল-রাজ্যের সঙ্গে এই পাষণ্ডকে তোমার পায়ে জড়িয়ে দিলুম। আমাকে মারতে হয় মারো, রাখতে

হয় রাখো। তোমার যা ইচ্ছা, তাই কর ইচ্ছাময়!

রামা। মহাপুরুষের আগে পেয়েছ করুণা,
নির্ভয় সংসারে আজি তুমি।
উঠ হে রাজন্,
বৈষ্ণবে নাশিতে আগে
করেছ যে অস্ত্র উত্তোলন,
সেই অস্ত্রধারী—চির-জাগ্রত প্রহরী
ভ্রম রাজা আজি হতে মহাত্মার সনে।
[প্রস্থান।

কৃমি। (কুরেশের পদ ধরিয়া)
গুরুদেব!
অধম-তারণ!
নিজ অঙ্গে অঙ্গীকার করিয়া যাতনা,
এইরূপে যুগে যুগে করিতেছ
মোহান্ধের ত্রিতাপ বিনাশ।
অন্য কথা কি কহিব আর—
চরণের রেণুরূপে হতভাগ্যে কর অঙ্গীকার।

কুরেশ। এস রাজা, নদ-উপনদসম
পরস্পরে মিলিয়া গলিয়া,
মহাসিন্ধু-কোলে সবে লই গে আশ্রয়।

নবম দৃশ্য

জমাম্বা।

পেরেমবেদুর।

আশ্রম-কুটীর-সংলগ্ন আম্র-কানন।

জমাম্বা। লভিলাম জন্মান্তর-স্মৃতি,
তবুও ত ঘুচিল না দুর্গতি আমার!
সরযূ-সলিল-স্নিগ্ধ ধীর-সমীরণ
ত্রেতা হ'তে বহিয়া বহিয়া
অতি সন্তর্পণে ঢালিছে শ্রবণে
পরিত্যক্তা সতীর সে করুণ-ক্রন্দন।
পশিয়া মরমে মোর, শত শিহরণে
জাগায় প্রাণের জ্বালা।
বলে, "শুন গো ভগিনী,
ত্রিলোক-পূজিত পতি যার
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণাধার—
জায়া তাঁর বিনা অপরাধে
হয় যদি নির্ব্বাসিতা বনে,
কি উল্লাস জাগে তার প্রাণে,
নিজ অবস্থার সনে মিলায়ে মিলায়ে
স্পন্দন স্পন্দনে গেঁথে লও।
এক বৃন্তে জাগুক জ্বলিয়া
ব্যাকুল করিয়া দু'টি জ্বালাময়ী ফুল।"
জীব-মুক্তি দাতা স্বামী
কাঞ্চীপুরে ঘরের দুয়ারে,
আমি আঁধারে পুরিয়া অশ্রুজল
দুরদৃষ্ট চেড়ীর বেষ্টনে
আবদ্ধ রয়েছি নিজ আশ্রম-কাননে।
স্থান-ত্যাগে শক্তি নাই—
পতি-পদ পরশিতে নাহি অধিকার।
হে দেবী জানকী,
তোমা হ'তে ভাগ্যহীনা আমি।
বাল্মীকির তপোবনে
দূর্ব্বাদল-শ্যামরূপ দর্শন অভাবে
যে সময় ঝরঝর ঝরিত নয়ন,
অপরূপ প্রতিবিম্ব তাঁর
উষ্ণজলে সিক্ত হ'ত শ্রীঅঙ্গে তোমার।
লব-কুশ কোমলাঙ্গে পাছে বিঁধে জ্বালা
অমনি সন্ত্রস্তা, দেবী, শুকাতে দু'আঁখি।
কিন্তু আমি—কিন্তু আমি
কি বলিব সতী!

(পারাশরের প্রবেশ)

পারা। (পশ্চাৎ হইতে জমাম্বাকে জড়াইয়া) মা! মা! আমাকে মারতে আসছে। আমাকে মারতে আসছে।

জমাম্বা। এ কি!—কে বাপ্—কে বাপধন তোমাকে মারতে আসছে? হা বরদরাজ! এখনও রহস্য? এ অপরূপ শিশু কাকে মা ব'লে জড়িয়ে ধরলে?

পারা। ওই—ওই—ওই আসছে। ওই হনুমানের মত দাঁত বার ক'রে একটা ভাঙ্গা লাঠি নিয়ে—আমাকে মারতে আসছে।

(কাঞ্চিপূর্ণের প্রবেশ)

কাঞ্চি। যা ছোঁড়া, বড় বেঁচে গেলি। আমি পেরিয়া—চণ্ডাল। মাকে ছুঁতে পারলুম না।

নইলে এই ভাঙ্গা লাঠিতে তোর পিঠ ভেঙ্গে দিতুম। মা! তোমার এই পুত্রটি বড় দুরন্ত। আমার প্রভু শ্রীরামানুজ এই পেরেমবেদুরে তাঁর জন্মভূমি দর্শন করতে এসেছেন শুনে, তাঁর স্বগৃহে আমি তাঁর শ্রীচরণ দর্শন করতে চলেছি। আসছি পুনামেলি থেকে। একে বৃদ্ধ, তায় চোখে ভাল দেখতে পাই না। অতি কষ্টে দণ্ডে ভর দিয়ে এই পথ চলছিলুম। তোমার ছেলে পথের মাঝে জুটে হাত থেকে আমার দণ্ড কেড়ে নিয়ে দু'খানা ক'রে ভেঙ্গে দিয়েছে।

জমাম্বা। মহাত্মা কাঞ্চিপূর্ণ?

কাঞ্চি। এ কি! সত্য সত্যই আমার মা! এ কি মা, তোমার ঘরে আজ পূর্ণচন্দ্রের অধিষ্ঠান। শত সহস্র অন্ধকারগ্রস্ত জীব তোমার গৃহ-প্রাঙ্গণে আশ্রয় গ্রহণ করতে আসছে, আর তুমি এই বনের ধারে অন্ধকারে কাঙ্গালিনীটির মত দাঁড়িয়ে আছ!

জমাম্বা। হে ঋষি, হে মারুতির অবতার! আর কেন আমাকে বাক্য-যন্ত্রণা দাও? তোমারই ইচ্ছায় একদিন তোমার অমর্য্যাদা করেছি। আজি নিজের ইচ্ছায় তার প্রায়শ্চিত্ত করছি। (প্রণামকরণ)

কাঞ্চি। ও সর্ব্বনাশ, কি করলে—কি করলে! যাক্—করেছ, বেশ করেছ। তোমার ছেলে আমার জীবনের অবলম্বনদণ্ড ভেঙ্গে দিলে। তুমি মা হ'য়ে সন্তানকে প্রণাম করলে। আমার লীলা এবারকার মত সাঙ্গ হ'ল।

জমাম্বা। আমার ছেলে—আমার ছেলে? ঋষি! ওই ভাঙ্গা-দণ্ড আমার মাথায় মার। এ রকম তীব্র রহস্য কর না।

কাঞ্চি। তোমার ছেলে নয়! তবে কে এ বালক? বৃদ্ধবয়সে দেহরক্ষার পূর্ব্বদিবসে আমার মুখ থেকে মিথ্যা বেরুলো!

(অণ্ডালের প্রবেশ)

অণ্ডাল। পতিব্রতে! একদিন কন্যাকে পাতি-ব্রত্যধর্ম্ম শিক্ষা দিয়েছিলে। তার দক্ষিণা গ্রহণ কর। গুরু এ বালককে পুত্র ব'লে গ্রহণ করেছেন। তোমাকে দিতে বলেছেন। আমি ধাত্রীরূপে একে দশ বৎসর পালন ক'রে আসছি। পুত্রকে কোলে তুলে নাও মা, আমি দেখে ধন্য হই।

জমাম্বা। এই তুলিলাম কোলে—

আছে রুদ্ধ কুটীরের দ্বার—ভিতরে তাহার
বারো বৎসরের রুদ্ধ শুষ্ক হাহাকার।
শীঘ্র যাও মা আমার, মুক্ত কর তারে
পশুক পরমানন্দ—কুটীরের প্রতিস্থান
আগে হ'তে যাক ভ'রে যুগের উল্লাসে,
তবে আমি লয়ে যাব নন্দনে সেথায়।

[অণ্ডালের প্রস্থান।

এ কি ভাগ্য দিলে মোরে ঋষি!

কাঞ্চি। চির ভাগ্যবতী তুমি মাতঃ!

একবার চাহ নিজ পানে, তখনি দেখিতে পাবে
জীবনের কোন্ স্থানে
সংগোপনে কি আছে কোথায়।
তখনি দেখিবে, ধর্ম্ম তব পতি।
তুমি তার ধর্ম্মপত্নী, আয়তি ধরিয়া
কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্য, স্মৃতি
একাধারে ক্ষমা, মেধা, ধৃতি।
আর আমি যুগে যুগে সাথে নিত্যদাস,
দেখিতে যুগলরূপে বিমল বিকাশ।
লীলা মোর অবসান,
বিদায় লইনু রাঙা পায়,
নিজদেশে করিব প্রয়াণ।

[কাঞ্চিপূর্ণের প্রস্থান।

পারা। মা! আমাকে চিনতে পার?

জমাম্বা। (সচকিতে) কি বলছ বাপ!

পারা। কেমন কোলে উঠেছি?

জমাম্বা। তুমি কি বলছ, আমি যে বুঝতে পারছি না বাবা!

পারা। আমায় চিনতে পারছ না মা? সেই যে আমাকে চোর ব'লে গো!—তোমার মাসী আর দেবর—তাড়িয়ে দিলে—মনে নেই?

জমাম্বা। গোপাল—গোপাল—এত করুণা!

পারা। সেবার উঠান থেকে তাড়ালে, এবারে ত মা ব'লে কোলে উঠেছি—কই, কে তাড়াবে, তাড়াক না!

জমাম্বা। গোপাল—গোপাল—গোপাল! আমার যে জ্ঞান যায়—আমার যে বাক্য যায়।

(রামানুজের প্রবেশ)

এ কি এ কি গুরু গুরু—
হইল কি ভাগ্য পূর্ণ মোর?
সত্য কি স্বপন, কহ নারায়ণ!

রামা। সত্য দেবি!

তব ঋণ পরিশোধ অসাধ্য বুঝিয়া
লয়েছিনু শ্রীরঙ্গ শরণ;

করুণায় রঙ্গনাথ
পুত্ররূপে তব অঙ্কে লইল আশ্রয়।
পুত্রধন কমল-নয়ন—
অতুল সম্পদ বিশ্বে লভ্য তব আজি!
অতুল সম্পদ!
বিরাট ব্রহ্মাণ্ড ক্ষুদ্র কুটীরে তোমার।
অগণিত বৈষ্ণব সন্তান
আশ্রয় লয়েছে তার তলে।
যাও দেবি, লইতে সে সকলের ভার
সাবধানে এই পুত্র করহ পালন।
যতিধর্ম্ম করিয়া গ্রহণ
বঞ্চিত করেছি মোরে শ্রীঅঙ্গ-পরশে।
তাই আমি মূর্তিমধ্যে করি অধিষ্ঠান
এসেছি শ্রীপদে তব লইতে আশ্রয়।
যুগে যুগে সম্মিলন—অচ্ছেদ্য বন্ধন।
মূর্ত্তিরে স্বরূপ ক'রে জ্ঞান
পার্শ্বে দিও স্থান।
ম্লান যবে দেখিবে তাহারে
বুঝিবে কার্য্যের অবসান।
সেই দণ্ডে মূর্ত্তিমধ্যে আত্ম নিবেশিয়া
মূর্ত্তি-মুখে ঔজ্জ্বল্য ঢালিয়া
স্বরাজ্যে করিও আগমন।
বিদায়—বিদায়—অসংখ্য প্রণতি রাঙা-পায়।
রেখেছিলে, রাখিতেছ, রাখিও আমায়।
(নেপথ্যে কীর্ত্তন-কোলাহল)
আকুল অগণ্য ভক্ত তব গৃহদ্বারে।
পদরজ-লোভে তারা পথপানে চায়।
শতচ্ছিন্ন করিয়া মায়ায়
দাও দেখা সে সবারে শ্রীরঙ্গ-জননী॥ [প্রস্থান

(গোবিন্দ ও অণ্ডালের প্রবেশ)

গোবিন্দ। এই যে মা, তুমি এখানে! শীঘ্র এসো ঘরে মা! ওই একটি পুত্রকে কোলে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকলে চলবে না! তোমার অসংখ্য সন্তান তোমার চরণাশ্রয় নিতে তোমার ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ কুটীর-দ্বারে সমবেত হয়েছে।

অণ্ডাল। এসে দেখ মা, শুষ্ক হাহাকার অশ্রুধারে পরিণত হয়েছে। পরমানন্দের ক্ষুদ্র কুটীরে সঙ্কুলান হচ্ছে না। এতক্ষণ বুঝি ত্রিলোক ভ'রে গেল।

জমাম্বা। হে বৎস! দেখাও পথ।
হে সুশীলে, করে ধ'রে লয়ে চল মোরে।

দশম দৃশ্য

আশ্রম-সম্মুখ।

রামানুজ।

রামা। সীতারাম! সর্ব্বস্ব আমার!
আর কেন, মুক্ত কর দ্বার।
দিন-সঙ্গে কার্য্য অবসান।
ছুটেছে জ্যোতিষ্ক-পথে!
আবার বৈকুণ্ঠ-মুখী প্রকৃতির গান।
শুনিতে শুনিতে নাথ,
চলি আমি নিত্যানন্দ-চরণ-আশ্রয়ে।
বিষম সংসারব্যাধি।
মুহুর্ম্মুহুঃ তাড়নে তাহার আত্মহারা—
হইয়াছি কত অপরাধে অপরাধী।
নাম মাত্র করিয়া আশ্রয়
অবশিষ্ট জীবন-নিশ্বাস
তোমার সে অগণিত ভক্তের কারণ
মূর্ত্তিহৃদে করিনু অর্পণ। কার্য্যশেষে—
ক্ষমা ক'রে তুলে দাসে লহ নারায়ণ।
[অন্তর্দ্ধান।

(পট-পরিবর্ত্তন)

পুষ্প-ভূষিত রামানুজমূর্ত্তি।
বামে পারাশরক্রোড়ে জমাম্বা।
পাদমূলে অণ্ডাল।

(ভক্তগণের গীত)

গোবিন্দ গোবিন্দ জয় জয় গোবিন্দ হরে।
এসেছে সে দয়ার সাগর শমন যারে ভয় করে॥
তোর ভবের ভয় আজ ঘুচে গেল,
শমন পালালো ওই পালালো—
গুরু দাঁড়িয়ে আছেন ঘর-কানাছে
দোর খুলে দে জোর ক'রে—
ওই অরূপ গুরু ব'সবে রে তোর রূপের ঘর
আলো ক'রে॥

যবনিকা-পতন

আলিবাবা

—:(*):—

(রঙ্গনাট্য)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, প্রণীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পাত্র

আলিবাবা			
কাসিম	...	...	আলিবাবার ভ্রাতা।
হুসেন	...	...	আলিবাবার পুত্র।
আবদালা	...	...	খোজা ক্রীতদাস।
মুস্তাফা	...	...	... জনৈক মুচী।

দস্যু-সর্দ্দারগণ, বান্দাগণ, দস্যুগণ, ইয়ারগণ ও হাকিম।

পাত্রী

ফতিমা	...	...	আলিবাবার স্ত্রী।
সাকিনা	...	...	কাসিমের স্ত্রী।
মরজিনা	...	...	ঐ ক্রীতদাসী।

বাঁদীগণ, প্রতিবেশিনীগণ ও নর্ত্তকীগণ।

আলিবাবা

প্রস্তাবনা

বাজে কাজে মিন্‌ষেকে আর যেতে দেব না।
নিত্যি বনে পাঠিয়ে দেব, পরব কত সোনা-দানা।
বনের ভেতর মোহরের বাগান,
মোহর ফলেছে থান থান,
নাড়লে পড়ে যেন পাকা ধান—
রেকে মেপে তুলব ঘরে কারুর তাতে নাই মানা॥

প্রথম অঙ্ক

—*—

প্রথম দৃশ্য

কাসিমের গৃহপ্রাঙ্গণ।

(মর্জিনার প্রবেশ)

(গীত)

ছি ছি এত্তা জঞ্জাল,
এত্তা বড় বাড়ী এস্‌মে এত্তা জঞ্জাল।
হর্‌দম্ লাগতা ঝাড়ু তববি অ্যায়সা হাল্॥
অন্দরমে বাহারমে সবমে সমান
জঞ্জাল পূরা হুয়া বর্‌বাদ তামাম্;
ময়লা মোকাম্—
বড়ি ময়লা মোকাম্
ময়লা মনিম্ মেরা—লেংরা বেচাল।
দিল্ ময়লা বিবি মেরা হাজির হামেহাল॥

আবদালা! আবদালা!

আব। (নেপথ্যে) হুজুর—জনাব—খোদাবন্দ!

(আবদালার প্রবেশ ও গীত)

আয়া হুকুম বরদার্।
আয়া হুকুম বরদার্॥
বড়ি কামপিয়ারা হরদম্ লেও ভরপুর কামদার্॥
দেখো যেত্তা কালা রং
আখের তেত্তা জবর ঢং,
সারা ঝট্‌পট্ কাম করনেওয়ালা সাঁচ্চা সমজদার।
বহুৎ খোসমেজাজি রাজি বিবি মালিক মহলাদার॥

(গীতান্তে)। আ রে কে ও? বেগম সাহেব? মর্জিনা খানুম?

মর্। যেদিন বেগম হব, সে দিন তোকে হাজার কোড়া লাগাব।

আব। আঃ বাঁচলেম। বড় সখ ছিল, এক দিন তোর হাতের কোড়া খাই। আল্লার কিরে, ব'লে রাখছি, যখন বেগম হবি, তখন তোকে পিঠটে জায়গির দেব।

মর্। বড় মস্‌করা কচ্চিস্ যে। আমি কি বেগম হ'তে পারি না?

আব। দেখ বাঁদী—খুড়ি, বিবি খুড়ি, রোগ নেই, শোক নেই—খোস-মেজাজে, বহাল তবিয়তে, হেসে হেসে ম'রে যাব, সেটা কি দেখতে ভাল হবে? ও কথা ছাড়ান দাও, বিবি সাহেব, ও কথা ছাড়ান দাও।

মর্। ফের মসকরা! তবে আমি যেমন ক'রে পারি বেগম হব।

আব। আমিও কণ্ঠায় কণ্ঠায় মার খাব।

মর্। আমি বেগম হয়েছি জেনে রাখ।

আব। ইস্! তাই বটে, আমার পিঠটে সড় সড় করছে!

সাকিনা। (নেপথ্যে) মর্জিনা!

মর্। বিবি সাহেব!

আব। মর্জিনা, একটু আড়াল কর, পালাই।

মর্। চল্লি কেন? একটা কথা আছে, শোন্ না!

আব। এর পর বিবিজান, আমার হাই উঠছে! বেগম সাহেবের হাঁক শুন্‌লেই আমার (নিদ্রার অভিনয়) তোবা তোবা।

[প্রস্থান।

(সাকিনার প্রবেশ)

সাকিনা। কোথায় তুই, মর্জিনা?

মর্। হুকুম, বিবি সাহেব!

সাকিনা। আবদালা পাজি কোথায় গেল?

মর্। তোমার কথা শুনে পালাল।

সাকিনা। কাসিমকে ব'লে তাকে বেচে ফেল্‌তে হবে। তার বড় আস্পর্দ্ধা বেড়েছে।

মর্। কোন কাজ আছে কি?

সাকিনা। একবার আলির স্ত্রীর কাছে যা ত। ব'লে আয়, আজ আমাকে পাঁচ মণ কাঠ দিতে হবে।

মর্। আচ্ছা।

[প্রস্থান।

(কাসিমের প্রবেশ)

কাসিম। দেখ বাজারে যখন কাঠ মেলে, তখন আলির স্ত্রীর সঙ্গে অত ঘনিষ্ঠতা কচ্ছো কেন?

সাকিনা। আপনার জা—তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে দোষ কি?

কাসিম। না, সে সব হবে না। [ও মাগীকে দেখলে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ'লে যায়। শুধু ওটাই কেন, ও মাগীর ডালপালা সব।] আলিটাকেও দেখতে আমি পছন্দ করি না। সে কাঠুরে, তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি?

সাকিনা। সে ত তোমারই ভাই।

কাসিম। না না, আমি ওমরাও—সে কাঠুরে; কাঠুরের সঙ্গে ওমরাওয়ের সম্পর্ক থাকতেই পারে না। সম্পর্ক রাখতে গেলে কোরাণ-ঘটিত দোষ হয়।

সাকিনা। ভাগ্যি শ্বশুরের বিষয় পেয়েছিলে, তাইতে ভাইয়ের সম্পর্কটা উড়িয়ে দিলে। নইলে তোমারও যে কাঠ বইতে বইতে মাথায় টাক পড়ত।

কাসিম। সেটা তোমার অদৃষ্টে নয়—আমার অদৃষ্টে। আমাকে সাদী করেছিলে, তাই তোমার বাপের ছেলে হয় নি। [নইলে আর কারও হাতে পড়লে, ছেলে ছেড়ে ছেলের চৌদ্দপুরুষ হয়ে যেত।] আমার নসীবে ওমরাওগিরী আছে, আমি ম'রে ম'রেও ওমরাও হ'তুম; কিন্তু তোমাকে বিবিজান আজন্ম কাঠকুড়ুনি হয়ে থাকতে হ'ত। যাক্, শোন, আলির স্ত্রীর সঙ্গে বেশী মাখামাখি ক'র না।

সাকিনা। তুমি দেখছি নেহাত গাড়োল। আমায় কি তেমনি মেয়ে পেলে যে, কারও সঙ্গে বিনা কাজে মাখামাখি করি?

কাসিম। তা জানি, তা জানি, তুমি আমার তেমন মেয়ে নও, তা কি জানি না? তবে সে মাগী থেকে থেকে আমাদের বাড়ী আসে কেন বল্‌তে পার?

সাকিনা। আমি আলির স্ত্রীর কাছে কাঠ খরিদ করি। বাজারের চেয়ে দেড়া সস্তায় পাই।

কাসিম। বটে, বটে!

সাকিনা। আর খাঁটী গুঁড়ির কাঠ, ডালপালা নেই।

কাসিম। বটে, বটে!

সাকিনা। আর দশ বার সের ফাউ।

কাসিম। বটে, বটে!

সাকিনা। আর ফাঁকি-ফুঁকি দিয়ে, দুটো মিষ্টি কথা ব'লে, দু'বার গায়ে হাত বুলিয়ে আরও দশ বার সের—

কাসিম। বটে বটে, বল কি? আমি যে হাসি রাখতে পারছি নি।

সাকিনা। তার পর হিসেবের সময় গোলমালে সিকি বাদ। বুঝলে মিয়া সাহেব?

কাসিম। (উচ্চহাস্য)।

সাকিনা। এখন বল, তার সঙ্গে মাখামাখি ক'রে কি মন্দ কাজ করেছি?

কাসিম। মন্দ—কোন্ বে-আকুফ্ বলে মন্দ? খাসা কাজ, তোফা কাজ! এ রকম কাজ খুব কর, কিন্তু দেখো, যেন ভুলে তাকে নেমন্তন্ন ক'রে ব'স না।

সাকিনা। আমি কি ভোলবার মেয়ে?—

কাসিম। তাই ত, তাই ত, তুমি কি আমার ভোলবার মেয়ে—তবু কি জান, সাবধান ক'রে রাখছি। খাঁকৃতির পেট, গোগ্রাসে গিল্‌বে। বুঝেছ বিবি, পাঁচ জনের খোরাক একলা মেরে দেবে। সাবধান! সাবধান!

সাকিনা। ভয় নেই, ভয় নেই—তুমি খানার বন্দোবস্ত কর। রাত্রে ক'জন আসবে?

কাসিম। বেশী নয়।

সাকিনা। তবে এই বেলা আয়োজন কর।

কাসিম। আমি চল্লেম।

সাকিনা। এস ভাই এস।

(মর্জিনা ও ফতিমার প্রবেশ)

ফতিমা।--- (গীত)

[(ও মোর দিদি) কেনে ডাক দিছিস্ মোকে।
আমার কি ছাই আওন পোষায় এ বিহানের ঝোঁকে॥
রেতের বেলি মরদ কাটে কাঠ,
বিহান্ হলি আমার বাড়ে নাট,
ভিজে কাঠ বাছি কি ঘুঁটে বেচি
(বুন্) হয় মহা ঝঞ্ঝাট
এটা করতে, হয় না ওটা, সে মরে বোকে॥]

ফতিমা। কেন বোন্, এমন অসময়ে আমায় ডেকে পাঠিয়েছ?

সাকিনা। এই বোন্, আমাকে আজ পাঁচ মণ কাঠ পাঠিয়ে দিতে হবে। দর কত পড়বে?

ফতিমা। তোমার কাছে আবার দর কি দিদি? অম্‌নিই দিতে হয়, তবে না কি আমাদের বড় টানাটানি, দিন গুজরানই হয় না, তাই তোমার কাছে নেওয়া।

সাকিনা। তা কেন ভাই, বাজারেই যখন আমাদের কিন্‌তে হয়, তখন তুমি আপনার জন, যাতে দু' পয়সা পাও, তা আমার দেখা উচিত নয় কি? এতে যদি দু' পয়সা বেশী যায়, সেও বি আচ্ছা। বাজারে টাকায় তিন মণ দশ সের ক'রে ভাল সুঁদরীর গুঁড়ী চেলা পাওয়া যায়। তা তুমি নয় সওয়া তিন মণ ক'রেই দিও। তোমাকে দু' এক পয়সা বেশী দিলে ত আর জলে পড়বে না। তোমার কাছে যদি ওজনেও কম পাই, সেও বি আচ্ছা।

ফতিমা। তোমার বোন্ এমনি ভালবাসাই বটে!

সাকিনা। তা হ'লে দর হ'ল কত? তিন মণ দশ সের, এক টাকা। তার ওপর দশ সের কম দু' মণ। তা হ'লে দশ সেরের দামটা আগে বাদ দিয়ে নাও। তা হ'লে হ'ল গিয়ে চার আনা কম এক টাকা; তার ওপর হ'ল দু মণ---এক টাকার কাঠের চেয়ে এক মণ দশ সের কম। তা হ'লে বাদ যায় আরও দু আনা। তোমার তা হ'লে পাওনা হয়---খাঁটি দশ আনা। মরুক্ গে, তোমার সঙ্গে আর দর করব কি, দু' পয়সা না হয় বেশী হ'ল। তা হ'লে তোমার পাওনা হ'ল এক টাকা ছ' পয়সা। কাঠ এনে দিয়ে পয়সা নিয়ে যাও।

ফতিমা। আচ্ছা।

সাকিনা। আর দেখ, তার সঙ্গে দু' চারখানা গরাণ যদি থাকে পাঠিয়ে দিও ত। সুঁদরীর কয়লায় পোলাও রাঁধলে বড় গরম হয়। তোমার ভাসুরের কেমন অম্বলের ধাত---সয় না। বুঝেছ?

ফতিমা। আচ্ছা।

সাকিনা। আর ঝুড়িখানেক কাঠের চোকলা সেই সঙ্গে যদি পার, পাঠিয়ে দিও। তোমার ভিজে সুঁদরী, উনুন ধরাতে বড় কষ্ট—ফুঁ পাড়তে হয় —মাথা ধরে।

ফতিমা। আচ্ছা।

সাকিনা। মুটে ভাড়াটা তুমি দেবে, না আমি দেব?

ফতিমা। যা বল।

সাকিনা। থাক্, সে তুমিই দিও; তুমি ত আমার পর নও। যাও, শীগ্‌গির পাঠিয়ে দাও। মর্জিনা, কাঠগুলো সরু সরু দেখে ওজন করে নিস্। কাঠ নিয়ে হাতে হাতে দাম চুকিয়ে দিস্। আমি আসি ভাই, আমি নেজুড় রাখতে ভালবাসি না।

[প্রস্থান।

মর্। দেখ বাছা, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে ইচ্ছে করে।

ফতিমা। কেন বাছা?

মর্। না থাক্, আমি বাঁদী, মনিবের কথায় বাঁদীর মতামত প্রকাশ করা উচিত নয়।

ফতিমা। কাঠের দামের হিসাবের কথা বলছ?

মর্। তুমি বড় বোকা!

ফতিমা। বোকা নই মা, বোকা নই।

মর্। তা হলে বুঝতে পেরেছ?

ফতিমা। বোকা হ'লে কি মা গরীবের সংসার যোগে যাগে চালাতে পারি? আপনার জন— বুঝেই বা কি করব? তুমিই বল না!

মর্। তুমি বুঝেছ! তা হ'লে তোমাকে সেলাম। চল।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(বনপ্রান্তস্থ) কুটীর।

আলিবাবা, (বন্যবালকগণ) ও হুসেন।

বালক।— (গীত)

আয় রে ভাই কাঠ কাটি গে কটাকট্।
নইলে বেত লাগাবে পটাপট॥
মারিস্‌নে ঠুক্‌ঠুকিয়ে ঘা—
মোটা গুঁড়ি তাতে সানবে না।
ঘুরিয়ে কুড়ুল খুব জোরে লাগা—
কাঁচা ডাল কুপিয়ে কাটি, শুকনো ভাঙ্গি মটামট্॥

হুসেন। হাঁ বাবা, এমন অসময়ে যে আজ কাঠ কাটতে চলেছ?

আলি। কি করি বাবা! তোমার গর্ভধারিণী যে রকম ব্যবসার সূত্রপাত করেছেন, তাতে ঘরে থাকা আর সইল না। বুঝি বনে চিরবসবাস করতে হয়।

হুসেন। কেন?

আলি। ওই যে আসছেন, ওঁরই মুখে শুন্‌লেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে এখন।

(ফতিমা ও মর্‌জিনার প্রবেশ)

আলি। কি গো ফতিমা বিবি, আজ কি রকম ব্যাপার হ'ল?

ফতিমা। আজ পাঁচ মণ।

মর্। আর দু' মণ ফাউ, আর আধ মণ কাঠের চোকলা—সেটা কি বল্‌ব বাছা?

আলি। সেটা কি আর বল্‌তে আছে? ব্যবসা কর্‌তে গেলে দু' এক মণ এ দিক ও দিক হয়।

ফতিমা। নাও নাও, তামাসা ক'র না। এই দাম নাও—নিয়ে বাজার ক'রে আন। ও কি, তুমি আবার এখনি কুড়ুল কাঁধে করেছ যে?

আলি। ওটা কাঁধের সঙ্গে কি রকম একটা আঠা লেগে জড়িয়ে গেছে। ওটার দিকে নজর ক'র না। ইস্ আজ যে অনেক টাকা রোজগার করেছ দেখছি! এই সাড়ে সাত মণ আট মণ কাঠের দাম এক টাকা ছ' পয়সা?

মর্। তাই বা কৈ! আমার এখনও দস্তরি পাওনা।

ফতিমা। বটে বটে, বাছা, সেটা ভুলে গেছি। দাও গো, ওকে এই ছ'টা পয়সা।

মর্। (হুসেনের প্রতি) এই ছ'টা পয়সা তোমাকে বক্‌সিস করলুম, বাবু সাহেব। এমন উপযুক্ত সন্তান তুমি, বাপ রোজগার ক'রে আনে, তুমি খাটিয়েও খেতে জান না। কাঠগুলো নিয়ে বাজারে বেচতে পার না? আমার মনিব, আমি বল্‌তে পারি না। কিন্তু কেউ কাউকে ঠকিয়ে নেয়, তাও দেখতে পারি না।

ফতিমা। ঠকায় নি মা—ঠকায় নি। আমার জা—সে যদি কিছু বেশীই নেয়, তাকে কি আর ঠকিয়ে নেওয়া বলে?

আলি। তবে ব'লে নেয় না কেন?

ফতিমা। বড়মানুষের মেয়ে, চাইতে যদি তার চক্ষুলজ্জাই হয়—তা হ'লে একটু আধটু গোলমাল ক'রে নিতেও কি দোষ? দাম যে দেয়, এই যথেষ্ট। না দিলে কি করতুম? ও যদি বড়মানুষের মেয়ে না হ'ত, তোমার ভাই যদি রোজগার কর্‌তে না পারত, তা হ'লে যে তোমাকে সমস্ত ভার নিতে হ'ত। আমি সব বুঝি—বুঝে[illegible] চুপ করে থাকি—নাও এস। নেহাতই [illegible]ই, কোন একটু সরবৎ খেয়ে যাও। [illegible]র না। হাঁ

[আলি ও ফতিমা[illegible]

হুসেন। মর্‌জিনা, আমাদের অব[illegible] তোর মনে কষ্ট হয়েছে? [illegible]ব বেটা-

মর্। একটু একটু হয়েছে বৈ কি। [illegible]য় বাস

হুসেন। আচ্ছা, মর্‌জিনা— [illegible]কোথায়

মর্। কি—বল্‌তে বল্‌তে থাম্‌লে কেন?

হুসেন। এই তু-তু-তু—

মর্। বলতে কি সরম হচ্ছে?

হুসেন। না, সরম কেন—সরম কেন? এই তুমি কি আমাদের ভা ভা ভা—

মর্। ভালবাসি কি না জিজ্ঞাসা কচ্ছ?

হুসেন। হি হি হি—হাঁ মর্‌জিনা।

মর্। একটু একটু বাসি বৈ কি।

হুসেন। তাই জিজ্ঞেস করছিলেম্। তা, মর্‌জিনা।

মর্। কি?

হুসেন। তা—তা—তা—মর্‌জিনা!

মর্। আবার হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

হুসেন। দাঁড়াই নি, দাঁড়াই নি—এই চ'লে যাচ্ছি! তা, মর্‌জিনা!

মর্। কি?

হুসেন। তু—তু—আমা—না, না,—তুমি একটু সরবৎ খাবে ?

মর্। বুঝেছি বুঝেছি, পালাও, পালাও, আবদালা আস্‌ছে।

হুসেন। এঁ্যা—এঁ্যা—আবদালা ? তা মরজিনা !

মর্। তা হয় না হুসেন—আমি বাঁদী।

হুসেন। খোদা, মরজিনাকে ফুরসৎ দাও—মরজিনাকে রাণী কর। মরজিনা—

মর্। পালাও, পালাও !

হুসেন। তা হ'লে মরজিনা ?

মর। আবার মরজিনা ? পালাও।

হুসেন। হা আল্লা !

[প্রস্থান।

(আবদালার প্রবেশ)

আব। আইয়ে বেগম সাহেব। ওদিকে হুজুরের জুরুরি তলব পড়েছে।

(গীত)

আয় বাঁদী তুই বেগম হবি,
খোয়াব দেখেছি ;—
আমি বাদশা বনেছি।
বেশ হয়েছে আয় তবে তোর
ল্যাজটা ছেঁটে দি ॥
ল্যাজ বাদশার বাঁদীর ল্যাজ লোকে বল্‌বে কি ?
থাক্ ল্যাজ তুই চট্‌পট্ আয়
বেগম ক'রে নি।
এই বেলা আয় আগে ভাগে নইলে পাবি নি ॥

মর। পাব না কি ? বলিস্ কি রে ? ও কি কথা রে—
ওরে তোর জন্যে তক্তাউস কফিন্ কিনেছি।
কবর কেটে তোষাখানা বানিয়ে রেখেছি।

আব। আমি বাদশা বনেছি।

মর। আমি বেগম হয়েছি।

উভয়ে। বাদশা বেগম ঝম্‌ঝমাঝম্ বাজিয়ে চলেছি ॥

তৃতীয় দৃশ্য

গুহার সম্মুখ।

(দস্যুগণের প্রবেশ)

১ম দস্যু। সরদার ! মানুষের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না ?

২য় দস্যু। দূর ! এখানে কি মানুষ আসতে পারে ? আমরা এ স্থানটা যত ভয়ানক হয় ক'রে রেখেছি।

৩য় দস্যু। মিছে কি ? চার দিকে মানুষের হাড় মাথা ছড়িয়ে রেখেছি ; দেখলে, কোন্ শালার এখানে পা বাড়াতে সাহস হবে ?

১ম দস্যু। তবে মানুষের গন্ধ পাচ্ছি কেন ?

সর-দস্যু। গন্ধ পাওয়া আশ্চর্য্য কি ? মানুষের রক্ত নিয়েই করবার—ফট্ ফট্ মাথা ফাটছে, হুড় হুড় রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে, মাথার ঘী স্তূপাকার হচ্ছে, হাড়ের পাহাড়—সে সব গন্ধ কি এক দিনে যায় ?

৩য় দস্যু। গন্ধ তোর নাকে বাসা করেছে।

১ম দস্যু। আর কেন, কারবার বন্ধ দিলে হয় না ?

২য় দস্যু। ভয় পেয়েছিস না কি ?

১ম দস্যু। ভয় নয়, রোজগার করতেই জন্ম গেল—ভোগ হবে কবে ?

সর-দস্যু। টাকা কি আর ভোগ হবে ব'লে রোজগার করছি ? খোদার খাজাঞ্চিখানা, আমরা তার তসিলদার। কত কাল ধরে আমাদের এই গুপ্তভাণ্ডারে ধনসঞ্চয় হচ্ছে, আমাদের মধ্যে কে জানে ? এক জনের পর এক জন, তার পর আর এক জন, এই রকম কত হাত ফিরে, শেষে এই ধনাগারের ধনসঞ্চয়ের ভার আমাদের হাতে পড়েছে। তার পর আমাদের হাত থেকে হাত বদলে হাত বদলে, এ ভার দুনিয়ার শেষ পর্য্যন্ত চ'লে যাবে। ভোগ করবে কে ? (গুহামুখে উপস্থিত হইয়া) চিচিঙ ফাঁক্।

(গুহামুখ উন্মুক্ত ও দস্যুগণের গুহামধ্যে প্রবেশ)

(আলিবাবার প্রবেশ)

আলি। ভোগ করব আমি। খোদা, টাকার গাছ দেওয়াই যদি মরজি করেছ, তা হ'লে খানিকক্ষণ আমায় ধ'রে রাখ, বাবা ; আমার হাত-পা অসাড় হয়ে আসছে ; দোহাই বাবা দোহাই বাবা, টাকার গাছে তুলে মই কেড়ে নিও না। উঃ ! ফস্‌কাল—ফস্‌কাল। বাবা, আছাড় খাইয়ে মের না—দু'দিন পোলাও কালিয়ে খেতে দাও। আঃ ! বাঁচলুম। তবু যা হ'ক, একটু ধাতে এলুম। বাবা, কাঠ কাটতে কাটতে, বইতে বইতে জান্ হায়রাণ। খোদা আছেন, খোদা আছেন।

কাসিম আর আমি এক মার পেটেই ত জন্মেছিলুম ; কাসিম হ'ল ওমরাও, আর আমি হলুম কাঠুরে! এক পয়সা রোজগার করতে হ'ল না, এক দিন মাথার ঘাম পায় ফেল্‌তে হ'ল না, রাতারাতি বড়লোক! এ আল্লা, তোমার মরজিতে আমার কাঠের ছালা কি সোনার ছালা হবে না? যা হ'ক বাবা, মরেছি না মরতে আছি। আপাততঃ একটু গা ঢাকা হই।

[অন্তরালে প্রস্থান।

নেপথ্যে। **চিচিঙ ফাঁক।**

(দ্বার উদ্‌ঘাটন ও দস্যুগণের বহিরাগমন)

সরদার। **চিচিঙ বন্ধ।** (দ্বাররোধ) চল, আজ হিরাটের দিকে যাওয়া যাক্‌।

দস্যুগণ। (গীত)

বোঁ বন্‌ বন্‌ সোঁ সন্‌ সন্‌ ভোঁপ্‌পো ভোঁপ্‌পো ভোঁ
ছোট্‌ ছুটাছুট্‌ লে ঝট্‌পট্‌ মার্‌তে হবে ছোঁ॥
হিরাট কাবুল বল্ক কি বোগ্দাদ,
তিহারাণী ইস্পাহানী কেউ না যাবে বাদ;
মুলুক বুকে কুল মুলুকে পড়ব সড়াক সোঁ।
ফুঁড়বো ফাড়বো দেখিয়ে যাব বুনো হারামের গোঁ॥

[প্রস্থান।

(আলিবাবার প্রবেশ)

আলি। আর এখন ফিরছে ব'লে ত বোধ হয় না। যাক্‌, সন্ধ্যে হয়ে এল, আর ত থাকাও যায় না। (গুহা-সম্মুখে যাইয়া) **চিচিঙ ফাঁক।** (দ্বার উন্মুক্ত) ইয়া আল্লা!

চতুর্থ দৃশ্য

আলিবাবার গৃহপ্রাঙ্গণ।

ফতিমা উপবিষ্টা

(ভিখারী বালিকাগণের প্রবেশ ও গীত)

ও মা দিন চলে না ঘুরি ফিরি ভিক্ষে দিয়ে যা।
নিয়ে যাই আদর ক'রে,
সোহাগ ভ'রে যে যা দেয় মা তা।
বাপ মা কেঁদে হয় মা সারা,
বুক বেয়ে হায় বয় গো ধারা,
(ও মা) নাই ত বেলা, (বড়) ক্ষিধের জালা,
(মুখে) সরে না কো রা।

ফতিমা। ও গো, আমার কি হ'ল গো? কেন আমি দুপুরবেলায় মরতে তাকে বনে পাঠালুম গো?

নেপথ্যে। ফতিমা—ফতিমা!

ফতিমা। এই যে, এসেছ গা! এত দেরী ক'রে এলে—আমি তোমার জন্য কেঁদে কেঁদে মরচি।

(আলির প্রবেশ)

আলি। ফতিমা—

ফতিমা। হাঁ গা, আজ কোথায় কাঠ কাটতে গিছলে? বনের কাঠ উজোড় ক'রে আনলে না কি? লুকিয়ে ও কি আন্‌ছ গা?

আলি। আস্তে—আস্তে।

ফতিমা। কেন, আস্তে কেন? চেঁচিয়েই বল্‌ব—এতক্ষণ ডাক ছেড়ে কাঁদছিলুম, এইবারে গলা ছেড়ে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব। হাঁ গা, ও কি গাছের কাঠ?

আলি। আস্তে—আস্তে।

ফতিমা। কেন, আস্তে কেন, ডাকফোকরে বলব—আমরা বন থেকে কাঠ এনে খাই, কোন বেটাবেটীর জিনিসের দিকে ত নজর করি না। হাঁ গা, ও বুঝি চন্দনকাঠ গা?

আলি। আস্তে—আস্তে।

ফতিমা। কেন, আস্তে কেন? সব বেটা-বেটীদের শুনিয়ে বল্‌ব, কারুর ত একচালায় বাস করি না, তবে ভয় কি? হাঁ গা, থলে কোথায় পেলে গা?

আলি। চুপ চুপ, কাঠ নয়—মোহর, মোহর!

ফতিমা। মোহর! ও বাবা! মোহর কি গো?

আলি। আস্তে—আস্তে। গোল ক'র না—গোল ক'র না। কোঁড়া খাবি, মারা যাবি।

ফতিমা। এঁ—এঁ! আস্তে কইব? মোহর! সে কি গো? আমাদের মোহর কি গো? তুমি যে অবাক্‌ করলে গো! আমরা দিন আনি, দিন খাই; কোন দিন বা পাই, না পাই, আমাদের মোহর কি গো? তুমি ডাকাতি করতে শিখেছ না কি? ও গো, আমাদের কি সর্ব্বনাশ হ'ল গো?

আলি। আরে মর্‌—চুপ কর্‌ না মাগী।

ফতিমা। ও গো, চুপ করতে পারছি না যে গো! তুমিই যদি আমার প্রাণে ম'লে, তা হ'লে কি সুখে চুপ ক'রে থাকি গো?

আলি। আরে মর্ চুপ কর্ না, কি বলি, শোন্ না। চেঁচালেই আমার গর্দ্দানা যাবে।

ফতিমা। তা তো যাবেই দেখতে পাচ্ছি গো! তবু যে চুপ করে থাকতে পাচ্ছি না গো। তুমি এমন ইমানদার, তুমিডাকাতি ক'রে টাকা আনলে!

আলি। আরে না না, খোদা দিয়েছে! বনের ভেতর কাঠ কাটতে মোহর পেয়েছি।

ফতিমা। বল কি?

আলি। চুপ কর্।

ফতিমা। বল কি?

আলি। আরে গেল—ফিস্‌ফিস্ ক'রে কথা ক'।

ফতিমা। বল কি? সোনার মোহর—বল কি? কাঠের ভেতর—বল কি? ও রে বাবা!

আলি। গা ঘেঁসে কানটির কাছে এসে, "বাবা গো" "বাবা গো" কর্। চেঁচাস নি—মারা যাব।

ফতিমা। ও গো. মাফ কর গো। জন্মের শোধ একবার চেঁচিয়ে নেই গো! এমন দিন আর পাব না গো। ও গো মা গো! এমন সময় তুই কোথায় গেলি গো! তুই যে বড় কষ্ট ক'রে আমাকে মানুষ করেছিস গো!

(নেপথ্যে দ্বারে করাঘাতশব্দ)

আলি। সর্ব্বনাশ কর্‌লে—চেঁচিয়ে আমার মাথাটা খেলে।

নেপথ্যে। দোর খোল—দোর খোল।

ফতিমা। ও আমার হুসেন আসছে, ওরে আমার হুসেন রে!

নেপথ্যে। দোর খোল—দোর খোল।

আলি। রও—রও—সবুর কর। আমি আগে সাম্‌লে রাখি—সাম্‌লে রাখি।

ফতিমা। ও যে আমার হুসেন—ও যে আমার হুসেন।

আলি। [[আরে দূর ন্যাকা মাগী।]] হ'ক না হুসেন, একটু বাদে হুসেনকে দেখালে কি চলবে না? যদি তার সঙ্গে আর কেউ এসে পড়ে? রোস, আগে আমি মোহর সাম্‌লাই—নিজে লুকুই, তার পর খুলে দিস্।

[প্রস্থান।

(ফতিমার দ্বার উন্মোচন, হুসেন ও প্রতিবেশিনীগণের প্রবেশ)

হুসেন। কি হয়েছে মা?

১ম প্র। কি হয়েছে হুসেনের মা?

২য় প্র। কি হয়েছে আলির বউ

৩য় প্র। কি হয়েছে গা?

ফতিমা। আর বাছা, পেটে একটা বেদনা ধরেছে—তার জন্য ছট্‌ফট্ করছি, আর কাতরাচ্ছি।

হুসেন। বলিস্ কি মা, কখন হ'ল মা?

১ম প্র। আহা, তা হ'লে ত কাতরাতেই হবে বাছা

২য় প্র। আহা, তা বাছা, হয়েছে যখন, মুখ টিপে প'ড়ে থাক। আমার ছেলেটা সমস্ত দিন বায়না নিয়ে কেবল কেঁদেছে। কত কষ্ট ক'রে, কত রূপ-কথা কয়ে, কত হাঁটু নেড়ে, মাথা চাপড়ে, তারে ঘুম পাড়িয়েছি; তোর চীৎকারে সে দু'এক বার ঝাঁকরে ঝাঁকরে উঠেছে মা—উঠলে বড় মুস্কিল হবে; আমাদের মিনষে আফিমখোর—নেশা তার চ'টে যাবে।

৩য় প্র। আহা, তা যখন হয়েছে মা, ওষুধ খা।

২য় প্র। মোরগের নাদি, টিকটিকির ল্যাজ, হুঁকোর জল দে বেটে, পেটে পরলেপ দে। দেখতে দেখতে ব্যথা জল হয়ে যাবে এখন।

৩য় প্র। আরশোলার তেল আর বোকা-ছাগলের দাড়ী, শিলে থেঁতো ক'রে, গুঁড়িয়ে তাতে একটু আদা আর মধু দিয়ে—ঢক ক'রে চোখ-কান বুজে খেয়ে ফেল, ব্যথা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে।

হুসেন। কি বলিস মা, হকিম ডাকব?

ফতিমা। হাঁ গা বাছা, আমার বড় কষ্ট; সমস্ত দিন খাওয়া হয় নি। আলি কাঠ কাটতে গিয়ে মাথা ধরিয়ে এসেছে, তারই দরুণ আমার পেটে অসুখ; বাছা, আজকের মতন সের পাঁচেক চাল ধার দিতে পার?

[[১ম প্র। আলিকে ত আর পেটে ধর নি মা, যে তার মাথা ধর্‌লেই তোমার পেটে ব্যথা ধরবে!

ফতিমা। থাকে ত দে মা!]]

১ম প্র। চাল কোথায় পাব? আপনারাই পেটের জালায় মরি। ও বাবা! পেটের ব্যথায় চাল কি গো!

[প্রস্থান।

২য় প্র। ছেলেটা বুঝি এতক্ষণ ঘুম-ভেঙ্গে উঠল। যাই, আবার বায়না ধরলে তখন কি ক'রে ঠাণ্ডা করব?

[প্রস্থান।

৩য় প্র। উহুহু ও মা! আমারও পেটে যে ব্যথা ধরল গো! [প্রস্থান।

হুসেন। সত্যি-সত্যিই কি তোর অসুখ? সত্যি-সত্যিই কি বাবার মাথা ধরেছে?

ফতিমা। শত্রুর ধরুক! ও হুসেন—হুসেন। দরজা দিয়ে আয়, অনেক কথা আছে।

হুসেন। কি মা?

ফতিমা। দরজা দিয়ে আয়—জানালা দিয়ে আয় (হুসেনের তথাকরণ) ও রে বাবা হুসেন!

হুসেন। কি মা?

ফতিমা। হিঃ হিঃ হিঃ! কি বলব রে হুসেন!

আলি। গেছে—তারা গেছে?

ফতিমা। গেছে গেছে, আর চেঁচাব না; ফিস্ ফিস্ করেও কথা ক'ব না—এই নাক-কান মলছি।

হুসেন। কি বাবা, ব্যাপার কি বাবা?

আলি। একটা কোদাল নিয়ে আয়, শীগ্‌গির যা—শীগ্‌গির যা!

হুসেন। কেন বাবা? সন্ধ্যেবেলায় কোদাল কি হবে বাবা?

ফতিমা। আস্তে—আস্তে; আস্তে কথা ক'।

আলি। ফতিমা বিবি—ফতিমা বিবি!

ফতিমা। আলি—আলি—কি আমাদের হ'ল আলি?

হুসেন। কি আমাদের হয়েছে বাবা?

ফতিমা। চুপ—চুপ!

আলি। আস্তে—আস্তে।

হুসেন। আস্তে কেন বাবা?

ফতিমা। (ইঙ্গিতে) চুপ চুপ।

আলি। কোদাল আন্—শীগ্‌গির কোদাল আন্।

হুসেন। কোদাল কোথায়?

ফতিমা। (ইঙ্গিতে) চুপ চুপ।

[হুসেনের প্রস্থান।

আলি। শীগ্‌গির আয়—কি পেয়েছি, দেখবি আয়।

পঞ্চম দৃশ্য

কাসিমের বহির্বাটী।

উপবিষ্ট আবদালার নিকট মর্জিনা দণ্ডায়মানা।

আব। মর্জিনা ভাই, একটা গান গা'।

মর্। এই কি গানের সময়?

আব। আলির বাড়ী থেকে এসে অবধি তোর প্রাণটা গান গান করছে, এটা আমি বেশ বুঝতে পারছি।

মর্। কিসে বুঝলি?

আব। কালবৈশাখী—পশ্চিম আকাশের এক কোণের একটু কাল মেঘের কণা দেখলেই বুঝা যায়। তোর চোখের এক কোণে ফোঁটাখানেক জল দেখা দিয়েছে। আজ এমন মস্‌গুলের দিন, তুই দূরে দূরে স'রে বেড়াচ্ছিস। যা দেখতে পাবার নয়, তাই দেখবার জন্য চার ধারে নজর মারছিস! চোখ দুটো যেন আউটে রয়েছে, তোর ভেতরে যেন ঝড় বইছে।

মর্। মিছে নয়। আমার ভেতরে কাঁড়ি-খানেক কি ঢুকেছে—কিসে সারে বল দেখি?

আব। গান গা—গানের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে এখন।

মর্। ঝড়ে আবার গান কি?

আব। ঝড় বাইরেই হুহু করে—বাঁধা ঘরের জানালায় গিয়ে বাঁশী বাজায়; তুই বাঁদী—তোরও বাঁধা বরাত; আমি বান্দা—আমারও নিটোল দুঃখ; তুই হাউ হাউ কর—আমার কানে মধুর ঠেকবে এখন।

মর্। কি গাইব?

আব। একটা ভালবাসার।

মর্। দূর—বাঁদীর আবার ভালবাসা!

আব। তবে আমি বলি, শোন্।

(আবদালা ও মর্জিনার গীত)

আব। বড়া মজাদার মিঠা পিয়ার আপনা
হোয় আপ্তাম।

মর্। আন্ধাকো আঁখ মিলতা, ফুটে গুঙ্গাকো
জবান॥

আব। ল্যাংড়া চলে ভাঙ্গড় মারে ছুট,

মর্। বাহারাকো কান পিয়ারামে ফিন ফুট;

উভয়ে। বিমার টুটে ইন্ সাফিসে আকল পায়
নাদান।

নেপথ্যে। আবদালা!

আব। হুজুর!

[প্রস্থান।

(ফতিমার প্রবেশ)

ফতিমা। হাঁ গা, সাকিনা বিবি কোথায় গো?

মর্। কেন গা ?

ফতিমা। দরকার আছে, শীগ্‌গির বল না গা ?

মর্। হুকুম আছে ; না ব'ল্লে বলতে পারব না যে গা।

ফতিমা। আমায় একটা কুন্‌কে দিতে পার ?

মর্। এত রাত্রে কুন্‌কে কি হবে ?

ফতিমা। হবে মা, একটা কিছু হবে।

মর্। না ব'ল্লে দেব না।

ফতিমা। এই ধান মাপব মা।

মর্। এমন সময় ধান পেলে কোথায় ?

ফতিমা। পেয়েছি মা।

মর্। তা ত পেয়েছ, কিন্তু কেমন ক'রে পেলে, বলতে হবে।

ফতিমা। কর্ত্তা এনেছে !

মর্। কর্ত্তা ত কাঠ কাটতে গেল, ধান পেলে কখন্ ?

ফতিমা। বনে ধানের গাছ ছিল মা।

মর্। ধানের গাছ ?

ফতিমা। হাঁ মা, যেমন গুঁড়িতে কোপ মেরেছে, অমনি গাছে পাকা ধান ছিল, ঝর্ ঝর্ ক'রে পড়েছে !

মর্। ধানগাছের কি গুঁড়ি আছে ?

ফতিমা। আছে বই কি মা, বনের ভিতর কত কি আছে, কে বল্‌তে পারে ? খুঁজলে ধানের গাছ কেন, টাকার গাছ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। ও মা, আমার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে মা, আমি কি বল্‌তে কি বলছি মা ! বনে কিছু মেলে না, কেবল মেলে অন্ধকার। দাও ত—দাও মা ! নইলে বল, চ'লে যাই।

মর্। এনে দিচ্ছি, নিয়ে যাও, কিন্তু আমার কাছে যা ব'ল্লে, আর কারও কাছে এমন পাগলের মত বকো না, বিপদ ঘটবে।

(সাকিনার প্রবেশ)

সাকিনা। বিপদ—বিপদ ? বিপদ কি রে মর্জিনা ?

মর্। বিপদ অন্য কিছু নয়, ফতিমা বিবি কুন্‌কে চাচ্চে চাল মাপতে ; এখন কি ক'রে দিই ?

সাকিনা। কুন্‌কে, কুন্‌কে ? কে ও বোন, তুমি চাচ্ছ ? তা আমি দিচ্ছি। তুই শীগ্‌গির আয়, কাসিম সাহেব তোকে ডাকছে।

[সাকিনা ও মর্জিনার প্রস্থান।

ফতিমা। আমি পালাই, না, না ; নিয়ে যাই, না, না পালাই, উঁহু, নিয়ে যাই।

(সাকিনার প্রবেশ)

সাকিনা। ও কি ফতিমা ! ছটফট করছিস্ কেন ?

ফতিমা। করছি দিদি ! আজকাল ওই রকম ক'রে থাকি।

সাকিনা। (স্বগত) না, হ'ল না ! কিছু গূঢ়তত্ত্ব আছে। (প্রকাশ্যে) ওই যা ? ছ্যাঁদা কুন্‌কে এনে ফেল্লুম ! রোস ভাই, ভাল কুন্‌কে আনি।

ফতিমা। তা হ'ক, ছ্যাঁদাতেই আমার হবে।

সাকিনা। দুর, তাও কি কখন হয় ? আমি যাব আর আসব।

(সাকিনার প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ)

এই নাও।

[ফতিমার কুন্‌কে লইয়া প্রস্থান।

কুন্‌কের তলায় আঠা দিয়ে দিয়েছি। যা মাপবে, কিছু না কিছু লেগে থাকবেই থাকবে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

(নাট্যশালা)

কাসিমের সঙ্গিগণ ও নর্ত্তকীগণ

(গীত)

দেও সাকী দেও ভর পিয়ালা পিলাও দারু ফিন্।
লাল সিরাজি আঙ্গুর সরাব গুলুকে তর্ রঙ্গিন।
নয়নামে ঠার চাটনি মিঠা বাৎ
আব খানে দেও দিল্ পিয়ারা সাথ
ঘুম্‌না ফির্‌না খোষ কর্‌না কাম্ বড়া সঙ্গিন।

১ম সঙ্গী। এই সিরাজ সহরে ঢের ঢের বড় লোক নবাব ওমরাও আছে, কিন্তু বাবা, কাসিম সাহেবের মত উঁচু মেজাজ আর দেল্-খোলসা লোক একটিও মিলবে না !

সকলে। একটিও মিলবে না।

১ম সঙ্গী। মেলবার ত গতিক দেখি না। যত বেটা দুনিয়ার ফকির মক্কার পীর হয়েছে ! তারা কি আমাদের কদর জানে ? সে -বেটাদের ভাল

হবে ? বেটারা টাকার ঝাঁঝে শুকিয়ে শুকিয়ে মরবে।

২য় সঙ্গী। সে বেটাদের কথা যেতে দেও। দোস্ত, আমাদের এখন দেদার চালাও—জানদের খুব যাস্তি যাস্তি কোরে দাও। ওহে সাকি, ও সোনার চাঁদ, হুড় হুড় ক'রে ঢেলে ঢেলে দে রে; দিয়ে যাও—দিয়ে যাও—বিবিদের মদ্দ বানিয়ে দাও।

১ম নর্ত্তকী। তা আমরা মদ্দই ত।

২য় সঙ্গী। মদ্দ না হ'লে আর মরদেরা মাথায় ক'রে রাখে ?

১ম সঙ্গী। তা তোমরা মদ্দ হও, আমরা মাদোয়ান হয়ে তোমাদের পাছে পাছে ফিরি।

(গীত)

উভয়ে। কেয়া বাৎ কেয়া বাৎ।
মর্দ্দ মাদা বন গিয়া সব মর্দ্দানা আওরাৎ॥
সঙ্গী। ফূর্ত্তিসে দেও কুর্ত্তি পিনি, ওড়ান উও পেসোয়াজ
নর্ত্তকী। পায়জামা দেও, আচকান দেও, চোগা কাবা শিরতাজ।
উভয়ে। উল্টা সাজে ওলট্-পালট দারুয়া মে দিনরাত।
বেরং এর ঢং চালাকর আও ফিরি সাথ সাথ॥

(কাসিমের প্রবেশ)

কাসিম। কি হে ভাই সব, আমোদ চল্‌ছে ভাল ত ?

১ম সঙ্গী। কাসিম সাহেব আমাদের বড়-ঘরওয়ানা, ওর সকল চালই আমীরী।

কাসিম। দেখ ভাই সব, তোমাদের আপনা-দের ঘর মনে ক'রে রাখ, যার যা দরকার হবে, চেয়ে চিন্তে নাও; দাওয়ান আছে, নায়েব আছে, খাজাঞ্চি আছে, বাবুর্চি আছে, জমাদার আছে, দফাদার আছে, যারে যা হুকুম করবে, সেই তা এনে দেবে। কিছু সরম ক'র না।

২য় সঙ্গী। কাসিম সাহেবের এইবার নবাব বাহাদুর খেতাবটা হ'লেই আমাদের মনস্কামনা সিদ্ধি হয়।

৩য় সঙ্গী। সে হ'ল ব'লে, আর বড় দেরি নেই।

কাসিম। আমাদের কর্ত্তাদের ছেলে, তারা বাদশার কাছে চব্বিশ ঘণ্টাই থাকত। এই বাদশার আমল থেকে কেবল বন্ধ হয়ে গেছে।

৩য় সঙ্গী। বাদশা বেটা আহাম্মক, লোক চেনে না !

সকলে। আহাম্মক, আহাম্মক।

৩য় সঙ্গী। বাদশা বেটার এমনি ক'রে কান ম'লে দেও।

সকলে। দাও, কান ম'লে দাও।

কাসিম। আবদালা, আবদালা—

নেপথ্যে। হুজুর !

কাসিম। জল্‌দি আও, সিরাজি লে আও, দশ বোতল সিরাজি লে আও।

(সাকিনার প্রবেশ)

সকলে। আইয়ে সাকিনা বিবি।

সাকিনা। হাঁ গা, কাসিম সাহেব কোথা গা ?

কাসিম। এই যে, মেরিজান্।

সাকিনা। কৈ গা ! আমি যে চক্ষে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

কাসিম। (অগ্রসর হইয়া) কি হয়েছে বিবি ? কি হয়েছে বিবি ? আবদালা, সাকিনা বিবির গালে সিরাজি দাও।

সাকিনা। তুমি কাসিম ত ?

কাসিম। এ কি কথা, তুমি ও কি বলছ ?

সাকিনা। তবে শোন, একটু আড়ালে চল।

(কাসিম ও সাকিনার অন্তরালে গমন)

(আবদালার প্রবেশ)

১ম সঙ্গী। ইধার লে আও।

আব। যাতা হায় মিয়া সাব। (কাসিমের নিকট যাইয়া) হুজুর !

কাসিম। (জনান্তিকে) অ্যাঁ, বল কি ?

সাকিনা। (ইঙ্গিতে ভাব প্রকাশ)

আব। হুজুর, সিরাজি।

কাসিম। চোপরাও শূয়ার, হাম তেরা হুজুর নেহি। (জনান্তিকে) কখনই নয়, ঝুট বাৎ। বল কি ? এও কি একটা কথা ? বল কি ? আবদালা, সাকিনা বিবির মাথায় সিরাজি ঢেলে দাও, বিবি গরম হয়েছে।

১ম সঙ্গী। ওরে বেটা, এ দিকে নিয়ে আয় না॥

সকলে। আবদালা, ইধার আও।

কাসিম। নেই নেই, ইধার আও।

সাকিনা। তা হ'লে তুমি মিথ্যা মনে ক'রেই ব'সে থাক, আর ইয়ারকি মার।

কাসিম। বল কি? অঁ্যা—বল কি? অঁ্যা—বল্লে কি?

আব। হুজুর, সিরাজি।

কাসিম। আবার হুজুর?

আব। না না হুজুর, তা হ'লে হুজুর—

কাসিম। চোপ চোপ (প্রহার করিয়া) উধার যাও, হাম নেই শুনে গা।

[আবদালার প্রস্থান।

[(অনাস্থিকে) এ বাৎ নেহি, এ বাৎ সাচ নেহি! কভি নেহি—নেহি—নেহি—হাম নেহি—তোম নেহি—ঐ শালা লোগ নেহি—কুচ নেহি।]]

১ম সঙ্গী। কি হ'ল কাসিম সাহেব?

কাসিম। চোপরাও।

৩য় সঙ্গী। অঁ্যা—অঁ্যা! চোপরাও। সে কি, সে কি,—কাসিম সাহেবের বড় নেশা হয়েছে। এই ও বিবিজানেরা, তোমরা কাসিম সাহেবকে চ্যাংদোলা ক'রে ঝাঁকারি দাও।

কাসিম। বাহার যাও, বাহার যাও!

নর্ত্তকীগণ। কি হ'ল, কি হ'ল, সাকিনা বিবি?

সাকিনা। ভাই ব্রাদার বিবিজান, সব তোমরা আজ চ'লে যাও, আমার খসমের বেমারি হয়েছে।

কাসিম। জল্‌দি—জল্‌দি।

নর্ত্তকীগণ। আহা, এই যে ভাল ছিল গা—এই যে কথা কচ্ছিল গা। আহা, এরি মধ্যে কি হ'ল গা?

কাসিম। হুয়া—হুয়া, কুচ হুয়া, আলবৎ হুয়া।

সঙ্গিগণ। কি হ'ল—কি হ'ল?

(মর্জ্জিনার প্রবেশ)

মর্। আর কি হ'ল! পালাও! কাসিম সাহেবকে শেয়ালে কামড়েছিল, তাই বুঝি কি হ'ল।

নর্ত্তকীগণ। সে কি গো, তা হ'লে কোথায় যাব গো?

সঙ্গিগণ। এই বাবা মাটি করলে,—খেলে—খেলে।

কাসিম। হাঃ হাঃ হাঃ! কভি নেহি, দানা দিয়া, জিনী দিয়া, মামদো দিয়া, হাঃ হাঃ হাঃ (উচ্চহাস্য) হুয়া—হুয়া।

নর্ত্তকীগণ। ওরে বাবা রে!

মর্। পালাও পালাও, এ দিক দে পালাও—পালাও। (পুরুষ ও নারীগণের কোলাহল)

মর্। পালাও পালাও, খেলে খেলে।

[সঙ্গী ও নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

কাসিম। অঁ্যা, বল কি? আলির এত টাকা? ও বাবা, যাই যে! উঃ! বুক গেল! যে আলি কমবক্‌ৎ, তার এত টাকা!

সাকিনা। বোঝ, তুমি তারে ঘেন্না কর, গরীব ব'লে কথা কও না, খানায় ডাক না, দেখ তার কত টাকা। তুমি টাকা একটি একটি ক'রে গুণে মর, সে মেপে সংখ্যা কর্ত্তে পারে না।

কাসিম। কৈ, কুন্‌কে কৈ?

মর্। এই আমার কাছে। (কাসিমকে কুন্‌কে প্রদান)

কাসিম। (কুন্‌কে ঠুকিয়া) ওরে, আবার বেরুল যে রে! ওরে বাবা, যাই যে, আবদালা!

মর্। আবদালা!

নেপথ্যে। হুজুর!

মর্। জলদি আও। এক পেয়ালা সিরাজি লে আও! সিরাজি লে আও।

(আবদালার পুনঃ প্রবেশ)

কাসিম। এক পেয়ালা নেহি, দশ পেয়ালা লে আও, বোতল লে আও, জালা জালা লে আও। (সিরাজি পান) মিঠা নেই। (পেয়ালা নিক্ষেপ)

সাকিনা। অমন ক'রে পাগলামি করলে ত হবেনা—উপায় কর, ভাল ক'রে খবর নেও। দেখ দেখি, এ কোন্ বাদশার মোহর?

কাসিম। ভারি পুরোন! বহুৎ দাম, বহুৎ—পাঁচ মোহরে এক মোহর।

সাকিনা। উঃ! উঃ! উঃ! ওরে বাবা, সে কি গো? কুন্‌কের মাপ! আবার পাঁচ মোহরে এক মোহর—একটু সিরাজি দে রে—বাবা রে, কি হ'ল।

রে। আবদাল্লা রে, আমায় একটু সিরাজি দে রে।
(সিরাজি পান)

(সাকিনার গীত)

হো হো জান্ হায়রাণ।
দুনিয়ামে জনম লিয়া কেঁও, খোঁদা কেয়সা বেইমান ॥
দুষমনকো মিলা পসার,
মেরা ভালুমে গিরা ক্ষার,
বাহবা দয়াল! তেরা বড়িয়া বিচার;—
ইমান্‌দারী কাম তুহারি, আপনে ছোড়া ইমান ॥

কাসিম। সাকিনা বিবি, আমি একেবারে গেছি।

সাকিনা। আমিও যে যাব যাব কচ্ছি গো।

কাসিম। সাকিনা বিবি! সাকিনা বিবি! আমায় ধর।

সাকিনা। ও গো, তুমিও আমায় ধর।

মর্জ্জি। তোমরা সাহেব বিবি ধরাধরি কর, আমি আর বাদীদের নিয়ে গাই।

(গীত)

দেখে শুনে বোঝ ত মান না।
বলতে গেলে ছুটো কথা কানে তোল না ॥
নসিবে মারলে গোলা, গোলা ধ'রে খা ডালা,
দেবার যারে দেয় দেনেওলা,
(হও) আপন জ্বালায় ঝালাপালা, মানা শোন না ॥
(খাবে) পোলাও কারী, হাঁকবে জুড়ী,
(পরে) হাঁটুক পায়ে চিবুক মুড়ি,
(অত) হয় কি না হয় অত সয় কি না সয়, থুড়ি,
(দেখ) কেমন মজা রাজার বাজা,(দিলে) ধনের বোঝা
(আর) রিষের গোজা রেখ না ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আলিবাবা ও ফতিমা উপবিষ্টা।

(গীত)

যেত্তা রূপেয়া তেত্তা দিগদারী।
লাহল্ বিলা এ ক্যা ঝক্‌মারী ॥
হাজার সে উঠ যায় লাখোঁ মে,
লাখোঁ বি পঁহুছে ক্রোড়োঁ মে.
রোপেয়া বাড় যায় দিল ছোটি হো যায়,
ক্যাবসে চলেগা মেরা দিন্‌দারী!

ফতিমা। হ্যাঁ গা আলিবাবা!

আলি। কি গা ফতিমা!

ফতিমা। আমায় পাঁচটা বাঁদী কিনে দাও না গা।

আলি। কেন গা?

ফতিমা। কাঠ চেলাতে চেলাতে যখন আমার মেহনত হবে, গা দিয়ে গল্‌গল্ ক'রে ঘাম বেরুবে, তখন দু'জন হ'ল গা-হাত-পা টিপে দিলে, দু'জন বাতাস করলে, এক জন সরবৎ তৈয়ারী ক'রে মুখে ধরলে, এক জন বা হয় ত পাশটিতে ব'সে দুটি গান গাইলে।

আলি। আবার কাঠ কাটবি কি, ফতিমা? খোদা কি আর আমাকে কাঠুরে রেখেছে?

ফতিমা। ভুলে গেছি, ভুলে গেছি—আমি যে এখন বেগম সাহেব।

আলি। (স্বগত) একটু একটু ক'রে উঠতে হবে। একেবারে উঠলেই লোকে সন্দেহ করবে, —বাদশার কানে যাবে। একেবারে আমীরা চাল চাল্‌লেই মারা যাব! তাড়াতাড়ি ক'র না, আলি সাহেব; সবুর—সবুর!

ফতিমা। হ্যাঁ গা আলি!

আলি। কি গা ফতিমা?

ফতিমা। আমায় একটা তঞ্জাম আর আটটা বান্দা কিনে দাও না।

আলি। কি হবে?

ফতিমা। বাড়ীর কাছে ভাল তালাও নেই, অনেক দূর থেকে জল আন্‌তে কোমর ধ'রে যায়! আমি তঞ্জামে চ'ড়ে গিয়ে জল আন্‌ব।

আলি। জল তোমায় কি আর আন্‌তে হবে, ফতিমা বিবি!

ফতিমা। হবে না বটে! তা হা গা, এবার থেকে আমরা কি খাব?

আলি। কেবল পোলাও, কালিয়া, কাবাব, পোস্তা, কোপ্তা, আঙ্গুর, কিস্‌মিস্, বাদাম, পেস্তা।

ফতিমা। বাজারে যদি না হয় সস্তা,
তা হ'লে মুড়ি খাব বস্তা বস্তা।

আলি। চ'লে যাও সোজা রাস্তা। তুমি পাগল হয়েছ, নবাবের বেগম কি মুড়ি খায়?

ফতিমা। তা বটে—বটে, ভুলে গেছি।

আলি। হ্যাঁ ভাই ফতি!

ফতিমা। কি ভাই আলি!

আলি। দেখ ভাই, মনটা যেন কেমন কেমন করছে।

ফতিমা। তবে তোমায় স্পষ্ট কথা বলি গো! বলব মনে ক'রে আসছি, ভুলে যাচ্ছি; আর পারছি না গো, আমার প্রাণটা যেন ফুঁকিয়ে উঠছে, আমি বসতে পারছি নি, দাঁড়াতে পারছি নি, শুতে পারছি নি।

আলি। আমি হাসতে পারছি নি—কাঁদতেও পারছি নি।

ফতিমা। আমি ঘুমুতেও পারছিনি, জাগতেও পারছি নি। হ্যাঁ ভাই আলি?

আলি। কি ভাই ফতিমা?

আলি। দেখ ফতিমা, কিছু করা বড় সুবিধা হবে না! লোকে বুঝতে পারলেই সর্ব্বনাশ। দু'দিন একটু সাবধান হয়ে থাকতে হবে।

ফতিমা। সে যখন হবার, তখন হওয়া যাবে। এখন এস, একটু মসগুল হয়ে, দু'জনে গলা ধরা-ধরি ক'রে মনের সাধে কাঁদি।

(গীত)

ফতিমা। তোর কিরে কসম খাই।
মোর চকির কোণে পানি আসছে ভাই॥
ধড়াস ধড়াস কর্ত্তিচে বুক জ্ঞানগম্যি নাই।

আলি। ও কি কইস ছাই।
লাচন কোদন আসছে না মোর কাঁদন যে বালাই।

ফতিমা। আমি পুছ কচ্ছি তাই,
কি কর্‌বো কয়ে দে আলি ভাই॥

আলি। চেপে থাক চুপ ক'রে থাক সামাই।

ফতিমা। ও মোর সইচে না সামাই,
চেপে থাক্ তুই পারিস যত ডাক ছেড়ে চিচাই।
তুমি চোপ রও, মুই হাঁপ খাই,
আর ডাক ছেড়ে চিচাই

আলি। আরে না না, এখন নয়, আরে না না, এখন নয়—এখন কাঁদলে পাড়ার লোক জেগে উঠবে, আমাদের বিপদ হবে—প্রাণ যাবে।

ফতিমা। বয়ে গেল, আমি পাড়ার লোককে ভয় করি না। ওগো, আমার কি হ'ল গো—আমার ঘুম হয় না কেন গো—ক্ষিদে পায় না কেন গো—আমার চোখ ফেটে জল আসছে কেন গো—গা, হাত, পা টলমল করছে কেন গো?

আলি। ওরে থাম, আস্তে—আস্তে।

ফতিমা। ওগো, আমার কিছু ভাল লাগছে না কেন গো?

আলি। মাটী করলে,—মাটী করলে; থাম—থাম।

ফতিমা। দেখতে দেখতে এত বড়টা কি ক'রে হলুম গো? আবার ছেলেমানুষ হ'তে আমার ইচ্ছে হচ্ছে যে গো!

আলি। হয়েছে, হয়েছে—বুঝেছি—হবার কারণ হয়েছে। হুসেন,—হুসেন, হুসেন, তোর মা'র মাথা গরম হয়েছে। শীগগির একটা হাকিম আন।

(মর্জিনা ও হুসেনের প্রবেশ)

মর্। ও গো তোমরা হাকিম আন। হুসেন সাহেবের জন্য হাকিম আন—এলাজের বন্দোবস্ত কর, ওর মাথা গরম হয়ে সমস্ত রাত পথে পথে ঘুরছিল, যারে দেখতে পাচ্ছিল, তারেই চাবুক মারছিল। দারোগায় ধ'রে থানায় নিয়ে যাচ্ছিল, আমি কোন রকমে হাতে-পায়ে ধ'রে এনেছি।

ফতিমা। তুমি কে? কে ও মর্জিনা? তুই কি আমাদের কথা কিছু টের পেয়েছিস বাছা?

মর্। কতকটা পেয়েছি বৈ কি।

আলি। তা—টের পেয়েছিস পেয়েছিস। তুই টের পেলে আমাদের অনিষ্ট নেই। টের পাস আর না পাস, বলি শোন্। আমরা অনেক টাকা পেয়েছি, তার নেশা আমরা কেউ বরদাস্ত করতে পারছি না—টাকাগুলো তুই নিবি?

ফতিমা। মিছে নয়, টাকার গন্ধেই যখন আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়েছে, জ্ঞানবুদ্ধি লোপ করিয়েছে, তখন ছুঁলে আরও কি কাণ্ড ঘটবে, তার ঠিক কি? দাও, দূর ক'রে দাও—ও আপদ এখনি ঘর থেকে বিদেয় কর। মর্জিনা বড় ঠাণ্ডা মেয়ে, ওকে দিয়ে দাও।

মর্। বটে, তুমি ত খুব দেলখোস দোস্ত? বাছা! তোমার ছেলেকে বাঁচিয়ে আমার এই বুঝি বক্সিস—আমায় পাগল কত্তে চাও? আমি বাঁদী—তোমরা স্বাধীন গেরোস্ত: তোমরা টাকার ধাক্কা সইতে পারলে না, আমি সইতে পারব? তোমরা পাগল হ'লে দেখবার লোক আছে, আমার কে আছে? পাগল বাঁদী কাণা-কড়ি দিয়েও কেউ কিনবে না। আমি চল্লেম বাছা; সকাল হ'ল, এখনই ডাকবে।

নেপথ্যে। আলিবাবা! আলিবাবা!

মর্। ঐ বুঝি মনিব আসছে? সর্ব্বনাশ করলে—কোথায় যাব?

আলি। ভয় কি?

মর্। ভয় গো—বিষম ভয়; আমায় এখনি অপমান করবে।

হুসেন। কি, অপমান করবে? আমার সুমুখে? আমি তাকে কেটে ফেলব।

আলি। কাটতে হবে না—কাটতে হবে না, থাম।

হুসেন। আমার যে মানরক্ষা করেছে, জ্ঞান ফিরিয়েছে, মিষ্টি কথায় আমার মন ভুলিয়েছে—তার অপমান সইব?

আলি। অপমান করবে না—অপমান করবে না, থাম।

নেপথ্যে। আলিবাবা।

ফতিমা। ওগো, যদি করে?

আলি। আরে না না—আমরা রয়েছি।

নেপথ্যে। দোর খোল—নইলে দোর ভেঙ্গে ফেলব।

আলি। দোর খুলে দিয়ে আয়।

হুসেন। মা, আমার কুড়ুলটা দে ত।

আলি। আরে হতভাগা ছেলে, কুড়ুল কি হবে?

হুসেন। যদি অপমান করে?

নেপথ্যে। এই দোর ভাঙলুম।

ফতিমা। অপমান ক'রে ব'সে রয়েছে—আর করবে না! তুমি যেমন হ্যাকা।

মর্। ও মা, আমাকে একটু লুকোবার জায়গা দে মা; তোমাদের সুমুখে যদিও না পারে, বাড়ীতে গিয়ে নির্দ্দম মারবে।

(নেপথ্যে দ্বারে করাঘাত)

হুসেন। মা, তুমি—আমার টাঙ্গি দাও; ও আমার খসম ব'লে দারোগার হাত থেকে রক্ষা করেছে; পুঁজিপাটা যা ছিল, সব দিয়ে রক্ষা করেছে; আমি ওর খসম—দাও, আমায় টাঙ্গি দাও—দাও, শীগ্‌গির দাও।

(নেপথ্যে দ্বারে করাঘাত)

আলি। আরে থাম থাম, আমি উপায় করছি।

ফতিমা। হ্যাঁ হ্যাঁ, উপায় কর। মর্জিনা আমার বউ—ও থাকলে টাকা সইবে—উপায় কর।

আলি। তাই করছি। হুসেন দে রেঁ দোর খুলে দে।

(নেপথ্যে দ্বার-ভঙ্গ-শব্দ ও কাসিমের প্রবেশ)

কাসিম। কি হে আলি, সবাই মিলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখ মেলে গাধার মতন ঘুমুচ্ছ না কি? এত চীৎকার কল্লুম, এত দোরের শব্দ কল্লুম—কানে গেল না?

আলি। এমন সময়ে আমাদের বাড়ী কেন ভাই?

কাসিম। এই যে এখনি বুঝিয়ে দিচ্ছি। আরে মর্—মর্জিনা, তুই এখানে কেন?

মর্। হুজুর! আমি কাঠ কিনতে এসেছি।

কাসিম। ভোরবেলায় কাঠ কিনতে এসেছ? আমি হ্যাকা?

আলি। কি করতে এসেছ ভাই? আমার এমন কি সৌভাগ্য, তুমি পদার্পণ করেছ?

কাসিম। আচ্ছা, তোমায় পাট করব এখন—আগে বাড়ী চল, তার পর, বিবিসাহেব তোমায় আদর দিয়ে মাথায় তুলেছে—দু'শ কোড়া লাগাব।

আলি। রাগ কর না ভাই; ও স্ত্রীলোক—তায় বালিকা।

কাসিম। বলি, ব্যাপারখানা কি আলি?

আলি। কি ব্যাপার ভাই?

কাসিম। টাকা কোথায় পেলে—কোথা থেকে চুরি করলে?

আলি। টাকা?—টাকা কি?

কাসিম। বুঝতে পারছ না?

আলি। না।

কাসিম। বুঝিয়ে দেব? (মোহর বাহির করিয়া) এইবার বুঝতে পারছ?

আলি। অ্যাঁ—অ্যাঁ—ও কি?

কাসিম। কোথা থেকে চুরি করেছ, বল না? এত পেয়েছ যে, কুন্‌কে দিয়ে মেপেছ?

আলি। ভাই, আমি চুরি করি নি—খোদা আমায় দিয়েছেন।

কাসিম। খোদা আর দেবার লোক পায় নি! বড় বড় কাজী, মোল্লা, নবাব, বাদশা প'ড়ে রইল, আমি প'ড়ে রইলুম—আর খোদা দোস্তগিরি ক'রে আলি সাহেবকে হাজার বৎসর আগের মোহর দিলে! শীগ্‌গির বল, নইলে কোতোয়ালকে ডাকি।

আলি। কোতোয়ালকে ডাক, ক্ষতি নেই—কোতোয়ালকে ভয় করি না; তবে তুমি ভাই, তুমি জানতে চাও, বলতে পারি। তোমার সুখে আমার আনন্দ ভিন্ন বিন্দুমাত্র অসুখ নেই। যেখানে থেকে এনেছি, সেখানে এত ধন আছে যে, হাজার বৎসর দু'হাতে খরচ করলেও শেষ করতে পারবে না।

কাসিম। বটে বটে, আলি ভাই—প্রাণের ভাই—এক মায়ের পেটের ভাই—আলি, এটা কি সত্য কথা?

আলি। সব সত্য। এক বর্ণও মিথ্যা নয়—এখনি তোমায় বলছি।

কাসিম। বল ভাই, শীগ্‌গির বল ভাই!

আলি। কিন্তু তার আগে একটা প্রতিজ্ঞা কর।

কাসিম। কি বল?

আলি। প্রতিজ্ঞা কর, এই বাঁদীটির ওপর কোন অত্যাচার করবে না?

কাসিম। হাঃ হাঃ হাঃ—আমি কি অত্যাচার করবার লোক!

আলি। না—হ'ল না, আমি তোমায় বিলক্ষণ চিনি, তুমি এত ধনের অধীশ্বর, আমি ভাই, কত দিন অনাহারে কাটিয়েছি, ফিরেও দেখ নি! শুনেছি তুমি ভাই বলতেও ঘৃণা কর।

কাসিম। কে বলে—কে বলে? কোন্ শালা বলে? (মর্জিনার দিকে তীব্র দৃষ্টি)

মর্। আমি বলি নি।

আলি। ও বলবে কেন? এ সহরের কে না সে কথা জানে? আমার সে জন্য কোন দুঃখ নেই। তবে এটা ত বুঝেছি—তুমি প্রাণশূন্য। তুমি প্রতিজ্ঞা ক'রে যদি আবার মর্জিনাকে প্রহার কর?

কাসিম। আরে না না; আমি মর্জিনাকে বড় ভালবাসি।

আলি। তোমায় বিশ্বাস হয় না। তুমি এক কাজ কর, মর্জিনাকে আমায় বিক্রী কর।

কাসিম। অনেক টাকায় কিনেছি।

আলি। আমি যথাসর্ব্বস্ব দিচ্ছি।

কাসিম। তুমি কি পেয়েছ না পেয়েছ—

আলি। আমি যা পেয়েছি, দশটা কাসিম সাহেবের ধন একত্র করলেও তার সমান হবে না।

কাসিম। আচ্ছা, মর্জিনাকে তোমায় দিয়ে দিলেম।

মর্। (নতজানু হইয়া) করলে কি আলি সাহেব? আমার জন্য আবার ফকির হ'লে? না, না—আমায় ফিরিয়ে দাও।

আলি। আমি আবার কাঠ বেচে খাব। নাও ভাই, চল, আড়ালে যাই—তোমাকে মর্জিনার দাম দিই, আর ধনের কথা বলি। আয় ফতিমা!

[আলি, কাসিম ও ফতিমার প্রস্থান।

হুসেন। হ্যাঁ মর্জিনা! তা হ'লে তুমি আমাদের হ'লে?

মর্। সেটা তাড়াতাড়ি বলতে পারব না। কতটা সেখানে ছিলাম, তার কতটা খরচ হয়েছে, হিসেব ক'রে বলতে হবে।

হুসেন। দেখ মর্জিনা, আজ আমার যে আনন্দ—

মর্। তবে এস, তোমায় একটু সরবৎ খাইয়ে দিই।

হুসেন। দেখ মর্জিনা—

মর্। তা হ'লে সিরাজি।

হুসেন। আল্লার কিরে, আমি আহ্লাদে চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

মর্। ওঃ, তা হ'লে দেখছি—কাজী!

[হুসেনের হস্ত ধরিয়া প্রস্থান।

Sc. 2.

দ্বিতীয় দৃশ্য

গুহাসম্মুখ।
কাসিম।

কাসিম। চিচিঙ ফাঁক—চিচিঙ ফাঁক। (বার বার উচ্চারণ) বেটায় বেছে বেছে

কথা বার করেছে দেখ। কোন্ বেটা করেছে? যেই করুক, বেটা চালাক বটে। এত-বার মুখস্থ কচ্ছি, তবু কেমন জড়িয়ে যাচ্ছে—এখনও ভাল রকম কায়দা করতে পারছি না। চিচিঙ ফাঁক—লিখে আনলেই ছিল ভাল, যদি মন থেকে স'রে যায়? [অহ্লাদে আটখানা হয়ে তাড়াতাড়ি চ'লে এলুম, কাজটা ভাল হয় নি। চিচিঙ ফাঁক্—চিচিঙ ফাঁক্—চিচিঙ ফাঁক্।] না না, এত রাস্তা যখন মনে ক'রে এনেছি, তখন আর ভুলছি না। চি চি—মানুষ খেতে না পেলে যা করে, তাই; আর তার উপর ইঙ, এই তিনটে হরপ আর মনে থাকবে না? খুব থাকবে চিচিঙ ফাঁক্—পাঁচটা ঘোড়া এনেছি, খাইয়ে দাইয়ে বেটাদের এমন মোটাসোটা ক'রে রেখেছি, এক একটা পাঁচ মণ ক'রে বইতে পারবে না? না, যেটা সহজভাবে পারবে, সেই ভাল! শেষকালে কোমর ভেঙ্গে রাস্তার মাঝখানে প'ড়ে গেলেই বিপত্তি, প'ড়ে গেলে থলে ছিঁড়ে রাস্তার মাঝে মোহর ছড়িয়ে যাবে—না না, কাজ নেই। মণ তিনেক ক'রে নেব, আর আমারই ত আসা যাওয়া। [পাঁচবারে অল্প অল্প ক'রে নিয়ে গেলেই যথেষ্ট হবে। তা হ'লে তিন পাঁচ পোনের মণ আর আলির ঘরের এক মণ;—যা চলে!—আলির ঘরের মোহরগুলা আগে বাড়ীতে রেখে এলেম না। যদি পালায়? যাবে কোথায়—গলার টুঁটি টিপে টাকা আদায় করব না! বাঁদী বেচা টাকা—চালাকী কথা নয়!] চিচিঙ ফাঁক্—চিচিঙ ফাঁক্—চিচিঙ বোজ্! আর কতদূর? এই ত সেই গাছ—এই ত সেই পাহাড়ের ধার। এ বাবা মাটী করেছে! আশে পাশে রাশি রাশি মুণ্ডু আর হাড় যে! বাবা, কি ভয়ঙ্কর স্থান, আমাকে মেরে ফেল্‌বার জন্য একটা ফন্দি করলে না ত? না না, এই না দোর? (উচ্চৈঃস্বরে) চিচিঙ ফাঁক্ (দ্বারোদ্ঘাটন) ইয়া আল্লা—এ কি! (প্রবেশ) ইয়া আল্লা, এ ক্যা হ্যায়—উ ক্যা হ্যায়—হাম কোন হ্যায়?

[ভিতরে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

গুহার অভ্যন্তর

(কাসিমের প্রবেশ)

কাসিম। এ সব আমার, আমার টাকা, আমার টাকার সঙ্গে দুনিয়া আমার—কি না আমার? চাকর আমার, চাকরাণী আমার, বাদশা আমার—বেগম আমার—চোর আমার—ফকির আমার—আমি যা ইচ্ছে, তাই করব। যারে চাইব, তারে পাব—দলে দলে দোস্ত পাব—হাজার হাজার ইয়ার পাব—লাখ লাখ ইয়ারকির মুখ খুলে যাবে—আশে-পাশে গানের ফোয়ারা ছুটবে—হাঃ হাঃ হাঃ! আমি সব দেখতে পাচ্ছি—ওই রাজা আমায় সেলাম করছে, রাজকন্যা আমায় কুর্ণিস করছে, আদর করছে,—কি মজা! এখন কি করি? এটা নিই কি ওটা নিই—হীরে নিই কি জহর নিই, জহর নিই কি মোহর নিই—আমি সব নেব, কিছু ছাড়ব না—আমি এখানকার একটা কাণা কড়ি ছাড়ব না। [এখানকার ধূলা ঝেড়ে নিয়ে যাব, আমি নাচব—নাচব। তার পর? বাড়ীতে গেলেই সাকিনা এসে শোহর শোহর ক'রে আদর কাঁড়াবে, কি এনেছ, কি এনেছ ক'রে ছুটে আসবে; আদর ক'রে আঁচল দিয়ে মুখ মুছাবে; জড়িয়ে ধ'রে মানের কান্না কাঁদবে; দেরী হয়েছে, অনেকক্ষণ দেখতে পায়নি ব'লে ন্যাকা ন্যাকা খোনা খোনা কথায় তিরস্কার করবে, আর আমিও অমনি জুতোর ঠোকর মেরে দুর ক'রে দেব। তার বড় অহঙ্কার—তার বাপের বিষয় ব'লে সে অহঙ্কারে চোখে দেখতে পায় না; তার অহঙ্কার আর সইব না। তার বাপের ধনে বড় মানুষ, এ কলঙ্ক রাখব না। তার বিষয় তারে ফিরিয়ে দিয়ে তাল্লাক দিয়ে দূর ক'রে দেব! না না, তাই বা কেন?—বিষয় আশয় কেড়ে নিয়ে এক কাপড়ে বার ক'রে দেব। এখন আমার কপাল-জোর; কাজী মোল্লা সকল চোর, যেই আসবে শুনতে নালিস—অমনি হাতে করব তেলের মালিস; যেমন দেখবে আড় নয়নে, নখের কোণে টাকা, অমনি সব শালা হবে ন্যাকা। বলবে, সাকিনা বিবি—তাই ত, তাই ত, তোমার বাপের বিষয় ছিল, আমাদের মনে নাই ত।] আর আলি! তুই আমার চোখের বালি!

একবার হয়েছি অসাবধান, অমনি সোনার মোহর লাখখান? একেবারে আমীর হয়েছিলি, সর্ব্বনাশ করেছিলি? তোকে রাখলে কি আর রক্ষা আছে। তোমার একেবারেই দুনিয়ার বার, [ফতিমাকে করব আমার। আর মরজিনা? তুমি আমার সরেস বাঁদী—তোমায় ধনমণি ছাড়ছি না!] যাই এইবারে জিনিসপত্র গুছিয়ে, ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে, আমার তোষাখানায় কতক কতক নিয়ে যাই।

(অন্তরালে গমন)

(নিয়তির আবির্ভাব)

(গীত)

যত লেখা ছিল, সকলি ফুরাল,
হিসাব নিকাশ কর রে জীব।
সময় যে যায়, ডাক বিধাতায়,
এ অন্তিমে যদি চাস রে শিব ॥
পিতামাতা দারা সুতা সুতে রাখি,
এখনি মুদিতে হবে দু' আঁখি;
রহিবে না বাকি, হিসাবের ফাঁকি,
ধনবান্ কি বা হোস গরীব ॥]

কাসিম। এক বস্তা হীরে পান্না চুনি জহর, এক বস্তা মুক্তা, তিন বস্তা মোহর—কি ছেড়ে কি নিই? এখন এই নেওয়া যাক—তার পর আমারই ত তোষাখানা, যখন যা দরকার হবে, এসে নিয়ে যাব। যা! সর্ব্বনাশ করেছি! কি ব'লে দোর খুলতে হয়?—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ভোলবার কি উপায় রেখেছি, আষ্টে পিষ্টে মন বেঁধেছি—ভোলায় কে? মানুষে খেতে না পেলে কি করে?—খাই খাই! খাই খাই ফাঁক—কই খোলে না ত। কি কল্লুম—সর্ব্বনাশ কল্লুম? মানুষ খেতে না পেলে কি করে? ওই ত করে—আবার কি করে? দে দে—না না, তাও ত নয়; হাঁ হাঁ—তাও যে নয় গো! ওরে বাবা, কি কল্লুম! খেতে না পেলে কি করে? মোট বয়—চাকর হয়—চুরি করে, বাটপাড়ি করে—আমার মাথা করে, মুণ্ড করে—ওরে বাবা রে, কি কল্লুম রে! না না, সেটা যে একটা ফলের নাম—ফাঁক্ ফাঁক্, ঢেঁড়স ফাঁক্, রাই ফাঁক, সর্ষে ফাঁক, তিল ফাঁক—মসুনে ফাঁক—আল্লার দোহাই ফাঁক্। ফাঁক্, ফাঁক্, ফাঁক্। (উন্মত্তভাবে পরিক্রমণ) গম ফাঁক্, অড়র ফাঁক্, মটর ফাঁক্, ভুট্টা ফাঁক্। ওরে বাবা রে! আম ফাঁক, আম ফাঁক, লিচু ফাঁক, কাঁটাল ফাঁক্। ওরে বাবা রে—কি কল্লুম রে! ওরে কিসে দোর খুলে, কেউ ব'লে দেনা রে! [মানুষে খেতে না পেয়ে কি করলে দোর খোলে, ব'লে দে না রে; সব দেব—গোলাম হব, ব'লে দে না রে! ও আলি—ওরে আলি—ওরে প্রাণের ভাই আলি! ভাই, তোরে আমি সব দেব, আমি তোর হব, তুই খেতে দিস খাব, না খেতে দিস্, শুকিয়ে মরব। তুই শুধু সঙ্কেত জানিস। দে ভাই, মেহেরবাণী ক'রে দোর খুলে দে।] আঙ্গুর ফাঁক, পেস্তা ফাঁক্, মনক্কা ফাঁক্, বেদানা ফাঁক্, কিস্‌মিস্ ফাঁক, দোর খোল, দোহাই আল্লা—দোর খোল।

(নেপথ্যে) চিচিঙ্ ফাঁক্।

কাসিম। কে ও, আলি এলি?

(দস্যুগণের প্রবেশ)

ওরে বাবা রে! তোমরা কে?

১ম দস্যু। চিনতে পারছ না—তোমার বাপ।

(কাসিমকে লইয়া বহির্গমন)

নেপথ্যে। (বারত্রয় বাপ শব্দ)

চতুর্থ দৃশ্য

কাসিমের বহির্ব্বাটী।

(সাকিনা ও মর্জিনার প্রবেশ)

[(সাকিনার গীত)

আমার কেমন কেমন কচ্চে কেন মন।
চ'খ ছল ছল, পা টলমল, রগ কেন টন্‌টন্ ॥
(আমার) শিউরে শিউরে উঠছে কেন গা,
খালি হৃদয় কর্‌তেছে খাঁ খাঁ;—
(আমার) হাড় মড় মড় বুক ধড় ধড়—
প্রাণ কেন ঝন্ ঝন্ ॥
(এমন) ছটফটানি, প্রাণপোড়ানি—
কি ছাই অলক্ষণ ॥]

সাকিনা। আর যে আমি দাঁড়াতে পারছি না, মর্জিনা, আমার মাথা যে ট'লে ট'লে পড়ছে মর্জিনা! (মৃত্তিকায় শয়ন)

মর্। ও কি বিবি সাহেব! ঘরে চল—বার-বাড়ীতে থাকে না। কে এখনি এসে পড়বে,

জানাজানি হবে, বিপদ ঘটবে! ভয় কি! মনিব এখনি ফিরে আসবে।

সাকিনা। আর কখন্ আসবে, মর্জিনা—আসবে, মর্জিনা? দুপুর গেল, সন্ধ্যে গেল, রাত্রি যায়—আর সে কখন আসবে, মর্জিনা—আলি বল্লে, তার ভাই বুদ্ধিমান্, তাই দিনের বেলায় এল না—বিশ্বাস কল্লুম। এখন আর কি ক'রে বিশ্বাস করি মর্জিনা—ওরে মর্জিনা রে, আমার বুক যে কেমন করে রে! [ও মা! তোর গলাটা দে মা! আমি একবার কাঁদি মা!]

মর্। অনেক দূর থেকে আসছেন, তার ওপর ভারি জিনিস, তাই আসতে রাত্রি হচ্ছে।

সাকিনা। (মর্জিনাকে আলিঙ্গন করিয়া) কি করলুম, মর্জিনা—কেন পরের ধন দেখে হিংসে করলুম, মর্জিনা!—তিনি যে আমাকে বড় ভালবাসতেন, মর্জিনা!—উঃ!—কি করি—কোথায় যাই?

(চারিদিকে ভ্রমণ ও মর্জিনার পাখা হস্তে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন)

মর্। ঘরে চল বিবি সাহেব।

সাকিনা। উঃ! জল, জল! ওরে বাবা, কি করলুম—কি করলুম—কেন যেতে দিলুম? কেন বল্লুম না—তুমিই আমার টাকা। জল—জল!

মর্। আবদালা! সরবৎ লে আও।

(আবদালার সরবৎ লইয়া প্রবেশ)

আলি সাহেবের বাড়ী যা, দেখে আয়—সাহেব বাড়ী আছে কি না? থাকলে শীগগির ডেকে আন।

[আবদালার প্রস্থান।

সাকিনা। মর্জিনা, আমাকে ফেলে যাস নি—আমার কাছে থাক্। আর আমার বাঁদী নোস্ ব'লে কি আমার কাছে থাক্‌বি নি মা? মা, তোকে কত কষ্টই দিয়েছি।

মর্। সে কি, তুমি আমাকে মায়ের আদরে রেখেছ।

সাকিনা। আমার কাছে থাক মা, আর একটুখানি থাক্।

মর্। আমি এই ত রয়েছি।

সাকিনা। কোথাও যাস নি মা!

মর্। আমার তেমন মনিব নয়। তোমায় কাছে থাকলে কিছু বলবে না।

সাকিনা। আমি তোর এমন মনিবের রিষ ক'রে এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়েছি মা! উঃ কি হ'ল, মরজিনা—আমার কি হ'ল মরজিনা! (পরিবেষ্টন) আমি যে বাপমায়ের বড় আদরের মেয়ে—আমার নসিবে এই ছিল? আমি যে এখনও বড় ছেলেমানুষ—আমি যে আজও একলা থাকতে শিখিনি রে মরজিনা!

(আলিবাবার প্রবেশ)

ওগো আলি ভাই গো! ওগো আলি ভাই গো।

আলি। থামো—থামো, কর কি—কর কি?

সাকিনা। আমি যে থামতে পারি না গো! [(আলিকে জড়াইয়া) ওগো আমার প্রাণের আলি ভাই গো।

(সাকিনা, আলি ও মরজিনার গীত)

আরে মেরা ভেইয়া।
গাঁত্তি লেকর ছাত্তি ফাড়ে জালিম্ মেরা সেঁইয়া।

আলি। আবি চুপ চাপ রও থোড়ি
মেরা গর্দ্দান দেও ছোড়ি;

মর্। বিবি মাৎ ঘাবড়াও খুব জল্‌দি
লেওট্‌বে তেরা জোড়ি;

সাকি। যব তক্ উয়ো নেহি ঘুমেগা,
হাম্ না ছোড়ি বৈঁইয়া
এসি টানে গা এসি বলে গা,
হেঁইয়া জোয়ান হেঁইয়া

আলি। হাঁ হাঁ. থামো—থামো, কর কি—কর কি!

মর্। থামো, বিবি সাহেব, থামো।

সাকিনা। ওগো! আমার প্রাণের কাসিম এখনও এলো না যে গো!

আলি। তবে আবদালা যা ত।

সাকিনা। আবদালা থাক।

আলি। তবে আমিই যাচ্ছি, দেখো, গোল ক'র না; সর্ব্বনাশ হবে—বিপদ ঘটবে।

সাকিনা। আমার কি হবে—আলি, আমার কি হবে?

আলি। তোমার লোকজন, টাকাকড়ি, খসম সব হবে—কেঁদ না। আমার ভাই বোকা

নয়, সে ঠিক আসবে, এসে তোমায় বাণী করবে।

সাকিনা। তবে শীগ্‌গির শীগ্‌গির যাও গো, আর যদি না তাকে পাও গো?

আলি। পাব, পাব—ঠিক পাব। চেঁচিও না, গোল ক'র না।

[প্রস্থান।

সাকিনা। মর্জিনা, আমায় একটু বাতাস কর। (মর্জিনার তথাকরণ) না, না, আমায় একটু সিরাজি এনে দে।

মর। তা আনছি—ব'স।

[প্রস্থান।

(সাকিনার গীত)

আশে রেখেছি প্রাণ সে কি রে আসিবে ফিরে।
সুখ-সাধ অবসাদ ভাসিতেছি আঁখিনীরে॥
সে মোহিনী প্রেমগান, প্রণয়েরি সুখতান,
আবেশে আকুল পোড়া প্রাণ;
জ্বলে জ্বালা ধিকি ধিকি জেগে ওঠে ধীরে ধীরে॥
কে আর সোহাগভরে ধরিয়ে হৃদয়'পরে,
মুছাবে মরম-ব্যথা আদর ক'রে,
প্রেম-ডোরে বাঁধি মোরে পরাবে বে মতি-হীরে॥

পঞ্চম দৃশ্য

কাসিমের গৃহ-প্রাঙ্গণ।

মর্জিনা।

মর্। কাসিম ত খাঁটী খাঁটী মরেছে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যখন সে এল না, তখন সে নির্ঘাত মরেছে। তা হ'লে সাকিনা বিবি কি করবে? কি করবে? একবার ভেবে দেখি, কি করবে? আমীর ওমরাওএর বিবিরে যা করে, তাই করবে। প্রথম প্রথম দিন দুই চার কাঁদবে, তার পর দুই চার দিন 'কি করি, কি করি' ভাববে, তার পর এক হাতে চোখ মুছবে, আর এক হাতে বিষয়ের গায়ে হাত বুলুবে। [বিষয় মেয়েমানুষের হাত পেয়ে থাকবে থাকবে তেউড়ে উঠবে আজ অমুক খাজনা আদায় হ'ল না, কা'ল অমুকের মোকদ্দমার ডিক্রীজারি হ'ল না, পরশু তবিল তছরুপাত,] তার পরদিন লাটের কিস্তি বন্ধ। একটা দাওয়ান না হ'লে ত চলবেই না। [দিন কতক বিবিসাহেব খেঁকি হবে, বাঁদী বান্দার প্রাণ যাবে—আড়ালে থাকলে ডেকে হায়রাণ হবে, সুমুখে এলে দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে—'এটা দে, ওটা দে' ক'রে তম্বি করবে, আর এনে দিলেই ছুড়ে ফেলে দেবে। তার পর আলো সইবে না—আঁধার সইবে না, তা ত সইবে না।] আর কান ভোঁ ভোঁ, মাথা কট্‌ কট্‌, বুকে ব্যথা, চোখের জ্বালা —এ গুলো ত ফাউ, কাজেই কাজী সাহেবকে আসতেই হবে—কাজী এলেন ত মোল্লা এলেন, মোল্লা এলেন ত তাঁর সঙ্গে কল্মাও এলেন; এই রকম আসতে আসতে [খেমটা এলেন, বাই এলেন, ঝুড়ি ঝুড়ি খাসি এলেন, থলে থলে ডিম এলেন, বাজরা বাজরা] বাদাম-পেস্তার দল এলেন, জ্বালা জ্বালা সরবৎ এলেন, পিপে পিপে সিরাজি এলেন, সকল আপদ চুকে গেলেন—দাওয়ান মশাই চাকর ছিলেন, মনিব হলেন। কাসিম যাবে বলেই কি সাকিনা বিবির সংসার যাবে? [কিন্তু আলি সাহেবের কি হবে? আলি সাহেব যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে আমায় খরিদ করেছে; আমি তার ঘরের এখন বাঁদী নই, রাণী হয়েছি; আমার বড় আদর—বড় যত্ন। আর হুসেন—তার ভাইয়ের অধিক স্নেহ, আমাকে সুখী করবার তার কত চেষ্টা। এমন মিষ্ট সুন্দর প্রাণময় হুসেন—

(গীত)

ভালবাসে তাই ভালবাসিতে আসে।
আমি যে বেসেছি ভাল সে বাসা সে ভালবাসে॥
সে হাসিটি সে মুখের,
সে চাহনি সোহাগের;
দেখিয়া চিনেছি চাঁদ এ হৃদি-আকাশে ভাসে;
হাসি হেরে কেঁদে মরি তবু মৃদু মৃদু হাসে॥

তাদের ধনে কোথাকার কে এসে আমীর হবে। কাসিম ফেরে আচ্ছা—না ফেরে, একটা উপায় চাই। চেষ্টা ক'রে দেখি, তার পর খোদার মর্জ্জি।]

(আবদালার প্রবেশ)

আব। মর্জিনা?

মর্। কেন মর্জিনাকে?

আব। তুই ভাবছিস কি?

মর্। এঁচে বল দেখি!

আব। বলব, তুই ভাবছিস "আবদালার মতন যদি একটা সুপুরুষ পাই ত তাকে সাদি করি।"

মর্। কাছ ঘেঁসে গিয়েছিস্ বটে, কিন্তু ধরতে পারিস নি, আমি ভাবছিলুম, আবদালা যখন ম'রে যাবে, তখন গোর দেবে কে?

আব্। কেন, তুই পারবি নি?

মর্। আমার হাতে বড় ব্যথা।

আব। বলিস কি, তা হ'লে ফলার পেকেছে বল। না হ'লে কেউ হাতটা পাকিয়ে ধরেছে?

মর্। কেন ধরবে না? চিরকাল বাঁদী থাকব, সাদি হবে না? নে, বাজে কথা রাখ, আমায় খুঁজছিলি কেন?

আব। একটা দুঃখের কথা বলব ব'লে।

মর্। কি?

আব। ফতিমা বিবির বাড়ীতে কে মরেছে?

মর্। চোপ পাজী।

আব। ফতিমা বিবি কাঁদছে।

মর্। চোপ পাজী।

আব। কেউটে সাপের মত ফোঁস ক'রে উঠলি যে? ওইখানেই আঁতের ঘর না কি? তা যাই হ'ক বাবা! সে আঁতের ঘরে একটা হানা পড়েছে। ফতিমা বিবি 'হুসেন রে—হুসেন রে,' ব'লে যেমন ডাক-ফুকুরে চেঁচিয়ে উঠেছে, অমনি আলি সাহেব তার মুখে থাবা দিতে লেগেছে।

মর্। চোপ রও—ঝুটবাৎ, আলি সাহেব ঘরে নেই।

আব। আমি নিজের চক্ষে দেখে এলুম, তোমার ও তম্বি শুনব কেন, ধন?

মর্। বলিস কি আবদালা। (উপবেশন)

আব। বসে পড়লি যে মর্জিনা?

মর্। হাত থেকে একটা জিনিস প'ড়ে গেছে।

আব। তবে ব'সে ব'সেই শোন।

মর্। আর আমি শুনব না।

আব। সে কি? এখনও মজার কথা প'ড়ে রইল—শুনব না বল্লে ছাড়বে কে, বিবিজান? আলি সাহেব ত মুখে থাবা দিতে লাগল, আর ফতিমা বিবি হাতের ফাঁকের ভেতর দে যতক্ষণ পারলে ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করতে লাগল। তিন বোঝা কাঠ শুদ্ধ তিনটে গাধা! আলি সাহেব সেগুলো সামলাবে—না ফতিমাকে সামলাবে; না 'হুসেন হুসেন' ক'রে চেঁচাবে!

মর্। আবদালা—আবদালা, তুই স'রে যা।

আব। এই যে কথাটা শেষ ক'রে যাচ্ছি। তার পর ত হুসেন এল—

মর্। কি বল্লি?

আব। তুড়কি লাফ মেরে উঠলি যে! হুসেন এল ব'লে এল—একেবারে মর্জিনা বিবির রগ ঘেঁসে এল।

মর্। তোর গল্পটা বড় মিষ্টি লাগছে।

আব। তোর মুখটো কেমন শাকসেড়ে গেছে, তোর নাড়ী চন্ চন্ করছে, তোর বুক ধড়-ধড় করছে।

মর্। বেশী খানিকটে মিষ্টি একেবারে কান দে ঢুকিয়ে দিয়েছিস—গলায় আটকে গিছল। আবদালা, কা'ল তোকে আমি পোলাও খাওয়াব।

আব। তার পর হুসেন ত এল—

মর। আবদালা, কা'ল আমি তোর সব কাজ ক'রে দেব।

আব। তার পর হুসেন ত এল—

মর্। তাঁর এসে কাজ নেই, আমি সব বুঝেছি!

আব। তার পর হুসেন ত এল—

মর্। আরে থাম, বিবি সাহেব আসছে।

আব। তার পর হুসেন ত ম'ল—

মর্। (আবদালার কর্ণ ধরিয়া) আবার!

আব। আরে হুসেন নয়—কাসিম, কাসিম—

মর্। বলিস কি?

আব। একেবারে চার ফালি—

মর্। বলিস কি? চ'লে যা, চ'লে যা—সাকিনা বিবি আসছে।

[আবদালার প্রস্থান।

(সাকিনার প্রবেশ)

সাকিনা। রাত্তিরও ত গেল মর্জিনা!

মর্। তা ত দেখতে পাচ্ছি।

সাকিনা। তবে কি আমার কপাল ভাঙ্গল? কাসিম কি আর ফিরবে না? তুই বুঝেছিস কি?

মর্। এখনও ত কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। আলি সাহেব না ফিরলে বোঝাবুঝি মিছে। বিবি

সাহেব, ঢের রাত হয়েছে। একটু ঘুমোও গে। আমি একবার দেখে আসি।

সাকিনা। ঘুম হ'ল না মা—ঘুম হবে না মা—ঘুমুতে গিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

মর্। কি দেখেছ বিবি সাহেব?

সাকিনা। দেখছি, আমার যেন আবার সাদি হচ্ছে—লোকজন হৈ হৈ রৈ রৈ কচ্চে—আবদালা নাচছে, তুই গাচ্ছিস—আর কাসিম আমার একটি কোণে দাঁড়িয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে আছে। আমি তার মুখ দেখে কাঁদছি—আর কল্মা পড়ছি।

মর্। তা হ'লে বিবি সাহেব, আমিও বলি, আমিও একটু ঘুমুতে গিয়েছিলুম, কিন্তু ওই রকম একটা কুস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছি।

সাকিনা। ঠিক আমার মতন?

মর্। প্রায়! আমি দেখেছি, তুমি যেন নতুন খসমের গলা ধ'রে কাঁদছ, আর কাসিম সাহেব একটা বটগাছের ডাল নাড়া দিচ্ছে।

সাকিনা। বলিস কি?

মর্। দেখে আমি কাঁদতে কাঁদতে উঠে পড়লুম, বিবি সাহেব!

সাকিনা। তবে আমার কাসিমের বুঝি কি হ'ল রে!

মর্। আস্তে আস্তে!—পাড়ার লোক জানতে পারলে সর্ব্বনাশ ঘটাবে। বিবি সাহেব! মোহরের কথা বাদশার কানে উঠলে ধনে প্রাণে যাবে।

সাকিনা। কি করি, কিছু বুঝতে পারছি না মা!

মর্। কি আর করবে বিবি সাহেব—খোদার হাত, আমাদের ত আর নয়। আলি সাহেব আসুক, সে কাঁদতে বলে কাঁদবে, চুপ ক'রে থাকতে বলে চুপ করবে, আর কিছু করতে বলে, তাই করবে। আমি আসছি।

সাকিনা। না মা, তুই থাক মা, আমি যে কখন একলা থাকি নি—একলা থাকতে জানি নি যে রে মর্জিনা।

মর্। আবদালাকে ডেকে দিই, ততক্ষণ তাকে রাখ।

সাকিনা। সে থাকা না থাকা দুই সমান, তুই থাক মা—তুই থাক।

মর্। বেশ, রইলুম।

সাকিনা। আচ্ছা, আমার স্বপনের খসমকে তুই চিনতে পেরেছিস?

মর্। কতক কতক।

সাকিনা। কে বল দেখি?

মর্। সে কেমন চেনা চেনা—অচেনা অচেনা।

সাকিনা। দেখে থাকিস ত বল না।

মর্। যেন আলি সাহেবের মতন ধরণটা।

সাকিনা। দূর পোড়ারমুখী!

মর্। হ্যাঁ বিবি সাহেব, সত্যি বিবি সাহেব।

সাকিনা। আলির আর কিছু আছে কি? সর্ব্বস্ব দিয়ে ত তোকে কিনেছে।

মর্। তোমার কি বিশ্বাস হয়?

সাকিনা। সবই আছে, দু'চার থলে ফাউ দিয়েছে—না?

মর্। আমি বলতে পারব না, বিবি সাহেব, আমি এখন তাঁর বাঁদী।

সাকিনা। ওরে আমারও কাসিম পাঁচটা ঘোড়া নিয়ে গিয়েছিল যে রে!

মর্। চুপ চুপ।

সাকিনা। ফতিমা খুব হাত দুলিয়ে দুলিয়ে বেড়াচ্ছে?

মর্। আর কি করবে?

সাকিনা। ওরে, সে আমার কাছে যে কাঠ বেচত রে, আমি যে ঘেন্নায় তার সঙ্গে কথা কইতুম না রে!

মর্। চুপ চুপ, কে দোর ঠেলছে—ঘরে যাও, ঘরে যাও।

সাকিনা। আমি চল্লুম, দেখিস মা—দেখিস মা।

[সাকিনার প্রস্থান।

মর্। ওরে বেটী, তোর ভেতরে ভেতরে এত! কাসিম মরেছে কি না, এ খবর এখনও পাসনি। এখনি এমন বেছে বেছে স্বপ্ন দেখছ। যাই হ'ক, এতে আমার মনিবের ভাল, তা নইলে বেটী তোকে পয়জার-পেটা করতুম—তা তুই যেই হ'। বেটী বেইমানী! যাই, আমার মনিব কি এনেছে, একবার দেখে আসি।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

প্রমোদোদ্যান।

(ঝাড়ু হস্তে বাঁদীগণের প্রবেশ)

(বাঁদীগণের গীত)

এমন ক'রে হতাদরে রেখেছে বাগান।
থাকলে মালী শোন্ লো বলি, হ'তো যে তার টান॥
ঘাসের গোছা এলিয়ে রেখেছে,
ছেঁড়া ফুল ছড়িয়ে দিয়েছে,
ঝেঁটিয়ে কত রাখব হাতে ব্যথা ধরেছে;—
মাঝে প'ড়ে বস্‌রা গোলাপ হ'ল লো হায়রাণ॥

[প্রস্থান।

(আলি, সাকিনা ও মর্জিনার প্রবেশ)

সাকিনা। আমি আর কি করি আলি সাহেব, আমার হাত-পা আসছে না!

মর্। দেখ তাড়াতাড়িতে একটা গোল ক'রে বোস না। আমি বলি, চার ফালি মুর্দা কোন রকমে সেলাই ক'রে, লোককে জানাও, কাসিম সাহেবের বেমার হয়েছে; তার পর লোক-দেখান হাকিম ডাকিয়ে, দাওয়াই আনিয়ে, লোক জানিয়ে গোর দাও।

আলি। বেশ কথা। তবে যা মা মর্জিনা, বাজারের ওধারে বাবা মুস্তাফা ব'লে এক জন ওস্তাদ চামার আছে, তাকে এই রাত্রেই নিয়ে আয়; কিন্তু একটু চালাকি ক'রে আনিস, সে আগে থাকতে না সন্দেহ ক'রে বসে। তুই চালাক মেয়ে, তোকে আর বেশী বলব কি?

মর্। আচ্ছা।

আলি। সাকিনা বিবি, চল, এখন আর পাগলের মত ঘুর না। ততক্ষণ ফতিমার কাছে দু ঘণ্টা বসবে এস।

সাকিনা। উঃ!

[আলি ও সাকিনার প্রস্থান।

মর্। এখন সাকিনা বিবির জন্য আমার প্রাণটা কেঁদে কেঁদে উঠছে। উপায় একটা করতেই হবে, হুসেন ত আমার হাতে, আর ফতিমা বিবি যে ছেলে-পিত্যিশি, তাকে রাজি করতে কতক্ষণ?

(হুসেনের প্রবেশ)

দেখ হুসেন সাহেব, তোমার বাপ-মাকে ব'লে আমায় আবার বেচে ফেল।

হুসেন। ও কি কথা, মর্জিনা!

(মর্জিনার গীত)

আমি ঢের সয়েছি, আর ত সব না।
তোমার কুটিল নয়ন, ছলের বাঁধন যেচে পরব না॥
বহুত দাগা বুক পেতে নিছি, জ্বালায় জীর্ণ হয়েছি,
এবার পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাব আর ত রব না॥

হুসেন। এ সব কি কথা মর্জিনা!

মর্। তোমার বাপকে ডেকে আমায় এখনি বেচে ফেল—তব সইছে না। এমন নিষ্ঠুর—সাকিনা বিবির জন্য সবাই কাঁদছে, আর তোমার চোখে জল নেই!

হুসেন। নেই কে বল্লে মর্জিনা? আমার চোখের জলে দুনিয়া ভেসে গেল, কিন্তু মর্জিনার মন ভিজল না!

মর্। দুনিয়ার পোড়া বরাৎ। তুমি কার জন্য কেঁদেছ? নিজের জন্য যে শিয়াল-কুকুরেও কাঁদে। আরে ছ্যা—তা হ'লে ত এখনই বিক্রী হতে হ'ল। চ'লে আয় খদ্দের! এক পয়সায় বাঁদী যায়। এক—দো—খদ্দের চ'লে আয়।

হুসেন। তা হ'লে কি করতে হবে?

মর্। ওই [ফুলগাছের] পাশটিতে ব'সে কাঁদ গে, আমি দেখে চক্ষু সার্থক করি।

হুসেন। বেশ—চল্লুম।

[হুসেনের প্রস্থান।

মর্। ফতিমা বেটী আসছে!

(ফতিমার প্রবেশ)

ফতিমা। পয়জার মারব, ঝাঁটা পিটব—এত বড় আস্পর্দ্ধা—আবার নিকে? কই মর্জিনা, কোথায় আলি?

মর্। তারা মানুষ দেখছে, আর স'রে স'রে যাচ্ছে।

ফতিমা। তুই একবার দেখিয়ে দে না।

মর্। কেঁদে কেঁদে সবার চোখ ফুলে গেল, কে সন্ধান দেবে? ওই দেখ হুসেন সাহেব কাঁদছে।

ফতিমা। হুসেনও কাঁদছে?

মর্। কেবল কাঁদছে? কান্না থামাতে পারছি না। 'চাচি রে' চাচি রে' ক'রে গলা ভাঙ্গিয়ে ফেল্লে।

ফতিমা। ও মর্জিনা—কি করি মর্জিনা? —তা হ'লে যে নিকে হ'ল। আমারও যে কান্না পাচ্ছে, মর্জিনা!

(সাকিনার প্রবেশ)

সাকি। কে ও, দিদি এলি? দিদি রে!

ফতিমা। (ছুটিয়া সাকিনার গলা ধরিয়া) রে-এ-এ-এ।

(হুসেনের প্রবেশ)

হুসেন। চাচি রে—চাচা রে।

মর্। রে-এ-এ-এ।

ফতিমা। কেঁদো না বোন্, আমি উপায় করছি। কাঁদিস্ নে মর্জিনা, কাঁদিস নে হুসেন —আয় আমার সঙ্গে।

[সকলের প্রস্থান।

(জলের চুঙ্গী লইয়া বাঁদীগণের প্রবেশ)

বাঁদীগণের গীত।

ফোটে ফুল শুকনো ডালে দেখবি যদি আয়।
ঢালি ঠাণ্ডা পানি ফুলমণি লো আড়নয়নে চায়॥
সোহাগে লুঠছে মধু, ছুটে আসে ভোমরা বঁধু,
চ'লে ফুল হয় লো আকুল ফুরফুরে হাওয়ায়।
(ওলো দেখবি যদি আয়)
সাধের লহর উজান ব'য়ে যায়।

[বরবেশে আলি ও তৎসহ আবদালা, বাঁদীগণ, সাকিনা, মর্জিনা ও ফতিমার প্রবেশ]

(গীত)

আলি। চুপ চুপ চুপ আস্তে কাম বাজাও।
ছিপায়কে সব সাফ কর লেও কাহেকো গোল মাচাও॥
বাঁদীগণ ও আব। চুপ চুপ চুপ আস্তে কাম বাজাও।
সাকিনা। বান্দা সাচ বোলা হায় তুম্
মর্। বিবি সাচ বোলা খাসুম্,
ফতিমা। সে কি? কিছু হবে না ধুম?
বাজা বাজবে না ঢুম্ ঢুম্?
আলি। মেরা ঘরমে ভরা মুর্দ্দা-ব্রাদার
কেয়াবাৎ বাতাও, বুরা কেয়াবাৎ বাতাও?
বাঁদী ও আব। চুপ চুপ চুপ আস্তে কাম বাজাও।
ছিপায়কে সব সাফ কর্ লেও কাহেকো গোল মাচাও॥

তৃতীয় অঙ্ক

—:*:—

প্রথম দৃশ্য

মুস্তাফার দোকান।

(মুস্তাফা ও মুচি-মুচনীগণের গীত)

পুরুষগণ। ঝাঁ গুড় গুড়, ঝাঁ গুড় গুড়,
ঝাঁ গুড় গুড় ঝাঁ।
ধাঁই ধড়াধড় ধাঁই ধড়াধড় দে মাদলে ঘা॥
স্ত্রীলোকগণ। পর মুলুকে গইল মরদ ঘরকে
আইল না।
পরদাকি রে ফরদা ফাঁক
বিবি বাড়াইল পা॥
পুরুষগণ। ঝাঁ গুড় গুড় ঝাঁ গুড় গুড় ইত্যাদি।
স্ত্রীলোকগণ। কসম খাযকে কর লো
খসমমেমখোর পণা
জলদি জরু দরদি নিকা কইলো বে-পরোয়া॥
পুরুষগণ। ঝাঁ গুড় গুড় ঝাঁ গুড় গুড় ইত্যাদি।

মুস্তাফা। খোদা, একটা টাকা পাইয়ে দে, আট আনার সরাপ, দু' আনার জলপাই, চার পয়সার এণ্ডা, চার পয়সার চেনাচুর, আর চার আনার খিচুড়ি কিনে খাই।

(মর্জিনার প্রবেশ)

মর্। বাবা মুস্তাফা!

(মাতালের ভাণকরণ)

মুস্তাফা। কি বিবি সাহেব?

মর্। তোমার দোকানে একটু বস্‌বো?

মুস্তাফা। সে কি বিবি সাহেব! আমার এ জুতোর দোকানে? সে কি বিবি সাহেব?

মর্। আর বিবি সাহেব! আমি এই পড়লুম। বাবা মুস্তাফা!

মুস্তাফা। কি বিবি সাহেব?

মর্। তোমার দোকানে গড়াগড়ি খাব?

মুস্তাফা। হাঁ হাঁ, কর কি, কর কি, কর কি— বিবি সাহেব? দোকানে গড়ালে খদ্দের আসবে না। বউনির সময় গড়াগড়ি খেও না, দোহাই বিবি সাহেব!

মর্। তা হ'লে কি করি বাবা মুস্তাফা?

মুস্তাফা। তোমার হয়েছে কি বিবি সাহেব?

মর্। আমার গা'র জ্বালা হয়েছে।

মুস্তাফা। রাত্রে খুব বেশী সিরাজি খেয়েছ বুঝি?

মর্। উঁহু।

মুস্তাফা। পিয়ার মরেছে বুঝি?

মর্। উঁহু।

মুস্তাফা। পিয়ার কার সঙ্গে আসনাই করেছে বুঝি?

মর্। বাবা মুস্তাফা, তুমি কি পীর? ঠিক ধরেছ বাবা।

মুস্তাফা। কেমন, ঠিক ধরেছি না?

মর্। বাবা মুস্তাফা!

মুস্তাফা। কি বিবি সাহেব?

মর্। বাবা মুস্তাফা, আমি তোমার দোকানে গড়াগড়ি দেব আর কাঁদবো।

মুস্তাফা। হাঁ হাঁ, কোতোয়ালীতে ধ'রে নিয়ে যাবে। হাঁ হাঁ, এখনি সকাল হয়ে যাবে—লোক-জানাজানি হবে—আমার পসার মাটী হবে—কর কি? কোথা থেকে আমায় মজাতে এলি বিবি সাহেব?

মর্। তা হ'লে উপায় কর, দাওয়াই দাও।

মুস্তাফা। বুঝে বুঝে ঠিক জায়গায় এসেছ বিবি সাহেব! ও রোগের দাওয়াই এইখানে আছে। কিন্তু তোমায় দিতে আমার সরম হচ্ছে।

[মর্। কেন বাবা মুস্তাফা?

মুস্তাফা। আরে বেটী, তোর গাটি তুলতুলে, মুখখানি ঢুলঢুলে, চোখ দুটি ছলছলে—কি ব'লে তোকে সে দাওয়াই খাওয়াই?]

মর্। কি দাওয়াই বাবা মুস্তাফা?

মুস্তাফা। এই পটাপট্ পিঠে পয়জার। একবার ঝাড়তে পাল্লেই গায়ের জ্বালা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে।

মর্। বাবা মুস্তাফা, তুমি প্যাগম্বর। এই টাকা নাও—প[illegible] জর মার; তুমি ছেঁড়া প্রাণ জোড়া দিতে পার। [illegible]হে [illegible]দানের উদ্যোগ)

মুস্তাফা। চ্চা[illegible]বা—এ কি? মাফ কর বিবি সাহেব। অ[illegible] পারি না বিবি সাহেব! তবে কাটা শরীর [illegible]ম জুড়তে পারি।

মর্। [illegible]

মুস্তাফা। ঠিক [illegible]একবার দিয়েই দেখ না।

মর্। তা হ'লে এই বায়না নাও—আমার সঙ্গে এস। (সুবর্ণমুদ্রা প্রদান)

মুস্তাফা। (স্বগত) এ কি? একটা মোহর বায়না! এ বেটী তো সামান্য লোক নয়!

মর্। ভাবছ কি? ওঠ! (স্বর্ণমুদ্রা প্রদান)

মুস্তাফা। অ্যাঁ অ্যাঁ—বেগম সাহেব, শাহাজাদী —বান্দা গরীব।

মর্। কিন্তু পথে তোমার চোখে রুমাল বেঁধে নিয়ে যাব।

মুস্তাফা। মারা যাব শাহাজাদী! আমি গরীব, আমার খেতে পরতে অনেকগুলি।

মর্। ভয় কি? তোমায় খুন করতে নিয়ে যাব না—তোমায় আদর করব। আমার মুখখানা দেখলে কি খুনে ব'লে বোধ হয়? বাবা মুস্তাফা! বাবা মুস্তাফা!

মুস্তাফা। তা কি হয়—তা কি হয়?

মর্। আমার চোখে কি দুষ্টুমি মাখান থাকতে পারে?

মুস্তাফা। তা কি পারে?

মর। (মুস্তাফার গায়ে হাত বুলাইয়া) এ হাতে কখন কি অস্ত্র ধরা চলে, বাবা মুস্তাফা!

মুস্তাফা। আরে আল্লা (ঘাড় নাড়িয়া) তা হ'লে কি সত্যি সত্যি যন্ত্র নিতে হবে? সত্যি সত্যি কি কারও হাত পা কেটে গেছে?

মর্। আমি কাটা পড়েছি—আমার জান্ নিকাল গেছে, বাবা মুস্তাফা! যন্ত্র নাও, বাবা মুস্তাফা, যেখানে যা আছে, সব নাও।

মুস্তাফা। নিয়ে রাখি, পথে আসতে খদ্দেরও জুটে যেতে পারে। (স্বগত) আজকে আমার জোর কপাল। এ ত দেখছি কোন ওমরাওর ঘরের মেয়ে—রাত্রে বেরিয়েছিল; যে বেটা বার করেছিল, সে বেটা ভেগেছে, এখন একা ফিরতে পারছে না, তাই আমার আশায় আছে; কিন্তু পাছে কার বাড়ী, জানতে পারি, তাই চোখ বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে! যাক্, কার বাড়ী, জানবার দরকার কি? আমার বরাতে কিছু পাওনা ছিল, পাওয়া গেল! (যন্ত্রের ভাঁড় বগলে করিয়া) নাও, বিবি সাহেব, চোখ বাঁধ। চোখ না বাঁধলেও চোলতো, আমি আপনার গোলাম—আমি বলতুম কি বিবি সাহেব?

মর্। বাবা মুস্তাফা, আমার মস্ত মান।

মুস্তাফা। তা বুঝেছি বিবি সাহেব, তবে বাঁধ বাঁধ, ক্ষতি নেই।

মর্। বাবা মুস্তাফা, তুমি বড় আচ্ছা আদমী, আমার নিকে হ'তে সাধ হয়।

মুস্তাফা। এ আল্লা!—আমার কি সেই নসিব? কেন বিবি সাহেব, আমায় আসমানে তুলছো?

মর্। বাবা মুস্তাফা, আসমানে তুলছি, আসমানেই রাখব, ফেলব না—বাবা এখন চল, একটা গান শুনবে?

মুস্তাফা। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! প'ড়ে মরবো যে বিবি সাহেব! বিষম খাব যে বিবি সাহেব!

(মর্জিনার গীত)

হামে ছোড়ি দে রে সৈঁইয়া ছোড়ি দে রে—
ময় নেহি জানে দুনিয়াদারি।
জোরাবরিসে গীত নেহি হোগা,
তেরা গীত (হো হো মিঞা) ঝকমারি॥
তোরি লিয়ে রোয়ে রোয়ে, আঁখিয়া লালি হোয়ে,
তোম নেহি আওয়ে,
সতিনী ঘরকো মজা উড়াওয়ে—
বেইমানকো এইসা হ্যায় দাগাদারি।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

গুহার সম্মুখ।

দস্যুগণ।

সর্দ্দার। দেখ, দেখ, রাগের মাথায় তখন এক কাজ করা গেছে, মুর্দ্দোটাকে চার ফালি ক'রে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়েছে, কাজ ভাল হয় নি। তখন কারও জ্ঞান হ'ল না—মানুষটা চিরকাল টাট্‌কা থাকবে না—পচলে কেল্লায় টেকা ভার হবে।

১ম দস্যু। আমি সে সময় মনে করেছিলুম।

২য় দস্যু। আমিও বলবো মনে করেছিলুম।

৩য় দস্যু। আমি বলতে ভুলে গেছলুম।

সর্দ্দার। থাক, যা হবার তা হয়েছে, এখন এক কাজ কর। তুমি মুর্দ্দোটাকে বাইরে ফেলে দাও, তুমি গুগ্‌গুল জালিয়ে ঘরের চারিদিকে ধুনো দাও, আর তুমি পেয়ালা আর সিরাজির বোতল নিয়ে এস। এবারকার তাগটা ফস্‌কে গেল, তিন দিনের ভেতর একটাও খোরাক জুটলো না। মিছে মেহনত, গা মাটী মাটী, মন খারাপ, শীগ্‌গির যাও, সিরাজি লে আও।

১ম দস্যু। যো হুকুম (গুহাদ্বারে করাঘাত) চিচিঙ ফাঁক।

[গুহার ভিতর দস্যুত্রয়ের প্রস্থান।

(বেগে প্রথম দস্যুর প্রবেশ)

১ম দস্যু। সর্দ্দার, সর্দ্দার!

সর্দ্দার। কি, ব্যাপার কি?

১ম দস্যু। লাস নেই—

(২য় দস্যুর প্রবেশ)

সর্দ্দার। সে কি! অ্যাঁ! অ্যাঁ! তোমার কি?

২য় দস্যু। বোতল ফটাফট।

সর্দ্দার। সে কি? সে কি?

সকলে। সে কি, সে কি? এ ক্যা বাৎ?

(৩য় দস্যুর প্রবেশ)

৩য় দস্যু। সর্দ্দার, সর্দ্দার (মাথায় হাত দিয়া উপবেশন)।

সকলে। আবার কি? আবার কি রে?

৩য় দস্যু। বাটপাড—জবর বাটপাড়—গুদম সাবাড়।

সর্দ্দার। সাবাড়—মাল তছরুপাৎ! এ—এ ক্যা বাৎ, আও হামারা সাথ, মৎ রও তফাৎ, এ ক্যা বাৎ?

সকলে। এ কেয়া দিকদারি? বামাল লেকে আসামী ফেরার—এত হুঁসিয়ার তবু গুণাগার?

[(দস্যুগণের গীত)

সর্দ্দার। শালা লুঠ লিয়া, শালা লুঠ লিয়া।
তেরা জান লিয়া, মেরা জান্ লিয়া॥

সকলে। শালা পাক্কা হুঁসিয়ার চোর—

সর্দ্দার। শালা সাঁচ্চা হারাম [illegible]

সকলে। শালা কাম কিয়া [illegible]

সর্দ্দার। বড়া বাটপাড় হা[illegible] (মু[illegible] [illegible]উ খ—
মেরা জান্ লিয়া, [illegible] বা[illegible]ক, [illegible] লিয়া;
ভালা ঠক্‌চকেকো [illegible]টা [illegible]দ্দর!।

সকলে। শালা কেয়া কিয়া, বমা[illegible]লা, [illegible]য়া কিয়া;
তেরা জান্ লিয়া, পোর[illegible] লিয়া॥]

(গৃহমধ্যে প্রবেশ ও মু[illegible]ফা[illegible]মন)

সর্দ্দার। চোর গ্রেপ্তার করতেই হবে, না কল্লে আমাদের নিস্তার নেই। আজই, যেই হ'ক, তোমাদের মধ্যে এক জন যাও, আর তোমরা যদি না যাও, তা হ'লে আমি যাই।

সকলে। আমরা যাব—আমরা যাব।

সর্দ্দার। চুপ কর, গোলমাল ক'র না, শোন। এ যেমন তেমন যাওয়া নয়, একেবারে ধরা, আর মারা। সে নিজে না জানতে পারে, বাদশার না কানে ওঠে—এমনি ক'রে ধরা চাই; সবাই গোল করলে হবে না। যে হ'ক এক জন যাও।

১ম দস্যু। বহুৎ আচ্ছা আমি—

[অন্য দস্যুগণের ভিতরে প্রস্থান।

সর্দ্দার। শুধু যাওয়া নয়, সবার প্রাণ নিয়ে টানাটানি। হলফ কর—না ধরতে পাল্লে গর্দ্দানা যাবে! বুঝে হলফ ক'রে যাও।

১ম দস্যু। বহুৎ আচ্ছা।

[(গীত) শালা লুঠ লিয়া ইত্যাদি।]

[প্রস্থান।

১৮.৪(৪) তৃতীয় দৃশ্য

কাসিমের বাটীর সম্মুখস্থ রাজ-পথ।

[(ফকিরগণের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

ফকিরগণ। সাঁচ্চা সল্লা লেও দিন্‌দার
সাঁচ্চা সল্লা লেও দিন্‌দার।
জন্ কি রোশনি বুত যাতে হেঁ আতে আঁধিয়ার ॥

১ম ফকির। দৌলত দুনিয়া গুরু ছাওয়াল,
সবকোই লেকে হাল,
যেকি ছোড়কে বদিমে গিরকে নেহি হো গুণাগার ॥

ফকিরগণ। সাঁচ্চা সল্লা লেও দিন্‌দার ইত্যাদি—

১ম ফকির। খোদাকো নাম লেও জিন্দগি ভোর
জউহর কর' বাটোয ;
শয়তান ঘুম রহে হর্দম্ সাথমে রহো হুঁসিয়ার ॥

ফকিরগণ। সাঁচ্চা সল্লা লেও দিন্‌দার ইত্যাদি—

[প্রস্থান।]

(দস্যু ও চক্ষুবদ্ধ মুস্তাফার প্রবেশ)

দস্যু। ঠিক যাচ্ছ তো বাব' মুস্তাফা ?

মুস্তাফা। ঠিক যাচ্ছি।

দস্যু। বাবা মুস্তাফা, তুমি অমন হুঁসিয়ার, তোমায় একটি ছুকরী এসে ঠকিয়ে গেল ?

মুস্তাফা। আরে ভাই, চোখওয়ালা শালারাই আছাড় খায়, যে কাণা—সে ঠিক পা ফেলে ফেলে চ'লে যায়; যখন যৌবন ছিল, তখন কেউ আমাকে ভোলাতে পারত না। বুড়ো হয়েছি, চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে, নজর গেছে—এমন সময় মেয়েমানুষের কুহকের ফাঁদে পড়ব, এটা কি আমারই বিশ্বাস ছিল ?

দস্যু। তারিফ করলে, বাবা মুস্তাফা।

মুস্তাফা। তোমায় বলতে হবে কেন ভাই ? আমি নিজেই আপনাকে তারিফ করছি। বেটী এল, আর এক লহমায় যেন গাড়োল বানিয়ে গেল!

দস্যু। দেখতে বুঝি খুব খুবসুরৎ ?

মুস্তাফা। আরে ভাই, সে কথা আর তুলিস কেন ? শেষকালে কি পথ ভুলে মরব, খানায় পড়ব ?

দস্যু। না না, কাজ নেই; তুমি ঠিক ঠিক পা ফেলে চল।

মুস্তাফা। জুতোয় ঠকাঠক্ ঘা মারছি—আপনার মনে মাথা গুঁজে কাজ করছি—এমন সময় নহবতের সানায়ের আওয়াজ যেন কানে ঢুকলো,—'বাবা মুস্তাফা' 'বাবা মুস্তাফা'। একটু আফিম খাই; মনে করলুম, মৌতাত বুঝি প্রাণের চারিধারে পাক মারচে—ফুর্ত্তি ক'রে স্বর চড়িয়ে দিলুম। 'বাবা মুস্তাফা'—আবার। মাথা তুলে দেখি, আর কি বলবো ভাই—ঝগঝগে রগরগে পোষাক—পাণপানা মুখ—গোলাপী রঙ্গের ঠোঁট, তাতে পটল-চেরা চোখ —তাতে বিতিকিচ্ছি ঠার—মজাদার হাসি—রাঙ্গা ঠোঁট দিয়ে সিরাজমাখান কথা ;—ভোর কি না— বোধ হ'ল যেন আসমান থেকে চাঁদ উত্তরে এলো, মাথাটা যেন বন্ বন্ ক'রে ঘুরে গেল, 'বাবা মুস্তাফা।' উঃ—বেটী আমায় বড় ঠকিয়েছে। 'বাবা মুস্তাফা!' কি মিঠা বাৎ—'বাবা মুস্তাফা।' আরে বেটী—

দস্যু। বাবা মুস্তাফা, তুমি টাল খাচ্ছ!

মুস্তাফা। টাল কি ঠিক খাচ্ছি বাবা, তা হ'লে একটু চাগাড় দিতে দিতে এস। কিন্তু বাবা, তোমার তারিফ দিই, খুঁজে পেতে সন্ধান ক'রে আমায় ত বার করেছ বাবা।

দস্যু। বাবা মুস্তাফা, প্রাণের জ্বালা, বড় জ্বালা। তোমায় যদি খুঁজে না বের করতে পারতুম, তাহ'লে কি আমার গর্দ্দানা থাকত ?

মুস্তাফা। এ কি রকম কথা বাবা? ভারি ধোঁকায় পড়লুম যে। চুল পাকালুম, সত্যিই কি বুদ্ধি একটুও পাকেনি? না বাবা, আর তোমার সঙ্গে যাচ্ছিনি। এই চোখের কাপড় খুল্লুম।

দস্যু। হাঁ হাঁ, কর কি, কর কি! চল চল, তোমার কোনও ভয় নেই। তোমায় ভাল ক'রে পোলাও খাওয়াব।

মুস্তাফা। না বাবা, আমার পোলাওয়ে কাজ নেই, তুমি আমায় ছেড়ে দাও, তোমায় আমি ঘুঙ্‌নিদানা খাওয়াব।

দস্যু। কথাটা কি জান, বাবা মুস্তাফা, আমার মনিব মস্ত এক জমীদার। যে দিন সিরাজি খেয়ে তোমার দোকানে সেই ছুঁড়ীটে গড়াগড়ি খেয়েছিল, সেইদিন তার ওপর আমার মনিবের নজর পড়ে। তারপর আমার ওপর হুকুম হয়েছে, যেমন করে হ'ক, সেই ছুঁড়ীটের সন্ধান করতে হবে। খোদার মেহেরবাণীতে, বাবা মুস্তাফা, অনেক তকলিফ পেয়ে তোমার ঠিকানা ক'রে, তোমার শরণ নিয়েছি। সব শুনলে, এখন চল বাবা, চল।

মুস্তাফা। হ'তে পারে বাবা। সে খুবসুরৎ চেহারা দেখলে কত বেটা নবাব-বাদশার মুণ্ডু ঘুরে যায়, তোমার মনিব ত জমীদার! তবে কি জান, আমার আগাগোড়া ব্যাপারেই কিছু ধোঁকা লেগেছে! সে বেটী চোখ বেঁধে আমাকে তার বাড়ীতে নিয়ে গেল। তার পর তুমি বাবা আমার সাত পুরুষের কুটুম, কে তার ঠিক নেই, আমার কাছে এলে, বোনাইয়ের আদর ক'রে হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে ছুঁড়ীর বাড়ী দেখিয়ে দেবার জন্য নিয়ে চলেছ। কে জানে বাবা, এর ভেতর কি গোলক-ধাঁধার ঘোর আছে।

দস্যু। কিছু না, কিছু না। হাঁ বাবা মুস্তাফা, আর কত পথ?

মুস্তাফা। খোদার মালুম বাবা। চোখ বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল, সেলাই করিয়ে নিয়ে ফের চোখ বেঁধে মাঝরাস্তায় ছেড়ে দেয়, তার পর তোমার সঙ্গে দেখা।

দস্যু। আচ্ছা, তুমি একবার চোখ খুলে দেখ দেখি।

মুস্তাফা। বাবা, তা হ'লে সব গুলিয়ে যাবে। এ আন্দাজে পা ফেলে ফেলে যেমন ক'রে হোক দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে তোমায় পৌছে দেব! —কিন্তু বাবা, চোখ খুল্লেই সব অন্ধকার! রোস বাবা রোস, ঠিকানা যেন লেগেছে। ধর বাবা আমার হাত, ডানহাতি আবার নিয়ে চল। (কিয়দ্দূর গমন) আঃ শালা, চলেছে না ত, যেন টাট্টু ঘোড়া লাফ খাচ্ছে। থামো বাবা—থামো। এই পর্য্যন্ত—এইখানে এসে থেমেছি। দেখ দেখি, এখানে কোন বাড়ী আছে না কি?

দস্যু। সেলাম বাবা মুস্তাফা! বহুৎ বহুৎ সেলাম। তোমার ঠাওর বটে

মুস্তাফা। তবে চোখ খুলি?

দস্যু। খোল।

মুস্তাফা। (চোখ খুলিয়া) সত্যিই ত, এ ত খাসা বাড়ী দেখছি। এর পর একটা বান্দা এসে দোর খুলে দিলে, তার পর বান্দার হাত ধ'রে বাড়ী ঢুকলুম।

দস্যু। (গৃহদ্বারে খড়ির চিহ্ন দিয়া)* নাও, সকাল হ'ল, পালাই চল।

* by the wings.

[উভয়ের প্রস্থান।

(মর্জিনার প্রবেশ)

মর্। আলি সাহেব যাদের ধন এনেছে, তারাই ত কাসিম সাহেবকে কেটেছে। তারা যে আলি সাহেবের সন্ধানে ফিরছে না, তাই বা কে বল্‌তে পারে? ফিরুক আর নাই ফিরুক, কিছুদিন ত আলির বাড়ী চৌকি দিতেই হবে। এ কি?—এত ভোরে দোরে দাগ দিলে কে? হয় কোন দুষ্টু ছোঁড়া, না হয় আবদালা বোকা—আর কে? খড়ি দিয়ে আর কার কি লাভ? কই, কা'ল ত এ দাগ দেখিনি —তবে ছোঁড়ারা দিলে কখন্? (কিয়দ্দূর অগ্রগমন) বা! বা! এ ত এতকাল দেখিনি। এতকাল এসেছি গিয়েছি, এ ত কখন নজরে পড়েনি! সব বাড়ী এক ধরণের—কিছু তফাৎ নেই? না, ফিরতে হ'ল, ভাল মন্দ হ'ক হুঁসিয়ারিতে দোষ কি? এই যে একটা খড়িও প'ড়ে রয়েছে। (খড়ি লইয়া প্রত্যেক দ্বারে চিহ্ন প্রদান) কি যেন কি মনটা কচ্ছে—কারে কি বলব, কোন্ দিক্ দেখব, কি করতে এসেছি! মনিব—মনিব—আমার মনিব—বড় ভাল মনিব। আমি কি এখন বাঁদী?—আমি যে সব। হিসেব রাখতে, হুকুম চালাতে, নাচতে, খেলতে, আমিই যে এখন সব। আলি সাহেব মর্জিনার বকুনির ভয়ে অস্থির, সাকিনা মর্জিনা

বল্‌তে অজ্ঞান, ফতিমা মর্‌জিনায় পাগল, আর হুসেন মর্‌জিনায় মিশিয়ে গেছে।

(গীত)

এসে হেসে কাছে বোসে,
সোহাগ-বাঁধন বেঁধেছে সে।
মিশে মিশাইয়ে নিয়েছে রে॥
আমা-অন্ত প্রাণ দিয়ে, আমারে মজায়েছে,
টানে টানে প্রাণে টেনে নিয়েছে ;
আমি-ময় সে আমায়, আমারে সে-ময় করেছে রে,
প্রেমস্বপ্ন দেখা চলেছে রে॥

চতুর্থ দৃশ্য

আলিবাবার দরদালান।

(আবদালা ও জনৈক বান্দার প্রবেশ এবং খাদ্যের পাত্রাদি হস্তে গমনাগমন)

আব। খুব বড় সওদাগর, ভাল ক'রে তজ্‌বিজ্‌ কর—বক্‌সিস্‌ মিলবে।

বান্দা। বহুৎ আচ্ছা।

[উভয়ের প্রস্থান।

(মরজিনার প্রবেশ)

মর। সত্যি সত্যিই আমি হলুম কি? লোক দেখলে সন্দেহ করি, হাসি শুনলে ভয় পাই, রাত্রে অতিথি দেখলে শুকিয়ে যাই, ঘরে একটা কুটো দেখলে অস্ত্র ব'লে ভয় করি, জানালা দিয়ে হাওয়া বইলে আতঙ্কে শিউরে উঠি—আমার হ'ল কি? হয়েছে হয়েছে, তাতে কি হয়েছে? আমার সোনার মনিব।—সেই মনিবের মাথায় খাঁড়া ঝুলছে। ডাকাতের কথা মনে পড়লেই আমার সর্ব্বশরীর থর থর ক'রে কেঁপে ওঠে। সওদাগর না হয় ভাল লোকই হ'ল, মনিবের জন্য ওকে একটু সন্দেহ করতে দোষটা কি? কারে মনের কথা বলি? হুসেনকে? হুসেন! না, সে হয় ত গোল ক'রে বসবে।

(হুসেনের প্রবেশ)

হুসেন। হুসেনকে ডাকছিলে মরজিনা?

মর্‌। হাঁ!

হুসেন। হুসেন মরেছে।

মর। আহা, কবে গো; হুসেন যে বড় ভাল ছেলে ছিল গো। হ্যাকা হ্যাকা বোকার মতন—সোনার হুসেনের কি হয়েছিল গো। আমি যে হাসি—থুড়ি কান্না রাখতে পাচ্ছি না যে গো।

হুসেন। দেখ মরজিনা, হুসেন সত্য সত্যই মরেছে।

মর্‌। কবে?

হুসেন। যে দিন তাকে থানা থেকে মর্‌জিনা ছাড়িয়ে এনেছিল!

মর্‌। না হয় চল, তোমায় আবার রেখে আসি।

হুসেন। এখনি? কেন তবে ছাড়িয়ে আনলি?

মর্‌। খুব করেছি।

হুসেন। তবে আবার আমায় গারদে রেখে আয়।

মর্‌। আমি আবার ছাড়িয়ে আনব।

হুসেন। কি ব'লে মর্‌জিনা?

মর। হুজুর ব'লে।

হুসেন। দূর, তাতে হয় না।

মর্‌। তবে মুখটি বুজে, পা টিপে টিপে, আস্তে আস্তে সিঁদ কেটে—

হুসেন। তা হ'লে এখনি। এই গারদ, (বক্ষে হস্ত দিয়া) এই গারদের ভিতর হুসেন আছে; সিঁদ লাগাও, সিঁদ লাগাও—হুসেন এখনি বেরিয়ে পড়বে।

মর্‌। না হুসেন—হুসেন ও গারদে নেই। (হৃদয়ে হস্ত দিয়া) হুসেন এখানে আছে—এই গারদে দিবানিশি তাকে পূরে রেখেছি। দিবানিশি শয়নে-স্বপনে পাহারা দিচ্ছি।

(অন্তরালে আবদালার প্রবেশ)

(গীত)

আমার এই হৃাতির অন্দরে।
বন্ধ ক'রে রেখেছি মোর নয়নানন্দরে॥
সন্দ সদা মন্দ বাদীদের,
ঠাণ্ডা বোলে পিয়ারে আমার পায় যদি গো টের,
এই বন্ধ খুলে সোনার তরী, বাঁধবে তাদের বন্দরে॥

মর্‌। কিন্তু হুসেন—

হুসেন। কি বলছ মর্‌জিনা?

মর্‌। (অবনতজানু হইয়া) হুসেন, কিন্তু আমি বাঁদী—তুমি আমার মনিব।

হুসেন। আর তুমি আমার কলিজা।

মর্। আমি? আমি তোমার চরণের ছায়া-স্পর্শের যোগ্য নই।

হুসেন। আর রাণী, মর্জিনা রাণী! তুমি যে দেশে থাক, আমি সে দেশের ধুলো মাথায় করবার যোগ্য নই। বাঁদী! তুমি বাঁদী!—রোস, তোর তেজ ভাঙ্গছি, বাপকে ব'লে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

মর্। ও কি হুসেন, কর কি, কর কি? হুসেন—ও হুসেন! (পশ্চাৎ হইতে আবদালার আকর্ষণ) আরে মর্, তুই কে?

আব। আমি কে, বেগম সাহেব চিনতে পাচ্ছ না?

মর্। ও কি, টানছিস কেন?

(আবদালার কম্পনাভিনয়)

আব। রোস রোস, আমার প্রাণে মহরম চেগেছে—ও হুসেন, ও হুসেন।

মর্। চোপ—গাধা উল্লুক।

আব। ও হুসেন! ও হুসেন!

মর্। ওরে থাম, তোর পায়ে পড়ি, তোর পায়ে পড়ি। [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

গোয়ালবাড়ী।

সারি সারি তৈলকুম্ভ সজ্জিত।

(সর্দ্দার ও আলি)

সর্দ্দার। আল্লা আপনাকে সলামতে রাখুন, আপনার অতিথিসেবায় আমি পরম সন্তোষ লাভ করেছি। এখন মেহেরবাণী ক'রে এই রাত্রির মতন আমার এই তেলের কুঁপোগুলি তজবিজ ক'রে রাখিয়ে দিলে, আমি পরম আপ্যায়িত হই। আপনি আমার—আমাদের ব্যবসার জিনিসই সর্ব্বস্ব।

আলি। সাহেব! এ আপনারই ঘর, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যান গে, আপনার জিনিসে কেউ হাত দেবে না। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, আমি বান্দারে পাঠিয়ে দিই, তারা আপনাকে শোবার ঘরে নিয়ে যাবে।

[আলির প্রস্থান।

সর্দ্দার। আলিবাবা! ডাকাতির ওপর ডাকাতি! তোমার ভবলীলা আজ এই রাত্রেই শেষ হবে। (কুঁপোর নিকটে গিয়া) হুঁসিয়ার ভাই! জানালা থেকে কুঁপোয় ঢিল মারলেই বুঝে নিও সময় হয়েছে।

(জনৈক বান্দার প্রবেশ)

বান্দা। জনাব! আপনার শয়নের নিমিত্ত সকল প্রস্তুত!

সর্দ্দার। চল যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(মর্জিনার প্রবেশ)

মর্। বলিহারি অভ্যেসকে! এত দেশের খাবার জিনিস থাকতে এই দুপুর রাত্তিরে সহসা বিবির ঝাঁজওয়ালা তেল দিয়ে বেগুনপোড়া খেতে ইচ্ছে হ'ল! দোকানপাট তো বন্ধ, লোক তো ফিরে এল। দেখি, সওদাগরের কুঁপো থেকে যদি ছটাকখানেক টাটকা তেল মেলে। (একটি কুঁপো নাড়া দেওন)

দস্যু। (কুঁপোর ভিতর হইতে) সর্দ্দার, সময় হয়েছে?

মর্। উঁহু! (সরিয়া আসিয়া) এ কি এ, কুঁপোর ভেতর মানুষের গলা! সর্ব্বনাশ—ডাকাত, ডাকাত, নিশ্চয় ডাকাত।

[প্রস্থান।

(সর্দ্দারের পুনঃ প্রবেশ)

সর্দ্দার। এখনও ছুঁড়ীটে জেগে আছে! এইটে শুলেই নিশ্চিন্ত। সকলে নিশুতি না হ'লে কিছু করা হবে না। প্রাণ [illegible]মার ছটফট কচ্ছে, বুক জ্ব'লে যাচ্ছে—আলিবাবার রক্ত ভিন্ন এ জ্বালা নিভবে না।

[প্রস্থান।

(বৃহৎ তৈলকটাহ লইয়া মর্জিনা ও আবদালার প্রবেশ)

আব। চুপ! তুই সাবধানে কুঁপোর গায়ে ফুঁদেলটা টিপে ধর, আমি এই বদনা ক'রে গরম তেল ঢেলে দিই। (তথাকরণ)

দস্যুগণ। (কুঁপোর ভিতর হইতে যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি)

(বাঁদীগণের প্রবেশ)

বাঁদী। কি রে—কি রে, কি হয়েছে রে?

(গীত)

সকলে। কি হয়েছে, কি হয়েছে, কি হয়েছে রে?
মর্। চুপ রও সব, চুপ রও সব, ডাকাত পড়েছে।
সকলে। ওরে, এ কি কথা কোস্,
ওরে, এ কি কথা কোস্,
মর্। নেহি আপশোষ দুষমন্ জান্ দেছে রে॥
সকলে। সাচ এহি বাৎ সাচ এহি বাৎ
ডাকাত পড়েছে—
মর্। ঝুটা বাৎ নেহি কুঁপোয় অক্কা পেয়েছে॥
সকলে। কুঁপোর ভেতর কুঁপোকাৎ
তেরা বহুৎ বহুৎ কেরামৎ,
মর্। আলবৎ—আলবৎ—বহুৎ মজা হয়েছে॥

[বাঁদীগণের প্রস্থান।]

(আলিবাবা, ফতিমা ও সাকিনার প্রবেশ)

আলি। মর্জিনা! কি করেছিস মা?

সাকিনা। কি করেছিস্ মা?

ফতিমা। কি করেছিস্ মা?

মর্। আমি ত নয় হুজুর, খোদা করেছে। আমি অবলা, গাছের পাতার শব্দে কেঁপে উঠি। —আমার কি সাধ্য, বিনা অস্ত্রে অতগুলো দস্যুর প্রাণসংহার করি?

আলি। তুই কোন্ পরীর রাজ্য থেকে এসেছিস মা!

মর্। আলি সাহেব! ঈশ্বর করেছেন। আমি উপলক্ষ্যমাত্র। ঈশ্বরই আমাকে প্রভাতে তুলিয়ে খড়ির চিহ্ন দেখিয়েছেন। ঈশ্বরই আমাকে তেলের জন্য সওদাগরের জিনিস চুরি করতে পাঠিয়েছেন। আলি সাহেব, এর পূর্ব্বে যে আমি চুরি কারে বলে, জানতেম না!

আলি। মর্জিনা! যে দিন থেকে তোরে ঘরে এনেছি, সেই দিন থেকেই তোকে মেয়ের মত দেখে আসছি। তুমি আমার বাঁদী, এক দিন, এক লহমার জন্যও মনে আসে নি। তাই তোমাকে ফুরসৎ দিই নাই মর্জিনা! হুসেনের কাছে শুনলেম, তুমি বাঁদী ব'লে দুঃখ করেছ।

মর্। হুসেন মিথ্যা কথা বলেছে; আমি অমন কথা কখন বলি নি।

আলি। আজ আমি তোমায় ফুরসৎ দিলাম। আজ হ'তে আমিও যে, তুমিও সে।

মর্। কখনই নয়। আমি বাঁদী—যা নিয়ে জন্মেছি, যা [illegible] প্রাণের সঙ্গে বেঁধে আমি এত বড় হয়েছি, সে আমার মর্ম্মে মর্ম্মে গেঁথে গেছে, টানলে মর্ম্ম ছিঁড়ে যাবে—ম'রে যাব।

(হুসেনের প্রবেশ)

হুসেন সাহেব!

হুসেন। কি?

মর্। আমায় বাঁদী ব'লে ডাক ত।

সাকিনা। না হুসেন।

ফতিমা। না হুসেন।

হুসেন। ও গো হুসেন বোঝে গো—হুসেন সব বোঝে।

মর্। বলবে না?

হুসেন। না।

মর্। তা হ'লে আমি যেখানে দু' চোখ যায়, চ'লে যাই।

হুসেন। যা, দূর হ'য়ে যা। চক্ষুঃশূল! তোকে দেখলে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়।

মর্। বটে! রোস, তবে আমার কেরামৎটা দেখাচ্ছি। আবদালা!

(আবদাল্লার প্রবেশ)

আব। বেগম সাহেব, মর্জিনা খানুম, হুকুম জনাব।

মর্। চোপ বান্দা—বাঁদী বল।

আব। ও গো, আমি অত কথা কইতে পা.র না যে গো!

আলি। আর আবদালা! আমার সম্পদ-বিপদে একমাত্র সহায় আবদালা! তোমারও আজ ফুরসৎ?

আব। বেশ, তা হ'লে আজ আমি খোস-মেজাজে মার খেতে পারি। (জনান্তিকে) তা হ'লে কোড়াটা কিসের করবে বেগম সাহেব?

মর্। ওঃ, সেই কোড়া—তবে রও খাড়া।

(গীত)

আব। আব খাড়া হ্যায় হুজুর আব খাড়া হ্যায় হুজুর।
চড়বড় চড়বড় চালাইয়ে কোড়া জায়গীর করিয়ে চুর॥
মর্। তেরা পিঠ মেরা জায়গীর,
আব। মেরা পিঠ তেরা জায়গীর,
বান্দীসে আব বেগম বনেগা জমিন মেরা শির্।
তেরা দখল লেও জায়গীর।
মর্। এয়সা দখল নেই লেগা হাম—কুর্ কামিনা দূর!
টিকটিকি পর চড়াকে কোড়া পিটেগা ভরপুর॥

ষষ্ঠ দৃশ্য

কক্ষ।

(নিদ্রিত আলিবাবা ও বাঁদীগণ)

(গীত)

বাঁদী। সুবে হুয়া ছোড়ো পালঙ্ সাহাব।
আশমান্‌সে নিকলা হ্যায় সুরুখ আফ তাব॥
গুল্‌কি খোসবু মিঠি হাওয়া,
সারা গুজারি রাত দেতে গাওয়া,
বুলবুল বোলাতে মিঞা পিও সরাব ;
উঠ পিও সরাব, উঠ পিও সরাব ;
পিও সরাব!—মিঞা সমঝো সরাব।

[বাঁদীগণের প্রস্থান।

আলি। তাই ত, বেলা হয়ে গেছে দেখছি যে! পয়সা পেয়ে অবধি আর ভোর দেখা যে বরাতে ঘটল না দেখতে পাচ্ছি। কা'ল আমি যেমন ক'রে পারি ভোরে উঠব, বাঁদীরে ওঠাতে এসে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকবে। হুসেন-মরজিনার সাদী দিতে পারলেই সব লেঠা চুকে যায়। তার পর নিশ্চিন্ত হয়ে সমস্ত দিনরাতই ঘুম মারবো।

(হুসেনের প্রবেশ)

হুসেন। বাবা, একজন দরবেশ যেচে আমার সঙ্গে দোস্তি পাতিয়েছে, মরজিনার গলার কথা আমার কাছে শুনে তার গান শুনতে চেয়েছে। বাবা, আমি তাকে আজ আনবো?

আলি। বেশ ত, আন্ না। তা আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করছিস কি? যা, আন্ গে যা। তবে মরজিনাকে ব'লে যা, সে খানার বন্দোবস্ত ক'রে রাখবে।

হুসেন। তাকে বলেছি।

আলি। বেশ, আমি তবে গোসল্‌খানায় চল্লুম, এলে আমায় খবর দিস্।

[উভয়ের প্রস্থান।

(অপর দিক দিয়া মরজিনা ও আবদালার প্রবেশ)

মর্। দেখিস্ ভাই! কাকেও বলিস নি।

আব। উঁহু—

মর্। এ কথা যেন কেউ না জানতে পারে।

আব। উঁহু—

মর্। টের পেলে বড় লজ্জার কথা।

আব। বড় লজ্জার কথা।

মর্। তামাসা করছিস না কি?

আব। বিলক্ষণ!

মর্। আগে থাকতে গোল করলে, বুঝেছিস?

আব। খুব—

মর্। মর, কথা না ফুরুতে জবাব দিলি—কি বুঝেছিস?

আব। তা হ'লে (মরজিনার কর্ণ ধরিয়া) এমনি করে আমার কান ধ'রে ঘোড়দৌড়—

মর্। উ—হু—হু—হু—ছাই বুঝেছিস। তা হ'লে (আবদালার নাসিকা ধরিয়া) এমনি ক'রে নাকে বঁড়শী দিয়ে হড় হড়—

আব। উঃ উঃ উঃ—বুঝেছি বিবি সাহেব।

মর্। কাঁটা বন দিয়ে—

আব। বুঝেছি বুঝেছি—পট পট ফুটছে—

মর্। আর অমনি ক'রে পটাপট পয়জার—

আব। হাঁ হাঁ, পিলে চমকে উঠেছে—

মর্। বুঝেছিস?

আব। বেমালুম বুঝেছি।

মর্। তবে যা বল্লুম, তাই করিস।

আব। আচ্ছা।

মর্। সে কখন দরবেশ নয়, ডাকাত।

আব। নিশ্চয়।

মর্। তারে মেরে ফেলতে হবে।

আব। একেবারে।

মর্। খবরদার।

আব। খুব।

মর্। হুঁসিয়ার—

আব। কুছ পরোয়া নেই।

[প্রস্থান।

মর্। সে কি দরবেশ? বিশ্বাস হয় না। নইলে নেমক খায় না কেন? কি করি—একটা ভালমানুষকে কি শেষকালে হত্যা ক'রে বসবো? ভাল মানুষ কখনই নয়। ডাকাত, সেই ডাকাত; ভোল বদলেছে—নইলে নেমক খায় না কেন? প্রতিজ্ঞা করেছে যে, আলির জান না নিয়ে নেমক খাব না। তাই এসেছে, তাই হুসেনের সঙ্গে যেচে আলাপ করেছে;—উপযাচক হয়ে দোস্তি পাতিয়েছে। উপযাচক [illegible] স্বার্থে কেউ

কি কারও সঙ্গে ভাব করে? কই ত দেখি নি। ডাকাত—আলবৎ ডাকাত। কি করি? ডাকাত, তাতে আর সন্দেহ নেই—তবে কেমন ক'রে আলির প্রাণরক্ষা করি? ঈশ্বর আর একবার সহায় হও—যদি নিরপরাধ হয়, আমার হাত নিস্পন্দ কর; যদি দস্যু হয—হাতে বজ্রের বল দাও!

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

বৈঠকখানা।

হুসেন ও সর্দ্দার।

সর্দ্দার। (স্বগত) যতক্ষণ না ছুরি আলির বুকের রক্ত পান করছে,ততক্ষণ আমি সুস্থির হ'তে পাচ্ছি না। আমার দুঃখে সুখ—শোকে শান্তি—ব্যাধির ঔষধ—সম্পদে বিপদে সঙ্গী—শক্তিমান উনচল্লিশ ভাই—সেই শয়তানের জন্য কবরে গেছে। তাদের দেখতে পেলাম না, যন্ত্রণায় সেবাশুশ্রূষা করতে পারলেম না, তৃষ্ণায় জল দিতে পারলেম না! উঃ, অসহ্য! অসহ্য! কখন্ তাকে হাতে পাব—কখন্ তাকে দুনিয়া-ছাড়া করবো? আমার প্রতিজ্ঞা কি পূর্ণ হবে না? তাকে যে একবারও কাছে পাচ্ছি না। (প্রকাশ্যে) ও হুসেন সাহেব, তোমার বাপকে যে দেখতে পাচ্ছি না?

হুসেন। তিনি আপনার খানার বন্দোবস্তে আছেন।

(আলির প্রবেশ)

সর্দ্দার। আইয়ে আলি সাহেব। বৈঠিয়ে, বৈঠিয়ে।

আলি। বৈঠিয়ে, বৈঠিয়ে। হাঃ হাঃ হাঃ—আমি খাবার-দাবারের যোগাড়ের বন্দোবস্তে আছি, বসতে পারছি না, মিঞা সাহেব। তুমি নেমক খাও না, তরকারিতে ত সুবিধা হবে না, কাজেই মিষ্টির ব্যবস্থাটা কর্‌তে হচ্ছে।

সর্দ্দার। অত হাঙ্গাম কেন আলি সাহেব?

আলি। হাঃ হাঃ হাঃ! হাঙ্গাম আর কি [illegible] নূতন আর কিছু কর্‌তে হচ্ছে না। তুমি [illegible] দোস্ত—ঘরের লোক—মান-অপমানের [illegible]ই, ঘরে যা আছে, তাইতেই এক রকম ক'রে গুছিয়ে গাছিয়ে—হাঃ হাঃ হাঃ।

(নর্ত্তক নর্ত্তকীবেশে আবদালা ও মরজিনার প্রবেশ)

আলি। মিঞা সাহেব তোর গান শুনতে চেয়েছে না? দে, একটা ভাল গান শুনিয়ে দে।

সর্দ্দার। তুমি ব'স, আলি সাহেব।

আলি। হাঃ হাঃ হাঃ—বসছি। কাজটা শেষ ক'রে একেবারেই নিশ্চিন্ত হয়ে বসছি। নে নে, ততক্ষণ মিঞা সাহেবকে খুসী কর।

[প্রস্থান।

(আবদালা ও মর্জিনার গীত)

কেয়া বড়িয়া এলেম তেরা।
মজাসে ঘুমাও ফুর্ত্তিসে হেলাও,
সাচ্চা বিচুয়া সেরা।
দুষমন্ কোই হায় ওসিকো জান্ ফরমায়,
দস্তিকো বহুত পিয়ারা।
জোরসে পাকড়াও হুঁসিয়ারিসে লাগাও
কভি মৎ ঘাবড়াও জানি মেরা।

(অস্ত্র লইয়া অভিনয়, সর্দ্দারের বক্ষে অস্ত্রাঘাত ও সর্দ্দারের বিকট চীৎকার)

আব। হাঁ হাঁ হাঁ—

হুসেন। কি করলি, কি করলি?

(বেগে আলির প্রবেশ)

আলি। কি হ'ল? কি হ'ল? হায় হায়! কি করলি?

মর্। সর্দ্দার! আমায় মাফ কর। তুমি যেমন আলির জান নেবার জন্য নেমক ছেড়েছ, আমিও আজ তাকে রক্ষা করবার জন্য নেমক রেখেছি। আমি অবলা—বল, কি উপায়ে আমি, শক্তিমান তোমার হাত থেকে আমার মনিবকে রক্ষা করি?

সর্দ্দার। তুমি ঠিক করেছ। নেমকের কাজ করেছ—তুমি ধন্য! আমি তোমায় কায়মনো-বাক্যে ক্ষমা কল্লুম; তুমি আমার কর্ত্রী, তুমি পিতৃ-নাশিনী নও—তার জীবনদায়িনী। তোমার হাতে ম'রে আজ আমার পাপের অবসান হ'ল। আলি সাহেব! আমার [illegible]মন তোমার ঘরে আর কেহ কখন পদা[illegible] করে নি। আমি দস্যুসর্দ্দার, আজ তোমাকে খুন করবো ব'লে

তোমার ঘরে এসেছিলুম (ছুরিকা প্রদর্শন), এই দেখ। কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারত না।—জোর বরাত, তুমি এ বেটীকে ঘরে পেয়েছ। হুসেন ভাই, কাছে এস, ভয় নেই, তোমার বাবা (ছুরিকা নিক্ষেপ) আমার দুষমন, কিন্তু তুমি আমার দোস্ত; কাছে এস, এই লও, আমার কন্যাকে তোমায় দিয়ে গেলুম। আর শুন আলি সাহেব, তুমি যেই হও, তবু ত চোর—চোর-ডাকাতে যে সম্বন্ধ, তোমাতে আমাতে তাই। সেই সম্বন্ধ দৃঢ় করবার জন্য আমার যা কিছু সম্পত্তি—সেই গুহার ভিতরে রাশীকৃত ধন,—আমার এই বেটীকে সমর্পণ করলেম।

মর্। আর আমার ধনে কাজ কি? আমি তোমার নামে সেই ধন খোদার কাছে গচ্ছিত রাখবো। মরুভূমিতে পথিকের জন্য কূপ খনন করবো, ক্ষুধার্ত্তের জন্য দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে অন্নসত্রের ব্যবস্থা করবো, আর জলহীন দেশে দীঘি সরোবর খনন ক'রে দেব। আর যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে, সমস্ত ধর্ম্মের জন্য রেখে দেব।

আলি। সে কি, তুমি মরবে কি? আমি এখনই হাকিম ডাকিয়ে তোমায় বাঁচাব।

[আলির প্রস্থান

সর্দ্দার। হুসেন ভাই, তোরা দু'জনে একবার সেজে আয়—শীগ্‌গির সেজে আয়। আমার আসন্নকাল, তবু আমি তোদের মিলন না দেখে মরছি না।

[হুসেন ও মর্জিনার প্রস্থান।

আব। সব ত দিলে, তোমার তোষাখানায় ঢোকবার ফন্দীটে ব'লে দিলে না?

সর্দ্দার। (উচ্চৈঃস্বরে) চিচিঙ ফাঁক্। (মৃত্যু)

আব। যা বাবা! একেবারে ফাঁক্!—ওগো কি হ'ল, তোমরা দেখে যাও গো!

[আবদালার প্রস্থান।

(বেগে আলি ও হাকিমের প্রবেশ)

আলি। কি হ'ল, কি হ'ল—হাকিম ডাকতে দেরী সইল না?

হাকিম। ভয় নেই, ভয় নেই—এখনি বাঁচবে!—দাও, এই উট-পাখীর আস্ত ডিমটা খাইয়ে দাও।

আলি। ম'রে গেছে, আবার বাঁচবে কি?

হাকিম। বাঁচবে—বাঁচবে; আলবৎ বাঁচবে। ওর বাবা বাঁচবে। সাত দিনের বাসি মড়াকে দাওয়াই খাইয়ে বাঁচিয়েছি, আর এ বাঁচবে না? আলবৎ বাঁচবে। নাও চাঁদ, আপাততঃ ঢুক ক'রে এই দাওয়াইটা খেয়ে ফেল।—আরে এ শালা গিলতেই পারে না, তবে আর বাঁচবে কি ক'রে?

আলি। হয়েছে, হয়েছে। বুঝেছি।—এই নেও তোমার সেলামি।

হাকিম। ভাল, এখন যাই। তার পর ওষুধ খেতে চায় ত আমাকে আর একবার খবর দিও।

(বান্দাগণের প্রবেশ ও গীত)

লে চল মুদ্দর।
দেখো ভাই, মান লেও ধরম কি কদর॥
সাহাব মান্‌তা ইমান উসিসে মিলা ইমান্।
খুসিসে এসিকো দেও কবর।
ঝট আনে হোগা উম্‌দা সাদি লাগা,
খোদা মিলায় দেগা বহুৎ ইনাম জবর॥

[সকলের প্রস্থান।

পট-পরিবর্ত্তন

সিংহাসনে হুসেন ও মর্জিনা।
সিংহাসন তলে আবদালা,
উভয় পার্শ্বে সাকিনা ও ফতিমা।

(বাঁদীগণের গীত)

চাঁদ-চকোরে অধরে অধরে
পিয়ে সুধা প্রাণ ভ'রে।
প্রেম-সোহাগে প্রেম-অনুরাগে
আদরে মনচোরে॥
আবেশে বিভোরা, আপন হারা,
প্রেমিক-প্রাণ প্রেমে মাতুয়ারা,
যাও দেখে যাও ছবি এঁকে নাও—
রেখো এমনি ক'রে সোহাগভরে
মনচোরে বেঁধ প্রেমডোরে॥

যবনিকা-পতন

বাদশাজাদী

(পঞ্চাঙ্ক নাটক)

দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে মুদ্রিত]

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

আজিজ	কালিফ (ইস্তাম্বুলের বাদশাহ।)
আল আমান	ঐ খুল্লতাত।
জেলাল	আল আমীনের পুত্র।
মুতাজেদ	কালীফের উজীর।
আব্বাস	ঐ দেহরক্ষক।
আবদুল মালিক	সমরখন্দের সুলতান।
সায়েস্তা খাঁ	ঐ উজীর।
দানিয়েল	সায়েস্তা খাঁর পুত্র।
মমিন খাঁ	সমরখন্দের জনৈক ওমরাও।
আমজেদ	সমরখন্দের জনৈক সর্দার।
মাসুদ	গ্রাম্য মণ্ডল।

ওমরাও, বালকগণ, অনুচরগণ, রক্ষিগণ, মাসুদীর পুত্রগণ, প্রহরিগণ, সর্দার, হাবসীগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

হামিদা	আজিজের মাতা।
জুমেলা	সমরখন্দের সুলতানা।
আমীরণ্	আল আমীনের কন্যা।
লিরিয়ান	আবদুল মালিকের ভ্রাতুষ্পুত্রী (পূর্ব্বতন সুলতান-কন্যা।)
জুম্মাবাই	সায়েস্তা খাঁর মাতামহী।
মাসুদী	মাসুদের স্ত্রী।

বালিকাগণ, মাসুদের কন্যাগণ, বাঁদীগণ, রমণীগণ ইত্যাদি।

বাদশাজাদী

প্রথম অঙ্ক

—•—

প্রথম দৃশ্য

ইস্তাম্বুল—প্রাসাদস্থ মন্ত্রণা-কক্ষ।

মুতাজেদ ও আজিজ।

মুতা। বৃদ্ধের একটি আরজি আছে জাঁহাপনা।

আজিজ। অমন ক'রে বলছেন কেন উজীর?

মুতা। কেন বলছি, এখনি জানতে পারবেন।

আজিজ। বলুন।

মুতা। আরজি রক্ষা হবে, এই বিশ্বাসেই আমি আপনার কাছে দাঁড়িয়েছি।

আজিজ। বলতে আজ এত আড়ম্বর করছেন কেন, পিতৃবন্ধু?

মুতা। পিতৃবন্ধু? কি বললেন? আর একবার বলুন।

আজিজ। আমি বলেছি—আপনি শুনেছেন।

মুতা। শুনেছি। শুনে শিউরে উঠেছি।

আজিজ। কেন, কথা কি মিথ্যা বলেছি?

মুতা। ভৃত্য হয়ে সম্রাটকে মিথ্যাবাদী বলব?

আজিজ। উজীর! আপনার কথা হেঁয়ালির মত বোধ হচ্ছে।

মুতা। আমি আপনার পিতৃবন্ধু নই।

আজিজ। এ কথা হলফ ক'রে বললেও আমি বিশ্বাস করব না।

মুতা। তবু আমি বলব। জাঁহাপনা! আমি আপনার পিতার শত্রু ছিলুম—পরম শত্রু—বন্ধু ছিলুম না।

আজিজ। (হাস্য) উজীর! আপনার মস্তিষ্কের অবস্থা বড় ভাল বোধ হচ্ছে না।

মুতা। পূর্ব্বে মস্তিষ্কের বিকার ঘটেছিল বটে, কিন্তু এখন জ্ঞান ফিরে এসেছে।

আজিজ। ভাল, আরজি বলুন।

মুতা। আগে আপনার পিতার সঙ্গে আমার সম্বন্ধের মীমাংসা হ'ক।

আজিজ। বেশ, আপনি পিতৃ-শত্রু। এখন কি বলবেন, বলুন।

মুতা। বিশাল মোসলেম সাম্রাজ্যের অধীশ্বর! কথা না শুনে সহসা একটা মত প্রকাশ করবেন না।

আজিজ। কি বিপদ্! আপনিই ত বলতে বলেছেন।

মুতা। আমি বলতে বললেই আপনি বলবেন? আপনি সাম্রাজ্যের শেষ বিচারপতি। আগে আমার ইতিহাস শুনুন। শুনলেই বুঝতে পারবেন, আমি আপনার পিতার কে ছিলুম।

আজিজ। বলুন।

মুতা। আপনি জানেন, আপনার এক পিতৃব্য ছিলেন?

আজিজ। আমি কেন, ইস্তাম্বুলের একটা শিশু পর্য্যন্ত জানে।

মুতা। সে মিছে জানা। কেউ জানে না। জানতুম শুধু তিন জন। তার মধ্যে এক জন দুনিয়া ছেড়ে চ'লে গেছে। এক জন আছে কি না আছে, ইস্তাম্বুলের কেউ বলতে পারে না। তৃতীয় আমিই মাত্র বেঁচে আছি। আছি, কিন্তু বেঁচে ম'রে। লোকে জানে, আপনার পিতৃব্য বিদ্রোহী ছিলেন। বিদ্রোহিতার শাস্তিস্বরূপ তিনি দেশ থেকে নির্ব্বাসিত হয়েছেন।

আজিজ। আমিও ত তাই জানি।

মুতা। ভুল, ভুল—সম্রাট, ভুল। তিনি আপনার পিতার উপর ঘৃণায় দেশত্যাগ করে চ'লে গেছেন।

আজিজ। কি রকম?

মুতা। বিদ্রোহী তিনি ছিলেন না। বিদ্রোহী ছিলেন আপনার পিতা, আর আমি সেই বিদ্রোহিতার সহায়তা করেছি।

আজিজ। আমার পিতা, পিতামহের জ্যেষ্ঠ পুত্র—যোগ্যতম উত্তরাধিকারী। তিনি কার উপর বিদ্রোহিতা করেছিলেন?

মুতা। ধর্ম্মের উপর। যে সে রাজার উপর নয়। আপনার পিতা এই বিশাল অটোমান সাম্রাজ্যের একক উত্তরাধিকারী নন।

আজিজ। আমি ত জানি তাই, আর তাই হওয়াই নীতি-সঙ্গত।—আমারও যদি অন্য কনিষ্ঠ সহোদর থাকতো, আমি বুঝতুম, তারা থাকাতেও সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার একমাত্র আমার।

মুতা। আপনার পিতামহ সাম্রাজ্য তাঁর দুই পুত্রকে ভাগ ক'রে দিয়ে গিয়েছিলেন। বাগদাদের পশ্চিমভাগ দিয়ে যান আপনার পিতাকে, আর পূর্ব্বভাগ আপনার পিতৃব্যকে। পাছে এই ভাগ নিয়ে দুই ভা'য়ে মানোমালিন্য ঘটে, এই জন্য তিনি মসজিদে দুই ভাইকে নিয়ে, ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়ে এক প্রতিজ্ঞা-পত্রে দু'জনের স্বাক্ষর গ্রহণ করেন।

আজিজ। বলেন কি! এ সব ত কিছুই আমি জানি না।

মুতা। তার পর শুনুন—এই হতভাগ্য ছিল সে প্রতিজ্ঞা-পত্রের সাক্ষী। আপনার পিতামহের মৃত্যুর পর আপনার পিতা সমস্ত সাম্রাজ্য আত্মসাৎ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

আজিজ। আপনি জেনে শুনেও বাধা দেন নি?

মুতা। বাধা? তার এই বেইমানী কার্য্যের প্রধান সহায় ছিলুম আমি।

আজিজ। তা হ'লে যথার্থই আপনি আমার হতভাগ্য পিতার পরম শত্রু।

মুতা। শুধু তাই নয়। উত্তরাধিকার নিয়ে যে সময় উভয় ভ্রাতায় বিরোধ উপস্থিত হয়, সেই সময় আমি মসজিদ থেকে প্রতিজ্ঞাপত্র বার ক'রে দগ্ধ ক'রে ফেলি। পাছে কালে আপনার খুল্লতাতের কোনও বংশধর সেই দলীলের সন্ধান পেয়ে আপনাদের শত্রুতাচরণ করে। কিন্তু সম্রা'ট, আমি অর্থপদলোভে আপনার পিতার সাহায্য করিনি। সাম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হ'লে রাজশক্তি ক্ষুণ্ণ হবে ব'লে সাহায্য করেছিলুম।

আজিজ। বুঝেছি। এখন আপনার আরজি কি, বলুন।

মুতা। এখন আমি অনুতপ্ত।

আজিজ। এখন অনুতপ্ত! এ কঙ্কালসার দেহ অনুতাপ-বহ্নির খাদ্য হবার যোগ্য নয়। পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এ দেহ অঙ্গারাবশিষ্ট হওয়া উচিত ছিল।

মুতা। কিন্তু তা হয় নি। এখনও বেঁচে আছি। শুধু আপনার মুখ চেয়ে বেঁচে আছি।

আজিজ। আমার মুখ চেয়ে! আমি তোমার এ হীন বন্ধুতার কি পুরস্কার দিতে পারি বৃদ্ধ?

মুতা। যদি আমি—

আজিজ। যদি আমি কি? বলতে সঙ্কোচ করছ কেন—জলদি বল।

মুতা। যদি আপনার পিতৃব্যকে খুঁজে পাই?

আজিজ। পিতৃব্য বেঁচে আছেন?

মুতা। অনুমান, বেঁচে আছেন।

আজিজ। খুঁজে পাও—তখনি তাঁকে নিয়ে এস।

মুতা। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ছিল।

আজিজ। যে অবশিষ্ট থাকে, তাকেই তুমি নিয়ে এস। তখনই তাকে তার ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য অর্দ্ধেক রাজ্য দান করব। তাই কেন, সে যদি সমস্ত রাজ্য চায়, প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সমস্তই তাকে দিতে প্রস্তুত রইলুম। অধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত রাজ্য অচিরে প্রেত-পিশাচের আবাসভূমি হয়। যাও—কেবল একটা কথা ব'লে যাও—আমার মা কি এই নিষ্ঠুর বেইমানীর সমর্থন করেছিলেন?

মুতা। জাঁহাপনা! আপনার জননীর নামে অধর্ম্ম দেশত্যাগ করে! তিনিও আজ আপনার মত সর্ব্বপ্রথম আমার কাছে এই অধর্ম্মের কাহিনী শুনেছেন।

আজিজ। কোন্ দিকে আমার পিতৃব্য চ'লে গিয়েছিলেন, আপনি জানেন?

মুতা। তিনি বরাবর পূর্ব্বদিকে চ'লে গিয়েছিলেন। হয় তিনি হিন্দুস্থানে, নয় সমরখন্দের সুলতানের অধিকারে। আপনার অধিকারে নেই।

আজিজ। তা হ'লে, আপনি বৃদ্ধ, কেমন ক'রে তাঁর সন্ধান করবেন?

মুতা। নইলে কে করবে? আমার পাপে অন্যে প্রায়শ্চিত্ত করবে কেন?

আজিজ। আমার পিতারও ত পাপ।

মুতা। তাতে কি। আপনি নিষ্পাপ।

আজিজ। কে বল্লে? উত্তরাধিকার-সূত্রে তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য্যের মালিক আমি। তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি জীবিত থাকতে অন্যে করবে কেন?

মুতা। আপনি?

আজিজ। আমিই করব। আপনি নিমিত্তের ভাগী। প্রকৃত ফলভোগী তিনি। আমার পিতৃব্যের সম্পত্তি আপনি অপহরণ করেন নি, তিনিই করেছেন। আমিই তাঁর সন্ধানে যাব। আপনি আমার অনুপস্থিতিতে মাকে নিয়ে রাজ্য শাসন করুন।

মুতা। না, জাঁহাপনা।

আজিজ। চ'লে যাও—ক্ষিপ্ত! তিনি কি তোমার অনুরোধে আসবেন মনে করেছ? আসা কি, আমার বিশ্বাস, ঈশ্বরের নামে শত শপথ করলেও তিনি তোমার কথায় বিশ্বাস করবেন না। তোমার মুখই তিনি দর্শন করবেন না।

মুতা। ঠিক বলেছেন—ঠিক বলেছেন।

[মুতাজেদের প্রস্থান।

আজিজ। বৃদ্ধ জীবিত থাকতে থাকতে যে এ বিষম কথা জানতে পারলুম, এই আমার পরম ভাগ্য। এখন পিতৃব্যকে জীবিত ফিরিয়ে আনতে পারি, তা হ'লে হতভাগ্যের ঐ মরুময়-জীবন শেষ ক'টা দিনের জন্যও সরস হয়। আব্বাস!

(আব্বাসের প্রবেশ)

আজ রাত্রেই আমার জন্য অশ্ব সজ্জিত করতে ব'লে এস।

আব্বাস। এই রাত্রে কোথায় যাবেন জাঁহাপনা?

আজিজ। কোন বিশেষ প্রয়োজনে কিছু দিনের জন্য আমাকে দূরদেশে যেতে হবে।

আব্বাস। একা?

আজিজ। একা।

আব্বাস। আপনাকে দূরদেশে যেতে হবে, আর গোলামকে ঘরে ব'সে ব'সে কেবল আপনার পথের কথা ভাবতে হবে? দয়া ক'রে গোলামকেও সঙ্গে নিন জাঁহাপনা।

আজিজ। আমি রাজ্য জয় করতে যাচ্ছিনি। আমি আমার নিরুদ্দিষ্ট পিতৃব্যের সন্ধানে চলেছি।

আব্বাস। জাঁহাপনার জয় হোক। কিন্তু গোলাম সঙ্গে না থাকলে তাঁকে কে চিনিয়ে দেবে জাঁহাপনা?

আজিজ। তুমি তা হ'লে তাঁকে জান?

আব্বাস। আমি যে শৈশব থেকেই তাঁর সঙ্গী ছিলুম।

আজিজ। তা হ'লে এখনি যাবার জন্য প্রস্তুত হও।

আব্বাস। এক ব্যক্তি বাইরে জাঁহাপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করছে। সে বলে, হাজার ক্রোশ তফাৎ থেকে আপনার কাছে এক আবেদন এনেছে।

আজিজ। বল কি! তা যাবার মুখে আমি ওর কি করতে পারি?

আব্বাস। আবেদনও ত শুনতে পারেন।

আজিজ। কিছু কি তোমাকে আভাস দেয় নি?

আব্বাস। কিছু না। যা বলবার, ও সব জাঁহাপনাকেই বলবে।

আজিজ। বেশ, ওকে আমার কাছে দিয়ে তুমি উদ্যোগ-আয়োজন ঠিক ক'রে এস।

[আব্বাসের আমজেদকে আজিজের সমীপে আনয়ন ও প্রস্থান।

আজিজ। কোথা থেকে আসছ মিঞা?

আম। জাঁহাপনা! গোলাম কথা কইতে অশক্ত। হাজার ক্রোশ পথ চ'লে এসেছি, তিলার্দ্ধ সময়ের জন্য পথে বিশ্রাম নিই নি। জাঁহাপনা, গোলামের কথা কইতে সামর্থ্য নেই।

(পত্র বাহিরকরণ)

আজিজ। এতক্ষণ ধ'রে যে কথা কইলে, ততক্ষণ কোথা থেকে আসছ, অনেকবার যে বলতে পারতে মিঞা!

আম। পারতুম, কিন্তু পারলুম না, বল্‌তে ঢের চেষ্টা করলুম, মুখ থেকে বেরুল না।

আজিজ। বেশ, পত্র দাও। (পত্র গ্রহণ ও পাঠ) হুঁ! এ কি সুলতান-নন্দিনীরই হাতের পত্র?

আম। আমার সুমুখে—নিজে জাঁহাপনা! হাতে-কলমে—গোলামের মুখ দিয়ে আর কিছুতেই কথা বেরুচ্ছে না।

আজিজ। এ পত্রের মর্ম্ম তুমি জান না?

আম। জানলে কি আর এতক্ষণ জাঁহাপনাকে না ব'লে চুপ ক'রে থাকতুম?

আজিজ। তোমাদের সুলতান-নন্দিনীর সঙ্গে উজীর-পুত্রের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেছে?

আম। হ'ক সম্বন্ধ, বিবাহ হ'তে দেবেন না—কদাচ দেবেন না। দিলে কদাচ তিনি প্রাণ রাখবেন না।

আজিজ। উজীর-পুত্র কি লিরিয়ান বেগমের পাণিগ্রহণের উপযুক্ত নয়?

আম। মর্কট, মর্কট। এক উপযুক্ত পাত্র আপনি। দুনিয়ার মধ্যে আর দ্বিতীয় নেই। কোথাকার কে সে? তার মুরদ কি! জাঁহাপনা! আজই রওনা হ'ন। আমার মনিব-কন্যাকে উদ্ধার করুন। আজ না রওনা হ'লে তাকে উদ্ধার করতে পারবেন না।

আজিজ। কিন্তু এর মধ্যে যদি তার বিবাহ হয়ে যায়?

আম। হয়ে যায়—উজীরের বেটার গর্দ্দান নেবেন।

আজিজ। তার গর্দ্দান নিলে সুলতান-নন্দিনীর লাভ কি? একবার তার বিবাহ হ'লে আর সে সুন্দরী কালিফের পত্নী হ'তে পারবে না।

আম। বিবাহ কিছুতেই হ'তে দেবেন না। পত্নী আপনাকে করতেই হবে।

আজিজ। এ বিবাহে তার পিতৃব্যের আগ্রহই অধিক?

আম। তাঁর মগজ বিগড়ে গেছে, জাঁহাপনা।

আজিজ। এতে সমরখন্দে রক্তস্রোত প্রবাহিত হবার সম্ভাবনা, বুঝেছ?

আম। হ'ক হ'ক—আমি তাতে সাঁতার কাটবো। রক্তসাগর পার ক'রে আমি সুলতান-জাদীকে আপনার হাতে তুলে দেব। তার পর কি বলবো—আমি (ইঙ্গিতে মুখ দেখাইয়া) আমি অশক্ত।

আজিজ। এখন বুঝছি, অশক্ত নও, তুমি ইচ্ছা-পূর্ব্বক কইতে কইতে কথা বন্ধ করছ। প্রভুভক্ত বীর! পাছে তোমার মুখ থেকে তোমার বর্ত্তমান প্রভুর সম্বন্ধে অমর্য্যাদার কথা বাহির হয়, তাই তুমি অনেক মর্ম্ম-বেদনায় কথা রসনা-মূলেই আবদ্ধ ক'রে ফেলছ।

আম। (অবনতজানু) জাঁহাপনা! এখন বুঝেছি, আপনার তুলনা নেই। যখন ধরা পড়লুম, তখন বলি—বড় মর্ম্মবেদনা। শৈশব থেকে সুলতান-নন্দিনী মাতৃহারা লিরিয়ানকে মানুষ করেছি। সে সুখে থাকবে ব'লেই লিরিয়ানের পিতার—আমার পূর্ব্বপ্রভুর—মৃত্যুর পর, তার অন্যান্য ভায়েদের বঞ্চিত ক'রে এই আবদুল মালিককে সুলতান করেছি। মর্ম্মবেদনাটা কত বড় বুঝতে পারছেন না জাঁহাপনা? যে রাজ্যের স্বাধীনতা রাখতে আপনার পিতার সঙ্গে কত বৎসর ধ'রে যুদ্ধ করেছি, দেহের শত স্থানে অস্ত্রাঘাত সহ্য করেছি, আজ আমি সেই রাজ্য আপনার হাতে তুলে দিতে আপনার দ্বারস্থ।

আজিজ। তোমার প্রভু-কন্যা তাতে প্রস্তুত আছেন?

আম। প্রস্তুত।

আজিজ। তাতে সুলতানের জীবন নষ্ট হ'তে পারে, বুঝেছ?

আম। হ'ক। তিনি নিজেই বিপদ ডেকে আনছেন। সোনার কমল আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করছেন। তাকে উদ্ধার করুন। তার পর তাকে আপনার অন্তঃপুরে স্থান দিন। তার রূপে আপনার ঘর আলো হয়ে যাবে।

আজিজ। আমীর-ওমরাওদের কি এ বিবাহে মত নেই?

আম। তাদের মতামতের উপরেই যদি নির্ভর করতে হবে, তবে দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটের শরণা-পন্ন হ'লুম কেন জাঁহাপনা!

আজিজ। কে আছ?

(জনৈক ওমরাওএর প্রবেশ)

পিতা সমরখন্দ শেষ বার আক্রমণ করেছিলেন কবে?

ওম। জাঁহাপনা! সন তারিখ এ গোলামের ত মনে নেই। তবে একটা স্মরণ আছে, আপনি তার পর-বৎসর ভূমিষ্ঠ হয়েছেন।

আজিজ। বেশ, এই শ্রান্ত বৃদ্ধের বিশ্রামের ব্যবস্থা কর। [প্রস্থান।

ওম। আইয়ে জনাব (আমজেদ ও ওমরাওয়ের পরস্পরের অভিবাদনের অভিনয়)

দ্বিতীয় দৃশ্য

ইস্তাম্বুল—প্রাসাদস্থ বিশ্রামকক্ষ

আজিজ।

আজিজ। যাত্রার পূর্ব্বক্ষণে এ কি ব্যাঘাত আর ত আমার পিতৃব্যের অনুসন্ধানে যাওয়া হয় না। মনুষ্যত্বের সামান্যমাত্রও অভিমান থাকলে আমাকে

আজই সমরখন্দ যাত্রা করতে হয়। তাতে আমি কালিফ। দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান প্রজার নালিশের বিচার করতে বিধিদত্ত আমার অধিকার। সুলতান-নন্দিনীকে বিপন্মুক্ত না করলে ধর্ম্মতঃ আমার কালিফ নামে কলঙ্ক স্পর্শ করবে। সহস্র রাজ্যজয়ে, ধরণীর একচ্ছত্র অধীশ্বর হ'লেও আমার সে কলঙ্ক দূর হবে না।

(আব্বাসের প্রবেশ)

আব্বাস। জাঁহাপনা! আয়োজন ঠিক হয়েছে।

আজিজ। কোন্ পথে যাব আব্বাস?

আব্বাস। বরাবর পূর্ব্বমুখে যাওয়া যাক্। তার পর সন্ধান।

আজিজ। কার সন্ধান আগে করব? মুখের দিকে চা'চ্ছ কি? পিতৃব্যের সন্ধান করি, না পত্নীর সন্ধান করি?

আব্বাস। ঐ লোকটা কি কোন রাজকুমারীর সংবাদ এনেছে?

আজিজ। সংবাদ কি? পাত্রী স্বয়ং নিমন্ত্রণ করেছেন।

আব্বাস। আপনি নারী সম্বন্ধে উদাসীন জেনেও আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছেন?

আজিজ। উদাসীন জানবার তার সময় হয় নি।

আব্বাস। জাঁহাপনার কি বিবাহে অভিরুচি হয়েছে?

আজিজ। অভিরুচি না হ'লেও যাওয়া কর্ত্তব্য। কোন অপ্রিয় প্রণয়প্রার্থীর হাত হ'তে উদ্ধার পাবার জন্য সুন্দরী আমার আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। আজই রওনা না হ'লে তার উদ্ধার অসম্ভব।

আব্বাস। বড়ই সমস্যার কথা।

আজিজ। সুন্দরী নিতান্ত অত্যাচারিতা বোধ না করলে, পিতৃব্যের বিরুদ্ধে আমার সাহায্য প্রার্থনা করতো না।

আব্বাস। তার পিতৃব্য কি রাজা?

আজিজ। স্বরাজ্যে রাজা, কিন্তু আমার প্রজা।

আব্বাস। কে তিনি, গোলাম কি জান্‌তে পারে?

আজিজ। সমরখন্দের সুলতান আবদুল মালিকের ভ্রাতুষ্পুত্রী লিরিয়ান বেগম।

আব্বাস। সুলতান ত আপনাকে রাজা স্বীকার করেন না।

আজিজ। স্বীকার করাবার এই শুভ সুযোগ।

আব্বাস। ত'তে আর সন্দেহই নেই। কন্যাও শুনেছি ভুবনবিশ্রুতা সুন্দরী। জাঁহাপনার বিবাহে অভিরুচি হ'লে তুরস্কবাসীর একটা মর্ম্মান্তিক দুঃখের অবসান হয়।

আজিজ। সে কথা পরে। আগে আমার প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা। সুন্দরী পত্রে লিখেছেন—"যদি আমাকে চরণে স্থান দেবার যোগ্য বিবেচনা করেন, স্থান দেবেন। না দেন, অন্ততঃ আত্মীয়ের উৎপীড়ন থেকে আমার উদ্ধারসাধন করুন।"

আব্বাস। তা হ'লে ত আর দুটি অশ্বের কাজ নয়, লক্ষ অশ্বের প্রয়োজন।

আজিজ। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রয়োজন। এক দিনের বিলম্বে আয়োজন বৃথা হবে—যুবতীর বিবাহ রোধ হবে না।

আব্বাস। তৎপূর্ব্বে ঐ বৃদ্ধের হস্তে পত্রের উত্তর প্রেরণ করুন। সুলতানজাদীর উৎকণ্ঠা দূর হবে।

আজিজ। তা করছি।

আব্বাস। জননীকে একবার জিজ্ঞাসা করুন।

আজিজ। তাও করছি। তুমি অবিলম্বে আমীরদের দেওয়ানখাসে সমবেত কর।

[আব্বাসের প্রস্থান।

ঘটনা-চক্রে প'ড়ে দেখছি, পিতৃব্যের অনুসন্ধানে বিলম্ব হয়ে গেল। কি করব—সর্ব্বাগ্রে সমরখন্দজয়েই আমাকে নিযুক্ত হ'তে হবে। পিতৃব্যের প্রাপ্তি অনিশ্চিত। কিন্তু পিতা যে কার্য্য সম্পন্ন করতে পারেন নি, সেই সমরখন্দ বিজয়ের এমন অবসর যদি ত্যাগ করি, তা হ'লে আর বোধ হয়, এ জীবনে সে রাজ্য বশে আনতে পারব না।

(হামিদার প্রবেশ)

হামিদা। আজিজ!

আজিজ। এস মা! মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে আমি তোমাকে স্মরণ করছিলুম।

হামিদা। তোমাকে একটা অনুরোধ করতে এসেছি।

আজিজ। অনুরোধ কেন মা, আদেশ বল।

হামিদা। ক্ষণপূর্ব্বে রাজ্যের ঐ হিতৈষী বৃদ্ধের কাছে যা শুনেছ, তা শুনে তাকে অধার্ম্মিক মনে ক'রে যেন সামান্যমাত্রও অসম্মান দেখিও না।

আজিজ। কিন্তু বৃদ্ধ যে অসম্মানের কাজ করেছে!

হামিদা। কিছু না—তুমি তার কথার অর্থ বুঝতে পার নি।

আজিজ। স্পষ্ট বল্লে, বুঝতে পারলুম না?

হামিদা। না, ঐ স্পষ্ট কথার ভিতরে অনেক গভীর অর্থ নিহিত আছে। সে এক কথায় বলাও যায় না, বুঝানোও যায় না।

আজিজ। যাক্, বোঝবার আমার দরকার নেই—তোমার আদেশ।

হামিদা। তবে এইমাত্র বলি, তুরস্কে যদি মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা তুমি ধর্ম্ম ব'লে মনে কর, তা হ'লে বৃদ্ধ তোমার পিতৃব্যের শত্রুতা ক'রে অধর্ম্ম করে নি।

আজিজ। পিতৃব্যকে প্রাপ্যাংশ দান করলেই কি মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা যেতো?

হামিদা। তাতে আর সন্দেহই নেই। পশ্চিমের নানা দেশ থেকে অসংখ্য ধর্ম্মান্ধ কৃশ্চান সেই সময় তুরস্ক আক্রমণ করেছিল। সে সময় রাজ্য ভেঙ্গে গেলে সে আক্রমণে মুসলমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যেতো। তোমার পিতৃব্য কৃশ্চান বেগমের গর্ভজাত সন্তান; কৃশ্চানদের সঙ্গে তাঁর একটা অস্বাভাবিক মমতার আকর্ষণ ছিল। সুতরাং তাদের আক্রমণে বাধা দিতে তোমার পিতৃব্যের সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তোমার পিতা একক সম্রাট ব'লে তারা কিছু করতে পারে নি—পরাজিত হয়ে দেশে ফিরে গেছে। মুসলমান রাজ্যের প্রয়োজন নেই যদি বল, তা হ'লে আমিও তোমার সঙ্গে বলি, বৃদ্ধ অপরাধ করেছিল।

আজিজ। যাক্, ও-ত আর বুঝবো না বলেছি মা। তোমার আদেশ। তোমার আর এক আদেশ, এত কাল যা আমি অমান্য ক'রে এসেছি, আজ তা পালন করিতে প্রস্তুত হয়েছি।

হামিদা। কি আদেশ আজিজ?

আজিজ। বিবাহের।

হামিদা। সে আদেশ তো আর করতে পারি না।

আজিজ। কেন?

হামিদা। সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

আজিজ। আমার বিবাহের?

হামিদা। না সম্রাট, আমার অনুরোধের। তোমার এখনকার অবস্থা বুঝে আর আমি তোমাকে বিবাহ করতে বলতে পারি না। উজীরের মুখে শুনলুম, তোমার পিতৃব্যের অনুসন্ধানে যাবার ইচ্ছা করেছ।

আজিজ। যাওয়া কি কর্ত্তব্য নয়?

হামিদা। কর্ত্তব্য নয়?—সকলের আগে কর্ত্তব্য। রাজ্যলোভে অনেকের অনেক রকম অধর্ম্মের কথা আমি শুনেছি, কিন্তু এ রকম অধর্ম্মের কথা শুনি নি। পিতৃব্যকে খুঁজে পেলে কি করবে?

আজিজ। তাঁর ধর্ম্মত: প্রাপ্য অর্দ্ধেক রাজ্য তাঁকে দান করব। সমস্ত তুরস্ক সাম্রাজ্য দিলে যদি পিতার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, তা হ'লে তাই দেব।

হামিদা। ধর্ম্মাবতারের যোগ্য কথা। তবে যতদিন একা আছ আজিজ, ততদিন তোমার এ কথার মূল্য আছে। এখন আমি বিশ্বাস করি, তুমি পিতৃব্যকে দেখতে পেলে সমস্ত সাম্রাজ্যও তাকে দিতে ইতস্তত: করবে না।

আজিজ। আর বিবাহ করলে?

হামিদা। সন্দেহ। বিশেষত: ভবিষ্যৎ রাণী যদি মোহকর রূপের আবরণে নীচ স্বার্থপরতার ক্ষুদ্র হৃদয় লুকিয়ে রাখে, তা হ'লে ত পারবেই না। ভাবছ কি?

আজিজ। তুমি ঠিক বুঝেছ, পারব না?

হামিদা। আমি কেন, আমার কথা শুনলে তুমিই বুঝতে পারবে। তুমি আজই তোমার পিতৃব্যের অনুসন্ধানে বেরুতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলে না?

আজিজ। হয়েছিলুম।

হামিদা। এখনও কি সে সঙ্কল্প আছে?

আজিজ। না। সঙ্কল্পে বাধা পড়েছে।

হামিদা। কিসে পড়ল?

আজিজ। সমরখন্দের পূর্ব্বতন সুলতান-নন্দিনী লিরিয়ান বেগম তার পিতৃব্য বর্ত্তমান সুলতানের আচরণে বিপন্না হয়ে আমার আশ্রয় ভিক্ষা ক'রে আমাকে এক পত্র লিখেছে।

হামিদা। পিতৃব্যের কিরূপ আচরণে সুলতান-নন্দিনী বিপন্ন?

আজিজ। রাণীর ভাই এখন সমরখন্দের উজীর। সেই উজীরের দানিয়েল ব'লে এক পুত্র আছে। তার সঙ্গে সুলতান লিরিয়ান বেগমের বিবাহ দিতে চান।

হামিদা। অথচ সে যুবককে বিবাহ করিতে যুবতীর ইচ্ছা নাই?

আজিজ। যুবক কুৎসিত।

হামিদা। তা হ'লে যুবতী শুধু আশ্রয় চায় নি? লজ্জা কি আজিজ! সিরিয়ানের সৌন্দর্য্যের কথা শুনেছি। সেরূপ সুন্দরী কালিফের হারেমে স্থান পাবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। কিন্তু সে যে তোমাকে ভালবেসেছে, তা তুমি জানলে কি ক'রে?

আজিজ। তার পত্র প'ড়ে অনুমান করেছি। হাসলে যে মা? শুধু অনুমান করি নি। পত্রের ছত্রে ছত্রে তার প্রেমের গভীরতা অনুভব করেছি।

হামিদা। প্রেমের একটা বুদ্‌বুদ্ একখানা চিঠি। এই পেয়েই তুমি তার প্রেমের গভীরতা নির্ণয় ক'রে ফেললে। তাকে দেখ্‌লে, তার সঙ্গে দুটো কথা কইলে, সে প্রেম যে অতলস্পর্শ মনে হবে আজিজ! তার পর যখন একবার মনে করবে, সে তোমার, অমনি মনে করার সঙ্গে সঙ্গে তোমার অভাগ্য পিতৃব্যের প্রতি এই মমতা, এই তোমার অপূর্ব্ব কর্ত্তব্যনিষ্ঠা অতলস্পর্শ প্রেমের মধ্যে এমন ডুবে যাবে যে, বিধাতাও আলোড়নে তাকে আর উপরে ভাসিয়ে তুলতে পারবে না।

আজিজ। তা হ'লে তোমার বিশ্বাস, সুলতাননন্দিনী যে ভালবাসা জানিয়ে পত্র লিখেছে, সেটা তার প্রতারণা?

হামিদা। বিশ্বাস, এ কথা কেমন ক'রে বলব— অনুমান। সে যে তোমাকে না দেখে, শুদ্ধ মাত্র তোমার গুণগ্রামের কথা শুনে তোমাকে ভালবাসতে পারে না, এ কথা আমি সাহস ক'রে বলতে পারি না। তবে আমার মনে হয়, সে তোমাকে ভালবাসে নি—তোমার মুকুটকে, তোমার ঐশ্বর্য্যকে ভালবেসেছে।

আজিজ। তা হ'লে তার প্রেমের সত্যতা কেমন ক'রে বুঝব?

হামিদা। ঐশ্বর্য্য-মুকুটহীন দীনবেশী আল-আজিজ যদি সে সুন্দরীর চিত্ত আকর্ষণ করতে পারে, সুলতান-নন্দিনীর গর্ব্ব যদি কখনও দীন পথিক আজিজের পদতলে পথের ধূলার সঙ্গে পিষ্ট হ'তে কুণ্ঠিত না হয়, তখন বুঝব, তার প্রেম অনাবিল— আনন্দময়ী প্রকৃতির সকল মধুরতার আশ্রয়। নইলে ঈশ্বরের নামে শত শপথে প্রতিজ্ঞা করলেও আমি তাকে তোমার প্রেমার্থিনী বলতে পারব না।

আজিজ। আব্বাস!

(আব্বাসের প্রবেশ)

সমরখন্দের সেই বৃদ্ধ দূতকে খাস কামরায় উপস্থিত কর।

হামিদা। অপেক্ষা কর আব্বাস! রাজনন্দিনীর আবেদন কি অগ্রাহ্য করবে?

আজিজ। তা ভিন্ন আর কি করতে পারি?

হামিদা। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সদাশয় শক্তিমানের আশ্রয় ভিক্ষা ক'রে বালিকা আশ্রয় পাবে না?

আজিজ। মা! আমি তোমার কথার অর্থ বুঝতে পারছি না!

হামিদা। আশ্রয়-প্রার্থিনীকে আশ্রয়দানের অঙ্গীকারে আশ্বস্ত কর।

আজিজ। কেমন ক'রে করব?

হামিদা। সে কি হজরতের প্রতিনিধি! অসংখ্য ভৃত্যের প্রভু তুমি, তাদের উপর বালিকা-রক্ষার আদেশ প্রদান কর। তোমার মর্য্যাদার ঘরের চাবি অঞ্চলে বেঁধে আমি আছি, আমাকে আদেশ কর।

আজিজ। মহিমময়ি, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে রূপ-পরিবর্ত্তনে সন্তানের মস্তিষ্ক বিচলিত ক'র না। করলে আমি আর কোনও কাজ করতে পারব না।

হামিদা। দূতকে যা উত্তর দেবার, তা আমি দিচ্ছি। ক্ষণপূর্ব্বে তোমার মনে যে সঙ্কল্প জেগেছে, তুমি কেবল সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করবার জন্য প্রস্তুত হও। তোমার পরলোকগত পিতাকে মহাপাপ হ'তে মুক্ত করা একমাত্র তোমারই সাধ্য!

আজিজ। আজই প্রস্তুত হই?

হামিদা। আজ কেন, এখনই। প্রস্তুত হয়ে আমার পুনরাদেশের প্রতীক্ষা কর।

[আজিজের প্রস্থান।

আব্বাস!

আব্বাস। হুজুরাইন!

হামিদা। আমার প্রতি দয়া ক'রে একটি কাজ করতে পারবে?

আব্বাস। কি বল্‌লে মা! (নতজানু) যাঁর ইঙ্গিতাদেশে এ গোলাম বিনা-বিচারে মৃত্যুর দ্বারে মাথা দিতে পারে, তাঁর সঙ্গে কি রহস্য করলেন, সম্রাট-জননি?

হামিদা। তুমি বীর। বীরশ্রেষ্ঠ আল-আজিজের শরীর-রক্ষী। মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া তোমার পক্ষে ত কঠিন কাজ নয়। কিন্তু যে কাজ করতে তোমাকে অনুরোধ করছি, সে কাজ বড় কঠিন।

আব্বাস। কি কাজ, আদেশ করুন।

হামিদা। আদেশ নয়—অনুরোধ। আমাকে বাঁদীবেশে সমরখন্দে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। বাঁদী ব'লে সম্বোধন করতে হবে। তিরস্কারের প্রয়োজন হ'লে বাঁদীকে প্রভু যেমন তিরস্কার করে, সেইরূপ তিরস্কার করতে হবে।

আব্বাস। কাজ বড়ই কঠিন। রাজ্যেশ্বরের জননীকে সঙ্গে রেখে অবিরাম তাঁকে অমর্য্যাদার কথা! একটু অন্যমনস্ক হলেই সর্ব্বনাশ। একবারও ভুলে মা ব'লে ডাকতে পারব না।

হামিদা। হুঁসিয়ার—শত্রুপুরী—সঙ্গোপনেও না।

আব্বাস। আমি না গেলে চলবে না?

হামিদা। কি করলুম, বুঝতে পারলে? কালিফের মর্য্যাদা আমি নিজের হাতে নিলুম। এ মর্য্যাদা যদি রাখতে না পারি, তা হ'লে কি আর আমি কালিফকে মুখ দেখাতে পারব? তোমাদেরও দেখাতে পারব? তুমি এই মুহূর্ত্তেই কালিফের জন্য স্থলতান-নন্দিনীকে আনয়ন করতে সমরখন্দে যাত্রা কর।

আব্বাস। জাঁহাপনার সঙ্গে যাবে কে?

হামিদা। একা যাবে। দরিদ্র সহচরহীন পিতৃব্যের অনুসন্ধানে যাবে—দরিদ্র, সহচরহীন, ভিক্ষুবেশে গমন করুক। এই সামান্য অথচ পবিত্র কার্য্যেও যদি তাকে পরনির্ভর হ'তে হয়, তা হ'লে তার কালিফ উপাধি বিড়ম্বনা। উজীর সেনাপতি, আমীর, সরদার—তার সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তিভার নিয়ে সমরখন্দে চেপে পড়ুক। নগরমধ্যে প্রবেশ করব, তুমি আর আমি।

আব্বাস। তা হ'লে এই স্থান থেকেই আরম্ভ করি। যা বাঁদী, পোষাক ছেড়ে আয়। দেরী করিস্ নি। দেরী করলেই মুণ্ডপাত করব। এ কি! অমনি চ'লে যাচ্ছিস যে—বেয়াদব বাঁদী! সেলাম কর্।

হামিদা। আমি অযোগ্য লোককে সহচর নির্ব্বাচন করি নি। আব্বাস, তুমি পারবে।

তৃতীয় দৃশ্য

সমরখন্দ—বোখারা।

রাজ-পথ।

বালক ও বালিকাগণ।

(গীত)

খাঁদুর এবার খেঁদীর সাথে বিয়ে।
তোরা কে যাবি কে যাবি কে যাবি রে,
সঙ্গে কলসী-দড়ী নিয়ে॥
ছেঁড়া চ্যাটায় শুয়ে খাঁদু স্বপ্ন দেখেছে,
আকাশ থেকে পরীর মাসী ঝ'রে পড়েছে,
ডানাটি গেছে কেটে, মাটীতে হেঁটে হেঁটে,
হোঁচট খেয়ে একটি চোটে নাকটি গেছে টোল খেয়ে॥
বাজা বাজা জগঝম্প ডুগডুগী শানাই,
চললো খাঁদু শ্বশুরবাড়ী বিরহের
আন্‌তে সে দাওয়াই,
আমরা পাছু পাছু যাই, কি জানি ভাই—
পড়ে যদি খাঁদু মিয়া পথের মাঝে আড় হয়ে॥
নাক্ না রইল তাতে কি ক্ষতি,
খেঁদু পত্নী—খাঁদা পতি,
পরস্পরে অগতির গতি,—
সবাই প'ড়ে ধ'রে ঘাড়ে দেব খাঁদা-খেঁদী মিলিয়ে॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বোখারা প্রাসাদ-কক্ষ।

দানিয়েল ও জুমেলা।

দানিয়েল। পিসীমা! পিসীমা! আমাকে বাঁচাও।

জুমেলা। কি হয়েছে—বুঝিয়ে বল্।

দানিয়েল। আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি সব একসঙ্গে তাল পাকিয়ে খিচুড়ি হ'য়ে গেছে। তুমি আমাকে রক্ষা কর, আমাকে বাঁচাও।

জুমেলা। ব্যাপার কি, না জানতে পারলে, কেমন করে রক্ষা করব?

দানিয়েল। আমার বিয়ে হ'ল না।

জুমেলা। কে বল্লে, হ'ল না?

দানিয়েল। বাবা বলছে, রাজা বলছে—সবাই বলছে। বাজনা-বাদ্যি বন্ধ হয়ে গেল, বাজিওয়ালা আর বাজি তৈরী করছে না, কারিগরে আর সহর সাজাচ্ছে না। বাবা মাথায় হাত দিয়ে বসেছে; মা ফোঁস ফোঁস কাঁদছে। পথে পথে ছোঁড়া-ছুঁড়ী-গুলো উলটো বিয়ের গান ধরেছে। পিসীমা, আমি মলুম।

জুমেলা। বিয়ে হ'ল না কি রে মুর্খ!

দানিয়েল। লিরিয়ানকে না পেলে আমি এ প্রাণ রাখব না—কিছুতেই রাখব না। তুমিও যদি রাখতে বল, তাতেও রাখব না।

জুমেলা। থাম থাম—আমায় বুঝতে দে। কে তোকে এ কথা বল্লে?

দানিয়েল। ঐ শোন, নহবত বাজছিল, বন্ধ হয়ে গেল। পিসীমা, বাঁচাও। নইলে তোমারই সুমুখে আমি জবাই হয়ে মরি। আমায় বাঁচাও ত এই বেলা বাঁচাও। নইলে এ প্রাণ গেল! তোমার ভাইপোর হাতেই গেল।

জুমেলা। তোর বাপকে জলদি ডেকে দে। রাজা কোথায়?

দানিয়েল। খাসকামরায় ওমরাওদের সঙ্গে ব'সে কেবল ফিসির ফিসির করছেন। পিসীমা! রাজার মুখ এই এত বড় একটা হাঁড়ীর মত হ'য়ে গেছে।

জুমেলা। জল্‌দি তোর বাপকে এখানে পাঠিয়ে দে।

দানিয়েল। আমায় বাঁচাও, পিসীমা,—বাঁচাও। লিরিয়ানকে না পেলে আমাকে দুনিয়ার কেউ বাঁচাতে পারবে না।

[প্রস্থান।

জুমেলা। বিয়েটা তাড়াতাড়ি না দিয়ে দেখছি অন্যায় করেছি। আমোদ-উৎসব বিয়ের পরে করলেই ছিল ভাল। বিয়েতে কি বাধা পড়ল? না—ও পাগল—কার মুখে কি কথা শুনে আমার কাছে ছুটে এসেছে। বাধা! যে কাজ আমি ভাল বুঝে করছি, সে কাজে বাধা দিতে পারে, এমন লোক এ মুলুকে আছে? রাজা আমার কথায় 'না' করতে পারে না। তুচ্ছ আমীর-ওমরাওয়ের মধ্যে এত বড় বুকের পাটা কার যে, আমার সঙ্গে দুষমনি করতে সাহস করে?

(সায়েস্তা খাঁর প্রবেশ)

হ্যাঁ ভাই! শুনছি না কি বিবাহের আয়োজন বন্ধ হয়ে গেল?

সায়েস্তা। কে বল্লে?

জুমেলা। তা হ'লে যা শুনলুম, সে সব কি মিথ্যা কথা?

সায়েস্তা। তুমি কি শুনলে?

জুমেলা। শুনলুম, রাজা না কি উৎসব স্থগিত করতে হুকুম দিয়েছেন?

সায়েস্তা। আপাততঃ—দু'চার দিনের জন্য। তার পর আবার উৎসব—খুব বড়—আরও বড়—জাঁকালো রকমের উৎসব। যা সমরখন্দবাসী আর কখনও দেখে নি। শাজাদীর বিবাহ—এ ছোট-খাটো উৎসব লোকের পছন্দ হচ্ছে না।

জুমেলা। এর চেয়ে আবার বেশী রকমের কি উৎসব হবে? তোমার কথা শুনে আমার কেমন একটা আশঙ্কা হচ্ছে। ব্যাপারটা কি, আমাকে খুলে বল দেখি। বিবাহে কি কোনও ব্যাঘাত পড়েছে?

সায়েস্তা। ব্যাপার কিছু নয়—অতি তুচ্ছ। তোমার কানে তোলবার যোগ্যই নয়। অথচ শুনিয়ে তোমার মনটা খারাপ ক'রে দেওয়া।

জুমেলা। দানিয়েলের বিবাহ হবে না?

সায়েস্তা। তুমি রাজ্যেশ্বরী পিসী বেঁচে থাকতে দানিয়েলের বিবাহ হবে না! তুমি কিম্বা রাজা মনে করলে আজই এখনই পরমা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে দানিয়েলের বিবাহ হয়ে যায়।

জুমেলা। তা নয়, লিরিয়ানের সঙ্গে?

সায়েস্তা। তা কি উচিত—তা কি হওয়া উচিত? ভগিনি, লিরিয়ান হ'চ্ছে সুলতান-নন্দিনী। আর দানিয়েল হচ্ছে—একটা তুচ্ছ উজীর-পুত্র।

জুমেলা। তুমি কি সন্দেহ কচ্ছ, আমি এ বিবাহ দিতে পারব না?

সায়েস্তা। মনে করলে তুমি কি না করতে পার! তবে কি জান ভগিনি, মনে করবার তোমার আর যো নেই। এ কাজে বাধা পড়েছে।

জুমেলা। পড়ুক বাধা। বুঝতে পারছি, তোমার আমার যারা দুষমন, সেই সব ওমরাওরা বাদী হয়েছে। হ'ক বাদী। সব দুষমনকে জাহান্নমে পাঠাব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। রুমের বাদশাও

যদি বাদী হয়, তবু আমি লিরিয়ানের সঙ্গে দানিয়েলের বিয়ে দেব।

সায়েস্তা। তবে আর তোমাকে কি বলব। ঐ রাজা আসছেন। আমি এই পথ দিয়ে চল্লুম। আমি এসেছিলুম, এ কথা যেন রাজার কাছে প্রচার ক'র না। যা ভাল বুঝবে—করবে। আমি যা বলবার, তা বলেছি। তুমি যা বোঝবার, তা বুঝেছ।

জুমেলা। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

[সায়েস্তা খাঁর প্রস্থান।

(আবদুল মালিকের প্রবেশ)

আ, মা। কার সঙ্গে কথা কইছিলে রাণি ?

জুমেলা। হুজুরালী! শুনলুম না কি, আপনি বিবাহের আয়োজন বন্ধ করতে হুকুম দিয়েছেন ?

আ, মা। আগে আমার কথার উত্তর দাও।

জুমেলা। উত্তর না দিলে কি চলবে না ?

আ, মা। তোমার ভাই এসেছিল, বুঝতে পেরেছি।

জুমেলা। সুলতান যখন জানতে পেরেছেন, তখন আর গোপন করব কেন ? ভাইয়ের সঙ্গেই কথা কইছিলুম।

আ, মা। কি কথা হচ্ছিলো, তাও আমি অনুমান করেছি। কিছু আশ্বাস তাকে দিয়েছ ?

জুমেলা। যদি দিয়ে থাকি, তা হ'লে কি অন্যায় করেছি ?

আ, মা। ন্যায়-অন্যায়ের কথা কয়ো না। আশ্বাস দিয়েছ ?

জুমেলা। দিয়েছি।

আ, মা। কি বলেছ ?

জুমেলা। লিরিয়ানের সঙ্গে দানিয়েলের বিবাহ দেব।

আ, মা। কবে দেবে ?

জুমেলা। আজ বলেন আজ, কাল বলেন কাল —দু'দিন বাদে বলেন, দু'দিন বাদে দেব।

আ, মা। আমার বলাবলি কিছুই নেই। তুমি যদি আশ্বাস দিয়ে থাক, তা হ'লে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—পারবে ?

জুমেলা। অমন ক'রে ভয় দেখাচ্ছেন কেন হুজুরালী! ওমরাওরা কি বাদী হয়েছে ?

আ, মা। যদি তারা বাদী হয় ?

জুমেলা। আপনার সিংহাসন পাবার সময়েও ত তারা বাদী হয়েছিল।

আ, মা। ঠিক বলেছ। তোমার বুদ্ধি-কৌশলেই সে সময় তারা হেরে গিয়েছিল। সুতরাং তারা বাদী হ'লেও তুমি পারবে। কিন্তু রাণি, যদি রুমের বাদশা বাদী হয় ? চমকে উঠো না রাণি।

জুমেলা। রুমের বাদশা! হাজার ক্রোশ পথ দূরের অন্তঃপুরচারিণী তাতারী বালিকার নাম কেমন ক'রে রুমের বাদ্‌শার কানে উঠলো ?

আ, মা। যে-কোনও প্রকারে উঠেছে।

জুমেলা। এমন দুষমনী কে করলে সুলতান ?

আ, মা। সে সম্বন্ধে ভাববার সময় আছে। এখন রুমের বাদশা লিরিয়ানের পাণিগ্রহণ করবার জন্য আমাকে এক পত্র পাঠিয়েছে। পত্র কেন—হুকুম! বাদশা লিরিয়ানকে ইস্তাম্বুলে পাঠাতে পত্রে আমার উপর আদেশ করেছে। রাণি! সে হুকুম অমান্য করতে পারবে ?

জুমেলা। আপনি ত তার অধীন প্রজা ন'ন।

আ, মা। না, তা নই। এখনও পর্য্যন্ত আমি স্বাধীন। বাদশার সঙ্গে এখনও আমার কোনও বাধ্যবাধকতার সম্বন্ধ নেই।

জুমেলা। তবে সে আপনাকে হুকুম করবার কে ? বারংবার সমরখন্দ আক্রমণ ক'রেও যে বাদশা এই বীরজাতিকে বশ্যতা স্বীকার করাতে পারে নি, আজ একটা ফাঁকা ভয় দেখিয়ে সে এই বীর জাতির নায়কের মাথা হেঁট করাবে ?

আ, মা। তা হ'লে মাথা হেঁট করব না ?

জুমেলা। সমস্ত সর্দ্দাররা কি বলে ?

আ, মা। তাদের সকলেই আমাকে মাথা হেঁট করতে পরামর্শ দেয়।

জুমেলা। সে কি! যারা এক দিন সমরখন্দের স্বাধীনতা রাখতে একপ্রাণে বাদশার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, এত অল্পদিনের মধ্যেই তারা এত হীন হয়ে গেছে ?

আ, মা। সকলেই বলে, কালিফ যখন যেচে আমাদের আত্মীয় হ'তে আসছেন, তখন মিছে একটা অভিমান নিয়ে তাঁকে শত্রু করবার প্রয়োজন কি ?

জুমেলা। তারা কি করতে চায় ?

আ, মা। লিরিয়ানকে তারা ইস্তাম্বুলে পাঠাতে চায়।

জুমেলা। অধীন রাজা বাদশাকে সওগাৎ পাঠায়। তারা এর চেয়ে বেশী কি হীনতা স্বীকার করে রাজা?

আ, মা। কিছু না—এ হীনতা তার চেয়ে বেশী। তা হ'লে দূতকে উত্তর দিই?

জুমেলা। এখনই উত্তর দিতে হবে?

আ, মা। তিন দিনের মধ্যে দিতে হবে। যখন উত্তর হয়ে গেল, তখন মিছে বিলম্ব কেন?

জুমেলা। কি উত্তর দেবেন?

আ, মা। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে পাঠাইব না। সম্রাটকে সমরখন্দে এসে তাকে নিয়ে যেতে হবে।

জুমেলা। যদি কালিফ আসেন?

আ, মা। যদি কি, নিশ্চয় আস্‌বেন। তবে বরসাজে নয়—রণসাজে।

জুমেলা। হুজুরালী! একটু অপেক্ষা করুন। আমি একবার ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে উত্তর দিচ্ছি।

আ, মা। সর্দ্দাররা তোমার মতের অপেক্ষা করছে। দূত উত্তরের প্রতীক্ষায় ব'সে আছে।

জুমেলা। সুলতান! মেহেরবাণী ক'রে মুহূর্ত্ত-মাত্র সময়ের অপেক্ষা করুন।

আ, মা। বেশ।

[আবদুল মালিকের প্রস্থান।

জুমেলা। বাঁদী! জলদি আমার ভাইকে ডেকে আন। জলদি—জলদি।

(সায়েস্তা খাঁর প্রবেশ)

সায়েস্তা। আছি—আছি—পালাই নি। আড়াল থেকে সব শুনেছি। সর্দ্দারদের গোড়ে গোড় দাও। সর্দ্দারদের গোড়ে গোড় দাও। বল, শাজাদীকেই ইস্তাম্বুলে পাঠিয়ে দেব।

জুমেলা। বল কি!

সায়েস্তা। ঠিক বলছি। এর পরে বুঝিয়ে দেব।

জুমেলা। তার পর? দানিয়েলের কি হবে?

সায়েস্তা। দানিয়েলের যদি অদৃষ্ট ফেরে, তা হ'লে এইবারে ফের্‌বার সুবিধা হয়েছে। এতেও যদি লিরিয়ানের সঙ্গে তার বিয়ে না হয়, তা হ'লে তোমার আর কোনও দোষ থাকবে না। ভগিনি, এখনই রাজাকে যা বলতে বলি, ব'লে এসো। এমন শুভ সুযোগ আর হবে না।

জুমেলা। তোমার কথা শুনে আমার বোধ হচ্ছে, তোমার মগজ ঠিক নেই।

সায়েস্তা। (হাস্য) আমার মগজ ঠিক নেই! আমি তীব্র দৃষ্টি নিয়ে তোমার সিংহাসনের দিকে বিশ বৎসর ধরে চেয়ে আছি, আমার মগজ ঠিক নেই? বুঝতে পারলে না? এমন বুদ্ধিমতী হয়েও বুঝতে পারলে না?

জুমেলা। কিছু বুঝতে পারলুম না।

সায়েস্তা। তবে শোন। কোথায় হাজার ক্রোশ তফাতে বাদশা—আর কোথায় লিরিয়ান। দেশেরই মধ্যে পোনেরো আনা তিন পাই লোকে তাকে চেনে না। এমন যত্নে তুমি তাকে লুকিয়ে রেখেছ! ইস্তাম্বুলে কে তাকে চিনবে?

জুমেলা। তুমি কি তার বদলে অন্য বালিকাকে লিরিয়ান ব'লে বাদশার কাছে পাঠাতে চাও?

সায়েস্তা। আবার কি! বুদ্ধিমতি! নির্ব্বোধ বাদশাকে আমি প্রতারিত করব।

জুমেলা। পরামর্শ ত মন্দ নয়!

সায়েস্তা। শুধু একটু রাজার সাহায্য।

জুমেলা। কালিফকে প্রতারিত করতে হবে—এমন সুন্দরী বালিকা কোথায় পাবে?

সায়েস্তা। আছে, আছে, চমৎকার—চমৎকার! যে বলেছে, সে মিথ্যা কয় না। দেখলেই কালিফ মুগ্ধ হয়ে যাবে। ইস্তাম্বুলে প্রতারণা, এখানকার লোক জানতে পারবে না। এখানে প্রতারণা, ইস্তাম্বুলের লোক জানতে পারবে না। আর যদিই জানে, তত দিনে দানিয়েলের সঙ্গে শাজাদীর বিবাহ হয়ে যাবে।

জুমেলা। সে বালিকা যদি রাজি না হয়?

সায়েস্তা। গরীব—গরীব। খেতে পায় না। সে রাজি হবে না? কালিফের বেগম হবে! কি বল ভগিনি! ব্যস্ ব্যস্—আর এক লহমাও দেরী করো না।

পঞ্চম দৃশ্য

বোখারা—লিরিয়ানের কক্ষ।

লিরিয়ান ও বাঁদী

বাঁদী। বলেন কি শাজাদী! আপনি যে অবাক্ কর্‌লেন! এত কড়া পাহারার মধ্যে থেকেও আপনি কি ক'রে কালিফকে পত্র লিখ্‌লেন?

লিরি। তুই জানিস, রাণীর প্রেরণায় দানিয়েল আমাকে এক প্রণয়পত্র প্রেরণ করেছিল ?

বাঁদী। খোজা সর্দ্দার আমজেদকে এক দিন এক পত্র নিয়ে আসতে দেখেছিলুম।

লিরি। সেই দিনই দুরাত্মার পত্র পাঠে মর্ম্মাহত হয়ে কালিফের শরণ নিতে তাঁকে পত্র লিখি। সকলে মনে করলে, আমি দানিয়েলের পত্রের উত্তর লিখ্‌ছি। সর্দ্দারও ইতিপূর্ব্বে আমার মর্ম্ম-কথা জানতো না; চিঠি লিখে যখন তার হাতে দিলুম, তখন শিরোনামা দেখে সে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। কিন্তু বুদ্ধিমান্ সাধু এক মুহূর্ত্তে প্রকৃতিস্থ হয়ে ইঙ্গিতে আমাকে আশ্বাস দিয়ে পত্র উষ্ণীষমধ্যে পূরে চ'লে গেল।

বাঁদী। সর্দ্দার দানিয়েলকে কি উত্তর দিয়েছে, তার তুমি কিছু জান না ?

লিরি। তার পর দু'মাস হয়ে গেল, কিন্তু সর্দ্দারের আর কোন খবর পাই নি।

(নেপথ্যে) দানিয়েল। কৈ, কোথায় তুমি—কোথায় তুমি মেরি জান ?

বাঁদী। এ কি।

লিরি। চ'লে যা—জল্‌দি চ'লে যা! দেখেছিস না, এত দিন পরে খবর আস্‌ছে। তুই একটু আড়ালে থাক্।

(দানিয়েলের প্রবেশ)

লিরি। কাকে তুমি অমন মধুরস্বরে প্রিয় সম্বোধন করছিলে দানিয়েল ?

দানি। তুমি ভিন্ন এ দুনিয়ায় আর আমার কে প্রিয় আছে লিরিয়ান ?

লিরি। সাবধান উজীরপুত্র, রাজনন্দিনীকে এরূপ অমর্য্যাদার সম্বোধন ক'র না।

দানি। মাফ্ শাজাদী,—বড় আহ্লাদে ক'রে ফেলেছি। দু'দিন পরেই তুমি আমার হবে জেনে তোমাকে দেখেই আহ্লাদে আমার একটু গোলমাল হয়ে গেছে। গোলামকে মাফ কর শাজাদী।

লিরি। দুদিন পরে আমি তোমার হব, এ কথা তোমায় বল্‌লে কে ?

দানি। সে কি কথা শাজাদী, তুমিই ত বলেছ!

লিরি। (স্বগত) এইবারে রহস্য বোঝবার উপায় হ'ল। (প্রকাশ্যে) কি বলেছি বল ত! আমার মনে নেই।

দানি। অমন টন্‌টনে স্পষ্ট কথা! সে কি শাজাদী—মনে নেই ?

লিরি। কি বলেছি, বল।

দানি। আমি তোমাকে যে পত্রখানা দিয়েছিলুম, সেখানার কথা মনে আছে ত ?

লিরি। খুব আছে। মর্ম্মে মর্ম্মে মনে আছে।

দানি। হুঁ! তা তো থাক্‌বারই কথা! সে কি আমি লিখেছি? পিসী আমার কাছে ব'সে আমার জবানি দিয়ে লিখিয়েছে।

লিরি। আমি কি বলেছি, শীগগির বল। বেশীক্ষণ তোমার সুমুখে দাঁড়াতে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না।

দানি। রাগ করছ কেন—রাগ করছ কেন? নিজমুখে বলেছ—সর্দ্দার আমজেদকে দিয়ে—মাথার দিব্যি দিয়ে—দু'মাস পরে তোমার সঙ্গে গোপনে দেখা করতে বলেছ।

লিরি। (হাস্য করিয়া) এই কথা বলেছি ?

দানি। ঠিক এই কথা নয়। তবে পাকে আর প্রকারে। আমজেদের হাতে চিঠি দিয়ে তারই হাত দিয়ে চিঠির উত্তর দিতে বলেছিলুম। আমজেদ ফিরে গিয়ে বল্‌লে, শাজাদীর শরীর-মন ভাল নয়, তাই তিনি কাগজে-কলমে উত্তর দিলেন না। বল্‌লেন, দু'মাস পরে তিনি তোমার সঙ্গে প্রণয়-সম্ভাষণ করবেন। এর ভিতরে তাঁকে যেন চিঠিপত্র দিয়ে কিম্বা দেখা-সাক্ষাৎ ক'রে বিরক্ত ক'র না।

লিরি। বটে বটে।

দানি। কি শাজাদী, মনে পড়্‌ছে ?

লিরি। একটু—

দানি। তাই বল—চোখ রাঙ্গিয়ে আমাকে যে একেবারে মাঝ-দরিয়ার হাত-পা বেঁধে ডুবিয়ে মার্‌ছিলে; আমি ঝাঁপাই ঝুড়ে ডাঙ্গায় উঠিতে জানি, তা জান?

লিরি। তা সম্ভাষণ হবার আগে বিবাহের ডঙ্কাটা বেজে উঠল কেন ?

দানি। ও কি আর তোমার আমার ইচ্ছায় বেজে উঠল! ডঙ্কা বেজে উঠল রাজা-রাণীর ইচ্ছায়। তোমার মত থাকুক আর নাই থাকুক, রাজা-রাণী আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ দেবেন স্থির করেছেন। তবে যাকে নিয়ে চিরকাল ঘর করতে হবে, তার সঙ্গে অম্বরস করাটা ত ঠিক নয়, এই জন্য তোমার

মন জানতে পিসীর পরামর্শে তোমাকে একখানি প্রণয়পত্র লিখেছিলুম।

লিরি। আজ বুঝি উত্তর শুনতে এসেছ? তা, এই শোন—

(পাদুকা গ্রহণ)

দানি। ও কি! পয়জারে হাত দিচ্ছ কেন? মারবে না কি—মারবে না কি? (লিরিয়ান কর্ত্তৃক দানিয়েলের প্রতি পাদুকা নিক্ষেপ) ওরে বাবা রে—পিসী রে—গেছি রে—

(একদিক হইতে আমজেদের ও অন্য দিক হইতে বাঁদীর প্রবেশ)

আম। হাঁ হাঁ হাঁ—ভাবী সুলতান—মেরো না, মেরো না।

লিরি। বাঁদীর বাচ্ছা, বেয়াদব, মর্কট! প্রভু-কন্যাকে অসহায় বুঝে গোপনে তার সঙ্গে প্রণয়-রহস্য করতে এসেছ?

আম। নিয়ে যা বাঁদা, হুজুরকে ধ'রে নিয়ে মুখে চোখে জল দে।

বাঁদী। আসুন হুজুর, লোকে না দেখতে দেখতে চ'লে আসুন।

[বাঁদীর সহিত দানিয়েলের প্রস্থান।

লিরি। (নতজানু হইয়া) সাধু, জীবন রাখব?

আম। ও কি মা! ভৃত্যের প্রতি এ কি ব্যবহার! নিজের জীবন কি, দুনিয়ার লোকের জীবন তোমাকে রাখতে হবে। বেশী কথা বলবার অবসর নেই। এই নাও (উষ্ণীষ হইতে পত্র বাহিরকরণ)

লিরি। কি ও? পত্র? এনেছ?

আম। চুপ।

লিরি। দাও—দাও।

আম। আমার সুমুখে ব'সে আশ্বাস-কথা যত্নে লেখা। (লিরিয়ানকে পত্র দান) বুকে লুকিয়ে রাখ—এখন নয়—নির্জ্জনে—সঙ্গোপনে একটি একটি অক্ষর দেখে প'ড়। আমি আর দাঁড়াতে পারলুম না। ঐ মর্কটের শরীররক্ষী হয়ে এসেছিলুম— চল্লুম। এখনি হয় ত অনেক তিরস্কার খেতে হবে—কিন্তু নির্ভয়—মহাশক্তিমান্ মহাপুরুষের আশ্বাস। মহাশক্তিময়ী সেই মহাপুরুষের জননীর আশ্বাস। সুলতান-নন্দিনী—নির্ভয়!

[আমজেদের প্রস্থান।

লিরি। যাক্, আমি নির্ভয়।

(জুমেলার প্রবেশ)

জুমেলা। সকলের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুগ্রহ ক'রে আমি তোমার জীবন রক্ষা করেছি, তাই বুঝি এই পুরস্কার? নীচের কন্যার মত আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে অযথা কটুবাক্য প্রয়োগ করেছ?

লিরি। কটুবাক্য প্রয়োগ করি নি রাণি, আমি তার মুখে পয়জার মেরেছি।

জুমেলা। বুঝতে পেরেছি, কালিফের নাম শুনে মোহে অন্ধ হয়ে তুমি লোক চিনতে ভুলে গেছ! নিজের অবস্থা ভুলে গেছ! মনের কোণেও স্থান দিও না লিরিয়ান, রাজারাণী জীবিত থাকতে তুমি কালিফের হারেমে প্রবেশ করবে। ঐ মর্কটকেই তোমাকে বিবাহ করতে হবে।

লিরি। অন্য কিছু যদি বলবার থাকে, বল রাণি! তোমার মত নীচ স্বার্থপরার কথার উত্তর দিতে আমার প্রবৃত্তি নেই। ধিক্ তোমাকে! সুলতানার আসন পেয়েও নাচওয়ালীর স্বভাব ত্যাগ করতে পারলে না। তাই মর্কট ভ্রাতুষ্পুত্রকে কাছে বসিয়ে প্রেম শিখিয়ে আমাকে পত্র লিখিয়েছে?

জুমেলা। বটে রে কমবখতি!—কোই হায়—

(সায়েস্তার প্রবেশ)

সায়েস্তা। আমি হায়। যাও রাণি, চ'লে যাও—বালিকা, বালিকা! সংসারের ভাল-মন্দের বিচার সে কেমন ক'রে করবে। বাঁদী, বাঁদী!

(বাঁদীর প্রবেশ)

শাজাদীকে নিয়ে যা। জলদি নিয়ে যা। ঠিক বলেছ মা, ঠিক বলেছ। সত্যই ত ও নাচওয়ালী, সত্যই ত আমার পুত্র মর্কট।

[লিরিয়ানের বাঁদীর সহিত প্রস্থান।

সায়েস্তা। বুদ্ধিমতী হয়ে তুমি এ কি করছ ভগিনি! ঐ দাম্ভিকার সঙ্গে কলহ ক'রে স্বার্থহানি করছ! ঘরে প্রবল শত্রু হাঁটু গেড়ে ব'সে রয়েছে। সর্দ্দাররা সকলেই তোমাকে ও আমাকে সর্ব্বদাই অপদস্থ দেখবার সুযোগ অনুসন্ধান করছে। সুযোগ পাচ্ছে না ব'লে তারা মাথা তুলতে পাচ্ছে না। তারা জানে, সুলতানজাদী স্বেচ্ছায় দানিয়েলকে বিবাহ করছে। এমন সময় কি তুমি নিজে তাদের কাছে সকল রহস্য প্রকাশ করিয়ে দিতে চাও? তুমি ব্যস্ত হ'ও না। এমন জায়গায় ওকে লুকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা

করছি যে, দিন কতক সেখানে থাকলে ওর সমস্ত দম্ভ গুঁড়িয়ে ছাতু হয়ে যাবে। শেষে নিজে যেচে দানিয়েলকে বরণ করতে ছুটে আসবে। যাও, চ'লে এস। ও যা বলে, বলতে দাও, নীরবে হাসমুখে সব সহ্য কর। আত্মহারা হলে হবে না। মনে রাখ, কালিফকে প্রতারিত করতে হবে। চ'লে এস। সুলতান নিজে সেই সুন্দরীকে আনতে চ'লে গেছেন। তাঁরও প্রতিজ্ঞা—কালিফের কাছে কিছুতেই মাথা হেঁট করবেন না।

জুমেলা। ঠিক পারবে?

সায়েস্তা। সে ত আর বেশী বিলম্ব নয় ভগিনী, চব্বিশ ঘণ্টা সময়—কাল সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আমার পারা না পারার মীমাংসা হয়ে যাবে। তোমাকে কটু কথা শুনিয়েছে ব'লে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ওকে উল্লাস করতে দাও।

জুমেলা। সন্ধ্যার পর?

সায়েস্তা। সন্ধ্যার পর ও যেখানে যাবে, দুনিয়া ঢুঁড়লেও কালিফ তাকে সেখান থেকে খুঁজে বার করতে পারবে না। তুমি বুদ্ধিমতী হ'লেও রমণী—তোমাকেও এখন সে স্থানের কথা বলব না।

জুমেলা। দেখো দেখো দেখো—ভাগ্যবশে নাচওয়ালী আজ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বাদশার প্রতিদ্বন্দ্বিনী হয়েছে। যদি এ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমায় জয় দিতে পার, তবেই বুঝব, সমরখন্দের স্বাধীন সুলতানের তুমি যোগ্য সচিব। নইলে জেনো সায়েস্তা খাঁ, দুনিয়া বলবে, আমি ভগ্নকণ্ঠ পঙ্কাহতা নর্ত্তকী, আর তুমি তার ভগ্নযন্ত্র ব্যাধিগ্রস্ত সারংদার!

দ্বিতীয় অঙ্ক

—*—

প্রথম দৃশ্য

আলআমীনের কুটীর-সম্মুখ।

রক্ষিসহ আবদুল মালিক ও মমিন।

আবদুল মালিক। কৈ মমিন খাঁ, বড় বিলম্ব হ'তে লাগল যে!

মমিন। মেহেরবাণী ক'রে আরও একটু অপেক্ষা করুন খোদাবন্দ! দেখতেই ত পেলেন—বৃদ্ধ পিতা—চলতে—একরূপ অশক্ত। কন্যাকে খুঁজে আনতে তাঁর একটু বিলম্ব হচ্ছে।

আ, মা। সন্ধ্যা হ'লে দেখব কি

মমিন। সন্ধ্যা হবে না। আর হলেও ভয় নেই। সন্ধ্যার সূক্ষ্মাবরণে সে রূপ ঢাকতে পারবে না।

আ, মা। এখানে বৃদ্ধ কত কাল বাস করছে?

মমিন। কত কাল, তা জানি না। তবে বছর দুই ধ'রে আমি তাঁকে এখানে দেখছি।

আ, মা। কি সূত্রে দেখা হ'ল?

মমিন। শীকার করতে এসে হঠাৎ বালিকা আমার নজরে পড়েছিল। সেই সূত্র ধ'রেই বৃদ্ধের সঙ্গে আমার পরিচয়।

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

প্রিয় সখী, সোনামুখী পাখারে—

আ, মা। যাক্, ঐ বুঝি তোমার সুন্দরী আসছে।

মমিন। হাঁ হুজুরালী—ঐ, বৃদ্ধ পিতা বোধ হয় খুঁজতে অন্য পথে চ'লে গিয়েছে।

আ, মা। একটু অন্তরালে দাঁড়াও। ওর আনন্দের ব্যাঘাত দিও না। দূর থেকেও দেখব, নিকটে সুমুখে দাঁড় করিয়েও দেখব।

[অন্তরালে গমন।

(আমীরণের প্রবেশ ও গীত)

প্রিয়সখী সোনামুখী পাখী রে—
কেন, কি আলসে নীরবে আছ ব'সে
তরু-পল্লব-বল্লভ কুটীরে॥
দেখা না ক'রে সঙ্গে তোর, না হ'তে ভোর,
গিয়েছিনু দূর-বনে তাই কি অভিমান জেগেছে মনে;
দোষ ভুলে যাও, প্রাণটি খুলে গাও—
সুধা স্বর ঢেলে দাও ধীর-সমীরে।
আমি এসেছি, এসেছি—
তোমারি সুরে-ঘেরা কুটীরে ফিরে॥

মমিন। দেখা-শোনা দুই-ই ত হ'ল হুজুরালী?

আ, মা। (স্বগত) খুবসুরতই ত বটে! এ দেখছি এক নূতন ধরণের সুন্দরী। লিরিয়ান হ'তে কোনও অংশে কম নয়।

মমিন। আমীরণ!

আমী। কে ও—জনাবালা! কতক্ষণ এসেছেন? আমার বাবা কৈ?

মমিন। তিনি তোমাকে খুঁজতে গেছেন। বোধ হয়, অন্য পথে গেছেন, তাই তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি।

আমী। পিতা বৃদ্ধ—একরূপ চলচ্ছক্তিহীন; আমার নাগাল পেতে বোধ হয় তাঁর বিলম্ব হয়ে গেছে। গোস্তাকি মাফ হয় জনাবালী, আমার বোধ হয়, অনেকক্ষণ আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন।

আ মা। ঘরে যেও না, এইখানে একটু দাঁড়াও।

আমী। আসন আনব না জনাবালী?

আ, মা। প্রয়োজন নেই।

আমী। গরীবের কুঁড়ে ব'লে কি বসতে সরম হচ্ছে?

মমিন। সে জন্য নয় মা। আমাদের ভাগ্যে থাকে আর এক দিন তোমার পিতার গৃহে অতিথি হব। আজ নয়। আজ আমাদের অনুরোধ ক'র না। এই মহাত্মা তোমাকে দেখতে এসেছেন।

(আমীরণের অবনত মস্তকে অবস্থিতি)

আ, মা। তোমার নাম কি?

আমী। আমীরুন্নিসা।

মমিন। লজ্জা কি? তোমার বাবারই মতন আমরা বৃদ্ধ।

আ, মা। তোমরা কত কাল এখানে বাস করছ?

আমী। সেটা পিতা বলতে পারেন। আমার যত দিন জ্ঞান, তত দিন এখানে আছি।

আ, মা। তোমার বাপের তুমিই কি একমাত্র সন্ততি?

আমী। আমার এক ভাই আছে।

মমিন। কৈ মা, আমি ত তাকে কখন দেখিনি!

আমী। সে কোথায় আছে, জানি না।

মমিন। তোমার বাপ?

আমী। তিনিও জানেন না। বাল্যকালে তাকে চোরে নিয়ে গেছে।

মমিন। বল কি?

আমী। আমরা ভাই-বোনে খেলা করতে করতে কুটীর ছেড়ে একটু দূরে গিয়ে পড়েছিলুম। সেই সময় একটা চোর এসে তাকে তুলে নিয়ে যায়।

আ, মা। তোমার মা?

আমী। হারাণো ছেলেকে খুঁজতে তিনি দুনিয়া ছেড়ে চ'লে গেছেন।

আ, মা। বুঝতে পেরেছি। তুমি ফল ঘরে তুলে রেখে এস।

মমিন। ফল বরং থাক্, আমরা দাঁড়িয়ে আগলাচ্ছি। তুমি তোমার পিতাকে খুঁজে নিয়ে এস। বৃদ্ধ বোধ হয় এখনও তোমার অন্বেষণ করছেন। (আমীরণের প্রস্থান) গোলাম কি মিথ্যা কয়েছে খোদাবন্দ?

আ, মা। সুন্দরী বটে—তবে লিরিয়ানের রূপের সঙ্গে এর রূপের তুলনাই হয় না।

মমিন। গোলাম ত তুলনা করে নি হুজুরালী?

আ, মা। তা যা হ'ক, এতেই আমার কাজ হবে। তা তুমি আবার ওকে ওর বাপকে আনতে পাঠালে কেন?

মমিন। ওর পিতার সঙ্গে আর দেখা করবেন না?

আ, মা। ওর বাপের কাছে আমার কোনও দরকার নেই। ওকেই আমার দরকার। আর এখনি দরকার। এখনি ওকে আমার প্রাসাদে নিয়ে যেতে হবে।

মমিন। কি জন্য প্রাসাদে এই বন্য বালিকার প্রয়োজন, গোলাম কি জানতে সাহস করতে পারে খোদাবন্দ?

আ, মা। নিয়ে এস, প্রাসাদেই কারণ জানতে পারবে মমিন খাঁ। আমি চল্লুম—নিশ্চিন্ত হয়ে চল্লুম। বাপের আসতে বিলম্ব হয়, তুমি তার আসার অপেক্ষা করবে না। ওর বাপকে যা বলবার, এর পরে আমি নিজে এসে ব'লে যাব। আর বাপ যদি এসে পড়ে এবং কন্যাকে পাঠাতে অমত করে, তুমি (নেপথ্যে দেখাইয়া) ঐ দেখ, ওরা বল-প্রয়োগে নিয়ে আসবে। হুঁসিয়ার মমিন খাঁ! সাধুগিরি দেখাতে গিয়ে যেন আমার আদেশ অমান্য ক'র না।

[আবদুল মালিকের প্রস্থান।

মমিন। তাই ত, এ বলে কি! আমীরণের রূপের গৌরব প্রকাশ ক'রে তবে কি তার সর্ব্বনাশ ক'রে বসলুম? রাজার উদ্দেশ্য ত আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না। এখনি বালিকাকে প্রাসাদে নিয়ে যেতে হবে। কেন তা সুলতান বললে না। যদি দুরাত্মা আমীরণের পবিত্রতার হানি করতে চায়? সে ত আমারই কন্যার উপর অত্যাচার!

(আল-আমীনের প্রবেশ)

আমীন। কৈ বন্ধু, তোমার সঙ্গীটী কোথায় গেল ?

মমিন। রাজ-প্রাসাদে।

আমীন। তিনি কি সুলতানের ঘরে চাকরী করেন ?

মমিন। স্বয়ং সুলতান।

আমীন। সুলতান আবদুল মালিক ? এ দরিদ্রের কন্যাকে দেখতে এত দূরে ? দীন আমীনের কুটীরদ্বারে—কেন ?

মমিন। জানি না হজরত।

আমীন। কন্যাকে তিনি দেখেছেন ?

মমিন। দেখেছেন।

আমীন। দেখে তুষ্ট হয়েছেন ?

মমিন। তুষ্ট না হবার কারণ ত কিছু জানি না। তিনি দেখে আপনার কন্যাকে প্রাসাদে নিয়ে যেতে আমার উপর আদেশ করেছেন।

আমীন। কবে ?

মমিন। এখনি—আমি আপনার অনুমতির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।

আমীন। অনুমতি ? তুমি ক্ষিপ্ত হয়েছ মমিন খাঁ !

মমিন। হজরত !

আমীন। সুলতান আমার কন্যাকে নিতে এসেছে, তা এই বৃদ্ধের সম্মতির অপেক্ষা করতে তার সাহস হ'ল না। চোরের মতন নিয়ে যেতে চায়। সে কি রকম সুলতান ?

মমিন। হজরত। গোলামকে একটা কথা বলতে অনুমতি হ'ক।

আমীন। না মমিন খাঁ। কন্যাকে আমি প্রাসাদে পাঠাবনা। সুলতান যখন আমার ফিরে আসার অপেক্ষা করতে সাহস করে নি, তখন নিশ্চয় তার মনে দুরভিসন্ধি আছে।

মমিন। সুলতান যদি আপনার কন্যাকে নিয়ে যাবার জেদ ধরেন, আপনি কেমন ক'রে তাকে ঘরে রাখবেন ?

আমীন। তুমি সে সময় উপস্থিত থেকো, তা হলেই কেমন ক'রে রাখব, জানতে পারবে।

মমিন। সে আমি আগে থাকতেই জানতে পেরেছি। সম্মুখের এই সাধু আর তার স্নেহময়ী জগজ্জ্যোতিরূপিণী কন্যা ধরণীর কলুষিত বায়ুর শ্বাস গ্রহণ-কার্য্য থেকে চিরাবসর গ্রহণ করবে।

আমীন। তা করা ভিন্ন আর উপায় কি আছে ?

মমিন। তার চেয়ে এ গোলামের একবার অনুরোধটি রেখে দেখুন না কেন ?

আমীন। কন্যাকে প্রাসাদে পাঠাবার ?

মমিন। দোষ কি ?

আমীন। তুমি না আমাকে দোস্ত বল মমিন খাঁ ?

মমিন। আপনি বলেন—আমি ত বলি নি হজরত। আমি আপনাকে গুরু বলি, আপনার উপদেশেই এই হতভাগ্য রাজপরিষদের অন্ধকারময় জীবন ধর্ম্মালোকের আভাস পেয়েছে।

আমীন। এই কি তার দক্ষিণা ?

মমিন। ক্রুদ্ধ হবেন না।

আমীন। তা হ'লে তুমিই এই দাম্ভিক নরপতিকে আমার অসহায়া কন্যার সমাচার দিয়েছ ?

মমিন। আমিই দিয়েছি। মুখ ফেরাচ্ছেন কেন ? আপনার উপদেশেই দিয়েছি।

আমীন। মিথ্যাবাদী ! আমার উপদেশ ?

মমিন। উতলা হবেন না। আগে আমার কথা শুনুন।

আমীন। শুনছি—শুনছি দোস্ত, শুনছি। আগে শোনবার উপযোগী আয়োজনটা ক'রে নিই। সারাদিন উপবাসী। কন্যা আমার জীবন-রক্ষার জন্য দূর-বনে ফল সংগ্রহ করতে গিছল। সে আমার আহারের ব্যবস্থা ক'রে ফিরে এসেছে। আমিও তার আহারের আয়োজন করি।

[প্রস্থান।

মমিন। বুঝতে পারছি, কন্যাকে হত্যা করবার জন্য বৃদ্ধ প্রস্তুত হচ্ছে। নিশ্চিন্ত হও বৃদ্ধ, আমি তোমাকে কন্যাঘাতী হ'তে দেব না।

(আল আমীনের অস্ত্র লইয়া প্রবেশ)

আমীন। বল দোস্ত, এইবারে বল।

মমিন। আপনি অস্ত্র স্বস্থানে রেখে আসুন।

আমীন। বল।

মমিন। আপনি আগে অস্ত্র রাখুন।

আমীন। বলবে না ?

মমিন। বেশ, শুনুন। সুলতান আমাকে কথার ছলে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি এ যাবৎ

যত সুন্দরী ললনা দেখেছি, তাদের মধ্যে আমার মতে শ্রেষ্ঠ কে? তাঁর বিশ্বাস ছিল, আমি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রসিদ্ধা সুন্দরী লিরিয়ান বেগমের নাম করব। কিন্তু আমি তা করি নি। সত্য গোপন করতে পারি নি ব'লে করি নি। আমার দৃষ্টিতে আপনার কন্যা অধিকতর রূপসী ব'লে—

আমীন। ক্ষুধার্ত্ত রাক্ষসের সম্মুখে আমার এই ননীর পুতলীর নাম উচ্চারণ করেছ?

মমিন। ক'রে কি অন্যায় করেছি হজরত! আপনিই না এক দিন আমাকে বলেছিলেন, ধ্বংস কখন সত্যের বিনিময় হয় না? আমাকে সত্যাশ্রয়ের উপদেশ দিয়ে আজ আপনি কি না নিজেই সত্য শুনতে ভয় পাচ্ছেন! তাই কল্পনায় আগে হ'তেই কন্যার বিষাদময় ছবি অঙ্কিত ক'রে তাকে হত্যা করতে উদ্যতাস্ত্র হয়েছেন।

আমীন। (অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া) সখা! দয়া ক'রে একবার, আলিঙ্গনে আমার অন্তরস্থ নীচতাকে নিষ্পেষিত কর। সত্যবাদিন্! তুমি কেবল একটা মিথ্যা কয়েছ। গুরু আমি নই—গুরু তুমি! আমি তোমার অযোগ্য প্রতারক শিষ্য।

মমিন। (নতজানু হইয়া) হজরত! সূর্য্য এক একবার লীলাচ্ছলে নিজমুখ অবগুণ্ঠনে আবৃত করেন। তারই ফলে ধরণী শস্য-সম্ভারে পূর্ণ হয়।

আমীন। ওঠ ভাই! মমতার প্রহারে ভূপত-নোন্মুখ এ হতভাগ্যকে দাঁড় করিয়ে তুমি মাটীতে প'ড়ে থেকো না।

(আমীরণের প্রবেশ)

আমী। এ কি দেখলুম পিতা! বহু অস্ত্রধারী একটা পাল্কী বেষ্টন ক'রে বনপ্রান্তে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভয়ে গ্রামের সকলে যে যার কুটীর-দ্বার রুদ্ধ ক'রে দিয়েছে। আমিও দেখে ভয়ে পালিয়ে এলুম।

আমীন। ভয় নেই আমীরণ! তারা তোমাকে বহন ক'রে নিয়ে যাবার জন্য গ্রাম-প্রান্তে প্রতীক্ষা করছে। এই ভগ্নকুটীর ত্যাগ ক'রে তোমাকে রাজ-অট্টালিকায় প্রবেশ করতে হবে।

আমী। কেন?

আমীন। এখনি ওই স্থান থেকে তোমাকে রওনা হ'তে হবে। কেন, বলবার সময় নেই। এই তোমার পিতৃতুল্য পিতৃসখা। এঁর সঙ্গে যাও। ঈশ্বরকে স্মরণ ক'রে নিশ্চিন্ত মনে চ'লে যাও। আমার মুখের পানে চেও না—হুঁসিয়ার—কোনও প্রশ্ন ক'র না। বিনা বিচারে এঁর উপদেশানুযায়ী কার্য্য করবে। এই নাও সখা, আমীরণের উপর আমার সঙ্গে তোমার পিতৃত্বের তুল্য অধিকার। সুতরাং তোমার হাতে একে সমর্পণ করবার ধৃষ্টতা করলুম না।

[প্রস্থান।

মমিন। এসো মা।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সমরখন্দ—প্রাসাদ-কক্ষ।

(জুমেলা ও সায়েস্তা খাঁর প্রবেশ)

সায়েস্তা। কি রকম দেখলে ভগিনি?

জুমেলা। অপূর্ব্ব!

সায়েস্তা। কেমন? বাদশাকে ঠকাতে পারব না?

জুমেলা। বাদশা কি? এমন পুরুষ কেউ নেই যে, এ রূপ দেখে মুগ্ধ না হয়। আমি নারী, আমিই মুগ্ধ হয়েছি! প্রথম দেখে রাজকন্যা ব'লেই ভ্রম হয়েছিল। কিছুতেই মনে করতে পারিনি যে, এ দরিদ্রের কন্যা। একবার মনে করলুম, দাম্ভিকাটাকে পরিত্যাগ ক'রে এই বালিকাটাকেই দানিয়েলকে সমর্পণ করি।

সায়েস্তা। হাঁ হাঁ! ও রকমটা একেবারেই মনে ক'র না ভগিনি।

জুমেলা। মনে হয়েছিল, এর পরিবর্ত্তে সেইটে-কেই কালিফের কাছে পাঠিয়ে দিই। যাক্—চক্ষু-শূলটো, জন্মের মতন চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাক্।

সায়েস্তা। আবার? মনে করতে করতে শেষে ছুঁড়ীটা মনের ভেতর খুঁটী গেড়ে ব'সে যাবে! ভগিনী, ও রূপের দিকে আমার এতটুকুও দৃষ্টি নেই। যার ওপর আমার দৃষ্টি, তার ভেতরেই রূপ-গুণ—আমার বল-বুদ্ধি-ভরসা। সেটি রাজার অবর্ত্তমানে রাজ্য। তোমার লিরিয়ান অত রূপসী না হয়ে আমার দানিয়েলের মত যদি থেঁদী হ'ত, তা হ'লে আজ আমার আহ্লাদ ধরতো না। তা হ'লে রূপের

গরবে তার মেজাজটা এত খেঁকি হ'তে পারতো না। দানিয়েলকে তা হ'লে সে খোসামোদ ক'রে বিয়ে করতে চাইত। ও সব বাজে কথা রাখ, এখন ছুঁড়ীটাকে জলদি জলদি বিদেয় করবার ব্যবস্থা কর। তোমার লিরিয়ানকে বিদেয় করেছি। সে এতক্ষণ অর্দ্ধেক রাস্তা চ'লে গেছে। ভগিনি! মনে করলেও কিছুকালের জন্য এখন আর তাকে পাচ্ছ না। এবারে যখন পাবে, তখন নাক-তোলা, চোখ-রাঙ্গানী শাজাদীর পরিবর্ত্তে কেঁচোর মত একটি নিরীহ পুত্র-বধূকে পায়ের কাছে লুণ্ঠিত দেখতে পাবে।

জুমেলা। মনে করলেই বা কি হবে? মেয়েটা সুন্দরী বটে, কিন্তু একেবারে বুনো।

সায়েস্তা। কি রকম—কি রকম?

জুমেলা। রাজবাড়ীর আদব-কায়দা কিছু জানে না। ভাবছি, রূপে ছুঁড়ী বাদশাকে ভোলাবে বটে, কিন্তু ব্যবহারে না ধরা পড়ে।

সায়েস্তা। তবেই ত তুমি আমাকে দমিয়ে দিলে দেখছি।

জুমেলা। পোষাক পরতে বললে বলে "কেন? কি জন্য পোষাক পরব?" খেতে বললে বলে,—"কেন? কি জন্য খাব?" এই "কেন" আর "কি জন্য"র জ্বালায় আমি হায়রাণ হয়ে তাকে বাঁদীদের হেপাজাতে রেখে চ'লে এসেছি।

সায়েস্তা। তা হ'লে উপায়?

জুমেলা। মমিন খাঁ আছে না চ'লে গেছে?

সায়েস্তা। এখনও আছে। তাকে, ক্লান্ত ব'লে, পরিচর্য্যার ছলে এক রকম নজরবন্দী ক'রে এসেছি।

জুমেলা। তা হ'লে শীগ্‌গির যাও, তাকে নিয়ে এস। সে বৃদ্ধের কাছে গোপন করলে চলবে না।

সায়েস্তা। এত ভয় কচ্ছ কেন?

জুমেলা। বাদশার দূতের সঙ্গে এক বুড়ী বাঁদী এসেছে। সে শাজাদীকে দেখতে চায়। বলে, তার দৃষ্টিতে কন্যা যদি বাদশার হারেমের যোগ্যা সুন্দরী ব'লে বোধ হয়, তবেই তাকে ইস্তাম্বুলে নিয়ে যাব। নতুবা এত উদ্‌যোগ আড়ম্বরের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

সায়েস্তা। কেন, বুঝতে পেরেছ রাণি?

জুমেলা। সন্দেহ করেছে।

সায়েস্তা। কেন সন্দেহ করেছে জান?

জুমেলা। তা জানি না।

সায়েস্তা। রাজা—দূতকে বলেছেন—"কন্যা দেব, কিন্তু সমরখন্দের স্বাধীনতা দেব না। সেই জন্য আমারই সর্দ্দার রাজকুমারাকে ইস্তাম্বুলে দিয়ে আসবে। দিয়ে যখন সে ইস্তাম্বুল পরিত্যাগ করবে, তখন রাজকুমারীর সঙ্গে দেশের সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন। সুতরাং ইস্তাম্বুলে পৌছিবার পূর্ব্বে পথে বাদশার কোনও লোকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হবে না।"

জুমেলা। তা হ'লে সন্দেহ করতে তাদের অধিকার আছে।

সায়েস্তা। তা হ'লে কি হবে ভগিনি? যদি বুঝতে পারে, বালিকা শাজাদী নয়?

জুমেলা। সমস্ত কর্ত্তব্য স্থির হয়ে গেছে। এখন আর ভয় করলে চলবে কেন? তুমি জলদি মমিন খাঁকে পাঠিয়ে দাও।

(বাঁদীর প্রবেশ)

বাঁদী। হুজুরাইন।

জুমেলা। কি খবর? পোষাক পরতে চায়?

বাঁদী। না! পোষাক ত পরের কথা। সে এখন আমাদের সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত কইতে চায় না। মুখে দু'হাত দিয়ে কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। পোষাক হাতে ক'রে ধ'রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এক বিন্দু জল মুখে দেওয়াতে পারি নি। মিষ্টান্ন-গুলো পায়ের তলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে।

জুমেলা। ভাই! মমিন খাঁকে এখনি পাঠিয়ে দাও। দেখছ কি, শেষ-মুখে সমস্ত কাজ কি নিষ্ফল ক'রে ফেলবে?

সায়েস্তা। সর্ব্বনাশ করলে! গেল—ফসকে গেল!

[সায়েস্তা খাঁর প্রস্থান।

জুমেলা। চল, আমি যাচ্ছি।

বাঁদী। হুজুরাইন! ঐ সে এ দিকে আসছে।

জুমেলা। তাই ত! কি রূপ! দেখা দিয়ে আমাকেও দেখছি মমতায় বদ্ধ করলে!

(বাঁদীগণ-বেষ্টিত আমীরণের প্রবেশ)

আমী। রাণি! আমাকে আমার বাবার কাছে পাঠিয়ে দিন।

জুমেলা। দেখে ত তোমায় বুদ্ধিমতী ব'লে মনে হচ্ছে। এখনকার কথা শুনে বোধ হচ্ছে, তুমি সম্ভবতও ত জান। তবে তুমি এমন বোকা মেয়ের

মত আচরণ কেন করছ মা? আমি তোমার মঙ্গলের জন্যই তোমাকে আনিয়েছি।

আমী। তোমার ঐশ্বর্য্য দেখে আমার ভয় হচ্ছে।

জুমেলা। পাগলী। এ ঐশ্বর্য্য দেখেই যদি তোর ভয় হয়, তা হ'লে যে ঐশ্বর্য্যের মাঝে তোকে নিক্ষেপ করছি, সে ঐশ্বর্য্য দেখলে তুই কি করবি!

আমী। কেন তুমি আমাকে এত ঐশ্বর্য্য দিচ্ছ?

জুমেলা। আবার 'কেন' আরম্ভ করলি? আমি, বাপু, তোর এত 'কেন'র জবাব দিতে পারি না।

আমী। কেন দিতে পারবে না? তুমি জান, জেনেও বলতে চাচ্ছ না।

জুমেলা। আমি তোকে ভালবেসেছি।

আমী। তুমি আমাকে কেন ভালবাসলে? আমাকে যে রাণি—তুমি কখন দেখ নি।

জুমেলা। এখন ত দেখেছি! তুইও কি তোকে এত কাল দেখেছিস্?

আমী। আমি আমাকে দেখি নি?

জুমেলা। না। দেখলে এত 'কেন কেন' করতিস না। দেখলে তোকে কেন ভালবেসেছি জিজ্ঞাসা করতিস্ না। বেশ, আমাকে দেখ দেখি।

আমী। তোমাকে আবার কি দেখব?

জুমেলা। আমাতে কি দেখবার কিছু নেই?

আমী। তুমি রাণী।

জুমেলা। শুধু রাণীই?—বেশ ক'রে দেখ। মুখের দিকে চেয়ে দেখ। চোখের দিকে চেয়ে দেখ—

আমী। তুমি রূপসীর রাণী।

জুমেলা। আমার গর্ভে যদি কন্যা হ'ত সে কি রকম হ'ত?

আমী। সেও পরমা সুন্দরা হ'ত।

জুমেলা। তোর মত সুন্দরী হ'ত। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমার পুত্র-কন্যা কিছু নেই। তাই কন্যার আক্ষেপ মেটাতে তোকে নিয়ে এসেছি। আমার কন্যা আছে মনে ক'রে দুনিয়ার বাদশা ভিক্ষার্থী হয়ে আজ আমার দ্বারে অতিথি। তোকে দিয়ে আমি অতিথিসৎকার করবো।

আমী। (মস্তক অবনত করিয়া অবস্থিতি)

জুমেলা। এখনও কি তুই আর 'কেন কেন' করবি?

আমী। রাণি! তোমার এত দয়া?

(মমিন খাঁর প্রবেশ)

মমিন। বুঝতে পেরেছ মা আমীরণ ভাগ্যবতী, ভূমিতে মস্তক সংলগ্ন ক'রে করুণাময়ীকে কুর্ণিস কর।

জুমেলা। তবে তোকে এখন থেকে আমাকে মা বলতে হবে আমীরণ!

মমিন। তুমি রাজ্যেশ্বরী! সমরখন্দবাসী সমস্ত বালক-বালিকার তুমি ত ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ মা।

আমী। আমি হীনবুদ্ধিতে বুঝতে পারি নি। মা, আমাকে ক্ষমা কর। তোমার পদতলে তোমার কন্যা। (জানু পাতিয়া উপবেশন)

জুমেলা। মমিন খাঁ! তোমার দয়াতেই আমি এ কন্যা পেয়েছি। সুতরাং তুমিই একে সঙ্গে নিয়ে বাদশাকে দান করবার ভার গ্রহণ কর।

[বাঁদীগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

১ম বাঁদী। কার মুখ! কার চোখ। কে দেখলে! এ করলে আহা—হাহা! ও করলে—আহা হাহা! মাঝখান থেকে আমরা গোবরগণ্ডী ক'টা বাঁদী কেবল আহা উহু করতে প'ড়ে রইলুম।

(বাঁদাগণের গীত)

আর না, আর না, আর না, পাচ্ছে কান্না,
ঘেন্না ধ'রে গেল।
চোখের গুণে হাঁদী বাঁদী রূপসী হ'ল॥
কোথায় ছিল চোখের টান,
কোথায় ছিল নাক,
দেখলে কে তা, বুঝলে কে তা;
হ'ল কে অবাক!—
চুলোয় যাক পরের কথা,
মনেতেই রইল গাঁথা, যে যার ঘরে যাই চ'লে॥

তৃতীয় দৃশ্য

সমরখন্দ—সজ্জিত কক্ষ।

জুমেলা।

জুমেলা। যাক, সে দুঃখ ঘুচে গেছে, দীন ভিখারীর কন্যা চোখের নিমিষে কালিফের ঘরণী হবে! যে ঐশ্বর্য্য আমিও এখনো কল্পনায় আনতে পারি নি, সেই ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বরী হবে। মনে ঈর্ষ্যা জেগেছিল, সে ঈর্ষ্যা মুছে গেছে। যা আমীরণ! এইবারে তুই পরমসুখে দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্ ভোগ কর গে যা। তোর মুখের মা কথায় বন্ধ্যা আজ পুত্রবতী হ'ল।

(বান্দার প্রবেশ)

এসেছে ?

বান্দা। এসেছে। হুকুম করুন।

জুমেলা। নিয়ে আয়।

[বান্দার প্রস্থান।

বাঁদী! সাজানো হয়েছে ?

নেপথ্যে বাঁদী। সামান্য বাকী।

জুমেলা। সামান্য বাকী? শেষ কর,—ধীরে —ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই।

(হামিদার প্রবেশ ও জুমেলাকে স্থিরদর্শন ও অভিবাদন)

(স্বগত) এ কি বাঁদী! যৌবন গেছে, কিন্তু যৌবনের বিপুল রূপ এখনও সম্পূর্ণ স্থানচ্যুত হয় নি। (প্রকাশ্যে) তুমিই কালিফের বাঁদী?

হামিদা। বর্ত্তমান নয়—ভাগ্যবশে পূর্ব্বতন কালিফের বাঁদী হয়েছিলুম। বর্ত্তমান কালিফ আমাকে জননীর মত শ্রদ্ধা করেন।

জুমেলা। হুঁ! তুমি দেখলেই কালিফের দেখা হবে ?

হামিদা। সেই বিশ্বাসেই এত দূর আসতে সাহস করেছি।

জুমেলা। কিন্তু তোমার দৃষ্টি কি রাজকন্যা নির্দ্ধারণ করতে পারবে? যদি প্রতারণা করি ?

হামিদা। পরীক্ষায় পরিচয়।

জুমেলা। তুমি ভুললে সংশোধন করবে কে ?

হামিদা। সংশোধনের প্রয়োজন হবে না। মহানুভব কালিফ তাকেই মহিষী ব'লে গ্রহণ করবেন।

জুমেলা। ঠিক ?

হামিদা। কালিফকে মিথ্যাবাদী মনে করবেন না।

জুমেলা। বেশ—দাঁড়াও। শুধু দেখবে। একটি প্রশ্ন করতে পাবে না। প্রশ্ন যা করবার, তা ইস্তাম্বুলে গিয়ে করবে। তোমার দৃষ্টির মূল্য সেই ইস্তাম্বুলেই নির্দ্ধারিত হবে।

হামিদা। যো হুকুম।

জুমেলা। বাঁদী! নিয়ে আয়।

(সুসজ্জিতা বালিকাকে লইয়া বাঁদীর প্রবেশ)

হামিদা। নিয়ে যাও।

[বালিকা ও বাঁদীর প্রস্থান।

জুমেলা। কি দেখলে ?

হামিদা। কালিফের ঘরে প্রবেশযোগ্য নয়।

জুমেলা। বাঁদী! নিয়ে আয়।

(দ্বিতীয়া বালিকাকে লইয়া বাঁদীর প্রবেশ)

হামিদা। নিয়ে যাও।

[২য়া বালিকা ও বাঁদীর প্রস্থান।

জুমেলা। কি দেখলে ?

হামিদা। দেখলেম সুন্দরী—কিন্তু রাজকন্যা নয়।

জুমেলা। বাঁদী! দেখা।

(পট-পরিবর্ত্তন)

(সুসজ্জিত বেদীর উপরে আমীরণ)

হামিদা। রাণি, পেয়েছি।

জুমেলা। সাবধান! একটিও প্রশ্ন ক'র না।

হামিদা। একটি করব। হাঁ রাজনন্দিনি, তুমি কি বোবা ?

জুমেলা। উত্তর দাও।

আমী। না।

হামিদা। কি বললে ?

আমী। বোবা নই।

হামিদা। এস মা! তোমাকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বাদশার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করতে আবাহন করি।

(পট-পরিবর্ত্তন)

(পূর্ব্বদৃশ্য)

জুমেলা। বাঁদী! সন্তুষ্ট ?

হামিদা। সম্মতি ত আবাহনেই প্রকাশ করেছি রাণি।

জুমেলা। এর পর প্রতারণা ব'লে কোলাহল করবি নি?

হামিদা। আপনি কি মনে করেছেন, আমি রূপ দেখে প্রতারিত হয়েছি? হাসলেন রাণি?

জুমেলা। আর কেন বাঁদী প্রশ্ন করিস? রাজনন্দিনীর আবাহনের যথোপযুক্ত আয়োজন করতে ইস্তাম্বুলে গিয়ে কালিফকে নিবেদন কর।

হামিদা। হাসলে যে রাণি?

জুমেলা। বাঁদী! তোর দৃষ্টিকে আমি সেলাম করি।

হামিদা। এই আমার যোগ্য পুরস্কার।

[অভিবাদন ও প্রস্থান।

(সায়েস্তা খাঁর প্রবেশ)

সায়েস্তা। কি হ'ল রাণি?

জুমেলা। বাঁদীর চোখ দিয়ে রূপের পরীক্ষা।—তাতে আবার কি হবে? যাও, ইস্তাম্বুলে রাজকন্যাকে এখনই পাঠাবার ব্যাবস্থা কর।

সায়েস্তা। রাজকন্যা? লিরিয়ান? এ বালিকা কি বাঁদীর মনোমত হ'ল না?

জুমেলা। মুর্খ ভ্রাতা, এই বুদ্ধিতে উজিরী কর?

সায়েস্তা। বাস্!—নিশ্চিন্ত—নিশ্চিন্ত, তা হ'লে সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহের আদেশ দাও।

জুমেলা। একটু অপেক্ষা। বান্দা! কালিফের বাঁদীকে আর একবার ফিরিয়ে আন্। ভাই! কিছুক্ষণের জন্য তুমি স্থান ত্যাগ কর।

[সায়েস্তা খাঁর প্রস্থান।

(হামিদার পুনঃ প্রবেশ)

বাঁদী! আমি কে—বলতে পারিস?

হামিদা। কার কন্যা, জিজ্ঞাসা করছ?

জুমেলা। বলতে পারিস?

হামিদা। পারলে কি বকসিস দিবে?

জুমেলা। চ'লে যা—তুই সমরখন্দে এসে জেনেছিস্।

হামিদা। আমি ত জেনেছি, তুমি ত জান না রাণি!

জুমেলা। আমি জানি না?

হামিদা। না—তোমার মুখ দেখে বুঝতে পারছি- জান না। তোমার ব্যবহারে বুঝতে পারছি, তুমি জান না, তোমার সমরখন্দবাসী জানে না, রাজা জানে না।

জুমেলা। আমি কে?

হামিদা। নাচওয়ালী! তুমিও বাদ্‌শা-কন্যা! ভয় নেই—কম্পিত হও না। আরও শোন, আমি যাঁর বাঁদী, তুমি সেই মহাশক্তিমান্ সম্রাটের নবযৌবনের অসংযমের ফল। তুমি আমার আত্মীয়া।

জুমেলা। আপনি কে?

হামিদা। আরও শোন, এই ক্ষুদ্র সমরখন্দবাসীর শক্তিতে সে দিগ্‌বিজয়ী মহাবীরের সমরখন্দ আক্রমণ রোধ হয় নি! শুদ্ধ এ রাজপুরীতে তুমি অবস্থান কচ্ছ, এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র তিনি জয়মুখেই ইস্তাম্বুলে ফিরে গেছেন। দেশবাসী জানে তাদের জয়, কিন্তু আমি জানি, এ জয়ের অধিকারিণী একমাত্র তুমি। যে মুখচ্ছবি এক সময় দিবারাত্র দেখে আমি তৃপ্তিলাভ করতে পারি নি, তোমাতে সেই মুখের প্রতিচ্ছবি আমি দেখতে পাচ্ছি। রাণি! আমার হৃদয় বিগলিত হয়ে আসছে, মেহেরবাণী ক'রে আমাকে বিদায় দাও।

জুমেলা। মা! (নতজানু হওন)

হামিদা। বুদ্ধিমতি! বক্‌সিস্ পেয়েছি। এখন আয়ত্তে পেয়ে তোমার স্বামীর দেশে তোমার বিমাতাকে প্রকাশিত কর না।

[হামিদার প্রস্থান।

(সায়েস্তা খাঁর প্রবেশ)

সায়েস্তা। কাজ হাসিল যখন হয়ে গেল, তখন বুড়ী বাঁদীকে আবার ডাকিয়েছিলে কেন ভাগনি? ও আপদ যত শীঘ্র বিদায় হয়ে যায়, ততই মঙ্গল।

জুমেলা। কি বল্‌ছ?

সায়েস্তা। বলব আবার কি! সমরখন্দে তোমার আমার শত্রুর অভাব নেই। শেষে কোন্‌খান থেকে কোন্ সূত্রে আসল রহস্য যদি দূতের কানে ওঠে, তা হ'লে এত পরিশ্রম, এত কৌশল সব ব্যর্থ হয়ে যাবে; বিদেয় কর—এখন যত শীঘ্র পার, বুড়ীটাকে এখান থেকে রওনা ক'রে দাও।

জুমেলা। হুঁ! কি বলছ?

সায়েস্তা। তুমি কি আমার এত কথার একটাও শুনতে পাও নি?

জুমেলা। হাঁ ভাই, আমরা উভয়েই ত নর্ত্তকীর গর্ভে জন্মেছি। মা আমাদের এক। বাপও কি আমাদের এক?

সায়েস্তা। অ্যাঁ—অ্যাঁ!

জুমেলা। বল।

সায়েস্তা। কে তোমাকে কি—কি—কি বলেছে?

জুমেলা। জল্দি বল।

সায়েস্তা। আমি—জা—জা—

জুমেলা। নিশ্চয় জান। প্রতারণা ক'র না।

সায়েস্তা। না।

জুমেলা। যাও, এইবারে লিরিয়ানকে নিয়ে এস।

[জুমেলার প্রস্থান।

সায়েস্তা। তাই ত! এ কি হ'ল! আভাস পেয়েছে—আভাস পেয়েছে। তার পর? "লিরিয়ানকে নিয়ে এস।" শুধু "নিয়ে এস"—বিবাহের কথা আর তুল্লে না! নাচওয়ালী! আমি তোকে সমরখন্দের রাণী করেছি। জন্মের আভাস পেয়ে এক দণ্ডেই তোর মুখ আজ গম্ভীর হয়ে গেছে। এক দণ্ডে ভাই-বোনে বিশ ক্রোশ তফাৎ। লিরিয়ানকে কোথায় পাঠিয়েছি—ভাগ্যে বলি নি! (হাস্য) লিরিয়ান—কোথায় লিরিয়ান! ভগিনি, তাকে সমরখন্দের অধিকার পার ক'রে দিয়েছি। এখন যদি তাকে আনতে চাস্, দানিয়েলের স্ত্রী ক'রে তবে তাকে আনতে পারবি। নতুবা নয়—নতুবা নয়—নতুবা নয়!

চতুর্থ দৃশ্য

জুম্মাবিবির উদ্যান-সন্নিকটস্থ গ্রাম্যপথ

(ফলভার মস্তকে গ্রাম্য বালিকাগণের প্রবেশ)

(গীত)

আমরা নাগরী, পথে পথে ঘুরি,
মাথায় লয়েছি মধুর ফল।
কিনিতে যে জানে, যাই গো সেখানে,
তাহাকে কখনো করি না ছল॥
দর কসাকসি, ভাল না বাসি,
দর ক'রে যেবা কেনে এ ফল।
নয়নের ঠারে ভুমে পাড়ি তারে,
ঠকে যায় শুধু সে পাগল॥
সরলে সরলে বেচাকেনা—
তুমি দেখ ভাল, আমি দেখি তাই,
বিনিময়ে শুধু চেনা শোনা;
নয় ত তোমার আনাগোনা সার,
ফেলতে আসা শুধু নয়ন-জল।
দরিয়ার জলে, সোনাটুকু ফেলে,
ঘরে ফিরে আসা বেঁধে আঁচল॥

(আজিজের প্রবেশ)

আজিজ। এতটা পথ বৃথা এলুম দেখতে পাচ্ছি। এ পর্য্যন্ত পিতৃব্যের অস্তিত্বের কোনও নিদর্শন পেলুম না। এরূপ ভাবে খুঁজলে কৃতকার্য্য হব না। আজই এ বৃথা ভ্রমণের শেষ করব। পিতৃব্যের অনুসন্ধানের অন্য উপায় অবলম্বন করব।

ফলভার মস্তকে জেলালের প্রবেশ)

জেলাল। কে ভাই তুমি?

আজিজ। আমাকে কি তোমার প্রয়োজন আছে?

জেলাল। আমার এই মাথার মোটটা যদি একবার নামিয়ে দাও।

আজিজ। তাই ত ভাই, এ যে বিষম ভারী! এ ত এক জনের বহনযোগ্য নয়।

জেলাল। আঃ, বাঁচালে!

আজিজ। এ ফলের মোট নিয়ে কোথায় চলেছ?

জেলাল। বাজারে চলেছি ভাই! কিন্তু কেমন ক'রে যে নিয়ে যাব, সেই ভাবনাতেই অস্থির হয়ে পড়েছি। এ দিকে হাটের সময় বয়ে গেল।

আজিজ। হাট এখান থেকে কত দূর?

জেলাল। তোমার বাড়ী কোথায়?

আজিজ। বাজার কোথায় জানি না ব'লে জিজ্ঞাসা করছ?

জেলাল। বিশ-পঞ্চাশ ক্রোশের মধ্যে ঐ এক বাজার। বিশ-পঞ্চাশ ক্রোশের গ্রাম থেকে এ বাজারে মালপত্র আমদানী-রপ্তানী হয়। তুমি খিভা সহর জান না?

আজিজ। তার চেয়েও দূরে আমার বাড়ী।

জেলাল। যাক্—অনেকটা সামলে নিয়েছি। কথা কইবার আমার আর সময় নেই। দাও ভাই, ঝুড়িটা মেহেরবাণী ক'রে আবার আমার মাথায় তুলে দাও। হা অদৃষ্ট, এখনও ক্রোশখানেক পথ যেতে হবে। তোমার মত মেহেরবান ত আর পথে পথে আমার জন্য দাঁড়িয়ে নেই যে, বললেই মাথা থেকে এমনি ক'রে মোটটা নামিয়ে দেবে।

আজিজ। তা এক জনের পক্ষে অসাধ্য বোঝা মাথায় নিয়েছ কেন? দু'টো চারটে ফল কম ক'রে ত নিয়ে যেতে পারতে। এত লোভ কেন?

জেলাল। এ কি আর আমি নিয়েছি!

আজিজ। কে দিয়েছে?

জেলাল। সে সব কথায় কাজ নেই ভাই—সময় বয়ে যায়—নইলে তোমার সঙ্গে ব'সে ব'সে অনেক কথা কইতুম।

আজিজ। যে দিয়েছে, সে অতি নিষ্ঠুর। সে যদি তোমার বাপ হয়, তা হ'লে দেখতে পেলে তাকেও আমি তিরস্কার করতুম।

জেলাল। বাপ কখন কি এত নিষ্ঠুর হ'তে পারে?

আজিজ। ও—মনিব! তা হ'ক না কেন—মনিব! একটা উটের ভার যে মানুষের ঘাড়ে চাপাতে পারে, সে কখনও মানুষ নয়—সে প্রাণহীন পিশাচ।

জেলাল। না ভাই, কারও দোষ নয়। দোষ (ললাট-স্পর্শ করিয়া) এই এর।

আজিজ। এ ভার কি শুধু আজ বহন করছ, না প্রত্যহ?

জেলাল। প্রত্যহ এই রকমই বটে। তবে আজ চরম। দাও ভাই, এইবারে তুলে দাও।

আজিজ। (ফলের ভার উত্তোলনে চেষ্টা করিয়া) উঃ! এ কি এ! নামাবার সময় ততটা বুঝতে পারি নি! এ ভার তুমি যে মাথায় ক'রে এতটা পথ এনেছ, এই আশ্চর্য্য।

জেলাল। না আনলে কি আর রক্ষা ছিল? বুড়োবুড়ী, ছেলেমেয়ে, নাতি নাত্নীতে প'ড়ে—

আজিজ। তোমাকে প্রহার করত?

জেলাল। না ভাই, অন্যায় ক'রে ফেলেছি—মনিব খেতে পরতে দিচ্ছে, সে তার ইচ্ছামত খাটিয়ে নেবে। নসীব—নসীব!

আজিজ। তা তুমি এই নিষ্ঠুর মনিবের চাকরী ত্যাগ কর না কেন?

জেলাল। ত্যাগ! কি ক'রে করব?

আজিজ। ও! তুমি গোলাম।

জেলাল। গোলাম।

আজিজ। (স্বগত) এ দেখছি আমার রাজগর্ব্ব চূর্ণ করতে এসেছে।

জেলাল। কি ভাই, দাঁড়িয়ে রইলে যে?

আজিজ। আরে ভাই একটু ব'স।

জেলাল। ব'সব কি! আমার সঙ্গীদের হাট ক'রে ফেরবার সময় হ'ল।

আজিজ। হ'লেই বা, তাতে তোমার কি! ব'স দোস্ত—ব'স।

জেলাল। দোহাই মেহেরবান, তুলে দাও। নইলে—আমার অবস্থা তুমি বুঝতে পারছ না।

আজিজ। তোমার চেয়ে বুঝতে পেরেছি। তুমি ব'স—নির্ভয়ে ব'স।

জেলাল। (ফলভার উত্তোলনের চেষ্টা করিয়া) নাঃ! অদৃষ্টে আজ মৃত্যু আছে দেখছি!

আজিজ। এ কি দোস্ত! মনিবের নিন্দা করতে কুণ্ঠিত হচ্ছ—তখন অদৃষ্টেরই বা নিন্দা কর কেন? অদৃষ্টকে এত দিন শত্রুজ্ঞান করেছ, তাই দুঃখ পেয়েছ। অদৃষ্টকে ভালবাস ভাই, অদৃষ্টও তোমাকে ভালবাসবে। তখন কোনও অবস্থায় তোমার আনন্দের অভাব হবে না।

জেলাল। তবে বসি?

আজিজ। সে কথা এখনও জিজ্ঞাসা করছ! বারংবার যে তোমাকে অনুরোধ করছি ভাই! ব'স। তোমার মনিব এ সব জিনিসের নিশ্চয় একটা দর ধ'রে দিয়েছে?

জেলাল। তুমি কিনবে না কি?

আজিজ। না কিনলে তুমি নির্ভয় হবে কিসে?

জেলাল। তুমি ত বিদেশী, দেখছি একা—এত ফল নিয়ে তুমি কি করবে?

আজিজ। যত পারি খাব—তোমাকে খাওয়াব। তার পর যে আসে, তাকে দেব। তাতেও বাকী থাকে, পথে ছড়িয়ে দেব—পশু-পক্ষীতে খাবে।

জেলাল। আমার জন্য তুমি এত লোকসান করবে?

আজিজ। এ কি লোকসান ভাই! তুমিই আমার লাভ। আমি বিদেশী। এ নির্জ্জন দেশে

কথা কবার একটিও মনের মত সঙ্গী পাই নি। ওঃ! আঙুর, আখরোট, আনার, খেজুর, খোবানি, পেস্তা, খরমুজ, খিরাই, খাস্তা—করেছ কি দোস্ত! এ যে ঝুড়িতেই একটা হাট বসিয়েছ! বল—দর কত?

জেলাল। বাজারে যে দিন যেমন দর। তবে তিন টাকার বেশী কোনও দিন পাইনি। আজ কিছু মালে বেশী, মনিবকে চারটে টাকা দিলেই খুশী হয়ে যাবে।

আজিজ। আগে দামটা বেঁধে নাও। (মোহর দান)

জেলাল। এ কি! এ আমি নিয়ে কি করব?

আজিজ। এর দাম ষোল টাকা। মনিবকে দিলে এত খুসী হবে যে, তোমার উপর অত্যাচার করা ত দূরে থাক, উল্‌টে আজ তোমাকে আদর করবে।

জেলাল। না ভাই, এ আমি বুঝতে পারছি না! তুমি টাকাই দাও।

আজিজ। দেখি, টাকা আবার আছে কি না। আছে—ঠিক ঠিক চারটি টাকাই আছে। এই টাকাও নাও—এটাও নাও।

জেলাল। তা দোস্ত, আমি এমন অন্যায় মূল্য নেব না।

আজিজ। নিতেই হবে দোস্ত, না নিলে আমি রাগ করব। এটি তুমিই না হয় নাও।

জেলাল। আমি নেবো না। মনিব জান্‌তে পারলে চোর মনে করবে।

আজিজ। বেশ, তুমি না নাও, তোমার মনিবকেই দেবে।

জেলাল। কি পুণ্যে মনিব আজ এত টাকা পাবে?

আজিজ। পুণ্য? সে যে তোমাকে কিনেছে দোস্ত। এই তার পুণ্য!

জেলাল। ওঃ! কত কাল মিষ্টি কথা শুনি নি।

আজিজ। কত কাল ভাই?

জেলাল। ভাই! দোস্ত বলেছ, আর জিজ্ঞাসা ক'র না। যদি কখন মুক্তি পাই ত বলব। নইলে নয়।

আজিজ। না, কাজ নেই, ব'লে প্রয়োজন নেই। নাও, ফলাহার কর।

জেলাল। তুমি খাও।

আজিজ। তুমি খাবে না?

জেলাল। এক দিন খেয়ে মুখ নষ্ট করব কেন? খেলে লোভ জন্মাবে। দেখ দোস্ত, এত অত্যাচারেও এত কাল মনিবের কোনও অনিষ্ট করিনি। তার বাগানের একটি ফলও কখন মুখে তুলি নি।

আজিজ। তবে আর তোমাকে দোস্ত বলব কেন? আমি কি বাজে লোককে বন্ধু করেছি!

জেলাল। তুমি দীনের বন্ধু।

আজিজ। আমি আবার তোমার চেয়েও দীন।

জেলাল। আমার চেয়েও দুঃখী আছে?

(নেপথ্যে লিরিয়ানের গীত)

চ'লে ত গেছে রে সে দিবস-শেষে।

আজিজ। এ কি হ'ল বন্ধু, এ বনভূমে গায় কে?

জেলাল। তাই ত! আমিও ত কখন শুনিনি বন্ধু! জুম্মাবিবির বাগানে কে গাইছে!

আজিজ। জুম্মা বিবি কে?

জেলাল। শুনেছি ব'লে এক সময়ে এ দেশে এক বড় বাইজী ছিল। রাজা বাদশার মজলিসে তার গান হ'ত।

আজিজ। শুনেছি, শুনেছি। জুম্মাবিবি তার কে?

জেলাল। শুনেছি, জুম্মাবিবি তার মা। সেই বুড়ী ঐ বাগানে থাকে।

আজিজ। সেই কি গাইলে?

জেলাল। সে অতি বুড়ী—তাকে ত গাইতে কখন শুনি নি।

(নেপথ্যে লিরিয়ানের গীত)

চ'লে তো গেছে রে সে দিবস-শেষে।
প'ড়ে আছে কাহিনী তার অজানা দেশে॥
মনেতে পড়িলে তারে, জ্বালা আসে ভারে ভারে,
স্মৃতি (তার) কেন না মরে অনাহারে—
আমি ভিখারিণী সে ত জানে,
তবে তার কথা কেন আনে,
এত দূরে মরু-প্রবাসে॥

আজিজ। আবার গাইছে—কি করুণ-কণ্ঠ! বোধ হয়, বড় ক্ষুধার্ত্ত, তোমার নাম কি দোস্ত?

জেলাল। জেলাল।

আজিজ। যাও জেলাল। কে গাইছে, সন্ধান ক'রে এস। দেখে এস, তোমার চেয়েও দুঃখী আর কেউ আছে কি না?

জেলাল। কেমন ক'রে যাব?

আজিজ। চেষ্টা কর। এই রুমাল নাও। এ থেকে কিছু উৎকৃষ্ট ফল নাও। নিয়ে ফল-বিক্রেতার মূর্ত্তিতে বাগানে প্রবেশ কর। দরের কথা তুলো না। যে দরে সে ফল কিনতে চায়, সেই দরেই দেবে। বিনা মূল্যে দেবে। যাও।

[জেলালের প্রস্থান।

যাও ভাই, এখনকার মত বিদায়। রাজত্বের অহঙ্কারে আমি একান্ত অন্ধ ছিলুম। দুঃখীর হৃদয় দেখতে শিখি নি। তুমি আমার চক্ষু প্রস্ফুটিত করেছ।

(মুতাজেদের প্রবেশ)

মুতা। জাঁহাপনা!

আজিজ। কে ও? উজীর! বুঝতে পেরেছি। আমার অলক্ষ্যে সঙ্গে সঙ্গে রক্ষী রেখেছেন। অন্যায় করেছেন সাধু! আমি কি এত অশক্ত?

মুতা। শক্তির ভাণ্ডার আপনি। আপনাকে অশক্ত মনে করলেও যে মহাপাপ জাঁহাপনা!

আজিজ। তবে কেন বৃদ্ধ, রক্ষিস্বরূপে আমার পশ্চাদনুসরণ করেছ?

মুতা। প্রভু আপনি—তিরস্কারে আপনার অধিকার আছে। তবে মন্ত্রী আমি, আপনার অন্যায় কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। আপনি জানেন, আমি প্রভুর জন্য ধর্ম্মত্যাগ করেছি,—এখন যদি প্রভু ত্যাগ করি, তা হ'লে এ দুনিয়ায় কি নিয়ে আমি থাকব সম্রাট? বিশেষতঃ যে প্রভু আমার পরিত্যক্ত ধর্ম্মকে ফিরিয়ে আনবার জন্য সর্ব্বসম্পদ্ ত্যাগ ক'রে চ'লে এসেছেন, আমি তাঁকে পরিত্যাগ করব?

আজিজ। আপনি ধর্ম্মদ্রোহী নন—আপনি ধর্ম্মরক্ষক। আপনার এত প্রভুভক্তি!

মুতা। জাঁহাপনা, আমার অনুরোধ, আপনি এ স্থান পরিত্যাগ ক'রে এখনই চ'লে যান।

আজিজ। কেন?

মুতা। (স্বগত) তাই ত কি ক'রে সে কথা বলি! ঐ সেই পূর্ব্ব-কালিফের বিলাসক্ষেত্র জুম্মাবিবির উদ্যান। শ্রীজানবিবির সহিত তাঁর সে গুপ্ত-প্রেমের কাহিনী ধার্ম্মিক পুত্রের নিকট কি ক'রে ব্যক্ত করি! কিন্তু কালিফের মানরক্ষা করতে হ'লে ওঁকে কিছুতেই ও উদ্যানের দিকে যেতে দেওয়া হবে না। (প্রকাশ্যে) জাঁহাপনা, করযোড়ে প্রার্থনা করছি, এখন কোন কারণ জিজ্ঞাসা করবেন না। গোলামের অনুরোধ রক্ষা করুন, আপনি এইখান থেকেই রাজধানীতে ফিরে যান।

আজিজ। আমি যে পিতৃব্যের এখনও কোনও সন্ধান পাই নি।

মুতা। পেয়েছেন বৈ কি জাঁহাপনা! আপনার এই অপূর্ব্ব ভৃত্যবাৎসল্য কখন কি ঈশ্বরের কাছে উপেক্ষিত হয়? খোদা আপনার শ্রমের পুরস্কার দিয়েছেন।

আজিজ। কোথায় দিয়াছেন—কখন্ দিয়াছেন? হেঁয়ালীর মত কথা কইবেন না। স্পষ্ট বলুন—স্পষ্ট বলুন—কোথায় তাঁকে পেয়েছি।

মুতা। (চারিদিকে চাহিয়া) জাঁহাপনা! (করযোড়ে) তৎপূর্ব্বে এই বৃদ্ধ গোলামকে একবার ধরুন। মহাপাপ ভারে ভারে আমাকে আচ্ছন্ন করেছে। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।

আজিজ (ধরিয়া)। বলুন।

মুতা। দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাদশার ভাই এক হীন কৃষকের ভারবাহক!

আজিজ। ঐ? জেলাল—ভাই! (উদ্যানের দিকে গমনোদ্যোগ।)

মুতা। করেন কি—করেন কি! মান—দুর্জ্জয় মান—আগে দুনিয়ার অজ্ঞাতসারে তাকে দাসের অবস্থা থেকে মুক্ত করুন!

আজিজ। আপনি ঠিক জেনেছেন?

মুতা। যদি ঠিক না হয়, তা হ'লে এই অকর্ম্মণ্য গোলামের স্থান ঐ যুবককে প্রদান করবেন। আপনি আর এখানে এক লহমাও দেরী করবেন না। এই!

(রক্ষীর প্রবেশ)

ঝুড়ি উঠাও।

(রক্ষীর ঝুড়ি উঠাইবার চেষ্টা)

মুতা। বেটা, জাঁহাপনার কাছে আমাকে অপ্রস্তুত করলি! এ ঝুড়িটা তুলতে পারলি নি?

এই ক্ষমতা নিয়ে জাঁহাপনাকে রক্ষা করতে এসেছিস্।

১ম রক্ষী। হুজুরালী! এমন লোক দেখি নি যে, এই ঝুড়িটা একা তুলতে পারে।

মুতা। দেখিস্ নি বেটা, দেখিস্‌নি। (ঝুড়ি ধারণ)

আজিজ। হাঁ হাঁ, দোহাই হুজুর—মারা যাবেন—মারা যাবেন।

মুতা। (ঝুড়ি উত্তোলন করিয়া মস্তকে ধারণপূর্ব্বক) প্রায়শ্চিত্ত—প্রায়শ্চিত্ত—প্রায়শ্চিত্ত! ঈশ্বর! এত কাল পরে মাথার যাতনার উপশম হ'ল। এইবারে আমার বুকের যাতনা নিবারণ কর।

[সকলের প্রস্থান।

——

পঞ্চম দৃশ্য

জুন্মা বিবির উদ্যান।

লিরিয়ান।

লিরি। তাই ত! এমন কঞ্জুষ ডাইনীর খর্পরে পড়েছি যে, না খেয়ে শেষে আমাকে মরতে হ'ল! এত সুন্দর সুপক্ক ফল আমার সুমুখ দিয়ে নিত্য লোকে নিয়ে যাচ্ছে, তার একটা চোখে পর্য্যন্ত পাপিষ্ঠা আমাকে দেখতেও দিলে না! আমার ঘরের পিপীলিকা পর্য্যন্ত যে পূতিগন্ধময় ছক্কারজনক খাদ্য স্পর্শ করে না, পাপিষ্ঠা, বৃদ্ধা নিত্য সেই খাদ্য আমার মুখের কাছে উপস্থিত করছে। আক্ষেপ আর কি করব! আমি বুঝতে পারছি, ঘৃণিতা পিশাচী-মূর্ত্তি নর্ত্তকী অনাহারে আমাকে বশীভূত করবার চেষ্টায় আছে। তাই ত! কি করলুম। দারুণ বিপন্না হয়ে পিতৃশত্রুর পুত্রের আশ্রয় গ্রহণ করলুম, শুধু অপমান, লাঞ্ছনা, উৎপীড়ন-প্রাপ্তিই আমার সার হ'ল। কালিফ! দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বাদশার অহঙ্কার কি আজ আশ্রয়-ভিখারিণী শত্রুকন্যার নিষ্পীড়নেই নিজ প্রতিষ্ঠা রক্ষা করলে!

(জুন্মা বিবির প্রবেশ)

জুন্মা। শাজাদা।

লিরি। পাপিষ্ঠা! আগে আমাকে খাদ্য দে।

জুন্মা। (হাস্য করিয়া) পেটের জ্বালা এইবারে অনুভব হচ্ছে?

লিরি। না খাইয়ে মারিস্ নি দোহাই, আমার প্রাণ অনাহারে কণ্ঠাগত হয়েছে।

জুন্মা। খাদ্য তোমার চারিদিকে স্তূপাকারে সজ্জিত রয়েছে। তুমি না খেলে তার জন্য কি দায়ী আমি? সদুত্তর দাও—উত্তর শেষ না হ'তে হ'তে এখনি সুভোজ্য আহার তোমার সম্মুখে উপস্থিত হবে। সুলতানের দূত এখনও তোমার উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

লিরি। উত্তর ত বহুবার দিয়েছি।

জুন্মা। সে উত্তরের যোগ্য আহারও বহুবার তোমার মুখের কাছে

(ফল হস্তে পরিচারিকার প্রবেশ)

উপস্থিত হয়েছে। এই নাও, সম্মুখে বাদশাকন্যার মুখে তোলবার উপযুক্ত ফল। উত্তর দাও, আমি কাছে বসিয়ে তোমাকে আহার করিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

লিরি। জীবন যায়, সেও স্বীকার, তবু আমি সেই নর্ত্তকীর বংশধরকে এ দেহ স্পর্শ করতে দেব না।

জুন্মা। যা বাঁদী, ফল নিয়ে চ'লে যা।

লিরি। দেখ নর্ত্তকী, বৃদ্ধা ব'লে এখনও তোর সম্মান রাখছি।

জুন্মা। সম্মান তোমায় রাখতে হবে না। শুন দাম্ভিকা, এই বৃদ্ধা নর্ত্তকী হ'তে বরং সমরখন্দের সুলতান-বংশের সম্মান রক্ষা হয়েছে।

লিরি। অনন্তকাল ধ'রে অনেক পুরুষকে যেরূপ জগতের চক্ষে অপূর্ব্ব সম্মান দিয়ে এসেছিস্, এও কি সেই রকম সম্মানদান না কি নর্ত্তকী?

জুন্মা। তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে আসি নি। বল, উত্তর দেবে কি না?

লিরি। উত্তর এক দিন স্বহস্তে দানিয়েলকে দিয়েছি।

জুন্মা। এই বাঁদী, ফল নিয়ে যা।

লিরি। দোহাই—যেও না! আমি ক্ষুধার পীড়নে মৃতপ্রায় হয়েছি।

জুন্মা। ও সব কান্না আমি শুনতে আসি নি। তুমি আমাকে কি তিরস্কার করবে? আমি নিজেই বলছি, আমি হৃদয়-হীনা নর্ত্তকী। চোখের জল ফেলে আমাকে কাতর করবার আশা ক'র না। যদি ফল খেতে চাও, উত্তর দাও।

লিরি। তবে রে পিশাচী, দিবি নি। (ফল গ্রহণের চেষ্টা)

জুম্মা। বটে। কে আছ—এই দাম্ভিকাকে আবদ্ধ কর।

(খোজা প্রহরিগণের প্রবেশ)

আবদ্ধ কর। আমার এই নবাব-বাদশার এক সময়ের আনন্দ-কানন। এখানে এ দাম্ভিকার ঔদ্ধত্য আমার সহ্য হচ্ছে না। ঔদ্ধত্যের অনুযায়ী পরিচ্ছদে এর সর্ব্বাঙ্গ আবৃত কর। (নীল পরিচ্ছদে লিরিয়ানের অঙ্গাবরণ) যাও শাজাদী, এখন এই বাগানের মধ্যে মনের আনন্দে ইচ্ছামত বিচরণ কর। তোমার দম্ভের যোগ্য খাদ্য এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

লিরি। শোন্ পাপিষ্ঠা, আমাকে আয়ত্তে পেয়ে আমার যে লাঞ্ছনা করছিস্, যদি কখন দিন পাই—

জুম্মা। (হাস্য করিয়া) সকলের চেয়ে ভাল দিন পাওয়া ত কালিফের আশ্রয়? তবে শোন শাজাদী। কালিফ তোমার সমরখন্দের প্রাসাদে হয় ত এক দিন প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু এই বৃদ্ধা নর্ত্তকীর এই বাগানে তার অনুমতি বিনা তাঁরও প্রবেশের সামর্থ্য নাই। (প্রস্থানোদ্যোগ) আরও শোন। সাহায্যের প্রার্থনায় যদি ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তার কি ফল হবে, তোমাকে শুনিয়ে রাখি। শুনিয়ে কেন, দেখিয়ে রাখি। দেখ সুলতান-নন্দিনী, ঐ মুণ্ডগুলি দেখতে পাচ্ছ?

লিরি। হা আল্লা, এ কি করেছিস্ সয়তানী?

জুম্মা। এই হতভাগ্যেরা তোমার গান শুনে জ্ঞানহারা হয়ে এ বাগানে প্রবেশ করেছিল। জুম্মাবিবির বাগানে তার বিনানুমতিতে প্রবেশের এই ফল। এখন বুঝে কার্য্য কর। আয় তোরা।

[লিরিয়ান ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

লিরি। আক্ষেপ করবার দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর কেন লিরিয়ান, চোখের জল ফেলিস? তোর হৃদয়-যাতনার উচ্ছ্বাস চোখের তারকা ভেদ ক'রে অন্ধকারে অন্ধকারে সকলের অলক্ষ্যে উত্তপ্ত বুকে আছাড় খাচ্ছে, পড়ছে, শুকিয়ে যাচ্ছে। এই ঘনকৃষ্ণ পরিচ্ছদের আবরণে তুই নিজেও আর আপনাকে দেখতে পাবি না। আর কাঁদিসনি লিরিয়ান, রোদনে ক্ষান্ত দে।

(জেলালের প্রবেশ)

জেলাল। তাই ত! এ কি! এ কি! মানুষ না প্রেত, না প্রেতিনী! এই কি খাই খাই ক'রে এ বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

লিরি। এ কি! এ আবার কোন্ হতভাগ্য মরতে বাগানে প্রবেশ করলে? ম'ল! তীব্র দৃষ্টি নিয়ে নির্দ্দয় প্রহরী বাগানের চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখতে পেলেই হতভাগ্যকে এখনি দুনিয়া ছাড়তে হবে।

(ইঙ্গিতে স্থানত্যাগের আদেশ)

জেলাল। এই বটে—এই বটে! নইলে চ'লে যেতে ইসারা করবে কেন? (অগ্রগমন ও লিরিয়ানের ইঙ্গিতে নিষেধ) আমি শুনেছি। বুঝেছি—সে তুমি। কে তুমি এবং কেন এমন ভাবে তুমি, তা আমি জানি না। জানবার আমার প্রয়োজনও নেই। তুমি কেবল একটিবার বল—তুমিই গান ক'রে ক্ষুধার কাতরতা প্রকাশ করেছ কি না। (লিরিয়ানের ইঙ্গিত) আমার মৃত্যু হবে? এই ভয়ের কথা বলছ? তা হ'ক, সে ভাবনা তুমি ভেব না। তুমি একবার বল—কথা না কও, ইঙ্গিতেই বল—তুমি ক্ষুধার্ত্ত কি না? ক্ষুধার্ত্ত? তা হ'লে এই নাও। আমি তোমারই মতন দুঃখী—না না, তুমি অধিক দুঃখী। আমি খেতে পাই—পেট ভ'রে খেতে পাই—তুমি পাও না। আমি দুনিয়ার মূর্ত্তি দেখতে পাই, তুমি সে অধিকার থেকেও বঞ্চিত। নাও—নাও, না নিলে যাব না। (লিরিয়ানের ইঙ্গিত) মৃত্যু? আসুক। তুমি এই দরিদ্রের উপহার না নিলে আমি তোমারই সুমুখে উচ্চ চীৎকারে মৃত্যুকে ডেকে আনব। নাও—নাও—না, মাটীতে রাখব না। অন্ততঃ এই ফল থেকে একটা নিয়ে আহার কর। বুঝবো, তোমার জীবন রক্ষা হ'ল। বুঝবো, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ক'রে এই যে কাঁটার বেড়া পার হয়ে এসেছি, তা আমার সার্থক হয়েছে। (লিরিয়ানের ফলগ্রহণ) খোদা! আজ আমার জীবনের সমস্ত আক্ষেপ মিটে গেল।

(নেপথ্যে জুম্মা) বাঁদী! দাম্ভিকাকে এইবারে তার যোগ্য খাবার দিয়ে আয়।

লিরি। (ইঙ্গিতে জেলালকে স্থানত্যাগের আদেশ করিল)

জেলাল। না, আর থাকব না—আমার মনো-রথ-পূর্ণ হয়েছে।

[অভিবাদন ও প্রস্থান।

সিরি। তাই ত। হে অজ্ঞাতকুলশীল কৃষক-বেশী বান্ধব! তুমি কোথা থেকে এলে? দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ শক্তিমান্ সম্রাট! যার অভাগ্য রুদ্ধ গৃহদ্বারের কবাট ভাঙতে প্রতিশ্রুত হয়েও আজও পর্য্যন্ত স্পর্শ করতে পারলে না, তুমি কোথা থেকে কেমন ক'রে এক মুহূর্ত্তে তার হৃদয় দ্বারে করুণার মৃদুকরস্পর্শে এ শতধা-ভগ্ন-হৃদয়ে শিহরণ ঢেলে চ'লে গেলে। হে অজ্ঞাতকুলশীল কৃষকবেশী মৃত্যুঞ্জয়ী বান্ধব! তুমি শুধু আমার জীবন রাখলে না। অভিমানী রাজার অভিমানিনী নন্দিনীর দম্ভও তুমি আজ বজায় রেখে চ'লে গেলে। অপবিত্র নর্ত্তকী-দত্ত অন্ন আজও পর্য্যন্ত স্পর্শ করি নি। আজ না ছুঁয়ে থাকতে পারতুম না। স্বর্গ থেকে মূর্ত্তিধরা-করুণা নেমে এসেছে। কৃষক! কথা কইতে পারলুম না—আর যদি কখন দেখা হয়, কইতে পারব কি না, জানি না। এই নতজানু সুলতান দুহিতার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ কর।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মাস্দের গৃহ-প্রাঙ্গণ।

মাসুদী ও তাহার পুত্র-কন্যাদি।

মাসুদী। আজ তোমাকে পেলে তোমার হাড় আর মাস যদি এক না করি, তা হ'লে আমার নাম মাসুদীই নয়। যা যা, খুঁজে আন্, যেখানে সয়তানকে দেখতে পাবি, গলায় রস্সুরী দিয়ে টেনে আন্বি।

[পুত্রগণের প্রস্থান।

আজ আর তার কোন কথা শুনিস্ নি। এক বিন্দু দয়া দেখাস নি। ম'রে যায় যাক, এমন বদ্-মায়েস্ গোলামকে আর রাখছি নি। (নেপথ্যে কোলাহল) হাঁ হাঁ, ঠিক হয়েছে, ধ'রে আন্।

(জেলালকে ধৃত করিয়া পুত্রগণের প্রবেশ)

সকলে। মারো, কাটো, টুক্‌রো টুক্‌রো কর।

(ইত্যাদি কোলাহল)

জলাল। আমাকে কথা কইতে দাও—কথা কইতে দাও।

(মাস্দের প্রবেশ)

মাস্দ। কি হয়েছে, কি হয়েছে?

মাসুদী। কি তোমায় মাথা-মুণ্ডু বলবো, পাড়ায় গিয়ে জেনে এস, কি আমাদের ক্ষতি করেছে। ফলের বোঝা মাথায় ক'রে সয়তানকে আজ হাটে পাঠিয়েছিলুম জান? অত ফল আর কোন দিন দিই নি। সেই সমস্ত ফল রাস্তায় ছড়াছড়ি করেছে। সেই ভাল ভাল আঙ্গুর, ডেবডেবে আখরোট, ডালার মত আনার, বেদানা, খোবানী, পেস্তা সব—সব—পাড়ার সমস্ত লোক বল্‌ছে। তারা সব হাটে বেচা-কেনা ক'রে ফিরে এলো। ওকে কোথায়ও দেখতে পায় নি।

মাস্দ। বটে?

মাসুদী। ঝুড়ি পর্য্যন্ত লোপাট। পথময় ফল ছড়াছড়ি। সব ছোঁড়াছুঁড়ীরে দু'পাঁচটা ক'রে কুড়িয়ে এনেছে।

জেলাল। না না (সকলে চোপ চোপ ইত্যাদি ও প্রহার) দোহাই, আমাকে বলতে দাও।

মাস্দ। হাঁ হাঁ, মার কেন, গরীবের ছেলেকে মার কেন? অন্যায় ক'রে থাকে, থলের ভেতর পূরে মুখ বন্ধ ক'রে জলে ফেলে দাও।

জেলাল। আহা হা। কর্ত্তার কি দয়া! কিন্তু দয়াময়! তা করলে যে (গেঁজে হইতে টাকা বাহির করিয়া) এ কটাও সঙ্গে সঙ্গে জলে প'ড়ে যাবে।

মাস্দ। ওকি ফলের দাম?

জেলাল। হুঁ উ-উ—ব্যস, একটু সামলে নি।

মাস্দ। ফল বেচেছিস্?

মাসুদী। আঃ হতভাগা, তাই আগে বল্‌লি নি কেন? আর তোদেরও ধিক্। কি বলে—আগে শুন্‌তে হয়, না শুনেই হৈ-চৈ ক'রে মর্‌ছে।

সকলে। তাই ত রে, বেচে এসেছিস্ যে! কাজটা ত অন্যায় হয়ে গেছে।

মাস্দ। ক'টাকা—দুই? বাবা! তোরা অতি পাজী, বিনা অপরাধে ছোঁড়াটাকে মারলি। আমার আসবার পর্য্যন্ত দেরী তোদের সইলো

না ? উঠে আয় জেলাল, উঠে আয়। আবার কি, তিন টাকা !

সকলে। তাই ত। এ আবার টাকা বার করে যে রে! এ যে ভারী দাঁওয়ে বিক্রী করেছে দেখছি।

মাসুদী। তাই ত! জেলাল! একবার মুখ থেকে এ কথাটা বার করনি কেন যে, বেচে এসেছি!

জেলাল। আগে কি কথা কইতে দিলে গিন্নি? বাড়ীতে ঢুকতে না ঢুকতেই ছেলে-পুলে, নাতি-নাতনীতে ঘাড়ে প'ড়ে ঠ্যাঙ্গাতে সুরু করলে, কথা বলি কখন্?

মাসুদ। ও কি! আবার টাকা! চার? কোথায় বেচলি, কাকে বেচলি, আবার—আবার ও কি?

জেলাল। দেখ না। চোখের কাছে নিয়ে দেখ—গিন্নি, দেখুন, বাবা সাহেবেরা দেখুন।

মাসুদ। তাই ত! এ যে মোহর! কোথায় পেলি জেলাল? আমার সন্দেহ হচ্ছে, চুরি করেছিস্ না কি?

জেলাল। না না, বেচেছি, বেচেছি। যে দাম দিয়েছে, সে তোমাকে দেখ্‌তে পেলে আর দু-পাঁচটা মোহর বক্‌সিস দিতো! আমার মুখে তোমার গিন্নীর আর সব ছেলে-মেয়ে-নাতি-নাতনীদের দয়ার কথা শুনে সে একেবারে গ'লে গেছে।

মাসুদী। এখনও আছে?

জেলাল। থাকতে পারে।

মাসুদী। তবে দাঁড়িয়ে রয়েছিস্ কেন মিন্‌ষে, যা না। যদি বকসিস্ দেয় ত নিয়ে আয় না।

মাসুদ। কমবখতি! এখনও তোর মোহের ঘোর ভাঙ্গল না? নির্দ্দোষকে সকলে প'ড়ে চোরের মার মারলি। একটুও মনে আঁচড় লাগলো না! বখসিসের কথা শুনে সব ভুলে গেলি। কোথায় যাব? বুঝতে পারছিস্ না, এই এক টাকার মালে যে বিশ টাকা দিয়েছে, সে কি তোর ফলের বাহার দেখে দিয়েছে? এই নিরপরাধকে তোরা বিশ বৎসর ধ'রে যে যন্ত্রণা দিয়েছিস্. সেই সব অত্যাচার এর চোখের ভেতর দিয়ে কোন মেহেরবানের চোখকে দরখাস্ত করেছে। আজ তোদের পাপের ভরা পূর্ণ। যা, এখান থেকে সব দূর হ, নইলে মরবি।

[মাসুদ ও জেলাল ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জেলাল!

জেলাল। হুজুর!

মাসুদ। তোমার উপর এরা কি আজ বড় অত্যাচার করেছে?

জেলাল। কেন হুজুর, আজ এ কথা জিজ্ঞাসা ক'রছ?

মাসুদ। না জেলাল, আমাকে তুমি হুজুর ব'লো না। তুমি আমার ক্রীতদাস নও।

জেলাল। তবে?

মাসুদ। তোমার কি কিছু মনে আছে?

জেলাল। আছে, এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আমাকে এখানে রেখে গিয়েছিল।

মাসুদ। সে তোমাকে এখানে গচ্ছিত রেখে গিয়েছিল, আমি কিন্‌তে চেয়েছিলুম, সে বেচে নি।

জেলাল। সে ত আমায় কিনেছিল।

মাসুদ। সে ম'রে গেছে। যাবার সময় সে ব'লে গিয়েছিল, তোমার দ্বারা এক দিন না এক দিন আমি লাভবান্ হব।

জেলাল। কৈ, লাভবান্ ত হও নি?

মাসুদ। আজ হয়েছি। তোমার পূর্ব্ব-জীবন কিছু জান?

জেলাল। ক্ষীণ স্মৃতি।

মাসুদ। আজ লাভবান্ হয়েছি। অতি নিষ্ঠুর সংসারের মালিক আমি। তারা তোমার উপর বড়ই অত্যাচার করেছে, আমিও ক'রেছি, অথবা তারা আমাকে দিয়ে জোর ক'রে অত্যাচার করিয়েছে। অশক্ত গৃহস্বামীর যা দুরবস্থা। পুত্র-পৌত্র পরিবারের অধীন হয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কাজ আমাকে করতে হ'য়েছে! আজ সেই কর্ম্মফল পেকেছে, মাটীতে পড়্‌বার উদ্যোগ করছে। জেলাল! এ কাজিফের রাজ্য, তোমার উপর অত্যাচারের কথা তাঁর কানে উঠলে কোন্‌কালে জাহান্নমে যেতুম! আমি গাঁয়ের মোড়ল। এই জন্য এ কথা কালকের রাত্রি পর্য্যন্ত গ্রামের বাইরে যায় নি। আজ গেছে। ফল—মৃত্যু! জেলাল, মৃত্যুই আমার লাভ।

জেলাল। না, না বৃদ্ধ! কোন ভয় নেই। তোমাদের এ অত্যাচার নয়, করুণা। এই অত্যাচারের ফলেই আমি সেই মহাপুরুষের দর্শন পেয়েছি, জীবনে প্রথম শান্তিলাভ করেছি।

মাসুদ। ঐ কে আসছে, তুমি শীঘ্র ঘরে যাও। তোমার এ অবস্থায় কেউ দেখলে আমার বড়ই বিপদ হবে।

[জেলালের প্রস্থান।

(মুতাজেদের প্রবেশ)

মুতাজেদ। তোমারই নাম মাসুদ মিয়া?

মাসুদ। হুজুর! আপনি কে?

মুতা। সে পরে জানতে পারবে।

মাসুদ। গোলামের ঐ নাম।

মুতা। তুমিই গাঁয়ের মোড়ল?

মাসুদ। আজ্ঞে হুজুরালী!

মুতাজেদ। তোমায় মোড়লী দিয়েছে কে?

মাসুদ। সাহান-শা বাদশার লড়াইয়ের গোলামীতে এই মোড়লী পেয়েছি।

মুতা। তুমি যুদ্ধ কখনও করেছিলে?

মাসুদ। করেছিলাম হুজুরালী।

মুতাজেদ। বিশ্বাস হয় না।

মাসুদ। আজ্ঞে জনাবালি, লড়াই এখনও করছি। তবে দুষমনের সঙ্গে লড়ায়ে কখন হেরেছি, কখন জিতেছি। সংসারে আপনার জনের সঙ্গে লড়ায়ে কেবল হেরে মরছি।

মুতাজেদ। তা হ'লে আমার কথা বুঝতে পেরেছ?

মসুদ। পেরেছি। আজ আপনি আমার নির্দ্দয় ব্যবহারের শাস্তি দিতে এসেছেন।

মুতাজেদ। কেমন ক'রে বুঝ্‌লে?

মাসুদ। মন বলছে। আজ আমার অত্যাচারের চরম হয়েছে।

মুতাজেদ। ওরে, ফলের ঝুড়ি নিয়ে আয়।

মাসুদ। আর আন্‌তে হবে না খোদাবন্দ, আমাকে শাস্তি দিন।

মুতা। শাস্তি দিতে হ'লে শুধু তোমাকে দিলে হবে না। তোমার যে যেখানে আছে, তাদের দিতে হবে। তার পর গ্রামকে দিতে হবে। তার পর দেশের শাসনকর্ত্তাকে দিতে হবে। এত কাল ধ'রে এক জন নিরীহ যুবকের উপর এত অত্যাচার! এ কেউ দেখে একটা কথা কয় নি। গোলাম ব'লে কি সে মানুষ নয়?

মাসুদ। না খোদাবন্দ, গচ্ছিত।

মুতা। তা হ'লে তোমার আর মাপ নেই। এই—

(প্রহরিগণের প্রবেশ)

এই দুরাত্মাকে বন্দী কর। (মাসুদকে বন্ধনোদ্যোগ)

(নেপথ্যে করুণ কোলাহল)

ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, ও বাবা, এত চীৎকার। বেটাবেটীদের অত্যাচার যেমন, চীৎকার ততোধিক। যা, ছেড়ে চ'লে যা!

[প্রহরিগণের প্রস্থান।

মাসুদমিয়া, তুমি মহান কালিফের মহত্ত্ব ক্ষুণ্ণ করেছ। তোমাকে, তোমার পরিবারবর্গকে, এমন কি তোমার গ্রামকে পর্য্যন্ত শাস্তি দেওয়াই আমার কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু দিলুম না। কেন দিলুম না জান? তোমাদের শাস্তি দিলে জগদ্বাসী এ অত্যাচারের কথা জান্‌তে পারবে। কালিফের দুর্নাম হবে। তাঁর প্রজাদের মধ্যে আর কেউ আচরণে এরূপ নীচতা দেখায় নি। কেবল তুমি দেখিয়েছ, সেই জন্য তোমাকে একবার ভাল হবার অবকাশ দিলুম। তুমি যুবককে মুক্ত কর।

মাসুদ। আজ থেকে সে মুক্ত হ'লো খোদাবন্দ। জেলালুদ্দীন!

(জেলালের প্রবেশ)

আজ থেকে তুমি মুক্ত।

জেলাল। কি বৃদ্ধ! তুমি কি আমাকে মুক্তি দিতে এসেছ?

মুতাজেদ। আপনার মুক্তি আপনারই হাতে, আমি দেব কেন মিয়া সাহেব?

জেলাল। কৈ, আমি ত এখনও নিজেকে মুক্ত করতে পারি নি।

মাসুদ। না না, তুমি মুক্ত, তুমি মুক্ত। জেলালুদ্দীন! আর তোমার আমাদের সঙ্গে কোন বন্ধন নেই।

জেলাল। না না, আমি মুক্ত নই, আমি মুক্ত নই। জেলালুদ্দীন আজও তার প্রভুর করুণার বন্ধন ছিঁড়তে পারে নি।

মুতাজেদ। এ আপনি কি বলছেন মিয়া?

জেলাল। আমি ঠিক বল্‌ছি। আমি তোমাকে কখন দেখে নি। তুমি মাঝখান থেকে এসে আমাকে মুক্ত করবার কে?

মুতাজেদ। এরা আপনার উপর বড় অত্যাচার করছে, তাই শুনে আপনার বন্ধু আমাকে এদের কাছে আপনার মুক্তির জন্য পাঠিয়েছেন।

জেলাল। কি হুজুর!

মাসুদ। আমি আর তোমার হুজুর নই। দোহাই জেলালুদ্দীন, ও কথা আর মুখে উচ্চারণ ক'রো না।

জেলাল। আমাকে কি তুমি পরিত্যাগ করতে চাও?

মাসুদ। তোমাকে আটকে রাখতে আর আমার অধিকার নেই।

জেলাল। এতকাল তোমার ঘরে যে প্রতিপালিত হলুম। এতটুকু বালক থেকে এই যে তোমরা আমাকে এত বড় ক'রে তুললে—তোমরা মেরে ফেললে আজ আমাকে কে উদ্ধার করতে আসতো? সে ঋণ শোধ না হ'লে আমি কেমন ক'রে মুক্ত হব?

মুতাজেদ। আমি দিচ্ছি, আমি দিচ্ছি, কত টাকা দিতে হবে, বলুন, আমি দিচ্ছি।

জেলাল। বেশ, সহস্র স্বর্ণমুদ্রা যদি এই বৃদ্ধকে দিতে পার, তবেই বুঝব, বৃদ্ধের কাছ থেকে আমি মুক্ত।

মুতাজেদ। এখুনি দেব, এখুনি দেব, ওরে! এক থলে!

মাসুদ। জেলালুদ্দীন! কে তুমি? ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিস্বরূপ শত অত্যাচার সহ্য ক'রেও কে তুমি আমার ঘরে লুকিয়ে ছিলে? তাই ত! এক দিনের জন্যও ত আমরা কেউ তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করি নি।

(মুদ্রার থলি লইয়া অনুচরের পুনঃ প্রবেশ)

ফিরিয়ে নিয়ে যাও, ফিরিয়ে নিয়ে যাও, আমি চাই না। জেলাল, আমাকে ক্ষমা কর—আমাকে ক্ষমা কর। তোমার মুক্তি হ'লো, কিন্তু তুমি ক্ষমা না করলে এ নরাধমের মুক্তি নেই, তার বংশের কারও মুক্তি নেই। ওরে চ'লে আয়, চ'লে আয়—

(মাসুদী ও পুত্র-কন্যাদির প্রবেশ)

ক্ষমা, জেলালের কাছে ক্ষমা চা, হাঁটু গেড়ে, নইলে তোদের মুক্তি নেই, মুক্তি নেই।

সকলে। জেলাল! আমাদের ক্ষমা কর।

জেলাল। করুণা—করুণা—তোমাদের করুণা! তোমরা আমাকে ক্ষমা কর। বৃদ্ধ! এতক্ষণে আমি মুক্ত হলুম। তুমি ফিরে যাও। গিয়ে বন্ধুকে অভিবাদন দাও।

[পুত্র, পৌত্র ও মাসুদীর প্রস্থান।

মুতা। সে কি জনাবালি, আপনি আমার সঙ্গে চলুন।

জেলাল। তোমার সঙ্গে কোথায়? মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত স্মৃতি অনন্ত বিষাদ উপঢৌকন নিয়ে আমার সম্মুখে উপস্থিত। মাসুদ মিয়া! সত্য বলছি, তোমাদের পীড়ন আমাকে সব ভুলিয়ে বড় সুখে রেখেছিল। মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সব জেগে উঠল! যাও বৃদ্ধ! বন্ধুর কাছে ফিরে যাও—আমার অভিবাদন দাও। দিয়ে বল, আমি আমার চেয়েও এক জন দুঃখীর সন্ধান পেয়েছি। যত দিন না তাকে মুক্ত করতে পারছি, তত দিন আমার এ মুক্তি মুক্তি নয়, দৃঢ়তর বন্ধন। তবে আসি মিয়া, সেলাম।

মুতা। কোথায় যান—কোথায় যান—হুজুরালী!

জেলা। পথরোধ ক'র না বৃদ্ধ! আমার এই কথা তাকে বল, বল্লেই বন্ধু বুঝতে পারবে। পথরোধ ক'র না—পথরোধ ক'র না; সেলাম—সেলাম—সেলাম!

[সকলকে অভিবাদন ও প্রস্থান।

মুতা। এ কি হ'ল—এ কি হ'ল! অনুসরণ কর—অনুসরণ কর। ছুটে যা, ছুটে যা।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ইস্তাম্বুল—নগর-প্রান্তস্থ গৃহ।

মমিন খাঁ।

মমিন। যাক্—ফাঁড়া কেটে গেছে। আমার ইস্তাম্বুলে প্রবেশ সহরবাসী কেউ জান্‌তে পারে নি। সমরখন্দ থেকে একটা তুচ্ছ পাল্‌কীর ভেতরে দীনার বেশে তাদের ভবিষ্যৎ রাজ্যেশ্বরীকে নিয়ে এসেছি, এ যদি তারা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারত, তা হ'লে এত দিনে প্রচণ্ড কোলাহলে নগর পূর্ণ হয়ে যেতো।

কিন্তু কি করব ? এখনও যে মনকে বুঝিয়ে উঠতে পারছি না। দীন আল্ আমীনের কন্যার সৌভাগ্য-চিন্তায় আমি আত্মহারা হয়েছি। জীবনে যে কার্য্য মনে আন্‌তেও আমার ঘৃণাবোধ হয়েছে, আমি এই বৃদ্ধবয়সে সাধু আল্ আমানের কাছে সৎশিক্ষা পেয়েও তারই কন্যার জন্য সেই প্রতারণা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছি। সে সাধু ত জানে না। জান্‌লে ত এ কার্য্যে সুখী হবে না। প্রতারণা কেন ? এই অপূর্ব্ব রূপের জন্য প্রতারণার প্রয়োজন কি ? সরলভাবে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ ক'রে কালিফকে যদি এ রূপ দেখাই, তা হ'লে কালিফ কি আমীরণকে পত্নী ব'লে গ্রহণ করবেন না ? যদি না করেন, দরিদ্র, অজ্ঞাত-কুলশীলের কন্যা ব'লে অবজ্ঞার সহিত মুখ ফিরিয়ে চ'লে যান ? তাই ত আমীরণ, তোর মায়াতে যে আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লুম।

(আমীরণের প্রবেশ)

আমী। আর কত দিন এখানে থাকবেন জনাবালি ?

মমিন। কেন মা। তোমার কি কোনও কষ্ট হচ্ছে ?

আমী। এ রকম গোপনভাবে থাক্‌বার প্রয়োজন কি ? ইস্তাম্বুলে ত এসেছি ?

মমিন। থাকবার কিছু প্রয়োজন আছে।

আমী। কি প্রয়োজন ?

মমিন। আমি কালিফের ইস্তাম্বুলে প্রত্যা-গমন প্রতীক্ষায় ব'সে আছি।

আমী। কালিফ কোথায় ?

মমিন। কোথায়, তা জানি না। সহরের লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখেছি, তারাও জানে না।

আমী। তা হ'লে কালিফ কবে ফিরবেন, তাও কেউ বলতে পারে না ?

মমিন। বেশী দিন কি রাজ্যেশ্বরের রাজধানী ছেড়ে থাকা চলে ?

আমী। ছ'মাস যদি তিনি না ফেরেন, তা হ'লেও কি এই অবস্থায় আমায় থাকতে হবে ?

মমিন। আমার তাই ইচ্ছা।

আমী। কেন ?

মমিন। এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা ক'র না।

আমী। কেন জিজ্ঞাসা করব না জনাবালি ?

মমিন। দোহাই মা, জিজ্ঞাসা ক'র না। আমি কালিফের সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হয়ে বেড়াচ্ছি।

আমী। বেশ, আমি এখন কি করব, আদেশ করুন।

মমিন। মা, দেখতে পাচ্ছ, সহরের এক প্রান্তে নির্জ্জন উদ্যানে আশ্রয় গ্রহণ করেছি। অনুচর-বর্গকেও দূরে রেখেছি, পাছে তোমাকে কেউ দেখে। যত দূর সাধ্য গোপনে থাকাই তোমার পক্ষে এখন মঙ্গলজনক।

[উভয়ের প্রস্থান।

(আমজেদের প্রবেশ)

আম। কি সর্দ্দার, গরীব একবার দেখে চক্ষু সার্থক করবে, তাও তাকে করতে দেবে না। লুকিয়ে লুকিয়ে গরীবকে ফাঁকি দিয়ে চ'লে এসেছ! কৈ গা কোথায় তুমি, কোথায় তুমি। বা! বা! তুমিও আমাকে লুকিয়ে ?

(মমিন খাঁর সহিত আমীরণের প্রবেশ)

না! এ কি! কে তুমি ?

মমিন। প্রশ্ন ক'র না, বালিকাকে প্রশ্ন ক'র না সর্দ্দার।

আম। অ্যাঁ, এ কি, মমিন খাঁ!

মমিন। যদি মর্য্যাদা রাখতে চাও, তা হ'লে আর একটিও কথা কয়ো না। যদি জানতে চাও, তা হ'লে সমরখন্দে ফিরে যাও। সেখানে রাজাকে প্রশ্ন কর। রাণীকে প্রশ্ন কর।

আম। হা আল্লা, এ কি হ'ল। এ কি সর্ব্বনাশ হ'ল।

[প্রস্থান।

আমী। ব্যাপার কি জনাবালি ? ও আমাকে দেখে অমন ক'রে শিউরে উঠল কেন ?

মমিন। ব্যাপার বলবার এইবারে সময় হয়েছে। আর রহস্য গোপন থাকবে না। চঞ্চল হ'ও না, স্থির হয়ে শোন আমীরণ। আমি বুঝতে পাচ্ছি না, কালিফ তোমাকে গ্রহণ করবেন কি প্রত্যাখ্যান করবেন।

আমী। প্রত্যাখ্যান করবেন কেন ? এরা তো আমাকে রাণী করব ব'লে আবাহন ক'রে এনেছে।

মমিন। তোমাকে আবাহন করে নি।

আমী। আবাহন করেছে কাকে জনাবালি?

মমিন। তোমাকে রাজনন্দিনী জ্ঞানে আবাহন করেছে।

আমী। নইলে কর্‌ত না?

মমিন। সন্দেহ।

আমী। আমি আপনার কথা বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

মমিন। সম্রাট, সুলতানের পরমাসুন্দরী ভ্রাতুষ্পুত্রী লিরিয়ান বেগমের পাণি প্রার্থনা ক'রে সমরখন্দে দূত পাঠিয়েছিলেন।

আমী। সুলতান লিরিয়ান বেগমের পরিবর্ত্তে আমাকে পাঠিয়েছেন?

মমিন। বুঝতে পেরেছ? শাজাদীকে তোমার মত ইস্তাম্বুলে পাঠালে সুলতানকে বাদশার কাছে মাথা হেঁট কর্‌তে হয়। সুলতান স্বাধীন নরপতি।

আমী। তাই এই প্রতারণা?

মমিন। কিন্তু আমি তা করতে পারি নি। তোমাকে শাজাদী ব'লে বাদশার হারেমে পাঠাতে পারি নি।

আমী। কিন্তু এত দূরে ত এসেছেন?

মমিন। তোমাকে বড় স্নেহ করি ব'লে এসেছিলুম। তোমাকে জগদীশ্বরী দেখবার লোভে এসেছিলুম।

আমী। এখন?

মমিন। সাধু-কন্যা! এখানে এসে আমি প্রতারণা-কার্য্যে অশক্ত হয়েছি। তাই তোমাকে এত গোপনে রেখেছিলুম। ইচ্ছা ছিল, কালিফ এলে তাঁকে সমস্ত ইতিহাস শোনাবো; শুনে যদি তিনি তোমাকে মহিষীরূপে গ্রহণ কর্‌তে চান, তখন তোমাকে দেখাব।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। হুজুরালী! জাহাপনার প্রাসাদ থেকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এক জন ওমরাও এসেছেন।

মমিন। তাঁকে সেলাম দিয়ে বৈঠকখানায় আসন দাও।

[প্রহরীর প্রস্থান।

তা'ই ত মা, গোপন যে রইল না! কালিফ ফিরে আসবার অপেক্ষা সইল না! কোন সংবাদ না দিয়ে সহসা এখানে ওমরাওয়ের আগমনের উদ্দেশ্য আমি ভাল বোধ কচ্ছি না।

আমী। আপনি ওমরাওয়ের সঙ্গে দেখা করুন।

মমিন। তার পর?

আমী। তার পর, আমি কি বলব? কেবল একটা কথা ব'লে যান।

মমিন। বল।

আমী। রূপে আমি শ্রেষ্ঠ, না সুলতান-নন্দিনী শ্রেষ্ঠ?

মমিন। রুচিভেদে দৃষ্টিভেদ। আমার চোখে সুলতান-নন্দিনীর রূপ তোমার চেয়ে কেমন ক'রে ভাল হবে মা?

আমী। ওমরাওয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন।

মমিন। তুমি এখন কি করবে মা?

আমী। এসে এ কথা জিজ্ঞাসা করলেই ভাল হয় জনাবালি।

[মমিনের প্রস্থান।

বড় প্রলোভন—বড় প্রলোভন। ভিখারীর কন্যা কালিফের গৃহিণী হবে, দুর্দ্দমনীয় প্রলোভন! কিন্তু প্রতারণা ক'রে আমাকে এই বিপুল প্রলোভনের সামগ্রী গ্রহণ করতে হবে? তা হ'লে ধিক্ আমাকে! আমার দরিদ্র পিতার মহত্ত্বের কাছে রাজা? যে মহানুভবের কন্যা আমি, আমার ভাগ্যের তুলনায় সুলতান-নন্দিনী! আল্ আমীনের পায়ের ধুলায় শত রাজ্যের কলেবর প্রস্তুত হয়। দূর হ প্রলোভন—দূর হ। যাও সাধু মমিন খাঁ! আমার মমতায় তুমি যে এই বয়সের শেষে কালিফের রাজ্যে প্রতারক ব'লে পরিচিত হবে, প্রাণান্তেও তা হ'তে দেব না। আমি চল্লুম—ফিরে এসে আর তুমি আমাকে দেখতে পাবে না। কিন্তু কোথায় ইস্তাম্বুল, আর কোথায় হাজার ক্রোশ দূরে আমার পিতার পর্ণকুটীর। তবু যাব—তবু যাব। স্মরণে চরণ অবশ হচ্ছে! পিতা, পিতা! তোমার সারা দিবা-রজনীর ঈশ্বর-স্মরণ আমাকে পথে পথে রক্ষা করুক। অন্ধকে যে পথের সন্ধান দেয়, হে অজ্ঞাত অদৃশ্য শক্তি—সেই তুমি—হস্তরূপে এ অন্ধ বালিকার হস্ত ধারণ কর।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

নগর-প্রান্তস্থ গৃহের বহির্ব্বাটী।

আব্বাস, হামিদা ও আমজেদ।

হামিদা। একটু ধীরে বল, ব্যাকুল হও না—ব্যাকুল হও না।

আম। আর ব্যাকুল হও না। যা বাঁদী, সম্মুখ থেকে স'রে যা। তোকে দেখছি, আর রাগে আমার সর্ব্বশরীর জ্ব'লে উঠছে। আবার হাজার ক্রোশ—আর কি যেতে পারবো? লিরিয়ান! এই বার্দ্ধক্যের শিথিল অঙ্গগ্রন্থি—আর কি আমি সমরখন্দে গিয়ে তোর উদ্ধার করতে পারব? আমাকে সুলতান সন্দেহ করেছিল, গ্রেপ্তার করতে ফৌজের দল পাঠিয়েছিল। লিরিয়ান! তোকে সুখী দেখবার লোভে আমি যে কাপুরুষের মত, চোরের মত পালিয়ে এসেছি!

হামিদা। তুমি কি নিজের চোখে দেখে এলে?

আম। হুঁসিয়ার বাঁদী, কথা ক'স নি। তুই-ই সর্ব্বনাশ করেছিস্। তুই যদি না দেখতে চাইতিস্, আমি দেখতুম। তা হ'লে পাষণ্ডেরা আর প্রতারণা করতে পারত না। স'রে যা বাঁদী, স'রে যা। তোর দৃষ্টিকে ধিক্! যে কালিফ তোকে দেখতে পাঠিয়েছিল, তাকেও ধিক্! তোর অহঙ্কার কালিফের মাথা একটা নাচওয়ালীর ভাইয়ের কাছে হেঁট ক'রে দিয়েছে। হায় লিরিয়ান, তোকে উদ্ধার করতে তোর পিতৃশত্রুর শরণাপন্ন হয়েছিলুম। তার ফলে শুধু অপমানই আমার সার হ'ল। লিরিয়ান! লিরিয়ান!

[প্রস্থান।

আব্বাস। তাই ত! এ কি ক'রে এলুম মা।

হামিদা। হুঁসিয়ার সর্দ্দার! যদি এ দৃষ্টির দম্ভ ভেঙ্গে যায়, তা হ'লে আমি বাঁদী—চিরবাঁদী! আর আমাকে রাজমাতা ব'লে সম্বোধন ক'র না।

(মমিন খাঁর প্রবেশ)

মমিন। আদাব জনাবালি! এ দরিদ্র বৃদ্ধের আবাসে কি উদ্দেশ্যে পদার্পণ করেছেন? আমি সঙ্গোপনে নগরমধ্যে প্রবেশ করেছি। সুলতানের ঐশ্বর্য্যের তুচ্ছ চিহ্নও সঙ্গে আনি নি। ওমরাওয়ের অযোগ্য গৃহে বাস করছি। এমন অবস্থায় আপনি কালিফের ঘরের বাঁদীকে নিয়ে আমার এখানে প্রবেশ ক'রে কি কাজ ভাল করেছেন?

হামিদা। জনাবালি! আপনার প্রভুর রাজ্যে কি অতিথির সৎকার নেই?

মমিন। সে কৈফিয়ৎ তোকে কি দেব, বাঁদী!

হামিদা। ক্রোধে নিজের অবস্থা ভুলে যাচ্ছেন। জনাবালি, আমি এখন বাঁদী নই—অতিথি। যদি ধার্ম্মিক মুসলমান ব'লে আপনার সামান্যমাত্রও গর্ব্ব থাকে, তা হ'লে আমি এখন আপনার শ্রদ্ধার বস্তু। যখন আতিথ্যে পরিতুষ্ট হয়ে আশীর্ব্বাদান্তে আমি পথে দাঁড়াব, তখন আপনি আমাকে যোগ্য অভিধানে সম্বোধন করবেন। এখন নয়।

মমিন। (স্বগত) এ কি বাঁদীর কথা! (প্রকাশ্যে) মাফ কর বিবি-সাহেব! সত্যসত্যই যদি অতিথি-মূর্ত্তিতেই এ দরিদ্রের আবাসে পদার্পণ ক'রে থাক, তা হ'লে এখানে ক্ষণেকের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ কর।

হামিদা। আমার সহচর ওমরাও এখানে বিশ্রাম গ্রহণ করুন। আমি রমণী, আমার স্থান—আপনার অন্তঃপুরে।

মমিন। মাফ কর বিবি-সাহেব, সেটি পারব না, অথবা পারলেও তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হ'তে দেব না।

হামিদা। জনাবালি! ভিক্ষা, একটিবার দেখব।

মমিন। দেখাবো বলেই ত এনেছি বিবি-সাহেব!

আব্বাস। তবে দেখাতে আপত্তি করছেন কেন?

মমিন। সর্দ্দার! অনেক প্রশ্নের উত্তর নিজে নিজে ক'রে নিতে হয়। জোর ক'রে সব উত্তর অন্যের কাছে পাওয়া যায় না।

আব্বাস। আমি আপনার আচরণের মর্ম্ম কিছু বুঝতে পারছি না। বুঝতে পারিছি না, আমাদের ভবিষ্যৎ রাজ্যেশ্বরীকে সঙ্গে এনে এমন দীন-গৃহে চোরের মতন লুকিয়ে রয়েছেন কেন। এসে সমস্ত তুর্কীজাতির অপমান কচ্ছেন—তা জানেন?

মমিন। ক'রে থাকি, আমি আমার মনিবের কাছে তার কৈফিয়ৎ দেব। সর্দ্দার! আমারও প্রভু স্বাধীন সুলতান। মান-অপমান নিয়ে এর পরে যদি প্রশ্ন ওঠে, সে সম্বন্ধে উত্তর-প্রত্যুত্তর কালিফ আর সুলতানের মধ্যে হবে। তাতে আপনার আমার বিভীষিকা প্রকাশের কোনও প্রয়োজন নেই।

হামিদা। আপনি বালিকাকে নিয়ে সঙ্গোপনে অবস্থান করছেন কেন, আমি বুঝেছি। বাঁদীকে বলতে হুকুম হবে জনাবালি ?

মমিন। বল।

হামিদা। আপনি কালিফের প্রতীক্ষায় ব'সে আছেন।

মমিন। বিবি-সাহেব! তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করি।

হামিদা। কেন ব'সে আছেন বলব ?

মমিন। তোমার কথার ভাবে বুঝ্‌তে পারছি, তুমি বলতে পারবে।

হামিদা। কালিফ রাজধানীতে এলে আপনি গোপনে তাঁকে কন্যা দেখাবেন। কন্যা দেখে বাদশা তাকে যদি পত্নীরূপে গ্রহণ করতে স্বীকৃত হন, তা হ'লে তার অস্তিত্ব প্রকাশ করবেন। নইলে গোপনেই তাকে সমরখন্দে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। কেমন, ঠিক বলেছি কি জনাবলি ?

মমিন। ঠিক বলেছ।

হামিদা। তা হ'লে সুলতান প্রতারণা করেছেন ?

মমিন। কি রকম ?

হামিদা। সুলতান-নন্দিনীর পরিবর্ত্তে অন্য কন্যাকে প্রেরণ করেছেন।

মমিন। তা করেছেন। কিন্তু তাতে সুলতানের প্রতারণা প্রকাশ পায় নি। তোমাদের প্রভুর মূর্খতা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি তোমার মত এক বাঁদীর দৃষ্টির উপর রাজ-নন্দিনীর রূপ-পরীক্ষার ভার দিয়েছিলেন। তুমিই তাকে রাজনন্দিনী ব'লে গ্রহণ করেছ। তাতে সুলতানের অপরাধ কি ?

হামিদা। সেই কন্যাকেই কি আপনি নিয়ে এসেছেন জনাবালি ?

মমিন। তাকেই এনেছি।

হামিদা। সে কি রাজকন্যা নয় ?

মমিন। না।

হামিদা। না ?

মমিন। কবার বলব ? নিজের অহঙ্কারে তোমার প্রভুকে প্রতারিত করেছ তুমি।

হামিদা। তবে তাকে গোপনে রেখেছ কেন ? এ কন্যা যে শাজাদী নয়, এ কথা ত আপনি এখানে সহজে গোপন করতে পারতেন। কেউ আপনার বাক্যে সন্দেহ করত না। সত্য-নির্দ্ধারণের জন্য কালিফ কাউকেও আর সমরখন্দে প্রেরণ করতেন না। তবে আপনার রাজার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে আপনি কার্য্য করছেন কেন ?

মমিন। রাজা গোপন করেছেন। আমিও হয় ত গোপন করতে পারতুম। কিন্তু কন্যা গোপন করবে না।

হামিদা। কন্যা গোপন করবে না ?

মমিন। কিছুতেই না। দুনিয়ার সমস্ত ঐশ্বর্য্য তার পায়ের কাছে রাখলেও সে বলবে না যে, "সে সমরখন্দের সুলতান-নন্দিনী।" বালিকা তার দরিদ্র বৃদ্ধ পিতাকে কালিফের চেয়েও মহত্তর জ্ঞান করে!

হামিদা। তা হ'লে এর চেয়ে আর অধিক কি মহিমময়ী ললনাকে কালিফ মহিষীরূপে প্রত্যাশা করেন ? আব্বাস !

আব্বাস। হুজুরাইন !

মমিন। (নতজানু হইয়া) সম্রাট-জননি! করলেন কি মা! বাঁদী সেজে অজ্ঞান সন্তানের কাছে অমর্য্যাদার কথা শুনলেন।

হামিদা। উঠুন সর্দ্দার, আপনার অন্তর্গৌরবে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আপনি কন্যাকে নিয়ে আসুন। শুনে রাখুন, যদি কন্যা প্রত্যাখ্যাত হয়, তা হ'লে কালিফ-জননী তার সঙ্গে তার দরিদ্র পিতার গৃহে বাঁদী হয়ে অবস্থান করবে। কেবল একটা কথা—

মমিন। হুকুম করুন হুজুরাইন্!

হামিদা। আপনি কি এ কন্যার সম্যক পরিচয় জানেন ?

মমিন। রাজকন্যা নয় কি না, জানতে চাচ্ছেন ?

হামিদা। না হয়, বালিকার তাতে কোনও ক্ষতি নেই। সে কালিফ-মহিষী হয়েছে, আপনি জেনে রাখুন। আমার দৃষ্টির অহঙ্কার এখনও আমাকে বলছে, সে রাজ-নন্দিনী।

মমিন। বালিকার পিতার সঙ্গে আমার অল্পদিনের পরিচয়। তবে এই স্বল্প পরিচয়েও তাঁকে আমি যেরূপ বুঝেছি, তাতে কালিফ আর তাঁকে যদি কখন একসঙ্গে দেখি, তা হ'লে তাঁকে আগে অভিবাদন ক'রে পরে আমি কালিফকে অভিবাদন করি। (কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর) তাঁরে দেখলেই মনে হয়, যেন খোদা দুনিয়ার রাজৈশ্বর্য্য সমরখন্দের সেই ক্ষুদ্র কুটীরে আবদ্ধ ক'রে রেখেছেন।

হামিদা। কে এই মহিমময় দরিদ্র সাধু! তার নাম কি জানেন ?

মমিন। আল আমান।

হামিদা। জলদি আমার মাকে নিয়ে এস। আমার দৃষ্টিশক্তি অবরুদ্ধ। সর্ব্বশরীর মুহুর্মুহুঃ প্রলয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে অবসন্ন। আমি চল্‌তে পার্‌ছি না। নিয়ে এস সর্দ্দার! জলদি আমার মাকে নিয়ে এস।

[মমিনের প্রস্থান।

আব্বাস। তাই ত মা! অদৃষ্টের এমন লীলাভিনয় ত কল্পনাতেও কখন আন্‌তে পারি নি।

মমিন। (নেপথ্যে) আমীরণ—আমীরণ কোথা গেলি—কোথা গেলি?

হামিদা। চুপ! লীলাভিনয় বুঝি এখনও শেষ হ'ল না!

মমিন। (নেপথ্যে) কোথা গেলি মা, কোথা গেলি? দেখে যা, সম্রাট-জননী তোকে হৃদয়ে আবদ্ধ করবার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন। আমীরণ! আমীরণ!

(মমিনের প্রবেশ)

কি হ'ল মা! বালিকাকে যে দেখতে পাচ্ছি না।

হামিদা। দেখতে পেলে না?

মমিন। অন্দরের সমস্ত স্থান অনুসন্ধান করলুম। কোথাও যে তাকে দেখতে পেলুম না!

হামিদা। বালিকা কি তোমাদের ষড়যন্ত্রের কথা বিদিত ছিল?

মমিন। না—সে জানতো—আপনারই আবাহনে সে কালিফের গৃহে প্রবেশ করতে আসছে। এইখানে তার কাছে সমস্ত রহস্য-কথা প্রকাশ করেছি।

হামিদা। আব্বাস, মুক্ত হয়েও মুক্ত হলুম না। যত দিন না সিরিয়ানের উদ্ধারসাধন ও আমীরণের সন্ধান লাভ হয়, তত দিন আমার কালিফের প্রাসাদে প্রবেশাধিকার নাই। দাও সর্দ্দার, যেমন ক'রে পার, এই ভিখারিণী সম্রাট-জননীকে তাদের আলিঙ্গন ভিক্ষা দাও। দিয়ে আমাকে রক্ষা কর, সম্রাটকে রক্ষা কর, সাম্রাজ্যকে রক্ষা কর।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বস্‌ফরাস প্রণালীর তীর।

আমীরণ।

আমী। ধর্ম্ম! তোমাকে আশ্রয় ক'রে চ'লে এসেছি। কিন্তু বেরুতেই বিপুল বাধা—বস্‌ফরাসের প্রণালী! দুনিয়ার অস্তিত্বের সমস্যা তুমি মীমাংসা কর—আমার এ ক্ষুদ্র সমস্যা কি তুমি মীমাংসা করবে না?

(আজিজের প্রবেশ)

তুমি কে ভদ্র?

আজিজ। অসমসাহসিনি! তুমি কে? নির্ভয়ে বল—আমাকে তোমার হিতার্থী আত্মীয় জেনে বল।

আমী। বলতে পারি, কিন্তু কথা এত অসম্ভব যে, বললে আপনার বিশ্বাস হবে না। আপনি দয়া ক'রে আমার গন্তব্য পথ মুক্ত করুন।

আজিজ। তা পারি না, তোমার অশেষ অনুনয়েও পারি না। এই গভীর রাত্রি। তুমি এই অসম্ভব রূপবতী রমণী। পথে বেরিয়েছ, সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত নেই। এ যদি কালিফের রাজধানী না হ'ত, তা হ'লে তোমার মর্য্যাদা-রক্ষা বড়ই কঠিন হ'ত। বীরধর্ম্মী আমি, তোমাকে এরূপ অসহায় দেখে আমি কিছুতেই তোমাকে পরিত্যাগ করতে পারি না।

আমী। পরিচয় ত দিতে পার্‌ব না।

আজিজ। কেন পার্‌বে না? আমি আত্মীয়রূপে তোমাকে সম্ভাষণ কর্‌ছি, তাতেও পার্‌বে না? বেশ, তা না পার, তোমার গন্তব্য স্থানের আভাস দাও—আমি সঙ্গে যাই।

আমী। এখানে আমার আত্মীয় কেউ নেই।

আজিজ। 'এখানে' মানে কি? এ নগরে?

আমী। এ নগরে কেন—এ দেশে। এ দেশে কেন—কালিফের রাজ্যে।

আজিজ। (স্বগত) তাই ত! এ পাগলিনী না কি? কিন্তু কথাতে ত তা বোধ হচ্ছে না!

আমী। মিয়াসাহেব। এইবারে আমার পথ মুক্ত করুন।

আজিজ। এ কথা বিবি-সাহেব, আমি যে কিছুতেই বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছি না।

আমী। পূর্ব্বেই ত বলেছি মিয়াসাহেব, বিশ্বাস হবে না!

আজিজ। বিশ্বাস হবে না কেন, সত্য বল্‌লেই বিশ্বাস হবে।

আমী। আপনি আত্মীয় বল্‌লেন না?

আজিজ। এখনও ত বল্‌ছি।

আমী। ঠিক?

আজিজ। ঈশ্বরের নামে শপথ ক'রে যদি বল্‌তে বল, তাও কর্‌তে প্রস্তুত আছি।

আমী। না, আর শপথ করতে হবে না। আমার বিশ্বাস হয়েছে।

আজিজ। বেশ বিবি-সাহেব, এইবারে আমার আত্মীয়তার মূল্য নির্দ্ধারণ কর।

আমী। ঐ যে একজন লোক ঐ পথ ধ'রে ছুটে যাচ্ছে, ও কোথায় যাচ্ছে, বল্‌তে পারেন?

আজিজ। ও দিকে ত যাবার অন্য স্থান নেই। বোধ হয়, ও প্রণালীর তীরে চলেছে।

আমী। ঐ যে আর এক জন এ দিকে চল্‌লো?

আজিজ। ও দিকে কেল্লার পথ। কালিফের কোন সেপাই বোধ হয় সহরে এসেছিল। সহরে রাত্রি ন' ঘড়ীর পর কারও বাইরে থাক্‌বার হুকুম নেই। তাই বোধ হয়, যে যার স্থান-অভিমুখে ছুটেছে।

আমী। না।

আজিজ। হাঁ কি না, তুমি কেমন ক'রে বুঝলে?

আমী। ঐ এক জন এ দিকে আস্‌ছে।

আজিজ। ওরা কি তোমাকেই খুঁজতে ছুটাছুটি কর্‌ছে?

আমী। আপনি এগিয়ে জেনে আসুন।

[আজিজের প্রস্থান।

দেখে বোধ হচ্ছে, খোদা যোগ্য আত্মীয়ই মিলিয়ে দিয়েছেন। বসফরাস প্রণালীতে ডুবে মর্‌বার যে ভয় ছিল, এতক্ষণে সেটা ঘুচে গেল। এর সাহায্যে যদি একবার কোনও ক্রমে প্রণালীটা পার হ'তে পারি, তা হ'লেই পিতার কাছে ফিরে যাবার আশা। পরপারে আবার আত্মীয় জোটে, খুব ভাল; না জোটে, খোদার নাম সম্বল ক'রে পথ চল্‌ব। তার পর নসীবে যা থাকে। এখন সে কথা ভাববার প্রয়োজন নেই।

(আজিজের পুনঃ প্রবেশ)

আজিজ। (অভিবাদন করিয়া) সুলতান-নন্দিনি!

আমী। (হস্তকম্পনে) না।

আজিজ। 'না' বল্‌লে আমি ত শুন্‌ব না।

আমী। না আত্মীয়, আমি সুলতান-নন্দিনী নই।

আজিজ। আপনি ত সমরখন্দ থেকে এসেছেন?

আমী। এসেছি।

আজিজ। যে জন্য আপনি ইস্তাম্বুলে আবাহিতা, তা ত আপনি জানেন?

আমী। জানি। আমি কালিফের মহিষী হ'তে এসেছিলুম।

আজিজ। তার পর?

আমী। এখানে এসে জান্‌লুম, আমাকে আবাহন করে নি। আমাকে রাজকন্যা মনে ক'রে আবাহন করেছে। কিন্তু আমি রাজকন্যা নই।

আজিজ। তাই বুঝি বাদশার লোকে তোমাকে গ্রহণ কর্‌লে না?

আমী। তারা এখনও জানে না। তারা যে জানে না, এ বোধ হয়, আপনিও বুঝতে পেরেছেন। নইলে ফিরে এসে আপনি আমাকে সুলতান-নন্দিনী বল্‌বেন কেন?

আজিজ। বুঝ্‌তে পেরেছি, এখনও কালিফের লোকে এ কথা জানে না।

আমী। তাদের এ প্রতারণার কথা জান্‌বার পূর্ব্বেই আমি ইস্তাম্বুল পরিত্যাগ কর্‌ব।

আজিজ। এ প্রতারণা করলে কে?

আমী। আর যে করুক, আমি করি নি—কর্‌ব না

আজিজ। সুলতান-নন্দিনী এ কথা জানেন?

আমী। আমি তাঁকে কখনও দেখি নি।

আজিজ। সুলতানের বাড়ী দেখেছ?

আমী। সেইখান থেকেই ত আমি আস্‌ছি।

আজিজ। প্রতারণার ব্যাপারটা কি একটু অনুমানও কর্‌তে পার নি?

আমী। কেমন ক'রে কর্‌ব, আর কখন্ কর্‌ব? এখান থেকে পূর্ব্ব-কালিফের এক বাঁদী গিছল। সমরখন্দের রাণী তাকে আমাকে দেখান। বুড়ী—দেখেই কালিফের ঘরণী হবার জন্য আমাকে আবাহন করেছিল।

আজিজ। তবে তুমি চ'লে যাচ্ছ কেন? কালিফের ঘরণী হ'তে একমাত্র ত তোমারই অধিকার।

আমী। তা হ'লে সুলতান-নন্দিনীর কি হবে?

আজিজ। তার কি হবে না হবে, তোমার জানবার প্রয়োজন কি?

আমী। তা কি হয়! আমি এখানে এসে শুনলুম, সে মহিষী হবার জন্য ব্যাকুল-প্রত্যাশিনী হয়ে ব'সে আছে।

আজিজ। না না, এ রকম পাগলের মত ব্যবহার ক'র না। তুমি ফেরো।

আমা। না আত্মীয়, আমি ফিরব না।

আজিজ। তোমার এ একগুঁয়েমীর মানে আমি বুঝতে পারছি না।

আমী। সুলতান-নন্দিনীর মতন ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব ত-আমার নিশ্চয়ই নেই। আমি দরিদ্র ভিখারীর কন্যা। এর ওপর সুলতান-নন্দিনীর মত যদি আমার রূপ না থাকে?

আজিজ। এর চেয়ে রূপ যে কেমন ক'রে বেশী থাকতে পারে, তা ত আমার ধ্যানেও আমি আবিষ্কার করতে পারছি না।

আমী। আপনার ধ্যান ত আর কালিফের নয়।

আজিজ। তা যা বলেছ, আমার এ পথচারীর চক্ষু। নৈশ প্রকৃতির মাদকতা-মাখা ফুৎকারে দৃষ্টি আমার কিছু অধিক উল্লাসময় হয়েছে। তোমার এ অপরূপ মূর্ত্তি সেই দৃষ্টির সম্মুখে এক অভাবনীয় অচিন্তনীয় রূপকথার মত আবছায়ার আবরণ ভেদ ক'রে সহসা দিব্য রূপে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। তাতেই বা কি সুন্দরি।

আমী। আত্মীয়া বলুন।

আজিজ। আত্মীয়া দেখতে কুৎসিতও হয়, সুন্দরীও হয়।

আমী। কি বলছিলেন,—বলুন।

আজিজ। আমি ঐ লোকগুলোর মুখে শুনলুম, ওরা কালিফ-জননীর আদেশে তোমার অনুসন্ধান কচ্ছে। কালিফকে তার প্রজারা মাতৃ-ভক্ত ব'লেই বিশ্বাস করে। কালিফ-মাতা তোমাকে গ্রহণ করলে, কালিফ তোমাকে গ্রহণ না ক'রে থাকতে পারবেন না। মাথা হেঁট ক'রে ভাববার আর প্রয়োজন নেই। এস, তোমাকে কালিফ-জননীর হাতে উপঢৌকন দিয়ে আসি। দানের সঙ্গে সঙ্গে আমার আত্মীয়তার মূল্য নিরূপিত হ'ক।

আমী। আপনার আত্মীয়তা অমূল্য।

আজিজ। প্রশংসাবাক্য ওষ্ঠাধরে চেপে কিছুক্ষণ নীরবে আমার অনুসরণ কর। চল, আবার দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

আমী। ক্ষণেক অপেক্ষা করুন।

আজিজ। আর ইতস্ততঃ করছ কেন? শোন, —আমার এ আত্মীয়তা যদি তোমার হৃদ্‌গত ব'লে বিশ্বাস হয়, তা হ'লে শোন,—আমি স্থির বলছি, মাতৃভক্ত কালিফ তোমাকে নিশ্চয় মহিষীরূপে গ্রহণ করবেন।

আমী। তা বিশ্বাস হয়েছে। তবে গিয়ে লাভ কি?

আজিজ। লাভ কি। কালিফের মহিষী হবে, দুনিয়ার ঈশ্বরী হবে, এর চেয়ে এ দুনিয়ায় আর কি লাভের প্রত্যাশা কর?

আমী। তা ঠিক! কিন্তু দুনিয়ার ঈশ্বরী হ'লে কি আমি সর্ব্বসুখেরও ঈশ্বরী হ'ব?

আজিজ। ও! তুমি কালিফকে চাও না।

আমী। কালিফকে চায় না, বিশেষতঃ বর্ত্তমান সর্ব্বগুণবান্ কালিফকে চায় না, এমন উন্মাদিনী দুনিয়ায় আছে?

আজিজ। তবে?

আমী। আমার অত ভাগ্যে প্রয়োজন নাই আত্মীয়! আপনি আমাকে প্রণালী পারের সাহায্য করুন।

আজিজ। যাবে না?

আমী। না।

আজিজ। বেশ, চল। তা হ'লে শুধু প্রণালী-পারের কথা কেন—কোথায় যেতে হবে বল।

আমী। সে যে অনেক দূর আত্মীয়!

আজিজ। অনেক দূর কেন, অসীম দূর। সমরখন্দ—এখান থেকে প্রায় হাজার ক্রোশ। তুমি কি পার হয়ে সেই অসীম পথ একা যেতে চাও?

আমী। যাবার জন্য ত এই একা বেরিয়েছি। বেরুতে না বেরুতে খোদা পথে আপনার মত মহৎ আত্মীয় দিয়েছেন। পার ক'রে দিন। আবার আত্মীয় জোটে ভালই, না জোটে একা যাব।

(সহসা চন্দ্রোদয়)

আজিজ। (স্বগত) তাই তো—এ কি! এ কি অদ্ভুত সাদৃশ্য! এ যে জেলাল অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-

মরী রমণী-মূর্ত্তি ধারণ ক'রে চোখের সামনে ফুটে উঠলো! চিররহস্যময়ী মায়া-প্রকৃতি ধীরে ধীরে তার আঁধার অবগুণ্ঠন উন্মোচন ক'রে অপাঙ্গের ইঙ্গিতে সহসা এ কি অপূর্ব্ব সত্যালোকের আভাসে আমার ভবিতব্যতা প্রদীপ্ত ক'রে তুল্‌লে! এ আলোক-প্রহার যে আমার আঁখি সহ্য কর্‌তে পারছে না! আমি যে মস্তিষ্ক স্থির রাখতে পর্‌ছি না।

আমী। এ কি আত্মীয়! আপনাকে বিচলিত দেখছি কেন?

আজিজ। আর আমাকে আত্মীয় ব'ল না শক্তি-ময়ি! আমাকে গোলাম বল্‌লেই আমার যোগ্য অভিধান হয়। তবে যদি মেহেরবানী ক'রে আমাকে এখনও তোমার আত্মীয় বল্‌তে হয়, তা হ'লে আমার আত্মীয়তা কাণাকড়ির মূল্যে বিক্রয় ক'র না। আমাকে দিয়ে এই তুচ্ছ প্রণালীটি পার করিয়ে, আমাকে দূর ক'রে দিও না। আমি সম্মুখস্থ এই অনন্ত পথে তোমার সঙ্গ-স্বর্গ উপভোগ ভিক্ষা করি, তোমার নাম কি জিজ্ঞাসা করতে পারি?

আমী। আমীরণ।

আজি। আমীরণ! প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, দৃষ্টি ভূমি-সংলগ্ন করব। গোলামের যে ব্যবহার তার প্রভুর সর্ব্বাপেক্ষা মনোজ্ঞ হয়, সারা পথ তোমার সঙ্গে সেই ব্যবহার কর্‌ব। তুমি করুণা ক'রে তোমার দরিদ্র পিতার পদপ্রান্ত-সমীপে আমাকে উপস্থিত কর।

আমী। এস করুণাময় পরমাত্মীয়, আমি তোমার অভিভাবকত্বে আত্ম-সমর্পণ করি।

চতুর্থ অঙ্ক

—:*:—

প্রথম দৃশ্য

সমরখন্দ—প্রাসাদ-কক্ষ

বাঁদী ও জুমেলা।

বাঁদী। এ কি রকম হ'ল, রাণি! সহসা রাজার মতির এমন পরিবর্ত্তন হ'ল কেন?

জুমেলা। সাত দিন রাজা আমার মহলে আসেন নি ব'লে কি এ কথা বলছিস্?

বাঁদী। রাজকার্য্য করতে করতেও দিনের মধ্যে পাঁচ বার যিনি আপনাকে দেখে যেতেন, তিনি আজ সাত দিন আপনার সঙ্গে দেখা করেন নি। রাজার এ রকম ভাব ত আমরা স্বপ্নেও মনে করতে পারি নি।

জুমেলা। তোদের কি মনে হয়? আমি কি রাজার প্রীতি হারালুম?

বাঁদী। সেটা মনে করতেও বুক কেঁপে ওঠে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাই দেখ্‌ছি। শুনলুম,- রাজা প্রমোদাগারে নর্ত্তকীর মোহে আবদ্ধ হয়ে সাত দিন সেখানে অতিবাহিত করছেন।

জুমেলা। তা সত্য।

বাঁদী। এ সমস্ত জেনেও আপনি এই রকম নিশ্চিন্ত! হাস্‌ছেন কি হুজুরাইন—মস্তিষ্কের বিকার না হ'লে ত মানুষে এরূপ দুর্দ্দশায় হাস্‌তে পারে না।

জুমেলা। বিকারই বল আর যাই বল, আমার এ কথা শুনে কেবল হাসিই পাচ্ছে। শুধু আমি কেন, সমরখন্দবাসী সকলেই আমার এই অবস্থায় হাস্‌ছে। বাঁদী, একটা প্রশ্ন কর্‌ব—সাহস ক'রে তার সত্য উত্তর দিতে পারবি?

বাঁদী। দোহাই রাণী, কি প্রশ্ন করবেন, বুঝতে পেরেছি,—এ বাঁদী সুখী হয় নি।

জুমেলা। তা হ'লে এক জন—সমরখন্দে শুধু একজন অসুখী। আর সব সুখী, কিন্তু একা তোর অসুখী থাকা ত উচিত নয়, সখি! তুইও আনন্দ কর্। আজ এক নর্ত্তকীর একায়ত্ত করা সম্পত্তি আর এক নর্ত্তকীতে কেড়ে নিয়েছে, তুইও আনন্দ কর।

বাঁদী। আনন্দ করব?

জুমেলা। নিশ্চয়। আমি আনন্দ করছি, তুই করবি না?

বাঁদী। আপনি কেমন ক'রে আনন্দ করতে পারেন, আমি ত ধারণাতে আন্‌তে পার্‌ছি না।

জুমেলা। ইস্তাম্বুল থেকে সেই যে এক বাঁদী এসেছিল দেখেছিস্? সেই বাঁদাই আমাকে যাবার সময়, এই আনন্দ দিয়ে গেছে। বাঁদী! ঠিক বল্—আমার মনঃক্ষোভের ভয়ে মিথ্যা বলিস্ নি, একটা জন্ম-গৌরবহীনা নর্ত্তকী যদি সমরখন্দের রাজান্তঃপুর চিরদিনের জন্য অধিকার ক'রে থাকে, সেটা কি সুলতানবংশের গৌরবের কথা?

বাঁদী। না।

জুমেলা। এ তোরা জান্‌তিস্‌?

বাঁদী। জান্‌তুম।

জুমেলা। এখন তোদের অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু প্রথম যে দিন তোরা আমার কাছে মাথা হেঁট করেছিলি, সে দিন তোদের দুঃখের অবধি ছিল না—উত্তর দে।

বাঁদী। দোহাই রাণী—আমি তুচ্ছ বাঁদী।

জুমেলা। এক জন তুচ্ছ বাঁদী—আর এক জন তার চেয়েও তুচ্ছ, নর্ত্তকী। ভয় কি? উত্তর দে।

বাঁদী। যা বলছেন সত্য। যে দিন আপনি রাণীর বেশে এ প্রাসাদে প্রথম প্রবেশ করেন, তখন আমার মর্ম্মজ্বালার অবধি ছিল না। রাণি! আমি ক্রীতদাস বটে, কিন্তু আমারও পিতৃ-পরিচয় দেবার সাহস আছে।

জুমেলা। সমরখন্দবাসীর সেই মর্ম্মজ্বালার অবসানের দিন এসেছে। তাই আমার আনন্দ।

বাঁদী। না রাণী, এখন ত আমার সে মতি নেই! এখন আমি আপনাকে দেখে উল্লাসে মস্তক অবনত করি। আপনার সঙ্গের তুল্য এখন আমার প্রিয়তর বস্তু আর নেই।

জুমেলা। কিন্তু সখি, উপায় নেই। তোদের প্রতি করুণা ক'রে খোদা এক বাদশাজাদীকে এ নর্ত্তকীর মুণ্ডপাত করতে পাঠিয়েছেন।

বাঁদী। বাদশাজাদী?

জুমেলা। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বাদশা কালিফ—তাঁর কন্যা, করুক সই—এ নাচওয়ালীর মুণ্ডপাত হ'তে যে কটা দিন বাকী আছে, সে কটা দিন আর একটা নর্ত্তকী রাজসঙ্গসুখ ভোগ করুক। মুখ ম্লান ক'রে এ আনন্দের বিরোধী হ'স্‌ নি।

বাঁদী। তা হ'লে তোমার কি হবে রাণী?

জুমেলা। তাই ত, আমার কি হবে! মনে ছিল না সই, মনে ছিল না। বাদশাজাদী যেই আসবে, অমনি রাজার চুলের মুটি ধ'রে তাঁকে এই প্রাসাদে এনে উপস্থিত করবে। তা হ'লে এ নাচওয়ালী কোথায় যাবে? (নেপথ্যে সায়েস্তা খাঁকে দেখিয়া) চুপ, নাচওয়ালী কোথায় যাবে, তার মীমাংসা হবার সময় এসেছে। বাঁদী, একটু অন্তরালে অপেক্ষা কর।

[বাঁদীর প্রস্থান।

(সায়েস্তা খাঁর প্রবেশ)

জুমেলা। সেলাম উজীর সাহেব!

সায়েস্তা। সেলাম—সেলাম। মাফ কর রাণি! আমি অন্যমনস্ক হয়েছিলুম। তোমাকে দেখতে পাই নি—সেলাম সেলাম।

জুমেলা। হঠাৎ আজ এমন সময়ে গরীব বোনটিকে মনে প'ড়ে গেল কেন ভাই?

সায়েস্তা। তুমি কি আমার গরীব বোন! ছিলুম বটে, এক সময় দুটি গরীব ভাই বোন। কিন্তু রাণী, মেহেরবান খোদা আর ত তোমার সে অবস্থা রাখেন নি। এখন তুমি মুলুকের মালিকনী। গরীব বটে আমি। তোমার কৃপায় উজীরী পেয়েও আমার দৈন্য ঘুচলো না, কি জানি, নসীবের কি দোষে তোমার মত স্নেহের বোনটি আমার পর হয়ে গেছে।

জুমেলা। কি জন্য এসেছ বল।

সায়েস্তা। বল্‌ছি বল্‌ছি, আমার ওপর ক্রোধ ক'র না ভগিনী! রাজা তোমার সম্বন্ধে একটু উদাসীন হয়েছেন ব'লে আমি একেবারে ম'রে আছি। কেমন ক'রে তোমাকে মুখ দেখাব, তাই ভেবে এখানে আসতে পারি নি।

জুমেলা। রাজার কথা তুল্‌ছ কেন ভাই? আমি ত তাঁর কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি নি।

সায়েস্তা। তুমি জিজ্ঞাসা না করলেও তোমার ভেতরে কি হচ্ছে, আমি ত তা বুঝতে পার্‌ছি!

জুমেলা। তুমি কিছুই বুঝতে পার নি।

সায়েস্তা। খুব বুঝতে পেরেছি। মর্ম্মভেদ হ'য়ে যাচ্ছে ভগিনি! তোমার মতন সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা স্ত্রী পরিত্যাগ ক'রে রাজা কি না—কতকগুলো কি—না জানে নাচতে, না জানে গাইতে—আরে আল্লা—মর্ম্মভেদ হ'য়ে যাচ্ছে!

জুমেলা। মর্ম্মভেদ হয় নি সায়েস্তা খাঁ! তবে আমার মর্ম্মভেদ করবার জন্যই তুমি এই সমস্ত কথা আমাকে শোনাচ্ছ। তোমার এবং তোমার বংশের মঙ্গলের জন্য আমি তোমাকে যে সদুপদেশ দিয়েছি, তুমি সে কাজটা আমার শত্রুতা মনে ক'রে, রাজাকে আয়ত্ত করবার জন্য গোপনে গোপনে এই নীচ উপায় অবলম্বন করেছ। আমোদপ্রিয় রাজাকে কতকগুলো কুহকীর বেষ্টনে ফেলে আমা হ'তে বিচ্ছিন্ন করেছ। তা বেশ করেছ। তবু শোন—এখনও যদি আমাকে

আত্মীয়া ব'লে সামান্যমাত্রও তোমার বিশ্বাস থাকে, তা হ'লে শোন—

সায়েস্তা। আত্মীয়া! তা হ'লে শোন রাণী—এখানে যাদের কাছে কস্মিন্‌কালেও আত্মীয়তার প্রত্যাশা করি নি, তারাও আমাকে আত্মীয়তা দেখাচ্ছে।

জুমেলা। কেবল শত্রুতা করছি—আমি?

সায়েস্তা। রাজকন্যার সঙ্গে দানিয়েলের বিবাহে আমার চিরশত্রু ওমরাওরা পর্য্যন্ত মত দিলে। এক তুমি—মত দেওয়া দূরে থাক্, যাতে কোনও ক্রমে এ বিবাহ না হয়, কেবল তারই ষড়যন্ত্র করছ।

জুমেলা। কেউ মত দেয় নি সায়েস্তা খাঁ। এক মুগ্ধ রাজা ছাড়া আর কেউ এ হীন বিবাহ সম্বন্ধে মত দেবে না। ওস্তাদ, সারেং ছেড়ে উজীরী করতে এসে তুমি তোমার প্রকৃতি হারিয়ে ফেলেছ। তোমার সে পূর্ব্ববুদ্ধির ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও তোমাতে আর অবশিষ্ট নেই। থাক্‌লে—আমার প্রকৃতি, আমার শক্তি জেনেও—তুমি সান্ত্বনার ছলে আমাকে তীব্র রহস্য করতে আস্‌তে না।

সায়েস্তা। আর তুমিও যদি নিজের অবস্থা সম্যক্ বুঝতে, তা হ'লে কার মুখে কি একটা জন্ম সম্বন্ধে বাজে কথা শুনে এতটা আত্মহারা হ'তে না। তুমি সে দিনের কথা সব ভুলে গেছ।

জুমেলা। ভুলে যাব কেন, সব মনে আছে।

সায়েস্তা। আমি তোমাকে এখানে সঙ্গে ক'রে না আনলে—

জুমেলা। সমরখন্দের সিংহাসন আমার লাভ হ'ত না। সে কথা সব আমার মনে আছে। যদিও জানি, তুমি নিঃস্বার্থ ভালবাসার জন্য আমাকে সমরখন্দে আন নি, আর আমাকে আনবার জন্য তুমি আশাতিরিক্ত লাভবান্ ভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত হও নি, তথাপি আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা ভুলতে পারি নি।

সায়েস্তা। (হাস্য করিয়া) কৃতজ্ঞতা?

জুমেলা। কৃতজ্ঞতা। শুধু সেই জন্যই আমি তোমাকে এবং তোমার পুত্রকে রক্ষা করতে তোমার নির্বুদ্ধিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছি।

সায়েস্তা। তা হ'লে বাধ্য হয়ে আমাকে সত্য কথা কইতে হ'ল। জুমেলা! আমাকে রক্ষা করতে হবে না। তুমি এখন নিজের রক্ষার চেষ্টা কর। শোন, এবারে যে দিন রাজা এ প্রাসাদে প্রবেশ করবেন, সে দিন জানবে—আবার তুমি পথে পরিত্যক্তা নর্ত্তকী। কালিফ-জননী রাজাকে পত্রে জানিয়েছেন, রাজা যেমন তাঁকে অপূর্ব্ব রাজকন্যা পুত্রবধূ দিয়েছেন, তিনিও তেমনি তাঁর এক কন্যাকে দান করতে প্রস্তুত আছেন।

জুমেলা। কি বল্‌লে?

সায়েস্তা। বুঝতে পারলে না? এবারে কালিফ-কন্যা হবেন—সমরখন্দের সুলতানা। রাজা সম্মতি জানিয়ে দূত পাঠিয়েছেন।

জুমেলা। তা হ'লে তোমার অবস্থা কি হবে? সে ত নর্ত্তকীর পুত্রকে উজীর রাখবে না।

সায়েস্তা। না রাখে, আমি আবার হব নাচওয়ালীর সারংদার।

জুমেলা। তা হ'লে মূর্খ সায়েস্তা! আর দেরী করছ কেন, এখনি ঘরে গিয়ে জীর্ণ পরিত্যক্ত যন্ত্রের সংস্কার কর। তা হ'লে বিভাসের ঝঙ্কারে নিদ্রিত সমরখন্দের হৃদয়ে করুণ-রসের প্রবাহ ঢেলে দিয়ে প্রভাতের পূর্ব্বেই দুই ভাই-বোন যেখানে দু'চোখ যায়—চ'লে যাই। আভিজাত্যের মর্ম্ম তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না।

সায়েস্তা। সেটা নাচওয়ালীই বুঝি বিলক্ষণ বুঝেছে?

জুমেলা। বিলক্ষণ বুঝলে কি নাচওয়ালীর ভেড়ুয়া আজ তুমি আমার সম্মুখে এমন ক'রে মাথা তুলে অমর্য্যাদার কথা কইতে পারতে?

সায়েস্তা। মাফ কর রাণী, মাফ কর। অন্যায় করেছি।

জুমেলা। যাও—মাফ নয়। তীব্র রহস্য করতে গিয়ে তুমি আজ আমাকে যে আনন্দ দিয়েছ, তাতে তোমাকে পুরস্কৃত করাই আমার কর্ত্তব্য। আজ যাও, অসম্পূর্ণ আনন্দে তোমাকে আজ কিছু দিতে পারলুম না। যে দিন রাজা কালিফ-কন্যার হাত ধ'রে সগর্ব্বে এই গৃহে প্রবেশ ক'রে নাচওয়ালীর মুণ্ডপাত করবে—নিমন্ত্রণ করলেম ওস্তাদ! সেই দিন তোমার এই পূর্ব্ব প্রিয় ভগিনীকে একবার দেখতে এস।

সায়েস্তা। ক্ষেপে গেছে—ক্ষেপে গেছে, কেন—কিসের জন্য কস্‌বীর কন্যার সহসা এত পরিবর্ত্তন—কিসে হ'ল? যার জন্যই হ'ক, নাচওয়ালী ক্ষেপে গেছে।

[প্রস্থান।

জুমেলা। মূর্খ উজীর বুঝতে পারলে না যে, এ কালিফ-কন্যা কে? তা না বুঝুক, আমি ওর উপর

সন্তুষ্ট হয়েছি। বুঝেছি, উজীরও আমার জন্ম-রহস্য জানে না। যাক্, দেখছি—মা ইস্তাম্বুলে ফিরে গিয়েও এ অভাগিনী কন্যাকে ভোলেন নি জুমেলা! আজ বড় আনন্দের দিন—বাদ্শা-জাদীর জন্ম দিন—আনন্দ কর—আনন্দ কর।

গীত।

আঁখির ছলনা নিয়ে এসেছিলি দূরদেশে।
ভুলাতে নাগরে তোর আপনি ভুলিলি শেষে।
গেয়ে নে বিহগী আজ বিদায়ের শেষ গান,
ফুটেছে প্রভাতী ফুল, মোহ-নিশা অবসান;
ঘর হ'ল বাসা-বাড়ী বাসা তোর হ'ল ঘর,
পর হ'ল আপনার আপনি সে হ'ল পর;
যারে জ্বালাময়ী স্মৃতি, ল'য়ে তোর কোলাহল;
রেখে যা রেখে যা শুধু দুই ফোঁটা আঁখিজল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ

আজিজ ও মুতাজেদ

আজিজ। উদ্ধার করতে পারেন নি?

মুতা। উদ্ধার ক'রেও উদ্ধার করতে পারি নি। মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে এত দ্রুত যুবক সে স্থান ত্যাগ করলে যে, দেখতে দেখতে সে আমাদের দৃষ্টিপথ অতিক্রম ক'রে চ'লে গেল।

আজিজ। তার পর?

মুতা। তার পর আবার কি?

আজিজ। কোথায় চ'লে গেল খোঁজ করলেন না?

মুতা। খোঁজ করবার প্রয়োজন বুঝলুম না।

আজিজ। প্রয়োজন বুঝলেন না?

মুতা। না। আমার অনুরোধ সত্ত্বেও যখন যুবক ফিরলো না, তখন তার অনুসরণ আমি যুক্তিযুক্ত মনে করলুম না। তার মনে যদি বংশযোগ্য বীরত্বের অভিমান থাকে, তা হ'লে তার অনুসরণ ধৃষ্টতা। আর যদি তাতে বীরত্বের লেশ না থাকে, তা হ'লে তার অনুসরণ বিড়ম্বনা।

আজিজ। বা! বা! কি সুন্দর যুক্তি!

মুতা। সুন্দর যুক্তি নয় জাঁহাপনা?

আজিজ। অপূর্ব্ব! এখন বুঝছি, যেটুকু আপনার বুদ্ধি ছিল, পিতার রাজ্যকালের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সেটুকু শেষ হয়ে গেছে।

মুতা। এইটেই বুঝি আপনার বুদ্ধিতে স্থির হয়ে গেল?

আজিজ। কিছুমাত্র ভ্রম হয় নি। জেলাল মুক্ত হয়েছে স্থির বুঝে, আমি আপনার একান্ত আগ্রহে এ স্থান ত্যাগ করেছিলুম।

মুতা। বুদ্ধিহীন জানলে আর তা করতেন না?

আজিজ। এখন বুঝছি, আপনার কথায় স্থান-ত্যাগ ক'রে অন্যায় করেছি।

মুতা। বেশ, আপনি যখন এসেছেন, তখন আপনিই তাকে মুক্ত করুন।

আজিজ। নিশ্চয় করব। যখন জেনেছি, তখন কি তাকে অভুক্ত রেখে চ'লে যাব? কিন্তু—

মুতা। আর কিন্তু করবেন না জাঁহাপনা। আপনি বল্লেন, এক বালিকাকে সঙ্গে রেখে আপনি আবদ্ধ। যে সরাইয়ে তাকে রেখে এসেছেন, সেখানে আমি যাচ্ছি। যতক্ষণ আপনি না ফেরেন, ততক্ষণ আমি তার ভার গ্রহণ কচ্ছি।

আজিজ। কোথায় যুবক আছে আপনি জানেন?

মুতা। আমার চেয়ে আপনি বেশী জানেন। সে যাবার সময় বলে গেছে, আমার চেয়েও দুঃখী একজনকে আমি মুক্ত করতে চল্লুম। যতদিন সে অমুক্ত থাকবে, ততদিন আমারও মুক্তি নেই। আর এই কথা আপনাকে বলতে সে অনুরোধ ক'রে গিয়েছে। বলে গিয়েছে, এই কথা বল্লেই আপনি সব বুঝতে পারবেন।

আজিজ। বুঝেছি। তা হ'লে এখনি সেই বালিকার ভার গ্রহণ করুন।

মুতা। বেশ, যতক্ষণ না ফেরেন, ততক্ষণ আপনার সঙ্গিনীর ভার গ্রহণ করব। আর যদি না ফেরেন, সে যেখানে নিয়ে যেতে বলে, সেইখানেই নিয়ে যাব।

আজিজ। না ফেরেন বলছেন—ব্যাপার কি?

মুতা। এখন আপনি গিয়ে নিজে ব্যাপার বুঝুন। আমাকে আর জিজ্ঞাসা করবেন না।

আজিজ। বেশ, তাই চল্লুম।

[প্রস্থান।

(আব্বাসের প্রবেশ)

মুতা। এ কি আব্বাস, তুমি এখানে! এই যে, জাঁহাপনার কাছে শুনলুম, তিনি একা তাঁর সঙ্গিনীকে নিয়ে এখানে এসেছেন।

আব্বাস। কালিফ-জননী ও আমি তাঁর সঙ্গিনীর অনুসরণ করেই এখানে এসেছি। জাঁহাপনা এ কথা জানেন না। মায়েরও ইচ্ছা নয় যে, তিনি এ কথা এখন জানতে পারেন। বোধ হয়, ওদের প্রেমের গভীরতা পরিমাপ করাই তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু হুজুরালি! আপনি এ কি ক'রে বসলেন! একটা সামান্য কথায় ক্রোধে আত্মহারা হ'য়ে আপনি জাঁহাপনাকে একলা জুম্মাবিবির বাগানের দিকে যেতে দিলেন! আপনার এত চেষ্টায় রক্ষিত পরলোকগত মহান্ কালিফের প্রতিষ্ঠা দেখছি আপনা কর্তৃকই নষ্ট হ'ল। বাদশা আজ নিশ্চয়ই জুম্মাবিবির বাগানে প্রবেশ করবেন। তার ফল কি হবে উজীর সাহেব?

মুতা। ভয় কি আব্বাস! এ কাজ খোদা করেছেন, নইলে আমার মনে আজ হঠাৎ অভিমান জেগে উঠ্‌বে কেন? তোমার কর্তব্য তুমি কর, আমি জাঁহাপনার সঙ্গিনীর ভার নিতে চললুম।

[প্রস্থান

আব্বাস। এ বিপদ থেকে জাঁহাপনাকে মুক্ত করতে হ'লে স্বয়ং সম্রাট-জননীকে আজ কসবির গৃহে প্রবেশ করতে হয়। সন্ধান পেয়েছি, সিরিয়ান বেগমকে দুরাত্মারা এইখানে আবদ্ধ ক'রে রেখেছে। এ স্থান থেকে [illegible] উদ্ধার করতে এক কালিফ-জননী ভিন্ন আর [illegible] সাধ্য নয়। তাই ত, কি করি! মহা[illegible]কালিফের এ অপূর্ব যশ-প্রতিষ্ঠা এক দিনে এ বনভূমে সমাহিত হয়ে যাবে। যাই, কালিফ-জননীকে এ সংবাদ দিই গে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

জুম্মাবিবির উদ্যান-পার্শ্ব

জেলাল ও আজিজ

জেলাল। ঠিক—ঐখানে—ঐ বেড়ার ও পারে। রোজ এমনি সময়ে তাকে দেখতে পাই। কাল আমি কেবল দেখি নি। আসতে পারি নি, তাই দেখি নি।

আজিজ। কই, আজ ত সে আসে নি।

জেলাল। আসে নি—আসবে।

আজিজ। ঠিক আসবে?

জেলাল। ঠিক আসবে। তুমি এই চুবড়ী হাতে নিয়ে এইখানে দাঁড়িয়ে থাক। আমি একবার বেড়া পার হয়ে দেখি।

আজিজ। রোজ রোজ পরের বাগানে লুকিয়ে লুকিয়ে ঢুকছ, তোমার সাহস ত কম নয়।

জেলাল। আমি ত আর চুরি করতে ঢুকি না।

আজিজ। চুরি করবার মতলবে ত ঢোক। চুরি করতে পারছ না, তাই চুরি করছ না।

জেলাল। (সক্রোধে) কি বললে?

আজিজ। চট্‌ছ কেন? নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর না। তুমি কি রোজ রোজ সখ ক'রে এই কাঁটার বেড়া পার হও? যাকে ফল দিচ্ছ, তাকে পাওয়া কি তোমার উদ্দেশ্য নয়?

জেলাল। দোস্ত—দোস্ত, জীবন দিয়েছ—মুক্তি দিয়েছ—দিয়ে উৎপীড়নে আমাকে মেরে ফেল না! আমি রাখাল—আমি রাখাল!

আজিজ। এখন যদি কেউ তোমাকে বলে—তুমি রাখাল নও?

জেলাল। কে বলবে—কে বলবে?

আজিজ। যে বলবে, আমি তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাচ্ছি। ও কি! পালাবার চেষ্টা করছ কেন—ভয় কি! দোস্ত বলেছ, তাই বল। বেশ, দোস্ত না হই—দুস্‌মন ত নই। আমি কি তোমাকে বিপদে ফেলব?

জেলাল। আমি কারও কাছে যাব না।

আজিজ। না যাও, তাকে তোমার কাছে এনে দিচ্ছি।

জেলাল। (অন্যমনস্কভাবে) কি বলছ—কি বলছ? কাকে—কোথা থেকে—কেন? (মুহুর্মুহু উদ্যানাভিমুখে দৃষ্টি) ।

আজিজ। বুঝতে পেরেছি—বুঝতে পেরেছি। সে আসে নি—সে এখনও আসে নি। এলে আমিও দেখতে পাব। দেখতে পেলেই তোমাকে আমি বলব। নাও, আমার দিকে চেয়ে কথা কও। আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তার উত্তর দাও।

জেলাল। বল।

আজিজ। কত দিন তোমাদের দুজনের দেখা-সাক্ষাৎ হয়?

জেলাল। (হাস্য করিয়া) দেখা-সাক্ষাৎ?

আজিজ। হাস্‌লে যে?

জেলাল। সাক্ষাৎ হয়েছে—দেখা হয় নি।

আজিজ। মিথ্যাবাদী।

জেলাল। মিথ্যাবাদী! মুক্তিদাতা! অন্যে এ কথা বললে তখনি তাকে শাস্তি দিতুম।

আজিজ। বিশ্বাস হ'ল না যে বন্ধু! শুধু আমি কেন, এ কথা দুনিয়ার কেউ বিশ্বাস করবে না।

জেলাল। না করে—আমার বয়ে গেল। আমি যা সত্য তাই বলছি।

আজিজ। দেখ নি?

জেলাল। ক'বার বলব?

আজিজ। কথা?

জেলাল। না।

আজিজ। তুমি কও নি, না সে কয় নি?

জেলাল। সে কয় নি। আমিও কই নি। প্রথম দিন দু'একটা কথা কয়েছিলুম।

আজিজ। তা হ'লে ইসারাতেই প্রেম চালা-চালি হয়েছে।

জেলাল। তুমি মুর্খ! শুনছ, আমি তার মুখ চোখ এ পর্য্যন্ত দেখি নি, তখন তার ইসারা দেখব কেমন ক'রে। দেখছি কেবল একটা কাপড়ে ঢাকা জন্তু, আর তার একখানা হাত—তাও আবার দস্তানা দিয়ে ঢাকা। কিন্তু ভাই, শুধু তারই জন্যে এখানে আটকে আছি। লোকের বাড়ী মজুরী ক'রে তার ফল যোগাচ্ছি। কারণ, বুঝেছি—সে আমার চেয়ে দুঃখী।

আজিজ। বটে! এ রকম অসাধারণ প্রেম ত কখন দেখি নি।

জেলাল। প্রেম! সে কি দোস্ত, প্রেম কি? দুঃখীর সঙ্গে দুঃখীর যাতনার বিনিময়। এই কি প্রেম?

আজিজ। তা ভাই জানি না। যাতনার বিনিময় কি যাতনার নিমন্ত্রণ—তা বলতে পারি না, তবে তোমাতে যে সব লক্ষণ দেখছি, তাতে আমার মনে হচ্ছে, তুমি তাকে ভালবেসে ফেলেছ।

জেলাল। ভালবেসে ফেলেছি?

আজিজ। কিন্তু জেলাল! এ ভালবাসা বিচিত্র! সে কে—কি—কি রকম বস্তু—কিছুই তুমি জানলে না, অথচ ভালবাসলে! বন্ধু! তোমার এ অবস্থায় আমি সন্তুষ্ট হ'তে পারলুম না। এর চেয়ে পূর্ব্বে যে অবস্থায় তোমাকে দেখেছিলুম, সে অবস্থা তোমার ছিল ভাল।

জেলাল। বল কি? তা হ'লে কি আর আমি ফল নিয়ে তার কাছে যাব না?

আজিজ। কাপড় ঢাকা জন্তুটির ক্ষুধা নিবারণই যদি তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তা হ'লে যাও। যদি জন্তুটিকে দেখবার সাধ সেই সঙ্গে মনে জেগে থাকে, তা হ'লে যেও না।

জেলাল। বন্ধু! তাকে দেখতে বড় ইচ্ছা হয়েছে।

আজিজ। যদি সে নিতান্ত কুৎসিত হয়? তা হ'লে তাকে ফল দেবার এ আগ্রহের এক আনাও আর তোমাতে থাকবে না। তোমার এত কালের করুণার কার্য্য এক দিনের অবজ্ঞায় পণ্ড হয়ে যাবে।

জেলাল। আর যদি সুন্দরী হয়?

আজিজ। 'যদি হয়' কেন! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জন্তুটি পরমাসুন্দরী। তুমি তাকে না দেখেই যখন এত অস্থির, তখন দেখলে আত্মবিস্মৃত হয়ে যাবে! তাকে পাবার জন্য প্রচণ্ড লালসা হবে। কিন্তু জেলাল, সে যদি তোমাকে না চায়?

জেলাল। না চায়, আমিও অমনি তাকে পিছন ক'রে চ'লে আসব।

আজিজ। পারবে? (নেপথ্যাভিমুখে চাহিয়া) আচ্ছা, তোমার সে বস্তুটি কি নীল আবরণে ঢাকা?

জেলাল। সে এসেছে—সে এসেছে। দোস্ত—চললুম—

[বেগে প্রস্থান।

আজিজ। বন্ধু, দাঁড়াও—দাঁড়াও—

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

জুম্মাবিবির উদ্যান।

বস্ত্রাচ্ছাদিতা জিরিয়ান শিলাখণ্ডে উপবিষ্টা।

জিরি। বুঝি আর তার সঙ্গে দেখা হ'ল না। ফল দিয়ে এতদিন জীবন রক্ষা মান-রক্ষা যে ক'রে গেল—তাকে একটা ধন্যবাদের কথাও কইতে পারলুম

না। সেই ত পিতৃব্যের শাসনে আমাকে মাথা হেঁট করতে হ'ল, তখন এক জন গরীব চাষার ফল খেয়ে তার কাছে মিছে দেনদার হলুম কেন? আজই হয় ত নিষ্ঠুর পিতৃব্যের সম্মুখে আমাকে উপস্থিত হ'তে হবে। তার পর? তার পর সেই অপ্রিয়দর্শন পশু। দূর ছাই! কি করলুম? আরও দু'দিন চুপ ক'রে থাকতে পারলুম না। না—পারলুম না। থাকলে ঐ নিরীহ কৃষক-পুত্রের জীবন থাকতো না। পাপিষ্ঠা আমাকে অপরাজিত দেখে সন্দেহ করেছিল। বুঝেছিল, কেউ গোপনে নিত্য আমাকে আহার জুগিয়ে যাচ্ছে। তার নিষ্ঠুর অনুচরেরা চোরের অনুসন্ধান দুই একবার করেছে। ঈশ্বরের কি অনুগ্রহে যুবককে দেখতে পায় নি। আর দু'দিন চুপ ক'রে থাকলে, আমার জীবন-রক্ষার বিনিময়ে ঐ যুবককে জীবন দিতে হ'ত। শুধু তারই প্রাণ-রক্ষার আকিঞ্চনে আমি হীনতা স্বীকার করেছি। ঈশ্বর! তুমি অন্তর্য্যামী! তুমিই জেনেছ, এতে আমার কোনও অপরাধ নেই। সুলতান-পুত্রী হয়েও আমি ভাগ্যহীনা। আমার সঙ্গে এক সাধুর ভাগ্যও কেন জড়িত হবে! ঐ, ঐ সে আসছে; ঠিক আসছে। আসুক—আজ নির্ভয়ে আসুক, আজ এ স্থান প্রহরিশূন্য। আয়ত্তে এনে নিষ্ঠুরা কসবী আনন্দে আমাকে আজ মুক্তি দিয়েছে।

(ফলপাত্র-হস্তে জেলালের প্রবেশ এবং লিরিয়ানের সম্মুখে পাত্ররক্ষাপূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া প্রস্থানোদ্যত)

লিরি। তাই ত—কি বলব! (অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া) চ'লে যায় যে! আর ত দেখা হবে না!

(কণ্ঠস্বরের ইঙ্গিত। জেলালের পশ্চাতে নিরীক্ষণ। নিকটে আসিতে জেলালকে লিরিয়ানের ইঙ্গিত। শিলাসন ত্যাগ করিয়া জেলালের অলক্ষ্যে অবগুণ্ঠন উন্মোচন ও চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া মুখ পুনরাবৃত্ত করণ)—তোমার নাম কি?

জেলাল। (বিস্ময়-ভাব প্রকাশ)

লিরি। নাম বলতে কুণ্ঠিত হচ্ছ?

জেলাল। তুমি কথা কইলে!

লিরি। তোমার সদ্ব্যবহারে কথা না কয়ে থাকতে পারলুম না। তুমি কাল আসনি কেন?

জেলাল। কাল—কাল আমি আসতে পারিনি।

লিরি। বুঝতে পেরেছি—আসা তোমায় বিরক্তিকর বোধ হয়েছে।

জেলাল। না—না, আমি আসতুম। শুধু হাতে—তাই পারি নি।

লিরি। আমি তোমার ফলের মূল্য দিতে পারি নি।

জেলাল। পেয়েছি পেয়েছি, ঢের পেয়েছি—তুমি কথা কয়েছ।

লিরি। মূল্য চাইলেও দিতে পারব না—এ জেনেও আমি তোমার ফল গ্রহণ করেছি। গ্রহণ ক'রে ধর্ম্মতঃ আমি তোমার কাছে ঋণী।

জেলাল। ও সব কথা কয়ো না। তুমি কথা কয়েছ, এইতে তোমার কাছে ঋণী।

লিরি। ও কথা ব'ল না। ও কথা বল্‌লে, আমাকে রহস্য করা হয়। তুমি গরীব কৃষকপুত্র। তোমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছি মনে ক'রে, আমার মর্ম্মবেদনা হচ্ছে। আমার কাছে এমন কিছু নেই, যা দিয়ে তোমাকে আমি সন্তুষ্ট করতে পারি।

জেলাল। মনে আমার আনন্দ ধরুছে না। ফল যখন পাব, এনে দেব। যত দিন তুমি দয়া ক'রে খাবে, এনে দেব। দামের কথা তুলো না। তুললে মনে বড় কষ্ট হবে।

লিরি। তোমার নাম কি?

জেলাল। জেলালউদ্দীন!

লিরি। তোমার কে আছে?

জেলাল। সে কথা জিজ্ঞাসা ক'র না বিবি-সাহেব! করলে—তোমার সঙ্গে কথার সুখ নষ্ট হয়ে যাবে।

লিরি। বেশ, জিজ্ঞাসা করব না। থাক কোথায়?

জেলাল। নদী-পারের এক ভেড়িওয়ালার বাড়ীতে

লিরি। সেখানে কর কি?

জেলাল। কখনও মাঠে ভেড়ীও চরাই, কখন বাজারে ফল বিক্রী করি।

লিরি। এ সব ফল তা হ'লে তার? চুপ ক'রে রইলে কেন? বলতে লজ্জা কিসের?

জেলাল। তারই বই কি।

লিরি। তা হ'লে শুধু হাতে ফিরে যাও—সে কিছু বলে না?

জেলাল। তার অনেক ফল, তা থেকে বেছে দু'একটা নিয়ে আসি।

লিরি। চুরি ক'রে নিয়ে এস? কথাটা অন্যায় হয়েছে,—ক্রোধ ক'র না।

জেলাল। তাকে ব'লে নিয়ে আসি। দাম দেব ব'লে নিয়ে আসি।

লিরি। কিন্তু দাম ত দিতে পার না।

জেলাল। দিতে পারি নি, দেব।

লিরি। কেমন ক'রে দেবে? আমার কাছে ত পাবে না।

জেলাল। আমার মাহিনা থেকে কাটান দেব।

লিরি। তাকে আমার কথা বলেছ?

জেলাল। না বিবি-সাহেব, তা বলি নি। কিন্তু মনিব একটা বুঝেছে।

লিরি। কি বুঝেছে?

জেলাল। সে কথা আর জিজ্ঞাসা ক'র না।

লিরি। বল না—আমি জানতে চাচ্ছি—দোষ কি?

জেলাল। সে বলে, আমি আমার পিয়ারীকে ফল দিতে আসি।

লিরি। তুমি কি বল?

জেলাল। আমি—আমি—আমি কিছু বলি না। চুপ ক'রে থাকি।

লিরি। ত হ'লে কথাটা স্বীকার ক'রে নাও বল? ভাল, আমাকে তুমি ফল দিতে এসেছিলে কেন? আমাকে কি তুমি দেখেছ?

জেলাল। না।

লিরি। তবে এখানে কেন এসেছিলে?

জেলাল। তোমার গান শুনে এসেছিলুম। তারপর তোমার কথা শুনেছিলুম। তুমি ক্ষুধায় কাতর বুঝেছিলুম।

লিরি। বুঝেছি! আজ তুমি ফল উঠিয়ে নাও।

জেলাল। কেন বিবি-সাহেব?

লিরি। তোমার পূর্ব্ব ফলেরই মূল্য দিতে পারি নি।

জেলাল। আমি ত বলেছি বিবিসাহেব, আমি মূল্য নেবো না।

লিরি। নিতেই হবে।

জেলাল। নিতেই হবে!

লিরি। না নিলে, তোমার দত্ত খাদ্য শূলের মত আমার পেটে বিঁধবে।

জেলাল। বেশ; একদিন উপহার নাও।

লিরি। আজ আমি ক্ষুধার্ত্ত নেই। সুভোজ্যে পরিতৃপ্ত হয়েছি।

জেলাল। নেবে না?

লিরি। নিয়ে যাবার উপায় নেই। এ ফল অন্যে দেখলে তোমার বিপদ হবে। জেলাল! মনে ক্ষোভ ক'র না। যে বুড়ীর আশ্রয়ে আছি, সে বড় নিষ্ঠুর।

জেলাল। তোমার কথা কি মিষ্টি! তুমি সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে থাক কেন বিবিসাহেব?

লিরি। আমি থাকি না। সেই বুড়ীই আমাকে ঢেকে রাখে। তুমি এই ধুকড়ীর ভেতরে কি আছে মনে কর?

জেলাল। আমার জান আছে।

লিরি। তোমার ফলের মূল্য দিচ্ছি—নাও।

জেলাল। আমার কথায় কি রাগ করলে বিবিসাহেব?

লিরি। দোষ তোমার নয়, দোষ আমার। রাখালের কাছে আমার এতটা বাচালতা ভাল হয় নি। ফলের মূল্য দিচ্ছি নাও, নিয়ে চ'লে

জেলাল। এই যে বললে, "আমার হাতে পয়সা নেই"?

লিরি। পয়সা নেই ব'লে কি দেবার অন্য কিছুও নেই! (হস্তাবরণ উন্মোচন)

জেলাল। ইস্!

লিরি। আংটীর জলুষ দেখে বিস্মিত হচ্ছ? এই পাথর বদাক্সনের পদ্মরাগ মণি। অতি দুর্ম্মূল্য। এ এক রাজকন্যার হাতের আংটী।

জেলাল। আংটী দেখতে কে চায়? আমি তোমার হাতের আঙ্গুলের জলুষ দেখছি। ঐ আঙ্গুলে থেকে তোমার আংটীর গুমোর বেড়ে গেছে। তাই ত বিবি-সাহেব, তোমার এত রূপ!

লিরি। নিয়ে যাও।

জেলাল। কি?

লিরি। আংটী।

জেলাল। কেন?

লিরি। এই তোমার ফলের মূল্য।

জেলাল। দু'পয়সার ফল দিয়ে, বিনিময়ে এই অমূল্য আংটী নেব? তা নেব না।

লিরি। তা হ'লে?

জেলাল। বিবিসাহেব!

লিরি। কি? বল—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ব্যাপার কি, জলদি বল—আমি আর দাঁড়াতে পারব না।

জেলাল। তোমার মুখখানি—

লিরি। তা হয় না। আমি মর্য্যাদা নাশ করতে পারি না। পুরস্কার দিচ্ছি গ্রহণ কর।

জেলাল। বিবিসাহেব! আমি তোমাকে ভালবেসেছি।

লিরি। (অঙ্গুরীয় নিক্ষেপ করিয়া) ঐ পুরস্কার দিলুম, তুলে নাও। নিয়ে এখনি উদ্যান পরিত্যাগ কর। হুঁসিয়ার! আর এখানে এস না। (জেলালের প্রস্থানোদ্যোগ) তুলে নাও! (স্বগত) তাই ত। কি করি, ও যে রকম উন্মত্ত, মুখ দেখালে ওকে ত আর ফেরাতে পারব না। দেখলেই সঙ্গ নেবে। অমনি সেই সব দুর্দ্দান্ত হাবসীর নজরে পড়বে। এখনি গরীবের প্রাণ যাবে। (অঙ্গুরীয় উঠাইয়া প্রকাশ্যে) মূল্য নেবে না? নেবে না? এই ভেড়ীওয়ালা—দাঁড়া। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বাদশা কালিফ যে মুখ দর্শন-ভিখারী, ক্ষুদ্র নগণ্য-চাষা, তুই সেই মুখ দেখিতে সাহস করিস্?

(আজিজের প্রবেশ)

আজিজ। আমি করি বিবিসাহেব! চাষাকে মুখ দেখাতে কুণ্ঠা বোধ কর, আমাকে দেখাও। গরীব চাষা সেই সঙ্গে সঙ্গে দেখে চক্ষু সার্থক করুক।

লিরি। তুমি আবার কে?

আজিজ। আমি ঐ চাষার অন্তরঙ্গ বন্ধু।

নেপথ্যে। কোন্ হ্যায়—কোন্ হ্যায়—

লিরি। চ'লে যাও, হতভাগ্যেরা চ'লে যাও—নইলে এখনি মৃত্যু—ভীষণ মৃত্যু—পালাও পালাও, নইলে কেউ রক্ষা করতে পারবে না,—কালিফ পারবে না।

[প্রস্থান।

আজিজ। দাঁড়িয়ে দেখছ কি, জেলাল? এখনি দাম্ভিকার অনুসরণ কর।

জেলাল। করব?

আজিজ। এখনি।

জেলাল। তার পর?

আজিজ। তার পর আবার কি? মৃত্যু-ভয়ে যদি ভালবাসার বস্তুর অনুসরণে পশ্চাৎপদ হও, তা হ'লে পালাও কাপুরুষ, আমি তোমার হয়ে সুন্দরীর অনুসরণ করি।

জেলাল। কাপুরুষ কখন নই, ও আমাকে মুখ দেখাতে ঘৃণা করছে।

আজিজ। মুখ দেখাতে ঘৃণাবোধ করছে—তুমি গিয়ে সুন্দরীর পাণিপ্রার্থনা কর।

[জেলালের বেগে প্রস্থান।

(খোজা প্রহরিগণের প্রবেশ)

১ম, প্র। ওই একটা পালাচ্ছে। ধর্ ধর্—ভাগলো—জলদি—জলদি।

[১ম প্রহরী ব্যতীত অন্যান্য প্রহরিগণের প্রস্থান।

কে তুই?

আজিজ। এই ভাই—পথিক।

১ম, প্র। এই কি পথ?

আজিজ। তা আবার জিজ্ঞাসা করতে হয়? যে পাহাড়ে অবলীলায় আরোহণ করতে পারে, পাহাড়ই তার পথ। যে সমুদ্র অনায়াসে পার হ'তে পারে, সমুদ্রই তার পথ। নে—পথ ছেড়ে দে। ওই ক'টা পশু আমার বন্ধুর পেছনে ছুটেছে। এখনি আমাকে রক্ষা করতে হবে।

১ম, প্র। আগে তুই-ই বাঁচ, তারপর তাকে রক্ষা করবি। নে, আল্লাকে স্মরণ কর।

আজিজ। আমি সর্ব্বদাই স্মরণ করছি।

১ম, প্র। তবে আর দেরী করছি কেন?

আজিজ। হুঁসিয়ার উল্লুক! যদি বাঁচতে চাস, অস্ত্র কোষবদ্ধ কর। সামান্য তলবের গোলাম, তুই ম'লে দুনিয়ার কেউ এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবে না—

১ম, প্র। কে আপনি হুজুরালি?

আজিজ। ওইখানে জানতে পারবি, আমার সঙ্গে চ'লে আয়।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

জুম্মাবিবির উদ্যানমধ্যস্থ কক্ষ

লিরিয়ান

লিরি। তাই ত, কি ক'রে এলুম! এসেই বা কি করলুম। ছিলুম কোথায়? আছি কোথায়? এখান থেকে আবার যাব কোথায়? এ দুনিয়ায়

আমার কে আছে? আত্মীয় বিরূপ, শত্রু প্রতারক, দুনিয়া—নিশ্চেষ্ট দর্শক। এক জন—কেবল একজন —এ দুনিয়ায় আমাকে মমতা দেখিয়েছে। তবে আমি কেন তার সঙ্গে মমতার বিনিময়ে কার্পণ্য করলুম। নিয়তি এতকাল পরিহাস করছে, আমি কেন একদিন নিয়তিকে পরিহাস করলুম না!

(নেপথ্যে) ঐ দিকে—ঐ দিকে (কোলাহল)

লিরি। এ কি! কি হ'ল—দুর্দ্দান্ত হাবসী তাকে দেখতে পেয়েছে না কি! ঠিক পেয়েছে! আবার নিয়তি বিকট পরিহাসে আমাকে পাগল করতে আসছে না কি?

(জেলালের প্রবেশ)

ওদিকে সেদিকে কি দেখছ—আমাকে চিনতে পারছ না? আমাকে চিনতে পারছ না?

জেলাল। আবার কথা কও।

লিরি। এই যে অনেক কথা কয়ে এলুম জেলাল!

জেলাল। তুমি—তুমি—এত সুন্দর!

লিরি। মুখের দিকে চেয়ে থাকবার সময় নয়—কৃষক-পুত্র! এখনই জীবন যাবে—যাবে কি—গেল —গেল। চ'লে এস!

জেলাল। আর জীবনে প্রয়োজন কি! রাখালের যা প্রাপ্য, তা সে পেয়েছে। আর আমার বাচিবার প্রয়োজন নেই।

লিরি। তোমার নেই, আমার আছে। অগদি তুমি আমার ঐ মশারি-ঢাকা শয্যার মধ্যে প্রবেশ কর।

জেলাল। আর কেন, মরতে দাও।

লিরি। মৃত্যু আপনি আসছে—এখনি আসছে। তোমাকে আর আমাকে এক সঙ্গেই গ্রাস করতে আসছে। তবে একটু লুকোচুরী খেলতে দাও। মনের কথা কইতে সময় নেই—যাও, যাও।

[জেলালের প্রস্থান।

(নেপথ্যে)। কৈ—কোথায়!

(প্রহরিগণের প্রবেশ)

লিরি। কি রে, কি হয়েছে? কিসের গোলমাল?

১ম, প্র। তাই ত রে! কোথায় গেল?

সকলে। তাই ত—কোথায় গেল?

লিরি। কি গেল—কি গেল?

১ম, প্র। চোখে ধূলো দিয়ে গেল নাকি?

লিরি। আরে মর, কি হয়েছে—খুলে বল,—দেরী করিস নি।

১ম, প্র। একটা লোক বাগান থেকে এই বাড়ীর ভেতরের দিকে ছুটে এসেছে। আমরা বরাবর পিছন নিয়েছি। এইখানটায় গোলমাল হয়ে গেছে।

লিরি। লোক!—কি রকম দেখতে?

১ম, প্র। তা কি দেখেছি!

লিরি। চোর না সাধ?

১ম, প্র। চোর। সাধ কি আর লোকের বাড়ী না ব'লে ঢোকে!

লিরি। পুরুষ না স্ত্রীলোক?

১ম, প্র। তাই ত রে, পুরুষ না স্ত্রীলোক, (সকলে হাঁ করিয়া অবস্থিতি) সেটা ত হিসেব করা হয় নি!

লিরি। বা! মাতব্বর, বা! এমনি ক'রে বুড়ীর সম্পত্তি তোমরা চৌকী দিচ্ছ?

১ম, প্র। চ'লে আয়—চ'লে আয়, গোলমাল হয়ে গেল!

লিরি। ধরতে পারলি কি না খবর দিবি।

১ম, প্র। দেব—দেব।

লিরি। আমি উৎকণ্ঠায় রইলুম।

১ম, প্র। দেব—দেব।

[প্রহরিগণের প্রস্থান।

লিরি। (ভিতর হইতে জেলালকে আনিয়া) আর আমাদের কথা কবার সময় নেই। জেলাল! তোমাকে মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা করবার জন্য আমি ভাব্র তিরস্কার করেছিলুম। তুমি শুনলে না! মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে উন্মত্তের মত আমার অনুসরণ করলে। যখন করেছ, তখন মৃত্যুর দ্বারে তোমাকে দাঁড় করিয়ে, মৃত্যু-ভবনের প্রথম সোপানে পা দিয়ে, আমি তোমাকে যা বলি, শোন। কৃষকপুত্র! আমি ছিলুম—সমরখন্দের সুলতান-নন্দিনী। এখন, এই মুহূর্ত্তে আমার ভূত-ভবিষ্য-বর্ত্তমান—সব অন্ধকারে ডুবিয়ে, এক প্রান্তর-বিচ্যুত ভাসমান তৃণ অবলম্বন ক'রে দরিয়ায় ঝাঁপ দিলুম। যে অদৃষ্ট দিবারাত্র আমাকে উৎপীড়ন ক'রেও তৃপ্ত হচ্ছে না, (অঙ্গুরীয় লইয়া ও জেলালের অঙ্গুলিতে পরাইয়া) আজ তার মুখে নিজহাতে এই আমি অগ্নি সংযোগ

করলুম। অনুযুক্ত কৃষক! তোমার সাহায্যে এতদিন যে জীবন রক্ষা করেছিলুম, এই নাও সেই জীবন তোমারই প্রাপ্য, গ্রহণ ক'রে আমাকে ধন্য কর। নাও, এবার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

জেলাল। চাষা! সত্যই আমি চাষা। যে কথায় তোমার এই অদ্ভুত আচরণের উত্তর দেব, তা আমার ভাষার পুঁজিতে নেই। মৃত্যু—তোমার? সে ত হয়ে গেল। আমার? দেখি দেখি—ডাকলেও সে আমার কাছে আসে কি না। আস্‌বে না—আসবে না! আমি মাটী দিয়ে বেহেস্ত কিনেছি। দেবদূতের কৃপার নিশ্বাস আমার কলজে স্পর্শ করছে—মৃত্যু আস্‌বে না। এই—এই—তোরা এদিকে আয়, আমি এখানে আছি।

(হাবসীগণের প্রবেশ)

১ম, হাবসী। মিলেছে—কোথায় পালাবে? ধর কমবখতকে। ছিঃ শাজাদি!—তোমারই ঘরে!

লিরি। চোপরাও উল্লুক, ইনি আমার স্বামী।

সকলে। ধর—ধর—স্বামীকে ধর।

(আজিজ ও সর্দ্দারের প্রবেশ)

আজিজ। হুঁসিয়ার! অঙ্গে হস্ত স্পর্শ করেছিস—কি মরেছিস, ব'লে দাও সরদার।

সর্। স'রে দাঁড়া—স'রে দাঁড়া—সেলাম ক'রে স'রে দাঁড়া।

(জুম্মাবিবির প্রবেশ)

জুম্মা। স'রে দাঁড়াবে কেন—গ্রেপ্তার কর্।

আজিজ। একটু বিলম্ব বৃদ্ধা, ব্যস্ত কেন? এর মধ্যে পালিয়ে যাবার কেউ নেই।

জুম্মা। কে তুমি?

আজিজ। মৃত্যু পরিচয়ের খাতির রাখে না। রাজা-প্রজা, বালক-বৃদ্ধ—সকলকেই ইচ্ছামত গ্রহণ করে। তুমি কে? আর কি সাহসে তুমি কালিফের রাজ্যে এই রাক্ষসীর আচরণ দেখাচ্ছ?

জুম্মা। কালিফ হ'লে, আমি এ কথার উত্তর দিতুম।

আজিজ। নইলে?

জুম্মা। ঐ যুবকের সঙ্গে তোমারও মৃত্যু।

আজিজ। মারবে কে?

জুম্মা। এই যে—দেখতে পাচ্ছ না?

আজিজ। বৃদ্ধা! এরূপ শত অভাগ্যের মুণ্ড ভক্ষণেও এ তরবারির ক্ষুধা নিবারণ হবে না।

জুম্মা। আরও আছে, শত আছে, সহস্র আছে, লক্ষ আছে। কালিফের ফৌজদার আছে, সুবেদার আছে,—স্বয়ং কালিফ আছেন।

আজিজ। যদি কালিফ হই?

জুম্মা। সত্যই আপনি কালিফ?

আজিজ। যদি হই?

জুম্মা। যদি নেই। সত্যই যদি আপনি ছদ্মবেশে দুনিয়ার মালিক আল আজিজ, তা হ'লে এ বৃদ্ধার কাছে গোপন করবেন না।

আজিজ। আমিই আল আজিজ।

(সকলের সবিস্ময়ে অভিবাদন করণ)

জুম্মা। জাঁহাপনা! মুহূর্ত্ত মাত্র অপেক্ষা করুন। তোরা চ'লে আয়। জাঁহাপনার বাক্যই তাঁকে আবদ্ধরাখা-প্রহরী।

[জুম্মা ও প্রহরিগণের প্রস্থান।

জেলাল। তাই ত জাঁহাপনা! সুলতান-কন্যা, —মৃত্যু ফিরে গেল।

আজিজ। (স্বগত) সুলতান-কন্যা! তাই তো, রহস্য যে ক্রমে ঘনীভূত হ'য়ে আস্‌ছে। (প্রকাশ্যে) একটু অপেক্ষা কর ভাই! আমি অবস্থা এখনও বুঝ্‌তে পারছি না। কথা কবার সময় আসুক।

লিরি। জাঁহাপনা! আমি কেবল একটা কথা কইব—একটা কথা! বুঝতে পেরেছেন, অভাগিনী —সমরখন্দের সুলতান-কন্যা। চিত্তের সে আবেগের আবেদন জাঁহাপনার কি মনে আছে?

আজিজ। সে কথা জানতে চাচ্ছ কেন?

লিরি। জানতে আর চাচ্ছি না। আমি মহাপুরুষের কাছে ক্ষমা চাই।

আজিজ। চেও না। লজ্জিত হও না সুলতাননন্দিনী। মন—তুমিও বুঝতে পার নি—আমিও পারি নি। আমি আকাশে ঘর বাঁধতে দুনিয়া থেকে মসলা সংগ্রহের জন্য পথে বেরিয়েছিলুম। এসে এই জন-বিরল ক্ষুদ্র পল্লীতে দেখি, আকাশ তার চন্দ্র-তারকা-রত্নরাজি দিয়ে দুনিয়ার পৃষ্ঠে আগে হ'তেই মন্দির রচনা ক'রে রেখেছে! এক দিকে দেখে, অন্য দিকে পেয়ে—আমি ধন্য। তুমি অজ্ঞাতসারে তোমার প্রিয় পেয়েছ। আমিও অজ্ঞাতসারে আমার প্রিয় পেয়েছি। নির্ভয় হও রাজনন্দিনী, আমি তোমার প্রিয়ের সখা।

(জুম্মাবিবির পুনঃ প্রবেশ)

জুম্মা। জাঁহাপনা, এইখানা পাঠ করুন।

(ফারমান দান)

আজিজ। (ফারমান মস্তকে স্পর্শ করিয়া) এ ত আমার পিতারই স্বাক্ষরিত ফারমান।

জুম্মা। পাঠ করুন।

আজিজ। (পাঠান্তে) এ কি—এ কি নিষ্ঠুর আদেশ! যে পুরুষ তোমার বিনা অনুমতিতে এ গৃহে প্রবেশ করবে, তারই শিরচ্ছেদ হবে! এ অদ্ভুত কঠোর আদেশের কারণ ত আমি বুঝতে পারছি না।

জুম্মা। সে কথা বোঝাতে আমার সাহস নেই জাঁহাপনা।

আজিজ। বেশ, মহান্ পিতার আদেশ আমি পালন করছি। আমাকে বন্দী করতে চাও—বন্দী কর, হত্যা করতে চাও—হত্যা কর। অতি সামান্য মাত্রও বাধা দেব না। এ যুবককে মুক্ত কর।

জুম্মা। জাঁহাপনার কি কোনও আদেশ করবার অধিকার আছে ?

আজিজ। এ ফারমান দেখে ত বুঝতে পারছি, নেই। বরং পিতার সুজাত পুত্র ব'লে যদি আমাকে গর্ব্ব করতে হয়, তা হ'লে যুবককে মৃত্যুদণ্ড দিতে তোমাকে আমার সাহায্য করতে হবে। আদেশের অধিকার নেই ;—ভিক্ষার ত অধিকার আছে।

জেলাল। কেন ? কিসের ভিক্ষা ? এই তুচ্ছ চাষার প্রাণের জন্য আপনাকে এই নগণ্য স্ত্রীলোকের কাছে হীন হ'তে হবে জাঁহাপনা ! এই বুড়ী, ঐ শয়তানগুলোকে ডেকে আন্। আমার প্রাণ এখনি নিতে বল।

লিরি। নে কসবী, সেই সঙ্গে আমারও প্রাণ নে।

জুম্মা। না রাজকুমারী, তোমার প্রাণ নেবো না। তোমার পিয়ারের প্রাণ নেব। তোমার সুমুখেই নেব। তুমি আমাকে বড় ঠকিয়েছ। গোপনে গোপনে এই চাষার সঙ্গে প্রেম ক'রে, এরই সাহায্যে জীবন রক্ষা করেছ। তাতেই আমার সকল কৌশল ব্যর্থ হয়েছে। তোমার সুমুখে এই কমবখতকে মেরে তোমাকে সমরখন্দে পাঠিয়ে দেব। সেখানে দানিয়েল তোমার প্রতীক্ষায় ব'সে আছে।

আজিজ। তাই ত! রণস্থলের বিপদ যে এর চেয়ে তুচ্ছ! বিবিসাহেব! যুবকের প্রাণভিক্ষা চাই।

জুম্মা। না জাঁহাপনা, আমি হৃদয়হীনা বারাঙ্গনা।

আজিজ। তা হ'লে আগে আমাকে হত্যা কর

জুম্মা। সাহান সা! রাক্ষসীও নিজের সন্তানকে পালন করে। আপনি রাজ্যেশ্বর। আপনি প্রজার সমস্ত সম্পর্কেরও মালিক। আমি আপনার অঙ্গ স্পর্শ করতে পারব না।

আজিজ। আমি এক রাজ্য পুরস্কার দিচ্ছি।

জুম্মা। এই বৃদ্ধকালে রাজ্য নিয়ে আমি কি করব জাঁহাপনা ?

আজিজ। তাই ত জেলাল, তোমার প্রাণ যে রক্ষা করতে পারি না।

জেলাল। শুনে বড়ই খুসী হয়েছি জাঁহাপনা নে বুড়ী, শিগ্‌গির আমার প্রাণ নে।

লিরি। নে বৃদ্ধা, সর্ব্বাগ্রে আমার প্রাণ নে।

জুম্মা। বান্দা, অস্ত্র নিয়ে আয়।

(তরবারি হস্তে বান্দার প্রবেশ)

এই বেয়াদব চাষাকে এখনি কোতল কর। (বান্দা-কর্ত্তৃক জেলালের মস্তক-ছেদনের উদ্যোগ)

(হামিদা ও আব্বাসের প্রবেশ)

হামিদা। সাবধান! সুলতান-নন্দিনি, কার সাধ্য তোমার পিয়ারের অঙ্গ স্পর্শ করে ?

আজিজ। একি বিবি-সাহেব, তুমি এখানে!

হামিদা। সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে এসেছি। আত্মগোপন কেন ? মা বল, সম্রাট্! এরা সব আমার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছে— মা বল।

আজিজ। মা, তোমাকে এ অপবিত্র স্থানে দেখার চেয়ে, এই বৃদ্ধার হাতে আমার মৃত্যু হওয়াও ছিল ভাল।

হামিদা। অপবিত্র! কে তোমাকে এ কথা বল্‌লে ? না আজিজ! তোমার প্রতিষ্ঠা হানি হবে, এমন কাজ তুমি স্বপ্নেও আমার কাছে প্রত্যাশা ক'র না। এ বটে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর গৃহ, কিন্তু তোমার তীর্থ। উজীর এখানে প্রবেশ করতে পারে নি। বর্ত্তমান সম্রাটেরও এখানে প্রবেশাধিকার নাই। আর কোনও স্থানে লুকিয়ে রাখলে, এই বালিকাকে কালিফের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না ব'লে, ধূর্ত্ত সমরখন্দের উজীর একে এইখানে লুকিয়ে রেখেছে। তোমারই প্রতিশ্রুতি পালন করতে আমি এই বন্দিনীকে উদ্ধার করতে এসেছি।

দাঁড়িয়ে থেকো না বৃদ্ধা, তোমাকে যাতে আনন্দে মা ব'লে সম্বোধন করতে পারি, সত্বর তার ব্যবস্থা কর। নইলে তোমার সঙ্গে এই রহস্যপূর্ণ আশ্রয়-ভূমি আমি ভূমিসাৎ ক'রে চ'লে যাব। কালিফ তাঁর পিতার আদেশপালনে তোমার কাছে মাথা হেঁট করতে পারেন, আমি ত করব না। আমি তোমার এই ফারমান দেখে আমার স্বামীর মসীলিপ্ত চিত্রের সম্মুখে পঙ্গুর মত নিশ্চল থাকবো না।

জুম্মা। মা, তোমার আগমন কখনও নিষ্ফল হ'তে পারে না। বুঝলুম, এত দিন পরে খোদা মুখ তুলে চেয়েছেন—এই হীন বৃদ্ধার মুক্তির উপায় করেছেন। যে রহস্য গোপন করতে গিয়ে, এতদিন হৃদয়ভারে প্রপীড়িতা হয়েছি, আজ তা প্রকাশ করবার শুভ সুযোগ উপস্থিত। জাঁহাপনা! ঐ দেখুন—

পট পরিবর্ত্তন

(যুগল-মূর্ত্তির প্রকাশ)

আজিজ। এ কি! পিতার প্রতিমূর্ত্তি!

হামিদা। শুধু তাই নয়, পার্শ্বে তোমার বিমাতা।

জুম্মা। এই আমার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীজান! জাঁহাপনা, আপনার পিতা যখন যুবরাজ, তখন গোপনে একে মুটা-মতে বিবাহ করেছিলেন। দোহাই ঈশ্বর, হজরত সম্মুখে, কন্যা আমার সাধ্বী। একমাত্র কন্যা প্রসব ক'রে মা আমার স্বামী অদর্শনে শোকে দেহত্যাগ করেছিল। আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা—উজীর সায়েস্তা খাঁর জননী—তাকে প্রতিপালন করে।

হামিদা। আর বলতে হবে না। যাও মা, আমার আগমন সার্থক হয়েছে। আমার স্বামীর উপর যে যৎসামান্য অশ্রদ্ধার ভাব ছিল, তা দূর হ'য়ে গেল। শোন সম্রাট্, তোমার সেই অপরিচিতা ভগিনীই সমরখন্দের সুলতানা। পুত্র, যদি পিতৃ-বৎসলতার বিন্দুমাত্রও অভিমান তোমাতে থাকে, তা হ'লে তোমার এই বিমাতৃ-জননীকে আমারই মত অভিবাদন কর।

আজিজ। সেলাম জননি! এত দিন কেবল মাটীর রাজ্য জয় করেছি। আজ পিতৃচরিত্রের বিমলতার প্রতিষ্ঠায় মাটীতে দাঁড়িয়ে স্বর্গ-রাজ্য জয় করলুম।

জাঁহাপনা, এ আপনার মহৎ ঔরসেরই প্রকৃষ্ট পরিচয়। আপনার মহান্ পিতার এই জীর্ণ আদেশপত্র-খণ্ডের জোরে কসবী আজ সম্রাট্-জননীর গৌরব লাভ করলে। (ফারমান ছিন্নকরণ) এই আমার শাসন শেষ হ'ল, এইবারে এখানে আপনার শাসন।

আজিজ। (জেলালের প্রতি) মুগ্ধনেত্রে দাঁড়িয়ে কি দেখছ? শুধু আমিই এ আনন্দের পূর্ণাধিকারী নই। তুমি তার অর্দ্ধেকের অংশীদার। এই নাও শাজাদী, তোমার আত্মদান নিষ্ফল হয় নি। তোমার আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হয় নি! তোমার এই প্রেমাস্পদ আমারই পিতৃব্য—অর্দ্ধ মোসলেম রাজ্যেশ্বর—কালিফ আল আমীনের পুত্র—আল জেলাল।

পঞ্চম অঙ্ক

—*—

প্রথম দৃশ্য

আল আমীনের কুটীর

মমিন

মমিন। কৈ, কুটীরে ত জনমানবের অস্তিত্ব বুঝতে পারলুম না। হজরত কি ঘরে আছেন? না—কেউ ত নেই। থাকলে কি বৃদ্ধ আমার এত সম্বোধনেও উত্তর দিতেন না! কুটীর যেন পরিত্যক্তের মত বোধ হচ্ছে। তাই ত! কন্যার অদর্শন বৃদ্ধের সহ্য হ'ল না নাকি। না—এই যে—এই যে হজরত বেঁচে আছেন।

(আল আমীনের প্রবেশ)

আমীন। তোমার কি মনে আশঙ্কা হয়েছিল যে, আমি জীবিত নেই?

মমিন। সেই আশঙ্কাই হয়েছিল হুজুরালি!

আমীন। না মমিন খাঁ, আমি মরি নি। আমি তোমার মুখে কন্যার মৃত্যু-সংবাদ শোন্‌বার প্রত্যাশায় বেঁচে আছি। বল ত মমিন খাঁ, কন্যা আমার কেমন ক'রে মরেছে? দূর থেকে তোমার

মুখ বিমর্ষ দেখেছি। দেখে তোমার কাছে এসেছি। মুখ প্রফুল্ল দেখলে কাছে আসতুম না—তোমাকে দেখা দিতুম না।

মমিন। এর মানে কি?

আমীন। কেন, মানে ত তুমি জান। কন্যার শোচনীয় মৃত্যু আশঙ্কা ক'রে এক দিন আমি তোমারই সম্মুখে কন্যার গৌরবকর মৃত্যুর ব্যবস্থা করেছিলুম। তুমি আমাকে সেই দিন জীবনে প্রথম তিরস্কার করেছিল। তুমি মানে জান না? রাজা প্রতারণায় কন্যা নিয়ে গেছে। রাণী প্রতারণায় তাকে কালিফের কাছে উপঢৌকন পাঠিয়েছে। হতভাগিনী কন্যা কালিফের ঐশ্বর্য্যের মোহে তার পিতার নাম গোপন করেছে। আপনাকে সুলতান-নন্দিনী ব'লে পরিচয় দিয়ে কালিফের গৃহিণী হয়েছে। সে কন্যা আমার চক্ষে মৃতা। তোমার মুখ দেখে অনুমান করেছি! তুমি এ হীন প্রতারণায় যোগ দিতে পার নাই। বল মমিন খাঁ, আমি তোমার সঙ্গে আবার দুটো আনন্দের আলাপ করি।

মমিন। এই তার মৃত্যু?

আমীন। এ ত হীনার মৃত্যু। যদি জান্‌তে পারি, আমার কন্যা যথার্থ পিতৃপরিচয় দিয়ে কালিফের পত্নীত্ব স্বীকার করেছে, তথাপি সে আমার চক্ষে মৃতা।

মমিন। তা হ'লে নিশ্চিন্ত হন হজরত, আপনার কন্যা মরে নি। কালিফবংশধরী নিজের অস্তিত্ব না জেনেও বংশের তেজস্বিতা রক্ষা করেছে।

আমীন। কালিফ-বংশধরী—কে তোমাকে এ কথা বল্‌লে?

মমিন। মহান্ কালিফ—আমি আপনার শিষ্য, ভৃত্য, দাস। আমাকে আর গোপন ক'রে আপনার মহত্ত্ব নষ্ট করবেন না।

আমীন। মান—মান—মমিন খাঁ, দুর্জ্জয় মান! যখন জেনেছ, তখন শোন। আমি দেশ ভুলেছি, নাম ভুলেছি, আমার মহিমান্বিতা সাধ্বী পত্নীর শোক ভুলেছি, একমাত্র অপহৃত পুত্রের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত চিন্তার ঘর থেকে দূর ক'রে দিয়েছি, এ মানকে জীর্ণ করতে পারি নি।

মমিন। সে মান আপনার কন্যা অটুট রেখেছে, আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন; কিন্তু হজরত—

আমীন। আবার কিন্তু কেন মমিন খাঁ? সে কি বসফরাসে ডুবে গেছে? যাক্। অনাহারে জীবন দিয়েছে? দিক্। হিংস্র জন্তুর উদরস্থ হয়েছে—হ'ক। যাক ডুবে, দিক্ জীবন অনাহারে, প্রবেশ করুক জন্তুর উদরে, তবু সে আমার চক্ষে জীবিত। সে নিজের অজ্ঞাতসারে তেজস্বিতা কালিফ-কন্যার হৃদয়পঞ্জরে পুরে নিয়ে গেছে। জলে, স্থলে, জন্তুর উদরে—যেখানেই তার সমাধি হ'ক না কেন, আমি এ জীবনের শেষাংশ সেই পবিত্র সমাধির স্মরণেই অতিবাহিত করব।

মমিন। তবে তাই করুন। এই যদি আপনার কন্যার জীবন হয়, তা হ'লে আমীরণ জীবিতা। কিন্তু কোথায় সে, আমাকে জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারব না।

আমীন। কখনও জিজ্ঞাসা করব না সখা। তবে এস—এস আমার সঙ্গে এই কুটীর-মধ্যে। হর্ষবিষাদে আমার জীবনের সমস্ত আশ্রয় সন্ধিস্থল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। জীবন এখন আকাশ-চারী—শ্রান্ত পক্ষীর ক্ষণেকের বিশ্রামের জন্য যেন দেউল শিরে অবস্থান। তার মন্দির-গাত্রের বাসা একটা ঝঞ্ঝার অনিয়মিত স্পন্দনে ভেঙ্গে গেছে। এস সখা, জীবিত থাকতে থাকতে তোমাকেই আমার ইতিহাস শুনিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(আমীরণ ও আজিজের প্রবেশ)

আমী। দেখলেন?

আজিজ। দেখলুম। যেন ভূকম্প-ভগ্ন কোন আকাশস্পর্শী মিনারের স্বপ্নশোভন নিদর্শন।

আমী। আসুন আত্মীয়, পিতার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ করিয়ে দিই।

আজিজ। আমীরণ।

আমী। কি আত্মীয়?

আজিজ। এইবারে আমাকে বিদায় দাও।

আমী। আমাদের ঘরে যাবেন না?

আজিজ। যেতে ইচ্ছা থাক্‌লেও যাওয়া এখন আমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে না।

আমী। কেন?

আজিজ। আমি জীবনে প্রথম শুধু তোমার জন্য কালিফের রাজ্যের সীমা অতিক্রম করলুম। এ স্থানের মৃত্তিকা আমার চরণ বিদ্ধ করছে।

আমী। তা হ'লে আপনাকে থাকতে অনুরোধ করব না। আপনি মুখ তুলুন।

আজিজ। কেন ?

আমী। আমি একবার মাত্র ইস্তাম্বুলে দেখেছিলুম সে উজ্জ্বল করুণার দৃষ্টি। আর দেখি নি। আপনি অতি সাবধানে চক্ষু, আমার চোখের কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছেন। বিদায়-মুখে একবার দেখব—দেখে দৃষ্টি সার্থক করব।

আজিজ। না আমীরণ, তুমি কালিফ-নিবেদিতা।

আমী। কালিফ—কে কালিফ ? তিনি কত মহান্, আমি জানি না। ক্ষুদ্র দীন রমণী আমি। আমি এই কুটীর-দ্বার থেকেই তাঁকে অভিবাদন করি। কিন্তু শুনুন আত্মীয়, আমি কথার কৌশল জানি না—আমি আপনাকে যা বলছি, আপনি তা প্রণিধান করুন। পিতা আমার অতি বৃদ্ধ। আমার আর কেউ আপনার বলবার নেই। অভাবে এ দুনিয়ার মধ্যে আপনিই আমার একমাত্র আত্মীয়। আত্মীয়—অভিভাবক—সব।

(আল আমীন ও মমিনের পুনঃ প্রবেশ)

মমিন। হজরত। এ বিষাদ-সিন্ধুর উত্তরাধিকার দিয়ে আমাকে এ বয়সে ব্যাকুল করলেন কেন ? উঃ! স্ত্রী-পুত্র—দুনিয়ার অর্দ্ধ অধিকার—এক ধর্ম্মের মুখ চেয়ে সব বিসর্জ্জন দিয়েছেন! অবশিষ্ট এক কন্যা—অদৃষ্ট কি তা থেকেও আপনাকে বঞ্চিত করলে!—না না—এ কি! হুজরত! আপনার প্রতি অদৃষ্টের এখনও মমতা আছে।

আমীন। দাঁড়াও মমিন খাঁ, ব্যস্ত হয়ো না।

আমী। পিতা!

আমীন। সঙ্গে ও কে আমীরণ!

আমী। জনাবালির মুখে বোধ হয়, সমস্ত কাহিনী শুনেছেন ?

আমীন। শুনেছি। তুমি কালিফকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে এসে আমার মুখ রক্ষা করেছ। কিন্তু সঙ্গে তোমার ও কে আমীরণ ?

আমী। আমি ওঁরই কৃপায় কালিফের রাজধানী থেকে ইজ্জত বাঁচিয়ে এক হাজার ক্রোশ পথ চ'লে এসেছি।

আমীন। তুমি যে সময় এই কুটীরে ছিলে, সে সময় যদি আমার মৃত্যু হ'ত, তখন কি এই যুবক এসে তোমার ইজ্জত রক্ষা করত ?

আজিজ। আমার সঙ্গে এসে কি আপনার কন্যার ইজ্জত নষ্ট হয়েছে ?

আমীন। বল আমীরণ ?

আজিজ। নিরীহ কন্যাকে উৎপীড়িত করবেন না। আমার কথার উত্তর দিন।

আমীন। বল আমীরণ!

আজিজ। ইনি সাধু।

আমীন। সাক্ষী ত তুমি ?

আজিজ। আমি সবই।

আমী। আপনার ইজ্জত নষ্ট বোধ হয়, এই মহাপুরুষের হস্তে আমাকে দান করুন। এরূপ মহৎ আমার দৃষ্টিতে আর কখনও পড়েনি।

আমীন। তা হ'লে যুবককে শুধু তোমার পথের সঙ্গী নয়,—জীবনেরও সঙ্গী ক'রে এনেছ বল।

আমী। তাই করেছি পিতা।

আমীন। মমিন খাঁ। আমার সেই পরিত্যক্ত অস্ত্রটা এনে দাও ত!

মমিন। কন্যাকে কি হত্যা করবেন ?

আমীন। তুমি অস্ত্র আন—তার পর প্রশ্ন কর। আন মমিন খাঁ, নইলে আমাকে গুরু সম্বোধন—রহস্য ব'লেই আমি মনে করব।

[মমিনের প্রস্থান।

আজিজ। (স্বগত) তা হ'লে ত আত্মগোপন চলে না।

(মমিনের প্রবেশ ও আমীনের হস্তে অস্ত্র প্রদান)

আমীন। আমীরণ! ঈশ্বর স্মরণ ক'রে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

আমী। আমি কোনও অপরাধ করি নি পিতা!

আমীন। কোনও অপরাধ করনি ? এ যুবক কে—জেনেছ ?

আমী। জানবার প্রয়োজন বোধ করিনি।

আমীন। কত রাত্রি এক জন অজ্ঞাতকুলশীলের সঙ্গে বাস ক'রে এলে—অপরাধ কর নি ?

মমিন। মিয়াসাহেব। অদত্ত পরিচয়ে এই দীন বৃদ্ধের বিপুল বংশ-মর্য্যাদা নষ্ট ক'র না। তোমার পরিচয় দাও।

আজিজ। আমি মুসলমান—এই আমার পরিচয়।

আমীন। মুসলমান কেমন ক'রে যুবক। তুমি এই বালিকাকে পাবার লোভে এই দীর্ঘ পথ তার সঙ্গী হয়েছ। বালিকার কল্যাণ-কামনায় হও নাই।

আমী। না, মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়ে আমিই এই মহাত্মাকে প্রার্থনা করেছি।

আমীন। কি মুসলমান, বালিকা যা বলছে—তা কি সত্য ?

আজিজ। না। আমি আপনার এই অপূর্ব্ব কন্যার লোভ সংবরণ করতে পারি নি। কথার কৌশলে সরলাকে মুগ্ধ করেছি। কথার কৌশলে তাকে আপনার ক'রে নিয়েছি।

আমীন। বরাবর আত্মগোপন ক'রে এসেছ ?

আজিজ। করেছি।

আমীন। শুনছ আমীরণ ?

আমী। এ কথা এই আমি প্রথম শুনলুম।

আমীন। মমিন খাঁ। সম্রাট-জননী কি এতই হীনা যে, একটা বন্য বালিকাকে এত দূর থেকে আবাহন ক'রে নিয়ে গিয়ে তাকে ইস্তাম্বুলের পথে নিক্ষেপ করলে! বালিকাটা ম'ল কি বাঁচলো, একবার খোঁজও করলে না ?

মমিন। না হজরত, সে মহীয়সী এখনও পর্য্যন্ত ব্যাকুল-হৃদয়ে আপনার কন্যার অনুসন্ধান করছেন।

আমীন। তবে কালিফ-শক্তি কি এত হীন হয়েছে, তার সদাজাগরিত অসংখ্য প্রহরী—সকলেই কি দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে ? এই অজ্ঞাত-কুলশীল যুবক আমার এই পরমা সুন্দরী কন্যাকে তার বিশাল-সাম্রাজ্যের ভিতর দিয়ে নির্ব্বিবাদে নিয়ে এল, কেউ দেখতেও পেলে না ? যুবক! তা হ'লে কি বুঝব, তুমি কালিফ-শক্তির হীনতার সাক্ষী ?

আজিজ। না হজরত!

আমীন। তা হ'লে বল, তুমি কে ?

আজিজ। আমীরণ! তুমি যে কালিফকে গ্রহণ করবে না বলেছ—

আমী। তুমি ভিখারী হও—আমার স্বামী ভিখারী। তুমি কালিফ হও, আমার স্বামী কালিফ। আমি কালিফ, ভিখারী জানি না,—আমি জানি শুধু তোমায়।

আজিজ। হজরত! আমিই কালিফ।

আমী। জাঁহাপনা! (নতজানু হওন)

আমীন। আমীরণ! তোমার ধর্ম্ম আজ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বাদশাকে তোমার পিতার কুটীর-দ্বারে উপস্থিত করেছে।

মমিন। হজরত! এ কি বিচিত্র সম্মিলন সংঘটন!

আমীন। তুমিই তার কারণ মমিন খাঁ। মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমা হ'তেই আমি কন্যার চিন্তা হ'তে নিষ্কৃতি লাভ করলুম। কিন্তু মমিন খাঁ।—

মমিন। 'কিন্তু' ব'লে চুপ করলেন কেন ?

আমীন। না, থাক্—বালক—ও কি জানে ? পরম প্রিয় শিশু নবাবতার বসরাই গোপালটির মতন যখন কালিফের স্বর্গতুল্য উদ্যানে প্রথম প্রস্ফুটিত হয়েছিল, তখন আমিই তাকে প্রথম বুকে তুলে নিয়ে আঘ্রাণ করি। আমার দত্ত নাম 'আজিজ' রেখেছে কি না তা জানি না।

আজিজ। মহান্ পিতৃব্য! হৃদ্গত অনন্ত যাতনার স্তর ভেদ ক'রে আমার এ সম্বোধন কথা বেরিয়ে এসেছে। বলুন, আজিজের এ সম্বোধন ব্যর্থ নয়। আমি তীর্থান্বেষণে হাজার ক্রোশ পথ থেকে আপনার পবিত্র আশ্রমে মস্তক রক্ষা করতে এসেছি।

আমীন। ব্যর্থ নয়, জাঁহাপনা! আমীরণ! পিতার শ্রেষ্ঠ স্নেহের নিদর্শন—দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ উপহার—তোমাকে দান করলুম! গ্রহণ কর।

আজিজ। আমীরণ, তোমার জন্য দুনিয়া পেলুম, বেহেস্ত পেলুম; তবে আর আমি ধর্ম্মে পতিত থাকি কেন ? হজরত! আমার সমস্ত সাম্রাজ্য-নিয়ে পিতাকে আমার মহাপাপ থেকে মুক্ত করুন।

আমীন। আর সাম্রাজ্য নিয়ে আমি কি করব আজিজ ? সাম্রাজ্য আমার কুটীরদ্বারের রেণু সর্ব্বাঙ্গে মেখে উল্লাসে বিশাল হয়েছে। আমার সাম্রাজ্যের আর প্রয়োজন নেই।

(জেলালের হস্ত ধরিয়া হামিদার প্রবেশ)

হামিদা। আপনার নেই, আপনার পুত্রের আছে,—এই নিন আপনার পুত্র।

আমীন। এ কি! হুজুরাইন ? এত দিন পরে সুদে-আসলে আমার সমস্ত প্রাপ্য মাথায় ক'রে তুমি এলে। এর চেয়ে বিশালতর সাম্রাজ্য-জয় কাকে বলে, আমি জানি না। জেলাল—জেলাল! আনন্দের প্রচণ্ড নিষ্পীড়নে আমার কথা অবরুদ্ধ হয়ে এল!

মমিন। হজরত! একদিন কম্পিতহৃদয়ে বলেছিলুম,—আজ স্ফীত-বক্ষে তার পুনরুচ্চারণ করি,—ধ্বংসে কখনও সত্যের বিনিময় হয় না।

(মুস্তাজেদের প্রবেশ)

আমীন। উত্তর করি আর সাধ্য নেই। এস উজীর, অবনত মস্তকে থেকো না। এস সখা—বহুকাল পরে—বহুকাল পরে। থাকুক প'ড়ে হারানিধি—তুমি এস—তুমি এস—বাল্যের সমস্ত সৌহার্দ্দ সম্পত্তি নিয়ে তুমি এস।

মুস্তা। এক দিন কর্ত্তব্যজ্ঞানে প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করে যে আপনার এই কুটীরবাসের কারণ হয়েছিলুম, সেই আমি—সেই আমি—মহাত্মা আল্ আমীন! এই কালিফ, এই কালিফ-জননী, এঁদের সম্মুখে শুনুন। আমি ক্ষমা ভিক্ষা করতে আসিনি। পূর্ব্ব-ভ্রম স্মরণ ক'রে সর্ব্বকার্য্য-শেষে আমি আপনার ঐ প্রিয় কুটীরটি ভিক্ষা করতে এসেছি।

আমীন। আমি তোমায় খুব জানি মুসলমান! কর্ত্তব্যের অনুরোধে এই প্রেমাকর্ষণ ছিঁড়তে তুমি যত ক্লেশ পেয়েছ, এত আমি পাই নি। এস সখা—

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সমরখন্দ—প্রাসাদ-কক্ষ

জুমেলা

জুমেলা। তাই ত! মূল্যহীন পরিচয় মাত্রই কি আমার সার হ'ল। সম্রাজ্ঞীর কাছ থেকে আর কোনও ত খবর এলো না। আর ত আমি উৎকণ্ঠায় থাকতে পারি না। একটা বাণী,—হয় আশা—নয় নিরাশার!—একটা আর। এ আশা-নিরাশার মধ্য-স্থলে দাঁড়িয়ে আর নরকযন্ত্রণা সহ্য করতে পারি না। কে তুমি?

(মমিন খাঁর প্রবেশ)

মমিন খাঁ। কখন এলেন সর্দার?

মমিন। এই সন্ধ্যার পর রাজগৃহে প্রবেশ করেছি—সেখানে মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা ক'রে তোমাকে দেখ্‌তে এসেছি—প্রাণের ব্যাকুলতায় দেখ্‌তে এসেছি। কিন্তু এসে এ কি দেখ্‌লুম রাণী? আমার ইস্তাম্বুলে যাওয়া-আসা—এরই মধ্যে রাজার এত পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে!

জুমেলা। নাচওয়ালী—নাচওয়ালী। মমিন খাঁ, সহোদর সারংদারের সঙ্গে নৃত্যকলা দেখাতে কোন্ দূরদেশ থেকে সমরখন্দে এসেছিলুম। এসে ফরাসে রুমাল বাঁধা তুচ্ছ আসরফী বকসিস কুড়ুতে গিয়ে একটা স্বাধীন রাজার সিংহাসন কুড়িয়ে পেয়েছি। এখন আবার নাচওয়ালীর ব্যবসা আর স্বভাব ত্যাগ করতে গিয়ে, সেই সিংহাসন হারাতে বসেছি।

মমিন। তাই ত মা, তোমার এরূপ অবস্থা হবে, এ যে স্বপ্নের অগোচর?

জুমেলা। তবে কি জান মমিন খাঁ, এ অবস্থা আমি নিজেই ইচ্ছা ক'রে এনেছি। মমিন খাঁ, দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠা নর্ত্তকীর গৃহ থেকে আমার উদ্ভব। এখনও জীবিত নর্ত্তকীকুলের মধ্যে নৃত্যকলায় আমার তুল্য পারদর্শিনী কেউ নেই, এ অহঙ্কার আমি রাখি। আমি এখনই ঐ হতভাগ্য রাজার প্রমোদ-সভায় উপস্থিত হয়ে সমাগতা নর্ত্তকীর মুখে পদাঘাত ক'রে রাজার চুলের মুঠি ধ'রে নিয়ে আসতে পারি।

মমিন। তবে তাই কর না কেন মা।

জুমেলা। না, মমিন খাঁ,—আর তা করব না।

মমিন। রাণি! স্বামীকে হারাবে?

জুমেলা। কি করব মমিন খাঁ, আমার অদৃষ্ট! সাধু! খোদার কৃপায় এক বিচিত্র শুভক্ষণে নর্ত্তকীর চির অপ্রাপ্য এক অমূল্য ধন আমি লাভ করেছি। সেই ধনলাভের পর থেকে মনে মনে সঙ্কল্প ক'রে আমি নর্ত্তকীর ব্যবহার পরিত্যাগ করেছি। যদি আমি এর পর স্বামী কর্ত্তৃক অপমানিত লাঞ্ছিত হই, এমন কি, আমার মৃত্যুর আশঙ্কা হয়, তবু আমি নাচওয়ালীর চাতুরীর সাহায্যে স্বামীকে বশ করতে চাই না।

মমিন। ধন্য রাজ্ঞি! এ আপনার বংশগৌরবেরই উপযুক্ত কথা।

জুমেলা। বংশগৌরব! সাধু! এ নাচওয়ালীর আবার বংশগৌরব আছে?

মমিন। নিশ্চয় আছে। মা! তুমি শুধু রত্নের আভাস পেয়েছ। আমি তোমার জন্য সে রত্ন উষ্ণীষে বেঁধে এনেছি।

জুমেলা। কি মমিন খাঁ—কি?

মমিন। এই নাও মা, তোমার পিতার প্রতি-মূর্ত্তি। তোমার জগদীশ্বরী মা, তোমাকে উপহার দিয়েছেন।

জুমেলা। হা খোদা, এই অপূর্ব্ব দেবমূর্ত্তি হজরতের প্রতিনিধি আমার পিতা। (বারংবার চুম্বন) দেখ—দেখ সাধু, এ মহাপুরুষকে যে একবার হৃদয় সমর্পণ করেছে, ছনিয়ার আর কোন পুরুষের কি সাধ্য আছে, সে হৃদয় কর দ্বারা স্পর্শ করতে পারে?

মমিন। না, মা, ঠিক বলেছ—পারে না।

জুমেলা। তা হ'লে কে আমাকে ব'লে দেবে, ঐ নরাধম বিশ্বাসঘাতক সায়েস্তা যে পাপগর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে, সে গর্ভে আমার কখনও স্থান নয়।

(আজিজের প্রবেশ)

আজিজ। আমিই ব'লে দেব ভগিনি। আমার বংশের মর্য্যাদার কথা, আমি ভিন্ন অন্যে কে বলবে?

জুমেলা। কি ব'লে সম্বোধন করব, ব'লে দাও—ব'লে দাও মমিন খাঁ!

আজিজ। ভাই বল—তুমি আমার পূজনীয়। আমি তোমার কনিষ্ঠ আজিজ।

জুমেলা। সম্রাট!

আজিজ। ভাই বল। সম্রাট বলতে আমার অগণ্য কোটি প্রজা আছে। ভাই বলতে এক তুমি।

জুমেলা। ভাই!

আজিজ। জীবন ধন্য হ'ল। দিদি, এই নাও তোমার সিরিয়ান।

(সিরিয়ানের প্রবেশ)

তুমি এইবার নিজে আমার ভগিনীপতিকে বিবাহোৎসব দেখবার নিমন্ত্রণ কর। আসুন মমিন খাঁ, এখনও অনেক কাজ বাকী।

[আজিজ ও মমিন খাঁর প্রস্থান।

সিরি। মা! না জেনে দম্ভে তোমাকে কটুবাক্য প্রয়োগ করেছিলুম। অবোধ জেনে কন্যাকে ক্ষমা কর।

জুমেলা। মহাত্মা রহমান-নন্দিনী। নাচওয়ালীর তিরস্কারে একদিন জর্জ্জরিত হয়েছিলি, আজ একবার মায়ের আদরের বাহু-বেষ্টনের উৎপীড়নে জর্জ্জরিত হ।

(সিরিয়ানকে আলিঙ্গন)

(আবদুল-মালিক ও সায়েস্তা খাঁর প্রবেশ)

আব-মা। আর এ অপরাধীর প্রতি কি আদেশ রাণি?

জুমেলা। সুলতান! বন্দিনী অপরাধিনী, তাকে শাস্তি দিন।

আব-মা। অপরাধ তোমার এত যে, সে সকলের হিসাব ক'রে শাস্তি দিতে গেলে এ ক্ষুদ্র জীবনে কুলায় না। এ অভাগ্যের চক্ষু তোমার আগেই প্রস্ফুটিত করা উচিত ছিল। কালিফ-কন্যা, তোমার এ অপরাধের শাস্তি আমি সমরখন্দের আইনে খুঁজে পাই না। তুমি সমরখন্দের মূর্ত্তিমতী স্বাধীনতা। তোমাকে দেখে তোমার পিতা একদিন সমরখন্দকে জয়দান ক'রে নিজের প্রচণ্ড বাহিনীকে দিয়ে পরাজয়-ভার বহন করিয়ে ইস্তাম্বুলে ফিরে গিয়েছিলেন। আর আজ তোমারই অস্তিত্বে বর্ত্তমান কালিফ, স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে আমার ঘরে বন্দী। বাদ্‌শাজাদী! অন্ধ মূর্খ স্বামীকে তুমি রক্ষা কর।

জুমেলা। যদি কালিফ-নন্দিনী ব'লে আমার অভিমান করতে হয়, তা হ'লে স্বামীর দাসীত্ব ভিন্ন আমার অন্য অস্তিত্ব নাই।

আব-মা। উজীর! এই রত্ন তোমা হ'তেই আমি পেয়েছি। এ হ'তেই সমরখন্দে তোমার মর্য্যাদা চির অক্ষুণ্ণ। এর অধিক লাভ পরিত্যাগ কর।

সায়েস্তা। আবার জাঁহাপনা। মোহ টুটেছে। সুলতান! এত দিন পরে বুঝলুম, কোহিনুর ভস্মাচ্ছাদিত হ'লেও সুযোগের ফুৎকারে যখন তার আবরণভস্ম উড়ে যায়, তখন সে আবার যে কোহিনুর—সেই কোহিনুর।

জুমেলা। ভাই, তুমি আমার চিরশ্রদ্ধার সহোদর—তোমার আমি চিরকৃতজ্ঞ ভগিনী।

আব-মা। তার পর শোন,—সিরিয়ানের বিবাহ হবে ইস্তাম্বুলে। এখানে তুমি আমীরদের বিবাহের ব্যবস্থা কর।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

সমরখন্দ—রাজসভা।

আল-আমীন, আবদুল মালিক,
আজিজ, জেলাল, মুতাজেদ প্রভৃতি।

আমীন। সুলতান! শেষজীবন তোমারই আশ্রয়ে আমি শান্তিতে অতিবাহিত করেছি। আজ

আমার সৌভাগ্যের চরম। এ সৌভাগ্য ত তোমার আশ্রয়ে থেকে আমার লাভ হয়েছে। সুতরাং তুমি আমার পরম আত্মীয়। তোমার সঙ্গ আমি আর পরিত্যাগ করতে পারব না।

আ, মা। জাঁহাপনা! সমস্ত দুনিয়া এক দিকে, আর আপনার সঙ্গ এক দিকে। আমি দুনিয়ার চেয়ে আপনার সঙ্গই অধিক মূল্যবান্ মনে করি।

আমীন। কিন্তু সম্রাট আমাকে দুনিয়ার বাদশাদারী দান করেছেন।

আ, মা। আপনি এইখানে থেকেই তা গ্রহণ করুন।

আমীন। কি উজীর-শ্রেষ্ঠ, গ্রহণ করব?

মুতা। জাঁহাপনা আপনার কুটীরের এক কোণে আমি আমার উজীরী কম্বল চাপা দিয়ে রেখে এসেছি। আপনি আর কারুকে উজীর ব'লে সম্বোধন করুন।

আমীন। প্রিয়সখা মুতাজেদ, তা হ'লে শোন। যে মহদুদ্দেশ্যে তুমি আমার সখ্যকেও একদিন অম্লান-বদনে পরিত্যাগ ক'রেছিলে, আমি বৃদ্ধবয়সে তোমার সে উদ্দেশ্য পণ্ড করতে পারি না। শোন সুলতান, শোন সরদারবর্গ! তোমাদের সম্মুখে আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করি। আমার সমস্ত সাম্রাজ্য আমার মহান্ ভ্রাতুষ্পুত্র আজিজকে প্রত্যর্পণ করলুম! সম্রাট! কেবল ভিক্ষা, তুমি এখন থেকে আমার এই পুত্রের অভিভাবকত্ব গ্রহণ কর। সুলতান! আমি আবার তোমার যে প্রজা, সেই প্রজা।

(হামিদার প্রবেশ)

হামিদা। হজরত! ঈশ্বর স্মরণ ক'রে কালিফ-গৃহিণী এক দিন বাঁদীর বেশে সমরখন্দে এসেছিল। আজ সেই বাঁদী, ভিক্ষার্থিনী-বেশে সমরখন্দের রাজ-সভায় আবার উপস্থিত। মহাত্মা আল-আমীন! এই সমস্ত মহাত্মার সম্মুখে একবার বলুন—আমার পরলোকগত স্বামী আজ পাপমুক্ত।

আমীন। সম্রাজ্ঞি!

হামিদা। একবার বলুন—একবার বলুন, মমতার কথা নয়, ধর্ম্মের কথা। সম্রাজ্ঞী নই—বাঁদী, ভিখারিণী—স্বামীর স্বর্গ করযোড়ে আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, বলুন হজরত, আমার স্বামী পাপমুক্ত।

আমীন। পাপমুক্ত—

হামিদা। উন্মুক্ত স্বর্গদ্বার। মা—

(লিরিয়ান ও আমীরগণের প্রবেশ)

আজিজ, এইবারে নবোচ্ছ্বসিত আনন্দ-ধারায় তোমার পবিত্রা মহিষীকে অভিসিঞ্চিত কর।

সখীগণের প্রবেশ ও গীত।

মধুময়ী যামিনী, মধুময়ী চাঁদিনী,
মধুময় তাহে মধুমাস।
মধুময় শিশিরে, মধুময় সমীরে,
উল্লাসে মিশে ফুলবাস॥
সরসী পেতেছে ফাঁদ, জলে ঐ চলে চাঁদ,
হিল্লোলে হিল্লোলে মধুর কি বাস।
মধুর মধুর আজ—সকলি যে মধু গো—
মধুকরে মধুর পিয়াস॥

যবনিকা

পুনরাগমন

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ প্রণীত

শ্রীশ্রীগুরুদেবের

শ্রীপাদপদ্মে

"পুনরাগমন"

অঞ্জলি প্রদত্ত

হইল।

পুনরাগমন

প্রথম খণ্ড—নিমজ্জন

প্রথম পরিচ্ছেদ

হুগলী জেলার দামোদর নদতীরের একটি গ্রামে আমার পৈতৃক বাসস্থান ছিল। যাজন ক্রিয়ায় আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। পিতার কতকগুলি ধনী কায়স্থ যজমান ছিল। তাহাদেরই পাঁচটা ক্রিয়াকলাপে পৌরোহিত্য করিয়া এবং তাহাদেরই দত্ত ভূসম্পত্তির আয় হইতে আমার পিতৃপিতামহগণ একরূপ সুখে স্বচ্ছন্দেই সংসার চালাইয়া আসিতেছিলেন।

আমার পিতারও বেশ স্বচ্ছন্দেই দিন চলিয়া আসিতেছিল। সহসা তাঁহার উপার্জ্জনে ব্যাঘাত ঘটিল। আমাদিগের যজমানদিগের মধ্যে যাঁহারা বৃদ্ধ, তাঁহারা একে একে নশ্বর জগৎ ত্যাগ করিতে লাগিলেন। যুবকেরা চাকরী উপলক্ষে কেহ বা কলিকাতায়, কেহ বা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে পরিবার লইয়া চলিয়া গেল। তাহাদের বড় বড় বাড়ী একরূপ জনশূন্য হইয়াই পড়িয়া রহিল। যাঁহারা মাঝে মাঝে পূজার ছুটীতে দেশে আসিতেন, তাঁহারা পানভোজনাদির উপকরণই সঙ্গে লইয়া আসিতেন; পূজার উপকরণ আনিবার অবকাশ পাইতেন না। ইংরাজী শিক্ষা তখন শনৈঃ শনৈঃ আমাদিগের সমাজে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। হিন্দুর ক্রিয়াকলাপ দেখিতে দেখিতে একরূপ বন্ধ হইয়া গেল। এ দিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের কল্যাণে আমাদের উর্ব্বর ধান্যক্ষেত্র সকল জলাভূমিতে পরিণত হইল। পূর্ব্বে যে স্বাভাবিক উপায়ে দেশ হইতে বর্ষার জল নির্গত হইত, রেলের বাঁধের জন্য তাহা আর পাইল না। আমার পিতা বৃহৎ পরিবার লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন। গত্যন্তরাভাবে তিনিও যজমানদিগের দেখাদেখি অর্থোপার্জ্জনের জন্য কলিকাতায় আসিলেন।

*　　*　　*　　*

অতঃপর আমি আমাদের বাড়ীর সম্বন্ধে আর দুই এক কথা বলিব। তার পর আমার আখ্যায়িকা আরম্ভ করিব। যে উদ্দেশ্যে আমি এই গল্পের অবতারণা করিয়েছি, সে উদ্দেশ্য সম্যক্ বুঝাইতে হইলে, আমাদিগের হিন্দুর গৃহের পূর্ব্বাবস্থার সঙ্গে বর্ত্তমান অবস্থার একটু তুলনা না করিলে চলে না। পাশ্চাত্য শিক্ষায় ও পাশ্চাত্য আচার-ব্যবহারের অনুকরণে বিশ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে আমাদিগের যেরূপ সামাজিক অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, অন্য কোন দেশে যে এরূপ ঘটিয়াছে, তাহা শুনা যায় না। অবশ্য তাহা ভাল কি মন্দ—পরিবর্ত্তনে আমরা লাভবান্ হইয়াছি কি না অথবা হিসাব-নিকাশে আমরা কতক মূলধন হারাইয়াছি কি না, সেটা পাঠক-পাঠিকার বিবেচ্য।

আমরা একান্নবর্ত্তী পরিবার। আমার অতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহ রামজীবন তর্কালঙ্কার প্রথমে এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। প্রপিতামহের দুই পুত্র, রামনিধি ও রমানাথ। আমার পিতা রাধানাথ রামনিধির একমাত্র পুত্র। রমানাথ পিতার বৃদ্ধ বয়সের সন্তান, আমার পিতা অপেক্ষাও বয়সে ছোট। প্রপিতামহের মৃত্যুর পর, পিতামহ এই ছোট ভাইটিকে পুত্রস্নেহে প্রতিপালিত করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, আমার পিতামহীর কাছে পুত্রের অপেক্ষাও তাঁহার আদর অধিক ছিল। প্রপিতামহী মৃত্যুকালে পুত্রবধূর হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া যান। সেই জন্য বাড়ীর ভিতরে তাঁহার অবস্থা কিছু স্বতন্ত্র ছিল। পড়ায় অমনো-

যোগী হইলে, আমার পিতা পিতামহের কাছে অনেকবার তিরস্কার পাইয়াছেন, কিন্তু খুল্লপিতামহকে একটি দিনের জন্যও রূঢ়বাক্য শুনিতে হয় নাই। ফলে পড়াশুনাটা তাঁহার ভাল হয় নাই।

পিতা বয়সে বড় হইলেও খুল্লপিতামহের বিবাহ আগে হইয়াছিল। পিতামহ মনে করিয়াছিলেন, রমানাথের বিবাহ আগে দিলে, তাঁহার পুত্র রাধানাথের পুত্র অপেক্ষা বয়সে বড় হইবে। রাধানাথ রমানাথের অপেক্ষা বড়, লোকের কাছে এ পরিচয় দিতে তিনি লজ্জা বোধ করিতেন। আবার রাধানাথের পুত্র তার খুল্লতাত অপেক্ষা বড় না হয়, এই জন্য খুল্লপিতামহের বিবাহের পাঁচ বৎসর পরে তিনি পিতার বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধ, আমার জন্মের এক বৎসর পরে, আমার মায়ের আদরের অংশভাগী করিবার জন্য, খুল্লপিতামহী খুড়া গোপালকৃষ্ণকে আমার মায়ের কোলে নিক্ষেপ করিয়া পরলোক যাত্রা করিলেন। তখনও পিতামহ পিতামহী বর্ত্তমান ছিলেন। শুনিয়াছি, খুল্লপিতামহীর বিয়োগে বাড়ীর সকলেই ম্রিয়মাণ হইয়াছিলেন, কিন্তু পিতামহী প্রকাশ্যে কোনরূপ শোক-প্রকাশ না করিয়া এই সদ্যোজাত শিশুটিকে আমার জননীর কোলে সমর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি আমার দেবর রমানাথকে বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছিলাম, তুমি যদি তদপেক্ষা অধিক স্নেহে তোমার এই দেবরটিকে মানুষ করিতে পার, তবেই বুঝিব তুমি সদ্ব্রাহ্মণের কন্যা।"

মা আমার গুরুর আজ্ঞা ভক্তিসহকারে পালন করিয়াছিলেন। খুড়া গোপাল আমার মায়ের সমস্ত আদর বুঝি একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিল। প্রথমেই সে মায়ের স্তন্যপানের অধিকার আয়ত্ত করিয়া লইল। তাহার ভুক্তাবশিষ্ট যদি কিছু থাকিত, মায়ের দয়া হইলে, কোন কোন দিন তাহা পাইতাম, এইমাত্র। পিঠাপিঠি হইলে দুই ভায়ে যেমন বড় বনিবনাও থাকে না, আমাদেরও মধ্যে সেইরূপ হইয়াছিল। আমি গোপালের অপেক্ষা অধিক বলশালী ছিলাম, সুতরাং উভয়ের মধ্যে বিরোধ বাধিলে, মাতা আমাকেই তিরস্কার করিতেন। আমার আর ভ্রাতা হয় নাই, গোপাল ও আমি দুইটিকে পাইয়াই মা আমার বহুপুত্রবতী হইয়াছিলেন।

খুল্লপিতামহ আর বিবাহ করিলেন না। তিনি সংসারের সমস্ত চিন্তা আমার পিতার স্কন্ধে দিয়া গৃহদেবতা দামোদরের সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই পিতামহ ও পিতামহীর কাল হইল। সঙ্গে সঙ্গে দেশের অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। পূর্ব্বেই তাহা একরূপ বলিয়াছি। একদিকে যেমন আয় কমিল, অন্যদিকে তেমনি দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া গেল। দেশে থাকিলে আর সংসার চলে না। অনন্যোপায় হইয়া পিতা কলিকাতায় আসিলেন।

পিতা সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন। কলিকাতায় আসিবার অল্পদিন পরেই কলিকাতার পণ্ডিত-মণ্ডলী-মধ্যে তাঁহার পরিচয় হইল। তাঁহাদের মধ্যে কোন বিশিষ্ট পণ্ডিতের সাহায্যে অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার একটা চাকুরীও জুটিল। তিনি এক গবর্ণমেণ্ট স্কুলে পণ্ডিত নিযুক্ত হইলেন।

কলিকাতায় বৎসর খানেক চাকুরী করিয়া, পিতা আমাদিগকেও কলিকাতায় লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন। আমি তখন নয় বৎসরের, গোপাল আট বৎসরের। গ্রীষ্মের ছুটী ফুরাইলেই আমি ও গোপাল তাঁহার সঙ্গে কলিকাতায় যাইব স্থির হইল। চক্ষুলজ্জাতেই হউক, আর যে কোন কারণেই হউক, পিতা প্রথমে মাকে লইয়া যাইতে চাহিলেন না। আমাদিগকে—বিশেষতঃ গোপালকে—ছাড়িয়া থাকা তাঁহার পক্ষে দুষ্কর বোধে, মাতা প্রথমে আপত্তি করেন। কিন্তু সে আপত্তি শুনিতে হইলে আমাদিগকে মূর্খ হইয়া থাকিতে হয়। শুধু সংস্কৃত পড়িলে এখন আর কাহারও পেট চলিবে না। ইংরাজী এখন অর্থকরী বিদ্যা। তাহার কতকটা আয়ত্ত করিতে না পারিলে, দারিদ্র্য ঘুচিবে না। আর পিতা না থাকিলে আমাদিগকে সংস্কৃতই বা পড়াইবে কে? অনেক যুক্তি-তর্ক দেখাইয়া পিতা মাতাকে সম্মত করাইলেন। খুল্লপিতামহ সংসারের কোন কথাতেই থাকিতেন না। তাঁহার মত গ্রহণ করা না করা উভয়ই তুল্যবোধে পিতা তাঁহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই।

কলিকাতা যাইবার দিন যতই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, ততই আমার উল্লাস বাড়িতে লাগিল। সহরের নামে আমার মনে এমনি একটা চিত্তাকর্ষক ছবি জাগিয়া উঠিল যে, তাহা দেখিবার আকাঙ্ক্ষা দিন দিন আমাকে উত্তরোত্তর অস্থির করিয়া তুলিতে.

লাগিল। গ্রাম্য পাঠশালার গুরুমহাশয়ের হাত হইতে নিস্তার পাইয়া, স্কুলে আমার স্থান হইবে, ইহাও আমার পক্ষে একটা প্রলোভনের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। সকলের অপেক্ষা আমার আহ্লাদের বিষয় এই হইল যে, গোপালকৃষ্ণ মায়ের কাছছাড়া হইয়া একটু জব্দ হইবে। গোপালের উপর যে আমার ঈর্ষ্যা ছিল না, বলিতে পারি নাই।

আমি যেমন কলিকাতা যাত্রার দিন নিকটে আসিতে দেখিয়া আহ্লাদিত হইতেছিলাম, গোপাল তেমনি বিমর্ষ হইতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, সে যেন দ্বীপান্তরে যাইতেছে। যাত্রার পূর্ব্বদিবসে গোপাল কান্না জুড়িয়া দিল। মাতাঠাকুরাণী পিতাকে বলিলেন—"এবারে সুধু গোপীনাথকে লইয়া যাও, গোপাল থাক্।" পিতা বলিলেন—"গোপীনাথ আর গোপালের বয়সের কত প্রভেদ? তবে গোপীনাথ যদি আমার কাছে থাকিতে পারে, গোপাল থাকিতে পারিবে না কেন?"

মাতা বলিলেন—"সকলেরই কি স্বভাব এক হইতে হইবে? ইহা কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে? গোপীনাথ কলিকাতা যাইবার নামে আহ্লাদ করিতেছে, আর ও কাঁদিতেছে।"

পিতা এই কথা শুনিয়া ঈষৎ রোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"নিজের সন্তানের উপর মমতাহীন হইয়া পরের সন্তানে এত মমতা দেখাইও না।"

কথা শুনিবামাত্র মায়ের চক্ষে জল আসিল। তিনি আর কোন উত্তর করিলেন না। অথবা পিতার কথায় মর্ম্মে আঘাত পাইয়া আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

পিতা একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—"গোপীনাথ বিদ্বান্ হইবে, আর তোমার অন্যায় স্নেহের জন্য গোপাল মূর্খ হইবে, তাহা হইলে লোক-সমাজে যে আমাদের কলঙ্ক রাখিবার স্থান থাকিবে না।"

আমি দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম, গোপাল মায়ের অঞ্চল ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

আমার খুল্লপিতামহ আমাদিগের কলিকাতা যাওয়ার সম্বন্ধে এতদিন কোনও মতামত প্রকাশ করেন নাই। সে দিন পিতামাতার কথোপকথন বোধ হয় অন্তরাল হইতে কেমন করিয়া শুনিয়াছিলেন। তিনি একটা ফুলের সাজী হাতে পিতার সমীপে আসিয়া বলিলেন—"রাধানাথ! ইচ্ছার বিরুদ্ধে গোপালকে অন্যত্র লইয়া গেলে কি তার উপকার হইবে?"

পিতা এবারে বাস্তবিকই ক্রুদ্ধ হইলেন। গোপাল বিদ্বান্ হইলে লাভ কার? সংসারানভিজ্ঞ পিতামহ পিতার এ নিঃস্বার্থতার মর্ম্ম বুঝিলেন না। পিতা বলিলেন—"তুমি যেমন মূর্খ হইয়া রহিলে, পুত্রকে সেইরূপ মূর্খ রাখিতে চাও? বেশ, তবে তোমার পুত্র তোমার কাছেই রাখ।"

খুল্লপিতামহ এ কথায় কিছুমাত্র দুঃখিত হইলেন না। ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন—"তাহা হইলে গোপালের মাকেও সঙ্গে লইয়া যাও।"

পিতাও সঙ্গে সঙ্গে একটু হাসিলেন। বলিলেন —"কথাটা নিতান্ত অযৌক্তিক নয়। গোপাল যখন কিছুতেই তার মাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না, তখন বাধ্য হইয়া আমাকে উহাদিগকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে।"

এ মীমাংসায় আমার মনে কিন্তু সুখ হইল না। পরন্তু পিতামহের কথায় আমার মনে ক্রোধ হইল। আমার মা, আমার মা না হইয়া ছোটদাদা মহাশয়ের চক্ষে গোপালের মা হইল! দাদা মহাশয় না হয় বলিলেন, কিন্তু পিতা তাঁহার এ মিথ্যা কথায় কিরূপে সায় দিলেন? খুল্লপিতামহকে আমি বড়ই ভালবাসিতাম। কেন না, পিতার কাছে মাঝে মাঝে তিরস্কার খাইতাম, কিন্তু দাদার মুখে একটি দিনের জন্যও রূঢ় বাক্য শুনি নাই। শুধু সেই দিনের কথায়, তাঁহার উপরে ক্রোধ জন্মিল। সেই দিনেই তাঁহার ফুলের সাজী, তাঁহার গলার মালা, তাঁহার তিলক—সকলেরই উপর আমার ঘৃণা জন্মিয়া গেল। যাহা হউক, পরদিন গোপালকে, আমাকে ও মাকে লইয়া পিতা কলিকাতায় শুভযাত্রা করিলেন। একমাত্র ছোট ঠাকুরদা দামোদরের সেবা করিতে ঘরে রহিলেন।

প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীরা যাত্রাকালে দেখা করিতে আসিল। সকলেরই মুখ বিষণ্ণ। ছোটঠাকুরদাও আশীর্ব্বাদ করিতে আসিলেন, তাঁহার মুখেও তেমন স্ফূর্ত্তির চিহ্ন দেখিলাম না।

হায়! তখন কি বুঝিয়াছিলাম, আমাদের অতীত ও ভবিষ্যৎ জীবনের মধ্যে বৈতরণীর ব্যবধান পড়িতেছে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতায় আসিবার তিন চারি বৎসরের ভিতরেই আমাদিগের অপূর্ব্ব অবস্থান্তর ঘটিল। দেখিতে দেখিতে পিতার পদবৃদ্ধি হইতে লাগিল। কলিকাতার কোনও ধনী কায়স্থ জমীদারের গৃহে তিনি সভাপণ্ডিত নিযুক্ত হইলেন। ধনীদের গৃহে শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে ও প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বারোয়ারী পূজায় তিনি বড বড় বিদায় পাইতে লাগিলেন। সবার উপর স্কুলের পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়া তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। তিন বৎসর পূর্ব্বের অন্নাভাব-ভীত দেশান্তরিত ব্রাহ্মণ এখন অনেক আত্মীয়-স্বজনের আশ্রয়স্থল হইলেন।

আমাদের গ্রামের অনেকগুলি কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ-সন্তান বিদ্যাশিক্ষার জন্য কলিকাতায় আসিয়া আমাদের চোরবাগানের বাসাবাটীতে আশ্রয় লইয়াছিল। পিতা তাহাদিগের আহার দিতেন ও সময়ে সময়ে পুস্তকাদি কিনিবার জন্য কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতেন। আমার মা তাহাদের অতি স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং পাছে তাহাদের সেবার ত্রুটি হয়, এই জন্য নিজেই তাহাদের আহারাদির তত্ত্বাবধান করিতেন। আমরাও তাহাদিগকে ভালবাসার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতাম। আমরা ধীরে ধীরে তাহাদের অপেক্ষা সামাজিক অবস্থায় যে উন্নত হইতেছি, তখনও পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই। উচ্চপদস্থ অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণের জাতি কলিকাতার সমাজে যে আসনে বসিবার যোগ্য, অবস্থাহীন ব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রকারের কৌলীন্য-গর্ব্বভূষিত হইলেও সে আসন হইতে কত দূরে বসিতে পারে, সেটা তখনও পর্য্যন্ত সম্যক্ মীমাংসিত হয় নাই। কাজেই দরিদ্র দেশবাসীগুলিকে আমাদেরই সমান মর্য্যাদাপন্ন বোধে, নিঃসঙ্কোচে তাহাদের সঙ্গে মেশামেশি করিতাম।

কিন্তু এ অবস্থা বড় বেশী দিন রহিল না। পিতার পসার সহরে দেখিতে দেখিতে এতই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল যে, সহরের নানাস্থান হইতে যে কোন ক্রিয়াকলাপে তাঁহার সামাজিক নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। পিতা একা নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিতেন না বলিয়া, আমরা প্রতিনিধিস্বরূপ প্রেরিত হইতে লাগিলাম। বলা বাহুল্য, পরিচর্য্যার নিমিত্ত আমাদিগের প্রত্যেকের জন্য এক একটি ভৃত্য নিযুক্ত হইয়াছিল। প্রথমে গোপাল ও আমার এক ভৃত্যেই চলিত। ক্রমে উভয়ের এক সময়ে সেবার অসুবিধা হইতে লাগিল বলিয়া মাতা-ঠাকুরাণী উভয়ের সেবার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। গোপালের উপর ঈর্ষ্যাটা আমি যে কলিকাতাতেও সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি, এটা বোধ হয় পাঠককে বুঝাইতে হইবে না।

গোপাল ও আমি ভৃত্য সঙ্গে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ প্রেরিত হইতে লাগিলাম। কোন কোন সময়ে আমার আত্মীয়দের মধ্যে কাহাকে কাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতাম। এইরূপ দুই চারিবার যাইতে যাইতে তাহাদের সঙ্গে আমাদিগের পার্থক্য অনুভব করিতে লাগিলাম। নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে আমরা যে ভাবে সমাদৃত হইতাম, তাহারা সেরূপ হইত না। প্রথম প্রথম চক্ষু-লজ্জায় আমরা সমতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু সর্ব্বত্রই সমাজ আমাদের এই চেষ্টার প্রতিকূলাচরণ করিতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যে, তাহাদের সঙ্গে সামাজিক পার্থক্য আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল।

কূলভাঙ্গা নদীর তীরে বসিয়া অধিক দিন তরঙ্গ-ভঙ্গ দেখা চলে না—অল্প দিনের মধ্যেই স্রোতে গা ভাসাইতে হয়। পিতারও তাহাই হইল। তাঁহাকে এই নব সামাজিক ভাব স্রোতে গা ভাসাইতে হইল।

এক মাতা ঠাকুরাণী ছাড়া অল্প বিস্তর সকলেরই কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিল। দেশে আহ্নিকাদি কার্য্যে পিতার তিন ঘণ্টাও অধিক সময় অতিবাহিত হইত। পূজা শেষ করিয়া আহার করিতে প্রতি-দিনই দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া যাইত। এখানে ত সেরূপ করিলে চলিবে না! সাড়ে দশটার ভিতরে আহার শেষ করিতেই হইবে। কলিকাতায় আসিয়া প্রথম প্রথম পিতা অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিতেন ও সেই সময়েই স্নানাদি কার্য্য সমাধা করিয়া পূজায় বসিতেন। মাতাঠাকুরাণীও প্রত্যূষে উঠিয়া তাঁহার পূজার আয়োজন করিয়া দিতেন। ক্রমে পুস্তকাদি রচনার পরিশ্রমে তাঁহার সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। পিতা আর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিতে পারিতেন না। নয়টার মধ্যেই তাঁহাকে সকল কাজ সারিতে হইত। তাহার উপর আজ গলায় সর্দ্দি, কাল বুকে ব্যথা, পরন্তু

পেটের অসুখ, এইরূপ নানা ব্যাধি পিতার দেহে আতিথ্য গ্রহণ করিতে লাগিল। ডাক্তার প্রথম তাঁহাকে প্রভাতে উঠিতে নিষেধ করিলেন। তার পর প্রাতঃকালে একটু উষ্ণ চা পান করিবার আদেশ দিলেন। শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং। শরীর রক্ষা না করিলে কোন ধর্ম্ম-কার্য্যই হইতে পারে না। কাজেই আপাততঃ আহ্নিকের সময় কমিয়া পনরো মিনিটে পরিণত হইল। সংস্কৃত শিক্ষক, শাস্ত্র-ব্যবসায়ী, বিশেষতঃ বড় লোকের বাড়ী অধ্যক্ষের কাজ করেন, কাজেই কোশা-কুশীর সম্পর্ক একেবারে ত্যাগ করিতে তাঁহার সাহস হইল না। শরীরের অসুখের কথা, সুতরাং মাতাঠাকুরাণী পূজাদির জন্য পিতাকে বড় পীড়াপীড়ি করিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছিলেন। গোপাল ও আমার উপনয়ন দেশেই হইয়াছিল। খুল্লপিতামহ আমাদিগকে সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমস্তই শিখাইয়াছিলেন। আমাদিগকেও অল্পে অল্পে তাহা ত্যাগ করিতে হইল। প্রাতঃ-কালে মাষ্টার আমাদের পড়াইতেন, তিনি চলিয়া যাইবার পর স্নানাহারেরই সময় থাকিত না, তা আহ্নিক করিব কখন? আমাদিগের মঙ্গলের জন্য মাতাঠাকুরাণীই কেবল পূজা লইয়া রহিলেন। গোপাল আহারে বসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ঠাকুর-ঘরে যাইয়া একবার চোখ বুজিয়া আসিত।

পিতা অল্পে অল্পে পরিচ্ছদেরও একটা মনোমত পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেন। প্রথমে তাঁহার মস্তক অর্দ্ধমুণ্ডিত ছিল। কি একটা অসুখের উপলক্ষে তিনি একবার মাথাটা মুড়াইয়া লইয়াছিলেন। তাহার পর হইতে সেই যে সমশীর্ষ কেশরাশিতে তাঁহার মস্তক মণ্ডিত হইল, পুরোভাগে মুণ্ডিত করিয়া আর তিনি তাহাকে শ্রীহীন করিলেন না। তাঁহার পূর্ব্বের আপৃষ্ঠলম্বী শিখা ক্ষুদ্রাকারে পরিণত হইয়া ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি মধ্যে আত্মগোপন করিয়া রহিল। পরিধানে শাদা ধুতি, গায়ে রামপিরাণ, তাহার উপরে মোটা চাদর, তিনি কেবল তালতলার চটির পরিবর্ত্তন করেন নাই। তবে শীতাধিক্য হইলে, কিংবা শরীর অসুস্থ হইলে, সময়ে সময়ে পায়ে মোজা পরিতেন।

আমাদেরও বেশভুষার সময়ানুযায়ী পরিবর্ত্তন হইল। এক ক্ষুদ্র পল্লীর পূজারী ব্রাহ্মণের পুত্র, আমরা গোপনের জন্য দেহকে যত প্রকারে আবরিত করিবার, তাহা করিয়াছিলাম। মূর্খ দেশ-বাসী সময়ে সময়ে আমাদের বাসায় আসিয়া যখন আমাদিগকে দেখিয়া আমাদের সেই অশ্রাব্য গ্রাম্য উপাধিতে সম্বোধন করিত—অর্থাৎ গোপীবাবু অথবা গোপালবাবু না বলিয়া ভটচায বলিত, তখন আমাদের আন্তরিক ক্রোধের সীমা থাকিত না। অসভ্যজনোচিত সম্বোধনের অত্যাচার হইতে নিস্তার দিবার জন্য পিতা স্কুলে আমাদের নামের শেষে চ্যাটার্জী উপাধি যোগ করিয়া দেওয়াইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দেখিতে দেখিতে আমাদের কলিকাতাবাসের সাত-বৎসর অতীত হইয়া গেল। কলিকাতায় আনিয়াই পিতা আমাদের উভয়কেই হিন্দু স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। ইংরাজী শিক্ষা কাহারও ছিল না বলিয়া আমরা উভয়েই সর্ব্বনিম্নশ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম। এখন আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছি।

এই বৎসরই আমাদের পিতা ও পুত্রের সর্ব্ব-প্রধান দুর্ভাগ্যের বৎসর। কেন না, আমাদের মনুষ্যত্বের যাহা অবশিষ্ট ছিল, এই বৎসরেই তাহাতে জলাঞ্জলি দিয়াছি।

কলিকাতায় আসিবার পর প্রথম তিন বৎসর পূজার ছুটী উপলক্ষে আমরা একবার করিয়া দেশে যাইতাম। এই তিন বৎসরে পিতা জন্মভূমির মায়া ও খুল্লপিতামহের বন্ধুত্ব একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তখন খুড়া ও ভাইপোর পরস্পরের সহিত সাক্ষাতে উভয়ের আনন্দ উছলিয়া উঠিত। চণ্ডীমণ্ডপে মুখামুখী বসিয়া দুই জনের কত কথাই হইত। আমাদের যাইবার পূর্ব্বে ছোট-ঠাকুরদা ঘর-দোর পরিষ্কার করিয়া রাখিতেন এবং সহর হইতে পাড়াগাঁয়ে গিয়া পাছে আমাদের কষ্ট হয়, এই জন্য নিজে আমাদের পরিচর্য্যার সুবন্দোবস্ত করিতেন। সত্য কথা বলিতে কি, যে কয়দিন দেশে থাকিতাম, সেই কয়দিনের মধ্যেই আমরা সকলেই কিছু না কিছু মোটা হইয়া আসিতাম।

মায়ের আনন্দের আর সীমা থাকিত না। তিনি এই কয়দিন নিজে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্যাদি প্রস্তুত

করিয়া দামোদরের ভোগের ব্যবস্থা করিতেন এবং কাছে বসাইয়া সেই প্রসাদান্নে ছোটঠাকুরদাদাকে তৃপ্ত করিয়া খাওয়াইয়া নিজেও তৃপ্ত হইতেন। পিতা মাকে যথেষ্ট অলঙ্কার দিয়াছিলেন। কিন্তু মা ছোট-ঠাকুরদাদার সম্মুখে—হস্তে শঙ্খ—পূর্ব্বের সেই দরিদ্রার বেশেই উপস্থিত হইতেন। এক দিন পিতা কথা-প্রসঙ্গে খুল্লপিতামহকে সেই কথা বলিয়াছিলেন। তাই শুনিয়া, তিনি এক দিন মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা! শুনিলাম, রাধানাথ তোমাকে অলঙ্কার দিয়াছেন। তবে তুমি দীনের বেশে আমার সম্মুখে উপস্থিত হও কেন?"

মা উত্তর করিলেন,—"সেখানে বিদেশে অলঙ্কার না পরিলে স্বামীর মর্য্যাদা থাকে না বলিয়া উঁহার মনস্তুষ্টির জন্য পরি। এখানে আমার শাশুড়ী খুড়-শাশুড়ী হাতে সুধু শাঁখা পরিয়া আয়তি রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। এখানে কোন্ সাহসে গহনা পরিব?"

"সে কি মা-লক্ষ্মী? তোমার গুরুজন তোমাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন; এখনও তাঁহারা পুণ্য লোকে বসিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। তোমাকে অলঙ্কারে ভূষিতা দেখিলে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন, আমিও সুখী হইব।"

খুল্লপিতামহের অনুরোধে মা অলঙ্কার পরিয়া-ছিলেন।

চতুর্থ বৎসরে দেশে ম্যালেরিয়া হইল। সুতরাং তিন বৎসর আমাদের আর দেশে যাওয়া হইল না। সপ্তম বৎসরে মায়ের একান্ত অনুরোধে সুধু দিন তিনেকের জন্য আমরা দেশে গিয়াছিলাম। শরীর অসুস্থ বলিয়া পিতা যাইতে পারিলেন না। যাইবার সঙ্গে সঙ্গে পিতার অসুখ বৃদ্ধির সংবাদ পৌঁছিল। মা তিন দিনের বেশী থাকিতে পাইলেন না।

এই তিন দিনেই ছোটঠাকুরদা আমাদের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিলেন। কলিকাতায় লেখাপড়া শিখিতে গিয়া পবিত্র জাহ্নবীজলে আমরা হিঁদুয়ানি বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি। আমরা শৌচান্তে বস্ত্র পরিত্যাগ করি না, জুতা পায়েই জল খাই--এইরূপ ম্লেচ্ছোচিত ব্যবহার দেখিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইলেন। আমি ত গায়ত্রী পর্য্যন্ত পেটে পুরিয়াছিলাম। গোপাল আহারের পূর্ব্বে অন্ন-ব্যঞ্জনের সম্মুখে আঙ্গুলে মলিন পৈতাগাছটা জড়াইয়া চক্ষু মুদিয়া মৎস্যাদির মধুর আঘ্রাণ হৃদ্গত করিয়া লইত।

আমাদের অবস্থা দেখিয়া ছোটঠাকুরদা ব্যাপারটা বুঝিয়া লইলেন। মাকে বলিলেন,—"মা! তোমার স্বামীরও কি এই রকম পরিবর্ত্তন হইয়াছে?"

মাতাঠাকুরাণী কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না। পিতামহ সমস্তই বুঝিয়া একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"মা, ভবানী! তোর বিজয়ার বিসর্জ্জনের পর আবার আগমনী আসে। মা, এ ধর্ম্মের বিজয়ার পর কি আর আগমনী হইবে না?"

মা বলিলেন,—"আপনার আশীর্ব্বাদ থাকিলেই হইবে।"

পিতা অপেক্ষা বয়সে কনিষ্ঠ বলিয়া মাতা খুড়-শ্বশুরকে পদোচিত সম্ভ্রম দেখাইতে লজ্জাবোধ করিতেন। আজ তিনি সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিতা হইলেন। মায়ের মাথায় হাত দিয়া ছোট-ঠাকুরদা আশীর্ব্বাদ করিলেন। আর বলিলেন,—"তুমি সতী, যখন সংসারের হৃদয়মধ্যে তুমি অবস্থান করিতেছ, তখন দিন ফিরিবে বই কি।"

আমি তখন আহারে বসিয়াছিলাম। এক বার মনে করিলাম বলি, "ঈশ্বর নিরাকার। তোমার ও একটা পাথরের ডেলা পূজিয়া কি হইবে?" কিন্তু তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া কথা কহিতে সাহস হইল না। পাগলটা কি বলিতেছে বলিয়া, চক্ষু মুদিয়া অন্ন উদরস্থ করিতে লাগিলাম।

পরদিন গ্রাম ত্যাগ করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া যেন বাঁচিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কলিকাতায় আসিয়া দেখিলাম, পিতার গা হাত পা সমস্তই ঢাকা। সুধু মুখখানি বাহির হইয়া আছে। সেই অবস্থাতে তিনি দরদালানে পাদচারণ করিতেছেন। পিতার রোগটা যে কি, তাহা আমরা কেহই বুঝিতে পারিলাম না। ডাক্তারে বলিয়াছে, বাবার ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়াছে। বড়ই দুরূহ ব্যাধি। প্রথম হইতে তাহার প্রতীকার না করিলে, তাহা হইতে যে কি ভীষণ অনর্থ উপস্থিত হইতে পারে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মাতাঠাকুরাণী চিন্তিতা হইলেন। ছোটঠাকুরদা বলিয়া দিয়াছিলেন, পৌঁছিবামাত্র পিতার অসুখের সংবাদ দিতে।

আমি সংবাদ দিলাম। পত্রে পিতার শারীরিক অবস্থা, রোগের লক্ষণ, ডাক্তারের অভিমত—সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিয়া লোক পাঠাইলাম। গুটিতিনেক বড়ি ও একখানি পত্র লইয়া খানসামা বেচু পরদিন সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিল। পিতা তখন ডাক্তারের উপদেশ ও শুভাকাঙ্ক্ষী অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যগণের সমবেদনার ব্যূহমধ্যে বসিয়াছিলেন। সুতরাং বেচু মায়ের কাছে পত্রখানা লইয়া আসিল। মা আমাকে দিয়া পত্র পড়াইলেন। তাহাতে লেখা ছিল, সুধু আদার রস অনুপান দিয়া একটা বড়ী সেবনেই রোগের উপশম হইবে। একটাতে যদি সম্পূর্ণ উপকার না হয়, দুইটা সেবন করিলে অসুখ থাকিবে না।

ডাক্তার ও লোকজন চলিয়া গেলে, আমি পিতাকে ছোটঠাকুরদার পত্রের মর্ম্ম অবগত করাইলাম। ইত্যবসরে মা পত্রের ব্যবস্থামত একটি পাথরবাটিতে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া পিতার পদপ্রান্তে রক্ষা করিলেন।

পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"ও কি?"

মা বলিলেন—"খুড়শ্বশুর এই ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছেন।"

পিতা পদাঘাতে ঔষধের বাটি দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

সর্পদষ্ট ব্যক্তি যেরূপ মুহূর্ত্তমধ্যে বিবর্ণ হইয়া যায়, মায়েরও সেই অবস্থা হইল। বিস্মিতনেত্রে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এ কি করিলে?"

পিতা বলিলেন—"ঠিক করিয়াছি। অসুখ দেখিয়া বিজ্ঞ, বহুদর্শী চিকিৎসকগণেরও ভয় হইয়াছে, আর তিনি না দেখিয়াই সেখান হইতে রোগনির্ণয় করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছেন। একবার দেখিয়া যাইবারও অবকাশ হইল না।"

মা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমিও পিতার আচরণে প্রথমে হতভম্ব হইয়া গেলাম, তার পর মনে মনে বিচার করিয়া বুঝিলাম, কার্য্য অন্যায় হয় নাই। যাঁহার অন্নে পিতাপুত্রের জীবন নির্ব্বাহ চলিতেছে, অকৃতজ্ঞ ছোটঠাকুরদা তাঁহার উৎকট ব্যাধির কথা শুনিয়া একবার দেখিতেও আসিতে পারিলেন না!

গোপাল পিতার শয্যার এক পার্শ্বে বসিয়া ছিল, এই ব্যাপার দেখিয়া লজ্জায় ও দুঃখে তাহার মাথা হেঁট হইয়া গেল। যতক্ষণ বসিয়া ছিল, সে আর কাহারও পানে চাহিতে পারিল না।

মা আর কোনও কথা কহিলেন না। নীরবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পাথরবাটির ভগ্নাংশগুলিকে কুড়াইয়া প্রস্থান করিলেন। গোপালও ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিয়া হেঁটমুণ্ডে সে স্থান ত্যাগ করিল। আমি বলিলাম—"গোপালের বড়ই অভিমান হইয়াছে।"

পিতা রুক্ষতার সহিতই বলিলেন—"তবে ত আমার বড়ই ক্ষতি হইল।"

আমি। এখনি মায়ের কাছে গিয়া কাঁদিবে।

পিতা। উপায় নাই। ও অত্যাচার আমাদের সহিতেই হইবে। তোমার পিতামহীই কণ্টকের বোঝা আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া গিয়াছেন।

আমি। খুড়োর ছেলেকে আপনি ছেলের চেয়ে অধিক আদরে প্রতিপালন করিতেছেন, এ কথা এখানে যে শুনে, সেই একেবারে অবাক্ হইয়া যায়!

পিতা। তবে আর নেমকহারাম কাকে বলে? সে দিন সহরে এক ধনীর বাড়ীতে গিয়াছিলাম। লোকটি ব্যবসায়ে অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে লক্ষপতি হইয়াছে। তাহার পুত্রেরা চৌঘুড়ি হাঁকাইয়া রাস্তায় বাহির হয়। সে দিন দেখিলাম, তাহাদের এক খুড়তুতো ভাই এক ছিলিম তামাকের জন্য খানসামার মুখনাড়া খাইতেছে। সহরে পরনির্ভরতার কথা শুনিলে লোকে নাসিকা সঙ্কুচিত করে।

খুল্ল-পিতামহ-প্রেরিত ঔষধের কল্যাণে আজ সর্ব্বপ্রথম পিতার মনোভাব বুঝিতে পারিলাম। আমার আনন্দের সীমা রহিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গোপালের উপর আমার ঈর্ষ্যা করিবার আর এক কারণ হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা হিন্দুস্কুলের এক ক্লাসেই ভর্ত্তি হইয়াছিলাম। পড়াশুনায় আমাদের শ্রেণীতে আমার সমকক্ষ বালক ছিল না। আমি প্রতি বৎসরই পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিতে লাগিলাম। গোপাল অনেক দূরে পড়িয়া থাকিত। আমার মেধার পরিচয় পাইয়া পিতার আনন্দের সীমা রহিল না।

বাড়ীতে উভয়কেই এক জন প্রাইভেট মাষ্টারে পড়াইতেন। আমাকে কোন কথা বুঝাইবামাত্র

আমি অনায়াসে বুঝিয়া লইতাম। কিন্তু গোপালকে বুঝাইতে তাঁহার গলদ্‌ঘর্ম্ম হইত। কোন কোন দিন তাহার ভাগ্যে প্রহারও ঘটিত, মার খাইলেই আমি মায়ের কাছে গিয়া সেই শুভসংবাদ প্রদান করিতাম। মা আবার পিতার কাছে অনুযোগ করিতেন—গোপালকে প্রহার করিতে নিষেধ করিতেন। বলিতেন—"মার খাইলে কি বুদ্ধি বাড়িবে?"

মায়ের অনুযোগে অস্থির হইয়া পিতা এক দিন মাষ্টারকে বলিলেন,—"ওর বাপের যা বিদ্যা, ওর বিদ্যা তার চেয়ে আর কত বেশী হইবে? ও আপনি যা পারে করুক। উহাকে আর পীড়াপীড়ি করিবার প্রয়োজন নাই।" সুতরাং পারুক আর নাই পারুক, মাষ্টার তার পড়াশুনায় অনেকটা শিথিল-যত্ন হইলেন। তার ফলে স্কুলে শিক্ষকের কাছে তাহাকে প্রায় প্রতিদিনই বকুনি খাইতে হইত। চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিবার সময় তাহাকে অনেক কাঁদাকাটি করিতে হইয়াছিল।

প্রতি বৎসর পরীক্ষার ফলে আমি প্রথম পারিতোষিক লইয়া আসিতাম এবং সোল্লাসে মাকে দেখাইতাম। গোপাল ম্লানমুখে আমার পার্শ্বে চোরটির মত দাঁড়াইয়া থাকিত। আমি চলিয়া গেলে মা'র কাছে কাঁদিত। মা তাহাকে বলিয়াছিলেন,—"আমার কাছে কাঁদিলে কি হইবে? আমি ত আর বুদ্ধি দিতে পারিব না; ঘরে ত বুদ্ধিদাতা দামোদর আছেন। তোর বাপ ত তাঁর নিত্য সেবা করিতেছেন, তাঁর কাছে কাঁদ্। তাঁর দয়া হইলে তোর বুদ্ধি হইতে কতক্ষণ?"

চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিয়া গোপাল এক কোণে বসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। মাষ্টারও নিশ্চিন্ত হইলেন, আমিও নিশ্চিন্ত হইলাম। বিশেষতঃ বইএর সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। এক মাষ্টারে আর দুজনের পড়া হইয়া উঠে না। পিতা মায়ের ভয়ে স্বতন্ত্র মাষ্টারের ব্যবস্থা করিতে চাহিলেন। মা বলিলেন,—"প্রয়োজন নাই। গোপাল এবারে আপনি পড়িয়া কি করে দেখ।" পিতা দায় হইতে মুক্ত হইলেন।

কোন উত্তর পাইবেন না জানিয়া, ক্লাসের মাষ্টার কোনও প্রশ্ন করিতেন না। গোপাল চুপটি করিয়া বেঞ্চের একটি পাশে বসিয়া থাকিত। তবে বুদ্ধিতে গোপাল যাহাই হউক, মাষ্টার মহাশয়েরা তাহার নম্রতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। এক দিন কথা-প্রসঙ্গে চতুর্থ শিক্ষক আমাদের ক্লাসে বলিয়াছিলেন, গোপালের বুদ্ধি যদি তাহার নম্রতার অনুরূপ হইত, তাহা হইলে সমস্ত স্কুলের মধ্যে কোন ছেলেই তার সমকক্ষ হইত না।

যথাসময়ে চতুর্থ শ্রেণীর পরীক্ষা গৃহীত হইল। পরীক্ষার ফল—কি বলিব? একটা বিস্ময়ের বন্যা ছুটিয়া গেল। শিক্ষক, ছাত্র, আমার পিতা, প্রাইভেট টিউটর, যিনিই এই পরীক্ষার ফল শুনিলেন, তিনিই অবাক্ হইলেন। গোপাল এবার সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে।

আমার মর্ম্মবেদনার আর সীমা রহিল না। প্রথমে মনে করিলাম, গোপাল হয় ত কাহারও চুরি করিয়া লিখিয়াছে; কিন্তু তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া গেল না। তাহার পর ভাবিলাম, হয় ত সে কোনও উপায়ে প্রশ্নপত্র হস্তগত করিয়াছিল। কিন্তু সে কথা বলিতে গেলে স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের উপর দোষ দিতে হয়।

পিতার পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপ দেখিয়া বুঝা গেল, আমার পরাভবে তাঁহারও মনোবেদনা কম হয় নাই। তিনি নিজে স্কুলে যাইয়া গোপনে এ বিষয়ে অনুসন্ধান লইয়াছিলেন এবং শিক্ষায় অমনোযোগিতার দোষারোপ করিয়া, প্রাইভেট টিউটারটিকে বিদায় দিয়া নূতন মাষ্টার বাহাল করিলেন।

পরীক্ষার সংবাদে মা কিন্তু কোনও মতামত প্রকাশ করিলেন না। উল্লাস কিংবা বিষাদ কিছুই দেখাইলেন না। তিনি যেন নীরবে আমার যন্ত্রণা দেখিতে লাগিলেন।

এবারে দ্বিগুণ পরিশ্রমে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলাম। গোপাল পূর্ব্বমত একটি কোণ জুড়িয়া নীরবে পড়িতে লাগিল। আমি গোপনে তাহার কার্য্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে লাগিলাম। গোপাল যতক্ষণ পড়ে, তত অল্পসময়ের মধ্যে কাহারও পড়া তৈয়ারী হওয়া সুকঠিন। তবে কি গোপাল সকলের অজ্ঞাতসারে রাত্রিতে উঠিয়া পড়ে? আমি মাঝে মাঝে অনিদ্রায় অছিলায় রাত্রিতে উঠিয়া তদারক করিতাম। কিন্তু গোপাল এক দিনের জন্যও ধরা পড়িল না।

স্কুলেও গোপাল একটি কোণ আশ্রয় করিয়া বসিত এবং কোনও কথা কহিত না। মাষ্টার ক্লাসে আমাদের সকলকেই প্রশ্ন করিতেন, কিন্তু গোপালকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিতেন না।

তৃতীয় শ্রেণীর পরীক্ষায় গোপাল আবার প্রথম স্থান অধিকার করিল। শুধু তাই নয়, তাহার সহিত আমার নম্বরের এতই তফাৎ হইল যে, গোপালের তুলনায় আমি একরূপ নগণ্যই হইয়া গেলাম। আর তার বুদ্ধির অস্তিত্বে কাহারও সন্দেহ রহিল না, আমাদের প্রধান শিক্ষক এক দিন পিতার সমক্ষে তাহার ধীশক্তির অজস্র প্রশংসা করিলেন। আমার আতঙ্ক হইল।

আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়াছি; কিন্তু আমার উৎসাহভঙ্গ হইয়াছে। পাঠে অনাস্থা আরম্ভ হইয়াছে।

মা যে গোপালের উন্নতিতে অত্যন্ত সুখী হইয়াছিলেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এ সম্বন্ধে পিতার মনোভাব কি, তাহা এ পর্য্যন্ত ভালরূপ বুঝিতে পারি নাই। দেশের যে কয় জন বালক আমাদের বাড়ীতে থাকিয়া শিক্ষালাভ করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে এক জন ছাড়া আর যে কাহারও আমার দুঃখে সহানুভূতি নাই, তাহা আমি আগে হইতেই জানিতাম। কারণ, আমি তাহাদিগের সঙ্গে বেশী মেশামেশি করিতে চাহিতাম না। 'পরভাগ্যোপজীবী' এই জ্ঞানে নিজের চালে দূর হইতে তাহাদিগকে দয়া দেখাইতাম, এইমাত্র। শুধু স্বকার্য্যসাধনের জন্য নিরুপায়ে তাহারা অবজ্ঞা সহ্য করিত। কেবল সরকারদের বাড়ীর শ্যাম আমার প্রিয়পাত্র ছিল। সে নিজের অবস্থা বিশেষ বুঝিয়াছিল। এই জন্য আমার সমান হইতে চাহিত না। শ্যাম আমার মর্য্যাদা রাখিয়া কথা কহিত ও সকল সময়েই আনুগত্য দেখাইত। ক্রমে ক্রমে সে আমার প্রিয় সহচর হইয়া উঠিল। আমার মনের কথা একমাত্র তাহারই কাছে প্রকাশ করিতাম। গোপাল তাহাদের সঙ্গে মেশামেশি করিত বলিয়া শ্যাম বলিত—"গোপাল না মিশিবে কেন? মায়ের অনুগ্রহ যত দিন আছে, তত দিনই গোপাল বড়। সে অনুগ্রহ গেলেই গোপালও যে, উহারাও সে।"

শ্যাম যখন তখন এইরূপ ঠিক কথা কহিত। এই জন্যই আমি শ্যামকে ভালবাসিতাম। "মায়ের অনুগ্রহ যত দিন আছে।" হায়! এ অনুগ্রহ কত দিন থাকিবে? মা জীবিত থাকিতে কি এ অনুগ্রহ যাইবে? আমি তাঁহার গর্ভজাত সন্তান হইয়াও তৎকর্ত্তৃক সপত্নী-পুত্রের ন্যায় আচরিত হইতেছি। এখন পিতার মনোভাব বুঝিতে পারিলেও চিত্তে কতকটা শান্তি আসে।

এক প্রাইভেট টিউটরের পরিবর্ত্তন ছাড়া এ যাবৎ পিতার বাহ্য অসন্তোষের লক্ষণ দেখিতে পাই নাই। ইদানীং পিতাকে সর্ব্বদাই চিন্তিত দেখিতাম। কিন্তু তাহাতে অসন্তোষের কোনও নিদর্শন দেখিতে পাইতাম না।

সহসা বিধাতা সেই দিন আমার চক্ষে সেই শুভচিত্র উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। পিতামাতার গৃহে এত দিন বান্ধবহীনের ন্যায় অবস্থান করিতেছিলাম। এত কাল পরে প্রাণে একটু শান্তি পাইলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কলিকাতায় ফিরিবার তিন দিন পরেই পূর্ব্বোক্ত ঘটনা ঘটিল। পিতার কাছে তার পিতৃপ্রদত্ত ঔষধের দুরবস্থা দেখিয়া গোপাল মায়ের কাছে কি আবদার করে, জানিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল হইল। কিন্তু আমাকে দেখিলে পাছে গোপালকে মা কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করেন, অথবা মায়ের প্রশ্নে গোপাল কোনও উত্তর না দেয়, এই জন্য শ্যামকে গোয়েন্দা নিযুক্ত করিলাম। তখনও পর্য্যন্ত শ্যামের আচরণে মা ও গোপালের সন্দেহের কোনও কারণ ছিল না।

বাড়ীর ভিতরে যাইয়াই শ্যাম ফিরিয়া আসিল। আমি তার এত সত্বর ফিরিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তরে বুঝিলাম, গোপাল স্বল্পক্ষণের জন্য ভিতরে গিয়াছিল। তাহার পর সে বাহিরে আসিয়াছে, গোপালকে ভিতরে পাঠাইবার জন্য সে মাতা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে।

তবে গোপাল কোথায়? শ্যাম তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু বাড়ীর কোনও স্থানে তাহার সন্ধান পাইল না। বিদ্যার্থী যুবকেরা তাহাদের নির্দ্দিষ্ট ঘরে পাঠাভ্যাস করিতেছিল, তাহারা কিছু বলিতে পারিল না। কালবিলম্ব না করিয়া শ্যামচাঁদ প্রতিবেশীদের বাটীতে সন্ধান লইতে গেল। গোপালকে কোথাও দেখিতে না পাইয়া সে ফিরিয়া আসিল।

পিতা গোপালের গৃহত্যাগের কথা জানিতে পারিলেন। শ্যামচাঁদই অযাচিতভাবে তাঁহার

শয্যাপার্শ্বে বসিয়া এই কথা শুনাইয়া দিল। তাহার ভাব দেখিয়া বুঝিলাম, গোপালের গৃহত্যাগে সে একটু আনন্দ উপভোগের বস্তু পাইয়াছে। কিন্তু এমন কৌশলে আত্মগোপন করিয়া সে এই আনন্দ-ভোগের অভিনয় করিতে লাগিল যে, আমি ভিন্ন আর কেহই তাহার অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিল না।

অতি বিষণ্ণভাবে সে পিতার কাছে গোপালের গৃহত্যাগ-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। বলিল—"গোপালকে আপনি কি তিরস্কার করিয়াছেন?"

পিতা উত্তর করিলেন—"কৈ, না।"

"তবে গোপাল কি অভিমানে দেশত্যাগী হইল?"

"দেশত্যাগী হইল কি?"

"আমি চোরবাগানের অলিগলি খুঁজিয়া আসিলাম। কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। লোকের বাড়ী বাড়ী সন্ধান লইলাম, কেহ সন্ধান দিতে পারিল না।"

কথা শুনিয়া পিতা অনেকক্ষণ নিরুত্তর রহি-লেন। বলা-বাহুল্য, আমিও শ্যামের সঙ্গে সঙ্গে পিতার সমীপে গিয়াছিলাম। পিতাকে অনেকক্ষণ নীরব থাকিতে দেখিয়া আমি বলিলাম—"অন্য-মনস্কতার দরুণ পা লাগিয়া পাথর বাটিটা পড়িয়া গিয়াছে। সে জন্য যদি গোপালকে গৃহত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে আমাকে এত দিন বাঙ্গালা মুলুক ত্যাগ করিতে হইত। এ যাবৎ আমিই ত আপনার কাছে তিরস্কার খাইয়া আসিতেছি।"

শ্যাম। মা গোপালের জন্য বড়ই চঞ্চল হইয়াছেন।

পিতা। আমি শীঘ্রই তাহার চাঞ্চল্যের অবসান করিতেছি। পরিণাম না ভাবিয়া আমি গৃহে কণ্টকতরু রোপণের সম্মতি দিয়াছিলাম। এখনি যখন এই, আর বেশী দিন এখানে রাখিলে অশান্তির সীমা থাকিবে না।

শ্যাম এই কথাতেই যেন বড়ই ব্যথিত হইল। মুখে যতটা বিষাদ মাখান সম্ভব, সমস্ত মাখাইয়া কথায় যথাসম্ভব করুণরস মিশ্রিত করিয়া কহিল—"ও কথা বলিবেন না। আপনারা ব্রহ্মণদম্পতি করুণাময়-করুণাময়ী! নিজের ছেলেকে বুক হইতে ফেলিয়া সেই শূন্যবুকে পরের ছেলেকে তুলিয়া লইয়াছেন।"

পিতা। অকৃতজ্ঞ হতভাগারা তাহা বুঝিল কৈ?

শ্যাম। তা না বুঝুক, আপনারা কিন্তু যা ছিলেন, তাই আছেন। এখনি গোপালকে দেখিলে সব ভুলিয়া যাইবেন। এখনি যদি গোপালকে না খুঁজিতে যাই, তাহা হইলে আমাদের উপর আপনাদের ক্রোধ হইবে। অনুমতি করুন, আমি সারা সহরে তার সন্ধান করিয়া আসি।

পিতা। কিছু করিতে হইবে না। পেটের জ্বালাই তাহাকে ফিরাইয়া আনিবে।

সুতরাং উদরের জ্বালার উপর গোপালের প্রত্যাগমনের ভার দিয়া আমরা কিয়ৎক্ষণের জন্য নিশ্চিন্ত হইলাম।

আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তবু গোপাল আসিল না। গোপালের গৃহত্যাগ ক্রমে মায়ের কর্ণগোচর হইল। মা কিন্তু এ কথা শুনিয়া কাঁদিলেন না; বিশেষ বিষাদের লক্ষণও দেখাইলেন না। পিতা কিন্তু ভীত হইলেন। সেই অসুস্থ অবস্থাতেই শয্যা ত্যাগ করিয়া আমাদের সকল-কেই গোপালের অন্বেষণে আদেশ করিলেন। গোপাল না ফিরিলে আমাদেরও ক্ষুন্নিবৃত্তির কোন সম্ভাবনা ছিল না। গোপালকে ক্ষুধার্ত্ত ও নিরুদ্দিষ্ট রাখিয়া কে ক্রুদ্ধা জননীর সম্মুখে আহার করিতে বসিবে? আমরা সকলে মিলিয়া অন্বেষণের একটা বিরাট আয়োজন করিতেছি, এমন সময় গোপাল ফিরিয়া আসিল। আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম। মায়ের ভয়ে কেহ গোপালকে তখন কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না। পিতা আবার শয্যা আশ্রয় করিলেন। আমরাও আহার করিয়া সে রাত্রির মত বিশ্রাম লইলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শ্যামচাঁদ ভায়ার কল্যাণে গোপালের পলায়ন-সংবাদ পূর্ব্ব রাত্রিতেই পাড়ার মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া-ছিল। কিন্তু প্রতিবেশিগণের আন্তরিক দুঃখপ্রকাশ-রূপ 'মজা' উপভোগ করিবার পূর্ব্বেই বাহিরের দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পরদিন প্রভাত না হইতেই তাঁহারা একে একে আসিয়া পিতার বহির্ব্বাটীস্থ শয়নকক্ষ অবরোধ করিতে লাগিলেন।

বাধ্য হইয়া অসুস্থ পিতাকে শয্যা ত্যাগ করিতে হইল।

এক জন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তর্কনিধি মহাশয়! গোপাল না কি কাল রাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে?"

পিতা বলিলেন—"গিয়াছিল, আবার আসিয়াছে।"

এক জন গোপালের এরূপ আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পিতা আদ্যোপান্ত ঘটনা সমস্তই প্রকাশ করিলেন। কেবল বাটিটা পদাঘাতে ফেলিয়া দিবার পরিবর্ত্তে অন্যমনস্কে পা লাগিয়া পড়িয়া যাওয়ার কথাটা বলিলেন।

তখন বিজ্ঞজনোচিত বাগ্‌জালে অসুস্থ পিতার অশান্ত প্রাণ ক্ষুদ্র সফরীর ন্যায় আবৃত হইয়া পড়িল। কেহ পিতাকে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের সঙ্গে তুলনা করিতে লাগিলেন। কেহ জগৎটা অকৃতজ্ঞতায় পূর্ণ দেখিয়া হতাশায় তাকিয়ায় দেহ রক্ষা করিলেন। কেহ বা গোপাল ও গোপালের পিতাকে নিতান্ত নির্ব্বোধ বুঝিয়া বিষাদপূর্ণ হৃদয়টাকে ধূম্র'চ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। সমবেদনায়, পিতার গৌরব-কথায়, উপদেশে, রহস্যে, ব্যঙ্গে বৈঠকখানা পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

মাতা অন্তরাল হইতে তাহাদের কথা শুনিতেছিলেন। তিনি এই সমধর্ম্মীগুলি যাহাতে শুনিতে পান, এইরূপ ঈষদুচ্চকণ্ঠে বলিলেন—"ঝি, বাহিরে গিয়া বলিয়া আয় ত, কাল আমার সঙ্গে কথা কহিতে বুকে খিল ধরিতেছিল, আর আজ এতগুলা লোকের সঙ্গে কেমন করিয়া তিনি কথা কহিতেছেন?"

মাষ্টারের মধুরকণ্ঠ কর্ণগোচর হইবামাত্র কলকোলাহলপূর্ণ ক্লাস যেমন মুহূর্ত্তেই নীরব হইয়া যায়, মায়ের কথা শুনিয়াই সেই প্রাতঃকালের সভা সেইরূপ নীরব হইয়া গেল। কোলাহলের ভারে পীড়িত হইয়া পিতার সেই বিলাতি-নামধেয় রোগটা এতক্ষণ দেহের কোন অজ্ঞাত দেশে আত্মগোপন করিয়াছিল। নীরবতার অবকাশে সে আবার মাথা তুলিল। পিতা তাহার তাড়নে আবার আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। নির্ম্মম প্রতিবেশিগণ তাঁহাকে তদবস্থায় রাখিয়া একে একে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

সকলে চলিয়া গেলে গোপাল উপর হইতে নীচে নামিল। সে দিন গোপালের মুখে এক অপূর্ব্ব লাবণ্য দেখিলাম।

শ্রীমান বলিয়া লোকের কাছে আমার খ্যাতি ছিল। দর্পণের প্রতিবিম্বও তাহাদের সত্যতার সাক্ষ্য দিত। কিন্তু সত্য বলিতে হইলে, গোপাল আমা অপেক্ষাও অধিকতর প্রিয়দর্শন। কিন্তু সেদিন তাহাকে যেমন সুন্দর দেখিলাম, এমনটি আর কখনও দেখি নাই। স্বর্গীয় জ্যোতির কথা পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলাম, তাই কি মুখে মাখিয়া গোপাল আজ আমার সম্মুখে দাঁড়াইল? আজ আমাকে পর্য্যন্ত সে যেন মুগ্ধ করিল। পূর্ব্ব-রাত্রির পলায়নের কথা লইয়া তাহাকে একটু মিষ্ট রহস্য করিব মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু গোপালের মুখ দেখিয়া মুখ ফুটাইতে পারিলাম না।

পিতা কিন্তু গোপালকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাল কোথায় যাওয়া হইয়াছিল গোপালকৃষ্ণ?"

গোপাল বলিল—"গঙ্গাতীরে।"

পিতা। কেন—অভিমানে ঝাঁপ দিতে না কি?

গোপাল কোনও উত্তর করিল না।

পিতা আবার বলিলেন—"পরের কাছে মিছামিছি অপদস্থ করিয়া জ্ঞাতিত্ব সাধিতেছ কেন?"

গোপাল এবারেও উত্তর করিল না। সহানুভূতির ভাব লইয়া আমি গোপালকে বলিলাম—"পিতার উপর অভিমানে গৃহত্যাগ করিয়া তুমি বুদ্ধিমানের কার্য্য কর নাই।"

গোপাল এইবারে বলিল—"কিসের অভিমান? অভিমানে গৃহত্যাগ করিব কেন?"

উত্তর শুনিয়া পিতা দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ হইলেন। বলিলেন,—"তবে কি আমার জীবদ্দশায় পিণ্ড দিতে জাহ্নবীতটে গিয়েছিলে?" মাতা অন্তরাল হইতে বুঝি সব শুনিতেছিলেন। তিনি এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"কেন তোমরা উভয়ে মিলিয়া বালককে উৎপীড়িত করিতেছ? আজ তোমরা অপেক্ষা কর, কাল প্রাতঃকালে আমি যাহার সামগ্রী, তাহার কাছে পাঠাইতেছি। তোমরা তোমাদের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিও। গোপাল আর তোমাদের ভোগে বাধা দিতে আসিবে না।"

গোপালের উপর যে যৎকিঞ্চিৎ মমতার উদ্রেক হইতেছিল, মায়ের এই শ্লেষবাক্যে তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া গেল। আমি আন্তরিক ক্রুদ্ধ হইলাম। বলিলাম—"সেখানে পাঠাইলে এমন চর্ব্ব্যচোষ্য চালাইবে কে?"

পিতা কিন্তু আমার এ দুর্ব্ব্যবহারের প্রশ্রয় দিলেন না। তিনি বলিলেন—"ও কি কর গোপীনাথ! গুরুজনের অসম্মান! ইস্কুলে তুমি কি এইরূপ নীতি শিক্ষা করিতেছ?"

মা বলিলেন—"তোমরাই কি গোপালকে অন্ন দিতেছ?"

পিতার শাসনবাক্যে আমি কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলাম। ব্যবহারটা আমার পক্ষে একান্ত অযোগ্য হইয়াছে মনে করিয়া আর কোনও উত্তর করিলাম না। কিন্তু গোপালের অন্নসংস্থান কিরূপে হইতেছে, জানিবার জন্য আমার প্রশ্ন করিবার ব্যগ্রতা জন্মিয়া গেল। পিতা যেন মন বুঝিয়া সেই ঔৎসুক্য নিবারণ করিলেন। মাতাকে বলিলেন—"বালকের সম্মুখে এইরূপ নির্ব্বোধের মত কথা কহিয়া তাহার মাথা খাইও না। অমনি অমনি ত বালক উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে। ভবিষ্যতে দরিদ্র পিতার অন্নসংস্থানের উপায় হইবে বলিয়া আমি তাহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেছি। গোপীনাথের সঙ্গে সমানভাবে শিক্ষা দিতেছি। তুমি আমি যত দিন আছি, তত দিনই তাহার মর্য্যাদা। যেরূপ কাল আসিতেছে, তাহাতে আমাদের অবর্ত্তমানে পরগৃহে উহার সেরূপ মর্য্যাদা থাকিবে কি? আমার মাতার আদরে বালকের পিতার পরকাল নষ্ট হইয়াছে, তুমিও সেরূপ আদর দেখাইয়া উহার পরকাল নষ্ট করিও না।"

মাতা এ কথায় কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না। আমি মনে মনে বড়ই খুসী হইলাম। এখন গোপাল নিজের অবস্থাটা বুঝিতে পারিলেই আমি যেন নিশ্চিন্ত হই। অবশ্য তাহার প্রতি অসদ্ব্যবহারের অভিলাষ আমার মনে উদিত হয় নাই। সে আমার সহিত মায়ের স্নেহের অধিকার লইয়া সমকক্ষতা না করিলে, তাহার প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক দিতেও আমি কুণ্ঠিত হইতাম না।

গোপাল এতক্ষণ নিরুত্তর ছিল। পিতার কথা শুনিয়া যখন মাতা নিরুত্তর,—আমিও নীরব, তখন স্থানের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া ধীরে ধীরে গোপাল উত্তর করিল—"এ গৃহে আমার অবস্থা এরূপ হইয়াছে, ইহা যদি পূর্ব্বে জানিতাম, তা হ'লে এবারে আর বাড়ী ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিতাম না।"

পিতা। অবস্থার পরিবর্ত্তন তুমিই ত ঘটাইলে গোপালকৃষ্ণ! কাল তুমি অভিমানে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে গিয়াছিলে। ভগবান্ আমাকে নিরপরাধ জানিয়া, কি জানি কেমন করিয়া তোমার মতি ফিরাইয়া দিয়াছেন। নইলে লোকের চক্ষে আমাকে কিরূপ অপদস্থ হইতে হইত, তাহা ভাবিতেই আমার শরীর শিহরিতেছে।

গোপাল। আমি ত বলিলাম, আত্মহত্যা করিতে যাই নাই।

পিতা। কি করিতে গিয়াছিলে, সে তুমিই জান। আমি কিন্তু তোমাকে এখানে রাখিতে আর সাহস করি না। এত দিনের আন্তরিক যত্ন ও পুত্র স্নেহে প্রতিপালন যদি আমার এক দিনের সামান্য ত্রুটিতে পণ্ড হইয়া গেল, তখন এখানে তোমার অবস্থান কাহারও পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে না।

গোপাল। আমি এখানে থাকিব না।

এ কথা শুনিয়া মাতার অবস্থা কিরূপ হয়, জানিবার জন্য তাঁহার দিকে চাহিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, মা সকলের অলক্ষ্যে কখন্ সে স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছেন! অনুমানেই মায়ের মনের ভাব যেন উপলব্ধি করিলাম, গোপালের প্রতি সামান্য অবজ্ঞাও তাঁহার মর্ম্মে দারুণ আঘাত করিয়াছে। পিতার নির্ব্বন্ধাতিশয্য দেখিয়া, আরও না জানি কি কঠোর আঘাত সহিতে হইবে ভাবিয়া, মাতা আগে হইতেই চলিয়া গিয়াছেন। মায়ের মর্ম্ম-বেদনা আমি যেন কতকটা অনুভব করিলাম। সেই জন্য গোপালের উপর আবার আমার মমতা আসিল। আমি তাহার হইয়া পিতাকে বলিলাম, "এবার গোপালকে ক্ষমা করুন।"

পিতা উত্তর করিলেন—"ভাল, তুমি যখন বলিতেছ, তখন এবারের মত ক্ষমা করিলাম।" গোপালকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"কিন্তু গোপাল! এখন হইতে নিজের অবস্থা বুঝিয়া চলিও। যদি তা না পার, তাহা হইলে তোমারই ক্ষতি জানিবে। তোমার পৈতৃক যাহা আছে, তাহাতে বাবুয়ানা ত দূরের কথা, দুবেলা দু মুঠা অন্ন মেলাও দুর্ঘট।"

গোপাল। আমার থাকিতে ইচ্ছা থাকিলেও, বোধ হয় পিতা আমাকে এখানে রাখিবেন না।

পিতা। তুমি কি পিতাকে এরই মধ্যে সংবাদ দিয়াছ ?

গোপাল। আমি সংবাদ দিই নাই।

পিতা। তুমি দাও নাই, তবে কি ভূতে দিয়া আসিল ?

গোপাল। তা কেমন করিয়া বুঝিব ? পিতা কিন্তু আমাকে লইতে আসিতেছেন। বোধ হয়, আজই আসিবেন। যিনি আমাকে সংবাদ দিয়াছেন, আমি তাঁর কথার সত্যতা প্রতিপন্ন দেখিতে পিতার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি।

আমরা পিতাপুত্রে উভয়েই বিস্মিত—কিয়ৎক্ষণ পরস্পরের মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। ভাবিলাম, ইহার মধ্যে গোপাল কেমন করিয়া তাহার পিতাকে সংবাদ দিল ?

গোপাল বলিতে লাগিল—"আমি আত্মহত্যা করিতে যাই নাই। পিতার অনাগমনে আপনার ন্যায় আমিও তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। সেই অসন্তোষের কথা আমি মায়ের কাছে প্রকাশ করি; মা কিন্তু আমার কথা শুনিয়া তুষ্ট হইলেন না। পরন্তু গুরুজনের নিন্দায় পাপ করিয়াছি বলিয়া, তিনি আমাকে তিরস্কার করিলেন, আর বলিলেন—'পাপক্ষালনের জন্য এখনই তুমি গঙ্গাস্নান করিয়া আইস।'"

পিতা। সেই জন্য গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে গিয়াছিলে ?

গোপাল পিতার ব্যঙ্গকথায় কোনও উত্তর করিল না। সে আপনার মনে বলিতে লাগিল—"গঙ্গাতীরে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে এক সন্ন্যাসীর সহিত আমার দেখা হয়। তিনি আমাকে দেখিয়া যথেষ্ট প্রীতিপ্রকাশ করিলেন এবং আমার সেখানে যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা তাঁহার কাছে প্রকাশ করি এবং আপনার রোগের ঔষধ প্রার্থনা করি। তিনি কিয়ৎক্ষণ মৌনী থাকিয়া বলিলেন—'কেন, তোমার দাদা মহাশয় ত ঔষধ পাইয়াছিলেন। তিনি তাহা পদাঘাতে নিক্ষেপ করিয়াছেন। চিকিৎসককে নানা কথা কহিয়া তাঁহার মনশ্চক্ষুতে রোগটাকে বড় করিয়া দিয়াছে। বাস্তবিক রোগ সামান্য। দুই পাঁচ দিনেই সরিয়া যাইবে।' যদিও তাঁহার এ কথায় আমি তুষ্ট হইলাম না, তথাপি আপনার বাটিটার নিক্ষেপের কথা তিনি কেমন করিয়া জানিলেন, ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম।"

আমরা গোপালের এই বিচিত্র গল্প শুনিতে লাগিলাম।

গোপাল বলিতে লাগিল—"প্রথমে মনে করিলাম, এ কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিব না। বাড়ীতে আসিয়া কেহ কোনও কথা কহিল না দেখিয়া মনে করিলাম, আমার সম্বন্ধে কোনও গোলমাল হয় নাই। সুতরাং আত্মদোষক্ষালনের তখন কোনও প্রয়োজন হয় নাই। এখন বলিবার জন্য কি জানি কেন আমার প্রবৃত্তি হইতেছে। রাত্রিতে ঘুমাইতে যাইতেছি, এমন সময় এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম। এক অপূর্ব্ব সুন্দরী রমণী আমার রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে কি জানি কেমন করিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমার ভয় হইয়াছিল। কিন্তু তাঁর স্নেহপূর্ণ চক্ষু দেখিয়া সে ভয় অল্পে অল্পে দূর হইয়া গেল, তিনি ধীরে ধীরে আমার শয্যা-সমীপে আসিয়া আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। আমি তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, 'আমি তোমার গর্ভ-ধারিণী, তোমার বর্ত্তমান মায়ের কোলে তোমাকে সমর্পণ করিয়াই আমি পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছি।' আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলাম। শত চেষ্টাতেও আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি বলিতে লাগিলেন—'কাল তোমার পিতা তোমাকে লইতে আসিবেন। তুমি তাঁহার সঙ্গে দেশে চলিয়া যাও।' আমি মাকে ছাড়িয়া যাইবার অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিলাম। তাই শুনিয়া তিনি বলিলেন,—'না ছাড়িলে, তুমি তোমার মাতার শোকের, অপবাদের, এমন কি, মৃত্যুর কারণ হইবে।' বলিতে বলিতে মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল।"

গোপাল আমার মুখের দিকে একবার চাহিল। সে স্নিগ্ধদৃষ্টিতেও আমার সর্ব্বশরীরে কেমন একটা উত্তাপের প্রবাহ ছুটিয়া গেল। শিহরিয়া আমি চক্ষু মুদিলাম।

ক্রুদ্ধ পিতার তীব্র ভাষার নির্ম্মল তরঙ্গ আমার চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিল। "হতভাগ্য! এরূপ চতুরতা কত দিন শিখিলে ? তুমি আমাকে এতই নির্ব্বোধ মনে করিয়াছ যে, তোমার এই অহিফেন-সেবীর উপকথায় আমি বিশ্বাস করিব ?"

গোপাল। আপনাকে বিশ্বাস করিতে বলিতেছি না। আমি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহাই আপনাকে বলিলাম।

পিতা। দ্বিতীয়বার এরূপ কথা শুনিলে, বোধ হয়, তোমাকে পাগলা-গারদে রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

মাতা বাড়ীর ভিতর হইতে গোপালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, পিতাও তিরস্কার-কার্য্যে নিরস্ত হইলেন। কিন্তু কোমল দৃষ্টিতে গোপাল আমার হৃদয়ে যে তরঙ্গ তুলিল, তাহা সহসা নিবৃত্ত হইল না। মনে হইল, যেন কোন সূক্ষ্মদর্শী বিচারকের সম্মুখে আমি অসংখ্য অপরাধে অপরাধী হইয়াছি। কিন্তু কার্য্য এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, আর গোপালের সহিত পূর্ব্বভাবে ফিরিবার উপায় নাই।

বলা বাহুল্য, সেই দিন অপরাহ্ণেই গোপালের পিতা আসিলেন। মাতার কাছে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার ত্রুটি রহিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ছোটঠাকুরদাদার আগমনে কিছু নাটকীয় বৈচিত্র্য ছিল।

আমি দেখিলাম, প্রাতঃকাল হইতেই গোপাল কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহার এত প্রিয় মাও তাহাকে আজ আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারিতেছেন না।

প্রথমে ভাবিলাম, পিতার তীব্রবাক্যে আহত বালক আর আমাদের ঘরে থাকিয়া সুখ পাইতেছে না। তাই বোধ হয় শান্তিলাভের আশায় সে মাঝে মাঝে বাহিরে আসিতেছে।

দেখিতে দেখিতে বেলার প্রথম প্রহর অতীত হইয়া গেল। স্নানাদি কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য মা আমাদের আদেশ পাঠাইলেন। চাকর হরিয়া তৈল লইয়া আমাকেই স্নান করাইতে আসিল। আমি তাহাকে গোপালের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল,—"আমি তাঁহাকে স্নান করিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি বিলম্ব আছে বলিয়া আমার সঙ্গে আসিতে চাহিলেন না।"

আমি। বলিলি না কেন, মা তাড়া দিতেছেন?

হরিয়া। তাও বলিয়াছি। প্রাতঃকাল হইতে কাকাবাবু জল পর্য্যন্ত মুখে দেন নাই বলিয়া, মা তাঁহাকে বারংবার বাড়ীতে যাইতে অনুরোধ করিতেছেন। এ কথা শুনিয়াও তিনি আসিলেন না।

মনে করিলাম, নিজেই যাইয়া গোপালকে ডাকিয়া আনি। গোপালের সেই বিচিত্র কাহিনী শুনিবার পর, কি জানি কেন, গোপালের প্রতি আমার একটা মমতা আসিয়াছিল। কিন্তু বিচার-বিবেচনা করিয়া বুঝিলাম, এ মমতা অন্য কিছুই নয়, মনের একটা দুর্ব্বলতা মাত্র। গোপালের সঙ্গে পিতার যে কথা হইয়াছে, তাহাতেই বুঝিয়াছি, গোপাল আজ গৃহত্যাগ করিতে পারিলে, কালিকার জন্য অপেক্ষা করিবে না। তাই বিচ্ছেদের পূর্ব্বক্ষণে স্মরণমাত্রেই মন আপনা-আপনি কেমন দুর্ব্বল হইয়াছে। একটা গৃহপালিত পশুর অভাবেই যখন মনে কষ্টের উদয়, তখন এক জন আশৈশব সঙ্গীর অভাব স্মরণে মনের চাঞ্চল্য আসার বিচিত্রতা কি? মনকে বুঝাইয়া স্থির করিলাম, গোপাল না আসে না আসুক, আমি ত স্নান করি। চাকরকে বলিলাম,—"তবে আমাকেই তেল মাখাইয়া দে।"

স্নান করিতে যাইয়া দেখি, শ্যাম গোপালকে ধরিয়া আনিতেছে। তাহাকে আমার কাছে আনিয়াই শ্যাম বলিল,—"নাও খুড়ো! স্নান কর। অসুস্থ দাদা কি বলিতে কি বলিয়াছেন! রোগে তাঁহার মস্তিষ্ক ঠিক নাই। তাঁহার কথায় কি রাগ করিতে আছে? মা বাড়ীর ভিতরে ব্যস্ত হইতেছেন।"

গোপাল এ কথার কোনও উত্তর না করিয়া আমার নিকটেই উপবিষ্ট হইল এবং তৈলপাত্র লইয়া নিজেই মাখিতে বসিয়া গেল। তাই দেখিয়া ভৃত্যটা তাড়াতাড়ি আমাকে ছাড়িয়া গোপালকে তেল মাখাইতে চলিল, গোপাল কিন্তু তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিল,—"প্রয়োজন নাই।"

আমি বলিলাম—"গোপাল। আমি বুঝিতেছি, তুমি কাজ ভাল করিতেছ না।"

গোপাল। আমার বুদ্ধিতে আমি ঠিকই কাজ করিতেছি। ভাই! ইহার পরে তেল জোটাই ভার হইবে, তা মাখাইবে কে?

আমি। পিতাই কি এতই অপরাধী গোপাল-কৃষ্ণ? আর যদিই তাঁর অপরাধ হইয়া থাকে, তা হইলে কি তৎপ্রতি তোমার এরূপ আচরণ দেখান উচিত?

গোপাল। তোমার পিতার কোনও অপরাধ নাই। আমি ত তাই মনে কিছুই করি নাই।

আমি। কিন্তু আচরণে যে তা দেখিতেছি না!

গোপাল। তোমরা আমার আচরণ বুঝিতে পারিতেছ না।

শ্যাম বলিয়া উঠিল—"তা খুড়োর আচরণ বুঝা আমাদের মত বোকার ক্ষমতা ত নয়ই, স্বয়ং শিব-ঠাকুরও বুঝিতে পারেন কি না সন্দেহ। আমি ত খুড়ো সাত জন্মে সিদ্ধি খাইয়া বুদ্ধি বাড়াইলেও বুঝিতে পারিব না।"

গোপাল হাসিয়া উত্তর করিল—"তুমি যে ভাই বুঝিয়াও বুঝিবে না।"

শ্যাম পূর্ব্ববৎ ব্যঙ্গস্বরে কহিল—"যা বুঝিতেছি, তাই কি ঠিক?"

গোপাল মাথা চুলকাইয়া ঈষৎ হাসির সহিত বলিল—"তা আমিই বা কেমন করিয়া বলিব? আমি নিজেই আমাকে বুঝিতে পারিতেছি না।" এই বলিয়া গোপাল একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

আমি তাহার নিশ্বাসের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিলাম এবং সেই জন্য কিঞ্চিৎ ক্রোধের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলাম—"তবে কি একেবারেই আমাদের মায়া কাটাইতেছ?"

গোপাল। তা পারি কি?

আমি। আর কি এখানে আসিতে হইবে না?

গোপাল। তা কেমন করিয়া বলিব? সেটা পিতার অভিপ্রায়ের উপরই নির্ভর করিবে।

আমি। কবে যাওয়া হইতেছে?

গোপাল। পিতা আজ আসিলেই বুঝিতে পারিব।

আমি। আমিও দেখিতেছি, তোমার মস্তিষ্ক-বিকার ঘটিয়াছে।

গোপাল কোনও উত্তর করিল না। আমিও আর কোন কথা কহিলাম না। স্নানান্তে আমরা আহার করিতে চলিলাম।

বৈকালে ডাক্তার আসিলেন। আসিয়াই পিতার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন—"তর্কনিধি মহাশয়! আজ কেমন আছেন?"

পিতা। বুঝিতে পারিতেছি না।

ডাক্তার আর প্রশ্ন না করিয়া, শব্দমানাদি-যন্ত্র সাহায্যে সেই দুরন্ত রোগটার গোপন-স্থান অন্বেষণে ব্যগ্র হইলেন। অন্বেষণের আবেগে তাঁহার চক্ষু মুদিত হইয়া আসিল। মনে হইল, যেন সেই দুরারোগ্য রোগ দেহের কোন পঞ্জর-প্রাচীরের অন্তরাল হইতে তাঁহার চোখে আঙ্গুল দিয়াছে। অনেকক্ষণ সেই ভাবে থাকিয়া ডাক্তার বলিলেন—"আজ আপনাকে কিছু অতিরিক্ত দুর্ব্বল দেখিতেছি।"

পিতা ক্ষীণতর স্বরে বলিলেন—"আজ কিছুই গলাধঃকৃত করিতে পারি নাই।"

ডাক্তার। তা না করিলে শুধু ঔষধে কোনও ফল হইবে না। উপযুক্ত আহার না করিলে দেহ টিকিবে না।

পিতা। সাগু ও বার্লি—ও গোমূত্র আমি আর মুখে করিতে পারিতেছি না।

ডাক্তার। ভাল, ব্রথের ব্যবস্থা করিয়া দিই না কেন? মুখরোচকও হইবে। অথচ শরীরের বেশ পুষ্টিসাধন হইবে।

এই কথা বলিয়াই ডাক্তার আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"গোপীনাথ! টেরিটীবাজার হইতে গোটা দুই পায়রা আনাও।"

পিতা যেন সভয়ে বলিয়া উঠিলেন—"না—না—এখানে ওসব কিছু হইবে না!"

ডাক্তার। বেশ, তবে আনাইয়া যত শীঘ্র পার, আমার ডাক্তারখানায় পাঠাইয়া দাও।

পিতা। ডাক্তার বাবু! ও সকলে আর কাজ নাই।

ডাক্তার। আপনি পণ্ডিত হইয়া এ কি বলিতেছেন? "শরীরমাদ্যং" আপনার ত জানা আছে। ইহার অন্যথা করিলে যে আপনার প্রত্যবায় হইবে। শরীরকে দুর্ব্বল পাইলেই রোগ আবার প্রবল হইয়া উঠিবে। আপনি আর পাঁচজনের দেহ রক্ষা করিতেছেন। আপনার প্রাণ থাকিলে কত লোক নীতি ও ধর্ম্মে পণ্ডিত হইবে, তার সংখ্যা কি? আর আপনি দ্বিধা করিবেন না। আমার কম্পাউণ্ডার ব্রাহ্মণ। আমি তাহাকে দিয়াই প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেছি।

পিতা নিরুত্তর রহিলেন। সম্মতিলক্ষণ বুঝিয়া ডাক্তার বলিলেন—"ভাল, আপনাদের কাহাকেও কিছু করিতে হইবে না। আমিই সে সমস্ত জোগাড় করিয়া আপনার কাছে বোতলে পুরিয়া পাঠাইতেছি।"

পিতার দেহরক্ষার জন্য ডাক্তার বাবুর ব্যাকুলতা দেখিয়া আমাদিগকেও ব্যাকুলতার সহিত তাঁহার

দর্শনীটি দিতে হইল। যাইবার সময় তিনি খানসামা বেচুকে লইয়া গেলেন।

ডাক্তার চলিয়া গেলে, পিতা আমাকে বলিলেন —"কি গোপীনাথ! পায়রার ঝোলটা খাইব ?"

আমি। ঝোল, আপনাকে কে এ কথা বলিল? ব্রথ—ব্রথ—জৈবরস—দৌর্ব্বল্য ব্যাধির মহৌষধ। বোতলে পূরিয়া, শিশি আঁটিয়া, লেবেল মারিয়া আসিতেছে।

পিতা। কি যে হতভাগা রোগ দেহের মধ্যে প্রবেশ করিল, কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না!

আমি। এইবারে রোগকে সরাতেই হইবে।

পিতা। দেখো যেন তোমার গর্ভধারিণী না জানিতে পারে।

আমি। আপনি ও আমি জানিলাম, আবার কে জানিবে ?

পিতা। সে হতভাগাটার কাছেও এ কথা প্রকাশ করিও না, সে জানিতে পারিলেও যাইবার সময় একটা অনর্থ বাধাইয়া যাইবে!

আমি। সে আর এ দিকে আসিতেছে না।

পিতা। হতভাগাটা করিতেছে কি ?

আমি। সে বাহির দরজায় বসিয়া তার বাপের আগমনের অপেক্ষা করিতেছে।

পিতা। তাহার মাথা করিতেছে! কি অকৃতজ্ঞ দেখিলে? সারাদিনের মধ্যে আর একবারও আমাকে দেখিতে আসিতে পারিল না।

আমি বলিলাম—"তাহার মস্তিষ্কবিকার ঘটিয়াছে।" এই বলিয়া স্নানান্তে যে যে কথা হইয়াছিল, আনুপূর্ব্বিক পিতার কাছে বলিলাম।

পিতা শুনিয়া বলিলেন,—"মস্তিষ্ক-বিকার তাহার ঘটিয়াছে না তোমার? সে আমার কাছে তখন কি বলিল, বুঝিয়াছ কি? 'না ছাড়িলে তুমি তোমার মাতার শোকের, অপবাদের, এমন কি মৃত্যুর কারণ হইবে।' শোকের ও মৃত্যুর কারণ না হয়, সে যে-কোন প্রকারে হইতে পারে। কেন না, তোমার গর্ভধারিণীর গোপালের প্রতি যেরূপ মমতা, তাহাতে গোপালের কোনও ভাল-মন্দ হইলে, তাঁহারও অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু 'অপবাদের কারণ হইবে'—ইহার অর্থ কি? বরং গোপাল এখানে না থাকিলে, দেশে ও এখানে, প্রতিবেশীদের কাছে তাঁহার নিন্দা হইবার সম্ভাবনা।"

আমি। আপনি কি কিছু বুঝিয়াছেন?

পিতা। আমি অনেক চেষ্টাতে এই মাত্রই ত বুঝিয়াছি যে, গোপালের অনুমান, এখানে তাহার জীবনের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে।

শুনিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। পিতা বলিতে লাগিলেন—"তাহার বোধ হইয়াছে, তাহার এই আকস্মিক বুদ্ধির বিকাশে আমরা পিতা-পুত্রে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াছি; এখন তুমি কি ও হতভাগাকে এখানে আর থাকিতে অনুরোধ কর?"

আমি। বাপের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকা তবে কি তার ভান মাত্র?

পিতা। তুমিও যেমন মূর্খ! এত ইংরাজী বই পড়িলে, তথাপি তোমার জ্ঞান হইল না? প্রত্যক্ষে যাহা দেখিতেছি, তাহাই সময়ে সময়ে মিথ্যা হইয়া যায়, তা স্বপ্ন! একটা অলীক চিন্তা—সে কখন কি সত্য হইতে পারে? পূর্ব্ব হইতে ষড়যন্ত্র না থাকিলে, আমি ত তাহার আসিবার কোনও সম্ভাবনা দেখিতেছি না।

বহির্ভাগে শব্দ হইল—"রাধানাথ!" তড়িতা-হতের মত পিতা শয্যায় পতিত হইলেন। আমিও যেন কিয়ৎক্ষণের জন্য সমস্ত অন্ধকার দেখিলাম। অথচ কি মিষ্টস্বর! কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পিতার পদ-প্রান্তে বসিয়া আছি, এমন সময় গোপালকে অগ্রে করিয়া ছোটঠাকুরদা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সেই দীনবেশধারী ব্রাহ্মণের সম্মুখে শত চেষ্টাতেও আর আমি স্থির হইয়া বসিতে পারিলাম না। তাঁহার মুখের পানে দৃষ্টি-নিক্ষেপ আমার কেমন কঠিন হইয়া পড়িল। কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসায় কি যে উত্তর দিলাম, তাহাও আমার স্মরণে আসি-তেছে না। আমার মাথা হেঁট হইয়া আসিল। আমি তাঁহাকে একটি প্রণাম করিয়া সংবাদ দিবার অছিলায় সে স্থান ত্যাগ করিলাম।

নবম পরিচ্ছেদ

নিশ্চেষ্ট হইয়া চক্ষু মুদিয়া নিজের ঘরের শয্যায় শুইয়া আছি, এমন সময় শ্যাম গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিল—"শীঘ্র আসুন, কর্ত্তা মহাশয় আপনাকে নীচে ডাকিতেছেন।"

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ছোট্‌-ঠাকুরদা ?"

শ্যাম। মা তাঁহাকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গিয়াছেন।

আমি। দু'জনে কি কি কথা হইল, শুনিয়াছ কি ?

শ্যাম। সময়ে আসিতে পারি নাই বলিয়া সব শুনিতে পাই নাই, তবে কতক কতক শুনিয়াছি। বুঝিয়াছি, খুড়ো-ভাইপোয় আজ হইতে কাটান-ছাড়ান হইয়া গেল।

কি কথা হইয়াছিল, শুনিবার জন্য আমার আগ্রহ সত্ত্বেও শ্যাম আমাকে তৃপ্ত করিল না। বলিল, "অবকাশ মত বলিব। এখন ছোট্‌ঠাকুরদা ফিরিতে না ফিরিতে কর্ত্তা-মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিয়া আসুন। বেচু ব্রথ আনিতে গিয়াছে, আমি তাহাকে সাবধান করিতে চলিলাম।"

শ্যামের সঙ্গে সঙ্গেই ঘর হইতে বাহির হইয়া আমি পিতার সহিত দেখা করিলাম। দেখিলাম, পিতা আমার অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া আছেন। গৃহে প্রবেশ মাত্রই তিনি বলিলেন,—তোমার গর্ভধারিণীর জন্যই দেখিতেছি সব নষ্ট হইল। নির্ব্ব্বিঘ্নাটে সকল গোলমাল চুকিয়া গেল। দামোদরের সেবায় লোকাভাব বলিয়া রমানাথ তাহার পুত্রকে লইতে আসিয়াছে। পৃথক্ হইবার এমন সুবিধা—তোমার গর্ভধারিণী বুঝি হইতে দিল না। সে গোপালকে রাখিবার জন্য তোমার দাদার পায়ে ধরিয়া কাঁদাকাটি করিতেছে।

আমি। মা কি গোপালকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবেন ?

পিতা। না পারেন, তোমার অদৃষ্ট।

গোপাল এখানে থাকিলে আমার অদৃষ্টের কি হানি হইতে পারে, বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম—"থাকিলে কি বিশেষ অনিষ্ট হইবে ?"

পিতা। এক অনিষ্ট, তোমার পাঠের ক্ষতি। তুমি আর শত চেষ্টাতেও গোপালকে হারাইতে পারিবে না। গোপনে সন্ধান লইয়াছি, গোপাল প্রতি উত্তরপত্রে একটা করিয়া প্রশ্নের উত্তর লিখে নাই। তবু সে এবারেও প্রথম হইয়াছে। তুমি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর করিয়াও তার সমান হইতে পার নাই।

শুনিবামাত্র সুপ্ত ঈর্ষ্যা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। বলিলাম—"তা হইলে উপায় ? মায়ের অতি আগ্রহে যদি দাদা গোপালকে রাখিয়া যান ?"

পিতা। তাই ত বলিতেছি, তোমার অদৃষ্ট।

আমি। এবারে আমি প্রশ্নের যেরূপ উত্তর করিয়াছি, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি কিছুতেই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিব না। মাষ্টারেরা পক্ষপাত না থাকিলে, কখনই এরূপ হইতে পারে না।

পিতা। আমিও ত কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। যে কারণেই হউক, পর বৎসর এরূপ হইলে তোমার ভবিষ্যতে যথেষ্ট ক্ষতি হইবে। দুশ্চিন্তায় তোমার বুদ্ধিহানি ঘটিতে পারে।

আমি। এবার দ্বিতীয় হইলে, আর আমি ও স্কুলে পড়িবই না।

পিতা। এ ক্ষতিও তত ধরি না। দ্বিতীয় ক্ষতি—এবং সেটা বিশেষ ক্ষতি, গোপালকে এখানে রাখিলে যা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছি ও ভবিষ্যতে করিব, তাহার অর্দ্ধেক গোপালকে দিতে হইবে।

আমি। কেন ? এ ত আর গোপালের পিতার উপার্জ্জন নয় ?

পিতা। তা হইলে কি হইবে। একান্নবর্ত্তী পরিবার—এক জনের পরিশ্রমে উপার্জ্জিত সম্পত্তিতে গোপালের পিতার সমান অধিকার। গোপাল যদি এখানে না থাকিত, তা হইলে একান্নবর্ত্তীত্ব থাকিত না। কিছু কিছু মাসে মাসে দয়া করিয়া দিলেই লেঠা চুকিয়া যাইত। শরীরের ভাল-মন্দ কখন কি হয়, কিছুই বলা যায় না। বয়স হইয়াছে, মাঝে মাঝে নানা বিজাতীয় ব্যাধি আসিয়া দেহকে আক্রমণ করিতেছে। যদি মারা যাই, তাহা হইলে গোপাল চুল চিরিয়া বিষয়ের অর্দ্ধেক বকরা লইবে।

আমি। গোপাল ত আজ পর্য্যন্ত একত্র আছে। সুতরাং আজ পর্য্যন্ত যাহা উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহার কি হইবে ?

পিতা। আমি যে কি উপার্জ্জন করিয়াছি, তা কে জানে ? স্ত্রী-পুত্রই জানে না। পরের ঘরে বাসা করিয়া আছি। যা উপার্জ্জন করিতেছি, তা যে সব সংসার-খরচেই যাইতেছে না, তাহা আমি ভিন্ন আর কে বলিতে পারে। আমার জীবদ্দশায় অর্থহানির কোনও ভয় নাই। তবে আমি মরিলে সম্পত্তির কথা গোপন না থাকাই সম্ভব। সম্ভব

কেন—কোম্পানীর রাজত্ব—আমি মরিলে আদালতের গোচর হইবেই।

এত দিন পরে আমার প্রতি পিতার মমতা পূর্ণরূপে অনুভব করিলাম; বুঝিলাম, গোপালকে গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে আমা অপেক্ষাও পিতার আগ্রহ অধিক। কিন্তু পিতা কি উপার্জ্জন করিয়াছেন, জানিবার জন্য মনে বড় কৌতূহল হইল।

পিতা যেন মন বুঝিলেন। এ দিক্ ও দিক্ চাহিয়া, কেহ কোথায় আছে কি না দেখিয়া অনুচ্চস্বরে বলিলেন—"গোপীনাথ! এ যাবৎ কিছু কম তিন লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছি।"

শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। সম্পত্তির একটা মোহিনী ছবি তড়িদ্বিকাশের মত যেন আমার চোখের উপর দিয়া চলিয়া গেল।

পিতা বলিতে লাগিলেন—"আরও দুই চারি বৎসর বাঁচিয়া থাকিলে অন্ততঃ তাহার দ্বিগুণ করিয়া দিতে পারিব। এই সমস্ত সম্পত্তিই তোমার। এখন বল দেখি, গোপালকে তুমি আর এখানে রাখিতে চাও কি?"

আমি। হাজার দশবারো টাকা দিয়া উহাদের বিদায় করুন না কেন! তা হ'লে বোধ হয় ছোটঠাকুরদাদা আহ্লাদের সহিত গোপালকে এ স্থান হইতে লইয়া যাইবেন!

পিতা। বল কি মূর্খ? আমার এত কষ্টের উপার্জ্জিত অর্থ আমি একটা নিষ্ক্রিয় অলসকে দিয়া যাইব? উপার্জ্জন করিতে যাইয়া অত্যধিক পরিশ্রমে আমি এই বয়সেই শরীর ভগ্ন করিয়া ফেলিলাম, আর সে দামোদরের নামে দুই বেলা ক্ষীর-মাখনে দেহ পুষ্ট করিয়া, বসিয়া বসিয়া সেই উপার্জ্জনের অংশ গ্রহণ করিবে?

আমি। ইহার উপরে যদি তাঁহার কিছু কৃতজ্ঞতা থাকিত! আপনার অসুখের সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র আপনাকে দেখিতে আসা তাঁর সর্ব্বতোভাবে উচিত ছিল!

পিতা। তার কৃতজ্ঞতায় আমার কিছু আসে যায় না। আমি দুঃখীকে দয়া করিতে পারি, অলসতার প্রশ্রয় দিতে পারি না।

আমি। আপনি যাহা ভাল বুঝিবেন, করিবেন। তাহাতে আমার বলিবার কি আছে?

পিতা। তা হইলে যেমন করিয়া পার, তোমার গর্ভধারিণীকে এই দুর্ব্বুদ্ধির কার্য্য হইতে নিবৃত্ত কর। গোপাল যাহাতে তাহার পিতার অনুগমন করে, তাহার উপায় কর।

আমি। আমি কি উপায় করিব?

পিতা। কি করিবে, সব আমাকেই বলিতে হইবে! তবেই তুমি বিষয় রক্ষা করিয়াছ!

আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। বলিলাম—"আমি ত কিছুই উপায় স্থির করিতে পারিতেছি না।"

পিতা এই কথায় একটু সক্রোধে বলিলেন—"তোমার দাদা তাহার পুত্রকে লইয়া যাইতে চাহিতেছে, লইয়া যাইবার নানা কারণ দেখাইতেছে—তুমি তোমার গর্ভধারিণীর সম্মুখে যাইয়া দাদার পক্ষ সমর্থন কর। বুঝিলে কি?"

কার্য্যের কাঠিন্য উপলব্ধি করিয়া অনিচ্ছায় গৃহত্যাগ করিতে যাইতেছি, এমন সময় ছোটঠাকুরদা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

ছোটঠাকুরদাদার সঙ্গে সঙ্গে কি একটা মধুর নীরবতা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। কোথায় যাইতেছিলাম, কি করিতে যাইতেছিলাম, মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন সব ভুলিয়া গেলাম। প্রবেশ করিয়া ছোটদাদা কিছুক্ষণের জন্য কোনও কথা কহিলেন না। পিতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তিনি অধোবদনে নীরব রহিলেন। চুরি করিয়া একবার তাঁর মুখের পানে চাহিলাম, দেখিলাম, তাঁহার চক্ষে জল ঝরিতেছে।

পিতা নীরব। আমিও কোন কথা কহিতে অশক্ত। ছোটদাদা কি গোপালের প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের কথা জানিতে পারিয়াছেন?

হায়! আমরা জীবনের কত পাপমুহূর্ত্তে কল্পনায় অন্যের চরিত্রের একটা বিকৃত ছবি অঙ্কিত করিয়া, সেই ছবিকেই প্রকৃত মানুষ জ্ঞান করিয়াছি! তাহারই সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কার্য্যতঃ নিজেই নিজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছি! এইরূপ ভ্রমের অপনোদনে কত হতভাগ্যের জীবন বিষময় হইয়াছে! কিন্তু যাহার জন্য ভ্রম, সে আমাদের চক্ষে ধূলি দিয়া হাসিয়া জীবন বহিয়া চলিয়া গিয়াছে!

অনেকক্ষণ নীরবতায় অস্থির হইয়া পিতা যদি ছোটদাদাকে প্রশ্ন না করিতেন, তাহা হইলে হয়,

ত চিরকালই আমার ভ্রম থাকিয়া যাইত। ছোট-দাদার চক্ষুর জলের কারণ আর নির্ণীত হইত না।

পিতা বলিলেন—"চক্ষু-জলের কি কাজ করিয়াছি রমানাথ?"

ছোটদাদা মাথা তুলিলেন, উত্তরীয়বস্ত্রে চক্ষু মুছিলেন। তারপর অর্দ্ধরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন—"চক্ষু-জলের যথেষ্টই ত কাজ করিয়াছ রাধানাথ। মাতৃ-হীন, পিতৃসত্ত্বে পিতৃহীন—একটি বালকের তোমরা ব্রাহ্মণ দম্পত্তি পিতা ও মাতার ভার লইয়াছিলে। আমি তোমাদের সেই মমতা ছিঁড়িয়া তাহাকে উপযুক্ত পাইয়া লইতে আসিয়াছি। গোপালের মায়ের মমতা স্মরণ করিয়া আমি চোখের জল ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না। তোমার সঙ্গে কথা কহিতে চেষ্টা করিতেছি, কে যেন কণ্ঠ রুদ্ধ করিতেছে।"

পরের কাছে অপরাধ করিলে তাহার ক্ষমা আছে, কিন্তু আত্মাপরাধীকে কে ক্ষমা করিবে? ছোট্‌ঠাকুরদাদার এক একটি কথা মৌমাছির দংশনের মত আমার মর্ম্মে প্রবেশ করিতে লাগিল। মর্ম্ম-পীড়ায় অস্থির হইয়া দুই হাতে আমি চক্ষু আবৃত করিলাম। সেই অবস্থাতেই পিতার উত্তর শুনিলাম। পিতারও স্বর পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। তিনিও যেন গোপালের ভাবী বিচ্ছেদ-ভয়ে কাতর হইয়াছেন। পিতা বলিতে লাগিলেন —"গোপালই তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র-বধূর সর্ব্বস্ব। আমিও কি তাহাকে ছাড়িতে পারিতাম? কি করিব, দামোদরের সেবার ক্রটি হইবে—তাহাকে রাখিতে সাহসী হইলাম না। গোপীনাথও দুঃখে অধীর হইয়াছে।"

চোখ খুলিতে যাইতেছিলাম। পিতার কথায় আরও জোরে চোখ চাপিয়া ধরিলাম।

ছোটদাদা বলিলেন—"কি করিব? সমস্তই বুঝিতেছি। দামোদরের সেবার ক্রটির ভয়েই তাহাকে লইয়া যাইতেছি। নইলে কি পারি-তাম? বুঝিতেই ত পারিতেছ, তোমার অসুখের সংবাদ শুনিয়াও আসিতে পারি নাই। ভাগ্যে এক জন ব্রাহ্মণ আমাদের গৃহে অতিথি হইয়াছেন, তাই আসিতে পারিয়াছি।"

পিতা। যদিই ভাগ্যক্রমে আসিয়াছ, তাহা হইলে দুই এক দিন থাকিয়া যাও না।

দাদা। না রমানাথ আর অনুরোধ করিও না। দামোদরের ইচ্ছায় মা সুরধুনীর জলে একবার অব-গাহন করিতে পাইলাম, এই যথেষ্ট। থাকিতে ইচ্ছা থাকিলেও পারিলাম না। মায়ের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে মনে করিলাম, বুঝি এ যাত্রা গোপালকে লইয়া যাইতে পারিলাম না। শেষে দামোদরের ইচ্ছার দোহাই দিয়া দামোদরের নামে গোপালকে জননীর কাছ হইতে ভিক্ষা লইয়াছি।

পিতা। তবে কি প্রত্যুষেই রওনা হইবে?

দাদা। প্রত্যুষে! আবার মায়ের মন ফিরিলে যাইবার ব্যাঘাত ঘটিবে। আমরা আজ রাত্রেই রওনা হইব। গোপালের মাতা গোপালকে আহার করাইতেছেন।

পিতা। তুমি কিছু খাইলে না?

দাদা। আমি গঙ্গাস্নানের জন্য উপবাসী ছিলাম। স্নানান্তে এখানে আসিয়াই কিছু ফল ও দুধ খাই-য়াছি। রাত্রে আজ আর কিছুই আহার করিব না।

পিতা আমাকে বলিলেন—"গোপীনাথ। তোমার দাদামহাশয়ের পাথেয়ের জন্য ক্যাশবাক্সে যে একশত টাকা আছে, তাহা আনিয়া দাও।" এই বলিয়াই আমাকে চাবি গ্রহণ করিতে বলিলেন। আমি চক্ষু খুলিবার অবকাশ পাইলাম। ছোটদাদা বলিলেন, "টাকা! কি হইবে? রাত্রেই রওনা হইতেছি, পথে দস্যুভয়, সঙ্গে অর্থ লইয়া কি পিতা-পুত্রে দস্যুহস্তে প্রাণ দিব?"

পিতা বলিলেন—"বেশ, তোমরা যাইবার পর, আমি লোক দিয়া টাকা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব। গোপালকে লইয়া যাইতেছ, যখন যাহা অনাটন হয়, সংবাদ দিবে। দেখো, যেন গোপালের কোনও কষ্ট না হয়।"

ছোট্‌দাদা হাসিয়া বলিলেন—"দামোদর তোমা-দের পিতা-পুত্রকে দীর্ঘজীবী করুন। তোমরা বর্ত্তমানে গোপালের কষ্ট হইবে কেন? একটা সুসংবাদ তোমাকে দিতে ভুলিয়া গিয়াছি। দামোদর কৃপা করিয়াছেন; কোম্পানী একটা খাল কাটাইয়া দিয়াছে। তাহাতে আমাদের জলমগ্ন জমীর কতকটার উদ্ধার হইয়াছে। এবারে তাহাতে যেরূপ শস্যের অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, ভবিষ্যতে আমাদের পিতা পুত্রের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য চিন্তা করিতে হইবে না। উভয়ের একরূপ সচ্ছলেই দিন চলিয়া যইবে।"

এইবারে আমি একটা কথা কহিবার অবকাশ পাইলাম। বলিলাম—"দাদা মহাশয়! যদিই জমীর উদ্ধার না হইত, তাহা হইলেই কি আমরা থাকিতে আপনাদের অন্নের জন্য চিন্তা করিতে হইত? পিতা কি গোপালের সচ্ছলতার ব্যবস্থা না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন?"

দাদা হাসিয়া বলিলেন—"ভাই! তোমার সদিচ্ছার প্রশংশা করি। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া গোপালকে চিরদিন স্নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিও।"

পিতা বলিলেন—"এখনও কি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব? জমীর আয়ে সমস্ত ব্যয়ের সংকুলানের আশা করি না। মাসে মাসে গোপালের জন্য আমাকে কিছু খরচ পাঠাইতেই হইবে।"

দাদা বলিলেন—"পারিলেই ভাল। কেন না, গোপাল এখানে ঐশ্বর্য্যের মধ্যে পুষ্ট হইয়াছে। সেখানে গরীবের চালে চলিতে প্রথম প্রথম তাহার কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। তবে তা যদি না পার"—

আমি একটু যেন রোষের সহিত বলিলাম—"পারিবেন না, আপনি আগে হইতে কেমন করিয়া বুঝিলেন?"

দাদা। তা বুঝি নাই। তবে সংসারের গতিক যেরূপ দেখা যায়, তাহাতেই অনুমান করিয়াছি, বহুদিন চক্ষের অন্তরাল থাকিলে পুত্রের উপরেই মাতার স্নেহভাবের অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়া যায়।

আমি ইংরেজী আদব কায়দায় অনেকটা অভ্যস্ত হইয়াছিলাম। সেই অ'দবে তাঁহাকে বলিলাম—"অবশ্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। দাদা মহাশয়! আপনার এরূপ অভিমত প্রকাশে আমি কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইলাম। ইহাতে আমার পিতাকে আমার সমক্ষে ছোট করা হইতেছে।"

ছোট্‌ঠাকুরদা বলিলেন—"ভাই। আমি মূর্খ, তোমার পিতা কিংবা তোমার মতন গুছাইয়া কথা কহিতে জানি না। তাই বলিতেছিলাম, যদি না পার—"

আমি এবারে দৃঢ়তর স্বরে বলিলাম—"আবার না পার বলেন কেন?"

ছোট্‌ঠাকুরদাদারও স্বর সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীরতর হইয়া গেল! তিনি উত্তর করিলেন—"তবে বলি গোপীনাথ। তোমরা পারিবে না। কেন পারিবে না, এ কথার উত্তর এখন জানিবার জন্য ব্যস্ত হইও না। সময়ে আপনিই জানিবে। তবে না দিতে পারিলে, আমার তাতে কিছুমাত্র দুঃখ নাই।" এইবারে পিতার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—"কিন্তু রাধানাথ! দামোদরের কৃপায় তুমি যথেষ্ট ঐশ্বর্য্য করিয়াছ, ভবিষ্যতে আরও করিবে। যদি সেই দামোদরের জন্য একটি পাকা ঘর এবং গ্রামবাসীদের উপকারার্থে একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়া দাও, তাহা হইলে আমার আনন্দের আর অবধি থাকিবে না।"

এই কথা শুনিবামাত্র পিতা ক্রুদ্ধ হইলেন। একে রুগ্ন, তাহার উপর ছোট্‌ঠাকুরদার কথাগুলা মিষ্টতার ভিতর হইতেই কেমন একটা মর্ম্মভেদী তীব্র রস কানের ভিতর প্রবেশ করাইতেছিল। বলিতে কি, আমিও মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম। পিতা ঈষৎ রুক্ষভাবেই—বলিলেন—"তুমি কি জেরা করিয়া বিষয়ের সংবাদ লইতে আসিয়াছ?"

দাদা। যদিই সংবাদ লই, তাহাতেই বা দোষ কি? পাড়া-গাঁয়ের দরিদ্র ব্রাহ্মণের পুত্র সহরে আসিয়া নিজের পুরুষকারে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছ। এরূপ ঘর, এরূপ আসবাব, এরূপ দাসদাসী আমাদের বংশে আর কে কবে দেখিয়াছে? আমার ভাগ্যে ঐশ্বর্য্য এই প্রথম দেখা ঘটিল। প্রথমে আমি এ বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই সাহস করিতেছিলাম না।

পিতা। তোমার ও হেঁয়ালীর কথা রাখ। বক্তব্য যদি কিছু থাকে, ত বল! বাকবিতণ্ডা করিবার আমার শক্তি নাই।

দাদা। এত ক্রোধ করিতেছ কেন? ঐশ্বর্য্যের কথা তুলিয়াছি, এই ত আমার অপরাধ? ঠাকুরঘরটি পাকা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছি। তুমি হাঁ কি না বলিয়া এক কথাতেই ত তার উত্তর দিতে পারিতে।

পিতা। ঐশ্বর্য্য করিয়াছি, এ কথা তোমাকে কে বলিল?

দাদা। লক্ষণ দেখিয়া বলিতেছি।

পিতা। তুমি স্বপ্ন দেখিতেছ। আমি এ যাবত এক পয়সাও সঞ্চয় করিতে পারি-নাই।

ছোট্‌দাদা পিতার এই কথা শুনিয়াই গাত্রোত্থান করিলেন। পিতার এই উপযুক্ত উত্তরে তাঁর গমনোদ্যোগ দেখিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে যাইতেছি, এমন সময় ছোট্‌দাদার কথা শুনিয়া আমরা পিতা-পুত্রে উভয়েই চমকিত হইলাম। পাঞ্চশ বৎসর

পরে আমি এই আখ্যায়িকা লিখিতেছি। পিতামহ এখন আর ইহ-সংসারে নাই। তথাপি তাঁহার বজ্র-নির্ঘোষ-তুল্য কথা অটুট গাম্ভীর্য্যে আজিও পর্য্যন্ত আমার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে।

ছোট্‌দাদা বলিলেন—"রাধানাথ! এতক্ষণ তোমাকে ভাল করিয়া দেখি নাই, তোমার কথা ভাল করিয়া বুঝি নাই। দামোদর আমাকে কয়দিন ধরিয়া গোপালকে দেশে লইয়া যাইবার জন্য উৎপীড়ন করিতেছিল। আমি স্বপ্ন বলিয়া এ কয়দিন তাহা অগ্রাহ্য করিয়া আসিতেছিলাম। এখন সমস্তই আমার চোখের উপর ফুটিয়া উঠিয়াছে। যথার্থ ই রাধানাথ! এখন দেখিতেছি, তুমি কিছুই সঞ্চয় করিতে পার নাই। সঞ্চয় কেন—কুলাঙ্গার! তুমি পুণ্যাত্মা রামনিধি তর্কালঙ্কারের বংশধর হইয়া, কলিকাতায় উপার্জ্জন করিতে আসিয়া মূলধন পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছ।"

আমাদের পিতাপুত্রের চোখ বুজিয়া আসিয়াছে। কথার ঝঙ্কার ক্ষীণ হইলে চাহিয়া দেখি, খুল্লপিতামহ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন।

সেই শেষ দেখা। তাহার পর আর ছোট্‌-ঠাকুরদাকে দেখি নাই। পিতার সহিত আর কোনও-কথা না কহিয়া, নিজের ঘরে আসিয়া শয়ন করিলাম। সে রাত্রিতে কোথায় কি হইল, বলিতে পারি না। রাঁধুনী কখন ঘরে আহার্য্য দিয়া গিয়াছে, তাহারও পর্য্যন্ত খবর রাখি নাই। আমি শয্যায় পড়িয়া চক্ষু মুদিয়া কেবল চিন্তা করিতে লাগিলাম।

খুল্লপিতামহ পিতাকে যে তিরস্কার করিয়া গেলেন, তাহা আমার মনে আসিল না। পিতা স্বরচিত পুস্তকে বালকবালিকাগণকে সত্যনিষ্ঠ হইবার জন্য বারংবার উপদেশ দিয়াছেন। সেই পিতা নিজেই সত্যের অপলাপ করিতেছেন দেখিয়া, মর্ম্মে কেমন একটা বেদনা উপস্থিত হইয়াছিল। যদিও বুঝিলাম, আমারই স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া, আমারই ভবিষ্যৎ মঙ্গলার্থে পিতা এইরূপ করিয়াছেন, তথাপি আমার বেদনার অপসারণ হইল না। শিক্ষয়িতার নিজের পদস্খলনে দীনবেশী মূর্খ ব্রাহ্মণের তেজস্বিতার সম্মুখে, প্রচণ্ড পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার লইয়া প্রভূত ধন-যশের অধিকারী অধ্যাপক পিতা আমার চক্ষে বড়ই ক্ষুদ্র, নিষ্প্রভ—জীবনহীনবৎ প্রতীয়মান হইলেন।

সুতরাং সে চিন্তা মনের ভিতরে স্থান দিতে আমার সাহস হইল না। কিন্তু অন্তর-মধ্যে এক বিষম চিন্তা প্রজ্বলিত হইয়া আমাকে উত্তরোত্তর অস্থির করিয়া তুলিল।

ইহারা পিতা-পুত্রে এ কি উন্মত্তের মত কথা কহিতেছে? এদিকে গোপালের মা আসিয়া গোপালের পিতার আসিবার সংবাদ দিয়া গেল, ওদিকে দামোদর ঠাকুর গোপালের সেবা পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া তাহার পিতাকে স্বপ্ন করিয়া পাঠাইয়া দিল। এ সব কথার কি অর্থ আছে? যাহাদের কাছে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিতে যাইব, তাহারা আমাকেই সর্ব্বাগ্রে পাগল বলিবে। আর গোপাল ও তাহার পিতাকে এখনি ত শৃঙ্খলিত হইবার জন্য পাগলা-গারদে পাঠাইতে পরামর্শ দিবে।

পূর্ব্বে মূর্খ অন্ধবিশ্বাসী দেশবাসী এ সকল কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিত। সেই সকল অন্ধ-বিশ্বাস দূর করিবার জন্য দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। সেই জ্ঞানালোকে আলোকিত আমরা এখন হিন্দুয়ানী যে একটা বিপর্য্যয় ভুল, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। সেই সব রামায়ণ-মহাভারত, যেই সব বিষ্ণু-ভাগবত পুরাণ—এখন বেঙ্গা-বেঙ্গীর গল্প বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। দেশের অর্দ্ধেক মনীষী কেহ কৃশ্চান, কেহ ব্রাহ্ম, কেহ বা নাস্তিক হইয়া পৌত্তলিকতার অপদার্থতা প্রতিপন্ন করিতেছেন, বৈজ্ঞানিক ঈশ্বরকে এক জন বড় অঙ্কশাস্ত্রবিশারদ বলিয়া সুদ্ধ মাত্র একটা সেলাম ঠুকিয়া নিরস্ত হইয়াছেন এবং তাঁহাকে পেন্‌সন্ দিয়া নিজেরাই তাঁহার কাজ করিতেছেন।

আমাদের ক্লাসের মাষ্টার মহাশয় বলেন—"সৃষ্টি-সময়ে হয় ত একবার ঈশ্বর বলিয়া কোন এক জীবের প্রয়োজন হইয়াছিল—তাঁহার কার্য্য হইয়া গিয়াছে। এখন তাঁর থাকা না থাকা দুই-ই সমান। পৃথিবী যেমন ঘুরে, তেমনি ঘুরিতেছে; সূর্য্য যেমন উঠে, তেমনি উঠিতেছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সূর্য্য অস্ত যায়, চাঁদ উঠে, তারা ফুটে—কেহ তাহাদের বারণ করিতে পারে না। ঈশ্বর থাকিলে, অন্ততঃ এক দিন সখ করিয়াও তিনি বাধা দিতে পারিতেন। এক দিন খেলার ছলেও পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উঠাইতে পারিতেন। দুটো একটা তারা আমাদের বাড়ীর কার্ণাচে ফেলিয়া রাখিতে পারিতেন। আমরা দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার সামগ্রী আবার তাঁহাকেই ফিরাইয়া দিতাম। গোলাপের কাঁটা

তুলিয়া লইলে কি ক্ষতি হইত? ইক্ষুতে দু'টো একটা ফল ফলিলে কি আমরা সমস্তই পেটে পুরিয়া তাহার ভূমিষ্ঠ নাশ করিতাম?"

মাষ্টার মহাশয়ের কাছে শুনিয়া ঈশ্বর সম্বন্ধে অল্প বয়সেই আমাদের প্রকট জ্ঞান জন্মিয়াছিল। ঠিক সেই সময়েই আবার পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বোধোদয় বাহির হইয়াছিল আমরা তাই পড়িয়া বিশেষরূপেই জানিয়াছিলাম—পুত্তলিকার চক্ষু আছে, দেখিতে পায় না; কান আছে, শুনিতে পায় না; পেট আছে, খাইতে পারে না।

তাহার পর ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠে জ্ঞানটা আমাদের দৃঢ় হইয়া গেল। গিজনীর মামুদ সোমনাথের মাথা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া দিয়াছে। কালাপাহাড় যেখানে ঠাকুরগুলাকে দেখিতে পাইয়াছে, সেইখানেই তাহাদের নাক-কান কাটিয়া পেট ফাটাইয়া পুরোহিতগুলার জুয়াচুরী দ্বারা অন্ন-উপার্জ্জনের পথ বন্ধ করিয়া গিয়াছে। পুত্তলিকার চরণ থাকিতেও চলিবার শক্তি নাই বলিয়া কালাপাহাড়ের ভয়ে একটা ঠাকুরও পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে পারিল না। অথচ তাহাদের ভোজনের খরচে সেই অনাদিকাল হইতে মূর্খ অজ্ঞানান্ধ ভারতবাসী সর্ব্বস্বান্ত হইয়া আসিতেছে।

তবে কেমন করিয়া দামোদর কথা কহিল—দাদাকে অনুরোধ করিল? তাই কি ছাই এ পোড়া দামোদরের হাত-পা আছে! আমাদের দামোদর শালগ্রাম শিলা—একটা কাল কুচকুচে নুড়ী। মাঝে কেবল একটা গর্ত্ত। তাহাতে সাপই আছে, কি বেঙই আছে—ভয়ে তুড়ি দিয়া কাছে বসিতে হয়। তাহার মাথায় বিড়বিড় করিয়া কতকগুলা ফুল না ফেলিয়া কলিকাতায় আনিয়া 'কাগজ-চাপা' করিলে কাজে লাগিত।

সারারাত্রি ধরিয়া চিন্তা করিলাম—মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিলাম না। নুড়ী দামোদর বিশ মণ পাথরের ভার লইয়া বুকে চাপিয়া বসিল, তবু তাহাতে চৈতন্য আছে, এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। খুল্লপিতামহের কথায় শ্রদ্ধা আসিল না। মনে করিলাম, এ সমস্ত ব্যাপার পিতা ও পুত্রের একটা দুর্জ্ঞেয় কৌশল। মনে হইল, উভয়ে মিলিয়া আমাদের সঙ্গে চাতুরী করিতেছে। কিন্তু করিয়া লাভ? পুত্র এমন সম্পদ ছাড়িয়া চির দুর্দ্দশাকে অবলম্বন করিতে চলিয়াছে, পিতা সেই অবস্থায় পোষকতা করিতে পুত্রকে লইতে আসিয়াছে।

এমন উন্মত্ততা আর কেহ কি কখন দেখিয়াছ? অথচ খুল্লপিতামহের কি শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি! কি অপূর্ব্ব আত্মসংযম। অক্রোধ, পরমানন্দময়—দরিদ্র হইয়াও পিতার সহিত বাক্‌যুদ্ধে যে ব্যক্তি জয়পতাকা বহন করিয়া লইয়া গেল, তাহাকে কেমন করিয়া উন্মত্ত বলিব?

অর্থে লোভশূন্য, ঐশ্বর্য্যে অবজ্ঞার হাসি—পিতার সঞ্চয় সম্বন্ধে যথার্থ অনুমান করিয়াও, দীন বলিয়া, বংশের কুলাঙ্গার বলিয়া, খুল্লপিতামহ পিতাকে যেরূপ অবজ্ঞা করিয়া চলিয়া গেলেন, তাহাতে তাঁহাকে উন্মত্ত কেমন করিয়া বলিব? হায়! চিন্তাসমুদ্রে ভাসিয়াও নুড়ীর ভিতর কি রস আছে, স্থির করিতে পারিলাম না।

সমস্ত রাত্রি অনিদ্রা। প্রভাতমুখে স্বপ্ন! আমি যেন এক জনহীন পার্ব্বত্য প্রান্তরে চলিতেছি। জনলেশশূন্য, শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যময় স্থান। সম্মুখে অরণ্যের আকাশভেদী বৃক্ষ সকলকে অতিক্রম করিয়া উচ্চ, বন্ধুর, সৌন্দর্য্যলেশশূন্য শৈলমালা। এমন কঠোর বোধ হইতেছে, যেন স্নেহময়ী চরণাশ্রয়-ভিখারিণী শ্যামা-প্রকৃতিকে চরণদলিত করিয়া উগ্রমূর্ত্তি শৈলরাজ গগনচারী নিদাঘ-মার্ত্তণ্ডের প্রখর প্রতাপকে উপেক্ষা করিতেছে।

সেই নির্ম্মম উষর পথের পথিক আমি একা। এ জগতে কেহ আমার সহচর ছিল, কিংবা আছে, তাহা আমার স্মরণেও আসিতেছে না। সঙ্গীর অভাবে আমি যেন ম্রিয়মাণ। জিঘাংসু শ্বাপদের লোলুপ দৃষ্টির বেড়ার মধ্যে আমি কাঁপিতেছি। সম্মুখের দৃশ্যে কিছুমাত্র চিত্তাকর্ষক সৌন্দর্য্য নাই, তবু আমি নিয়তি-আকৃষ্ট হইয়া সেই দিকেই চলিতেছি। কেন চলিতেছি, জানিবার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে। একটা চতুষ্পদেও ইঙ্গিত বিনিময়ে যদি আমার মানসিক প্রশ্নের উত্তর দেয়, তাহা হইলেও যেন চরিতার্থ হই। পশ্চাতে কেহ থাকিলেও, না হয়, উত্তর জানিবার জন্য তার অপেক্ষা করি। কিন্তু পশ্চাতে মুখ ফিরাইতে, কেহ আছে কি না দেখিতে আমার সাহস হইতেছে না।

ক্রমে বোধ হইল, বিশাল প্রান্তর ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আমাকে কুক্ষিগত করিবার জন্য ব্যগ্রতা দেখাইতেছে। শ্বাপদগুলা প্রান্তরের সঙ্কোচে যেন

ক্রমশঃ অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। আসন্ন মৃত্যু হইতে নিস্তার পাইবার জন্ম বহির্গমনের পথ অন্বেষণে সম্মুখে ছুটিতে দেখি, শৈলতল সহসা উন্মুক্ত হইয়া আমাকে গ্রাস করিতে মুখ-ব্যাদান করিল। পিছু হটিতে, এক কঠোর কর, সেই গহ্বরে আমাকে নিক্ষেপ করিবার জন্ম যেন আমার গলদেশ ধারণ করিল। যথাসাধ্য চেষ্টায় কিঞ্চিৎ মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম—আমার প্রিয়বন্ধু শ্যামচাঁদ। এ কপট বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর হাত হইতে কে আমাকে রক্ষা করিবে? আমি চক্ষু মুদিলাম, কি অন্ধকারে ডুবিলাম, অনুমান করিতে পারিলাম না।

সেই অন্ধকারেই কার যেন কোমল অভয় কর পতনোন্মুখ আমাকে ধরিয়া ফেলিল: "গোপীনাথ! ভাই উঠ।" কি কোমল আশ্বাসবাণী!

ধীরে ধীরে চোখ মেলিলাম। দেখিলাম, গোপাল আমার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে চোখ মেলিতে দেখিয়াই গোপাল বলিল—"বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

তন্দ্রা যেন ভারে ভারে আমার আঁখিপলক নিরুদ্ধ করিয়া আবার আমাকে সংজ্ঞাহীন করিল।

কি আর বলিব, গোপাল চলিয়া গিয়াছে!

একাদশ পরিচ্ছেদ

মা আমার বুঝি মায়াবিনী! নইলে গোপাল চলিয়া যইবার পর হইতে আমার ভাগ্য এমন পরিবর্ত্তিত হইবে কেন? গোপালের প্রতি তাঁহার যে অগাধ মমতা ছিল, আমি এখন তাহাতে সম্পূর্ণ অধিকারী হইয়াছি। সুধুই কি তাই! ছয় বৎসর গোপাল চলিয়া গিয়াছে। এই ছয় বৎসরের মধ্যে এক দিনের জন্মও তাঁহার মুখ হইতে গোপালের নাম বহির্গত হয় নাই। আমি ত এক দিনের জন্মও শুনি নাই।

বুঝি মা পরের ছেলে পরের হাতে সঁপিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন! পিতামহী তাঁহাকে যে আদেশ করিয়াছিলেন, মা তাহা দেবতার বাক্য জ্ঞানে শিরে ধরিয়া পালন করিয়াছেন। পালন করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত। গোপাল বড় হইয়া চলিয়া গিয়াছে। তিনি তাহার কাছে মমতার প্রতিদানের আশা রাখেন নাই। তাই বুঝি মায়ের মুখ এক দিনের জন্মও মলিন দেখিলাম না! গোপালের স্মরণে এক মুহূর্ত্তের জন্মও চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু দেখিতে পাইলাম না।

মা এখন দিবারাত্র আমাকে লইয়াই ব্যস্ত। কিসে আমি সুস্থ ও সন্তুষ্ট থাকি, এখন ইহাই তাঁহার একমাত্র চিন্তা। আমি বাড়ীতে থাকিলে, সর্ব্বদাই আমার পরিচর্য্যার তত্ত্বাবধান করেন, স্কুল হইতে আসিবার সময় পথপানে চাহিয়া থাকেন।

এখন আমাদের সকল ঝঞ্ঝাট একরূপ মিটিয়া গিয়াছে। আমার পিতার 'মুখে রক্ত উঠা' উপার্জ্জনের সুখ-শয্যা-শায়ী অংশী এবং আমারই প্রতিদ্বন্দ্বী পিতা ও পুত্র উভয়েই আর আমাদিগের সুখের পথে বাধা দিতে আসিবে না।

গোপাল চলিয়া যাইবার দুই দিন পরেই পিতা রোগমুক্ত হইলেন। তথাপি যেন মায়ের ভয়ে তিনি নীরোগ হইয়াও কিছু দিন সুস্থ হইতে পারিলেন না! পাছে মা কোন দিন গোপালকে ফিরাইয়া আনিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

এক দুই তিন মাস অতিবাহিত হইল, দেখিতে দেখিতে বৎসর চলিয়া গেল; মা পিতার কাছে গোপালের নামও মুখে আনিলেন না। পিতা এইবারে যথার্থ আশ্বস্ত হইলেন! তাঁহার আশ্বাস-প্রাপ্তির নিদর্শনও আমরা অল্পে অল্পে দেখিতে পাইলাম। প্রথমে তিনি মাতাকে সাঞ্চত অর্থের কথা জ্ঞাপন করিলেন, পরে একখানি সুন্দর অট্টালিকা ক্রয় করিলেন। মায়ের নামেই ক্রয় করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল। একমাত্র পুত্রের দোহাই দিয়া মাতা তাহা নিজের নামে গ্রহণ করিলেন না। মায়ের বুদ্ধি ফিরিয়াছে দেখিয়া পিতা আনন্দিত হইলেন।

এইরূপে ছয় বৎসর অতীত হইয়া গেল। আমরা সকলেই এখন গোপালের পুনরাগমনের অসম্ভাবিতায় নিশ্চিন্ত হইয়াছি। এই ছয় বৎসর পিতা আরও এক লক্ষ টাকা সঞ্চিত করিয়াছেন। আমরা এখন পটলডাঙ্গায় একটি প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় বাস করিতেছি।

গোপাল চলিয়া যাইবার প্রথম বৎসরে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করি। দুই বৎসর পরে এল-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। বৃত্তি পাইলেও, এবারে কিন্তু সেরূপ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই। আমার মায়ের উপরে

অনেক লোকের নাম উঠিয়াছিল। লজ্জায় আমি সাধারণ বিভাগ ছাড়িয়া ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতে আরম্ভ করি। তখন এখনকার মত শিবপুরে যাইয়া ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতে হইত না এবং এত দিন ধরিয়াও পড়িতে হইত না। প্রেসিডেন্সি কলেজেই ক্লাস ছিল। সুতরাং কলেজের এক ঘর ছাড়িয়া অন্য ঘরে প্রবেশ করিলাম। তিন বৎসর পরে আবার সম্মানের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম, গবর্ণমেণ্ট হইতে চাকরীর প্রতিশ্রুতি পাইলাম। এই বৎসরেই কলিকাতার সন্নিকটে এক জমীদারের কন্যার সহিত আমার বিবাহ হইল। এই জন্যই এই এই ষষ্ঠ বৎসরের কথার উল্লেখ করিতেছি।

এই ছয় বৎসরে কলিকাতা সহরেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সহরের রাস্তার দুই পার্শ্বে যে সকল গভীর নালা ছিল, যে গুলাকে দেখিলে নরকের একটা নূতন মূর্ত্তির কল্পনা করিবার প্রয়োজন হইত না, সেগুলাকে বুজাইয়া তাহাদের স্থানে জলনিকাশের জন্য বড় বড় পাইপ বসিয়াছে, কলের জল হইয়াছে এবং তেলের আলোর পরিবর্ত্তে রাস্তায় রাস্তায় গ্যাসের আলো হইয়াছে। অনেক রমণীয় উদ্যান, গভীর পুষ্করিণী সকলের স্থান অধিকার করিয়াছে। সেই সকল সাধারণের উপভোগের উদ্যান, এই নূতন আলোকে আলোকিত হইয়া প্রথম প্রথম যে কি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিত, বহু দিন দেখিয়া অভ্যস্ত তোমরা এখন তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবে না।

এইরূপ একটি বাগানের সম্মুখে আমাদের বাড়ী। প্রতিসন্ধ্যায় দুই এক জন সহচর সঙ্গে এইস্থানে আসিয়া বেড়াইতাম। আমাদিগের পূর্ব্বস্থানের সঙ্গে সঙ্গে আমার সঙ্গীরও পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। দেশের যে সমস্ত বালক পূর্ব্বে আমাদের বাটীতে থাকিত, তাহাদের আর কেহই এখন নাই। তাহাদের মধ্যে কেহ চাকরীর জন্য, কেহ বা থাকিবার অসুবিধায় অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। পিতা যথাসাধ্য তাহাদের সাহায্য করিতেন, তথাপি তাহাদের কাছে সুখ্যাতি পাইতেন না। সুখ্যাতি দূরে থাক্, সামান্য ত্রুটি হইলেও তাহারা নিন্দা করিতে ছাড়িত না। প্রতিবাসিত্ব সম্বন্ধে আমরা যেন তাহাদের কাছে ঋণ করিয়াছি, এই ভাবে তাহারা সর্ব্বদা আমাদের আতিথেয়তার অপব্যবহার করিত। বিরক্ত হইয়া পিতা এই অযথা সেবাকার্য্য উঠাইয়া দিলেন।

বিশেষতঃ গোপালের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেই পূর্ব্বনিবাসভূমির সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছি। পাকা সহুরে হইয়াছি। সুতরাং গ্রামস্থ লোকের সমাগম আমাদের আর ভাল লাগিত না। পিতা তৎপরিবর্ত্তে অসমর্থ অথচ বুদ্ধিমান কতকগুলি ছাত্রের জন্য মাসে মাসে কিছু নির্দ্দিষ্ট ব্যয় করিতে লাগিলেন। যোগ্যতার ও দরিদ্রতার সুপারিশ আনিলে, তাহারা ইস্কুলে পড়িবার বেতন প্রাপ্ত হইত। তাহাতে বাহির হইতেই ঝঞ্চাট মিটাইয়া যাইত, বিশেষ হাঙ্গামা পোহাইতে হইত না।

পূর্ব্ব সঙ্গীদিগের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল শুধু শ্যামচাঁদ। সে কখনও আমাদের কাছে মমতার অভিমান রাখিত না। শ্যামচাঁদ একাধারে খানসামা, সরকার, মোসাহেব। নানা মূর্ত্তিতে সে আমাদের সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিত। নানাপ্রকারে সে পিতার স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছিল। আমিও তাহাকে যথেষ্ট ভালবাসিতাম। পিতা তাহাকে কলেজের লাইব্রেরীতে একটা কাজ করিয়া দিয়াছিলেন এবং গৃহের কাজ করিবার জন্য মাসে মাসে তাহাকে একটা নির্দ্দিষ্ট অর্থ মাহিয়ানার স্বরূপ দান করিতেন। অন্ন, বস্ত্র, জলখাবার সমস্তই আমাদের গৃহ হইতে তাহার প্রাপ্য ছিল। আমি কোথাও যাইলে, প্রায়ই শ্যাম আমার সঙ্গে থাকিত। পিতার সে একরূপ মন্ত্রী ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সময়ে সময়ে পিতা তাহার সঙ্গে এমন অনেক পরামর্শ করিতেন, যাহা আমিও পর্য্যন্ত জানিতে পারিতাম না। এক কথায় সে পিতাকে ও সেই সঙ্গে আমাকে মোহিনীমন্ত্রে মুগ্ধ করিয়াছিল। মাঝে মাঝে সেই স্বপ্নের কথাটা মনে পড়িয়া আমাকে কিছু চিন্তিত করিত, কিন্তু তাহাকে দেখিলেই স্বপ্নের সেই ভীমভাব আমার কাছে অলীক বলিয়া বোধ হইত। শ্যাম হইতে আমার যে কি অনিষ্ট হইতে পারে, তাহা আমি অনেক দিন ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই। অথবা যা ঘটে ঘটুক, শ্যামের সঙ্গ আমাদের অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল।

বাগানে বেড়াইবার সময় শ্যাম প্রায় আমার সঙ্গে থাকিত। এই নবাগত স্থানে প্রতিবাসী বালকদের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল না।

পরিচয় রাখিবারও একটা ইচ্ছা ছিল না। তখনও সহরে আজি-কালিকার মত ইংরাজী শিক্ষার এত প্রচলন হয় নাই! তখন অলিগলিতে স্কুল ছিল না। আমাদের পাড়ার অনেক যুবকের পাঠশালা হইতেই বিদ্যার মীমাংসা হইয়াছিল। তাহারা পরস্পরের সঙ্গে কথোপকথনে কথাগুলাকে ইংরাজী কথার মসলা দিয়া গাঁথিতে জানিত না। শুষ্ক হিঁদুয়ানীর সঙ্কীর্ণতায় তাহারা আমাদের স্বাধীন ব্যবহারের ছল ধরিতেই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিত। সুতরাং পটলডাঙ্গায় আসিয়া প্রতিবাসী যুবকদের সঙ্গে বড় একটা আলাপ-পরিচয় রাখি নাই।

যে দুই চারিজন আমার সহচর ছিল, তাহারাও আমার মত শিক্ষিত। তাহারা প্রতিবেশী না হইলেও, পাড়ায় মনোমত সঙ্গীর অভাবে আমার কাছে আসিত! তাহাদেরই সমভিব্যাহারে লইয়া আমি প্রতিসন্ধ্যায় বাগানে ভ্রমণ করিতাম।

এক দিন কোনও সঙ্গী ছিল না। পূজার অবকাশে অনেকেই কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছে। চিরসঙ্গী শ্যামও দেশে চলিয়া গিয়াছে। কয়েক দিন হইতেই সঙ্গীর অভাব অনুভব করিতেছিলাম। কিন্তু উক্ত দিবসে অভাবটা বড়ই অসহ্য বোধ হইল।

বাড়ীতেও আমি একাকী। পিতা আমার ভাবী শ্বশুরকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহার জমীদারীর অন্তর্গত স্বাস্থ্যকর স্থানে গমন করিয়াছেন। বিশেষ কারণে সে স্থানের নামোল্লেখ করিলাম না। তখনও আমি বুঝিতে পারি নাই যে, তাঁহার কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ হইবে। পিতার সঙ্গে আমিও সেখানে যাইবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু পিতা বাড়ীতে থাকিবার নানা কারণ দেখাইয়া আমাকে সঙ্গে লইলেন না। নানা দুশ্চিন্তার লক্ষ্য হইবার জন্যই যেন আমি একাকী বাড়ীতে পড়িয়া রহিলাম।

মা আমার বড়ই অল্পভাষিণী; সুতরাং বাড়ীতে তাঁহার সঙ্গে দুই চারিটা কথাবার্ত্তায় যে সময়টা অতিবাহিত করিব, তাহারও উপায় রহিল না। বৃদ্ধ চাকর বেচু ছিল, বাল্যকালে গোপাল ও আমাকে সে অনেক গল্প শুনাইত। সে-ও এক প্রকার গোপালের সঙ্গে সঙ্গেই দেশে চলিয়া গিয়াছে, আর আসে নাই। আসিবার জন্য পিতা শ্যামকে দিয়া অনেক পত্র দিয়াছিলেন, সে উত্তর পর্য্যন্ত দেয় নাই।

একটি সহচরের অভাবে হৃদয়টা ব্যাকুল হইয়া পড়িল। সেই ব্যাকুলতায় ছয় বৎসর পরে আমার আশৈশব সহচর আমার মাতৃ-অঙ্কের প্রবল অংশীদার গোপালের অভাব প্রথম অনুভব করিলাম। অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে সেই শান্ত দুর্ব্বল চির নিরীহ বালক, দেবোপম কান্তি লইয়া জীবিতবৎ আমার চোখের উপর ফুটিয়া উঠিল। মানসচক্ষে কি স্থূল চক্ষে তাহাকে দেখিয়াছি, ভাই সব! আজিও পর্য্যন্ত আমি তাহা স্থির করিতে পারি নাই। স্বপ্ন জাগরণ আজিও পর্য্যন্ত সেই প্রহেলিকাময়ী মূর্ত্তি লইয়া আমার নিকটে দ্বন্দ্ব করিতেছে।

তরঙ্গে তরঙ্গে হৃদয়ে একটা প্রচণ্ড যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। কিন্তু এ কথা যাকে ত জানাইতে পারিলাম না। অস্থির হইয়া বাটীর বাহির হইলাম। গাড়ী করিয়া কলিকাতার নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিলাম, জ্বালার নিবারণ হইল না। মনকে প্রবোধ কথায় শান্ত করিতে চেষ্টা করিলাম, মন দ্বিগুণ অশান্ত হইয়া উঠিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। অন্য দিন এমনি সময়ে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিতাম; আজ আর করিলাম না। বাগানে চলিয়া গেলাম। বহু লোক তখন বাগানে প্রবেশ করিয়াছে; জনকোলাহলে বাগান পরিপূর্ণ। কিন্তু হায়! নরারণ্য আমার চক্ষে বিজন অরণ্যবৎ প্রতীত হইল।

বারকতক এদিক ওদিক ঘুরিয়া আমি একটা বেঞ্চে বসিলাম। কত লোক তাহাতে বসিল, উঠিয়া গেল। আমি যেন অনন্ত অধিকার লইয়া বসিয়াছি।

গোপালের কথা মুহুর্মুহুঃ মনে উঠিতে লাগিল। সত্য কথা বলিতে কি, গোপালের প্রতি প্রকৃত স্নেহ ত কোন কালেই ছিল না, তাহার উপর এই ছয় বৎসরের অদর্শনে তাহাকে একরূপ বিস্মৃত হইয়াছি। তাহার মুখশ্রী মনে জাগাইয়া অনেক-ক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিতে হয়। সেই গোপালের স্মৃতি যে আমাকে এতটা ব্যাকুল করিবে, তাহা স্বপ্নেও বুঝিতে পারি নাই।

চিন্তার প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া একবার প্রাণের সহিত বলিয়া উঠিলাম, "গোপাল! আজ যদি তুমি আমার কাছে থাকিতে, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথম আমার চক্ষে তোমার মূল্য হইত।"

"এই যে আছি ভাই।" তড়িৎপ্রেরিতবৎ উঠিয়া দাঁড়াইলাম, কে কহিল দেখিবার জন্য চারিধারে চাহিলাম, দেখিলাম, বাগানে সমস্ত লোক চলিয়া গিয়াছে, আলোক নির্ব্বাপিত হইয়াছে।

সেই অন্ধকারেই গোপালের অন্বেষণে একবার বাগানের চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিলাম। পঞ্চমীর ক্ষীণচন্দ্র আমার কার্য্যের বিফলতায় একটু স্মিতমুখমণ্ডল দেখাইবার জন্যই যেন আমাদেরই অট্টালিকার অন্তরালে আত্মগোপন মুখে ক্ষণকালের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আমি চাহিবামাত্রই চাঁদ মুখ লুকাইল। অতঃপর অন্ধকারে সে স্থানে দুর্ব্বৃত্তেরা আশ্রয় গ্রহণ করিবে বুঝিয়া আমি ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

গৃহে মাতা উৎকণ্ঠার সহিত আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। বিলম্ব দেখিয়া আমার সন্ধানে ভৃত্য পাঠাইতেছিলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ না পাইলে, বোধ হয় আমার এত বিলম্বে ব্যাকুল হইতেন। হয় ত এক দিন যেমন গোপালের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল, আমাকেও সেইরূপ লোকের জানাজানিতে অপ্রস্তুত হইতে হইত।

মা বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলে কি সত্য উত্তর দিতে পারিতাম? উত্তরের দায় হইতে নিশ্চিন্ত হইয়া, আমি আহার করিতে বসিলাম। আহারে একটা রুচি ছিল না। যা-তা মুখে দিয়া, সমস্ত আহার্য্যই একরূপ অভুক্ত রাখিয়া উঠিতেছি, এমন সময় মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি গোপীনাথ! খাবার সব পড়িয়া রহিল কেন?"

আমি আর কি উত্তর করিব? বলিলাম—"ক্ষুধা নাই।"

"ক্ষুধা নাই, না রান্না ভাল হয় নাই?"

এবারে ফাঁপরে পড়িলাম! মা বলিতে লাগিলেন—"যদি রান্না ভাল না হইয়া থাকে ত বল, আমি আবার রাঁধিয়া দিই।"

"তুমি রাঁধিতে থাকিবে, আর আমি ততক্ষণ থালা কোলে করিয়া বসিয়া থাকিব?"

"কেন, হাত-মুখ ধুইয়া কিছুক্ষণ ঘরে গিয়া বিশ্রাম কর। সময় হইলেই আমি সংবাদ দিব।"

আমি রাঁধুনীর উপর দোষারোপ করিতে যাইতেছি, তিনি বাধা দিয়া বলিলেন—"রাঁধুনী রাঁধে নাই। আমি নিজহস্তে সমস্ত প্রস্তুত করিয়াছি।"

এমন বিপদেও মানুষ পড়ে! কি উত্তর করিব, স্থির করা কঠিন হইয়া পড়িল! দুর্ভাগ্য রাঁধুনীর নিন্দা করিতে যাইয়া প্রকৃতপক্ষে মায়েরই নিন্দায় প্রবৃত্ত হইতেছিলাম। অথচ অমৃতের আস্বাদ প্রতি পরমাণুতে লুকাইয়া সুরচিত ব্যঞ্জনাদি পাত্রে পড়িয়া আমার রসনাস্পর্শের অপেক্ষা করিতেছে। গোপালের এক মুহূর্ত্তের স্মৃতি আমার মস্তিষ্ককে এমন আলোড়িত করিয়াছে যে, এমন অমৃতের স্বাদ আমি গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়াছি!

মা বলিতে লাগিলেন—"তোরা ত আর আচার রাখিস্ না। আচমন গণ্ডুষ কিছুই করিস্ না; তখন তোর উঠিয়া যাইতে দোষ কি?"

এই স্থলে বলিয়া রাখি, মা গোপালকে "তুই" বলিতেন! জ্ঞান হওয়া অবধি আমি কিন্তু তাঁহাকে আমার প্রতি 'তুই' বাক্য প্রয়োগ করিতে শুনি নাই। আজ অযোগ্য বয়সে সংসার-প্রবেশ-মুখে মায়ের এই প্রীতির সম্ভাষণ শুনিয়া প্রাণটা কেমন গলিয়া গেল। পূর্ব্ব হইতেই হৃদয়টা দুর্ব্বল হইয়া রহিয়াছে, আমি অশ্রুর নিষেক অবরুদ্ধ করিতে পারিলাম না। পাছে মা দেখিতে পান, এই জন্য মাথাটা অবনত করিলাম। বুঝিলাম, গোপালের প্রাপ্য সম্পত্তির যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও আজ মায়ের কাছ হইতে ছিনাইয়া লইয়াছি।

মায়ের হৃদয় আজ আমার কাছে বুঝি প্রথম উন্মুক্ত হইতেছে। নহিলে তাঁহার প্রতিশব্দঝঙ্কারে আমি এত অস্থির হইতেছি কেন? আঘাতে আজ কি হৃদয়টা চূর্ণ হইয়া যাইবে?

মা আবার কহিতে আরম্ভ করিলেন—"গোপীনাথ! তোদের অনেক দিন রাঁধিয়া খাওয়াই নাই।" বলিয়া মাতা ক্ষণেকের জন্য নীরব হইলেন। ছয় বৎসর পরে এক ক্ষুদ্র পলের অসতর্কতায় জননী এক পুত্রকে বহু করিয়া গোপালের প্রতি অগাধ স্নেহের নিরুদ্ধ উৎসের চিত্র আমার চোখের উপর তুলিয়া ধরিলেন। মাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম। এই স্নেহের নিবদ্ধ ধারায় ছয় বৎসরের প্রতিমুহূর্ত্তে হৃদয়-

টাকে নিষ্পীড়িত করিয়া মা অম্লানবদনে আমাদের সেবা করিয়াছেন। অযোগ্যই হই, নরাধমই হই, এমন দেবীর মর্য্যাদা বুঝিতে অক্ষমই হই, তাঁহার গর্ভে স্থান পাইয়াছিলাম বলিয়া আমি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলাম।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া মা বলিলেন—"তাই আজ স্বহস্তে পাক করিয়া তোমাকে আহার করাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল।"

মাকে আর আমি আত্মগোপনে অপরাধিনী দেখিতে ইচ্ছা করিলাম না। মাথা তুলিয়া বলিলাম, "মা! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব?"

"কি জিজ্ঞাসা করিতে চাও, বল।"

"তোমার কাছে মিথ্যা কহিব কেন? আমি তোমার প্রস্তুত এ আহার্য্যের কোনটাই স্পর্শ করি নাই।"

"যথার্থই কি তোমার ক্ষুধা নাই?"

"ক্ষুধা আছে কি না আছে, তাও বলিতে পারি না। বুঝিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত নাই।"

"এ কি কথা! আমি ত বুঝিতে পারিতেছি না।"

"তোমাকে বুঝাইতে পারিব না। তুমি আমার অপরাধ লইও না। আমি তোমাকে কেবল একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কুচিত হইতেছি বলিয়া এতক্ষণ বসিয়া আছি।"

মা যেন কি কহিতে যাইয়া নীরব হইলেন। একটি দীর্ঘশ্বাস তাঁহার কথাবরোধের পরিচয় দিয়া আমাকে পূর্ব্ব হইতেই সাবধান করিতে যেন আমার গাত্রস্পর্শ করিয়া চলিয়া গেল। মন্দবুদ্ধি আমি তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম, "বলি?"

মা বলিলেন—"বল।"

আমি অতি সভয়ে অতি সন্তর্পণে জিজ্ঞাসা করিলাম—"গোপাল কি আজ এখানে আসিয়াছিল?"

"কৈ, আমি ত দেখি নাই।" কি কষ্টে কি বিষম স্বরভঙ্গে মায়ের মুখ হইতে এই কয়েকটি কথা বাহির হইয়াছিল, প্রিয় পাঠক, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিয়া আপনাদের আমি বুঝাইতে পারিলাম না। সহসোন্মুক্ত অর্দ্ধযুগ ধরিয়া অবরুদ্ধ শোকাবেগ প্রতি অক্ষরে যেন যাতনাগ্রন্থি গাঁথিয়া বহ্নিশিখার সমষ্টিরূপে মায়ের হৃদয় হইতে অবকাশে অবকাশে বহির্গত হইতে লাগিল। মায়ের সে মধুরকণ্ঠ। মনে হইল, কে যেন নির্দ্দয় হস্তে আকুল বংশীর মুখ আবদ্ধ করিতেছে।

কহিতে কহিতে মাতা সংজ্ঞা হারাইলেন। বাতাহতের ন্যায় এই নিষ্ঠুর সন্তানের প্রশ্নাভিঘাতে তিনি ভূপতিতা হইলেন।

তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুইয়া মূর্চ্ছাপনোদনের চেষ্টা করিলাম, মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল না। মা মা বলিয়া অনেক ডাকিলাম, মা উত্তর দিলেন না। ক্রমে ব্যাপার দাসদাসীর গোচর হইল, বাড়ীতে হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

আমাদের চেষ্টায় মাতার যখন মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল না, তখন বাস্তবিক বিপন্ন হইলাম। পিতা গৃহে নাই, রাত্রিতে তাঁহার কাছে সংবাদ পাঠাইবারও উপায় নাই। কিংকর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া, মাকে উঠাইয়া তাঁহার নিজের কক্ষে শয়ন করাইলাম এবং নিজেই ডাক্তার আনিতে ছুটিলাম।

দাসদাসীদিগকে মায়ের এরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তনের কারণ বলিতে সাহসী হই নাই। কিন্তু ডাক্তারকে রোগের কারণ না বলিলে ত চলিবে না। তাঁহাকে আনিতে পথে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিলাম। আমার আন্তরিক অবস্থাও সেই সঙ্গে তাঁহার কাছে বিবৃত করিলাম।

সমস্ত শুনিয়া, রোগীকে না দেখিয়াই পথ হইতে তিনি আমাকে রোগমুক্তির আশ্বাস দিলেন। বলিলেন—"তোমার প্রশ্নই যদি তাঁহার মূর্চ্ছার একমাত্র কারণ হয়, তাহা হইলে তাঁহার সংজ্ঞা ফিরাইতে বিলম্ব হইবে না।"

গৃহে আসিয়া দেখিলাম, মায়ের অবস্থার সামান্যমাত্রও পরিবর্ত্তন হয় নাই। আশঙ্কা ও উদ্বেগে প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। ব্যাকুল হইয়া ডাক্তারের হাত দুইটা জড়াইয়া ধরিলাম। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম—"ডাক্তার মহাশয়! যে কোন উপায়ে মাকে আমার রক্ষা করুন; আমাকে মাতৃহত্যার পাতক হইতে উদ্ধার করুন।"

ডাক্তার বাবু রোগ পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে দুই একটা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—

"আর কখন মূর্চ্ছা হইয়াছিল কি?

উত্তর করিলাম—"না।"

"শিরঃপীড়া হইয়াছিল?"

"বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে, এমন শিরঃপীড়া কখনও হয় নাই। মা চিরসুস্থ, কচিৎ জ্বর হইতে দেখিয়াছি।"

"ইদানীং অধিক পরিশ্রম করিতেন কি?"

"পরিশ্রম আগে করিয়াছেন। বুঝতেই ত পারিতেছেন, আগে দাসদাসী কিছুই ছিল না। দেশে একা মাকে সমস্ত গৃহকর্ম্ম করিতে হইত। এখন ত একরূপ পরিশ্রম নাই বলিলেই চলে।"

"গোপাল কত দিন গিয়াছে?"

"ছয় বৎসর।"

"তাহার জন্য ইনি কি কখন কখন অত্যন্ত রোদন করিতেন?"

"নির্জ্জনে কখনও করিয়াছেন কি না, বলিতে পারি না। আমরা কেহই কিন্তু কখন মাকে গোপালের জন্য শোক করিতে দেখি নাই। শোক দূরের কথা, এক দিনের জন্য মুখে মালিন্য পর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই।"

পরীক্ষা-শেষে ডাক্তার বাবু কিয়ৎক্ষণ নিস্পন্দের মত বসিয়া রহিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম —"কি রকম দেখিলেন?"

দাসদাসী রাঁধুনী সকলে ডাক্তার বাবুর উত্তর শুনিতে উদ্‌গ্রীব হইল। তিনি তাহাদিগকে নিরাশ করিয়া আমাকে ইংরাজীতে বলিলেন, "রোগ কঠিন। ইহাকে য়্যাপোপ্লেক্সি বলে। অতি উল্লাসে, অতি অবসাদে, শোকে, রক্তস্রোত সহসা মস্তিষ্কের দিকে বেগে প্রবাহিত হইতে যদি শিরাপথ কোনক্রমে রুদ্ধ অথবা ছিন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে এই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহাতে শতকরা দুই এক জন বাঁচে, পুস্তকে পাঠ করিয়াছি।"

আমি শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলাম। হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রী যেন শিথিল হইয়া গেল। গৃহে যাহারা ছিল, তাহারা আমার ভাব দেখিয়া আমার সঙ্গে রোদন করিয়া উঠিল। ডাক্তার বাবু আমাকে নিরস্ত হইতে ও সেই সঙ্গে সকলকে নিরস্ত করিতে বলিলেন। আমার ইঙ্গিতে সকলে চুপ করিল।

আমি কাতরকণ্ঠে বলিলাম—"তবে কি সত্য সত্যই মাকে হত্যা করিলাম?" কলিকাতায় আসা অবধি তিনিই আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক। আমি ও গোপাল উভয়েই তাঁহার কাছে অনেকবার চিকিৎসিত হইয়াছি। তিনি আমাদিগকে স্নেহের সহিত সম্বোধন করিতেন। মা তাঁহার সম্মুখে কথা কহিতে লজ্জা বোধ করিতেন না। গোপালের সামান্য অসুখে তিনি যেরূপ ব্যাকুলতার সহিত ডাক্তার বাবুকে প্রশ্ন করিতেন, তাহাতে গোপালের প্রতি মাতার স্নেহের গভীরতা তাঁহার অবিদিত ছিল না।

আমার শেষোক্ত প্রশ্ন শুনিয়া তিনি আমাকে একটু তীব্রতার সহিত বলিলেন—"শুধু তুমি কেন গোপীনাথ! তোমরা পিতাপুত্রে উভয়েই নৃশংসের ন্যায় এই সাধ্বী করুণাময়ীকে হত্যা করিলে।"

আমি তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিলাম। আর বলিলাম—"ব্যয়ের জন্য চিন্তা করিবেন না। মাকে জীবনে ফিরাইবার যে কোন উপায় থাকে, আপনি তাহার বিধান করুন।"

"ব্যয়ে যদি কার্য্য সফল হইত, তাহা হইলে তোমাকে এত কথা কহিতাম না। আমি এই বয়স পর্য্যন্ত প্রায় এইরূপ পঁচিশটি রোগীর চিকিৎসা করিয়াছি। কিন্তু একটি ভিন্ন আর কাহাকেও বাঁচিতে দেখি নাই।"

বড়ই আশান্বিত হইয়া বলিলাম—"তবে ত বাঁচে!"

ডাক্তার-বাবু বলিতে লাগিলেন—"বাঁচে, কিন্তু ডাক্তারদত্ত ঔষধে নয়—ভগবদ্দত্ত শক্তিতে। সে রোগীরও তোমার মায়ের ন্যায় অবস্থা হইয়াছিল। তিনিও রমণী। তাঁহার একমাত্র পুত্র উন্মাদরোগে গৃহত্যাগ করিয়াছিল। রুদ্ধ শোকাবেগে তোমার মায়েরই ন্যায় অবস্থাপন্ন হইয়া তিনি রোগাক্রান্ত হন। আমরা বহু চিকিৎসকে হতাশ হইয়া রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। এমন সময়ে সেই নিরুদ্দিষ্ট উন্মত্ত সন্তান কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে উন্মাদের আবেগে মা বলিয়া ডাকিল। বিস্ময়ের কথা তোমাকে কি বলিব, সেই 'মা' শব্দ শুনিবামাত্র মুমূর্ষু রোগী নিদ্রোত্থিতার ন্যায় উঠিয়া বসিলেন। গোপীনাথ! তোমার জননীর রোগের ঔষধ তোমরা ভিন্ন চিকিৎসকে ব্যবস্থা করিতে পারিবে না।" একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ডাক্তার বাবু গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কোনও ঔষধ দিলেন না।

আমিও সমস্ত বুঝিতে পারিলাম। পিতার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই সেই রাত্রেই গোপালকে আনিতে দরোয়ান পাঠাইলাম। সঙ্গে যথেষ্ট অর্থ দিলাম। আর বলিলাম—"যত অর্থই ব্যয় হউক, পাল্কী করিয়া যত শীঘ্র পারিবে, গোপালকে দেশ হইতে লইয়া আসিবে।" শ্যামকেও সংবাদ দিতে বলিলাম। দরোয়ান সে দেশে কখনও যায় নাই। সুতরাং তাহার হাতে আমাদের গ্রামের ঠিকানা লিখিয়া ও তৎসম্বন্ধে গোপালের নামে একখানা পত্র দিয়া বিদায় করিলাম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সমস্ত রাত্রি মায়ের পদপ্রান্তে বসিয়া কাঁদিলাম। সঙ্গে সঙ্গে গোপালের প্রতি আমাদের দুর্ব্যবহারের কথা মনে পড়িতে লাগিল। এত দিন অহং-বুদ্ধিতে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করিয়াছি, এক দিনের অদৃষ্টের প্রহারে, এক রাত্রির নির্জ্জন চিন্তায় তাহা যেন পৈশাচিক কার্য্যে পরিণত হইল।

সম্মুখে শয্যায় জননী নিদ্রিতার ন্যায় চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া আছেন। মা মা বলিয়া কত সম্বোধন করিয়াছি; কিন্তু মা প্রিয় সন্তানের স্নেহ ভুলিয়া দেহের কোন্ নিভৃত দেহে এমন করিয়া লুকাইয়াছেন যে, নিজে স্বেচ্ছায় বাহিরে না আসিলে, আমার শত চীৎকার সে দেহের প্রাচীর ভেদ করিয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইতে পারিবে না। যাহার কোমল মধুর ধ্বনি সে স্থানে উপস্থিত হইতে সমর্থ, সে এখানে নাই। হায়! সে কি আসিবে? স্নেহের গৌরবে যে এক দিন আমাদের সংসারে রাজত্ব করিয়াছে, সে দীন বেশে এ স্থান হইতে দূরীকৃতের ন্যায় চলিয়া গিয়াছে। সে কি এই অট্টালিকার প্রতি-প্রাচীরে আপনার দীন মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব দেখিতে আসিতে পারিবে?

এক মায়ের প্রতি মমতা ব্যতীত গোপালকে কলিকাতায় আনিবার অন্য কোনও আকর্ষণ দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু এই ছয় বৎসরের মধ্যে গোপালও একটি দিনের জন্য কোনও ছলে আসিতে পারিল না। আমাদের আচরণে তাহার মনে না হয় মর্ম্মান্তিক ঘৃণা হইতে পারে, কিন্তু মায়ের প্রতি? তাহার ঘৃণা অভিমান জাগিবার কোনও কারণ হয় নাই। তাহার স্নেহময়ী 'মা' তাহার অদর্শনে কিরূপ অবস্থায় আছে কি না আছে, এটাও ত একবার তাহার দেখিয়া যাওয়া উচিত ছিল। আমাদের পিতাপুত্রের সঙ্গে সাক্ষাতে মর্ম্মবেদনা দ্বিগুণিত হইবার ভয়ে যদি সে আসিতে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগও ত তাহার সম্যক্ বিদিত ছিল।

চিন্তা করিতে করিতে একবার যেন গোপালকে সম্বোধন করিলাম, একবার যেন বলিয়া উঠিলাম—"অকৃতজ্ঞ! আমাদিগের উপর ক্রোধে তোর 'মা'কে এইরূপ অবস্থায় নিক্ষেপ করিয়া তুই-ই বা কি মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়াছিস্? নির্দ্দয়! একবার আয়। নিদ্রিত মা তোকে স্বপ্নের ভাষায় 'গোপাল' বলিয়া ডাকিতেছে, একবার তাকে দেখিয়া যা।"

কি আশ্চর্য্য! সম্বোধনমাত্র মনে হইল, যেন গোপাল গৃহমধ্যে আসিয়াছে। আসিয়া কোমলকর-পল্লবে আমার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিতেছে।

চমকিয়া উঠিলাম। একবার গৃহের চারিদিকে চাহিলাম। নির্ব্বাণোন্মুখ জ্যোতিহীন দীপ, মমতা-হীন বায়ু-সাগরে পড়িয়া যেন মরণ-যাতনায় অস্থিরতা প্রকাশ করিতেছে। মৃত্তিকাশয্যায় ঝী দুই জন ঘুমাইতেছে। তাহাদের মধ্যে একজন অস্বাভাবিক দীর্ঘশ্বাসে দুরধিগম্য স্বপ্নরাজ্য হইতে যেন কি এক অনমুমেয় দুঃখময় সমাচার জাগরিতের রাজ্যে বহন করিয়া আনিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে।

রাত্রি-জাগরণে মস্তিষ্ক-বিকার অনুমান করিয়া আমি বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম, প্রভাত হইতে অতি অল্প সময়ই অবশিষ্ট আছে।

প্রভাত হইতে না হইতেই ডাক্তার বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই মাতার সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি ভালমন্দ কিছুই উত্তর দিতে পারিলাম না।

কেবল বলিলাম—"আমি কেমন করিয়া বলিব?"

ডাক্তার। এখনও প্রাণ আছে কি না আছে, জানিতে আসিয়াছি।

আমি। তাহাও বলিতে পারি না।

ডাক্তার। মূর্খের মত কথা কহিও না। শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে কি না, দেখিয়া এস।

আমি। আপনি যখন আসিয়াছেন, তখন আপনিই দেখুন না।

ডাক্তার। এই সামান্য কার্য্য তুমি করিতে পারিবে না? কাল মনের আবেগে শুধু তোমায় তিরস্কারই করিয়াছি। মাকে বোধ হয় ভাল করিয়া দেখি নাই; কোন ঔষধ দিই নাই। হয় ত রোগ-নির্ণয়ে আমার ভ্রম হইয়া থাকিবে। তাই যদি হয়, যদি মা এখনও জীবিত থাকেন, তাহা হইলে আমি নিজে সাহেব ডাক্তারকে লইয়া আসিব। বিলম্ব করিও না। শীঘ্র দেখিয়া—শুধু দেখিয়া নয়—ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া, এখনই আমাকে সংবাদ দাও। তোমার পিতা এখানে নাই, কর্ত্তব্যের ভার আমার মাথায় রহিয়াছে।

আমি তখনই ছুটিয়া বাটীর মধ্যে গেলাম। মাতার শ্বাস পরীক্ষা করিলাম। অতি ক্ষীণভাবে নিশ্বাস পড়িতেছে। ডাক্তার বাবুকে সেই সংবাদ দিলাম। তিনি আর কোনও কথা না কহিয়া প্রস্থান করিলেন।

আমি পিতাকে টেলিগ্রাফে সংবাদ পাঠাইলাম।

সাহেব ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া ডাক্তার বাবু যথাসময়ে আসিলেন। কিন্তু চিকিৎসক রোগ-নির্ণয়ে ভ্রম করেন নাই। মায়ের সন্ন্যাসরোগ - দুশ্চিকিৎস্য। সাহেব ঔষধেরও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ঔষধ গলাধঃকৃত হইল না।

আমি দৈব-প্রেরিত ঔষধের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি—অন্যথা প্রতি মুহূর্ত্তে মাতার মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতেছি।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সমস্ত দিন অতিবাহিত হইয়াছে। মাতার অবস্থাও দণ্ডে দণ্ডে হীনতর হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে দুই একবার হাত-পা নাড়িতেছিলেন, এখন তাও আর নাই। গোপালের আসিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল। পিতাও বুঝি মাকে জীবিত দেখিতে পাইলেন না।

ডাক্তার বাবু সন্ধ্যায় আর একবার আসিলেন; নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। তার পর বলিলেন, "প্রভাতে কেমন থাকেন, সংবাদ দিও—সংবাদ দিলে আসিব।"

বুঝিলাম, কাল আর তাঁহাকে রোগী দেখিবার জন্য আসিতে হইবে না। তথাপি হৃদয় বাঁধিয়া একবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"নাড়ী কেমন দেখিলেন?" রুমালে চক্ষুদ্বয় আবৃত করিয়া ডাক্তার বাবু বলিলেন—"কি আর মাথামুণ্ড তোমাকে বলিব।"

আমি কিন্তু কাঁদিলাম না। মাতৃঘাতীর হৃদয় পাইয়াছি—চক্ষে জল আসিল না। আবার প্রশ্ন করিলাম—"তবে কি নাড়ী নাই?"

ডাক্তার বাবু উত্তর করিলেন—"নাই।"

গোপালের কথা, পিতাকে সমাচার দিবার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া এবং রোগীর পার্শ্বে এক জনকে সর্ব্বদা বসিয়া থাকিতে আদেশ দিয়া ডাক্তার বাবু উঠিয়া গেলেন। আমি নিজেই সমস্ত রাত্রি বসিয়া থাকিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলাম। স্ত্রী দুই জনকে অন্য ঘরে যাইতে আদেশ করিলাম। বলিলাম—"অধিক লোক এ ঘরে থাকিবার প্রয়োজন নাই। যদি প্রয়োজন বুঝি ত ডাকিব।"

দ্বার রুদ্ধ করিতে যাইতেছি, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল—"দরোয়ান ফিরিয়াছে—কাকাবাবু অথবা শ্যাম বাবু আসেন নাই।"

মনে করিলাম, বুদ্ধিহীন দরোয়ান দেশে উপস্থিত হইতে পারে নাই। গ্রাম স্থির করিতে না পারিয়া সে বৃথা ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু যদ্যপি সংবাদ পাইয়াও গোপাল ও শ্যাম না আসে, তাহা হইলে তাহাদিগের উপর আমার ক্রোধ মর্ম্মান্তিক হইবে। মনে স্থির করিলাম, এরূপ হইলে গোপালের মাসহারা বন্ধ করিয়া দিব, আর শ্যামকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দিব না।

বাহিরে গিয়া দরোয়ানের সহিত দেখা করিলাম। তাহার মুখে যাহা শুনিলাম, তাহাতে একেবারে স্তম্ভিত হইলাম। কেন হইলাম, সে কথা আর কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে আমি তাহাকে নিষেধ করিলাম। বলিলাম, পিতা পর্য্যন্ত যেন এ কথা জানিতে না পারেন।

এমন কি, সে কথা গোপন রাখিতে আমি তাহাকে মিথ্যার সাহায্য লইতে বলিয়াছি। তাহাকে শিখাইয়াছি—সে আমাদের পৈতৃক বাসভূমিতে উপস্থিত হইতে পারে নাই। পথ ভুলিয়া অন্যগ্রামে উপস্থিত হইয়াছে।

এখন হইতে মাতার জন্য মর্ম্ম-যাতনা অনেকটা হ্রাস হইয়া আসিল। এক একবার মনে হইল, এরূপ গৃহে সাধ্বীর থাকিবার প্রয়োজন নাই।

মাতার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া স্থির হৃদয়ে তাঁহার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমার অনুপস্থিতিতে ভৃত্য ও দাসী ঘর আগুলিয়া রহিয়াছিল। তাহারা আমার আদেশে গৃহত্যাগ করিল।

সারা রাত্রি জাগিব বলিয়াই সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। কিন্তু বসিয়া বসিয়া কখন্ যে নিদ্রায় মায়ের পদপ্রান্তে ঢলিয়া পড়িয়াছি, তাহা আমার মনে নাই।

নিদ্রায় কি বিচিত্র স্বপ্ন দেখিলাম।

আমি যেন আমার ঘরের পালঙ্কের উপর বসিয়া আছি। মা যেন আমারই গৃহের এক কোণে মেজের উপর শুইয়া আছেন। মাকে দীনার ন্যায় মৃত্তিকার উপর পতিত দেখিয়া, আমার মনের ভিতর কেমন একটা অকথ্য যাতনা হইতেছে। আমি ডাকিতেছি—"মা, উঠ।" কতবার যে মাকে সম্বোধন করিয়াছি, তাহার সংখ্যা নাই। চীৎকারে আমার গলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, মা যেন ইচ্ছাপূর্ব্বক আমার কথা কানে তুলিতেছেন না। উঠিয়া গাত্রস্পর্শে মাকে যে উঠাইব, সে শক্তি আমার নাই।

কে যেন দড়ী দিয়া খাটের সঙ্গে আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। আমি দড়ীটা খুলিবার জন্য যতই চেষ্টা করিতেছি, ততই যেন দড়ীর পাকে পাকে বেশী করিয়া জড়াইতেছি।

হতাশ হইয়া একবার কড়ি-কাঠের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, ছাদ কাচের ন্যায় স্বচ্ছ, তাহার ভিতর দিয়া আকাশ দেখা যাইতেছে। আকাশে অসংখ্য তারা অনন্ত অন্ধকার ভেদ করিয়া করুণার্দ্র হইয়া যেন আমার দুর্দ্দশা দেখিতেছিল। তাহার মধ্যে একটি তারকা কি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে সমুজ্জ্বল! তাহাকে দেখিয়া আমার বোধ হইল, যেন করুণা-কিরণ-প্রবাহে তাহার প্রাণ গলিতেছে। সেই অনন্ত দূর হইতে সূক্ষ্ম সুধা-ধারার ন্যায় তাহার করুণগীত আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। "তোমাকে দেখিয়া আমি ব্যাকুল হইয়াছি। এই দেখ কাঁদিতেছি। কিন্তু ওগো, আমি তোমার নিকট উপস্থিত হইতে পারিতেছি না।"

তাহার করুণ ক্রন্দন ধরায় সমীরণ ব্যাপ্ত করিল। আমাদের বাটীর সম্মুখস্থ উদ্যানের বৃক্ষ-পত্রে, লতা-রন্ধ্রে, সরসীর জলকল্লোলে, ঝিল্লী-কণ্ঠে প্রতিধ্বনি উঠিল—"ওগো! আমি অনেক দূরে!—ওগো! আমি অনেক দূরে।"

আমি কাঁদিলাম, কেবল কাঁদিলাম। কি চাই, বুঝিতে পারিলাম না বলিয়াই যেন মর্ম্ম-বেদনায় কাঁদিলাম।

কতক্ষণ এইভাবে কাঁদিলাম, তাহা বলিতে পারি না। এখন মনে হইতেছে, তাহা যেন কত বৎসর, কত যুগ।

কাঁদিতে কাঁদিতে দেখিলাম, সেই করুণাময়ী তারা যেন নিজ কক্ষে ঢুলিতেছে। তাহার জ্যোতিতে সমস্ত উদ্যান, তরুলতা, উদ্যান-মধ্যস্থ সরসী-সলিল—সমস্ত স্থান বিচ্ছুরিত হইয়াছে।

আমার বোধ হইতেছে, দেবী আসিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন, কিন্তু আমি যেন তাঁহাকে আসিতে অনুরোধ করিতেছি না বলিয়া তিনি আসিতে পারিতেছেন না।

মন বলিতেছে, "এস মুক্তিদায়িনি! আসিয়া আমাকে বন্ধন-মুক্ত কর।" কিন্তু কথা ফুটিতেছে না, কথা কহিতে কে যেন গলা চাপিয়া ধরিতেছে।

বহুক্ষণ পরে ভূমিশায়িনী মাকে মনে পড়িল। চাহিয়া দেখি, মা পূর্ব্বের মতন ঘোর নিদ্রায় মগ্ন রহিয়াছেন।

অতি কষ্টে মুখ হইতে কথা ফুটিল। সে যে কি কষ্ট, তাহা কাহাকে বুঝাইব। আমার মনে হয়, একটি কথা কহিবার শক্তি সঞ্চয় করিতে আমি দেহের প্রতি স্নায়ুর পায়ে ধরিয়াছি। কথার সঙ্গে বোধ হইয়াছে, যেন প্রাণ বাহির হইতেছে। বলিলাম—"দেবি, মাকে জাগাইয়া দাও"

অমনি সেই তারকা কৌমুদীকান্তিতে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া আকাশ-সাগরে ভাসিতে ভাসিতে আমার দিকে অগ্রসর হইল। রূপজ্যোতি ক্রমশঃই উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল। ক্রমে এমন হইল যে, আমি আর তার দেখা সহ্য করিতে পারিলাম না। আমি চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। চক্ষু নিমীলনের পরক্ষণেই মায়ের মধুর স্বর আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। চাহিয়া দেখি, মা পঞ্চমবর্ষীয় গোপালকে কোলে করিয়া আমার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার পার্শ্বে অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা নীল-বসনা এক

রমণী। নীলাবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার রূপ সমস্ত ঘরটার ভিতরে যেন ঢেউ খেলিতেছে।

দেখিয়াই আমার বোধ হইল, অতি আগ্রহে যাঁহাকে তারকাজ্ঞানে আবাহন করিয়াছি, তিনি আমার ঘরে আসিয়া এই রূপ ধরিয়াছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"ইনি কে মা?" মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তুমিই অনুসন্ধান করিয়া বল।"

আমি বলিলাম—"গোপালের মা।" কে যেন ভিতর হইতে কথাটা শিখাইয়া দিল।

মা বলিলেন—"ঠিক চিনিয়াছ। তাঁহাকে প্রণাম কর। উনি আমাকে লইতে আসিয়াছেন।"

আমি। কোথায় যাইবে?

মা। আমি জানি না, খুড়ী-মাকে জিজ্ঞাসা কর।

আমি শয্যাতে বসিয়াই তাঁহাকেই প্রণাম করিলাম, তার পর জিজ্ঞাসা করিলাম—"মাকে কোথায় লইয়া যাইবেন?"

তিনি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে আকাশ দেখাইলেন; মায়ের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

এ অযোগ্য সন্তানের চক্ষুজল মায়ের গন্তব্য পথ কর্দ্দমাক্ত করিয়া মাকে কি প্রতিনিবৃত্তি করিতে পারিবে? গোপাল! তোকে সাবধান করিবার মুখ রাখি নাই। তুই কি দয়া করিয়া আমার মাকে ফিরাইয়া দিবি?

এতক্ষণ গোপাল মায়ের কাঁধে মুখ লুকাইয়া রাখিয়াছিল। আমার কথা শুনিয়াই সে মাথা তুলিল। মাকে বলিল—"মা! ফিরিয়া চল।"

দেখিলাম, যথার্থই মা ফিরিতেছেন; কিন্তু যেন কত অনিচ্ছায়। মুক্ত হরিণী পিঞ্জরে প্রবিষ্ট হইতে যেরূপ অনিচ্ছা প্রকাশ করে—সেইরূপ অনিচ্ছায়, কতই কষ্টে যেন তিনি গৃহ-কারাগারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন।

ধীরে ধীরে আমার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া মাতা গোপালকে কোল হইতে ভূমিতে রক্ষা করিলেন।

অঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়াই গোপাল বাল্যচাপল্যে আমার শয্যার উপরে লাফাইয়া উঠিল; এবং শশব্যস্তে আমার বন্ধন মোচন করিতে লাগিল।

গোপাল যখন বন্ধন মোচন-কার্য্যে ব্যস্ত, তখন মা আমাকে বলিতে লাগিলেন, "প্রতিজ্ঞা কর, যত দিন আমি জীবিত থাকিব, তত দিন আমার কাছে গোপালের নাম মুখে আনিবে না?"

আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম। মা আবার বলিলেন —"এই সঙ্গে প্রতিজ্ঞা কর, তুমি যা শুনিলে, তা তোমার পিতার কাছে কখনও প্রকাশ করিবে না?"

আমি প্রতীজ্ঞা করিলাম। মা শুনিয়া বলিলেন, "তবে আমি ফিরিলাম।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইতে দেখি, জানালার মধ্য দিয়া সূর্য্যরশ্মি আমার মুখের উপর পড়িয়াছে। আমি পূর্ব্বে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করিতাম। জীবনে প্রথম সূর্য্যরশ্মি আমার ঘুম ভাঙ্গাইল। দেখিলাম, সমস্ত গৃহ আলোকিত হইয়াছে। কিন্তু গৃহে মাকে দেখিলাম না। স্ত্রীকে ডাকিলাম, উত্তর পাইলাম না। দুই তিনবার উচ্চ কণ্ঠে সম্বোধনের পর পরিচারিকা ঘরে আসিল। তাহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল, সে ঘুমাইতেছিল। আমার ডাকেই তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। তথাপি তাহাকে মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে অপ্রতিভভাবে একবার আমার দিকে চাহিল, আর একবার মায়ের শয্যার দিকে চাহিল। তার পর কোনও উত্তর না করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

অনেকক্ষণ স্ত্রীয়ের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। ইহার মধ্যেই চিন্তার ভারে অবসন্ন হইয়াছি। রাত্রির স্বপ্নকথা অক্ষরে অক্ষরে আমার কর্ণে যেন ধ্বনিত হইতেছিল। প্রত্যেক ধ্বনি আমার মনে এক একটি প্রবল তরঙ্গ তুলিয়া আমার হৃদয়দেশে বিষম আঘাত করিতে লাগিল। মন বলিতেছে, মা আমার ফিরিতেছেন, কিন্তু মাকে দেখিতে ঘরের বাহির হইতে আমার সাহস হইতেছে না।

ঘড়ীতে সাতটা বাজিল, স্ত্রী ফিরিল না। আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। সভয়ে কম্পিত হৃদয়ে গৃহত্যাগ করিলাম।

বাহিরে যাইয়া দেখি, স্ত্রী সকলের নীচের সিঁড়ির এক কোণে বসিয়া হাঁটুতে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছে। তাহার অবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম, মা নাই। তবু একবার মনকে প্রবোধ দিবার জন্য

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা কোথায়?" ঝী কোনও উত্তর দিল না—মুখও তুলিল না।

বাটীর ভিতরে ঝী, রাঁধুনি, কাহাকেও দেখিলাম না। বাহির-বাটীতে চাকরকে দেখিলাম না। বহির্দ্বারে দরোয়ান বসিয়া ছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাটীর চাকর দাসী সকলে কোথায় গেল?" সে বলিল—"গঙ্গাজীমে গিয়া।"

শুনিবামাত্রই চারিদিক যেন অন্ধকারময় দেখিলাম। মাকে তবে কি গঙ্গাযাত্রা করিয়াছে! কিন্তু আমাকে না জানাইয়া মাকে লইয়া গেল কে?

আমি গঙ্গাতীরে যাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলাম। একটা জামা ও চাদর আনিতে ঘরের দিকে ছুটিলাম।

বাটীর বাহির হইয়া পথে চারি পদ অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময় দেখি, আমাদের ক্যোচম্যান গাড়ী লইয়া আসিতেছে।

অধিক আর কি বলিব! গোপাল আমার মাকে ফিরাইয়া আনিয়াছে। একবার মনে হইল, মায়ের সহিত দেখা না করিয়া ছুটিয়া গোপালের কাছে যাই। তাহার হাত দুটি ধরিয়া মায়ের কাছে লইয়া আসি। গোপালের নাম স্মরণমাত্র দরোয়ানের কথা আমার মনে পড়িল। মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, মাকে দুই দিন সুস্থ দেখিয়া আমি একবার দেশে যাইব।

মা গাড়ী হইতে নামিয়া চৌকাঠে পা দিবামাত্র, আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবামাত্র, মা অপ্রতিভের ছায় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তুমি ঘুমাইতেছিলে দেখিয়া আমি তোমাকে তুলিতে ইচ্ছা করিলাম না। আজ ষষ্ঠী, মা দুর্গার বোধনের দিন, সংসারের কল্যাণের জন্য গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলাম।"

আমি আর কি উত্তর করিব। কেবলমাত্র বলিলাম—"ভালই করিয়াছ।" অতি কষ্টে দমিত আনন্দোচ্ছ্বাস উষ্ণঅশ্রু মূর্ত্তিতে আমার অন্তর্হৃদয় প্লাবিত করিতে লাগিল। আমি আর কোনও কথা কহিতে পারিলাম না। রাঁধুনী ও এক ঝী মায়ের সঙ্গে গিয়াছিল। চাকরও গিয়াছিল। সে বাজার করিতে পথে নামিয়াছে।

সকলে গৃহমধ্যে চলিয়া গেল, আমি সেই গাড়ী করিয়া ডাক্তার বাবুর বাটী চলিয়া গেলাম।

তিনি বাটী হইতে বহির্গত হইতেছিলেন, এমন সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি ব্যস্ততার সহিত আমার গাড়ীর সমীপে আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা কেমন গোপীনাথ?"

আমি বলিলাম—"আপনি আসুন।" বলিতে বলিতে আমার এতক্ষণের অতি কষ্টে আবদ্ধ হৃদয়াবেগের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। আমি এমন কাঁদিলাম যে, আমার মুখ হইতে একটি কথা বাহির করিতে তাঁহার শত সাগ্রহ প্রশ্ন ব্যর্থ হইয়া গেল। তিনি তখন আমার গাড়ীতে উঠিয়াই নিজের কোচম্যানকে আমাদের বাড়ীতে তাঁহার গাড়ী লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

পথে আর কোনও কথা হইল না। বোধ হয়, ডাক্তার বাবু আমাকে প্রকৃতিস্থ হইবার অবকাশ দিয়াছিলেন। বাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া যখন আমরা উভয়ে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম, তখন তিনি অতি ধীরে আমার স্কন্ধদেশে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন—"গোপীনাথ, এইবার মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিব?"

আমি বলিলাম—"আপনার ব্যবস্থার মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গোপাল মাকে ফিরাইয়া দিয়াছে।"

ডাক্তার বাবুর গণ্ড দেখিতে দেখিতে গলদশ্রু-সিক্ত হইল। তিনি ব্যাকুলতার সহিত বলিলেন—"গোপাল আসিয়াছে?"

আমি বলিলাম—"সে কথা আপনাকে পরে বলিব। কিন্তু আপনাকে অনুরোধ করি, আমার সমক্ষে মায়ের কাছে ভুলেও গোপালের নাম করিবেন না।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"কেন?"

আমি উত্তর দিলাম—"সমস্ত কথা পরে বলিব।"

আমরা যখন ভিতর বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম, তখন মা গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা হইয়াছেন। ডাক্তার বাবু তাঁহার সহিত দেখা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা! আপনি কেমন আছেন?"

মা ডাক্তার বাবুকে দেখিবামাত্র অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা হইয়া উত্তর করিলেন, "ভাল আছি।" এই বলিয়াই তিনি ডাক্তার বাবুর পরিবারবর্গের সমাচার লইতে আরম্ভ করিলেন।

ডাক্তার বাবু এবারে নিজেই বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন। মায়ের শারীরিক সংবাদ লইয়া তিনি কোথায় বলকারক ঔষধের ব্যবস্থা করিবেন, না

নিজেই নিজের শারীরিক সংবাদ দিতে মায়ের সম্মুখে যেন রোগীর স্থান অধিকার করিয়াছেন। যাই হ'ক, অনেকক্ষণের পর তিনি মাকে দুই এক কথা বলিবার অবকাশ পাইলেন।

ডাক্তার। আপনি আজ আর পরিশ্রম করিবেন না!

মা। কেন, আমার কি হইয়াছে?

ডাক্তার। হইবার কি আছে? তবে আপনাকে কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল দেখিতেছি।

মা। কৈ? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

ডাক্তার। তা না বুঝেন ভালই, তবে আজ সকাল সকাল কিছু আহার করিবেন।

মা। সে কি ডাক্তার বাবু, আজ আহার কি? আজ যে বোধনষষ্ঠী, এই নাস্তিকগুলার সঙ্গে পড়িয়া আপনারও কি মাথা গুলাইয়া গিয়াছে?

ডাক্তার বাবু একেবারে নিরুত্তর! মা বলিতে লাগিলেন—"আপনি বাড়ীর কোন সংবাদ রাখেন না? পুত্রবতী কেহই আজ দিবসে আহার করিবে না।"

ডাক্তার বাবু হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন—"আজ যে ষষ্ঠী, মা, ইহা আমার মনেই ছিল না।"

মা বলিলেন—"নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন, আপনাদের স্মরণ না থাকিবারই কথা। কিন্তু জননীকে পুত্রের মঙ্গল-চিন্তায় বৎসরের প্রতি মুহূর্ত্তই স্মরণ রাখিতে হয়।"

অপ্রতিভ হইয়া ডাক্তার বাবু মাকে নমস্কার-পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং আমার হাত ধরিয়া বহির্ব্বাটীতে আসিলেন।

বৈঠকখানায় উপবেশন করিয়া তিনি প্রথমেই আমাকে বলিলেন—"যেরূপ দেখিলাম, তাহাতে অনুমান হইতেছে, মায়ের পূর্ব্বাবস্থার কথা কিছুমাত্র স্মরণ নাই। সুতরাং সে স্মৃতি জোর করিয়া জাগাইবারও প্রয়োজন নাই। শরীর যে বিশেষ দুর্ব্বল, তাহা বোধ হইল না। আর বোধ হইলেও মাকে দিবাভাগে জলগণ্ডূষ পান করায়, এমন সাধ্য কাহারও নাই! সুতরাং মায়ের বিষয়ে আর চিন্তা না করিয়া, সমস্ত ঘটনাটি আমাকে শুনাইয়া দাও। কেন না, এরূপ রোগী যে আবার জীবন পাইবে, ইহা আমি স্বপ্নেও বিশ্বাস করিতে পারি নাই।"

দেশ হইতে দরোয়ান ফিরিয়া আমাকে যে যে কথা বলিয়াছিল ও তাহার পর যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, আমি সে সমস্ত আনুপূর্ব্বিক ডাক্তার বাবুকে শুনাইলাম।

শুনিয়া প্রথমে তিনি এমনই বিস্মিত হইলেন যে, কিয়ৎক্ষণের জন্য কোন কথা কহিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন—"তাই ত হে, বিশ্বাস করিতে যে প্রবৃত্তি হইতেছে না, অথচ বিশ্বাস না করিয়াও থাকিতে পারিতেছি না। মৃত্যুর মুখ হইতে এরূপ বিচিত্রভাবে ফিরিয়া আসা দেখা দূরের কথা, জীবনে কখনও শুনিও নাই। কোন্ শক্তির বলে এরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইল, তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। যাই হ'ক, তোমাকে গোপালের অনুসন্ধানে যাইতে হইতেছে।"

আমি। কেমন করিয়া যাইব? মা যে জানিতে পারিবেন।

ডাক্তার। মা যাহাতে জানিতে না পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিব।

আমি। পিতাকেও জানাইবার ইচ্ছা নাই।

ডাক্তার। বেশ, তাহারও ব্যবস্থা করিব।

"সন্ধ্যায় আবার আসিব" বলিয়া ডাক্তার বাবু বিদায় লইলেন।

রাঁধুনী, ঝী, চাকর সকলকে অবকাশমত ডাকিয়া মায়ের কাছে তাঁহার মূর্চ্ছার কথা কহিতে নিষেধ করিয়া দিলাম। তাহারা ইতিপূর্ব্বে মাকে তাঁহার অসুখের কথা জানাইয়াছিল কি না, জানি না, তবু তারা না বলিতে প্রতিশ্রুত হইল। আমি বুঝিলাম, অন্ততঃ আর তারা জননীর বিরক্তির কারণ হইবে না।

আজ ষষ্ঠী—শুধু তাই নয়, মহাষষ্ঠী—রাত্রিতে বিল্ববৃক্ষে দুর্গার বোধন হইবে—আজ সন্ধ্যার পর হইতে বিজয়ার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী হিন্দু আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ আবালবৃদ্ধ বনিতা কি এক প্রাণ-সূত্রের আকর্ষণে উল্লাসে নৃত্য করিবে।

আমার জননীরও আজ মহাষষ্ঠী—তিনি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পুত্রের কল্যাণের জন্য শ্রীদুর্গার সমীপে পূজোপকরণ ও নৈবেদ্য পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। আমাদের বাড়ীর সমীপে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে দেবীর প্রতিমা আসিত। পাড়ার সমস্ত লোকের ষষ্ঠীপূজা সেই বাটীতেই পাঠান হইত। তৎপরে মা আমার আহারের উদ্‌যোগে

প্রবৃত্ত হইলেন। উড়িয়া ভৃত্য হরিয়া বাজার হইতে বিবিধ সামগ্রী কিনিয়া মায়ের সম্মুখে উপস্থিত করিল। মা তাহা হইতে নানাবিধ আহার্য্য প্রস্তুত করিলেন—রাঁধুনীকে আজ হাঁড়ি ছুঁইতে দিলেন না। নিষেধ করিবে কে?

আবার সেই বিপদ! মা আমাকে কাছে বসাইয়া খাওয়াইতেছেন! আমি আহার করিতেছি, কিন্তু মাথা তুলিতে পারিতেছি না। চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছে, কিন্তু কাঁদিতে পারিতেছি না। একবার মনে করিতেছি, জননী বুঝি সন্তানের প্রতি পূর্ব্বের মমতাহীনতার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। আরবার মনে হইতেছে, অতি স্নেহের উৎপীড়নে মা আমার গোপালের প্রতি ঈর্ষ্যার প্রায়শ্চিত্ত করাইতেছেন। সত্য কথা বলিতে কি, মায়ের স্নেহ এখন আমার পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হইয়া পড়িয়াছে! দিন কয়েকের জন্য স্থানান্তরিত হইতে না পারিলে যেন আমার নিস্তার নাই।

অন্তর্য্যামিনীর ন্যায় মা যেন আমার মনের কথা পাঠ করিলেন। আহারের পরিচর্য্যা করিতে করিতে বলিলেন—"গোপীনাথ! আমি দেখিতেছি, তোমার শরীর দিন দিন কৃশ হইতেছে। বাড়ীতে একা পড়িয়াছ, বাহিরের সঙ্গীরাও পূজার ছুটীতে যে যার দেশে চলিয়া গিয়াছে। তুমিও কেন দিন কয়েকের জন্য বাহিরে বেড়াইয়া এস না?"

আমি যেন আকাশ হাত বাড়াইয়া পাইলাম। বলিলাম, "মা! আমারও একান্ত ইচ্ছা, দিন কয়েকের জন্য বাহিরে ঘুরিয়া আসি। কিন্তু তুমি যে একা!"

মা বলিলেন—"তাহাতে কি হইয়াছে? আমার এখানে লোকের অভাব কি? তুমি ইচ্ছা করিলেই যাইতে পার।"

বৈকালে ডাক্তার বাবুকে সমস্ত কথা বলিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন—"ভালই হইয়াছে। তুমি তাহা হইলে যাত্রার বিলম্ব করিও না। তুমি যে কয়দিন না আসিবে, আমি প্রতিদিন দুই বেলা আসিয়া মায়ের খবর লইয়া যাইব।"

দেখিলাম, গোপালকে ফিরাইয়া আনিতে আমা অপেক্ষাও ডাক্তার বাবুর আগ্রহ অধিক।

পাছে পিতা বাটী ফিরিলে আমার যাবার ব্যাঘাত ঘটে, এই জন্য হরিয়াকে সঙ্গে লইয়া পরদিন প্রাতেই গোপালের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম।

দ্বিতীয় খণ্ড—আবাহন

প্রথম পরিচ্ছেদ

তখন কি সহর, কি পল্লী, সর্ব্বত্রই দুর্গাপূজার মহাধুম। আমাদের পাড়ায় শুধু আমাদের বাড়ী ছাড়া আর প্রায় সকল বর্দ্ধিষ্ণু লোকের গৃহে প্রতিমা আসিয়াছে। ঢাকের শব্দে পল্লীটা পরিপূর্ণ হইয়াছে। মহামায়ার সেই কঠোর আবাহনের বিরামমধুরতার উপভোগে বঞ্চিত হইয়া আমি যেন বিরক্তির সহিত কলিকাতা পরিত্যাগ করিলাম।

আমার গন্তব্যস্থান কেহ জানে, এটা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। এই জন্য দরোয়ানকে সঙ্গে না লইয়া উড়িয়া ভৃত্য হরিয়াকে সঙ্গে লইয়াছিলাম। কিন্তু গঙ্গা পার হইয়া শালিকায় যখন পাল্কী ভাড়া করিতেছিলাম, তখন দেখিলাম, দরোয়ান আমার সঙ্গে যাইবার জন্য সেখানে উপস্থিত হইয়াছে। এরূপভাবে আসিবার কারণ জানিতে চাহিলে সে বলিল, মা তাহাকে আমার সঙ্গে থাকিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। তাহার কথা শুনিবামাত্র আমার মনে হইল, ডাক্তার বাবু হয় ত আমার অসাক্ষাতে আমার গন্তব্যস্থান মায়ের কাছে বলিয়াছেন। এইটি অনুমান করিয়া আমি তাহার আগমনে আপত্তি করিলাম না। আট জন বেহারা, ভৃত্য হরিয়া ও দরোয়ান, এই দশ জন আমার সহযাত্রী হইল।

মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হইতে না হইতে আমি দশ ক্রোশ দূরে উপস্থিত হইয়াছি। এখান হইতে আর ছয় ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে পারিলেই আমাদের গ্রাম। কলিকাতা হইতে আমাদের গ্রামে যাতায়াতের দুইটিমাত্র উপায় আছে। যে পথে চলিয়াছি, পদব্রজে, গোযানে অথবা পাল্কীতে করিয়া এই স্থলপথ; অথবা উলুবেড়িয়ার নিম্ন দিয়া প্রবাহিত দামোদরের পথ। তখনও উলুবেড়িয়ার খাল কাটা হয় নাই। ভবিষ্যতে এই খালকাটার ভার যে আমার উপর পড়িবে, তাহা তখন স্বপ্নেও আমি জানিতে পারি নাই। দামোদর দিয়া যাইলে আমাদের গ্রামে উপস্থিত হইতে তিন দিনের অধিক সময় লাগে। এক দিনে উপস্থিত হইবার আশায় আমি এই স্থলপথই অবলম্বন করিয়াছি। বর্ষাকালে এ পথ অতি দুর্গম। মহামায়ার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পথ-ঘাট শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইয়াছে, যে পথটুকু আসিলাম, ইহাতে বিশেষ পথক্লেশ অনুভব করিলাম না। রাস্তা পাকা না হইলেও বাঁধা, সুতরাং উভয় পার্শ্বস্থ মাঠের জল ইহাতে উঠিতে পারে নাই বলিয়া এই পথ শুষ্ক হইয়াছিল।

এইবার আমাকে পল্লীপথে চলিতে হইবে। কোথাও মাঠের উপর দিয়া, কোথাও দুই পার্শ্বের জঙ্গলের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম পথরেখা অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। ইহা ছাড়া দুই এক স্থানে জল ভাঙ্গিবার, দুই এক স্থানে ক্ষুদ্র কেদার-বাহিনীর পয়ঃপ্রণালীর উপর বাঁশের সাঁকো পার হইবার সম্ভাবনা।

এক উদ্যমে আট ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া বেহারারা এক চটির সম্মুখে বৃক্ষতলে পাল্কী নামাইল। যে স্থানে চটি, সে স্থানটি আমাদের দেশের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ পল্লী। এখানে সপ্তাহে প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে হাট হইত। হাটে বহু লোকের সমাগম হইত; অনেক টাকার বেচাকেনা হইত। পার্শ্ববর্ত্তী জমীদারের অত্যাচারে ও দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে হাট অন্যত্র উঠিয়া গিয়াছে। এখনও এখানে হাট হয়, কিন্তু আর সেরূপ জনতা হয় না।

আমি যে দিন সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম, সে দিন হাটের বার ছিল না। তাহার উপর সে দিন মহা-সপ্তমী—যে যেখানে বিদেশে ছিল, প্রায় সকলেই দুই চারিদিন পূর্ব্বে নিজ নিজ গৃহে উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং স্থানটি সে দিন একরূপ জনতা-শূন্য পরিত্যক্তের ন্যায় বোধ হইতেছিল।

তথাপি কিয়ৎক্ষণের জন্য আমাদের সকলেরই বিশ্রাম লইবার প্রয়োজন। সঙ্গে যে দরোয়ানকে আনিয়াছিলাম, সে জাতিতে ব্রাহ্মণ—ভোজপুরী, অতিশয় বলিষ্ঠ। নাম ভূলাপতি সিং। বলের অনুযায়ী তাহার ভোজনও ছিল। আমার জন্য যত না হউক, নিজের জন্যই সে আমাকে বলিল, "হুজুর।

এই চটিতে আহারাদি সমাপন না করিলে আপনাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে।" আহারাদি করিবার আমার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। প্রাতঃকালেই আমি একরূপ দিবসের আহারের কার্য্য সারিয়া আসিয়াছিলাম। যে কোন উপায়ে হউক, সন্ধ্যার পূর্ব্বে গ্রামে পৌঁছান আমার ইচ্ছা। ইচ্ছা, একবারে গ্রামে পৌঁছিয়াই বিশ্রাম করিব। বহুকাল জন্মভূমি দেখি নাই, সেখানে এই সময়ের মধ্যে কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাও আমার জানা ছিল না। বিশেষতঃ দরোয়ানের মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা যদি বাস্তবিকই সত্য হয়, তাহা হইলে একটু রোদ থাকিতে গ্রামে না পৌঁছিলে হয় ত আশ্রয়ই মিলিবে না। তাহার উপর এটা ঠেঙ্গাড়ের দেশ, পথের মধ্যে রাত্রি হইলে বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা। এই চটি হইতে এক ক্রোশ পরে একটি তিন-ক্রোশী মাঠ। সেই মাঠের মধ্যে একটি বিশাল দীঘি আছে। সেই পাহাড় ঘন-সন্নিবিষ্ট তালকুঞ্জে আবৃত হইয়া বহুদূর হইতে পথিকের ভীতি উৎপাদন করিত। অনেক ব্যক্তি অসহায় অবস্থায় এখানে ঠেঙ্গাড়ের লাঠিতে প্রাণ দিয়াছে। বাল্যে সরকার-গৃহিণীর কাছে শুনিয়াছি, কত লোকের মাথা যে ঐ দীঘিতে পোঁতা আছে, তাহার সংখ্যা নাই।

আমি তাহাদিগকে শুধু জলযোগ করিতে ও সেই সঙ্গে একটা ন্যায্য সময়ের মত বিশ্রাম লইতে অনুমতি দিলাম। সহরে বহুকাল বাস করায় অভিমানটা এতই প্রবল হইয়াছিল যে, চটিওয়ালার সামান্য পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিতে আমার ঘৃণা বোধ হইতে লাগিল।

আমার আদেশ শুনিয়া তুলা সিং যেন বিশেষ দুঃখিত হইল। আমি তাহাকে সমস্ত মনের কথা বিশদরূপে বুঝাইয়া বলিলাম। শুনিয়া সে হাসিয়া উঠিল। বিশেষতঃ ঠেঙ্গাড়ের কথা শুনিয়া সে উচ্চ-হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। বাঙ্গালীর শক্তি ও সাহসকে যথেষ্ট টিটকারি দিয়া সে আমাকে আহারাদি করিতে অনুরোধ করিল। চটিওয়ালাও আমার পাল্কীর সমীপে আসিয়া তাহার ক্ষুদ্র কুটীরে প্রবেশ করিতে আমাকে আহ্বান করিল। চারিদিক হইতে দুই চারি জন লোকও আমার পাল্কীর কাছে সমবেত হইল। তাহারা আমার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিল,—"এখনকার কালে রায়দীঘিতে ভয় করিবার কিছুই নাই। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ও তাহার পার্শ্ব দিয়া এখন নিঃশঙ্কচিত্তে লোক চলাচল করিয়া থাকে। বিশেষতঃ সকলেই একবাক্যে আশ্বাস দিল, এক প্রহর বেলা থাকিতে সে স্থান হইতে যাত্রা করিলে, আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমাদের গ্রামে উপস্থিত হইতে পারিব।

চারিদিক হইতে অনুরোধের ভারে আমার গতি রুদ্ধ হইল। আমি বেহারাদিগকে ও দরোয়ানকে স্নান ও আহারাদি করিতে আদেশ দিলাম এবং চটি-ওয়ালা ব্রাহ্মণকে বলিলাম, যাহাতে শীঘ্র আহারাদি সম্পন্ন হয়, এরূপভাবে যেন সে খাদ্যের আয়োজন করে।

তখন সমস্ত আহার্য্যই একরূপ সুপ্রাপ্য ছিল। আলু ও কপি ব্যতীত গ্রাম্য হাটে তখন প্রায় কোনও সামগ্রীর অভাব হইত না। গ্রামের অল্প লোকই তখন আলুর ব্যবহার করিত, অনেকে তখনও কপির নাম পর্য্যন্তও শুনে নাই। হিন্দু বিধবা তখন এ সকল সামগ্রী বিলাতী বলিয়া স্পর্শ করিতেন না, দেবতার ভোগেও প্রদত্ত হইত না। গ্রামে আলু ও কপি মিলিবে না জানিয়া আমি আগে হইতেই উভয়েরই কিছু সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে আনিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণকে তাহা হইতে কিছু কিছু দিয়া একটু যত্নের সহিত পাক করিতে বলিয়া দিলাম। ইহাও বলিয়া দিতে ভুলিলাম না যে, ভাল রাঁধিতে পারিলে যথেষ্ট পুরস্কৃত করিব।

আহারের কথা লইয়া এতটা সময় নষ্ট করিলাম, ইহাতে কাহারও কাহারও ক্ষুধার উদ্রেক হইলেও অনেকেরই ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার সম্ভাবনা। উদর ও বাক্‌সর্ব্বস্ব আমাদিগের জীবনে এত অধিক বলিবার আর কিছু না থাকিলেও, এ ক্ষেত্রে কথাটা অনেকেরই পক্ষে অবান্তর বোধ হইতে পারে। চলিয়াছি গোপালকৃষ্ণের সন্ধানে, গন্তব্যপথে এত আহারের কথা লইয়া বিলম্বের প্রয়োজন কি?

আমি আমার চির-সহিষ্ণু শ্রোতৃবর্গের নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। ঐ আহারের—বিশেষতঃ ঐ আলু ও কপির সহিত ভবিষ্যৎ ঘটনার বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়া, এই তুচ্ছ নীরস বিষয়টা লইয়া আমাকে আপনাদের এত অধিক সময় নষ্ট করিতে হইয়াছে।

আমার যতটা স্মরণ হয়, তাহাতে বোধ হয়, আমাদের দেশে—হুগলী জেলাতেই—সর্ব্বপ্রথম আলুর আবাদ হইয়াছিল। সুতরাং আলুটা চটি-ওয়ালার অপরিচিত না হইলেও, ফুলকপিটা সে বোধ

হয় জীবনে প্রথম দেখিল। এই জন্ত সে প্রথমে তাহা স্পর্শ করিতে ইতস্ততঃ করিল। কপির মর্ম্ম বুঝাইয়া তাহা স্পর্শ করাইতে আমার অনেক সময় অতিবাহিত হইল।

যে সময় তাহাকে কপির মর্ম্ম ও তাহার দুর্ম্মূল্যতা বুঝাইতেছিলাম, সেই সময় এক জন কৃষ্ণকায় পুরুষ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইল, সে জাতিতে বাগ্দী, অথবা ডোম; মাথায় ঝাঁকড়া চুল, আকারে ঈষৎ খর্ব্ব, বয়স পঞ্চাশের অধিক বলিয়া অনুমিত হইল। সে ব্যক্তি কলিকাতা অভিমুখে চলিয়াছিল।

আমার পাল্কী, সঙ্গে লোকজন—বিশেষতঃ হাতের কপি লইতে অনিচ্ছুক ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা শুনিয়া কৌতূহলবশে যেন সে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ নীরবে কপি সম্বন্ধে আমার বক্তৃতা শুনিল, আমার হাতের সেই বিস্ময়কর খাদ্য-পুষ্প বহুক্ষণ একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিল। কপির জন্মকথা বুঝাইতে, আমাকে আলু ও তামাকের জন্মকথার অবতারণা করিতে হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে আলু ও তামাকের আবিষ্কারক র‍্যালে সাহেবের ইতিহাসেরও একটু আভাস দিতে হইয়াছিল। আমার বক্তৃতায় মুগ্ধ ও কিয়ৎ-পরিমাণে শিক্ষিত হইয়া যে সময় ব্রাহ্মণ কপিতে হস্তক্ষেপ করিল, সেই সময় লোকটা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার বাড়ী কোথায় ?"

অসভ্যটার কথা শুনিয়া রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। তথাপি ক্রোধটা কোনও রকমে সংযত করিয়া, ঈষৎ গম্ভীরস্বরে বলিলাম—"কলিকাতা।"

"এ দিকে কোথায় যাইতেছ ?"

আর ধৈর্য্য রহিল না। জাতির নীচতায় যে আমার চাকরও হইবার যোগ্য নয়, সে আমার সঙ্গে "তুমি" বলিয়া কথা কয়! ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর করিলাম —"তোর সে কথা জানিবার দরকার কি ?"

"জানিলে কি তোমার জাত যাবে! না বলিতে চাও, না বলিলে—অমন চোখ রাঙাও কেন ঠাকুর ?"

অত্যন্ত ক্রোধ-কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম—"কি বল্‌লি বেয়াদব!" আমার কথার ঝঙ্কার শেষ হইতে না হইতে তুলা সিং পশ্চাৎ হইতে তাহার গণ্ডে একটি প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিল। প্রহারভরে লোকটা ভূমিতে পড়িয়া গেল।

ভূমি হইতে উঠিয়া সে অবনত মস্তকে গায়ের ধুলা ঝাড়িয়া লইল। দাঁড়াইয়া একবার তীব্র দৃষ্টিতে দরোয়ানের মুখপানে চাহিল। আমি পাল্কীতে বসিয়াই তাহার সেই ক্রোধ-রঞ্জিত দৃষ্টির তীব্রতা দেখিতে পাইলাম। দেখিবামাত্র আমার অজ্ঞাতসারে একটা বিষম লজ্জা আমার হৃদয়টাকে অধিকার করিল। তৎসম্বন্ধে কিংকর্ত্তব্য স্থির করিতে না করিতে লোকটা স্থান ত্যাগ করিয়া, যে দিক হইতে আসিয়াছিল, সেই দিকেই ফিরিয়া গেল।

সে লোকটার দুরবস্থা দেখিয়া, চটিওয়ালা ব্রাহ্মণ ফুলকপি হাতে করিতে আর কোনও আপত্তি করিল না। আমার অন্ন প্রস্তুত করিতে সে চটির মধ্যে প্রবেশ করিল।

আলু ও কপি আমার কাল হইল। চটিওয়ালা ব্রাহ্মণ এ সকল সামগ্রী দিয়া ব্যঞ্জন রাঁধিতে সেরূপ অভ্যস্ত ছিল না। সুতরাং রাঁধিতে তাহার বিশেষ বিলম্ব ঘটিল। আহারাদি সমাপন করিয়া চটি পরিত্যাগ করিতে বেলা পাঁচটা বাজিয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমাদিগকে পূর্ব্বোক্ত তিনক্রোশী মাঠ পার হইতেই হইবে। আমি বেহারাদিগকে একটু দ্রুত চলিতে আদেশ দিলাম।

সমস্ত দিন আকাশ নির্ম্মল ছিল। প্রকৃতির অবস্থায় আমাদের আশঙ্কার কোনও কারণ ছিল না। এই জন্ত আমার সহচরবর্গ উল্লাসে আমার পাল্কীর সঙ্গে ছুটিয়া চলিল। মাঠের ধারে যখন উপস্থিত হইয়াছি, তখন দেখা গেল, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আকাশপ্রান্তে একটু মেঘের সঞ্চার হইয়াছে।

মেঘ দেখিয়াই হরিয়া বলিয়া উঠিল,—"বাবু! দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একখানা মেঘ দেখা দিয়াছে।"

আমি পাল্কী হইতে মুখ বাহির করিয়া মেঘের মূর্ত্তি দেখিয়া লইলাম। দেখিয়া মেঘের অবস্থা যদিও ভাল বুঝিতে পারিলাম না, তথাপি দর্শনমাত্রেই অন্তরে অকস্মাৎ কেমন একটা ভয় জাগিয়া উঠিল।

হরিয়া বলিল,—"মেঘখানার চেহারা বড় ভাল বোধ হইতেছে না।"

আমি বলিলাম—"তা হ'লে কি করিব ?"

হরিয়া উত্তর করিল—"একটু অপেক্ষা করিলে ভাল হয়। কেন না, বৃষ্টি আসিলে মাঠে বড়ই বিপদে পড়িতে হইবে।"

আমিও সেটা বুঝিলাম। যদিও শরৎকালের মেঘ, বিশেষ আশঙ্কার কারণ নাই, তবু এক পশলা

বৃষ্টি হইলে দাঁড়াইব কোথায়? মাঠে মাথা ঢাকিবার স্থান নাই। কিন্তু এখানে অপেক্ষা করিতে গেলে যদি রাত্রি হইয়া পড়ে। রাত্রিকালে সে মাঠ অতিক্রম করিতে আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। বিশেষতঃ বৃষ্টির পর কর্দ্দমাক্ত পথে চলিতে নানা অসুবিধা ভোগ করিবার সম্ভাবনা।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আমি দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম। দরোয়ান আমার আদেশের উপর নির্ভর করিল।

অনেক বিচার-বিতর্কের পর আমরা সকলেই মাঠ পার হইতে সঙ্কল্প করিলাম।

মেঘ দেখিতে দেখিতে পশ্চিম আকাশপ্রান্তগামী সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলিল।

হরিয়া তুলাসিংকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"দরোয়ানজী! কি দেখিতেছ?"

তুলাসিং বলিল—"কুচ-ডর নেই—চলো।"

বেহারারা প্রাণপণে আমাকে লইয়া ছুটিয়াছে। আমি অসময়ে আহারের ফলস্বরূপ অতর্কিতভাবে তন্দ্রাবিষ্ট হইয়াছি। সহসা ভীষণ বজ্রপতন-শব্দে চমকাইয়া উঠিলাম; তন্দ্রাভঙ্গে বুঝিলাম, আমার হৃদয় প্রবলভাবে কম্পিত হইয়াছে।

সেই অবস্থাতেই দরোয়ানকে ডাকিলাম—উত্তর পাইলাম না। তখন দেখিলাম, পাল্কী ভূমিতে রক্ষিত। আবার পাল্কী হইতে মুখ বাহির করিলাম। দেখিলাম, দরোয়ান চক্ষু দুই হস্তে ঢাকিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সমস্ত বেহারা আমার পাল্কীর চতুর্দ্দিকে সমবেত হইয়াছে। কিন্তু কাহারও মুখে কথা নাই।

আমি তাহাদিগকে পাল্কী উঠাইবার আদেশ করিতে যাইতেছি, এমন সময় আর এক বজ্র-শব্দ। সেরূপ ভীষণ শব্দ বুঝি জীবনে কখনও শুনি নাই। শব্দ ও তীব্র আলোক পরস্পরে জড়াজড়ি করিয়া একটা বিকট হাস্যের উপর অন্তরটাকে যেন ভাসাইয়া তুলিল। আমি মুহূর্ত্তের জন্য চক্ষু মুদিলাম।

চোখ মেলিয়া দেখি, একটা বেহারা ও তুলাসিং ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে।

আমি পাল্কী হইতে বাহিরে আসিলাম। আমাকে দেখিবামাত্র হরিয়া বলিয়া উঠিল—"বাবু! আর ভয় নাই—বাজ গাছে পড়িয়াছে।" ফিরিয়া দেখি সম্মুখেই রায়-দীঘি। তাহারই পাড়ের একটা সুবৃহৎ তালগাছের উপর বাজ পরিয়াছে। গাছটার মাথা জ্বলিতেছে।

সামান্য শুশ্রূষায় দরোয়ান ও বেহারার জ্ঞান ফিরিল। আমরা আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম।

রায়দীঘির সমীপে আসিতে না আসিতেই মুষলধারে বৃষ্টি আসিল, প্রকৃতির বিকট হাসির অনুরূপ অশ্রুজল—করিশুণ্ডধারা।

কোথায় যাই, কি করি, ভাবিয়া আকুল হইলাম। পাল্কীর ছাদ ভেদ করিয়া গায়ে জল পড়িতে লাগিল। জলধারা মাথা হইতে চোখে পড়িয়া বেহারাদের প্রতিপদক্ষেপে দৃষ্টিরোধ করিতে লাগিল। প্রতিপদে পতনের আশঙ্কা। বিপচ্চিন্তায় আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম। বাহিরে কি হইতেছে, আমার সঙ্গিগণের মধ্যে কে কি করিতেছে, জানিতে সাহস হইল না।

আমি পাল্কীর দ্বার রুদ্ধ করিয়া চক্ষু মুদিয়া বহুকাল পরে ঈশ্বর স্মরণ করিতেছি, এমন সময় এক জন বেহারা দ্বার ঈষদুন্মুক্ত করিয়া বলিল—"হুজুর! দীঘির ধারে একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল-গাছের আশ্রয় পাইয়াছি। হুকুম করেন ত তাহার তলায় বসি। এরূপ অবস্থায় চলিলে বিপদ হইবার সম্ভাবনা।"

আমি বলিলাম—"কেন, ধীরে ধীরেও কি চলিতে পারিবে না?" বেহারারা উত্তর করিল—"চলিতে পারিলে হুজুরকে জানাইব কেন? চোখে জল পড়িতেছে। সুমুখে মাঠের উপর দিয়া পথ চিনিতে পারিতেছি না।"

আমি বলিলাম—"দিন শেষ হইয়াছে—মেঘের অন্তরালে সপ্তমীর চাঁদ কোনও আলোক সাহায্য করিবে না। যদি শীঘ্র বৃষ্টি না ছাড়ে তা হইলে কি করিবে?"

আমার এ যুক্তিযুক্ত কথায় বেহারা কোনও উত্তর করিতে পারিল না। সে সঙ্গীদিগকে বলিল,—"যেমন করিয়া পারিস, পথ দেখিয়া চল।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বৃষ্টি থামিয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে অন্ধকার অল্পে অল্পে সেই বিশাল প্রান্তরকে আবৃত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমরা এখনও রায়দীঘিকে অতিক্রম করিয়া অধিক দূর যাইতে পারি নাই।

দীঘির পাড়ের তালগাছটা হইতে তখনও পর্য্যন্ত অল্প অল্প ধূম নিঃসৃত হইতেছিল। ভয়ে ভয়ে আমি

এক একবার দীঘিটার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছিলাম। প্রতিবারেই ধূমোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে দীঘির সেই অন্ধকারাবৃত মধ্যভাগ প্রবর্দ্ধমান জীবদেহের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল, যেন এক ক্ষুধার্ত্ত রাক্ষস এক স্থানে বসিয়া আমাদিগকে উদরস্থ করিবার জন্য হাত বাড়াইতেছে।

সকলেরই প্রাণে বুঝি এই ভয় জাগিয়াছে! ইহার কিছু পূর্ব্বে আমার সঙ্গীরা পরস্পরে তফাৎ হইয়া আসিতেছিল। একবার মুখ বাহির করিয়া দেখিয়াছি, বদলী বেহারারা পাল্কীর অনেক দূরে পড়িয়াছে! তাহাদের পশ্চাতে হরিয়া—সকলের পশ্চাতে তুলা সিং। মূর্চ্ছিত হইবার পর হইতে তুলা সিং আমাদের সঙ্গ ধরিতে পারিতেছিল না। এখন দেখি, সকলেই আমার পাল্কীর নিকটে সমবেত হইয়াছে। বিশেষতঃ তুলা সিং একেবারেই পাল্কীর অগ্রে আসিয়া উপস্থিত। উপস্থিত হইয়াই সে বাহকদিগকে একটু দ্রুত চলিতে আদেশ করিল।

কিন্তু বাহকেরা চলিবে কি! মাঠ জলপূর্ণ হইয়াছে, মাঠের মধ্যের পথচিহ্ন জলে ডুবিয়াছে! তাহারা বারংবার বিপথে চলিতেছিল। যেখানে যেখানে পথ দেখা যাইতেছিল, ঘুরিয়া বেড়িয়া তাহারা আবার সেই পথ অবলম্বন করিতেছিল।

তুলা সিং একবারমাত্র এ পথে আসিয়াছে, আমি বহু দিন পরে দেশে ফিরিতেছি। মাঠের পথ পথিকের পদচিহ্নে প্রস্তুত হয়—বৎসর-বৎসর তাহার পরিবর্ত্তন, আমরা কেহই পথ সম্বন্ধে সম্যক্ বিদিত নই। বাহকদিগের ব্যবসায়গত বুদ্ধির উপর নির্ভরতা ভিন্ন আমাদের আর উপায় রহিল না।

চলিতে চলিতে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিল। আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া সপ্তমীর চন্দ্র মেঘের আবরণ ছিন্ন করিতে দুই একবার চেষ্টা করিলেন—মেঘের উপর মেঘ পড়িয়া তাঁহার মুখ ঢাকিয়া ফেলিল। আমরা পথ হারাইলাম।

আবার বৃষ্টি আরম্ভ হইল; কিন্তু বৃষ্টির আর সে জোর নাই। হরিয়া বলিল—"বাবু! এ দেশের পথ-ঘাট যে ভালরূপ জানে, এমন এক জন লোক আপনার সঙ্গে আনা উচিত ছিল।" বিপদের উপর বিপদ আমাকে অনেকটা সাহসী করিয়াছে। বিশেষতঃ আমার বিশ্বাস আছে, মাঠ পার হইতে পারিলে একটা না একটা গ্রামে উপস্থিত হইব। বৃষ্টির ভাবে বোধ হইল, শীঘ্র ইহার নিবৃত্তি হইবে চাঁদ না দেখা দিলেও অন্ধকারের গাঢ়তা অনেকটা নষ্ট করিতে পারিবে।

সেই সাহসে হরিয়াকে বলিলাম—"ভয় কি? তোরা একটা গ্রামকে লক্ষ্য কর্—আমাকে সেই দিকে লইয়া চল।"

হরিয়া বলিল—"আপনি সোনার কলিকাতা ছাড়িয়া এ কোন্ দেশে চলিয়াছেন, আর কি সুখের জন্যই বা চলিয়াছেন?"

হরিয়ার কথায় বিপদের উপরেও আমার হাসি আসিল। আমি বলিলাম—"হরিয়া! সুখের প্রত্যাশা না থাকিলে এ দেশে আসিব কেন?"

হরিয়া বলিল—"কি সুখ, আপনি জানেন; কিন্তু আমি যদি আগে জানিতে পারিতাম, আপনি এরূপ দেশে আসিবেন, তাহা হইলে আমি কখনই আপনাকে আসিতে দিতাম না।"

আমি বলিলাম—"আমি আমার জন্মভূমিতে চলিয়াছি। কলিকাতা সোনার হইতে পারে, কিন্তু হরিয়া, জন্মভূমি হইতে কি তার মূল্য বেশী?"

জন্মভূমির মর্য্যাদা কখনও রাখি নাই। লোকলজ্জায় কলিকাতাস্থ আত্মীয়-বন্ধুর কাছে তাহার নাম পর্য্যন্ত কখনও উচ্চারণ করি নাই। আজও যে তাহার মর্য্যাদা অনুভব করিতেছি, তাহা নহে। শুধু হরিয়াকে নিরুত্তর করিবার জন্য কথাটা বলিলাম।

বাস্তবিক হরিয়া আমার উত্তর শুনিয়া নিরুত্তর হইল। কিয়ৎক্ষণ সে আমার পাল্কীর দোর ধরিয়া নীরবে চলিল, তার পর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল,—"জগবন্ধু! মনিবকে আমার মানে মানে ঘরে পৌঁছিয়ে দাও।"

আমি বলিলাম—"ভয় কি হরিয়া?"

হরিয়া বলিল—"বাবু! তা হইলে বলি; যাহাকে আপনার দরোয়ান চড় মারিয়াছিল, সেই ঝাঁকড়াচুলো মানুষটিকে দীঘির ধারে জঙ্গলে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি।"

সে লোকটার কথা আমি একবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম, হরিয়ার কথা শুনিবামাত্র সমস্ত বিভীষিকা লইয়া সেই যমদূতের মূর্ত্তিটা আমার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। জাগরণের সঙ্গে বিষম ভয়ে আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম। সহস্র চেষ্টাতেও হৃৎকম্প রোধ করিতে পারিলাম না।

তবু আমি হরিয়াকে সাহস দেখাইবার জন্য বলিলাম —"তোমরা কুড়িটা হাতে যদি আমাকে মানে মানে ঘরে পৌঁছাইয়া দিতে না পার, মুলো জগবন্ধু কি করিবে?"

হরিয়া একবারমাত্র বলিল—"ছি বাবু। অমন পাপকথা মুখে আনিবেন না। রক্ষাকর্ত্তা জগবন্ধু!" আর কোনও কথা সে কহিল না।

দূরে একখানা গ্রামে সপ্তমীর সান্ধ্য আরতির বাজনা বাজিয়া উঠিল। সেই শব্দ শুনিবামাত্র আমি বেহারাদের বলিলাম,—"ঐ শব্দ লক্ষ্য করিয়া চল। শব্দ শেষ হইতে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগিবে। সে সময়ের মধ্যে আমরা অন্ততঃ গ্রাম-প্রান্তে উপস্থিত হইতে পারিব।"

বাহকেরা শব্দ লক্ষ্যে চলিল। আমি ইংরাজী ভজনার ভাবে চক্ষু মুদিয়া করযোড়ে একবার ঈশ্বরের স্তব করিয়া লইলাম—"হে পরম কারুণিক! হে সর্ব্বশক্তিমান! হে জগৎপালক! আমি বিপন্ন হইয়াছি। এ বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা কর।"

স্তব করিলাম বটে, কিন্তু স্তবে সেরূপ আস্থা স্থাপন করিতে পারিলাম না। সম্পূর্ণ ঈশ্বর-নির্ভরতা আমার আসিল কৈ? ঈশ্বর সম্বন্ধে এতকাল কেবল সন্দেহই করিয়া আসিয়াছি! কেবল মানসিক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত তাঁহার অস্তিত্বে একেবারে অবিশ্বাস করিতে সাহসী হই নাই। সুতরাং ভগবানে সেরূপ একাগ্রতা আসিল না। আমি স্তবের নামে আত্ম-প্রতারণা করিতে লাগিলাম।

স্তবের সঙ্গে সঙ্গে আমার সহচরদের শক্তি-সামর্থ্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। হিসাবের একটা পড়তা করিয়া সেই আগন্তুক ডোমটা হইতে আমার বল অনেক অধিক, এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইতে যাইতেছি, এমন সময় বাজনা থামিল। শব্দ বন্ধ হইল দেখিয়া আমি ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিলাম—"গ্রাম আর কত দূর?"

প্রথমে কাহারও কাছে কোনও উত্তর পাইলাম না। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলাম। এক জন বলিল—"ঠিক বুঝা যাইতেছে না।"

"এখনও বুঝা যাইতেছে না! তবে তোরা এতক্ষণ চলিয়া কি করিলি?"

মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিতেছিল। সেই বিদ্যুতের সাহায্যে আমি নিজে একবার দেখিবার চেষ্টা করিলাম। কি সর্ব্বনাশ! কোথায় আসিয়াছি? গ্রাম কৈ?

হরিয়া বলিল—"বাবু! আমাদের দিশা লাগিয়াছে। আমরা আবার সেই রায়দীঘির ধারে ফিরিয়া আসিয়াছি। সকলেই বুঝি প্রাণে মরিলাম।"

হরিয়ার কথা শেষ হইতে না হইতে তালবনের অন্ধকার ভেদ করিয়া এক বিষম কর্কশ ইঙ্গিতশব্দ আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে সমীরণে একটা বিষম স্পন্দনশব্দ উত্থিত হইল। তুলা সিং অমনি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। বুঝিলাম, আমরা দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছি। পরক্ষণেই হরিয়া একটা আর্ত্তনাদ করিয়া নিস্তব্ধ হইল।

বাহকেরা পাল্কী ভূমিতে রাখিয়া পলায়ন করিল। আমার কে সহচর রহিল, আমি জানিতে পারিলাম না। চারিদিক নিস্তব্ধ—বোধ হইল, সেই প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে আমি একাকী।

মুহুর্মুহুঃ বিজলী স্পন্দিত হইতেছিল, কিন্তু পাল্কী হইতে মুখ বাড়াইয়া অবস্থা জানিতে আমার সাহস হইল না। আমি ভিতরে বসিয়া কাঁপিতে লাগিলাম।

সেই পূর্ব্বপরিচিত স্বর! কিন্তু কি কঠোর! সে স্বর সমস্ত প্রান্তরটায় যেন উন্মত্তের ন্যায় একবার পরিভ্রমণ করিয়া লইল। আবার যেন সেইমত তীব্রতায় আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইল।

দস্যু অতি তীব্র ভাষায় আমাকে গালি দিয়া বলিল—"বাহিরে আয়! দশ দশ জন সঙ্গীর সাহসে উন্মত্ত হইয়া আমাকে একা দেখিয়া বিনা অপরাধে অপমান করিয়াছিস্। এখন একবার বাহিরে আসিয়া দেখ—তোর কে আছে। তোর কোন্ বাবা এখন আসিয়া তোকে রক্ষা করে।"

বাস্তবিক এখন আমার কে আছে? কে আমার শক্তিমান পরমাত্মীয় আছে, এই জিঘাংসু দস্যুর হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা করিতে পারে। কি জানি কেমন করিয়া আমাদের সেই পিতৃপিতামহ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত সেই শিলাখণ্ড স্মরণপথে উদিত হইল। মৃত্যুভয়ে আমি আত্মহারা হইয়াছিলাম। সেই শিলাখণ্ড স্মৃতিতে আসিবামাত্র আমার হৃদয়ের আবরণ উন্মুক্ত হইয়া গেল। আমি করযোড়ে বলিয়া উঠিলাম—"দামোদর! আমাকে রক্ষা কর।"

"কেন খোঁচা খাইয়া মরিবি—বাহিরে আয়!" এই বলিয়াই দস্যু পাল্কীর মাথায় যষ্টির আঘাত

করিল। পাল্‌কীর মাথা চূর্ণ হইয়া গেল। সেই সঙ্গে শুনিতে পাইলাম, অতি দূর হইতে কে যেন বলিতেছে—"ভয় নাই।" আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল, আমি মূর্চ্ছিত হইলাম।

মূর্চ্ছা-ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে শুনিতে পাইলাম—অতি মধুর স্বরে কে আমাকে ডাকিতেছে—"গোপীনাথ!" ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলিত করিলাম। আমার রক্ষাকর্ত্তার মুখ দেখিলাম। সমস্ত ঘটনা এক মুহূর্ত্তে যেন স্বপ্ন বোধ হইল। অবসাদে আবার চক্ষু মুদিত করিলাম, সেই অবস্থায় আবার শুনিলাম—"উঠ গোপীনাথ! উঠ ভাই! দামোদর তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন।"

এবারে নিশ্চয় বুঝিলাম, স্বপ্ন নয়, আমি খুল্লপিতামহের কোলে আশ্রয় পাইয়াছি।

—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যদিও আমি আহত হই নাই, তথাপি মৃত্যুভয়ে আমার মস্তিষ্ক বিকৃতবৎ হইয়াছিল। সমস্ত রাত্রি যেন আমার নেশার ঘোরে কাটিয়া গেল। সে ভীষণ প্রান্তর হইতে কখন্ মুক্তিলাভ করিলাম, কোথায় গেলাম, আমার সঙ্গীদের মধ্যে কাহার কি হইল, কে রহিল, কিছুই জানিতে পারিলাম না। যখন ঘোর ছাড়িল, তখন দেখি, আমি সেই পূর্ব্বোক্ত চটিতেই আশ্রয় পাইয়াছি।

তখন অরুণোদয়। চারি দিকের গাছগুলা পক্ষীর কলরবে পূর্ণ হইয়াছে। প্রথম যখন চক্ষু মেলিলাম, তখন আমি কোথায় আছি, বুঝিতে পারিলাম না। এক বাতায়নবিহীন অন্ধকারময় অপরিসর কুটীরমধ্যে আমি কেমন করিয়া আসিলাম? আমার মনে হইতেছিল, সারা রাত্রি আমার শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া কে যেন আমার শুশ্রূষা করিতেছে। কিন্তু জাগিয়া চারিদিক চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। জাগরণ আমার পক্ষে স্বপ্ন প্রতীয়মান হইতে লাগিল। শয্যার দিকে চাহিলাম—কি অপরিচ্ছন্ন! ঘৃণায় আমি উঠিয়া বসিলাম—আমার নেশা টুটিল।

তখন অল্পে অল্পে রাত্রির ঘটনা আমার মনে জাগিতে লাগিল। খুল্ল-পিতামহের সেই আশ্বাস-বাণী আমার কর্ণে দ্বিতীয়বার যেন ধ্বনিত হইল। "গোপীনাথ! ভাই, উঠ! দামোদর তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন।"

আমি চারিদিকে চাহিলাম, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। তখন ঈষদুচ্চ স্বরে ডাকিলাম—"এখানে কে আছ?"

আমার কথা শুনিবামাত্র পূর্ব্বদিনের পরিচিত সেই চটিওয়ালা ব্রাহ্মণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—"কি বাবু! সুস্থ হইয়াছ?"

আমি সে কথার উত্তর না দিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ আমি কোথায় রহিয়াছি?"

"কেন বাবু! কাল ত তুমি এক বেলা এখানে কাটাইয়া গিয়াছ!"

"এখানে আমাকে কে আনিল?"

"তিনি বাহিরে বসিয়া আছেন।"

"আমাকে তাঁর কাছে লইয়া চল।"

"উঠিতে পারিবে?"

"কেন পারিব না—আমার কি হইয়াছে?"

বলিলাম বটে, কিন্তু উঠিতে গিয়া দেখি, শরীরে এক কড়ারও সামর্থ্য নাই। ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিল—বুঝিয়াই সাহায্য করিতে আমার হাত ধরিল। চলিতে চলিতে বলিতে লাগিল—"বাবু! তোমার বড়ই পুণ্যের জোর, বড়ই পরমায়ু, তাই রায়দীঘির ধার হইতে প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারিয়াছ।"

তাহার কথায় বুঝিলাম, রাত্রের দুর্দ্দশার কথা সে জানিতে পারিয়াছে। বুঝিয়াও কোন উত্তর করিলাম না। তাহার হাত ধরিয়া বাহিরে গেলাম।

বাহিরে উপস্থিত হইয়া এ কি—এ কি দেখিলাম!—"গোপাল! গোপাল! তুমি!"

গোপাল একটি মোড়ার উপরে বসিয়া ছিল। বসিয়া একদৃষ্টে চটির সম্মুখস্থ পথের পানে চাহিয়া ছিল, যেন কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। আমার কথা শুনিবামাত্র চমকিতের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"ভাই! সুস্থ হইয়াছ?"

মনে করিলাম, দুই বাহু দিয়া গোপালকে সবলে জড়াইয়া ধরি। কিন্তু আত্মাপরাধী যেমন হৃদয়কে অন্বেষণ করিতে যাইয়া মর্ম্মপীড়ায় কাতর হয় হৃদয়ের অবিরাম উত্থান-পতনে সর্ব্বশরীর যেমন তাহার অবসন্ন হইয়া আসে, আমারও তাহাই হইল। আমার মনের ইচ্ছা মনেই রহিল, গোপালের কাছে উপস্থিত হইতে পারিলাম না।

গোপাল যেন তাহা বুঝিতে পারিল। সে ব্যগ্রতার সহিত আমার হাত ধরিল। ধরিয়া বলিল—"পূর্ব্ব-কথা ভুলিয়া যাও। এখন সুস্থ হইয়াছ কি না বল।" এই বলিয়া সে আমাকে ঘোড়ায় বসিতে অনুরোধ করিল। আমি বসিলাম না। চটিওয়ালা বুঝিতে পারিয়া আর একটা ঘোড়া আনিয়া দিল। আমরা উভয়ে এক সময়ে উপবিষ্ট হইলাম।

গোপাল একবার মাথা নামাইল। আমার বোধ হইল, গোপাল স্মৃতি-উদ্দীপিত মমতার সহিত যুদ্ধ করিতেছে। এই অবকাশে আমি একবার গোপালের মূর্ত্তি দেখিয়া লইলাম।

আজ সাত বৎসর পরে চক্ষের এক নিমিষে গোপালকে দেখিয়া লইলাম। এক মুহূর্ত্তের দর্শন। মনে হইল, যেন এই সাত বৎসরে যৌবনের প্রথমোন্মেষে অরুণের সপ্তরাগধারার একত্র সম্মিলনে ঘনাবর্ত্ত ক্ষীরসমুদ্রের ন্যায় গোপাল স্নিগ্ধ রবিজ্যোতি নিজের দেহযষ্টিখানিতে আবদ্ধ করিয়াছে।

কিন্তু গোপালের এ দীন বেশ কেন? পায়ে জুতা নাই, গায়ে একটি জামা নাই—একখানি অর্দ্ধমলিন অপরিসর বস্ত্র, অর্দ্ধমলিন উত্তরীয়ে দেহ আচ্ছাদিত। এ দীন বেশে গোপাল এমন সুন্দর কেমন করিয়া হইল, গ্রাম্যশ্রীকে যদি কেহ কখন প্রীতির নয়নে দেখিয়া থাক—শ্যামল দিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত্র লইয়া, শ্যামারুণ-পত্রশোভিত তরুরাজি লইয়া, হংসকারণ্ডবশোভিত কমলকহ্লার-প্রফুল্ল দীঘিসরোবর লইয়া, ভ্রমরনিষেবিত-কুসুমমণ্ডিত আরণ্য লতাকুঞ্জ লইয়া যদি কেহ কল্পনায় একটি নবনীত-কোমল দেহ রচিতে সমর্থ হও, তবেই গোপালের মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য অনুভবে আনিতে পারিবে।

গোপালের শ্রী দেখিয়া সেই মুহূর্ত্ত সময়ের মধ্যেই আমার মনে ঈর্ষ্যা জাগিয়া উঠিল। অনুপল সময়ের মধ্যে একবার ভাবিয়া লইলাম, আমিও গোপালের ন্যায় দীন হইলাম না কেন? একবার মনে হইল, পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে দেহ সাজাইতে আমাদিগের চিরন্তন সহজ সৌন্দর্য্যকে সমাধিস্থ করিয়াছি। এখন স্রোতে গা ভাসাইয়াছি, আর সেই সৌন্দর্য্য ফিরিয়া পাইব না।

মুহূর্ত্তের চিন্তাকথা অগাধ চিন্তা-সমুদ্রে বিলীন করিয়া আমি প্রথমেই কথা কহিলাম। বলিলাম—"গোপাল, ভাই, তোমার এ দীন বেশ কেন?"

গোপাল বলিল—"ভাই। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, এ সকল প্রশ্ন পরিত্যাগ করিতে হইবে।"

আমি বলিলাম—"ভাল, দাদা মহাশয় কোথায়, জানিতে পারি কি?"

"তিনি তোমার সঙ্গীদের অনুসন্ধান করিতে ও তোমাকে কলিকাতায় পাঠাইবার জন্য পাল্কীর ব্যবস্থা করিতে গিয়াছেন।"

"রাত্রে আমার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা করিয়াছ কি তুমি?"

"শুশ্রূষা করিতে হয় নাই, বসিয়াছিলাম মাত্র।"

"আমি কলিকাতায় ফিরিব কেন?"

"বাবা বলিয়াছেন, বড় অশুভক্ষণে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছ। এ যাত্রা তোমাকে ফিরিতে হইবে।"

"আমি যে তোমাকে লইতে আসিয়াছি।"

"কি করিব ভাই, পিতার অনুমতি ভিন্ন যাইতে পারিব না।"

"আমি দাদা মহাশয়ের পায়ে ধরিয়া অনুমতি লইব।"

"বোধ হয়—বোধ হয় কেন—আমার বিশ্বাস, তিনি অনুমতি দিবেন না।"

"অবশ্য অনেক অমর্য্যাদা করিয়াছি—"

"অমর্য্যাদা কিছুই কর নাই।"

"তবে যাইবে না কেন?"

গোপাল নিরুত্তর রহিল। আমিও ভাবিলাম, এ কথা গোপালের কাছে কহিয়াই বা লাভ কি? ছোট ঠাকুরদা আসিলে তাঁহার পায়ে ধরিয়া গোপালকে লইয়া যাইবার অনুমতি চাহিব।

তবে গোপালের মনটা জানিবার ইচ্ছা হইল। তাহার নিজের কলিকাতা যাইবার ইচ্ছা আছে কি? কিন্তু পাছে মনোভাব জানিয়া গোপাল কথার উত্তর না দেয়, এই জন্য একটু ঘুরাইয়া, নানা কথা-প্রসঙ্গে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব মনে করিলাম। প্রথমেই তার পড়ার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলাম। বলিলাম—"পড়াশুনা কি ছাড়িয়া দিয়াছ?"

"ইংরাজী পড়া ছাড়িয়াছি। তবে এক জন সাধুর কাছে কিছুদিন শাস্ত্রশিক্ষা করিয়াছি। তাও সামান্য—উল্লেখের অযোগ্য।"

"ইংরাজী পড়া ছাড়িলে কেন?"

"পড়িবার সুযোগ কোথায়?"

"পড়িবার ইচ্ছা আছে?"

"আগে ছিল, এখন আর নাই।"

"যদি ইচ্ছা থাকে, আমি এখনও ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি। তোমার যে বুদ্ধি, তাতে অল্পদিনেই তুমি ইংরোজীতে পারদর্শী হইতে পার।"

"তাহাতে লাভ কি?"

"কেন, আমি ইন্জিনিয়ার হইয়াছি। অল্পদিনের মধ্যেই আমার আড়াই শত টাকা বেতনের চাকরী হইবে। একটু চেষ্টা করিলে তুমিও ইন্জিনিয়ার অথবা উকীল হইতে পার।"

গোপাল ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল—"তা হইয়াই বা লাভ কি?"

"লাভ কি? গোপাল! এ কি বুদ্ধিমানের যোগ্য কথা বলিলে?"

গোপাল উত্তর করিল না। আমি বলিতে লাগিলাম—"আমার উপর অভিমান করিয়া তোমার পড়া ছাড়িয়া দেওয়া ভাল হয় নাই।"

"অভিমান তুমি কেমন করিয়া বুঝিলে?"

"আমি ত এ বেশে সাজিবার আর কোনও কারণ দেখিতে পাই না।"

"দামোদর আমাকে এই বেশে সাজাইয়াছেন।"

"দামোদরের কথা তুলিয়া আমাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিও না। আমি বুঝিতেছি, অভিমান।"

"বুঝিলে আমি কি করিব?"

"অভিমানে তুমি এই সাত বৎসর আমাদের কোনও সংবাদ লও নাই। মাতৃস্নেহ পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছ।"

"গাপীনাথ! সে স্নেহ ভুলিবার নয়!"

কথা বলিতে বলিতে গোপালের মুখ কেমন এক অপূর্ব্বভাবে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহা দেখিয়া নীরব থাকিবার আমার সময় নয়। আমি গোপালকে লইতে আসিয়াছি। আমি বলিতে লাগিলাম, "তবে মায়ের তত্ত্ব লও নাই কেন?"

"মায়ের তত্ত্ব লই না, তুমি কেমন করিয়া জানিলে?"

"যদি ভূত-প্রেতের সাহায্য লইয়া থাক ত বলিতে পারি না। নতুবা তত্ত্ব লইবার কোন নিদর্শন ত অদ্যাবধি পাই নাই। আমি তোমাকে মায়ের কথা জানাইয়া কত পত্র দিয়াছি, তুমি একটিরও উত্তর দাও নাই।"

"আমি পত্র পাই নাই।"

"সে কি! একখানিও পাও নাই? এমন ত হইতে পারে না!"

"পত্র কি তুমি নিজ হাতে ডাকে ফেলিয়াছ?"

"না, আমার মনে হয়, সমস্তই আমি শ্যামের হাত দিয়া ডাকে দিয়াছি।"

"আমি পাই নাই।"

"পাই নাই" শুনিবামাত্র আমার সর্ব্বশরীর দিয়া এক মুহূর্ত্তে বিদ্যুৎবহ্নি ছুটিয়া গেল! তবে কি পিতা মাসে মাসে শ্যামের হাত দিয়া গোপালের নামে যে টাকা পাঠাইয়াছেন, তাহাও কি গোপাল পায় নাই? ধীরগম্ভীরভাবে আমি গোপালকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"গাপাল! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, উত্তর দিবে?"

"তুমি কি জিজ্ঞাসা করিবে বুঝিয়াছি।"

"পল্লীগ্রামে দুই জনের পক্ষে মাসে ত্রিশ টাকা যথেষ্ট, কেমন, নয়?"

"যথেষ্ট।"

"গোপাল! পিতা প্রতি মাসে তোমার নামে এই ত্রিশ টাকা পাঠাইয়াছেন—আজিও পাঠাইতেছেন। তুমি কি তাহা পাও নাই?"

"প্রতিজ্ঞা কর, দাদাকে এ কথা বলিবে না?"

"সে কথা বলিতে পারি না। তোমার কথার ভাবে বোধ হইতেছে, তুমি পাও নাই।"

গোপাল মস্তক অবনত করিল, আমার কথার উত্তর দিল না। আমি গোপালের হাত ধরিলাম। "ভাই গোপাল, উত্তর দিয়া আমাকে কৃতার্থ কর।"

"প্রতিজ্ঞা কর, এ কথা দাদাকে জানাইবে না।"

"ভাল, জানাইব না।"

"এখানে আসিবার পর অদ্যাবধি এক কপর্দ্দকও দাদার কাছ হইতে সাহায্য পাই নাই।"

আগে আশঙ্কা করিয়াছিলাম, এখন সমস্তই বুঝিলাম। বুঝিলাম, শ্যাম আমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে। আর তাই বা কেন, অহঙ্কতের অনিচ্ছার দান এরূপ পরমাত্মীয়ের কাছে পৌঁছিতে পারেই না। ছোট ঠাকুরদা পিতাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে।

মর্ম্মপীড়ায় আমি একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। লজ্জায় কিয়ৎক্ষণ গোপালের মুখের দিকে চাহিতে পারিলাম না।

গোপাল আমাকে এই দুরবস্থা হইতে উদ্ধার করিল। বলিল—"ইহাতে লজ্জার কিছু নাই গোপীনাথ। আমাদের যাহা ভাগ্যে নাই, মানুষের সাধ্য কি, চেষ্টা করিয়া তাহা আমাকে দেওয়াইতে পারে?"

"তা হ'লে শুধু জমীর উপস্বত্বের উপরই তোমাদের নির্ভর করিতে হইয়াছে?"

"তাও নাই। শুনিয়াছি, তোমার পিতা শ্যামকে সে জমী জমা করিয়া দিয়াছেন। শ্যাম তাহা হইতে আমাদিগকে বেদখল করিয়াছে।"

এতক্ষণ পরে গোপালের বেশের মর্ম্ম বুঝিয়াছি। বুঝিলাম, ভিখারীর সহিত এতক্ষণ কথা কহিতেছি। গোপালের কি করিয়া দিন চলিতেছে, আর জানিতে সাহস হইল না। এখন ভিক্ষা ভিন্ন পিতা-পুত্রের আর কি উপজীবিকা হইতে পারে?

এত দিনের পরে একটা মনের কথা বলি। বহুদিন হইতে গোপালের কোন সংবাদ না পাইয়া দুই একবার আমার মনে সন্দেহ উঠিয়াছিল, বুঝি গোপাল ইহ-জগতে নাই। আমাদের বাটীর সম্মুখের কোম্পানীর বাগানে একবার গোপালের অস্তিত্বের উপলব্ধি হইয়াছিল মাত্র; কিন্তু সেটা কেমন করিয়া হইয়াছিল, আজিও পর্য্যন্ত চিন্তায় মীমাংসা করিতে পারি নাই। মায়ের কাছে গোপালের কথা তুলিতে গিয়া তাঁহাকে যে অবস্থায় ফেলিয়াছিলাম, তাহাতেই সন্দেহ আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। তথাপি শ্যামের হাত দিয়া মাসে মাসে গোপালের জন্য টাকা পাঠাইতেছি। শ্যাম একটি দিনের জন্যও গোপালের কথা আমাদের জানায় নাই। টাকাটার কি হয় জানিবার জন্যই তুলা সিংকে গোপালের সংবাদ লইতে গ্রামে পাঠাইয়াছিলাম। সে আসিয়া সংবাদ দিয়াছিল, আমাদের বাস্তুভিটা জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। তাহার ভিতরে একটা ঘরের চিহ্নমাত্র আছে, কিন্তু ঘর নাই। প্রতিবেশীদের কাছে জানিতে গিয়া সে গোপাল কিংবা তাহার পিতার কোনও সংবাদ পায় নাই। ইহাতে আমি বুঝিয়াছিলাম, গোপাল নাই। শ্যাম তাহার অনস্তিত্বের কথা গোপন করিয়া এত দিন ধরিয়া টাকাটা আত্মসাৎ করিতেছে। জীবিত গোপালকে যে সে এত দিন ধরিয়া বঞ্চনা করিয়া আসিতেছে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। কল্পনাতেও আনিতে পারি নাই যে, মানুষ এতদূর নীচ স্বার্থপর হইতে পারে!

যাহা কল্পনাতেও আনিতে পারি নাই, তাহাই ঘটিয়াছে। আমার ঐশ্বর্য্যময়ী জননীর প্রিয়পুত্র সাত বৎসর ভিক্ষায় জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছে! আমরা অবহেলায় গোপালের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছি।

সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়িল। বুঝিলাম, সে ভীষণ স্বপ্ন আংশিক সত্যে পরিণত হইয়াছে। শ্যাম আমাকে অতলস্পর্শ গিরিগহ্বরে নিক্ষেপ করিয়াছে; কিন্তু গোপাল আমাকে রক্ষা করিতে উদ্ধারের হস্ত প্রসারণে ক্ষান্ত হয় নাই। আমি মনুষ্যত্বহীনতার সর্ব্বনিম্নস্তরে পতিত হইয়াছি। দুঃখলেশশূন্য, আকাঙ্ক্ষাশূন্য, ভিখারী গোপাল এখন আমাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেও কি অত দূরে তোমার হাত যাইবে?

গোপালের সহিত কথা কহা আমার শেষ হইয়াছে। সম্পর্ক বুঝি ইহজন্মের মত টুটিয়াছে। আমি ধনী, গোপাল ভিক্ষাজীবী; আমি নানা বিদ্যায় পারদর্শী, গোপাল সেই বাল্যেরই মত বুদ্ধিহীন, নির্ব্বাক, রোদনশীল মূর্খ। আমার ভবিষ্যতের আশা অনন্ত, ভবিষ্যৎ নিরাশার চিহ্ন এখনই গোপালের মুখে অঙ্কিত হইয়াছে। আমি ও গোপাল উভয়েই দেশ হইতে দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে চলিয়াছি,—আমি অর্থ ও মানের কোমল আকর্ষণে, গোপাল দারিদ্র্য ও ক্ষুধার তীব্র তাড়নে। উভয়ে বিপরীতপথগামী। হায়! এই দুই পথিকের পুনর্মিলন কেমন করিয়া ঘটিবে?

দুই জনে মুখামুখি করিয়া বসিয়া আছি, এমন সময়ে চটিওয়ালা সংবাদ দিল, আমার লোকজন ফিরিতেছে। বাস্তবিকই চাহিয়া দেখিলাম, দাদা মহাশয় তুলা সিং, হরিয়া ও বেহারাদের লইয়া আসিতেছেন। বেহারারা একখানা পাল্কীও লইয়া আসিতেছে। কিন্তু পিতামহ এখনও বহু দূরে প্রান্তর পারে।

গোপাল তাঁহাকে দেখিল, দেখিয়াই উঠিল। বলিল, "ভাই! এইবারে আমি আসি!"

আমি 'হাঁ' কি 'না' কোনও উত্তর করিতে পারিলাম না। গোপাল উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই মুখ ফিরাইল। যখন দেখি, সে একান্তই

চলিয়া যায়, তখন জিজ্ঞাসা করিলাম—"আর কি দেখা হইবে না?"

গোপাল ফিরিল, কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া কি যেন চিন্তা করিল! মুহূর্ত্তের নিমীলিত পলকে ভবিষ্যৎটা যেন একবার দেখিয়া লইল। তার পর বলিল—"হইবে।"

বলিয়াই চলিয়া গেল। আমার পানে আর ফিরিল না। তাহার পিতা আসিতেছিল, প্রথমে সেই দিকে যাইল। পিতার সমীপস্থ হইয়া তাঁহাকে পঞ্চাঙ্গে প্রণাম করিল। তাহার পর তাঁহাকে কি বলিয়া দেখিতে দেখিতে দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রচ্ছন্ন মনুষ্যত্ব আঁখিদ্বার দিয়া বুঝি তাহার কিঞ্চিৎ ক্রিয়া দেখাইয়াছে। নহিলে পূর্ব্বদিনে আমার ব্যবহারে ভীত ব্রাহ্মণ আজ আমার প্রতি সহসা আকৃষ্ট হইল কেন? ব্রাহ্মণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁ বাবু! ও লোকটির সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি?"

আমি সম্বন্ধ গোপনচ্ছলে কৌশলে উত্তর দিলাম —"আমার জীবনদাতা, এই সম্বন্ধ।" ব্রাহ্মণ মাথা নাড়িয়া বলিল—"না বাবু, আরও সম্বন্ধ আছে।"

"কেমন করিয়া বুঝিলে?"

"আপনার চক্ষের জল দেখিয়াই বুঝিয়াছি।"

"যে প্রাণ রক্ষা করিল, তাহার জন্য চক্ষে জল পড়িবে না?"

"কৈ, ও ব্রাহ্মণ ত তোমাকে রক্ষা করে নি। ও ব্যক্তি কখন্ আসিয়াছে, তা জানি না।"

"কেন, তুমিই ত বলিলে?"

"আমার ভ্রম হইয়াছিল। যিনি রক্ষাকর্ত্তা, এখন দেখিতেছি, সেই ঠাকুর আসিতেছেন।"

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম! গোপাল কি তবে সকলের অজ্ঞাতসারে আসিয়া আমার সেবা করিয়া গেল! ছোট ঠাকুরদাদাও কি তার আগমনবার্ত্তা জানিতেন না?

ব্রাহ্মণকে বলিলাম—"আমি রাত্রে ঠাওর করিতে পারি নাই। ভাবিয়াছিলাম, ঐ ব্যক্তিই আমার রক্ষাকর্ত্তা। সেই জন্যই তার বিদায়ের সময় চোখে এক ফোঁটা জল আসিয়াছে।"

ব্রাহ্মণ এ উত্তরে তুষ্ট হইল না। বলিল—"না বাবু, তুমি আমাকে গোপন করিতেছ।"

আমি বলিলাম—"তুমি কি উহাকে কখন দেখিয়াছ?"

ব্রাহ্মণ বলিল—"দেখিয়াছি কি না, মনে হয় না। এ চটিতে তোমাদের পাঁচ জনের কৃপায় কত লোক আসে। কত বড় বড় কোম্পানীর চাকর বাড়ী ফিরিবার সময় এখানে পায়ের ধূলা দিয়া যায়। আমি কত লোককে স্মরণে রাখিব?"

এই বলিয়া সে কমলা-লেবু হইতে আরম্ভ করিয়া ভূগোল বৃত্তান্তের সমস্ত রসটা আমার কর্ণে ঢালিয়া দিল; বুঝিলাম, দামোদর নদের পশ্চিম উপকূলের প্রায় শতাধিক গ্রামের অধিবাসী কলিকাতায় যাইবার সময় ও তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তাহার ক্ষুদ্র কুটীরে অন্ততঃ পোনেরো মিনিট কালের জন্যও বিশ্রাম করিয়া যায়।

ছোট দাদা এতক্ষণ মাঠের মাঝে উপস্থিত হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে দেখাইয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ঐ ব্রাহ্মণটিকে আর কখন দেখিয়াছ?"

ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ আবেগ-মিশ্রিতভাবে উত্তর করিল—"দেখিয়াছি। উঁহাকে প্রায় নিত্যই দেখি। যে দিন না দেখি, যদি কোন দিন এ সেবকের কুটীরে উঁহার পায়ের ধূলা না পড়ে, সে দিন আমার বৃথা যায়।"

পিতামহ সম্বন্ধে আমার যেন কখনও কোনও পরিচয় নাই, এইরূপ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম— "ব্রাহ্মণের কি এই গ্রামেই নিবাস?"

"নিবাস আগে ছিল দামোদর-পারে, এখন কোথায়, তাহা জানি না। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, বলেন নাই। তবে এই পথ দিয়া প্রায়ই যাতায়াত করিয়া থাকেন।"

একবার মনে করিলাম, ব্রাহ্মণের কাছে নিজের পরিচয় প্রকাশ করি, কিন্তু কি একটা অন্তরের দুর্ব্বলতা আসিয়া আমাকে সে কার্য্যে বাধা দিল। আমি অন্তরের কথা অন্তরেই নিহিত রাখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এই যুবকের সহিত আমার যে সম্বন্ধ আছে, এটা শুধু আমার চোখের জল দেখিয়াই তোমার বোধ হইল?"

"না বাবু, আমার মনে হইল, যেন তোমাদের দু'জনের মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে।"

"এমনটা হঠাৎ মনে হইল কেন ?"

"তা কেমন করিয়া বলিব ? তোমার চোখের জল দেখিয়া আমার সে ধারণা পাকা হইয়া গেল। দেখিয়া মনে হইল, সম্বন্ধ যেমন তেমন নয়—ঘনিষ্ঠ।"

"তা কেমন করিয়া হইতে পারে ? আমি ধনী, সে ব্যক্তি দরিদ্র।"

"তাহাতে কি হইয়াছে ? কোম্পানীর রাজত্বে যুগ উল্টাইয়া গিয়াছে। কত বড় মানুষের বাপ দুঃখী। ছেলে হাকিম, বাপ পূজারী হইয়া দিন কাটায়।"

"চক্ষে কি দেখিয়াছ ঠাকুর, না শুনিয়া বলিতেছ ?"

"এই আমিই বাবু তার উদাহরণ। আমি একটি ভ্রাতুষ্পুত্রকে কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছিলাম। রাঁধুনীবৃত্তি দ্বারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিলাম, তাই দিয়া তাকে ইংরাজী লেখা-পড়া শিখাই। সে এখন উকীল হইয়াছে। ওকালতী করিয়া তালুক পর্য্যন্ত করিয়াছে। বড় লোকের বাড়ীতে বিবাহ করিয়াছে। আর আমি এখানে সেই রাঁধুনী-বৃত্তিতেই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি।"

এ কথা শুনিয়া আর ব্রাহ্মণকে তুমি বলিতে সাহস হইল না। বলিলাম—"সে ব্যক্তি কি আর আপনার খোঁজ লয় না ?"

কি মনের আবেগে জানি না, ব্রাহ্মণ একবার এই অপরিচিতের কাছে হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিল। আবার বুঝিয়া পরক্ষণেই সাবধান হইল; প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিলাম, আর ব্রাহ্মণ উত্তর করিল না। কেবল বলিল—"বাবু, আর আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না। পাছে লোকে জানে বলিয়া দেশত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। অন্যমনস্কে তোমাকে যতটুকু বলিয়াছি, তাই যথেষ্ট।"

"আপনার সন্তানাদি কি ?"

"কিছু নাই।"

"স্ত্রী ?"

"ছিল—মরিয়া গিয়াছে।"

"মর্ম্মবেদনায় বুঝি ?"

"আবার জেরা কর কেন বাবু ?"

"পুত্র থাকিলে এই বৃদ্ধবয়সে আপনাকে রাঁধুনীগিরি করিতে হইত না।"

"তা কেমন করিয়া বলিব ? রাঁধুনী-বামুনের ছেলে মূর্খ হইলে রাঁধুনীই হইত। ইংরাজী পড়িলে বাবু হইত—আমার দুঃখ ঘুচিত কি ? একটা পিণ্ডের জন্য মাঝে মাঝে সন্তানের অভাব বোধ করিতাম, কিন্তু ঐ ঠাকুর আমাকে বুঝাইয়াছেন, যে দিন কাল আসিতেছে, তাহাতে লক্ষপতি সন্তান পাইতে পার, কিন্তু পিণ্ডদাতা সন্তান পাওয়া দুর্ঘট। ঐ মহাপুরুষের উপদেশে আমি দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে নিরস্ত হইয়াছি।"

কথা কতক বুঝিলাম, কতক বুঝিলাম না। তবে এটা বেশ বুঝিলাম, পাশ্চাত্য সভ্যতা আর কিছু করুক আর নাই করুক, হিন্দুর সংসারে পরস্পরের প্রতি সম্পর্কের একটা বিপর্য্যয় ঘটাইয়া দিয়াছে। সাহেব-ঘেঁসা পায়জামাকোট-পরা বাবু, নগ্নদেহ মলিনবসনপরিধায়ী অন্য আত্মীয়ের কথা দূরে থাক, পূর্ব্বের আরাধ্য গুরুজনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতেও কুণ্ঠিত। শুনিয়াছি, এক জেলার হাকিম মফঃস্বল-পরিদর্শনে যাইয়া এক ডেপুটি-হাকিমের মাতুলের মাথায় মোট চাপাইয়া দিয়াছিল। মামা বেচারীর প্রথম অপরাধ, সে হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড় পরিয়া মাঠে মাঠে শস্যে জলসেচনকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। তাহার দ্বিতীয় ও গুরুতর অপরাধ, তাহার ভাগিনেয়ের হাকিমী-পদপ্রাপ্তির পরমুহূর্ত্তেই সে আফিম খাইয়া অথবা গলায় দড়ি দিয়া সেই নগ্ন সুতরাং হাকিমের দৃষ্টিতে কুলীদেহের অভ্যন্তরস্থ ব্রাহ্মণ্য-আত্মাটাকে বৈতরণীর পরপারে পাঠাইতে ভুলিয়া গিয়াছিল। নিজেদের সম্বন্ধেও অনেকটা বুঝিয়াছি। আমরাই বা পরমাত্মীয় খুল্ল-পিতামহের প্রতি কি পশুযোগ্য আচরণই না দেখাইয়াছি ?

কিন্তু লক্ষপতি সন্তান হইতে পিণ্ডদাতা সন্তানের গৌরবটা কেমন করিয়া বেশী হইল, সেইটাই কেবল বুঝিতে পারিলাম না, সর্ব্বদেশের সকল মানুষের চিরাকাঙ্ক্ষিত অর্থ হইতে একটা সিদ্ধ আতপের ডেলা হিন্দুর চক্ষে কেমন করিয়া অধিকতর মূল্যবান হইল। অথচ স্মরণাতীত যুগ হইতে এই বর্ব্বরগুলা এই কুসংস্কারটা মাথায় করিয়া আসিতেছে। এই এক মুষ্টি পিণ্ডদানকার্য্যে হিন্দু যত অর্থ ব্যয় করিয়া আসিতেছে, পৃথিবীর সামরিক ব্যাপারেও বুঝি তত অর্থ এ পর্য্যন্ত অপব্যয়িত হয় নাই।

পিণ্ড ভাবিতে ভাবিতে দামোদর আসিয়া পড়িলেন। পিণ্ড সম্মুখে সাক্ষিস্বরূপ অবস্থিত তাঁহার সেই মধুর মূর্ত্তি, সেই কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ শিলাগোলক, আর তাঁহার সেই পিপীলিকাশ্রয় গর্ত্তটি মাথার ভিতর

প্রবেশ করিয়া আবার মাথাটা গুলাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে রাত্রির কথাটা স্মরণ হইল। সুতরাং তাঁহার সেই গর্ত্তের ভিতরের হাত-পা ও সেই হস্ত-পদ সাহায্যে আমার রক্ষাকার্য্যে তাঁহার ব্যগ্রতা যদিও আমার মনে কিঞ্চিৎ হাস্য-রসের উদ্রেক করিল, তথাপি নুড়ি-ঠাকুরকে একেবারে অবজ্ঞা করিতে সাহস করিলাম না। ভাবিলাম, এখনও ডাকাতের দেশে রহিয়াছি, নুড়ি ঠাকুরকে অবজ্ঞা করিয়া আবার কি বিপদে পড়িব।

গত রাত্রির রক্ষার জন্য ধন্যবাদ দামোদরকে দিব কি ছোট ঠাকুরদাদাকে দিব ভাবিতেছি, এমন সময় দাদা মহাশয় সদলবলে চটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার সমীপে যাইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। আমিও দেখা-দেখি তদ্বৎ প্রণাম করিতে যাইতেছিলাম, দাদা হাত ধরিয়া দাঁড় করাইলেন, ভূমিষ্ঠ হইতে দিলেন না। বলিলেন —"থাক, আর ভূমিষ্ঠ হইতে হইবে না।"

আমি বলিলাম—"আপনি আমার জীবনদাতা।"

দাদা বলিলেন—"আমি কে ভাই, জীবনদাতা দামোদর।"

আমি বলিলাম—"আপনিই দামোদর।"

এ কথা শুনিবামাত্র দাদা জিব কাটিয়া বলিলেন —"ছি ভাই! ও কথা বলিও না। আমি তাঁর দাসানুদাস।"

দূর ছাই! দামোদরের কথা লইয়া কি মস্তিকের বিকার ঘটাইব? আমি চুপ করিলাম।

দাদা বলিতে লাগিলেন "বড়ই অশুভক্ষণে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছ। তোমাকে এ যাত্রা গৃহে ফিরিতে হইবে। তোমার সঙ্গীদের কাহারও শরীরে বিশেষ আঘাত লাগে নাই। অল্প শুশ্রূষায় তাহারা আরোগ্যলাভ করিয়াছে।"

"এখনি কি যাইতে হইবে?"

"এখনি। এখন রওনা হইলে দ্বিপ্রহরের মধ্যে বাড়ী পৌঁছিতে পারিবে। তোমার সঙ্গে কাহারও যাইবার প্রয়োজন না হইলেও, মা আমার ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন ভাবিয়া, বেচুকে তোমার সঙ্গে পাঠাইতেছি।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম—"বেচু? সে কি বাঁচিয়া আছে?"

"আছে বৈ কি দাদা বাবু!" বলিতে বলিতে বেচু একটা ছোট হুঁকার উপরে কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। ছোট-ঠাকুরদার হাতে হুঁকাটা দিয়া আবার বলিল—"মরি নাই।"

ব্রাহ্মণ একটা মোড়া আনিয়া দাদা মহাশয়কে বসিতে দিয়া বলিল—"খানিকটা দুধ ও ভাল চিঁড়া আনাইয়া রাখিয়াছি।"

দাদা মহাশয় শুনিয়া বলিলেন—"ভালই করিয়াছ। পথে প্রয়োজনে লাগিবে। কিন্তু এক জনের যোগ্য আহারে কি হইবে, সঙ্গে যে অনেক লোক রহিয়াছে।"

"তাহাদের জন্য জলপানের ব্যবস্থা করি।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

দাদা বলিলেন—"কি ভাই! পথে ফলারের কিছু যোগাড় দিই?"

আমি তাঁহার পা দুটা জড়াইয়া বলিলাম— "আপনাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।"

বেচু এই সময় আমার সহায়তা করিল,—বলিল "দাদাঠাকুর, চলুন না, গঙ্গাস্নান করিয়া আসি।"

দাদা মহাশয় কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিলেন। তার পর বলিলেন—"বেশ, চল।"

উল্লাসে আমার চক্ষে জল আসিল। ছোট-ঠাকুরদা তাহা দেখিলেন। দেখিয়া বলিলেন— "ভাই! দেখিতেছি, মা এত দিন পরে আমাকে আকর্ষণ করিয়াছেন। নতুবা সাত বৎসর পরে তোমার দেশে আসিবার মতি হইল কেন?"

আমি বলিলাম —"সত্যই আমি আপনাদের দেখিবার জন্য দেশে চলিয়াছিলাম। শুধু তাই নয়" —গোপালের কথা তুলিতে যাইতেছিলাম। কে যেন আমার মুখ চাপিয়া ধরিল। ভাবিলাম, দেখি, ছোট ঠাকুরদার মুখ হইতে গোপালের নাম বাহির হয় কি না।

ছোট ঠাকুরদাদা বলিলেন—"ভালই হইয়াছে— পথের মধ্যেই দামোদর আমাদের মিলন সংঘটন করিয়া দিয়াছেন। তবে চল, আমার মা-জননীকে একবার দেখিয়া আসি। ক্ষণেক অপেক্ষা কর, আমি এখনি আসিতেছি।" এই বলিয়াই তিনি উঠিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন।

আমার সহচরবর্গ পথের বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছিল। বোধ হয়, খুল্লপিতামহ তাহাদিগকে চটিতে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

নতুবা তাহাদের কেহই আমার সংবাদ লইতে আসিল না কেন ?

আমার নিকটে বেচু ভিন্ন আর কেহ ছিল না। আমি এই অবকাশে বেচুর সহিত কথা আরম্ভ করিলাম।

আমি বলিলাম—"বেচু! তুমি আমাদের কি অপরাধে ত্যাগ করিলে ?"

বেচু হাসিয়া বলিল—"আর বাবু, চিরকালই কি চাকুরী করিয়া মরিব! ছেলেপুলে সব ডাগর হইয়াছে। তাহারা যে যার নিজের পথ চিনিয়া লইয়াছে। এ সময় যদি ভগবানের নাম না লই ত আর কবে লইব ?"

"কেন, আমাদের ঘরে থাকিলে কি ভগবানের নাম লওয়া চলিত না ?"

"চলিলে চলিয়া আসিব কেন ?"

"কেন, আমাদের কি ধর্ম্মকর্ম্ম নাই ?"

"নাই, তা কেমন করিয়া বলিব ? যখন মা আছেন, তখন আছে বৈ কি ?"

"মা না থাকিলে কি আর আমাদের ধর্ম্ম থাকিবে না ?"

"কেন দাদা বাবু, আর ও সব কথা তুলিতেছ ? তোমাদের বড় ভালবাসি, এখনও মায়া কাটাইতে পারি নাই। ও কথা তুলিয়া আর মনঃকষ্ট দিও না।"

"না বেচু, তোমাকে আমাদের বাড়ীতে থাকিতে হইবে।"

"কেন আর বাবু গরীবের জাতি মারিতে চাও ? একবার ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি, আর কতবার করিব ?"

"আমাদের বাড়ী ছিলে বলিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল ?"

"হিঁদুর ছেলে মুরগীর ঝোল হাতে করিলাম, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না ?"

পিতার সেই অসুখ ও সেই সঙ্গে ডাক্তার বাবুর সেই ব্যবস্থার কথাটা মনে পড়িল। আমি বলিলাম-

"সে যে মুরগী, এ কথা তোমাকে কে বলিল ?"

"যিনি তোমাদের ধর্ম্মের ঘরের চাবি হাতে করিয়া আছেন, তিনিই বলিয়াছেন। বাবু, তোমাদের পবিত্র বংশ। তাই তোমরা ধর্ম্ম ছাড়িলেও ধর্ম্ম এখনও তোমাদের ত্যাগ করিতে পারেন নাই।"

"কে তিনি বেচু ?"

"তিনি তোমার মা। তিনিই আমাকে বলিয়াছেন, 'হিঁদুর ছেলে, সামান্ত দু' পয়সার জন্ত অমূল্য ধর্ম্ম হারাইবে কেন ? বেচু, আমি ইহাদের ভাবগতিক ভাল বুঝিতেছি না, তুমি দেশে ফিরিয়া যাও'।"

"এ কথায় তুমি মুরগী বুঝিলে কিসে ?"

"জিনিসটা হাতে করিবার সময় মনটা কেমন করিয়াছিল। মনে হইয়াছিল, আমি যেন কি একটা অস্পৃশ্য দ্রব্য হাতে করিতেছি। মায়ের কথায় সন্দেহটা বাড়িয়া গেল। আমি ডাক্তার-খানায় ফিরিয়া চুপি চুপি সন্ধান লইলাম। সন্ধানে যাহা জানিলাম, তাহাতে আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। আমি তখনই গঙ্গায় যাইয়া যত পারিলাম, ডুব দিলাম। তাহার পর মাকে প্রণাম করিয়া দেশে পলাইয়া আসিলাম। এখানে দাদা-ঠাকুরের আশ্রয় পাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আমার আর দেশে যাওয়া হইল না। ছোট ঠাকুরদা ও বেচুকে সঙ্গে লইয়া আমি কলিকাতায় ফিরিলাম।

পূর্ব্ব-রাত্রে দস্যুর আক্রমণের যতটা গুরুত্ব অনুভব করিয়াছিলাম, এখন দেখিলাম, তাহা নয়। হরিয়া ও দরোয়ানের আঘাত সামান্য, বেহারারা সকলেই অক্ষতদেহে ফিরিয়াছে। পাল্‌কীর উপরে আঘাতটা গুরুতর হইলেও তাহার সামান্ত ক্ষতি হইয়াছে। বুঝিলাম, আমরা সকলে ভয়েই মৃতপ্রায় হইয়াছিলাম। আরও বুঝিলাম, যদি আমরা সকলে কিঞ্চিৎ পুরুষোচিত সাহস দেখাইতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাদিগের এতটা লাঞ্ছনা হইত না। দস্যুদল যদি বলবান্ হইত, তাহা হইলে এ শীর্ণকায় ব্রাহ্মণের আগমন দর্শনে ভীত হইয়া পলায়নপর হইত না। চিন্তা করিতে গিয়া বিপদটা আমার কাছে ছোট হইয়া গেল, পূর্ব্ব-রাত্রির সমস্ত ঘটনা ছায়াবাজীর মত মনে হইতে লাগিল।

যাই হ'ক, মনের কথা মনেই বিলীন করিয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলাম। পিতামহের একান্ত অনুরোধে পাল্কীতে উঠিলাম। স্থানে স্থানে বিশ্রাম

লইয়া বেহারারা সহযাত্রীদের সঙ্গ লইতে লাগিল। যে পথ অবলম্বন করিয়া দেশে যাইতেছিলাম, সে পথে আমাদের ফেরা হইল না। খুল্লপিতামহের আদেশে আমরা চণ্ডীতলার পথ ধরিয়া উত্তরপাড়ায় অভিমুখে চলিলাম। কেন যে সে পথ অবলম্বন করিলাম, তাহা আমার সম্যক্ বোধগম্য না হইলেও, আমার মনে হইল, পথশ্রমের অনেকটা লাঘব হইবে বিবেচনা করিয়া, তিনি আমাদিগকে এই পথে চলিতে আদেশ করিয়াছেন। কেন না, উত্তরপাড়ায় পৌঁছিলে, সেখান হইতে সকলে নৌকাযোগে কলিকাতায় উপস্থিত হইতে পারিব।

চণ্ডীতলা অতিক্রম করিয়া আনুমানিক আধ ক্রোশ পথ আসিয়া একটা বৃক্ষতলে বসিয়াছি, এমন সময় দেখি, সেই দস্যুটা একটা গ্রাম্য-পথ অবলম্বন করিয়া আমাদের দিকে আসিতেছে।

প্রথমে সে আমাকে দেখিতে পায় নাই। সুতরাং নিঃশঙ্কচিত্তে সে বটবৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। আমি প্রথমে তাহাকে দেখিবামাত্র চমকিত হইয়াছিলাম। কিন্তু সে ভাব ক্ষণমধ্যেই দূর হইয়া গেল। আমি প্রতিশোধ লইবার জন্য উৎসুক হইলাম। আমার পাল্কী দেখিবামাত্র তাহার দ্রুত গতি মন্দীভূত হইয়া আসিল; তৎপরে আমাকে দেখিয়াই সে অগ্রগমনে বিরত হইল। আমি বুঝিলাম, সে পলায়নের উদ্যোগ করিতেছে। বুঝিবামাত্র উচ্চকণ্ঠে ছোট ঠাকুরদাদাকে ডাকিলাম। বেহারারাও তাহাকে চিনিল। কিন্তু এক পদও অগ্রসর না হইয়া, পরস্পরে জড়াজড়ি করিয়া আমার সঙ্গে চীৎকার জুড়িয়া দিল।

তুলা সিং, হরিয়া প্রভৃতি আসিতে না আসিতে দস্যু অদৃশ্য হইল। তুলা সিং নিকটে আসিয়া যেমন সমস্ত কথা শুনিল, অমনি লাঠি কাঁধে ডাকাতের উদ্দেশ্যে গ্রামাভিমুখে ছুটিল এবং অল্পক্ষণ পরেই ফিরিল। তাহার কাঁধের লাঠি কাঁধেই রহিল, পাপিষ্ঠ ডাকাতের পিঠে পড়িবার অবকাশ পাইল না। হরিয়া ডাকাতের কথা শুনিবামাত্র কাঁপিতে আরম্ভ করিল। সে ভাবিয়াছিল, দস্যু এখনও তাহাদের পিছু ছাড়ে নাই।

আমি তাহাকে আশ্বাস দিয়া তাহার ভয় দূর করিতেছি, এমন সময় ঠাকুরদাদা এক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন।

ব্রাহ্মণ আসিয়াই তাহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতে আমাকে অনুরোধ করিল। তখন বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। শরতের রৌদ্র প্রখরতায় নিদাঘমার্ত্তণ্ড-তাপকেও পরাস্ত করিয়াছে। তৃষ্ণায় আমি বিশেষ কাতর হইয়াছিলাম এবং সেই জন্য স্নানাদি কার্য্য ও বিশ্রামের আমার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল। ঘটনাপরম্পরায় আমার চিত্ত তখন এত দূর ব্যাকুল হইয়াছিল যে, আমি মনে করিলাম, বাড়ীতে পৌঁছিতে না পারিলে কিছুতেই সুস্থ হইতে পারিব না।

আমি ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলাম। ব্রাহ্মণের সাগ্রহ আবেদন, পিতামহের অনুরোধ সমস্তই উপেক্ষা করিলাম। বিফলমনোরথ হইয়া ব্রাহ্মণ বিষণ্ণ-মনে ফিরিয়া গেল। এমন সময় বেচু আসিল। বেচু উৎফুল্ল হইয়া আসিতেছিল। ঠাকুরদাদা ও বেচুর ভাবে বোধ হইল, তাহারাই পূর্ব্ব হইতে আমার আহারাদির ব্যবস্থা করিতেছিল। ব্রাহ্মণকে ফিরিতে দেখিয়া এবং দাদার কাছে আমার যাওয়া হইল না শুনিয়া, বেচু ক্ষুণ্ণ হইল। বলিল—"শুনিবামাত্র ব্রাহ্মণ সমূহ আয়োজন করিয়াছে।"

আমি বলিলাম—"আমি ত তোমাদের আগে আগে আসিতেছি। তোমরা বরাবরই আমার পশ্চাতে আসিতেছিলে। এরই মধ্যে ব্রাহ্মণ কখন্ সংবাদ পাইল যে, 'সমূহ' আয়োজন করিয়া ফেলিল?"

বেচু বলিল—"আমি ব্রাহ্মণকে সংবাদ দিবার জন্য অনেক আগে পথ ছাড়িয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়াছিলাম।"

আমি। কিন্তু আমি ত তার সংবাদ রাখি নাই। আমি যদি এখানে বিশ্রাম না করিয়া বরাবর চলিয়া যাইতাম?

বেচু। কেমন করিয়া যাইবেন? আমি যে বেহারাদের এই গাছতলায় অপেক্ষা করিতে বলিয়াছি।

আমি। তথাপি আমি এটা বিশ্বাস করিতে পারি না যে, এই অল্পসময়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ 'সমূহ' আয়োজন করিয়া ফেলিয়াছে।

বেচু। আপনি ঐ ব্রাহ্মণকে কি দেখিলেন বাবু? হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড় আর শুধু পা দেখিয়া আপনি হয় ত উহাকে রাঁধুনী মনে করিয়াছেন।

আমি। তাই ত করিয়াছি। তাহা ছাড়া ও ব্যক্তি আর কি হইতে পারে?

ছোট ঠাকুরদাদা কথায় বাধা দিলেন। বলিলেন —"যাক, যখন যাওয়া হইল না, তখন আর বাগ্বিতণ্ডায় প্রয়োজন কি?"

বেচু ঈষৎ রুক্ষকণ্ঠে বলিল—"যাওয়া যখন আপনার হাত নয় জানিতেন, তখন এ গরীব ভৃত্যকে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে পাঠাইয়া কেন অপ্রস্তুত করিলেন? ব্রাহ্মণ ইহারই মধ্যে পুকুর হইতে রাশীকৃত মাছ ধরাইয়া রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিয়াছে। দুধ, ক্ষীর ভারে ভারে আসিয়াছে।"

ঠাকুরদা বলিলেন—"ভয় নেই বেচু, ও আতিথেয় ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথির অভাব হইবে না। তবে ভাইজীকে যে উদ্দেশ্যে এই পথে আনিয়াছিলাম, তাহা পণ্ড হইল। গঙ্গাতীরে পৌঁছিতে তৃতীয় প্রহর হইবে, বাটী পৌঁছিতে সন্ধ্যা। সুতরাং পথের কোনও স্থানে আহারের ব্যবস্থা না করিলেও যে চলিবে না! আমরা বিশ্রামযোগ্য স্থান পরিত্যাগ করিয়া প্রায় এক ক্রোশ চলিয়া আসিয়াছি। এখন উত্তরপাড়া ভিন্ন পথের মাঝে অন্য কোনও স্থানে হাটবাজার নাই। তা হ'লে উপায়?"

আমি বলিলাম—"আমার আহারের প্রয়োজন নাই।"

দুধ-ক্ষীরের কথা শুনিয়া তুলা সিং বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। সুতরাং সেই সঙ্গে সে আমার শারীরিক মঙ্গলচিন্তায় বিশেষ ব্যস্ত হইয়া আমাকে আতিথ্য-গ্রহণে অনুরোধ করিল। আমি তাকে ভোজনপটু বলিয়া তিরস্কার করিলাম। বলিলাম—"কাল তুমি পেটের জন্য আপনাকে বিপদে ফেলিয়াছ, আজ আবার সেই খাওয়ার কথা তুলিতে তোমার লজ্জা করে না? তোমার ও প্রকাণ্ড লাঠি আজ গঙ্গাতীরে যাইয়া গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দাও।"

লাঠি ফেলার কথা শুনিয়া তুলা সিংএর বড়ই অপমান বোধ হইল। তখন সেই অনুদ্দিষ্ট শ্বশুরাত্মজকে প্রিয় সম্বোধন করিতে করিতে তাহার অন্ধকারের গোপন-রহস্যের উপর যথেষ্ট কটূক্তি প্রয়োগ করিল এবং আজ তাহাকে ধরিতে পারিলে, তাহার সঙ্গে সম্বন্ধের যে একটা পূর্ণ মীমাংসা করিয়া লইত, তাহা ভূমিতে বার কয়েক লাঠির আঘাতে প্রমাণ করিয়া দিল।

আমি তাহাতে বড় আশ্বস্ত হইলাম না। আমি চলিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলাম।

পিতামহ বেচুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ভাইজীর কথায় আর প্রতিবাদ করিও না—সঙ্গে চল।"

সেই দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে সকলেই আমার অনুগামী হইল।

বটবৃক্ষমূল হইতে রশীখানেক পথ চলিয়াছি, এমন সময় পথের পার্শ্বের গুল্মকুঞ্জবহুল এক আম্রকাননের ভিতর হইতে পূর্ব্বরজনীর সেই সুপরিচিত কর্কশ কণ্ঠ আমাদিগকে অগ্রগমনে বিরত হইতে আদেশ করিল।

লোকপূর্ণ পল্লীর সন্নিকটে আসিয়া, যথেষ্ট সাহস, যথেষ্ট লোকবল সত্ত্বেও মন্ত্রাদিষ্টের মত আমরা চলিতে বিরত হইলাম। আমার ভোজন-বিশারদ শরীররক্ষীর স্কন্ধ হইতে নিরীহ বংশশিশু ভূপতিত হইল।

আমি পাল্কীর ভিতর হইতেই তুলা সিংএর অবস্থা দেখিলাম। দেখিয়াই তাহার উপরে জীবন-নির্ভরতা পরিত্যাগ করিলাম। অনন্যোপায় হইয়া খুল্লপিতামহকে ডাকিলাম—"দাদা মহাশয়!"

পিতামহ উত্তর করিলেন—"ভয় কি ভাই, নিকটেই আছি।"

বেচু পাল্কীর কাছে আসিয়া বলিল—"ভয় কি দাদাবাবু! যেখানে দাদাঠাকুর আছেন, সেখানে যম পর্য্যন্ত আসিতে পারিবে না। কে আসিতেছে, আর কেনই বা আসিতেছে, দাঁড়াইয়াই দেখা যাক্।"

নিরুপায়ে আমাকে আশ্বস্ত হইতে হইল। হরিয়া তুলা সিংএর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কাপড় আঁটিয়া পরিতেছিল। অন্তরালস্থ দস্যুর চীৎকারে তাহার বসন ত্রস্ত হইয়াছিল কিনা, তাহা জানা যায় নাই, কিন্তু তাহার হৃদয়-কবাটটা যে খুলিয়া গিয়াছে, তাহা বেশ বুঝা গেল। বেচু যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কি হরি! মালকোচা করছিস, ডাকাতের সঙ্গে লড়াই দেবার জন্য, না ছুট দেবার জন্য?" তখন হরিয়া মাতৃভাষার স্রোতের উপর দিয়া কতকগুলা মনের কথা এত দ্রুত ভাসাইয়া দিল যে, আমার কর্ণরন্ধ্রের খুলি দিয়া শত চেষ্টাতেও তাদের একটাকেও ধরিতে পারিলাম না।

একটা শৃগাল এক দিক হইতে রব তুলিলে যেমন সহস্র শৃগাল চারিদিক হইতে বিষম কোলাহলে নৈশ-সমীরণ কাঁপাইয়া তুলে, হরিয়ার

কথায় আটটা বেহারাও সেইরূপ তুলিল। তাহারা আমার পাল্কী নামাইল। ভাবে বোধ হইল, এইবার তাহারা আমাদের ফেলিয়া পলাইবে। এমন সময়ে দস্যু তাহাদের গন্তব্য পথের মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে আটক করিল।

আমি সাহসে ভর করিয়া পাল্কীর বাহিরে আসিলাম। দস্যু ধীরে ধীরে আমাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার হাতের লাঠি তাহাকে ছাড়াইয়া হাতখানেক উর্দ্ধে উঠিয়াছিল। সে সেই লাঠি পথের পার্শ্বের একটা খেজুরগাছে ঠেস দিয়া রাখিল; তার পর রিক্তহস্তে আমার কাছে উপস্থিত হইল। তাহার কার্য্য দেখিয়া সকলেই অবাক্, তাহার সাহস দেখিয়া আমরা সকলেই বিস্মিত। বেহারা হইতে আরম্ভ করিয়া পিতামহ পর্য্যন্ত সকলেই স্থিরভাবে যে যাহার স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। কাহারও মুখে কথা নাই। সেই দ্বিপ্রহরের রবিকরতপ্ত পথে নিশ্বাস পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া আমরা সেই বৃদ্ধের গতিবিধি দেখিতেছিলাম। সমীরণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ।

বৃদ্ধ আমাদের কাছে আসিয়াই আমাকে প্রণাম করিল। তার পর বলিল—"আমার মনিব তোমাদের জন্ত আহারের উদ্যোগ করিয়াছেন। তোমরা আহার না করিয়া কেহই এখান হইতে যাইতে পারিবে না।"

কোথা হইতে কি হইল! কি ব্যবহার প্রত্যাশা করিতে, এ কি ব্যবহার প্রাপ্ত হইলাম। মনে মুহূর্ত্তের ভিতরে নানারূপ তর্ক উঠিল। একবার মনে করিলাম, লোকটা যাহা বলিতেছে, তাহা সত্য; আবার মনে হইল, হয় ত এ আমার সঙ্গে প্রতারণা করিতেছে। একা এত লোকের সঙ্গে যুঝিতে পারিবে না, কৌশলে আয়ত্ত করিবার চেষ্টায় আছে।

আমার সাহস হইল, কথা ফুটিল। আমি বলিলাম,—"তুমিই ত কাল আমাদিগকে মাঠের মাঝে আক্রমণ করিয়াছিলে?"

বৃদ্ধ হাসিয়া উত্তর করিল—"আক্রমণ করিলে কি তোমরা কেউ প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারিতে হুজুর! আমি একটু তামাসা করিয়াছিলাম। বিনা অপরাধে তোমার এই ভোজনদড় ভোজপুরীটা আমার অপমান করিয়াছিল। তাই তাকে একটু শিক্ষা দিয়াছিলাম।"

আমি বলিলাম—"যে কার্য্য করিয়াছ, জান, তার জন্ত তোমাকে জেলে যাইতে হইবে?"

বৃদ্ধ পূর্ব্ববৎ হাসিয়াই উত্তর দিল—"মান রাখিতে হইলে জেলের ভয় করিলে চলে না। সে যা হইবার পরে হইবে, এখন আমার মনিবের ঘরে পায়ের ধূলা দিবে বল।"

"আমার যাওয়া চলিবে না।"

"চলিতেই হইবে।"

দস্যুর ব্যবহার দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া তুলা সিংএর সাহস ফিরিল। সে বলিল—"হুজুর নেহি যাগা।"

বৃদ্ধ একটু ঘৃণার সহিত বলিল—"তুই থাম্ বাপু, আর বড়াই করিস্ না।" তাহার উত্তরের ভাবে বোধ হইল, তুলা সিংএর উপর তাহার রাগ মরে নাই। সে বলিতে লাগিল—"তুই ত তোর মনিবের লাঞ্ছনার কারণ। তোর জন্তই ত এই পঁচাত্তর বৎসর বয়সে আমাকে ব্রাহ্মণের গায়ে হাত তুলিতে হইয়াছে।" তৎপরে সে আমার দিকে ফিরিয়া বলিল,—"হুজুর! আর দেরী করো না, বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে।"

আমি তখন তাহার পঞ্চসপ্ততি বৎসর বয়সের দেহসৌষ্ঠব ও বিক্রম দেখিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধভাবে চিন্তা করিতেছিলাম; সুতরাং তাহার কথায় কোনও উত্তর দিলাম না। আমার পরিবর্ত্তে তুলা সিং রুক্ষস্বরে উত্তর করিল—"কভি নেহি যাগা।"

"আলবৎ যাগা" বলিয়াই বৃদ্ধ আমার দিকে চাহিয়া বলিল,—"কি হুজুর! যাবে কি না যাবে বল।"

তুলা সিং এই উত্তর শুনিয়াই নিরুত্তর। হরিয়া ও বেহারারা আবার পলায়নোন্মুখ হইল। বৃদ্ধ নয়নের ইঙ্গিতেই তাদের গমনে নিরস্ত করিল।

খুল্লপিতামহ ও বেচু উভয়েই নীরব। তাহাদের নীরবতায় আমার মনে অভিমান আসিল, একটিমাত্র কথার সাহায্য না করায় আমার মনে হইল, খুল্লপিতামহ আমার এ অপমানে বৃদ্ধের সাহায্য করিতেছেন। আমি একবার তাঁহার দিকে চাহিলাম, দেখিলাম, তিনি মাটীর দিকে চাহিয়া আছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম—"দাদা মহাশয়! কি করিব?"

ঠাকুরদাদা মুখ তুলিয়া উত্তর দিলেন—"আমি কি বলিব, তোমার যাহা অভিরুচি।"

"এরূপভাবে অপমানিত হইয়া আমার আতিথ্য গ্রহণ করিতে অভিলাষ নাই।"

"কিন্তু উহারা যে ছাড়িতে চাহিতেছে না।"

"আমার বিশ্বাস, আপনি বলিলেই ছাড়ে।"

"বেশ, বলিয়া দেখি।" এই বলিয়া ঠাকুরদাদা গ্রামাভিমুখে গমনোদ্যত হইলেন, দুই চারিপদ অগ্রসর হইতে না হইতে সেই ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র দাদা মহাশয় বলিলেন—"মুখুয্যে মহাশয়! অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক অতিথি করিয়া গৃহস্থের ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। আপনি ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ—আপনি এ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে যাইতেছেন কেন?"

ব্রাহ্মণ বলিল—"বেশ, বাবু যদি এ গরীব ব্রাহ্মণের ঘরে পদধূলি দিতে ইচ্ছা না করেন, আমি সামগ্রীগুলা উঁহার সঙ্গে পাঠাইয়া দিই।"

আমি তাই শুনিয়া বলিলাম,—"আমি নিজেই যে কোন উপায়ে গৃহে ফিরিব! পথে কোথাও বিশ্রাম করিব না। সুতরাং আপনার সামগ্রী লইয়া কি করিব?"

ব্রাহ্মণ বলিল,—"বেশ, বাড়ীতেই লইয়া যান।"

আমি বলিলাম,—"প্রয়োজন নাই।"

ব্রাহ্মণ বলিল,—"তবে কি আমার আয়োজন পণ্ড হইবে?"

দাদা মহাশয় বলিলেন—"আজ মহাষ্টমীর দিন। মুখুজ্যে মহাশয়! আপনার ন্যায় পুণ্যশীল গৃহস্থের আতিথ্যের আয়োজন পণ্ড হইতে পারে না।"

ঠিক এমনি সময়ে একটি বালিকা সেখানে ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"দাদা মহাশয়! চলিয়া আসুন! আমাদের গৃহে এক চমৎকার অতিথি আসিয়াছেন।"

শুনিবামাত্র ব্রাহ্মণের চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। সে তখন দাদামহাশয়কে সভক্তি নমস্কার করিয়া বলিল—"আপনি সাধু, আপনার বাক্য মিথ্যা হইবে কেন? মহামায়া এ অধম সন্তানের প্রতি কৃপা করিয়াছেন। আপনি তবে শুনুন—আমি লোক ডাকিয়া এ বয়স পর্য্যন্ত অতিথি-সেবা করি নাই। অতিথি যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক আমার গৃহে পদধূলি দেন, তবেই তাঁর সেবা করি। এ বয়স পর্য্যন্ত একদিনও আনন্দময়ীর কৃপা হইতে বঞ্চিত হই নাই। তৃতীয় প্রহরের মধ্যে যেখান হইতেই হউক না, আমার অতিথিরূপে আসিয়া আমাকে কৃপা করিয়াছেন। আজ আপনার এই সেবক আপনাদের আগমনবার্ত্তা আমাকে শুনাইয়াছিল। আমি উহার কথামত উৎফুল্ল হইয়া ইহাদের জন্য আয়োজন করিয়াছিলাম। না আসার কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম, জ্ঞান হারাইয়াছিলাম। তাই এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি। তোমাকে অনর্থক কষ্ট দিয়াছি। আমার মনের কথা শুনিলে, আমার অপরাধ লইও না।"

আমি যে কিরূপ অপ্রস্তুত হইলাম, তাহা আপনারাই অনুমান করিয়া লউন। হায়! পদে পদে লাঞ্ছনায় শিক্ষা পাইতেছি, তবুও আমার জ্ঞান হইল না। আমি এবার মনে করিলাম, ব্রাহ্মণের ঘরে অতিথি হই। কিন্তু অসদ্ব্যবহারে আমি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলাম, সুতরাং ফিরিতে আমার সাহস হইল না। আর একটি বিশেষ কারণে আমার ফিরিবার ইচ্ছা ছিল, তাহা পরে বলিতেছি। আমিও করযোড়ে ব্রাহ্মণের কাছে ক্ষমা চাহিলাম। বলিলাম—"বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে আপনার গৃহে অতিথি হইতাম। আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারিলাম না বলিয়া আমি দুঃখিত।"

অবশ্য আপনাদের এটা বুঝাইতে হইবে না, এটা ইংরাজী আদবকায়দা। আমার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না এবং দুঃখটাও যে কি, সম্যক্ তাহা অনুভব করিতে পারি নাই। আমরা ইংরাজীভাবের অনুকরণে আজকাল হাসিতে হাসিতে শোক-সভা করিয়া থাকে। শোক-সভা আজকাল একটা উৎসবের স্থান অধিকার করিয়াছে। আমিও কালের মর্য্যাদা রাখিতে দুঃখ প্রকাশ করিলাম। ব্রাহ্মণ আমার কথায় সন্তুষ্ট হইল।

দাদামহাশয় বলিলেন—"আপনার গৃহে অতিথি হইয়া ধন্য হইব মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু মহামায়ার ইচ্ছা নয় বলিয়া হইল না। অতিথি হইবার ইচ্ছা রহিল, ভাগ্যে থাকে হইবে।"

ব্রাহ্মণ সেই কথা শুনিয়া যোড়করে ভক্তিগদ্গদ স্বরে বলিল,—"সে শুভ ভাগ্য কি আমার হইবে?"

দাদামহাশয় বলিলেন—"ভাইজীউর সঙ্গে যাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি,—না যাইলে বাক্য মিথ্যা হইবে। আমিও আজ হইতে সে শুভ ভাগ্যের প্রতীক্ষা করিতে রহিলাম।"

আমিও দাদার দেখাদেখি বলিলাম,—"আমারও আপনার অতিথি হইবার ইচ্ছা রহিল। প্রতিশ্রুত

হইতেছি, যদি কখনও এ দিকে আসি, আপনার আতিথ্য গ্রহণ করিব।"

এই সময় সেই বৃদ্ধ দস্যু ভূমিষ্ঠ হইয়া আমার পদে মস্তক অবনত করিল এবং বলিল—"হুজুর! কাল রাত্রের বেয়াদবী মাপ করিতে আজ্ঞা হয়।"

বৃদ্ধকে শাস্তি দিবার আমার বলবতী ইচ্ছা হইয়াছিল। মনে করিয়াছিলাম, যখন তাহার আবাস-স্থানের সন্ধান পাইয়াছি, তখন ঘরে ফিরিয়া পুলিসকে সমস্ত ঘটনা জানাইব। কিন্তু ঘটনাস্রোতে পড়িয়া বৃদ্ধকে ক্ষমা করিতে হইল।

ব্রাহ্মণ একবার বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল—"কাল রাত্রে কি করিয়াছিলে কালু?"

আমি বলিলাম—"জানিবার প্রয়োজন নাই।" দাদা মহাশয়ও বলিলেন, "জানিবার প্রয়োজন নাই।" ব্রাহ্মণ আর জিজ্ঞাসা করিল না। দাদা মহাশয়কে নমস্কার করিয়া—পৌত্রী কি দৌহিত্রী জানি না—নাতিনীর হাত ধরিয়া ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিল। বৃদ্ধ দস্যু ব্রাহ্মণের অনুগামী হইল। দাদা মহাশয় বলিলেন—"আর কেন বিলম্ব ভাই, পাল্কীতে উঠ। এস, আবার চলিতে আরম্ভ করি।"

আমরা আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। চলিতে চলিতে বেচু একবার দাদাকে জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁ দাদাঠাকুর! চমৎকার অতিথি, কি রকম বুঝিতে পারিলে?"

দাদা বলিলেন—"বোধ হয়, কোন সন্ন্যাসী আসিয়া আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছেন।"

বেচু। তা হইতে পারে। কিন্তু চমৎকার অতিথির যে সংবাদ লইয়া আসিল, সেরূপ চমৎকার কন্যা আর কখনও দেখিয়াছ কি?

দাদা। তুমি দেখিয়াছ কি?

বেচু। না, দাদা ঠাকুর, আমি দেখি নাই।

দাদা ক্ষণেক নীরব রহিলেন, তার পর বলিলেন—"সাক্ষাৎ দেবীমূর্ত্তি। যে উহার স্বামী হইবে, সে শিবতুল্য ভাগ্যবান্।"

"শড়া বড় ভারী"—কাব্যরস-সম্পন্ন আমার বাহক-প্রণয়ীদিগের মধুর আপ্যায়ন-কোলাহল দাদা মহাশয়ের কথা ডুবাইয়া দিল। বেহারাদের গতি ও কথা রোধ করিতে আমি সাহসী হইলাম না। মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার নিকট হইতে দারুণ নিয়তি কর্ত্তৃক আমি অপহৃত হইলাম।

যাইতে যাইতে আপনাদের বলি—ঐ বালিকাটিকে দেখিয়া আমার ব্রাহ্মণগৃহে যাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল। বালিকার বয়স অনুমান দশ বৎসর। কলিকাতার বহু ধনাঢ্যের সহিত সংস্রবহেতু আমি অনেক সুন্দরী বালিকা—ব্রাহ্মণ-কায়স্থের কন্যা দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ নয়নাভিরাম কোমল মূর্ত্তি আমি আর কখনও দেখি নাই। বনান্তরাল হইতে বাহির হইয়া যখন বালিকা আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তখন মনে হইয়াছিল, যেন শ্যামাপ্রকৃতি মূর্ত্তি ধরিয়া আমাকে স্নিগ্ধচ্ছায়ায় শীতল করিতে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছে।

কিন্তু কেমন করিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিব? হায় ব্রাহ্মণ! জুতা-জামা ও নির্ম্মল বস্ত্র না পরিয়া এমন অমূল্যরত্নের অধিকারী তুমি রাঁধুনী বামুনের বেশে আমাকে প্রতারিত করিলে কেন?

পাল্কীর ভিতরে বসিয়া ঠাকুরদাদাকে লুকাইয়া বেহারাদের উচ্চঘন প্রিয়সম্বোধনের অন্তরালে একবার গাহিলাম—"দোষ কারও নয় গো মা। আমি স্বখাত-সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।"

পথে আর উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনা ঘটে নাই। কলিকাতায় পৌছিতে আমাদের সন্ধ্যা হইল। ছোট ঠাকুরদা ও বেচু গঙ্গাস্নান করিবার জন্য আমাকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। আমি কিন্তু তাহা না করিয়া হরিয়া ও দরোয়ানকে বাটী পাঠাইয়া দিলাম এবং বেহারাদেরও বিদায় দিলাম। নানাপ্রকারে কষ্ট সহিয়াছে বলিয়া আমি তাহাদের যথেষ্ট পুরস্কৃত করিলাম।

হরিয়ার চলিয়া যাইবার সময় তাহাকে পথের বিপদের কথা মায়ের কাছে বলিতে নিষেধ করিয়া, আমি পিতামহের স্নানের অপেক্ষায় গঙ্গাতীরে বসিয়া রহিলাম।

আমি এখনও পর্য্যন্ত ছোট ঠাকুরদার কাছে গোপালের কথা তুলিবার অবকাশ পাই নাই। পিতামহের স্নানান্তে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব স্থির করিয়াছি। সমস্ত দিবস অনাহার। পথে এক স্থানে মিষ্টান্ন মুখে দিয়া জলপানে তৃষ্ণার নিবারণ করিয়াছি মাত্র। অনাহারে পথকষ্টে চিন্তা-তরঙ্গের মুহুর্মুহুঃ ঘাতপ্রতিঘাতে শরীর ও মন একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি আমি বাড়ীতে যাইলাম না। গোপালের কথা জিজ্ঞাসা

করিব বলিয়া পিতামহের স্নানের অপেক্ষায় তথায় বসিয়া রহিলাম।

যাত্রার প্রারম্ভে পিতামহ প্রগলভ হইয়াছিলেন—আমার মনস্তুষ্টির জন্য অনেক কথা কহিয়াছিলেন। যতই তিনি কলিকাতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার কথা কমিতে লাগিল। কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াই তিনি একরূপ নিরুত্তর। যা দুই একটা কথা কহিবার, তা বেচুই কহিতেছে।

বেচু বলিল—"দাদাঠাকুর! স্নানটা একটু শীঘ্র সারিয়া লইবার ব্যবস্থা করুন।"

খুল্লপিতামহ বলিলেন—"কেন?"

বেচু। দাদাবাবু সারাদিন অনাহারে—

পিতামহ। তাহাতে কি?

বেচু। আপনার মত ত তাঁহার উপবাস করা অভ্যাস নাই।

পিতামহ। অভ্যাস নাই বা থাকিল, তাহাতেই বা কি? ব্রাহ্মণদেহ,—আপাততঃ ক্রিয়া না থাকিলেও উহাতে সমস্ত শক্তিবীজ নিহিত আছে।

বেচু। তোমার ও আধ্যাত্মিক কথা বুঝিবার শক্তি নাই। দেখিতেছ না, দাদাবাবুর মুখ বিবর্ণ হইয়াছে!

পিতামহ। বেশ, তুমি শীঘ্র স্নান সারিয়া ভাইজীকে সঙ্গে লইয়া যাও। আমার যাইতে বিলম্ব হইবে। আমি অনেককাল পরে মায়ের স্নিগ্ধ কোলে আবার আশ্রয় পাইতেছি, আমি সহজে উঠিতে পারিব না।

শুনিবামাত্র আমি বলিয়া উঠিলাম—"না দাদা-মহাশয়! আমার কিছুই কষ্ট হয় নাই। আপনি যতক্ষণ পারেন, স্নান করুন—আমি আপনাকে সঙ্গে না লইয়া বাড়ী যাইব না।"

বেচু। অনেক দূর এখনও আমাদের যাইতে হইবে।

আমি। তা হ'ক, আমি যাইব না।

বেচু। পূজার বাজার—তাহাতে বড়বাজারের পথ।

বেচু বেশ ভয় দেখাইল। সমৃদ্ধিতে কলিকাতা এখন বিশাল ইংরাজ-সাম্রাজ্যের সমস্ত নগরের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। যাঁহারা কেবল এ সময়ের কলিকাতা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কলিকাতার অবস্থা অনুমান করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। পথ-ঘাট একান্ত সংকীর্ণ ছিল, সেই সংকীর্ণ পথের দুই ধারে গভীর পাঙ্কল দুর্গন্ধময় জলপূর্ণ পয়ঃপ্রণালী। গলিতে আজি-কালিকার মত আলোর ব্যবস্থা ছিল না। বড়-বাজারের অনেক গলি দিবসেই অন্ধকারে ডুবিয়া থাকিত, রাত্রিতে তাহাদের অবস্থা যে কি ভীষণ, তাহা আপনারাই অনুমান করিয়া লউন। প্রায় প্রতি গলিতেই চোর ও জুয়াচোর তাহাদের চিরন্তন আবাস প্রতিষ্ঠিত করিয়া অবস্থিত থাকিত।

বেচুর কথায় সহসা মনের ভিতর ভয় জাগিয়া । তখন এ সময়ের মত গাড়ীরও আধিক্য ছিল না—পাল্কী পাওয়া যাইত বটে, কিন্তু বিপদ উপস্থিত হইলে, আরোহীর পাল্কীটি ভিন্ন দ্বিতীয় সহায় থাকিত না—উড়িয়া বাহক পাল্কী সমেত আরোহী ফেলিয়া ঝড়ের আগে উড়িয়া যাইত।

তথাপি সাহসে নির্ভর করিয়া আমি উত্তর করিলাম,—"তা হ'ক, আমি দাদামহাশয়ের সঙ্গে যাইব।"

"বেচু! আর সময় নষ্ট করিও না—স্নান কর।" এই বলিয়াই ছোট ঠাকুরদা জলে নামিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রতিশ্রুত হইয়া বড়ই বিপদে পড়িয়াছি। ফলারে ব্রাহ্মণ মিষ্টান্ন-গর্ভ দধি-সরোবরের কাছ হইতে যেমন উঠিতে উঠিতেও উঠিতে চায় না, খুল্ল-পিতামহেরও সেই অবস্থা ঘটিয়াছে দেখিতেছি। এই পঙ্কিল-জলা জাহ্নবীতে দাদা কি জানি কি রস পাইয়াছেন যে, চারি ঘণ্টা অবিরাম সেই রসপান করিয়াও তাঁহার তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইল না। লোহিত সূর্য্য সম্মুখে করিয়া বসিয়াছিলাম, সে কোন্ কালে ডুবিয়া গিয়াছে। মহাষ্টমীর আরতি বাদ্য সহরের চারিদিক হইতে দাদাকে আহ্বান-নিমন্ত্রণ করিয়া অবসাদে নীরব হইল, দাদা উঠিলেন না। দুই একটা তারা পশ্চিমাকাশে ভাসিল, ডুবিল,—দাদা উঠিলেন না। জাহ্নবী তৃষ্ণানিবারণের জন্য, সাগর হইতে জল আনিয়া, দাদার মুখের কাছে তরঙ্গে তরঙ্গে তুলিয়া ধরিল। সে অতৃপ্ত পিপাসা নিবৃত্ত হইবার নয় ভাবিয়া, আবার সাগরাভিমুখে ফিরিয়া চলিল। এক এক করিয়া ঘাটের সিঁড়ির চারি

ধাপ উঠিয়া গঙ্গা আমার কাছ পর্য্যন্ত আসিয়া দাদাকে তুলিবার জন্ম অনুরোধ করিল,—আমার কথা কহিতে সাহস হইল না। প্রিয়ভক্ত বেচু পর্য্যন্ত অপেক্ষায় বিরক্ত হইয়া দাদাকে বার দুই তিন অনুচ্চ-স্বরে আহ্বান করিল ;—উত্তর না পাইয়া সেও আর তাঁহাকে ডাকিতে সাহস করিল না। তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া আমার কাছে বসিয়া জলগর্ভস্থ নিস্তব্ধ ব্রাহ্মণের নিস্পন্দাভিনয় দেখিতে লাগিল।

সন্ধ্যাবন্দনাদি নয়, জপ নয়, স্তোত্রপাঠ নয়—খুল্ল পিতামহের সে বিস্ময়কর কার্য্য আজও পর্য্যন্ত আমার দুর্ব্বোধ্য রহিয়া গিয়াছে। বরাবরই তাঁহার পানে চাহিয়া ছিলাম, কিন্তু মুহূর্ত্ত সময়ের জন্ম তাঁহাকে একটুও স্থানত্যাগ করিতে দেখি নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! খুল্ল-পিতামহের দেহ জলের উপরে যেটুকু জাগিয়া ছিল, জাহ্নবী শত চেষ্টাতেও সেটুকু আবৃত করিতে পারিল না—জল বৃহৎ তরঙ্গের উচ্চতা লইয়াও দাদার চিবুক স্পর্শ করিতে সমর্থ হইল না!

সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া কত লোক যে ঘাটে আসিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। তাহারা স্নানাহ্নিকাদি সারিয়া চলিয়া গিয়াছে। আর কেহ আসিতেছে না। আমি ও বেচু কেবল ঘাটে বসিয়া আছি।

নির্জ্জনতার পীড়ন ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। আমি বেচুকে বলিলাম—"বেচু! তুমি এইবারে দাদাকে উঠাও।"

বেচু বলিল,—"না দাদা বাবু, আমি পারিব না। পারেন ত আপনি উঠান।"

আমি জলের সমীপে একটু অগ্রসর হইয়া ডাকিলাম—"দাদামহাশয়!" উত্তর পাইলাম না। দুইবার, তিনবার—উত্তর পাইলাম না। তখন গা ঠেলিয়া তাঁহার উত্তর লইতে সঙ্কল্প করিলাম। কিন্তু দাদার অঙ্গস্পর্শ করিতে হইলে জলে নামিতে হয়। আমি জুতা জামা খুলিয়া বেচুর হাতে দিলাম, তাহার নিকট হইতে বস্ত্র লইয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলাম।

জলে সবে মাত্র পা দিয়াছি, এমন সময় একটি বৃদ্ধা রমণী কোথা হইতে সেই ঘাটে আসিল। আসিয়াই বলিল—"কর কি বাবা! ব্রাহ্মণ ধ্যানে বসিয়াছেন, তুমি তাহা ভঙ্গ করিতে যাইতেছ কেন?"

তাহাকে দেখিবামাত্র ও কথা শুনিবামাত্র বেচু বলিয়া উঠিল—"কাজ নেই দাদা বাবু, উঠিয়া আসুন।"

ইতোমধ্যে বৃদ্ধা আমার সমীপস্থ হইয়া জলে পা দিয়াছে। আমি তাহার কুৎসিত আকৃতি ও মলিন বেশ দেখিয়া তাহার কথার উত্তর দিতে ইচ্ছা করিলাম না। বেচুর কথার উত্তরে বলিলাম—"তবে কি সমস্ত রাত এই গঙ্গার ঘাটে বসিয়া থাকিব?"

বৃদ্ধা বলিল—"কোথায় যাবে বাবা?" আমি উত্তর দিলাম না। বেচু আমার হইয়া উত্তর করিল—"আমরা পটলডাঙ্গায় যাইব।"

বৃদ্ধা। সে ত আর দূর নয়। উঁহার ধ্যানভঙ্গের অপেক্ষা কর।

বেচু। ঠাকুর চারি ঘণ্টার উপর বসিয়া আছেন।

বৃদ্ধা। উনি আরও এক ঘণ্টা সময় পরে উঠিবেন।

বেচু। রাত কত?

বৃদ্ধা। দুপুর বাজে বাজে হইয়াছে।

বেচু। আরও এক ঘণ্টা বসিতে হইলে দাদা-বাবুর বড়ই কষ্ট হইবে; উনি সমস্ত দিন কিছুই আহার করেন নাই।

বৃদ্ধা। কিছু খাবার আনিয়া দিব কি?

এরূপ কথায় আমার বৃদ্ধার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়াই কর্ত্তব্য ছিল, তাহা না হইয়া আমি তাহার এই মমতায় বরং ক্রুদ্ধ হইলাম।

সারাদিনের উপবাস এ ক্রোধে অনেকটা সাহায্য করিল। তাহার পর দ্বিপ্রহরের কথা শুনিয়া আমি একেবারে ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। আমি বলিলাম—"তোমাকে কিছু আনিতে হইবে না।"

এই বলিয়াই খুল্ল-পিতামহকে ডাকিতে লাগিলাম—"দাদা মহাশয়!"—উত্তর পাইলাম না। উচ্চতরস্বরে সম্বোধন করিলাম,—"দাদা মহাশয়, উঠিয়া আসুন!" উত্তর পাইলাম না। এইবারে দাদার ব্যবহারে বিরক্ত হইলাম। এমন কি আহ্নিক, আমার একটা কথায় উত্তর দিবারও অবসর নাই! দাদার বুজরুকি ভাঙ্গিয়া দিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া জলে অবতীর্ণ হইলাম। এক গলা জলে নামিয়া যেমন দাদার গায়ে হাত দিয়াছি, অমনি—কি বলিব। আজও পর্য্যন্ত স্মরণে আমার রোমাঞ্চ হইতেছে—দাদার সেই কমনীয় দেহ বায়ুপূর্ণ কুম্ভবৎ গভীর জলে ভাসিয়া গেল!

"কি করিলে দাদা বাবু।" এই বলিয়া বেচু উপর হইতে উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই মলিনবেশা কদাকার বৃদ্ধার বিকট হাসি। সে বিভীষিকাময় হাস্য যে না শুনিয়াছে, সে তাহার বিকটতা কিছুতেই অনুভব করিতে পারিবে না। প্রথমে আমি স্তম্ভিত হইলাম; চারিদিক যেন অন্ধকার দেখিলাম। জাহ্নবী তরঙ্গে তরঙ্গে যেন সেই চীৎকার আলিঙ্গন করিল। প্রতিধ্বনি পরপার হইতে শতঝঙ্কারে ছুটিয়া আসিয়া আমার কর্ণাবরোধ করিল। আমি ভয়ে জল হইতে উঠিয়া পড়িলাম।

উঠিয়া দেখি, সে জীবন্ত ডাকিনীমূর্ত্তি কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে।

বেচু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"দাদা বাবু! কি করিলে?"

আমি কোন উত্তর দিতে সমর্থ হইলাম না। আর একবার জাহ্নবীর দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, দাদার দেহ নদীর স্রোতে কোন্ অনির্দ্দিষ্ট দেশে ভাসিয়া গিয়াছে।

"দাদামহাশয়! দাদামহাশয়!"—

কোন্ দূর দিগন্তাগত সেই ডাকিনীর বিকট হাস্যের মর্ম্মভেদী প্রতিধ্বনি আমার আকুল চীৎকারকে উদরস্থ করিয়া ফেলিল।

"বেচু! এখন কি করিব!" কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আমি বেচুকে প্রশ্ন করিলাম।

ভৃত্য বেচু আর আমার মর্য্যাদা রাখিল না। মর্ম্মবেদনায় অতি ক্রোধে সে বলিয়া উঠিল—"আবার কি করিবে? মহাপাপী, ব্রহ্মহত্যা করিলে! তোমার সঙ্গে পড়িয়া আমি আমার গুরুকে হারাইলাম। যাও ঠাকুর, ঘরে চলিয়া যাও।"

"তুমি?"

"আমি কোথায় যাইব?"

"দোহাই ভাই, মনের অবস্থা বুঝ, ক্রোধ করিও না।"

"ও পাপসঙ্গ আর করিতেছি না।" এই বলিয়াই বেচু তীরভূমি অবলম্বন করিয়া উন্মত্তের মত ছুটিল। অগণ্য নৌকা তীরভূমি অবরোধ করিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে বেচু অদৃশ্য হইয়া গেল।

জনপূর্ণ নগরে উৎসবময় মহাষ্টমীর নিশায় আমি একাকী—যেন জীবনহীন শ্মশানে উপস্থিত হইয়াছি! ঘরে ফিরিবার চিন্তায় হৃদয় দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল। সমস্ত সঙ্গীকে অগ্রেই পরিত্যাগ করিয়াছি। সঙ্গে অর্থ রাহিয়াছে; এরূপ অবস্থায় একাকী কেমন করিয়া ঘরে ফিরিব?

বেচু যাইবার সময় আমার বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। আমি তাহা পরিধান করিয়া বেচুর বস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম এবং অনন্যোপায় হইয়া ঘাট ছাড়িয়া উপরে উঠিলাম।

পথে পড়িয়া দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া দেখি, একখানা গাড়ী পথের পাশে দাঁড়াইয়া আছে। ভাড়াটিয়া গাড়ী মনে করিয়া নিকটে গিয়া দেখি—এ কি! এ যে আমাদেরই গাড়ী! এ কি আমি স্বপ্ন দেখিতেছি?

আমি বিস্ময়ে, উল্লাসে, উন্মত্তের ন্যায় বলিয়া উঠিলাম—"কোচোয়ান!" কোচোয়ান আমাকে দেখিয়া বলিল—"এই যে আছি হুজুর।"

তাহার উত্তরে আমার বিস্ময় চতুর্গুণ বাড়িয়া উঠিল। বোধ হইল, সে যেন আমারই অপেক্ষা করিতেছিল। আমি বলিলাম—"কে তোমাকে এখানে আসিতে বলিয়াছে?"

কোচোয়ান বলিল—"হরিয়ার মুখে আপনাদের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া মা আপনাদের লইয়া যাইতে আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আপনার সঙ্গে ঠাকুর বাবু আসিয়াছেন, তিনি কৈ?"

"তিনি অন্যত্র গিয়াছেন" এই বলিয়া গাড়ীতে উঠিয়াই আমি কোচোয়ানকে চলিতে আদেশ করিলাম।

গাড়ী চলিল, বিভীষিকাও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সেই বৃদ্ধার বিকট হাসি শকটচক্র-শব্দ আবৃত করিয়া যেন আমার অনুসরণ করিতে লাগিল। যাতনায় দুই হস্তে আমি মুখ ঢাকিলাম, আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, ইহজন্মে আর গোপালের নাম মুখে আনিব না।

বাটীতে পৌঁছিয়াই শুনিলাম, পিতা গৃহে ফিরিয়াছেন। কোচোয়ান তাঁহার আগমন-সংবাদ আমাকে দেয় নাই, ইহাতেই বুঝিলাম, আমার আসিবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই তিনি বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছেন।

বাহির-বারান্দায় পিতা পায়চারি করিতে-ছিলেন। সম্মুখস্থিত কোম্পানীর বাগানের সমস্ত আলোক তখন নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। শুদ্ধ একটি ক্ষীণ আলোক বাগানের ফটকের কাছে স্তম্ভের উপর

অবস্থিত হইয়া অন্যান্য আলোকসঙ্গীর অভাবে নিজের বিরহমলিনতা প্রকাশ করিতেছিল। এই জন্য গাড়ীতে বসিয়া প্রথমে আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। দেউড়ি পার হইয়া সদর দরজায় যেই পা দিয়াছি, অমনি পিতা আমাকে ডাকিলেন—"কে ও, গোপীনাথ?"

আমি পিতার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কবে আসিয়াছেন?"

"ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে আসিয়াছি। তোমার সঙ্গীরা কোথায় গেল?"

"আমি ত আর কাহাকেও সঙ্গে লইয়া যাই নাই!"

"যাইবার সময় ছিল না, কিন্তু ফিরিবার সময় ত ছিল! শুনিলাম, আমার গুণধর খুড়ো তোমার রক্ষকস্বরূপ হইয়া আসিতেছিল, সঙ্গে সেই নিমক-হারাম চাকরটাও ছিল, তাহারা গেল কোথায়?"

পিতার প্রশ্নে বুঝিলাম, হরিয়া আমার নিষেধ-সত্ত্বেও সমস্ত ঘটনা তাঁহার কাছে প্রকাশ করিয়াছে।

আমি পিতার প্রশ্নের কি উত্তর দিব? কোথায় পিতামহ? স্মরণমাত্রেই ভাগীরথীকে চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইলাম। আর দেখিলাম, তাহার তরঙ্গাসনে উপবিষ্ট অথচ প্রাণহীনবৎ নিশ্চল পিতামহের সেই সুন্দর দেহ চন্দ্রকিরণনিষেকে সুবর্ণ-কুম্ভের ন্যায় সিন্ধু অভিমুখে ভাসিয়া চলিয়াছে। গুরুবৎসল বেচু পিতামহের অন্বেষণে উন্মত্তের ন্যায় তীরভূমি অবলম্বনে ছুটিয়াছে। উভয়কূল জগতের সমস্ত কোলাহল জাহ্নবীগর্ভে ডুবাইয়া নীরব আবাহনে পিতামহের পাদস্পর্শ লালসায় যেন সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে, তথাপি পিতামহের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। কোনও দিকে লক্ষ্য নাই—তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তাঁহার অঙ্গে আছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই—সাগরাভিমুখী গঙ্গারই মত পিতামহ যেন কোন্ পরমাত্মীয়ের অন্বেষণে তন্ময় হইয়া সাগরাভিমুখে চলিয়াছেন।

কোথায় পিতামহ? পিতাকে কি উত্তর দিব? সত্য বলিতে সাহস নাই, মিথ্যা বলিতেও অধর স্ফুরিত হইতেছে না; কেমন করিয়া বলিব, আমি পিতামহকে গঙ্গায় ভাসাইয়া চলিয়া আসিয়াছি?

আমার মনের অবস্থা পিতা বুঝিতে পারিলেন কি না, জানি না। আমাকে তিনি নিরুত্তর দেখিয়া বলিলেন—"থাক্—ভয়ে, পরিশ্রমে, অনাহারে তুমি অবসন্ন হইয়া আসিয়াছ। আজ রাত্রির মত বিশ্রাম কর। কাল আমি ইহার প্রতিবিধান করিব। আমি বাড়ীতে পা দিয়াই হরিয়ার কাছে সমস্ত কথা শুনিলাম। শুনিয়া আর ভিতরে প্রবেশ করি নাই—খুড়ার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি। তাহার চতুরতা আমার বিশেষ জানা আছে। বুঝিয়াছিলাম, সে আসিবে না। তবে যদি আমাকেও তোমার মত বোকা মনে করিয়া, তোমাকে দস্যুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছে বলিয়া পৌরুষ প্রকাশ করিতে খুড়া এখানে আসে, তাই তাহাকে প্রত্যুদ্গমন করিতে এখানে দাঁড়াইয়াছিলাম। অভ্যর্থনা করিতে পারিলাম না, আক্ষেপ রহিয়া গেল। যাক্, যখন সে আসে নাই, তখন আজিকার মত বিশ্রাম কর। যাহাতে সে আসে, কাল আমি তার ব্যবস্থা করিব।"

আমার দেহ-মন অবসন্ন হইয়াছিল, সুতরাং পিতার কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে আমার অবসর হইল না। আমি পিতার সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আহারান্তে বিশ্রামার্থ গমন করিতে যাইতেছি, এমন সময় পিতার উষ্মাসূচক বাক্য আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের কথাও আমার শ্রুতিগোচর হইল। পিতার কথা বুঝিতে পারিলাম, মায়ের কথা বড় ধীর—বুঝিতে পারিলাম না। পিতা বলিতেছেন—"শুধু তোমার জন্যই এত দিন আমাকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। এখন বুঝিতেছি, তোমার আবদারের প্রশ্রয় দিয়া আমি নিতান্ত গর্হিত কার্য্য করিয়াছি। এখনও যদি তুমি আমাকে বাধা দিতে চাও, তা হ'লে তোমারও পর্য্যন্ত আমি মুখ-দর্শন করিতে চাহি না। তা হ'লে বুঝিব, স্ত্রীরূপে তুমিই আমার সর্ব্বপ্রধান শত্রু।"

এরূপ কথা শুনিয়া আমি আর চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। জ্ঞান হওয়া অবধি একটি দিনের জন্যও পিতাকে মায়ের প্রতি রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করিতে শুনি নাই। রূঢ়বাক্য প্রয়োগ দূরে থাকুক, কখনও কোনও সময়ে পিতা যদি কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ হইতেন, মায়ের উপস্থিতিতে অথবা

তাঁহার একটিমাত্র মিষ্টবাক্যে পিতার ক্রোধ উপশমিত হইত। এমন কি, আমরা ইহাই জানিতাম যে, পিতা পৃথিবীর মধ্যে আমার মধুর-প্রকৃতি জননীকেই একমাত্র ভয় করিতেন। আর সর্ব্বত্রই তাঁহার মান্য, সমাজে তাঁহার সুপ্রতিষ্ঠা, সুতরাং বাটীর বাহিরে ভয় করিবার তাঁহার কেহই ছিল না। সেই পিতাকে মাতার প্রতি কুপিত হইতে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। বিশেষতঃ জননীর যে পীড়ার সংবাদ আমি তাঁহার গোচর করিয়াছিলাম, তাহাতে তাঁহার প্রতি পিতার এরূপ ব্যবহার আমার বোধের অতীত হইয়া পড়িল।

উত্তরোত্তর পিতার স্বর রুক্ষতর হইতে লাগিল। আমি আর শয়ন করিতে পারিলাম না। এরূপ তীব্র আলাপের যাহাতে শীঘ্র নিবৃত্তি হয়, এই জন্য ঘর হইতে বাহির হইয়া পিতার গৃহাভিমুখে চলিলাম।

পিতা বলিতে লাগিলেন—"তুমি আমাকে নির্ব্বোধ মনে করিও না। তোমার মনের অবস্থা জানিয়াও ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে এত দিন প্রতারিত করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আর করিব না।"

এইবারে মায়ের কথা শুনিতে পাইলাম। মা উত্তর করিলেন—"কি মনের অবস্থা জানিলে?"

পিতা বলিলেন—"কেন আর প্রশ্ন করিয়া আমার ক্রোধ উদ্দীপন করিতেছ? হতভাগ্যদিগকে স্থানান্তরিত করিবার পর হইতে তুমি আর এক প্রকৃতির হইয়া গেছ। জোর করিয়া মুখে হাসি মাখিয়া আমার ও আমার পুত্রের সঙ্গে কথা কহিতেছে। তোমার মুখের হাসি তোমার অন্তরের দুঃখের আবরণ। মূর্খে তোমার মুখ দেখিয়া তোমার মনের অবস্থা জানিতে পারিবে না বলিয়া, আমিও কি তা পারিব না? রমানাথ আসিলে তাঁহার সেবার জন্য তুমি যেরূপ আন্তরিকতার সহিত তৎপর হও, তোমার ভরণ-পোষণের ভার লইয়া তোমার সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ গুরুস্থানীয় হইয়াও আমি সে আন্তরিকতা পাই নাই। অন্যে তোমার এ আচরণে অকৃত্রিম গুরুভক্তির নিদর্শন দেখিতে পারে, কিন্তু আমি নারীর চরিত্রাভিজ্ঞ, আমি ত তা দেখিব না। নিজের পুত্রকে পর করিয়া পরের পুত্রকে আপন করা একমাত্র তোমাতেই দেখিলাম। ইতিহাসেও কোথায় পড়িয়াছি কি না, আমার মনে হয় না।"

মাতা বলিলেন—"এত কাল আত্মগোপন করিয়া আমার সহিত ব্যবহার তোমার ন্যায় পণ্ডিতের কি উপযুক্ত হইয়াছে?"

পিতা বলিলেন—"রমণী বুদ্ধিহীন বলিয়া তোমাকে ক্ষমা করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, কালে তোমার মতির পরিবর্ত্তন হইতে পারে। কিন্তু এখন দেখিলাম, তা হইল না। দরিদ্রের কন্যা অগাধ ঐশ্বর্য্য দিয়াও তোমার মতি পরিবর্ত্তিত করিতে পারিলাম না। তুমি—"

মাতা পিতার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—"থাক্, পাশের ঘরে ছেলে শুইয়া আছে। সে শুনিতে পাইলে মৃত্যুর অধিক হইবে।"

পিতা বলিলেন—"সে জ্ঞান কি তোমার আছে? উপযুক্ত পুত্র—আজ বাদে কাল সে একটা দেশপূজ্য ব্যক্তি হইবে, তুমি এমন পুত্রের প্রতি মমতাও বিসর্জ্জন দিয়াছ। সাত বৎসর অতীত হইয়া গেল, যৌবনের পারে পৌঁছিলে, এখনও পর্য্যন্ত সেই স্ত্রী-স্বভাববিশিষ্ট চরিত্রহীন মূর্খটার মোহ পরিত্যাগ করিতে পারিলে না।"

মাথা ঘুরিয়া গেল—গোবিন্দ! গোবিন্দ! এ কি শুনিতে আসিয়াছিলাম? পিতা মাতার প্রতি না জানি আরও কি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করেন! শুনিবার ভয়ে কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া আমি সে স্থান ত্যাগ করিলাম। ঘরে ফিরিয়া শয্যায় যখন পুনরুপবিষ্ট হইয়াছি, তখন বাস্তবিকই দুই গণ্ডে অশ্রুবিন্দু পতিত হইল। আমি হস্তে মুখ ঢাকিয়া শয্যায় শয়ন করিলাম।

আজি পঞ্চাশ বৎসরের পরে তোমাদের কাছে এই কথা কহিতেছি। এই পঞ্চাশ বৎসরে আমার মনের অবস্থা একরূপ বিপর্য্যস্তই হইয়া গিয়াছে। এই দূর সময়ান্তরাল হইতে পূর্ব্বজীবনের সমস্ত ঘটনা বিকৃতবৎ দেখিলেও সে দিনের হৃদয়ের আঘাত আমি আজিও বিস্মৃত হইতে পারি নাই। গোবিন্দ! গোবিন্দ! কেন আমি কৌতূহলপরবশ হইয়া পিতা-মাতার রহস্যালাপ শুনিতে গিয়াছিলাম?

শয়ন করিয়া কেবল ভাবিতে লাগিলাম, যে মাকে কত কষ্টে আসন্ন-মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছি, সেই মাকে এইবার বুঝি হারাইলাম।

ছোট ঠাকুরদাদার উপর পিতার ক্রোধ ও সেই সঙ্গে গোপালের উপর তাঁহার দ্বেষ, এতদুভয়ের কারণ আমি এত দিন পরে জানিতে পারিলাম।

এত দিন পরে বুঝিলাম, মাতৃস্নেহ উপলক্ষে গোপালের প্রতি আমার ছায়া ঈর্ষা পিতার প্রচণ্ড ঈর্ষার কেবলমাত্র সহায়তা করিয়াছে। গৃহ হইতে গোপালের নির্ব্বাসনে পিতাই আমার অধিকতর উদ্যোগী। কৈ, যখন স্বগ্রামে বাস করিতাম, তখন ত পিতার এরূপ মতি ছিল না। কলিকাতায় আসিয়াই কি তাঁহার এইরূপ মতি পরিবর্ত্তিত হইল? ছি! ছি! পণ্ডিত পিতার অকারণ এ দুর্ম্মতি কেন হইল?

সমস্ত রাত্রির মধ্যে মুহূর্ত্তমাত্র সময়ের জন্যও আমার নিদ্রা আসিল না। সমস্ত দিবসের ক্লান্তিও দারুণ দুশ্চিন্তাকে পরাস্ত করিয়া আমাকে নিদ্রার আশ্রয়ে সমর্পণ করিতে পারিল না।

সূর্য্যোদয় না হইতেই আমি শয্যা ত্যাগ করিলাম এবং তাড়াতাড়ি মুখ-চোখে জল দিয়া নীচে চলিয়া আসিলাম। মনে করিলাম, কেহ না দেখিতে দেখিতে আমি বাহিরে যাইব; একবার ডাক্তার বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। ডাক্তার বাবুকেই এখন আমি প্রকৃত বন্ধু বুঝিয়াছিলাম। মনে করিলাম, কাল রাত্রির সমস্ত ঘটনা তাঁহার কাছে প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসিব। বুঝিয়াছি, ছোট ঠাকুরদাদার কোনও কথা লইয়া মাতা পিতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছেন, কিন্তু সে কথাটা যে কি, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি নাই। যে কথাই হ'ক, আমি আমার মনের অবস্থা তাঁহার কাছে প্রকাশ করিব। অন্ততঃ এক জন অন্তরঙ্গ বন্ধু না পাইলে আমার নিস্তার নাই। স্থির করিলাম, গত দুই দিবসের সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক তাঁহাকে শুনাইব, পিতামহ-বিসর্জ্জনের কথাও তাঁহার কাছে গোপন করিব না।

মা প্রতিদিন অতি প্রত্যূষেই শয্যা ত্যাগ করেন, কিন্তু সে দিন দেখিলাম, তিনি উঠেন নাই। তিনি উঠেন নাই; সুতরাং পরিচারিকাদের মধ্যেও এক জন কেহ উঠে নাই। বাড়ী নিস্তব্ধ। আমি সেই নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়া নিঃশব্দে বহির্ব্বাটীতে আসিলাম। তার পর দরোয়ানকে জাগাইয়া বাটীর বাহির হইলাম।

পথে তখনও আলো জ্বলিতেছিল। এখনও পর্য্যন্ত সহরের কোনও স্থানে নবমীর প্রভাতীর বাদ্য বাজে নাই। এরূপ সময়ে ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে যাওয়া যুক্তিসিদ্ধ নয় বলিয়া কিয়ৎক্ষণ সময় অতিবাহিত করিবার জন্য আমি কোম্পানীর বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

ফটকের কাছে উপস্থিত হইয়া দেখি, এক জন লোক দ্রুতপদে আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে। সে ব্যক্তি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"বাবু! একটু দাঁড়াও, আমি একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব।"

কি আপদ্! এ ত সেই ডাকাতটার কণ্ঠস্বর! লোকটা নিকটে আসিবামাত্রই বুঝিলাম, আমার অনুমান মিথ্যা নয়। সে কিন্তু প্রথমে আমাকে চিনিতে পারে নাই। নিকটে আসিয়াই সে আমার দিকে হস্তপ্রসারণ করিয়া বলিল—"হাঁ বাবা! ঐটা কি রাধানাথ তর্কনিধির বাড়ী?"

প্রশ্ন করিয়াই সে আমাকে চিনিতে পারিল। চিনিবামাত্র সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "তাই ত! এই যে বাবু তুমি! যাক্, মা কালী আমাকে ঘোরা হইতে রক্ষা করিয়াছেন। আমি একেবারে ঠিক জায়গায় আসিয়াছি। যে ঠাকুর ম'শায় তোমার সঙ্গে কাল আসিতেছিল, সে ঠাকুর কোথায়?"

লোকটার প্রশ্নে মাথা ঘুরিয়া গেল। তথাপি অতি চেষ্টায় আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"সে ঠাকুরকে তোমার কি প্রয়োজন?"

সে উত্তর করিল—"প্রয়োজন না থাকিলে এই রাত্রেই এখানে আসিলাম কেন?"

"তবু শুনি!"

"তর্কনিধি ঠাকুর তোমার কে?"

"আমি তাঁর ছেলে।"

"তা হ'লে ভালই হয়েছে। আমার মনিব তোমার বাবার নামে আর সেই ঠাকুর ম'শায়ের নামে দুইখানা চিঠি দিয়াছে। চিঠি জরুরী—যাতে ঠাকুর ম'শায় এখনই পায়, তাই কর।"

এই বলিয়া সে মাথার পাগড়ী হইতে দুইখানা পত্র বাহির করিল। পত্র আমার হাতে দিতে দিতে বলিল—"বাবু! চিঠি দুইখানি এখনই গিয়া তাহাদের হাতে দাও।"

চিঠি লইতে আমার হাত কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু যখন শুনিলাম, সে পত্র আমার হাতে দিয়াই চলিয়া যাইবে, তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। ভাবিলাম, আপাততঃ সমস্ত রহস্য প্রকাশের দায় হইতে রক্ষা পাইলাম। লোকটা আমার সঙ্গে বাড়ীতে গেলে কোনও কথা গোপন থাকিত না। অনর্গল মিথ্যা কথায় আমাকে আসল কথা গোপন

করিতে হইত। লোকটা পত্র দিয়াই আমাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু এ কিসের পত্র? কাল সবে মাত্র পথে ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমার পরিচয়, আর সে পরিচয় ব্রাহ্মণের পক্ষে বড় সুখকর হয় নাই—তাহার শত আগ্রহেও তাহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করি নাই। হায়! তখন যদি ব্রাহ্মণের উপরোধ রক্ষা করিতাম, তাহা হইলে আমাকে বোধ হয় পিতামহের জলনিমজ্জনের কারণ হইতে হইত না! মনঃক্ষুণ্ণ ব্রাহ্মণের নীরব অভিসম্পাতেই কি আমাকে ব্রহ্মহত্যার পাতকী হইতে হইল?

কিন্তু এ কিসের পত্র? আমরা কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব, এ সব কথা ত আমরা কেহই ব্রাহ্মণকে জানাই নাই, তাহা হইলে সে আমার পিতার নাম, আমাদের বাসস্থানের ঠিকানা—এ সকল কেমন করিয়া জানিল? লোকটা পরিচিতের ন্যায় একেবারে আমাদের বাড়ীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছে। কে ইহাকে আমাদের বাড়ীর সংবাদ দিল? এ পত্রের ভিতরে কি লেখা আছে?

পত্রস্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে সেই বালিকার মুখখানি আমার মনশ্চক্ষুতে ফুটিয়া উঠিল, সেই সুকুমার সৌন্দর্য্য তড়িদ্বেগে আমার মর্ম্ম স্পর্শ করিল। কিন্তু —কি বলিব—আমি যেন সে বালিকার নিকট হইতে দুস্তর সাগর-পারে চলিয়া আসিয়াছি। সিন্ধূদয়োত্থিত প্রভাতারুণের ন্যায় সে কেবল আমার দৃষ্টির তীব্র আকাঙ্ক্ষা বাড়াইয়া উর্দ্ধগগনে দীপ্ত তেজে উড়িয়া যাইবে—আমি আর তাহার দিকে চাহিতেও পারিব না।

একবার মনে করিলাম, চিঠি খুলিয়া ভিতরে কি আছে দেখি। কিন্তু অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতে আমার মর্ম্ম আগে হইতে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছিল। এখন ভূকম্পান্দোলনে জীর্ণ গৃহ কে যেন প্রবল শক্তিতে নাড়িয়া দিল। তবে কি গোপাল আমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইয়াছে? "চমৎকার অতিথির" সংবাদ দিতে বালিকার ব্যাকুলতায় আমি যেন পুনরভিনয় দেখিতে পাইলাম। আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। আমি চিঠি খুলিতে পারিলাম না। চিঠি পকেটে রাখিয়া, সেইখান হইতেই ডাক্তার বাবুর বাড়ী চলিয়া গেলাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তখনও সূর্য্যোদয়ের অনেক বিলম্ব ছিল। সুতরাং সেরূপ সময়ে নিরর্থক গৃহস্থের নিদ্রাভঙ্গ করা অযৌক্তিক বোধে আমি প্রভাতের অপেক্ষায় বৌবাজারের মোড় পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিলাম। ঘুরিতে ফিরিতে ঘণ্টাখানেক সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। যখন ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম, তখন ছয়টা বাজিয়াছে, উপস্থিত হইয়া শুনিলাম, তিনি একটু আগেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন। যে ভৃত্য এই সংবাদ দিল, সে নূতন লোক, হিন্দুস্থানী। আমি এই কয়দিন ডাক্তার বাবুর বাড়ী না আসার মধ্যে সে আসিয়াছে। ডাক্তার বাবু কোথায় গিয়াছেন জিজ্ঞাসা করাতে সে বিশেষ কোনও উত্তর দিতে পারিল না। কেবল বলিল, এক জন লোক আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গিয়াছে। তখনও পর্য্যন্ত ডাক্তার বাবুর অন্যান্য পরিজনবর্গ নিদ্রিত। বিশেষ জানিবার উপায় নাই বুঝিয়া বাড়ী ফিরিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় ডাক্তার বাবুর স্ত্রী দ্বিতলের বারান্দা হইতে আমাকে ডাকিলেন—"গোপীনাথ! খবর কি?"

অতি আগ্রহের সহিত তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন। এরূপ অসময়ে আসাই তাঁহার সাগ্রহ প্রশ্নের কারণ বুঝিয়া আমি উত্তর করিলাম—"ভাল।" তাহার পর আমি তাঁহাকে ডাক্তার বাবু কোথায় গিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলাম। প্রশ্ন শুনিয়াই তিনি বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠিলেন—"সে কি, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?"

"কেন, বাড়ী হইতে।"

"বাড়ী হইতে আসিতেছ, অথচ বাড়ীর খবর জান না?"

"আমি ত কিছুই জানি না। আমি অতি প্রত্যুষেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছি। বাড়ীতে কার কি হইয়াছে?"

"শীঘ্র বাড়ী ফিরিয়া যাও, তোমার পিতা দারুণ অসুস্থ। হরিয়া এই মাত্র আসিয়া ডাক্তার বাবুকে তোমাদের বাড়ীতে লইয়া গিয়াছে।"

"কি অসুখ, শুনিয়াছেন কি?"

"তা জানি না। শুনিলাম, তোমার পিতা কথা কহিতে পারিতেছেন না—তাঁহার দম বন্ধ হইবার

উপক্রম হইয়াছে। তোমার মা ডাক্তার বাবুকে লইতে পাঠাইয়াছিলেন।"

শুনিবামাত্র আমি সে স্থান ত্যাগ করিয়া বাড়ীর অভিমুখে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলাম।

ডাক্তার বাবুর বাড়ী হইতে আমাদের বাড়ী যাইতে হইলে, ঠনঠনের কালীতলা পার হইয়া যাইতে হয়। দিগ্বিদিক্-জ্ঞান-শূন্যের মত আমি কালীতলা পার হইয়া যাইতেছি, এমন সময় সেই পূর্ব্বপরিচিতা বৃদ্ধার বিকট হাসি আমার কর্ণে ধ্বনিত হইল। মাথা তুলিয়া দেখি, সেই বুড়ীটা মন্দিরের ধাপে বসিয়া রহিয়াছে। একবার চমকিতের ন্যায় দাঁড়াইলাম। মনে করিলাম, বুড়ী বুঝি আমাকে দেখিয়াই হাসিল। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া বুঝিলাম, তাহা নয়। সে একবারও আমার পানে তাকাইল না। মাটীপানে চাহিয়া আপনার মনে সে হাত পা নাড়িতেছিল, আর হাসিতেছিল। তাহার ভাব দেখিয়া বুঝিলাম, সে পাগল।

সেখানে তাহাকে ভয় করিবার কিছুই ছিল না, তথাপি কি জানি কেন, তাহার মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিতে আমার সাহস হইল না। তাহার পানে চাহিবারও আমার অবসর ছিল না। পাছে সে আমাকে দেখিয়া আমার পথরোধ করিয়া বসে, এই ভয়ে আমি তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। চলিবার উপক্রমেই বৃদ্ধা আর একবার খলখল হাসিয়া উঠিল। আর কাহার উদ্দেশে যেন বলিয়া উঠিল— "কেমন? কেমন পণ্ডিত—কেমন? কেমন মজা লাগিতেছে?"

পাগলের প্রলাপ, তাহাতে সন্দেহই নাই, তথাপি বৃদ্ধার অঙ্গচালনে, কথায়, হাসিতে আমার বুক কাঁপিয়া উঠে কেন? যে চাকরী করিবার জন্য আমি প্রস্তুত হইয়াছি, এ রমণীসুলভ দুর্ব্বলতায় সে ইঞ্জিনিয়ারিং কেমন করিয়া করিব? বুকে সাহস করিয়া বুড়ীকে অগ্রাহ্য করিয়া আমি চলিলাম এবং তাহাকে পশ্চাতে রাখিয়া প্রায় শত হস্ত পথ চলিয়া আসিলাম। সেইখানে আসিয়া পিছন ফিরিয়া দেখিতে আমার কেমন একটা প্রবল ইচ্ছা হইল। ফিরিয়া দেখি বুড়ী বেটী সিঁড়ি ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া আমার দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া আছে। "আর তুই চাহিয়া আমার কি করিবি?" এই কথা আপনি আপনি বলিতে বলিতে আমি একরূপ ছুটিলাম।

কিন্তু, বলিলে তোমরা আমাকে পাগল বলিবে, আমি কি জানি কেমন করিয়া বুড়ীর চিন্তাতে তন্ময় হইয়া গিয়াছি। অথবা গৃহাভিমুখে চলিতে চলিতে আমি কি যে চিন্তা করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। বাড়ীর কথা বিস্মৃত হইয়াছি, রুগ্ন পিতাকে একেবারেই ভুলিয়াছি। চলিতে চলিতে বাড়ী ভুলিয়া, পথ হারাইয়া আমি এ কোথায় আসিয়া পড়িলাম?

বাধা না পাইলে আমি যে সে দিন কোথায় যাইতাম, তার ঠিক কি! পশ্চাৎ হইতে কে যেন আমাকে ডাকিল—"কি দাদা বাবু, এ সময় এ দিকে এমন ভাবে কোথায় যাইতেছ?"

নিদ্রোত্থিতের ন্যায় আমি প্রশ্নকারীর দিকে মুখ ফিরাইলাম। কি বুঝিয়া সে আমাকে ধরিয়া ফেলিল। তাহার পর বলিল—"আমাকে চিনিতে পারিতেছ না দাদা বাবু? আমি বেচু।" বেচুর কথায় আমার জ্ঞান ফিরিল। আমি চারিদিকে চাহিলাম। স্থান অপরিচিত—জঙ্গলে পূর্ণ।

"আমি এ কোথায় আসিয়াছি বেচু?"

বেচু বলিল—"আমি ত এ স্থানের নাম জানি না বাবু।"

পথে এমন কেহই ছিল না যে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করি। লোকপূর্ণ কলিকাতার সন্নিহিত স্থান এমন জনহীন ও অরণ্যপূর্ণ হইতে পারে, আমার ধারণাতেই আসিল না। আমার বিস্ময় ভয়ে পরিণত হইল—মনে মনে ভাবিলাম, আমি কি পাগল হইয়াছি? যাহার কিঞ্চিন্মাত্রও মতির স্থিরতা আছে, তাহার ত কখনই এমন আত্মবিস্মৃতি হইতে পারে না। বেচুর পানে চাহিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম।

বেচু যেন কি বুঝিল। বুঝিয়া বলিল— "দাদাবাবু! তুমি কি রাত্রে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছ?"

আমি। একটু বেশী ভোরে বাহির হইয়াছি। ঠিক রাত্রি ত বলিতে পারি না।

বেচু। ঘুম থেকে কি একেবারেই উঠিয়া আসিয়াছ?

আমি। রাত্রে ভাল নিদ্রা হয় নাই। আমি একরূপ জাগিয়াই ছিলাম।

বেচু। তা হ'লেই ঠিক হইয়াছে—কখন্ তোমার তন্দ্রা আসিয়াছে, তাহা তুমি বুঝিতে পার নাই। বেটী সেই সময়েই কাজ হাসিল করিয়াছে।

আমি। বেটী কে বেচু?

বেচু। নিশি বেটী, আবার কে? যাক্, এ কথা আর কাউকেও বলিও না। আর পথে কাউকে দেখিলে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিও না। জিজ্ঞাসা করিলেই অনিষ্ট হইবে।

আমি বেচুর কথায় কোনও উত্তর না দিয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমাকে কলিকাতা যাইবার পথটা দেখাইতে পার?"

বেচু। কলিকাতার পথ চিনি না। তবে তোমাকে কালীঘাটে লইয়া যাইতে পারি।

আমি। কালীঘাট! কালীঘাট এখান হইতে কত দূর হইবে?

বেচু। এক ক্রোশের কিছু উপর হইবে। সেখান হইতে যদি পথ চিনিয়া যাইতে পার।

স্থান সম্বন্ধে অংশু তোমাদের কৌতূহল হইতে পারে। আমি বালীগঞ্জ আসিয়াছিলাম। বালীগঞ্জ সে সময় বনময়—আমি তখন তাহার নাম পর্য্যন্ত জানিতাম না।

বাড়ী হইতে তিন ক্রোশ পথ চলিয়া আসিয়াছি! দূরের কথা মনে হইতেই আমি যেন কেমন একরকম শক্তিহীন হইয়া গেলাম। আমি একটু কাতরতার সহিত বেচুকে বলিলাম—"বেচু! ভাই, তুমি আমাকে বাড়ীতে লইয়া চল।"

"আমি ত যাইতে পারিব না।"

"অনেক কাল আমাদিগের বাড়ী যাও নাই। বাবা বড়ই পীড়িত, একবার দেখিয়া আসিবে চল।"

"আমার যাইবার যো নাই।"

"ভাল, বাবাকে দেখিতে না চাও, মাকে কি দেখিতে ইচ্ছা হয় না?"

"তবে তোমাকে মনের কথা বলি। মায়ের কথা তুলিলে যাইতে ইচ্ছা করে।"

"তা হ'লে চল।"

"কিন্তু তোমাদের আচরণে যাইতে ইচ্ছা করে না। কাল তুমি তোমার গুরুজনকে স্রোতে ভাসাইয়া দিলে—এতক্ষণ কথা হইল, তাঁর সম্বন্ধে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করিলে না।"

"বেচু! আর তিরস্কার করিও না। সেই মহাপাপে আজ আমার এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। আমার পিতা শুনিলাম মুমূর্ষু—এতক্ষণ আছেন কি না, জানি না। আমি তাঁর বিপদের কথা শুনিয়া বাড়ীতে ছুটিতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। বেচু! আমার মতিভ্রম হইয়াছে। ঠাকুরদাদা কি বাঁচিয়াছেন?"

"বাঁচিয়াছেন বৈ কি! তিনি ইচ্ছা না করিলে তাঁহাকে মারে কে?"

"তিনি কোথায় আছেন?"

"তাঁর অনুমতি না পাইলে বলিতে পারিব না।"

"বেশ ভাই, তাঁহাকেই না হয় লইয়া চল। তিনি সাধু, আমার বিশ্বাস, তিনি আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন।"

"তাতে কি আর সন্দেহ আছে? তিনি অক্রোধ পুরুষ।"

"বেচু! তা হ'লে তুমি তাঁকে আমার পিতার সংবাদ জ্ঞাপন কর।"

"ভাল, এখন কালীঘাটে চল। সে স্থান হইতে তুমি আগে বাড়ী যাও। আমি তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা বলিব। তিনি যদি যাবার মানস করেন, তাহা হইলে আমরা পরে যাইতেছি। বেলা বাড়িয়া যাইতেছে। আর এখানে দাঁড়াইও না—সঙ্গে চল।"

বেচুর সঙ্গে চলিলাম। কালীঘাটে পৌঁছিতে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগিল। সেখানে একখানা গাড়ী ভাড়া করিলাম। সঙ্গে ছোট ঠাকুরদার নামের চিঠিখানা ছিল। সেই চিঠি বেচুর হাতে দিয়া বলিলাম,—"কালকের সেই পাইকটা আজ ভোরে আমার হাতে তাহার মনিব সেই ব্রাহ্মণের নাম করিয়া দুইখানা চিঠি দিয়া গিয়াছে। দাদা মহাশয়ের নামের চিঠিখানা তাঁহাকে দিও। যদি বাবাকে জীবিত দেখিতে পাই, তাহা হইলে তাঁর চিঠি তাঁকে দিব।" এই বলিয়া বেচুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

তখন বেলা প্রায় নয়টা হইয়াছে। গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এখান হইতে পটলডাঙ্গা পৌঁছিতে কতক্ষণ লাগিবে?"

গাড়োয়ান বলিল—"এক ঘণ্টা।"

"ইহার পূর্ব্বে পারিবে না?"

"কেন পারিব না? বক্সিস্ পাইলে আধ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছিতে পারিব।"

"বক্সিস্ মিলিবে—যত শীঘ্র পারিবে ততই বেশী বক্সিস্ পাবে।"

আমার মনের অবস্থা কাহাকেও বুঝাইবার প্রয়োজন হইবে কি? আমি আমাকে আর

কাহারও চিন্তার বিষয় করিতে সাহসী হইতেছি না। প্রতিমুহূর্ত্তে যুগের যাতনা গর্ভে পুরিয়া সিন্ধুগর্ভ শ্রাবণের মেঘের ন্যায় আমার মাথায় চলিয়া যাইতেছে। আমি যাতনাসাগরে ডুবিয়াছি। মায়ের মনোবেদনার ক্ষণিক চিন্তায় উন্মত্তের ন্যায় বাটীর বাহির হইয়াছিলাম, সে চিন্তা পিতার মৃত্যুচিন্তায় আচ্ছাদিত হইয়াছে। পিতার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইতে আমি কোথায় কত দূরে নিজের অজ্ঞাতসারে আপনাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছি। সূর্য্যালোকিত বসুন্ধরা—উপরে আকাশ, নিম্নে বৃক্ষ, লতা, অসংখ্য প্রাণী—সমস্তই কুক্ষিগত করিয়া আমার চোখের সম্মুখ হইতে যেন অন্তর্হিত হইয়াছে। উন্মুক্ত মেঘ-শূন্য আকাশে অস্বচ্ছ নিয়তির আবরণে অন্ধকারব্যাপী রবি। সহৃদয়! এ যন্ত্রণার ক্ষণমাত্র আঘাতেই আপনাদের হৃদয়ে যাতনার তরঙ্গ উঠিবে! আমি আর কাহাকেও চিন্তার বিষয়ী করিতে সাহসী হইতেছি না। অন্ধকার—সূচিভেদ্য অন্ধকার আমাকে কুক্ষিগত করিবার জন্য যেন সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। সে সমস্তই ঢাকিয়াছে। আমাকেও ঢাকিতে আসিয়াছে, কিন্তু অন্ধকার একটি দৃশ্য ঢাকিতে পারিল না। কেন? তাহার প্রতি তরঙ্গে মুমূর্ষু পিতার চিত্র ভাসিয়া উঠিতেছে।

পিতা অসংখ্য মৃতের সঙ্গে আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ করিতেছেন, মাতা আকাশপানে স্থিরনেত্র নিবিষ্ট করিয়া করযোড়ে যেন তাহাদের কাছে পিতার জীবন ভিক্ষা করিতেছেন। "ওগো! তোমরা আমার আয়তি কাড়িয়া লইও না। পুত্র আমার নিরুদ্দিষ্ট, প্রভাত হইতে তাহাকে দেখি নাই—সে যে আমাকে না বলিয়া, আমার অনুমতি না লইয়া কোথাও যাইবে না। আমি একসঙ্গে স্বামী পুত্র হারাইতে বসিয়াছি। ওগো! আমার প্রতি তোমরা কৃপা করিয়া আমার স্বামীকে ফিরাইয়া দাও।"

মহানবমী তিথিতে দেবীদর্শনাভিলাষী তীর্থযাত্রিপূর্ণ পথে অনাবৃত চক্ষে আমি কেবল সেই ভীষণ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি।

কতক্ষণ চলিয়াছি, জানি না, চলিয়াছি কি না, তাহাও অনুমানে আনিতে পারিতেছি না, সহসা এক বিপুল শব্দে আমার গাড়ী পথ-পার্শ্বের এক প্রস্তরখণ্ডে ব্যাহত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া নালায় পড়িয়া গেল। আমি সম্মুখের গদীতে বিষম বেগে উপুড় হইয়া পড়িয়া গেলাম।

দৈবানুগ্রহে আমি সংজ্ঞাশূন্য হই নাই। কিন্তু আমার মনে হয়, সে সময়ে আমার সংজ্ঞাহীন হওয়াই ভাল ছিল। কেন, বলিতেছি।

বহুলোকে আমাকে মুক্ত করিতে সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু আমি মুক্ত হইয়াই ছুটিতে আরম্ভ করিলাম। গাড়ীর কি হইল, গাড়োয়ানের কি হইল, খোঁজ লইলাম না। আমার শরীরের কোথায় কি আঘাত লাগিয়াছে, তাহাও জানিবার অবকাশ হইল না। যাহারা আমাকে রক্ষা করিল, তাহাদের দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিলাম না—মুক্ত হইবামাত্র আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলাম।

কিন্তু আমাকে কে ছুটিতে দিবে? আমার মস্তিষ্ক বিপর্য্যস্ত, আমার বুদ্ধি বিকৃত হইয়াছে মনে করিয়া অনেক লোক ছুটিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল। আমি তাহাদিগকে প্রাণপণে বাধা দিলাম, এমন কি, দুই চারি জনকে প্রহার পর্য্যন্ত করিলাম। কেহ গ্রাহ্য করিল না। তাহাদের সমবেত শক্তিতে তুলিয়া ধরিয়া তাহারা সেই লোক-সমুদ্রের উপর দিয়া আমাকে যেন ভাসাইয়া লইয়া চলিল। হতাশায় আমি অবসন্ন হইলাম, চক্ষু অবসাদে মুদ্রিত হইয়া গেল।

যখন চক্ষু খুলিলাম, তখন দেখি, আমি এক ভদ্রলোকের গৃহে আশ্রয় পাইয়াছি। আর দেখি, রক্তে আমার বক্ষ ভাসিতেছে, পরিধেয় বস্ত্র রক্তাক্ত হইয়াছে।

যিনি গৃহস্থ, তিনি এক জন পরিণতবয়স্ক ব্রাহ্মণ। বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে ধনাঢ্য বলিয়া বোধ হইল। তাঁহারই পুত্রেরা যত্নের সহিত আমাকে বাড়ীতে লইয়া আসিয়াছে। আমি নিয়তির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের যত্নদত্ত আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। প্রতিবাদে কোনও ফল নাই বলিয়া আর কোনও প্রতিবাদ করিলাম না।

ব্রাহ্মণের সদয় আতিথ্য মনে পড়িলে এখন পর্য্যন্ত আমি চোখের জল সংবরণ করিতে পারি না। তাঁহার পুত্রেরা না থাকিলে আমার জীবন থাকিত কি না সন্দেহ। কেন না, যে সময় আমি তাঁহাদের গৃহ পরিত্যাগ করি, তখন অত্যধিক রক্তপাতে আমি একরূপ চলচ্ছক্তিহীন হইয়াছি। ব্রাহ্মণের এক পুত্র ডাক্তার। তিনি যত্নসহকারে

আমার চিকিৎসা করিয়াছেন। শুধু তাই নয়, গাড়োয়ান আমা অপেক্ষাও গুরুতর আঘাত পাইয়াছিল। তিনি তাহারও শুশ্রূষা করিয়া এবং কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া তাহাকে বিদায় দিয়াছেন।

আমি কে, কোথা হইতে আসিতেছিলাম, কোথায় যাইতেছিলাম, প্রথমে এ সকল প্রশ্ন তিনি করেন নাই। অপরাহ্নে যখন আমি বিদায় লইতে চাহিলাম, তখন তিনি আমার পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করিলেন। আমি অকপটে যখন তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা বলিলাম, তখন তিনি পূর্ব্বাহ্নের সমস্ত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিলেন এবং নিজের গাড়ী করিয়া ও ডাক্তার পুত্রকে সঙ্গে দিয়া আমাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

বাড়ীতে আসিয়া দেখিলাম, যথার্থই পিতা মুমূর্ষু। মাতা স্বামী ও পুত্র-শোকে একরূপ সংজ্ঞাহীনা। আমার আকস্মিক অন্তর্দ্ধান ও পিতার সংঘাতিক পীড়া যুগপৎ সংঘটিত হইয়া সকলকেই বিস্ময়সাগরে ডুবাইয়াছে। আমার অন্বেষণে চারিদিকে লোক ছুটিয়াছে।

আমার অবর্ত্তমানে আমাদের আত্মীয়-বন্ধুগণ নানা স্থান হইতে সাহায্যার্থ আসিয়াছেন। ডাক্তার বাবু প্রাতঃকাল হইতে আমাদের বাড়ীতে রহিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার বাবুর স্ত্রী ও অন্যান্য অনেক কুল-মহিলা মাতাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সমবেত হইয়াছেন। আমাকে দেখিয়া বহু লোক ব্যগ্র হইয়া প্রশ্ন করিতে আসিলেন। কেবলমাত্র আমার সহচরের অনুরোধে ও আমার মুখের অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা নিরস্ত হইলেন।

আমি পিতাকে দেখিলাম। পিতা সংজ্ঞাহীন, স্পন্দহীন—মৃতবৎ শয্যায় পড়িয়া আছেন। পিতার অবস্থা দেখিবামাত্র সর্ব্বশরীরে তড়িৎপ্রবাহ ছুটিয়া গেল। প্রিয় গুরুজন-বিয়োগের শোকভারে আমি মুহূর্ত্তমধ্যে অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। ডাক্তার বাবু ও পিতার দুই এক জন অন্তরঙ্গ বন্ধু গৃহের ভিতরে অবস্থিত ছিলেন। শুধু তাঁহাদের বাধায় পিতৃবক্ষে আছাড় খাইয়া পড়িতে পাইলাম না। দূর হইতেই পিতাকে ডাকিলাম—উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলাম, উত্তর পাইলাম না।

ডাক্তার বাবুর সান্ত্বনা-বাক্যে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইলাম। তখন মায়ের কথা মনে পড়িল, আমা হইতেও তাঁর অবস্থা অধিকতর দুঃখের। দেখি, মা আমার কি করিতেছেন।

মা যেখানে মহিলামণ্ডলী-পরিবৃত হইয়া শুইয়াছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইলাম। আমাকে দেখিবামাত্র ডাক্তার বাবুর স্ত্রী মাকে কিয়ৎপরিমাণে সান্ত্বনা দিবার জন্য আমার আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। মা মুখ ফিরাইলেন না।

ডাক্তার বাবুর স্ত্রী ও অন্যান্য মহিলা আমাকে দেখিবার জন্য মাকে বারংবার অনুরোধ করিলেন। তথাপি মা মুখ ফিরাইলেন না।

এই সময়ে সংবাদ পাইলাম, সাহেব ডাক্তার আসিয়াছেন। সুতরাং মাতাকে আর বিরক্ত করিলাম না। তাঁহার মনের অবস্থা অনুমান করিয়া তাঁহাকে তদবস্থায় রাখিয়া বাহিরে আসিলাম।

ডাক্তারের পরীক্ষায় স্থির হইল, রোগীর অবস্থা চিকিৎসার অসাধ্য হইয়াছে। পিতার মৃত্যু নিশ্চয় বুঝিয়া কাঁদিবার জন্য আমি নির্জ্জনে আসিয়া বসিলাম।

কতক্ষণ এইভাবে উপবিষ্ট ছিলাম, জানি না, ডাক্তার বাবুর কথায় আমার হুঁস হইল। মাথা তুলিয়া দেখিলাম, তিনি কালীঘাটের বন্ধুটিকে সঙ্গে লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বন্ধু আমাকে নানা কথায় সন্ত্বনা দিয়া এবং পরদিন প্রাতঃকালে পুনরায় আসিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া বিদায় লইলেন।

ডাক্তার বাবু বিদায় লইতে চাহিলেন। আমি তাঁহার পা দু'টা জড়াইয়া ধরিলাম। বলিলাম—"আপনার ন্যায় মহদাত্মীয় আমি এখানে আর কাহাকেও দেখিতেছি না, আপনি এ সময়ে আমাকে ত্যাগ করিবেন না।"

ডাক্তার বাবু কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া তাঁহারও স্বর বদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন—"গোপীনাথ! যে ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে অনেক মরণোন্মুখের শয্যায় বসিয়া অনেক জনক-জননী, সহোদর-ভগিনী, পুত্র-কন্যার রোদনধ্বনির মধ্যেও আপনাকে প্রকৃতিস্থ রাখিয়া রোগীর রোগ পরীক্ষা করিয়াছি। শুষ্ক চক্ষে

কত আত্মীয়ের মৃত্যু দেখিয়াছি, কিন্তু আজ আমি প্রকৃতি হারাইলাম।"

ডাক্তার বাবুর কথা শেষ হইতে না হইতে বিদায়গ্রহণেচ্ছু বন্ধুগণের সহিত আমার দেখা করিতে হইল!—সকলে যখন চলিয়া গেলেন, তখন আবার আমি ডাক্তার বাবুর হাত চাপিয়া ধরিলাম। বলিলাম—"এ রাত্রিতে আমি আপনাকে ছাড়িব না।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"আমি স্ত্রীকে মায়ের কাছে রাখিয়া যাইতেছি।"

তথাপি আমি তাঁহাকে থাকিবার জন্য জেদ করিলাম। বলিলাম,—"আমি পুত্র হইয়াও পুত্রত্বের কোনও কাজ করিতে পারিলাম না,—আপনি পুত্র না হইয়াও তাহাই করিলেন!"

ডাক্তার বাবু ঈষদুত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন—"আমি পুত্র নই, তোমাকে কে বলিল? গোপীনাথ! যদবধি তোমরা কলিকাতায় আসিয়াছ, তদবধিই আমি তোমাদের গৃহে চিকিৎসা করিতেছি। আমার বহু আত্মীয় আছে, অনেকের সঙ্গে বহুকাল হইতে আমার চিকিৎসা সম্বন্ধও আছে। কিন্তু কি জানি কেন, তোমাদিগের মত আত্মীয় আমি আর কাহাকেও মনে করি না। আমারও বয়স হইয়াছে, তথাপি, শুন গোপীনাথ, তোমার গর্ভধারিণীকে নিজের গর্ভধারিণী ভিন্ন অন্য কিছু মনে করিতে পারি নাই। সেই জন্যই ত বলিতেছিলাম—'আজ আমি প্রকৃতি হারাইলাম'।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"পিতার রোগ কি?"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"মায়ের যে রোগ হইয়াছিল, ইহাও তাই।"

"মা ত বাঁচিয়াছেন—বাবা কি বাঁচিবেন না?"

"তোমার মাকে যিনি বাঁচাইয়াছেন, তিনি বাঁচালে বাঁচাইতে পারেন। একমাত্র ভরসা ঈশ্বর। মায়ের জীবনলাভের পর হইতে আমার দেবতার উপর বিশ্বাস আসিয়াছে। তৎপূর্ব্বে আমি কি ছিলাম, তোমার ত অজ্ঞাত নাই।"

আমি কোন উত্তর করিলাম না। কেবলমাত্র দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলাম। মনে মনে ভাবিলাম,—"কৈ! আমার ত কিছু হইল না! এত ঝড়-ঝাপট আমার উপর দিয়া চলিয়া গেল, আসন্ন বিপদ হইতে এতবার উদ্ধার পাইলাম, মৃত্যুমুখ হইতে মায়ের পুনরাবর্ত্তন দেখিলাম,—তাহাতে দেবতার হাত যেন দেখিতে পাইলাম, কিন্তু কৈ, তবুও আমার দেবতাতে বিশ্বাস হইল না?"

ডাক্তার বাবু বলিতে লাগিলেন—"তুমিই আমাকে এই বিশ্বাস দান করিয়াছিলে। তাহার পূর্ব্বে ভগবানের অস্তিত্বেই আমার সন্দেহ ছিল। তোমার জননীর আরোগ্যলাভের আমি আজিও পর্য্যন্ত কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারি নাই। অন্ততঃ চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ত ইহার কোনও কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই। এক মিনিটকাল হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করিতে পারি নাই। কার্য্য-কারণসম্বন্ধ যতবারই নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছি, ততবারই কেবল আমি দেবতার হাত দেখিয়াছি।"

"আর কি দেখিতে পাইব না ডাক্তার বাবু?"

"তা কেমন করিয়া বলিব? তবে কি জান গোপীনাথ, মায়ের মূর্ত্তিতে বিধবার লক্ষণ ত কিছুই দেখিতে পাই না। এমন মা বিধবা হইবে?"

"কেন হইবে!" দেবতার আশ্বাসবাণীর ন্যায় কথা গৃহমধ্যে ধ্বনিত হইল। চমকিত হইয়া মাথা তুলিয়া দেখিলাম, আশ্বাস বাণী খুল্লপিতামহের মূর্ত্তি ধরিয়া যেন আকাশ ভেদ করিয়া সেই ম্লান গৃহে আবির্ভূত হইয়াছেন।

ডাক্তার বাবু সসম্ভ্রমে উঠিয়া খুল্লপিতামহের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। আমি আর পিতামহের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের অবকাশ পাইলাম না। মাকে তাঁহার আগমনসংবাদ দিতে ছুটিলাম।

মা পূর্ব্ববৎ নিস্পন্দভাবে শুইয়া ছিলেন। মহিলাগণ দুই এক জন ব্যতীত যে যাহার গৃহে চলিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার বাবুর স্ত্রী কেবল তাঁহার গাত্রে হস্ত সমর্পণ করিয়া বসিয়া ছিলেন। আমি উপস্থিত হইবামাত্র তিনি মায়ের পা ঠেলিয়া বলিলেন—"মা, পুত্র তোমার বারংবার ব্যাকুল হইয়া তোমার কাছে আসিতেছে। একবার তাহার সঙ্গে কথা কও। তোমার মুখের কথা শুনিতে পাইলে সে বুঝি অনেকটা সান্ত্বনা পায়। মা! তাহাকে নিরাশ করিও না।"

আমি মায়ের পদপ্রান্তে বসিয়া অনুচ্চস্বরে ডাকিলাম, "মা!"

জননী উঠিয়া বসিলেন, উদাসভাবে একবার আমার পানে চাহিলেন, গৃহের চতুর্দ্দিকে চাহিলেন, পাছে অতি উল্লাসে তাঁহার স্বাস্থ্যহানি ঘটে, এই ভাবিয়া ধীরভাবে খুল্লপিতামহের আগমনবার্ত্তা

আমি তাঁহার কাছে নিবেদন করিতে যাইতেছি, এমন সময়ে মা বলিলেন—"কৈ, আমি তোমাকে ত ভাবি নাই! আমি যাঁহাকে এতক্ষণ ধরিয়া একমনে ডাকিতেছি, তিনি কৈ? আমার গুরু, ইষ্টদেব,—তিনি কি কন্যার কথা শুনিতে পাইলেন না—আসিলেন না?"

"এই যে আসিয়াছি মা।"

মুহূর্ত্তমধ্যে গৃহটার ভিতরে যেন বৈদ্যুতিক লীলা চলিয়া গেল। আমরা সকলেই যেন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় যুগপৎ দাদার পদপ্রান্তে পতিত হইয়াছি। মা সাষ্টাঙ্গে ভূপতিত—সংজ্ঞাহীন। ছোট ঠাকুরদা তাঁর মাথায় হস্ত দিয়া বলিলেন—"উঠ মা-লক্ষ্মি! আত্মহারা হইতে ত আমি তোমাকে শিক্ষা দিই নাই। উঠ, প্রকৃতিস্থ হও—আমার শিক্ষা পণ্ড করিও না।"

বাস্তবিকই মা প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন। ডাক্তার বাবু ছোট ঠাকুরদার সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—"একবার রোগীর গৃহে পদধূলি প্রদান করুন।"

"চল যাই।" এই কথা বলিয়াই মাকে নির্দ্দেশ করিয়া তিনি আবার বলিলেন—"আমি রাধানাথকে দেখিয়া আসি। ভয় কি? তোমার দেহে বৈধব্যের কোন চিহ্ন ত দেখিতে প ই নাই, তবে তোমাকে ভয় করিতে হইবে কেন?

কে যেন আমার কানে কানে বলিয়া গেল—"যা হতভাগ্য, তোর বাপ এ যাত্রা বাঁচিয়া গেল!" বুঝিলাম, মনের বিশ্বাস আমার সহিত কানে কানে কথা কহিতেছে। বুঝিলাম, পিতাকে এ যাত্রা ফিরিয়া পাইয়াছি।

দশম পরিচ্ছেদ

আমরা সকলে পিতামহের অনুসরণ করিলাম। তিনি পিতার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াই ডাকিলেন—"রাধানাথ!" পিতা পূর্ব্ববৎ নিস্পন্দ! খুল্লপিতামহ পিতার শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া দ্বিতীয়বার ডাকিলেন—"রাধানাথ!"—উত্তর পাইলেন না। পিতার বক্ষে হস্ত দিয়া তৃতীয়বার ডাকিলেন—"রাধানাথ!" পিতার শরীরটা একবার শিহরিল মাত্র। তার পর সেই পিতার দেহ আবার স্পন্দনরহিত হইয়া গেল।

গৃহ লোকপূর্ণ, কিন্তু নিস্তব্ধ। পিতামহের ক্রিয়াকলাপ আমরা যেন নিশ্বাস বন্ধ করিয়া দেখিতেছি। প্রথমে আশার আবেগে কতকটা উল্লাসিত হইয়াছিলাম। এখন আবার হতাশার অবসাদ আসিল।

খুল্লপিতামহও কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক্ রহিলেন। পিতার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেল।—ডাক্তার বাবু দাঁড়াইয়া—পুরমহিলারা সকলে দাঁড়াইয়া—কাহারও মুখে কোনও কথা নাই; শুধু মা বসিয়া ছিলেন, বসিয়া স্থিরনেত্রে পিতামহের মুখপানে চাহিয়া ছিলেন। যেন চিত্রপুত্তলিকা। এরূপ আগ্রহের সহিত দৃষ্টি কোনও সন্তান কোন কালে কোনও জননীর কাছে পাইয়াছে কি না সন্দেহ! অন্ততঃ আমার ভাগ্যে আমার জ্ঞানতঃ ঘটে নাই। কলুষিত অন্তর—আমি মায়ের মুখের ভাব দেখিয়া কাঁপিয়া উঠিলাম। মুহূর্ত্তের জন্য পিতার ব্যাধির কথা মন হইতে দূর হইয়া গেল। ভাবিলাম, তবে কি গত রাত্রিতে মায়ের প্রতি পিতা যে সকল কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার মূলে কিছু সত্য আছে? অত্যধিক মনোভঙ্গেই কি পিতার আজ এইরূপ অবস্থা? অতি ক্লেশে দরিদ্র পল্লীবাসী ব্রাহ্মণ প্রভূত অর্থ উপার্জ্জনে নিজের সংসারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যাহার জন্য তাঁহার এত ক্লেশ, এত পরিশ্রম, সেই জননীই কি তাঁহাকে বলপ্রয়োগে সংসার হইতে দূরীভূত করিয়া দিতেছেন? মনে মনে পিতার মর্ম্মবেদনা কথঞ্চিৎ অনুমান করিয়া সাগ্রহনেত্রে একবার মুমূর্ষু পিতার পানে চাহিলাম। দেখিলাম, সংসারের সঙ্গে বাক্‌সম্বন্ধ, দর্শনসম্বন্ধ ইহজীবনের জন্য ত্যাগ করিয়া দাবদগ্ধ কুরঙ্গের ন্যায়, দর্শন-ভীতি হইতে নিস্তার পাইবার জন্যই যেন নিমীলিত নেত্রে সংসার হইতে তিনি অপসৃত হইতেছেন।

মায়ের এই নির্লজ্জার আচরণ বড়ই আমার দৃষ্টি-যাতনা উৎপাদন করিতে লাগিল। ভাবিলাম, গৃহমধ্যস্থ পুরমহিলারা মায়ের এরূপ অবস্থিতি দেখিয়া কি মনে করিবে? ডাক্তার বাবুই বা কি মনে করিবেন?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—কলুষিত অন্তর—মায়ের চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থিতির আমি কোন সদর্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলাম না।

হতভাগ্য আমি—সারা জীবন কেবল অন্তরের সঙ্কীর্ণতার জন্যই যন্ত্রণা পাইয়াছি। আমার এই বৃদ্ধবয়সের দীর্ঘ উষ্ণশ্বাস সেই দূর অতীতের অশুভক্ষণ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া যদি আমার এই মলিনতা দূর করিতে পারিত, তাহা হইলেও বুঝি, আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম। কিন্তু যাক্, আমি সাধারণ মানব-চিত্তের—অনুদার, সন্দিগ্ধ, দুর্ব্বল অথচ অভিমানপূর্ণ চিত্তের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করিয়া আত্মকাহিনী প্রকাশ করিতেছি। যে চিত্তের অধিকারী হইবার পর হইতে আমাদের ধর্ম্ম-সঙ্ঘের ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত শান্তির নিলয় আর্য্যগৃহ অশান্তির তৃণাবর্ত্তে নিত্য উৎপীড়িত হইতেছে, আমি সেই চিত্তের ম্লান ছবি তোমাদের সম্মুখে ধরিতেছি। জানি, আমাকে তিরস্কার করিতে যাইয়া তোমরা কেবল আত্মতিরস্কারই করিবে।

আমি মনে মনে মায়ের উপর ক্রুদ্ধ হইলাম। মনে করিলাম, পিতার দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আমিও এ গৃহ ত্যাগ করিব। মায়ের এই পবিত্রতাময়ী মূর্ত্তির আবরণমধ্যে লুক্কায়িত বিকট ছলনাকে স্মরণ করিয়া আমি এ গৃহে অবস্থান করিতে পারিব না।

চিন্তার আবেগে আন্তরিক ক্রোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মায়ের পানে আর একবার চাহিলাম, দেখিলাম, মা ঠিক সেইভাবে বসিয়া। ভাবিলাম, নির্লজ্জা মাকে একবার বলি—সকল লোকের সমক্ষে একবার শুনাইয়া দিই "তুমিই আমার পিতাকে হত্যা করিয়াছ।"

"ঠিক"।—কি এক অপূর্ব্ব স্বরগাম্ভীর্য্যে ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইয়া গেল। একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ঠাকুরদা বলিলেন—"ঠিক। মা লক্ষ্মি! তুমিই তোমার স্বামীকে হত্যা করিয়াছ।"

সর্ব্বশরীরটা শিহরিয়া উঠিল, হৃদয়ের গ্রন্থি যেন শিথিল হইয়া গেল। ছোট ঠাকুরদাদা কি অন্তর্য্যামী? মনে হইল, হেঁটমুখ ব্রাহ্মণ আমার মনের প্রতি অক্ষর যেন তীব্র দৃষ্টিতে পাঠ করিতেছেন। হায়! মনটাকে যদি সাগরগর্ভে ডুবাইয়াও পিতামহের চোখের অন্তরাল করিতে পারিতাম! মনের এই ভাব অধিকক্ষণ থাকিলে আমি সেখানে দাঁড়াইতে পারিতাম না। সন্দিগ্ধ অন্তর আমাকে প্রকৃতিস্থ হইবার সহায়তা করিল। পরক্ষণেই আমার মনে হইল, হঠাৎ কেমন করিয়া আমার মনের কথার সঙ্গে পিতামহের কথা মিলিয়া গিয়াছে। সেই বিশ্বাসে সুস্থির হইলাম। পিতামহের কথা শুনিতে লাগিলাম।

পিতামহ বলিলেন—"মা-লক্ষ্মি! তুমিই তোমার স্বামীকে হত্যা করিয়াছ।"

মাতা বলিলেন—"আমি?"

"একটু চিন্তা করিয়া দেখ দেখি, কোনও দিন স্বামীর প্রতি মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়াছিলে কি না?"

"হইয়াছিলাম। কোনও দিন কেন—কাল—রাত্রিকালে। স্বামীর উপর অভিমানে নিজের আশু মৃত্যু-কামনা করিয়াছি।"

"ভাল কর নাই। আত্মহত্যার তুল্য পাপ আর নাই। নিজের মৃত্যুকামনাও মহাপাপ—আত্মহত্যা অপেক্ষা কম মনে করিও না।"

"স্বামী বড়ই মর্ম্মভেদী তীব্র বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন।"

"স্বামীর তিরস্কার আশীর্ব্বাদস্বরূপ গ্রহণ করা তোমার কর্ত্তব্য ছিল। মা, তুমিও সাধারণ স্ত্রীলোকের মত আত্মহারা হইলে? স্বামীকে মানুষ মনে করিয়া তাঁহাকে ঘৃণা করিলে? সেই পাপে তোমার আজ এই শাস্তি হইয়াছে।"

"কৈ বাবা, আমি ত স্বামীকে ঘৃণা করি নাই! নিজের অদৃষ্টকে ঘৃণা করিয়াছি। স্বামী আমার গুরুনিন্দা করিয়াছিলেন।"

"আত্মহারা রমণি! তোমাকে কি উপদেশ দিয়াছিলাম? স্বামীতুল্য গুরু কি স্ত্রীলোকের আর আছে।"

"বেশ, আমি নিজের মৃত্যু কামনা করিয়াছিলাম; তবে আমার মৃত্যু না হইয়া স্বামীর এ দশা হইল কেন?"

"স্বামীর প্রতি অনুরাগে কি মৃত্যুকামনা করিয়াছিলে, না দ্বেষপরবশ হইয়া করিয়াছিলে?"

"এখন উপায়! আমি অবোধ কন্যা, না হয় ভুল করিয়াছি! আপনি আমার মঙ্গলময় পিতা—ইষ্টদেব—আপনি ত উপস্থিত হইয়াছেন।"

"সেই জন্যই ত তোমাকে তিরস্কার করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আমি আসিয়া তোমার বিশেষ উপকার করিতে পারিতেছি কৈ? দেখিতেছি, হতভাগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র তীব্র তিরস্কারে তোমার মনোবেদনা উপস্থিত করিয়াছে। মা, তুমি ত জান না, সতীর মনোবেদনা যে কি তীব্র ফল উৎপাদন করে, তাহা

ত তোমার বিদিত নাই। জানিলে তুমি স্বামীর উপর কখনই মর্ম্মান্তিক অভিমান করিতে না। জগন্মাতা সে অভিমান গ্রহণ করিয়াছেন, আমি কি করিব ?"

"তবে কি আমি বিধবা হইব ?"

"বৈধব্যকে তুমি ডাকিয়া আনিয়াছ।"

মা আর কোনও উত্তর না করিয়া ছোট ঠাকুর-দাদার পা দুটা জড়াইয়া ধরিলেন। আমরা সকলেই দাঁড়াইয়া দেখিতেছি, কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, কাহারও মুখে কোনও কথা নাই—অথবা কথা কহিবার শক্তি নাই।

অনেকক্ষণ স্থির থাকিয়া ছোট ঠাকুরদা আমাকে বলিলেন—"গোপীনাথ! কাল যখন আমি আহ্নিকে বসিয়াছিলাম, তখন কোন সন্ন্যাসিনীকে কি তুমি দেখিয়াছ ?"

"দেখিয়াছি। শুধু কাল নয়, আজও দেখিয়াছি।"

উল্লাসের সহিত ছোট ঠাকুরদা বলিয়া উঠিলেন —"আজও দেখিয়াছ ?"

আমি বলিলাম—"শুধু আজ দেখা নয়, সেই বেটীই আমাকে আজ সমস্ত দিন বাড়ী-ছাড়া করিয়াছে এবং দুর্দ্দশায় ফেলিয়াছে।" এই বলিয়া তাঁহাকে মুখের অবস্থা দেখাইলাম। আর বলিলাম —এখন বুঝিতে পারিতেছি, সেই বেটীই আমাদের এই অনিষ্ট করিয়াছে। সে আমাকে শুনাইয়া বিড় বিড় করিয়া যাহা বলিয়াছিল, এখন তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতেছি।"

"তাহাকে কোথায় দেখিয়াছ ?"

"কালীতলায়।"

"তোমাকে আর একবার তাঁর কাছে যাইতে হইবে।"

"মা-ই মরুন আর বাবাই মরুন, তার কাছে আমি যাইতে পারিব না।"

মা বলিলেন—"অনুমতি করুন, আমি যাই।"

পিতামহ বলিলেন—"তোমার যাওয়া হইতে পারে না।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"বেশ, আমিই যাইতেছি।"

ছোট ঠাকুরদাদা এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ডাক্তার বাবুই বুড়ীকে আনিতে চলিলেন। যাইবার পূর্ব্বে একবার দাদাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন—যদি তাঁহাকে দেখিতে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তিনি কি করিবেন ?

ছোট ঠাকুরদাদা বলিলেন—"তাঁহাকে না পাইলে রোগীর জীবন কিছুতেই রক্ষা হইবে না।"

ডাক্তার বাবুর ফিরিতে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগিল। তিনি একাকী আসিতেছেন দেখিয়া, আমরা মনে করিলাম, বুঝি তিনি বৃদ্ধাকে দেখিতে পান নাই। তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে সেই প্রশ্নই করিলেন।

তিনি বলিলেন—"দেখা মিলিয়াছে, কিন্তু তিনি কিছুতেই আসিতে চাহিলেন না। তাঁহাকে বারংবার অনুরোধ করিতে আমার সাহস হইল না।"

ছোট ঠাকুরদা বলিলেন—"আমার নাম করিয়া আসিতে বলেন নাই কেন ?"

"অবশেষে আপনার নাম করিয়াছিলাম, তথাপি তিনি আসিলেন না।"

"তবে আর কি করিব মা, তোমার স্বামীর পরমায়ু ফুরাইয়াছে।" এই বলিয়া খুল্লপিতামহ গাত্রোত্থান করিলেন।

গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার জন্য তিনি দুই চারি পদ দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোথায় যাইতেছেন ?"

ছোট ঠাকুরদাদা বলিলেন—"তোমার পুত্র গোপালের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। এক ব্রাহ্মণ তাঁহার একমাত্র পৌত্রীকে গোপালের হাতে সমর্পণ করিতেছেন। পত্র পাঠে বুঝিয়াছি, ব্রাহ্মণের বিশেষ আগ্রহ। তিনি বিবাহ দিতে হয় ত কালাকাল বিচার করিবেন না। কিন্তু আমি দেখিতেছি, আজ রাত্রির মধ্যেই রাধানাথের দেহত্যাগ হইবে। অশৌচ অবস্থায় যাহাতে শুভ কার্য্য না হয়, সেই জন্য, কন্যার পিতামহকে আমি নিষেধ করিতে যাইব।"

মা আর কোনও কথা কহিলেন না, কিন্তু খুল্লপিতামহের এই নিষ্ঠুরের মত আচরণ দেখিয়া তাঁহার উপরে আমার ক্রোধ জন্মিল। তাহার উপর বিবাহের কথা উঠিবামাত্র আমার মনের অবস্থাটা যেন কেমন এক রকম হইয়া গেল। সত্য কথা বলিতে কি, আমি পিতার আসন্ন-মৃত্যু ভুলিয়া গেলাম এবং ঈষৎ রুক্ষকণ্ঠে বলিলাম—"কাল এ সংবাদ দিলে চলিত না ?"

ঠাকুরদাদা মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—"এ অশুভ সংবাদ দিবারই বা কি প্রয়োজন ছিল? সে ব্রাহ্মণ আগে হইতেই আয়োজনাদি করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত পাছে হয়, এই জন্য যত শীঘ্র পারি নিষেধ করিবার প্রয়োজন বুঝিতেছি।"

"তা বলিয়া এরূপ অবস্থায় আমাদের ফেলিয়া যাওয়া আমি আত্মীয়ের কাজ বলিয়া মনে করি না।"

"কোনও ত কাজে আসিলাম না।"

"বেশ, যান—তবে যাইতে যাইতে শুনুন, এই মুমূর্ষু ব্রাহ্মণ কর্তৃক আপনাদের পিতাপুত্রের যদি এক বিন্দুও উপকার হইয়া থাকে, তাহা স্মরণ করিতে করিতে যাইবেন।" আরও দুই এক কথা বলিতে যাইতেছিলাম, ডাক্তার বাবু আমার মুখটা চাপিয়া ধরিলেন।

মা বলিলেন—"একবার দাঁড়ান, প্রণাম করি।"

দাদা প্রণতা জননীর মস্তকে করস্পর্শ করিয়া বলিলেন—"যাহা ঘটিবার, তাহা ঘটিবেই। মা, শোক করিও না।"

মায়ের হইয়া আমি উত্তর করিলাম—"এরূপ উপদেশ দিতে মায়ের অনেক আত্মীয় আছে।" ডাক্তার বাবু আবার আমার মুখে হাত দিলেন। আমি কিন্তু এবারে হাত সরাইয়া দিলাম এবং বলিলাম—"আমাদের দুরবস্থার সংবাদ পাইয়া অবসর বুঝিয়া আপনি জ্ঞাতিত্ব সাধিতে আসিয়াছেন। অকৃতজ্ঞ চাকরটাকে এই জন্যই সঙ্গে আনিতে সাহস করেন নাই। পুত্রের বিবাহের কথা শুনাইবার আর বুঝি সময় পাইলেন না?"

"ক্রোধের কি করিয়াছি গোপীনাথ?"

"কি করিয়াছেন, আপনাকে তাহা কি বুঝাইব? চাকরটা যদি আসিত, তাহা হইলে বুঝিতেন। পাদুকাঘাতে সেই বেইমানের মুখ বিক্ষত করিয়া দিতাম।"

মা বলিলেন, "আপনি চলিয়া যান।"

আমি গত রজনীতে পিতার সমস্ত কথার মর্ম্মগ্রহণ করিয়াছি। বুঝিয়াছি, দস্যুর আক্রমণ হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, সমস্তই এই ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণের ষড়যন্ত্র। এমনও মনে হইল, কৌশলে কোন বিষপ্রয়োগে ইহারা পিতাপুত্রে আমার পিতাকে জন্মের মত নির্ব্বাক্ করিয়াছে। তিরস্কারের অবসর পাইয়াছি, দু'কথা বুজরুক ব্রাহ্মণকে বলিতে ছাড়িব কেন?

ছোট ঠাকুরদাদা ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন—"গোপীনাথ, তোমার ক্রোধ মূল্যহীন। যদি কোনও উপকার করিতে পারিতাম, তাহা হইলে তোমার আর এক মূর্ত্তি দেখিতাম।"

দাদা মহাশয়ের কাপড় তাঁহার হাঁটুর উপরে উঠিয়া সেই মহিলামণ্ডলীমধ্যে তাঁহার অর্দ্ধ-নগ্নতার একটা বীভৎস চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল। তাহা দেখিয়া, তাঁহাকে আত্মীয় বোধ করিতেই আমার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। আমি তাঁর অসভ্যতার উপযুক্ত বাক্যপ্রয়োগে তাঁহার ঈষদুষ্ণ মস্তিষ্ককে চিরদিনের জন্য শীতলত্ব দান করিতে ইচ্ছা করিলাম। ভাবিলাম, তাঁহাকে এমন কথা শুনাইব, যাহাতে আর তিনি আমাদের বাড়ীতে না আসেন। আর যদিই আসেন, তাহা হইলে ভিক্ষুকের সহিত দাতার যে সম্বন্ধ, তিনি যেন তদরিতিক্ত সম্বন্ধের অভিমান জন্মের মত পরিত্যাগ করেন। এই ভাবিয়া বলিলাম—"তুমি কি উপকার করিবে? বড় বড় ডাক্তার প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও যাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না, তুমি নিরক্ষর ব্রাহ্মণ গোটাকতক অর্থহীন বুজরুকীর কথা বলিয়া তাঁহার কি করিতে পার?"

ডাক্তার বাবু আমাকে তিরস্কার করিলেন—মেয়েরাও সে তিরস্কারে যোগ দিলেন। মা কেবল ছোট ঠাকুরদাদাকে গৃহত্যাগ করিতে সাগ্রহে অনুরোধ করিলেন।

এইরূপ তীব্র তিরস্কারেও খুল্লপিতামহ ক্রোধের সামান্য মাত্রও লক্ষণ দেখাইলেন না। তিনি হাসিতে হাসিতেই উত্তর করিলেন—"গোপীনাথ। ঠিক বলিয়াছ। তুমি আমার চোখ ফুটাইয়া দিলে, দিয়া পরমাত্মীয়ের কার্য্য করিলে। আমি অহংজ্ঞানে মত্ত হইয়া কি করিতেছিলাম! ক্ষুদ্র আমি, আমার উপকার করিবার শক্তি কৈ? মা জগদম্বা যাহাকে রক্ষা না করেন, তাহাকে আর কে রক্ষা করিতে পারে?" তাহার পর মায়ের দিকে ফিরিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—"কিন্তু মা-লক্ষ্মি, আজ মহানবমীর পুণ্যময়ী রজনী। মা পার্ব্বতী বিশ্ববাসী সন্তানের উপর আশীর্ব্বাদ ঢালিয়া স্বগৃহ কৈলাসে গমন করিতেছেন। সেই আশীর্ব্বাদের উপর নির্ভর করিয়া আমি তোমাকে আশ্বাস দিতে

আসিয়াছিলাম।" এই বলিয়া দাদা একবার স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। চক্ষুর তারকা ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেল। তিনি যেন ক্রোধভরে কাহাকে বলিয়া উঠিলেন—"মা আনন্দময়ি, তোর ভক্ত কন্যার গৃহই কি আজ নিরানন্দময় রহিবে? মা বরাভয়করা, একবার এখানে তোর শ্রীচরণের ধূলি দিয়া যা।" কহিতে কহিতে ব্রাহ্মণের মুখ যেন উন্মত্তের ভাব ধারণ করিল। অপূর্ব্ব গম্ভীর স্বরে ব্রাহ্মণ আর একবার কাহাকে যেন সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"একবার আয়! এই অবিশ্বাসী পাষণ্ডের গৃহে তোর মহিমা প্রকাশ করিতে একবার আয়! আমাকে ঋণদায় হইতে মুক্ত কর্।"

কি বলিব? গৈরিক-পরিধায়িনী, ললাটে ত্রিপুণ্ড্রধরা, ত্রিশূলকরা, সেই কপালিনী কোথা হইতে গৃহমধ্যে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"রমানাথ! আমি আসিয়াছি।"

খুল্লপিতামহ তাঁহাকে দেখিবামাত্র দণ্ডবৎ ভূপতিত হইয়া প্রণাম করিলেন। পিতামহকে প্রণাম করিতে দেখিয়া আমাদিগের সকলকেই অন্ততঃ বাধ্য হইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি খাইতে হইল।

দাদা বলিলেন—"কি, মা আসিয়াছ?"

বৃদ্ধা বলিলেন—"আসিয়াছি। আসিবার ইচ্ছা ছিল না। কেবল তোমার মর্য্যাদা রাখিতে তোমার দামোদর জোর করিয়া আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। যেখানে সাধ্বী রমণীর অসম্মান হয়, সেখানে আমাদের আসিতে নাই।" এই বলিয়া কটমট করিয়া একবার আমার পানে চাহিল। ভয়ে আমার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল। তাহার পর ছোট ঠাকুরদাদাকে বুড়ী তিরস্কার করিতে লাগিল—"বেটা! আজ নবমীর নিশি না হইলে তোর বুক আমি এই ত্রিশূল দিয়া বিঁধিয়া দিতাম। এত কাল সাধন করিয়াও তোর মোহ ঘুচিল না? কে মরিতেছে—তুই কাকে বাঁচাইতে ব্যাকুল হইয়াছিস্?"

দাদা হাঁ, কি না, কোনও উত্তর করিলেন না—শুধু হেঁটমুণ্ডে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দাদার প্রতি তিরস্কার-কার্য্য সমাধা করিয়া বুড়া আমাদের সকলের প্রতি এক একবার তীব্র কটাক্ষে চাহিল, সকলেই ভয়ে আড়ষ্ট—অথচ বৃদ্ধা শীর্ণা—দেখিলে মনে হয়, যেন আমাদের অঙ্গুষ্ঠের ভার সহনে অক্ষম, কিন্তু তাহার চক্ষুর জ্যোতির সম্মুখে স্থির হইয়া দাঁড়ায় কাহার সাধ্য? সকলেই ভয়ে আড়ষ্ট।

আর কোনও কথা না কহিয়া বৃদ্ধা বরাবর রোগীর শয্যাপার্শ্বে চলিয়া গেল। মুমূর্ষু পিতাকে কিয়ৎক্ষণ স্থির হইয়া দেখিতে লাগিল। তার পর মায়ের দিকে ফিরিয়া বলিল—"কি রে বেটী, ছাড়িতে পারিবি?"

মাতা তাহার কথায় অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ছোট ঠাকুরদাদার মুখপানে চাহিলেন। ছোট ঠাকুরদা বৃদ্ধাকে বলিলেন—"ঘর কি না ছাড়িলে চলিবে না?"

বৃদ্ধা বলিল—"চলিবে না।" এই বলিয়া মাকে আবার বলিল—"ঘর ছাড়িতে পারিস্ ত বল্—তোর স্বামীকে বাঁচাইয়া দিই।"

আমি এ কথায় চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না—ঈষৎ ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলাম—"মা ঘর ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? তোমার সঙ্গে ত্রিশূল হাতে পথে পথে ঘুরিবে না কি?"

বুড়ী ত্রিশূল লইয়া মারিতে আসিল। বলিল—"আমি তোমারই মুণ্ডপাত করিতে আসিয়াছি।" আমি একদৌড়ে ঘরের এক কোণে উপস্থিত হইলাম। বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। না সরিলে ত্রিশূলের খোঁচা খাইয়া বুঝি মরিতে হইত। সেইখান হইতে বলিলাম—"ছোট ঠাকুরদা, পাগলীটাকে ঘর হইতে লইয়া চলিয়া যাও। আমার পিতাকে বাঁচাইবার প্রয়োজন নাই।"

ডাক্তার বাবু আমাকে নীরব থাকিতে ইঙ্গিত করিলেন। ছোট ঠাকুরদা মাকে বলিলেন "মা-লক্ষ্মি! স্বামীর ব্যাধি নিজে লইতে পারিবে? স্বামীর প্রাণ রাখিতে নিজে দেহত্যাগ করিতে পারিবে?"

মা উত্তর করিলেন—"খুব পারিব, এখনই আমার প্রাণ লইয়া স্বামীর প্রাণরক্ষা করুন।"

বৃদ্ধা আমাদিগকে গৃহত্যাগ করিতে আদেশ করিল।

মা ও খুল্লতাত ব্যতীত আমরা সকলেই অন্য গৃহে চলিয়া আসিয়াছি। সকলেই দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কথা কহিবার অবকাশ পাইয়াছি। স্ত্রীলোকেরা বলিতে লাগিলেন—"এ কি! এ রকম ব্যাপার ত কখন দেখি নাই।"

কেহ বলিল—"এও কি কখন হয় ? ডাক্তারেরা যাহাকে ত্যাগ করিয়াছে, তাহাকে বৃদ্ধা কেমন করিয়া বাঁচাইবে ?"

কেহ বলিল—"তা আর আশ্চর্য্য কি, দৈববলে না হইতে পারে কি ?"

এইরূপ যে যাঁহার মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেহ আশ্বাস দিলেন, কেহ বিভীষিকা দেখাইলেন। আমার মাতার সে গৃহে অবস্থান কেহ কেহ যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। ডাক্তার বাবু তাঁহার স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"গৃহিণি ! তর্কনিধি মহাশয় যদি বাঁচেন, তাহা হইলে ডাক্তারের ব্যবসা ত্যাগ করিয়া তোমাকে লইয়া কাশী যাইব।"

ডাক্তার বাবুর স্ত্রী বলিলেন—"সে কথা আর বলিতে হইবে কেন, আমিও প্রস্তুত।"

তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শেষ হইতে না হইতে মা আসিলেন। সকলেই সোৎসুকে তাঁহাকে রোগীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। মা বলিলেন—"এখনও কোন পরিবর্ত্তন দেখি নাই। তাঁহারা দ্বারবন্ধ করিয়া কি ক্রিয়া করিতেছেন। আপনারা সকলে অনাহারে আছেন, আমি আহারের বন্দোবস্ত করিতে আসিয়াছি।"

সকলেই আহারে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু মায়ের জেদ কেহ এড়াইতে পারিলেন না।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গেল, তথাপি গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইল না। অপেক্ষায় আমরা সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম, সকলেরই বিশ্রাম লইবার অভিলাষ জাগিল।

বিশ্রাম লইতে গিয়া আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। মায়ের মৃদু করস্পর্শে আমার ঘুম ভাঙ্গিল। মা অনুচ্চস্বরে আমাকে বলিলেন, "তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন।"

"তার পর ?"

"আমি ত কিছু বলিতে পারি না। আমি গৃহে প্রবেশ করিতে সাহস করি নাই।"

আমি উঠিলাম। উঠিয়া ডাক্তার বাবুর নিদ্রাভঙ্গ করিলাম। তাঁহাকে সঙ্গে লইলাম। একাকী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে আমারও সাহস হইল না।

সভয়ে উভয়ে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। শয্যাপার্শ্বে গিয়া দেখি, পিতা পূর্ব্ববৎ।

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"কি দেখিতেছ, রোগী জীবনহীন। এখন বুঝিতেছি, কতকগুলা ভণ্ড আমাদিগকে প্রতারিত করিতে আসিয়াছিল।"

হৃদয় শোকের আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। অর্দ্ধরুদ্ধ কণ্ঠে একবার ডাকিলাম—"বাবা !"

"গোপীনাথ ! বড় পিপাসা।"

একবার ডাক্তার বাবুর দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, তিনি পালঙ্কের একাংশ ধরিয়া অতি কষ্টে কম্পিত দেহকে ভূপতন হইতে রক্ষা করিতেছেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পিতা আরোগ্যলাভ করিলেন। প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই আরোগ্য-কথা পল্লীমধ্যে প্রচারিত হইয়া গেল। প্রতিবেশিগণ শুনিল, রাত্রিকালে কোথা হইতে এক সন্ন্যাসিনী আমাদের গৃহে আসিয়া আমার মৃত পিতাকে যমালয় হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছে।

এক দুই করিয়া প্রতিবেশি-প্রতিবেশিনী এই কথার সত্যতানির্দ্ধারণের জন্য আমাদের গৃহে আসিতে লাগিল। আমরা সে পল্লীতে নবাগত হইলেও, পিতা সহরের মধ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। তর্কনিধি মহাশয়কে জানে না, এমন লোক সহরে বিরল। তাহারা সংবাদ লইতে আসিল। কিন্তু কেমন করিয়া এত শীঘ্র এ কথার প্রচার হইল ? অনিচ্ছা সত্ত্বে—এমন কি, বিরক্তির সহিত আমাকে তাহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে হইল। লোকে বুঝিল, আমার পিতা কেবল যশস্বী ও ভাগ্যবান্ পণ্ডিত নহেন, তিনি এক জন দেব-পরিচিত ব্যক্তিও বটেন।

আমি কিন্তু অন্যরূপ বুঝিলাম। বুঝিলাম, ভাগ্যের শিখরে বসিয়াও পিতার মত ভাগ্যহীন কয় জন আছে ? পূর্ব্বরাত্রির যে অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা যদি আমার বিকৃত-মস্তিষ্কের ক্রিয়া না হয়, পিতার ব্যাধি হইতে আরম্ভ করিয়া ঘটনা-পরম্পরা যদি কোন শক্তিমান্ ঐন্দ্রজালিকের ক্রিয়ার ন্যায় আমার চক্ষুতে প্রতিভাত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে পিতা আমার কি ভাগ্যহীন। অন্ধের সম্মুখে নন্দন-শোভা, বধিরের কর্ণসমীপে গন্ধর্ব্বগীতি যেমন কোন কার্য্যের হয় না, পিতার পক্ষেও তাহাই হইয়াছে।

আমার এমন মা, যাঁহার পুণ্যহৃদয়ের আকর্ষণে মৃত্যের রাজ্য হইতে প্রাণ ফিরিয়া আসিয়াছে, যাঁহার গুণগীতিতে পূর্ণ মহানবমীর নৈশ বায়ু নবোল্লাসে স্পন্দিত হইয়াছে, সেই মাকে আমার পণ্ডিত পিতা চিনিতে পারিলেন না! এত কালের সাহচর্য্যে, এত কালের দর্শনে আলাপনেও পিতা জননীর স্বরূপ বুঝিতে সমর্থন হইলেন না! যা দেখিলাম, তাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে পিতার পাণ্ডিত্যের মূল্য কি! সত্য কথা বলিতে কি, মুহূর্ত্তের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টিশূন্য তথাকথিত পাণ্ডিত্যের উপর আমার ঘৃণা উপস্থিত হইল। আর ঘৃণা উপস্থিত হইল আমার নিজের উপর। পূর্ব্বকথা সমস্ত স্মরণে আনিয়া আমি বুঝিলাম, আমি পিতা হইতেও ভাগ্যহীন। অথবা আমা হইতে ভাগ্যহীন জগতে আর নাই। যাহারা রত্ন পায় নাই, রত্ন দেখে নাই, রত্ন কি, যাহারা শুনে নাই, তাহারাও ভাগ্যহীন বটে; কিন্তু যে রত্ন হাতে পাইয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহার তুল্য হতভাগা আর কে আছে? দেবতার অশ্রুজলে যুগান্তকাল নিষিক্ত হইলেও তাহার গৃহের উত্তাপ দূরীভূত হইবার নহে।

ব্যাপার কি, বুঝিতে পারি আর না পারি, পূর্ব্বরাত্রির সমস্ত ঘটনা স্মরণ করিয়া আমি অশ্রুজল ত্যাগ করিলাম। অথবা ত্যাগ করিলামই বলি কেন, ঘটনা স্মরণমাত্রেই আমার অজ্ঞাতসারে চক্ষু হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। কেন না, আমার তদানীন্তন অবস্থা আমার সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাতই ছিল। ডাক্তার বাবুর সান্ত্বনাবাক্যে প্রবুদ্ধ হইয়া বুঝিলাম, আমি কাঁদিতেছি। এত চিন্তা লুকাইয়া লুকাইয়া আমার মানস-পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

চিন্তা—এত চিন্তা—অনুমানে ধরিতে গেলাম, ধরিতে পারিলাম না। বাল্যকাল হইতে যে মলিন চিত্তের পোষণ করিয়া আসিয়াছি, তাহা এখন প্রবল শক্তি ধারণ করিয়া বিভিন্নমুখী গতির প্রহারে আমাকে বিকারগ্রস্ত করিয়াছে।

বাল্যকাল হইতে এক মাতৃহীন শিশুর উপর ঈর্ষা করিয়া আসিয়াছি। আমার করুণাময়ী মা গর্ভধারিণী আদরে তাহাকে কক্ষে স্থান দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকেও ঘৃণা করিয়াছি। শেষে পিতাপুত্রে একরূপ সম্মিলিত হইয়াই কৌশলে তাহাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়াছি। শাস্ত্রব্যবসায়ী পিতাকে পণ্ডিতবোধে, তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া নিরক্ষরা অথচ জ্ঞানময়ী জননীকে চিরদিনই অশ্রদ্ধার চক্ষুতে দেখিয়াছি। সময়ে অসময়ে মাকে তাঁহার পণ্ডিতাভিমানী মোহগ্রস্ত স্বামী ও এই বৃথা জ্ঞানগর্ব্বিত পুত্রের কাছে কতই না লাঞ্ছনা সহিতে হইয়াছে।

চিন্তার ভাবে মথিত মর্ম্ম অশ্রুজলরূপে প্রবাহিত হইতেছিল। এমন সময়ে ডাক্তার বাবু পশ্চাৎ হইতে অতি ধীরে আমার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিলেন—"গোপীনাথ! কাঁদিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখন আবার প্রকৃতিস্থ হইবার সময়। যে কয় দিন অথবা যে কয় দণ্ড মা বাঁচিয়া থাকেন, সে ক'টা দিন অথবা দণ্ড, মায়ের সেবা করিয়া পূর্ব্ব-অকার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া লও। আমি কিছুক্ষণের জন্য বাটী চলিলাম। হতভাগ্য সংসারী, গৃহকর্ম্ম ত আছে। আমি আমার স্ত্রীকে বাটীতে রাখিয়া যত সত্বর পারি ফিরিতেছি।"

ডাক্তার বাবু সমস্ত রাত্রি আমারই মত জাগিয়াছেন। আমি বলিলাম—"এ বেলা আর যাইবেন কেন? কিয়ৎক্ষণের জন্য বিশ্রাম লইয়া আহারান্তে গেলেই ভাল হয়।"

"বিশ্রাম আমি লইয়াছি এবং যেটুকু লইয়াছি, তাহাতেই আমার যথেষ্ট তৃপ্তি হইয়াছে। মায়ের আদেশ, আমাকে এইখানেই আজ মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাইতে হইবে। সে আদেশ অমান্য করিতে পারিব না। বিশেষতঃ যখন বুঝিতেছি, এ গৃহের অন্ন আর আমার ভাগ্যে ঘটিবে না?"

"আপনি কি স্থির বুঝিয়াছেন, মা আর থাকিবেন না?"

"সে কি তুমিও বুঝিতে পার নাই গোপীনাথ?"

"বিষয় সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই।"

"না পার, তাহাতেই বা তোমার ক্ষতি কি? তবে একান্তে বসিয়া কাঁদিতেছ কেন? বুঝিতেছি, তুমি সারা রাত্রির মধ্যে ক্ষণকালের জন্যও চক্ষুর পলক মুদ্রিত করিতে অবসর পাও নাই! ক্ষণেকের জন্য বিশ্রাম লও—নিদ্রা যাও।"

"আপনি আশ্বাস না দিলে কি আর নিদ্রা আসিবে?"

"আর আশ্বাস দিবারই বা প্রয়োজন কি? তোমার পিতা আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। তবে সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে আরও দিন দুই লাগিবে।"

"আর মা ?"

"মা ত কাল রাত্রিতেই নিজের সমস্ত আয়ু দানে নিঃশেষ করিয়াছেন। গোপীনাথ! কাল রাত্রেতেই ত আমরা মাকে হারাইয়াছি।"

কথা শুনিবামাত্রই আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। মাকে হারাইয়াছি ? উন্মত্তের মত উঠিতে যাইতেছি, ডাক্তার বাবু আমার স্কন্ধে হস্ত ন্যস্ত করিয়া আমাকে বসাইলেন—উঠিতে দিলেন না। বলিলেন—"ব্যস্ত হইও না। কি দেখিতে ছুটিতেছিলে ? মায়ের প্রাণহীন দেহ ? ব্যাকুল হইও না! মা আয়ুঃশেষ করিয়াছেন, তবে এখনও দেহত্যাগ করেন নাই। কেন করেন নাই, তা মা-ই বলিতে পারেন।"

এই কথা শুনিয়া পুনঃ প্রকৃতিস্থ হইলাম। বুঝিলাম, ডাক্তার বাবু মায়ের আসন্ন-মৃত্যু-সম্বন্ধে স্থিরবিশ্বাস করিয়াছেন। তাঁহাকে আর কোনও প্রশ্ন করিলাম না, তিনিও মায়ের সম্বন্ধে আর কোনও কথা না বলিয়া আমাকে বিশ্রাম লইতে অনুরোধ করিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন।

আমি মাতার মৃত্যুর আশঙ্কা করিয়াছি বটে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুসম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় নহি। কথার আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করিয়া বুঝিলাম, মা আজি হইতে আমাদের সংসারে জীবন্মৃত হইয়া থাকিবেন। প্রকৃত মৃত্যু হইলে পূর্ব্ব-রাত্রিতেই হইত—পিতার জীবন পুনঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মাতার দেহ প্রাণশূন্য হইত।

মনকে এক প্রকারে বুঝাইলাম বটে, কিন্তু বুঝাইতে গিয়া বুঝিলাম, মাতার প্রতি আমার অননুভূতপূর্ব্ব মমতা জাগিয়াছে।

মমতা জাগিয়াছে। প্রতি মুহূর্ত্তে বোধ হইতেছে, মা বুঝি এ পাপ সংসারে আর থাকিবেন না। যদি না থাকিতে চান, তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র অপরাধ নাই। তৎসম্বন্ধে পিতার যদি এইরূপই মনোভাব, তখন এ গৃহে তাঁহার না থাকাই বরং কর্ত্তব্য।

কিন্তু মা যদি না থাকেন, তাহা হইলে এ সংসারে আর রহিল কি ? দূর-ভবিষ্যৎ কল্পনার তুলিতে অঙ্কিত করিয়া একবার দেখিয়া লইলাম। কিন্তু দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে অতীতের সংসার-চিত্র যুগপৎ আমার মনশ্চক্ষুতে উদিত হইয়া ভবিষ্যৎ চিত্র মলিন করিয়া দিল। দেখিলাম, পর্ণকুটীরবাসিনী একটি দেবীর সম্মুখে আমরা কতকগুলা পিশাচ নৃত্য করিতেছি। দেবী দুই অভয় করে দুটি বালককে ধরিয়া—সম্মুখের দম্ভাহঙ্কার-কলুষিত চিত্র দেখিয়া অশ্রুজল-বর্ষণ করিতেছেন।

চিন্তার প্রহারে মস্তকে বিষম বেদনা অনুভব করিলাম। মাথায় হাত দিতে গিয়া দেখি, মাথা বাঁধা। তখন পূর্ব্ব দিবসের আঘাতের কথা মনে পড়িল। একবার দর্পণ-সম্মুখে দাঁড়াইলাম, দেখিলাম, কপাল ঈষৎ স্ফীত হইয়াছে।

বন্ধন খুলিয়া ক্ষতের গভীরতা দেখিতে যাইতেছি, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে আমাকে সে কার্য্য করিতে নিষেধ করিল। ফিরিয়া দেখি, কালীঘাটের সেই চিকিৎসক বন্ধু।

তিনি রাত্রির প্রতিশ্রুতি-মত পিতার রোগের সংবাদ লইতে আসিয়াছেন। প্রথমেই তিনি আমাকে বন্ধন খুলিতে নিষেধ করিলেন। বলিলেন "যেরূপ বাঁধা আছে, তিন দিন আর তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই। চতুর্থ দিবসে যে কোন চিকিৎসককে দিয়া ক্ষতস্থান ধৌত করাইলেই চলিবে। মুখের অবস্থা দেখিয়া বুঝিতেছি, ভয় করিবার কিছুই নাই। এখন আপনার পিতার সংবাদ জানিতে ইচ্ছা করি। অনুমান কেন, মৃত্যুই স্থির করিয়া আসিতেছিলাম। বাটীর নিস্তব্ধতা দেখিয়াও তাহাই বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু আপনাকে দেখিয়া বুঝিতেছি, আপনার পিতা বাঁচিয়া আছেন। কাল পিতার রোগচিন্তায় আপনাকে উন্মত্তবৎ দেখিয়াছিলাম, আজ প্রকৃতিস্থ দেখিতেছি। দেখিতেছি, নিজের দেহের উপর আপনার দৃষ্টি পড়িয়াছে।"

"পিতা আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।"

"আরোগ্যলাভ করিয়াছেন ?"

"একেবারে নীরোগ হইয়াছেন।"

"একেবারে নীরোগ হইয়াছেন ?"

বন্ধুটি তীব্র দৃষ্টিতে একবার আমার মুখের পানে চাহিলেন। ভাবে বুঝিলাম, আমার কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইল না। বলিলাম,—"এখনও কি আপনি আমাকে উন্মত্ত স্থির করিতেছেন ?"

"তা না করি, আপনাকে আশ্চর্য্যরূপে প্রকৃতিস্থ দেখিতেছি।"

"চিকিৎসকে কি বলেন যে, এরূপ রোগে মুক্তি নাই ?"

"রোগের অবস্থাবিশেষে মুক্তির আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু এ রোগে সেরূপ উদাহরণও বিরল। বিশেষতঃ কাল আপনার পিতাকে একরূপ প্রাণহীনই দেখিয়া গিয়াছি। যদি এখনও পর্যন্ত তিনি বাঁচিয়া থাকেন, তাহাও বিস্ময়ের কথা বলিতে হইবে।"

"আসুন, পিতার কাছে আপনাকে লইয়া যাই।"

বন্ধু আমার হাত ধরিলেন। আমি বলিলাম—"আমি রহস্য করিতেছি না।"

"আপনি দাঁড়ান—আমি দেখিলেও প্রত্যয় করিতে ইতস্ততঃ করিব। রোগ-নির্ণয়ে ভ্রম হইলে বিশ্বাস করিতাম। যদি কোন অজ্ঞাত শক্তি নব প্রাণরূপে দেহমধ্যে প্রবেশ করে, তবেই তোমার পিতা জীবিত হইবেন, নতুবা নহে।"

"আপনি আমার সঙ্গে আসুন। পিতা যথার্থই রোগমুক্ত হইয়াছেন। তবে বোধ হয়, এখনও দুই চারি দিন তিনি শয্যাত্যাগ করিতে পারিবেন না।"

চলিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় দেখি, পিতা যষ্টিতে ভর দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। বন্ধু দেখিয়া নির্ব্বাক্। একবার পিতার মুখের দিকে চাহিলেন, একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আমি কিন্তু বিস্ময়ের পারে উপস্থিত হইয়াছি। পিতাকে দেখিয়া কোনও কথা বলিলাম না। তাঁহাকে দুর্ব্বল বুঝিয়া কেবল তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলাম।

পিতা আমার মনোভাব বুঝিয়া বলিলেন,—"থাক্, সাহায্যের প্রয়োজন নাই। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।" এই বলিয়া তিনি বন্ধুর দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। তার পর বলিলেন,—"আমি তোমাকে নির্জ্জনে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।"

"যদি বলিবার বিশেষ আপত্তি না থাকে, তা হ'লে এইখানেই বলুন। ইনি আমার সহৃদয় বন্ধু।"

"তোমার কপালে কি?"

"উহার দিকে এখন লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন নাই। মাথায় সামান্য আঘাত লাগিয়াছে। ইনি চিকিৎসক। সযত্নে ইনি আমার চিকিৎসা করিয়াছেন। আপনি কি বলিতেছিলেন, বলুন।"

"তোমাকে গোপালের সন্ধানে যাইতে হইবে। যদি কোনও সন্ধান না পাও, তাহা হইলে শ্যামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে। গোপাল কোথায়, নিশ্চয়ই তাহার অবিদিত নাই।"

আমি বলিলাম—"আমি জানি।"

"জান?" বলিতে বলিতে পিতার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইল। হস্ত হইতে যষ্টি চ্যুত হইল।

বন্ধু বলিলেন,—"ধরুন—ধরুন।"

পিতা বলিলেন,—"না, আর ধরিতে হইবে না—আবার সুস্থ হইয়াছি।"

আমি তাঁহার হস্তে যষ্টি উঠাইয়া দিলাম। পিতা বলিতে লাগিলেন,—"যদি জান, তাহা হইলে তাহাকে লইয়া আইস।"

"সে কি আসিবে?"

"আমার সর্ব্বস্ব দিলেও আসিবে না?"

"বেশ, আজই আমি তাহাকে আনিতে যাইব।"

"আজ নয়—এখনই যদি যাইতে পার, তাহা হইলে এখনই যাও। গোপালকে লইয়া আইস, তাহার পিতাকে লইয়া আইস।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি এখনই গোপালকে আনিতে চলিলাম।"

পিতা কতকটা যেন নিশ্চিন্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। আমার পকেটে গোপালের ভাবী শ্বশুরের ঠিকানা আছে জানিয়া জামা লইতে যাইতেছি, এমন সময়ে বাটীর বহির্ভাগে সেই হৃদয়-বিকম্পী হাসি। জানালা হইতে দেখি, বৃদ্ধা বাটীর পার্শ্বস্থ পথ দিয়া বিদ্যুদ্বেগে চলিয়া গেল। পকেটে হাত দিয়া দেখি, পত্র অন্তর্হিত হইয়াছে। মাথায় হাত দিয়া আমি বসিয়া পড়িলাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বোক্ত ব্যাপার দেখিয়া বন্ধুটি স্তম্ভিত। আমি মাথা তুলিয়া দেখি, তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলাম। বলিলাম—"পিতার কথায় বুঝিলেন, আমাকে একটি আত্মীয়ের সন্ধানে এখনই গৃহত্যাগ করিতে হইবে।"

বন্ধু বলিলেন—"বুঝিয়াছি। আর ইহাও বুঝিয়াছি, সেই আত্মীয়ের সঙ্গে আপনার পিতার ব্যাধির একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।"

আমি বলিলাম—"ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না হউক, অপনার অনুমান একেবারেই ভিত্তি-শূন্য নয়—কিছু সম্বন্ধ আছে।"

বন্ধু যে রোগ আপনার পিতার হইয়াছিল, বোধ হয়, একান্ত মানসিক উদ্বেগই তাহার কারণ। আপনি যত শীঘ্র পারেন, আপনার আত্মীয়কে সন্ধান করিয়া লইয়া আসুন।

আমি। কিন্তু সন্ধানের উপায় হারাইয়াছি।

বন্ধু। কিসে?

আমি। একখানি পত্র। আত্মীয় যেখানে আছেন, সেই পত্রে সেই স্থানের ঠিকানা আছে। পত্র আমার জামার পকেটে ছিল। কালকের দুর্ঘটনায় বোধ হয়, তাহা পথে পড়িয়া গিয়াছে।

আমার সমস্ত রক্তাক্ত পরিচ্ছদ পরিবর্তিত করিয়া বন্ধু নিজেদের ঘর হইতে আমাকে কাপড় ও জামা দিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, আমার জামার পকেটে যে যে বস্তু ছিল, সে সমস্তই তিনি নূতন জামার পকেটে রাখিয়াছিলেন।

আমি দ্বিতীয়বার পকেট অনুসন্ধান করিলাম, পত্র পাইলাম না। বন্ধু বলিলেন—"পত্র যদি না পাওয়া যায়, তা হইলে সন্ধানের কি করিবেন?"

আমি উত্তর করিলাম—"তথাপি আমি তাহার সন্ধানে যাইব। যে ব্যক্তির গৃহে আমার আত্মীয় আছেন, তিনি এক জন আতিথেয় ব্যক্তি। পল্লীগ্রামে তাঁহার গৃহের সন্ধান করিতে বোধ হয় কষ্ট পাইতে হইবে না।"

বন্ধু বলিলেন—"আপনি যদি এক বেলা অপেক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে পত্রের একবার সন্ধান করিয়া আপনাকে সংবাদ দিই।"

আমি। পিতার আদেশ ত শুনিলেন!

বন্ধু। তথাপি আমি সংবাদ লইব।

এই বলিয়া বন্ধু প্রস্থানোদ্যত হইলেন। আমি পিতার আচরণের জন্য তাঁহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলাম—"পিতার মানসিক অবস্থার কথা আপনার অবিদিত নাই। সেই জন্য আপনাদের কৃত সহায়তার কথা তাঁহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল না। সময়ান্তরে পিতার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করাইয়া দিব, আপনার পিতার সঙ্গেও পরিচিত করিব, তখন দেখিবেন, আমার পিতার প্রকৃতি কেমন মধুর।"

বন্ধু বলিলেন—"কৈফিয়ৎ আমাকে দিতে হইবে না। আপনার আঘাত উপলক্ষে আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হইয়া আমি ধন্য হইলাম এবং আপনার আত্মীয়ের আগমন-সংবাদ জানিবার জন্য উৎসুখ রহিলাম।"

বন্ধু বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমিও যাত্রার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলাম। মনে মনে ভাবিলাম, অতীতের সুখের সংসার ফিরাইয়া আনিবার এমন শুভ সময় হয়ত আর আসিবে না। অর্থে, যশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছি বটে, কিন্তু গোপালের গৃহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে শান্তিও আমাদের গৃহত্যাগ করিয়াছে, সত্য কথা বলিতে কি, অনুতাপে হৃদয় জর্জরিত হইয়াছে। আমি শান্তির আশায় ব্যাকুল হইয়াছি। সর্বস্ব দিলেও যদি গোপাল ফিরিয়া আসে, গোপাল ফিরিয়া আসুক। আমি আমার সমস্ত প্রাপ্যই গোপালকে প্রদান করিব। পিতার উপার্জ্জনের এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিব না। কি গোপাল, কি পিতামহ, উভয়েরই তুলনায় আমার চরিত্র আমারই কাছে এখন পশুবৎ প্রতীয়মান হইয়াছে। যদি পৃথিবী ঘুরিয়াও গোপালকে আনিতে হয়, আমি তাহাও করিয়া মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।

সঙ্কল্প স্থির করিলাম। শুধু তাই নয়, স্থির করিলাম, আমি একাকী যাইব। চাকর সঙ্গী পরের কথা, ঐশ্বর্য্যের চিহ্নমাত্রও সঙ্গে লইব না। গোপালের জন্য কাতর হইয়াছি, কিন্তু গোপালের উপর ঈর্ষা পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। দারিদ্র্যে গোপাল কিরূপ সুখভোগ করিতেছে, তাহা বুঝিবার আমার ইচ্ছা হইল।

আমি গৃহত্যাগ করিলাম। সঙ্গে সামান্যমাত্র পাথেয় লইলাম। এমন মনের ভাব—চণ্ডীতলা পর্য্যন্ত পদব্রজেই যাইব। পিতামাতা কাহারও সহিত আর দেখা করিলাম না। আমি একরূপ গোপনেই গৃহত্যাগ করিলাম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া নৌকাভাড়া করিতেছি, এমন সময় চির-সুহৃৎ ডাক্তার বাবুর কথা আমার কর্ণে প্রবেশ করিল—"এ কি গোপীনাথ, তুমি এমন সময়ে কোথায় যাইতেছ?"

ফিরিয়া দেখিলাম, তিনি সস্ত্রীক গঙ্গাস্নানে আসিয়াছেন। তাঁহার কাছে আর মনের কথা গোপন

করিতে পারিলাম না। কোথায় যাইতেছি, কেন যাইতেছি, তাঁহাকে বলিতে হইল।

শুনিয়া হাসিয়া তিনি বলিলেন—"এইরূপ ঘটিবে —আমি আশা করিয়াছিলাম। আমি প্রভাতে তোমার পিতাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়াছি। তাঁহার স্বাস্থ্য-প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষা করিতে পারি নাই। গোপালসম্বন্ধে তোমার ও আমার মধ্যে যে সমস্ত কথা হইয়াছিল এবং তুলা সিং তোমাদের গ্রামে গিয়া যে সংবাদ আনিয়াছিল, তাহা তুমি যেমন যেমন আমাকে বলিয়াছিলে, সে সমস্তই আমি তাঁহাকে বলিয়াছি। এখন বুঝিতেছি, মনুষ্যত্ব তোমার পিতাকে একেবারে ত্যাগ করে নাই। তবে এখন ঘরে ফিরিয়া চল, আমিও তোমার সঙ্গে গোপালের সন্ধানে যাইব।"

আমি বলিলাম—"ফিরিতে অনুরোধ করিবেন না, আমি গোপালকে না লইয়া ফিরিব না।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"বেশ, বাড়াতে যাইতে না চাও, আমার গৃহে চল। আমি তোমার বৌঠাকুরাণীকে ঘরে রাখিয়া তোমার সঙ্গে যাইব।"

এই সময় ডাক্তার বাবুর স্ত্রীও আমার কাছে আসিলেন। আমি কোথায় যাইতেছি, জানিতে চাহিলেন। স্বামীর কাছে সমস্ত শুনিয়া তিনি বলিলেন—"সে কি, গোপীনাথ যদি না ফিরিতে ইচ্ছা করে, তুমি এইখান হইতেই তাহার সঙ্গে যাও। যদিই কর্ত্তার মতি ফিরিয়া থাকে, যদিই মা শুভচণ্ডী গোপালকে আনিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিলম্বে তোমরা কার্য্য পণ্ড করিও না। আমি যাইয়া মাকে সমস্ত কথা বলিতেছি।"

চিরকরুণাময়ী রমণীর এক কথাতেই কর্ত্তব্য সিদ্ধান্ত হইয়া গেল। ডাক্তার বাবু পাল্কি করিয়া তাঁহার স্ত্রীকে আমাদের বাড়ীতে পাঠাইয়া গোপালের অনুসন্ধানে আমার সঙ্গী হইলেন। আমরা উত্তরপাড়া যাইবার জন্য নৌকা ভাড়া করিলাম।

আমাকে নৌকায় কিয়ৎক্ষণের জন্য বসিতে অনুরোধ করিয়া ডাক্তার বাবু স্নানাদি কার্য্য সমাপন করিতে জলে নামিলেন। দেখিলাম, যে ব্যক্তি এক দিন পূজারী-ব্রাহ্মণ-পুত্রের দেহরক্ষার ব্যবস্থায় অম্লানমুখে সুকুমার বন্দোবস্ত করিয়াছে, আজ সেই ব্যক্তি স্নানান্তে জাহ্নবীতীরে বসিয়া হাতে পৈতা জড়াইয়া চক্ষু মুদিয়াছে। আমি নৌকায় বসিয়া কখন ডাক্তার বাবুর ধ্যান দেখিতে লাগিলাম, কখন বা অসংখ্য স্নানযাত্রীর জাহ্নবীজলে ধর্ম্মব্যাকুলতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলাম। একবার নদীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইলাম।

আশ্বিনী দশমীর নবাগত জোয়ার দেখিলাম, গৈরিকাভ বিশাল জলরাশি দেখিতে দেখিতে একটি একটি করিয়া ঘাটের সোপানগুলি গ্রাস করিতেছে। সিন্ধুসহায়া জাহ্নবী নানাদেশাগত জলরাশিকে উপেক্ষা করিয়া পলে পলে গর্ব্বভরে উত্তরোত্তর স্ফীত হইতেছে। অনুকূল দক্ষিণবায়ু জাহ্নবীকে যেন হিমালয়ের পাদমূলে ফিরাইয়া লইবার প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। তাহার এই তীর্থযাত্রার পথে অসংখ্য ছোট বড় নৌকা, নানা বর্ণের পাল ফুলাইয়া ছুটিয়াছে। জাহ্নবীর গর্ব্বোল্লাস যেন সকলকেই আশ্রয় করিয়াছে। সমীরস্রস্তবসনা কুলাঙ্গনার মত দুই-চারিখানা মাত্র পান্‌সী কেবল কূলাশ্রয়ে দাঁড়াইয়া আছে—সমীরণে তাহাদের অঞ্চল উড়িতেছে। কূলের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই তাহারও যেন ফুলিয়া ছুটিয়া যায়।

আমি সেই চারিখানির মধ্যে একখানিতে বসিয়া ছিলাম। তখন সদর হইতে গঙ্গাতীরস্থ গ্রামগুলিতে যাতায়াতে নৌকাই একমাত্র উপায় ছিল আজ বিজয়াদশমী না হইলে, শত শত পান্‌সীতে ঘাট ভরিয়া থাকিত। পূজায় লোকজন সকলেই প্রায় দেশে গিয়াছে, অতি অল্পই ছিল, তাহার মধ্যেও অধিকাংশই জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। মোটে চারিখানি অবশিষ্ট, তাহার তিনখানি ঘাট ছাড়িবার উপক্রম করিল। তাহাদের পান্‌সী লোকপূর্ণ হইয়াছে।

আমাদের মাঝী বলিল—"বাবু! আর দেরী করিলে পথে ভাটা পড়িবে। একটানায় গঙ্গা ভাটা পড়িলে পৌছিতে বড়ই বেলা হইবে।"

বাধ্য হইয়া আমাকে ডাক্তার বাবুর ধ্যান ভঙ্গ করিতে হইল। তিনি আমার সম্বোধনে নৌকায় উঠিলেন। দেখিলাম, তাঁহার গণ্ডে অশ্রু পড়িয়াছে।

তিনি নৌকায় উঠিয়া বস্ত্রপরিবর্ত্তন করিলেন। মাঝীও নৌকা ছাড়িয়া দিল।

উভয়েই আমরা পান্‌সীর "ছতরীর" মধ্যে আশ্রয় লইলাম। ডাক্তার বাবু একবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় যাইবে স্থির করিয়াছ? তোমাদের দরোয়ান ত বলিয়াছে, গোপাল দেশে নাই।"

আমি। গোপাল দেশে নাই।

ডাক্তার। ঠিক জানিয়াছ?

আমি। জানিয়াছি। তুলাসিং ঠিক জানিয়া আসিয়াছে।

ডাক্তার। তা হ'লে ত তোমাদের ঘর পর্য্যন্ত নাই।

আমি। কিছু নাই। ভিটায় জঙ্গল হইয়াছে। জমীজিরাত সমস্তই শ্যাম গ্রাস করিয়াছে।

ডাক্তার। শুধু তুলা সিংএর কথায় নির্ভর করিয়া বলিতেছ, না অন্য কোন উপায়ে জানিয়াছ?

আমি। তুলা সিং যাহা বলিয়াছে, সমস্তই সত্য। অন্য উপায়েও জানিয়াছি।

ডাক্তার। তা হ'লে তোমার পিতাকে গোপালের কথা বলিয়া অন্যায় করি নাই।

আমি। যাহা আপনি শুনিয়াছেন, তাহা হইতেও বলিবার যথেষ্ট আছে। পিতাকে তাহা শুনাইলে বোধ হয় তাঁহার হৃদয় ভগ্ন হইত। আবার তাঁহাকে শয্যাশায়ী হইতে হইত।

ডাক্তার। আমি অতি সাবধানে তাঁহার সহিত কথা কহিয়াছি। কথা-শেষে বুঝিয়াছি, তাঁহার মনে অনুতাপ জাগিয়াছে। আমি দুই একটা কথা অনুমানে যোগ করিয়াছিলাম। তাঁহাকে বলিয়াছিলাম,—"কলিকাতা ত্যাগ করিবার পর হইতে আজিও পর্য্যন্ত গোপাল তাঁহার কাছে এক কপর্দ্দকও সাহায্য পায় নাই। কত দীন, অনাথ তাঁহার সাহায্যে বিদ্যা-শিক্ষা করিয়া মানুষ হইয়া গেল, তাঁহার আত্মীয় অর্থাভাবে দীন ও মূর্খ হইয়া দেশে দেশে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে।" অবশ্য আমি কথায় একটু কল্পনার যোগ করিয়াছিলাম। কেন করিয়াছিলাম, তা বলিতে পারি না। গোপাল যতটুকু ইংরাজী শিখিয়াছিল, তাহাতে অক্লেশে সে সাহেবের আফিসে চাকরী করিতে পারিত। কিন্তু আমার কেমন যেন বোধ হইল, গোপাল তাহা করে নাই।

আমি। আপনি কল্পনাতে যাহা দেখিয়াছেন, তাহার এক বর্ণও মিথ্যা নয়।

ডাক্তার। তা হ'লে শ্যাম মাসোহারা সমস্ত সত্যই উদরসাৎ করিয়াছে?

আমি। সমস্ত।

ডাক্তার। আমি হরিয়ার মুখে দুর্ঘটনার কথা শুনিয়াছি, তুমি পথ হইতে ফিরিয়াছ, মৃত্যু-মুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছ। কিন্তু এমন বিপদ গিয়াছে যে, তোমাকে সে সম্বন্ধে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিবার অবকাশ পাই নাই।

আমি। আমিও পাই নাই। অথচ আপনাকে সমস্ত দুর্ঘটনার কথা বলা আমারই বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ডাক্তার বাবু! গোপাল যথার্থই ভিখারী।

ডাক্তার। তুমি কেমন করিয়া জানিলে?

আমি। নিজের চোখে দেখিয়াছি।

ডাক্তার। দেখিয়াছ?

আমি। দেখিয়াছি। যে বেশে গোপালকে দেখিয়াছি, তাহা আমি জীবনে ভুলিতে পারিব কি না সন্দেহ।

এই বলিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা, আমার কলিকাতা-ত্যাগের পর হইতে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল—সমস্ত আদ্যোপান্ত ডাক্তার বাবুর কাছে বিবৃত করিলাম।

কথা শেষ হইলে, নৌকাও উত্তরপাড়ার ঘাটে লাগিল। ডাক্তার বাবু কথার শেষে বুঝিলেন, আমরা কোথায় যাইতেছি, তাহা আমাদিগকে পথে চেষ্টা করিয়া ঠিক করিয়া লইতে হইবে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পথের কষ্টের কথা আর তুলিব না। গোপালকে গৃহে ফিরাইবার অতি ঔৎসুক্যে আমি এক দিনের এক ক্ষণের জন্য ঐশ্বর্য্যের অভিমান ত্যাগ করিয়াছিলাম, দীন গোপালের সম্মুখে দাঁড়াইতে দীনভাব অবলম্বনের সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। কাজেই যথেষ্ট পাথেয় সঙ্গে না লইয়াই গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছি। এক জন ভৃত্যকেও সঙ্গে লই নাই।

বাল্যের দারিদ্র্য এখন আমার পক্ষে স্বপ্ন-কথা হইয়াছে। প্রতি দণ্ডেই এখন আমাকে ভৃত্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় একাকী বাড়ী ছাড়িয়া আমি যে কি অর্ব্বাচীনের কার্য্য করিয়াছি, তাহা কাহাকে বুঝাইব? সে দিন বিজয়া-দশমী—দেশ-বিদেশ হইতে লোকসকল আপনার আপনার ঘরে ফিরিয়া আনন্দ-কোলাহলে গৃহসকল পরিপূর্ণ করিয়াছে। এই শুভদিনে মানুষে যে যাহার প্রতি শত্রুতা ভুলিয়া আলিঙ্গন করিবে। ঘর হইতে বাহির হইবার মধ্যে আমি ও আমাদের গৃহসুহৃৎ ডাক্তার বাবু। পাল্কীর বেহারা সকল

যে কোন ভাগ্যবানের গৃহে দুর্গাপূজার তিন দিন অন্নপানে তৃপ্ত হইতে চলিয়া গিয়াছে। আমরা বহু চেষ্টায় একখানিও পাল্‌কী সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। একখানি গরুর গাড়ী চণ্ডীতলা অভিমুখে যাইতেছিল—তাহাতে আচ্ছাদনমাত্র ছিল না—পাল্‌কীর ভাড়া দিয়া তাহাতেই আমরা আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সুতরাং পথের কষ্টের কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। পদে পদে আমরা ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, বাড়ীতে ফিরিয়া যাই। পূজার ছুটীর শেষে গোপালের সন্ধানে আসিব। ডাক্তার বাবু সঙ্গে না থাকিলে নিশ্চয়ই ঘরে ফিরিতাম। আমার প্রতিজ্ঞা আমার গৃহের পর্য্যঙ্কে দুগ্ধফেননিভ শয্যার মধ্যে সমাহিত হইত।

কিন্তু ধন্য ডাক্তার বাবু! তাঁহার এই একটি দিনের আচরণ চিরকালের জন্য আমার চিত্তে অঙ্কিত রহিয়া গিয়াছে। এমন ধীরতায়, এমন শান্তভাবে তিনি পথের সেই অকথ্য ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন যে, এখনও মনে পড়িলে আমার নিজের মনুষ্যত্বে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়।

গো-শকটে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে দুই জনে পিত্তরক্ষার মত সামান্যমাত্র জলযোগ করিয়াছিলাম। সেই সামান্যমাত্র বল অবলম্বন করিয়া আমরা উভয়েই শরতের মেঘমুক্ত রৌদ্রতাপে দগ্ধ হইয়াছি। আমার জীবনে দুই চারিবার এরূপ গ্রাম্য পথে পর্য্যটন ঘটিয়াছে, কিন্তু ডাক্তার বাবুর জীবনে ইহা সর্ব্বপ্রথম ঘটনা। কলিকাতাতেই তাঁহার জন্ম, জন্মের পর হইতে আজও পর্য্যন্ত কলিকাতা ত্যাগ করিয়া তাঁহার এরূপ আরণ্য পল্লীতে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। ব্যবসায়ে তিনি সহরের ভিতরে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতার ভিতরেই চলাচল করিতে বহুদিন হইতে তাঁহাকে মাটীতে পা দিতে হয় নাই। গরুর গাড়ীতে চড়িয়া তাঁহাকে দেশান্তরে যাইতে হইবে, ইহা কোন দিন তিনি স্বপ্নেও চিন্তা করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। সেই তিনি আজ বন্ধুর গ্রাম্যপথে গরুর গাড়ীতে চাপিয়া চলিয়াছেন। দুই পার্শ্বের ঘন-সন্নিবিষ্ট তরুদল অরণ্যের আকারে প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার বিভীষিকা উৎপন্ন করিতেছিল। কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার মুখে ভয়-বিকার লক্ষিত হয় নাই। মাঝে মাঝে আমাকে চঞ্চল দেখিয়া তিনি এক একবার আমাকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন, এই মাত্র। নিজে যে বিন্দুমাত্রও কষ্ট পাইতেছেন, এরূপ একটি কথাও তাঁহার মুখ হইতে বাহির হয় নাই। তাই এখনও বলিতেছি—সেই বহুকাল পূর্ব্বের স্থির-মধুর মূর্ত্তি মানস-চক্ষুর সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বলিতেছি—ধন্য তুমি ডাক্তার বাবু! তখন বুঝিতে পারি নাই যে, ভাগ্য তোমাকে বরণ করিবার জন্য প্রবল আকর্ষণে সমীপস্থ করিতেছিল। আর তোমার এই বরণ-কার্য্য সমাপিত করিবার জন্য বিধাতা এই চপলচিত্ত যুবককে ঘটক নিযুক্ত করিয়াছিল। যাক্, সে কথা পরে বলিব। এখন যাহা বলিবার, তাহা বলিয়া যাই।

যেখানে পূর্ব্বোক্ত দস্যুটার সহিত দ্বিতীয়বার আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেই স্থানে উপস্থিত হইতেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। এই স্থান হইতে আমাদিগকে সেই ব্রাহ্মণের গৃহ সন্ধান করিতে হইবে। এই স্থানে পৌঁছিয়াই আমি ডাক্তার বাবুকে ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাতের কথা শুনাইলাম। যে দিক হইতে ব্রাহ্মণ আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে দেখাইলাম এবং বলিলাম—"এখান হইতে সদর রাস্তা ছাড়িয়া এই গ্রাম্য পথে আমাদের প্রবেশ করিতে হইবে।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"বেশ, কর।"

আমি বলিলাম—"কিন্তু সম্মুখে সন্ধ্যা।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"ইহার পরে ত রাত্রি হইবে।"

আমি। এখনই বা রাত্রি হইতে বাকী কি? অন্ধকার আগে হইতেই বাগানের ভিতর হইতে বড় বড় গাছের তলায় থাবা পাতিয়া বসিয়াছে।

ডা। অন্ধকার-শিশুগুলি এখনও পর্য্যন্ত পরস্পরে সংলগ্ন হইতে পারে নাই। এখনও পথ চিনিবার উপায় আছে, ইহার পরে তাহারা জড়াজড়ি করিয়া যখন তাল হইবে, তখন কেমন করিয়া যাইবে?

আমি। এখান হইতে আধ ক্রোশের মধ্যে চণ্ডীতলা, সেখানে চটি আছে—রাত্রিতে আশ্রয় লওয়া চলিবে।

ডা। কথাটা আমার মনে লাগিতেছে না।

আমি গাড়োয়ানকে গাড়ী থামাইতে আদেশ করিলাম। আর বলিলাম,—"এখন হইতে আমাদিগকে এই পথে যাইতে হইবে।"

গাড়োয়ান বলিল,—"আমি যাইতে পারিব না।"

আমি পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইলাম, তথাপি শকট-চালক সম্মত হইল না। অবশ্য তাহাকে সে জন্য অপরাধী করিতে পারি না, কেন না, চণ্ডীতলার নাম করিয়া আমি তাহার গাড়ী ভাড়া করিয়াছিলাম। তদতিরিক্ত পথ যাইব না বলায়, সে আমাদিগকে গাড়ীতে লইতে স্বীকৃত হইয়াছিল। হাতে এমন কিছু পয়সা নাই যে, অতিরিক্ত পুরস্কারের প্রলোভনে তাহাকে সঙ্গে লই। সুতরাং এই স্থান হইতেই তাহাকে ভাড়া দিয়া বিদায় দেব স্থির করিলাম। মনে করিলাম, যদি ডাক্তার বাবু গ্রামের অনুসন্ধানে খানিকটা পথ গিয়া আর অগ্রসর হইতে না চান, তাহা হইলে আমরা পদব্রজেই চণ্ডীতলায় উপস্থিত হইব।

আমি গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ভাল, সঙ্গে যাইতে না চাস্, এই গ্রামে মুখুয্যে বাবু কে আছে, বলতে পারিস্?"

গাড়োয়ান উত্তর করিল—"মুখুয্যে কে আছে না আছে, জানি না, তবে এখানে আগে অনেক ঠ্যাঙ্গাড়ে ছিল শুনিয়াছি।"

"এখন?"

"এখনও মাঝে মাঝে দুই একটা খুনখারাপির কথা শোনা যায়।"

খুনের কথা শুনিয়া আমি একবার ডাক্তার বাবুর মুখের পানে চাহিলাম। ভাবিলাম, ভয় পাইয়া যদি তিনি চণ্ডীতলায় যাইতে চান। তিনি এ কথায় কিঞ্চিন্মাত্র ভীত না হইয়া ঈষৎ রুক্ষস্বরে গাড়োয়ানকে বলিলেন—"খুনখারাপির কথা রাখ, তুই মুখুয্যে বাবুদের বাড়ী চিনিস্ কি না বল।"

গাড়োয়ান উত্তর করিল—"না বাবু।"

আমি ভাড়া দিয়া গাড়োয়ানকে বিদায় করিলাম। ডাক্তার বাবু বলিলেন—"এখানে যখন ব্রাহ্মণের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন তাঁহার বাড়ী এ স্থান হইতে বেশী দূর হইবে না।"

আমি বলিলাম—"শুধু তা নয়, তাঁহার দশম-বর্ষীয়া নাতিনীও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল!"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"তবে আর বিলম্ব না করিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ কর।"

ডাক্তার বাবুর সাহস দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। পথে আসিতে আসিতে অনেকবার দূরস্থিত গ্রাম সকল হইতে শ্রীশ্রীদুর্গার বিসর্জ্জনের বাজনা শুনিয়াছিলাম। কিন্তু এখানে উপস্থিত হইতে না হইতে চারিদিক যেন নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। একটা ঢাকের শব্দ শুনিতে পাইলে, সেই শব্দ লক্ষ্যে অগ্রসর হইতে পারিতাম। কিন্তু হায়, তৎপরিবর্ত্তে সমস্ত বনটা ঝিল্লীরবে মুখরিত হইয়াছে। পথে এমন একটা লোক নাই যে, তাহাকেও গ্রামসম্বন্ধে এক আধটা কথা জিজ্ঞাসা করি। অতি অনিচ্ছায় শুধু ডাক্তার বাবুর কাছে মুখরক্ষার জন্য তাঁহাকে মাত্র সঙ্গী করিয়া সঙ্কীর্ণ গ্রাম্যপথে পদার্পণ করিলাম।

কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই বুঝিলাম, তাহা একটি বিশাল আম-কাঁটালের বন। তাহারই পার্শ্বে বিশাল ধান্যক্ষেত্র, গ্রাম যে কত দূরে, তাহার ইয়ত্তা নাই। দশমীর শুভ্র জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি। তথাপি বাগানের মধ্যে অন্ধকার দেখিতে দেখিতে ঘনাইয়া আসিল। মনে হইল, যেন অন্ধকার আমাদের পিছু লইয়াছে।

চলিতে চলিতে অনুমান এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়াছি। বুঝিলাম, অগ্রসর হইলে বিপদ, ফিরিতে গেলেও বিপদ মাথায় করিয়া ফিরিতে হয়। বিশ্রাম যে লইব, তাহারই বা উপায় কোথায়? এক পার্শ্বে কণ্টকাকীর্ণ অরণ্য, অপর পার্শ্বে যেন ধরণীর সীমান্তগামী শ্যামসাগর। তাহা আবার চন্দ্রকিরণনিষেকে পীতবর্ণে জড়িত হইয়া গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। মনে হইতেছে, যেন শত সহস্র সর্প ধান্য গুচ্ছে মুখ লুকাইয়া অবস্থান করিতেছে।

আমি ভীত হইয়াও ভীতির লক্ষণ প্রকাশ করিলাম না। প্রতি পদক্ষেপে ডাক্তার বাবুর পদ স্খলিত হইতেছিল। তাই দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আর কি আমাদের অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য?"

ডাক্তার বাবু কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিলেন। বোধ হয়, কি উত্তর দিবেন, তাহা তিনি স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। অনেকক্ষণ নীরব থাকিবার পর তিনি বলিলেন—"এগুব কি পিছাইব, আমি স্থির করিয়া বলিতে পারিতেছি না। পল্লীগ্রামের পথঘাটের অবস্থা আমি কিছুই জানি না। এখন বুঝিতেছি, তোমার পরামর্শটা অগ্রাহ্য করা যুক্তিযুক্ত হয় নাই। তবে কি না জান গোপীনাথ! এক মহাপুরুষের পুত্রের অন্বেষণে আসিয়াছি—আমাদের

অনিষ্ট হইতেই পারে না। আমি সেই বিশ্বাসকেই আমার পথপ্রদর্শক করিয়া অগ্রসর হইয়াছি"—ডাক্তার বাবুর কথা শেষ হইতে না হইতেই বাগানের অন্ধকার ভেদ করিয়া কিছু দূরে একটি দীপালোক ফুটিয়া উঠিল।

দীপালোক চলিতে লাগিল। রাত্রি তখনও অধিক হয় নাই। কিন্তু বনের ভিতরে অন্ধকারটা কিছু অধিক মাত্রায় বাড়িয়াছিল। সেটা বাস্তবিক কিংবা আমার ভয়াচ্ছাদিত দৃষ্টির জন্য—আজিও পর্য্যন্ত তাহা বুঝিতে পারি নাই।

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"গোপীনাথ! এ সুবিধা ছাড়া কোনওমতে আমাদের কর্ত্তব্য নয়। এস, উভয়ে আলোকের অনুসরণ করি।"

আমি কেমন একটা সন্দেহে চলিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। ডাক্তার বাবু তাহা বুঝিলেন। বলিলেন—"বেশ, তুমি অগ্রসর হইতে সাহস না কর, আমি হইতেছি।" এই বলিয়া তিনি উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই আলোক অভিমুখে চলিলেন।

যাইতে যাইতে বলিলেন—"কোনও কারণে স্থানত্যাগ করিও না। আমি এখনই দীপধারীকে সঙ্গে লইয়া ফিরিতেছি।"

আমি এক স্থানে দাঁড়াইয়া তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। তিনি বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন—"আলোক লইয়া কে যাইতেছ, দাঁড়াও। আমরা এখানে দুই জন বিদেশী, অন্ধকারে পথ হারাইয়াছি।"

আলোক কোনও উত্তর দিল না—চলিতে লাগিল। আলোক বলিলাম কেন, এখনও পর্য্যন্ত আমি আলোকধারীকে দেখি নাই। ডাক্তার বাবু দেখিয়াছেন কি না, বলিতে পারি না।

উত্তর না পাইয়াও তিনি অনুসরণে বিরত হইলেন না। তিনিও চলিতে লাগিলেন, আলোকও চলিতে লাগিল। কি বুঝিয়া একবার তিনি দাঁড়াইলেন, আলোকও দাঁড়াইল। একবার পিছাইলেন, আলোকও সঙ্গে সঙ্গে পিছাইল। এইরূপ দুই একবার চলা, দাঁড়ান, পিছানর পর আলোক অদৃশ্য হইল, ডাক্তার বাবুর দেহও অন্ধকারমধ্যে বিলীন হইয়া গেল। আমি তাঁহাকে বিপন্ন বোধে চীৎকার করিয়া ডাকিলাম—উত্তর পাইলাম না। আবার ডাকিলাম, উত্তর পাইলাম না। আবার ডাকিলাম, উত্তর পাইলাম না। বাগানের মধ্যে কিছু দূর প্রবেশ করিয়া বার বার ডাকিলাম, তথাপি বনমধ্য হইতে কোনও উত্তর আসিল না।

ভয়ে আমি ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। নিশ্চয় বুঝিলাম, ডাক্তার বাবু দস্যু কর্ত্তৃক হত হইয়াছেন। হত্যাকুশল ঘাতক ডাক্তার বাবুকে কথা কহিতে অবকাশ দেয় নাই। এইবার আমার পালা। নিজের মৃত্যুর কথা মনে উদিত হইবামাত্র আমি আত্মহারা হইয়া পড়িলাম। ডাক্তার বাবুকে ভুলিয়া গেলাম, বাগান ছাড়িয়া এক দৌড়ে রাস্তায় পড়িলাম। সদর রাস্তায় পড়িলে জীবনরক্ষা হইতে পারে ভাবিয়া, মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া, আবার ছুটিতে আরম্ভ করিলাম। প্রতি পদক্ষেপেই বোধ হইতে লাগিল, কে যেন আমার পিছু লইয়াছে। এই পড়িলাম—এই মরিলাম। এই বুঝি ঘাতকের লাঠি আমার মাথায় পড়িল। এই বুঝি ঠগীর হাতের রুমাল আমার গলায় জড়াইল।

কিন্তু সদর রাস্তায় পা দিবার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু আসিল না। সদর রাস্তায় পড়িয়া দেখি,—আলো হাতে এক জন পথিক আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়াই কাতরকণ্ঠে তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। পথিক অভয় দিতে দিতে আমার কাছে ছুটিয়া আসিল।

নিকটে আসিয়াই লোকটি বলিল—"কি হইয়াছে বাবু?"

"ডাকাতে আমার পিছু লইয়াছে।"

"ডাকাতে পিছু লইয়াছে! না বাবু, তুমি আর কিছু দেখিয়া ভয় পাইয়াছ।"

"আর কিছু নয়—দস্যু। সে আমার সঙ্গীকে হত্যা করিয়াছে।"

"হত্যা করিয়াছে, তুমি নিজের চক্ষে দেখিয়াছ? না বাবু, আমার বিশ্বাস হইতেছে না। ভাল, চল দেখি, দেখিয়া আসি, কোথায় তোমার সঙ্গী খুন হইয়াছে।"

"শপথ কর, আমাকে রক্ষা করিবে?"

"কি হইয়াছে, তা রক্ষা করিব? বাবু, তুমি জান না—এ কালু সর্দ্দারের হদ্দ। আমার বিনা হুকুমে যম আসিয়া এখান হইতে কাহাকেও লইয়া যাইতে পারে না।"

এই বলিয়াই পথিক আলোকটা মুখের কাছে ধরিল। ধরিয়াই সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—"কে ও, বাবু! তুমি!"

ভয়ে আমি জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলাম। সুতরাং সে ব্যক্তি নিকটে আসিলেও এতক্ষণ তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি নাই। এখন বুঝিতে পারিলাম সে কে, আপনারাও বুঝিয়াছেন, সে কে। সেই অকুতোভয় বীরের নাম কেবল এত দিন জানিতে পারি নাই। আজ জানিলাম, তাহার নাম কালু সর্দ্দার।

কালু বলিল—"বাবু, তোমাকে পাইয়া আমোদ করিতে পাইতেছি না। আমার মনিব, তোমার আসবার কথা শুনিলে কি যে আহ্লাদ প্রকাশ করিবে, তা তুমি নিজে না দেখিলে বুঝিতে পারিবে না। আগে চল, তোমার সঙ্গীকে খুঁজিয়া বাহির করি।"

আবার কালুর সঙ্গ লইয়া, যে পথ হইতে আসিয়াছিলাম, সেই পথে ফিরিয়া চলিলাম।

কিয়দ্দূর আসিয়া দেখি, ডাক্তার বাবু যে স্থানে আমাকে দাঁড় করাইয়া গিয়াছিলেন, সেখানে আলোকটা ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। তাই দেখিয়াই সভয়ে কালুকে বলিলাম—"সর্দ্দার, ঐ দেখ, ডাকাতটা আমার সঙ্গীকে হত্যা করিয়া আবার আমার অনুসন্ধান করিতেছে।"

আমার কথা শুনিবামাত্র কালু উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। বলিল—"ঠাকুর! ডাকাত একটা ছোট প্রদীপ হাতে লইয়া ডাকাতি করে না, পথের ডাকাতি সে অন্ধকারেই সারে, গৃহস্থের বাড়ী লুঠ করিতে হইলে মশাল জ্বালে।" এই কথা বলিয়াই সে গম্ভীরস্বরে আলোকধারীকে সম্বোধন করিল—"আলোক লইয়া ওখানে কে?"

উত্তর হইল—"কালু! আমি।" একটি মধুর কোমল স্বর বিজয়া দশমীর জ্যোৎস্নাকে নাচাইতে নাচাইতে, পথ-পার্শ্বস্থ প্রান্তরের শ্যাম-কাঞ্চন রূপরাশিকে আলিঙ্গন করিতে করিতে কোথায় চলিয়া গেল।

"আমি কে রে?"

"আমি দুর্গা।"

"তুই! তুই এত রাত্রে এখানে কি করিতেছিস্?"

"কলিকাতা হইতে একটি বাবু আসিয়াছে, আমি তাহাকে খুঁজিতেছি।"

কালু আমার পানে চাহিয়া আর একবার উচ্চ হাসিল, আর বলিল, "এস বাবু, ডাকাতনীটাকে পাকড়াও করি।"

লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হইল। মুহূর্ত্তেই আলোকসমীপে উপস্থিত হইলাম, আলোকহস্তে সেই পূর্ব্বদৃষ্ট বালিকা।

দূরে—বহুদূরে—গ্রামান্তরে মায়ের বিসর্জ্জনান্তে প্রত্যাগমনের বাদ্য বাজিয়া উঠিল। করুণার ক্ষীণ মর্ম্মালাপে সে ধ্বনি কাননভূমি স্পর্শ করিল। আমি দেখিলাম,—দুর্গা প্রাণময়ী পুত্তলিকারূপে অভয়দীপ করে লইয়া যেন জগদরণ্যমধ্যে বিচরণ করিতেছেন।

কালু বালিকার সমীপস্থ হইয়াই বলিল,—"মা দুর্গা! আমার সঙ্গে কে, চিনিতে পার?"

দুর্গা বলিল—"আমার সন্তান।"

এক কথাতেই সমস্ত বুঝিলাম। অমনই আপনা আপনি তাহার চরণে মস্তক অবনত হইল। বলিলাম—"মা! সন্তানের প্রণাম গ্রহণ কর।"

বলা বাহুল্য, আমি বালিকার অনুসরণ করিলাম। বালিকা আলোকহস্তে সম্মুখে, আমি মধ্যে, কালু পশ্চাতে চলিতে লাগিল। আমরা এবারে বাগানে প্রবেশ করিলাম না। বাগানের পার্শ্বস্থ একটু সরু পথ ধরিয়া, শস্যপূর্ণ প্রান্তরকে বামে রাখিয়া, বালিকা বাগানকে বেষ্টন করিয়া চলিতে লাগিল।

কিছু দূর চলিবার পর কালু বলিল,—"হাঁ দুর্গা, তুই একা ও পথে কি করিতে আসিয়াছিলি? আর তোকে একাই বা কে ছাড়িয়া দিল?"

দুর্গা বলিল,—"আমি একা আসি নাই। দাদা-মহাশয়ের সঙ্গে আসিয়াছিলাম।"

"দাদা কোথায়?"

"দিঘীর ঘাটে বসিয়া আমাদের আসার অপেক্ষা করিতেছেন।"

"আমরা আসিতেছি, তোরা কেমন করিয়া জানিলি?"

"কেন, এই একটু আগে এক জন লোক যে আসিল! সেই বলিল। বলিল আর একটি বাবু আমার সঙ্গে আসিয়াছেন। তাঁহাকে লইয়া আইস। তাহাতেই জানিলাম।"

আমি বলিলাম—"বাগানের মধ্যে আলোক লইয়া তুমিই কি ঘুরিতেছিলে?"

দুর্গা বলিল,—"ঘুরিব কেন? আলো লইয়া সেই বাবুকে খুঁজিতেছিলাম।"

"সেই বাবু যে আসিতেছেন, তুমি কেমন করিয়া জানিলে?"

"আমাকে বলিল।"

উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল'ম—"কে বলিল।" দুর্গা উত্তর করিল না। আমি বলিলাম—"বলিতে কি বাধা আছে?" বালিকা উত্তর করিল না।

এ কি বিড়ম্বনা! আমরা আসিতেছি, এ কথা আগে হইতে কে জানিল? আর কেমন করিয়াই বা জানিল?

কালু অন্তর্য্যামীর ন্যায় আমার আগ্রহের সূত্র ধরিয়া দুর্গাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোর দাদা কি জানিয়াছে?"

দুর্গা বলিল—"না।"

"তবে কে দুর্গা?"

"কালু, আমি বলিব না।"

আমিও একটা কথা কহিতে যাইতেছিলাম। একটা কথাই বা কেন, জিজ্ঞাসা করিব মনে করিতেছিলাম, তবে কি গোপাল আমাদের আসিবার কথা তাহাকে বলিয়াছে? কিন্তু বালিকার দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বর শুনিয়া তাহাকে আমার আর প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্তি হইল না। তৎপরিবর্ত্তে কালুকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কালু! তোমার মনিবের গৃহ আর কত দূর?"

কালু উত্তর করিল,—"বাবু আমরা ত সে পথে যাইতেছি না। সে পথে যাইলে আমরা এতক্ষণ বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইতাম। এ আমরা গ্রামের শেষে চলিয়াছি। সেখানে মা বিশালাক্ষীর অধিষ্ঠান আছে। তারই সম্মুখে প্রকাণ্ড দীঘি। সে দীঘি বাবুর পূর্ব্বপুরুষেরা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।"

"সেখানে আমার যাইবার প্রায়োজন?"

"তা আমি কেমন করিয়া বলিব বাবু? তোমার সঙ্গে কে আসিয়াছে, তাহাকে দেখি নাই। তোমার সঙ্গে পথে দেখা হইল, তোমার সঙ্গে চলিয়াছি। আবার দিদিমণির সঙ্গে দেখা হইল, দিদিমণির সঙ্গে চলিতেছি।"

আমি বালিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম,— "দুর্গা! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, তুমি যদি জান, উত্তর দিবে? যে তোমাকে আমাদের খবর দিয়াছিল, তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিব না। তুমি বলিতে পার, গোপাল বলিয়া কোন লোক এই তিন দিনের মধ্যে তোমাদের বাড়ীতে আসিয়াছিল কি না?"

কালু বলিল—"সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কর, আমি উত্তর করিতেছি।"

"বেশ, তুমি যদি জান—বল?"

"আসিয়াছিল।"

"এখন কি নাই?"

"না! ঠাকুর আজ চলিয়া গিয়াছে।"

"চলিয়া গিয়াছে?"

"গিয়াছে—আমি তাকে পথ আগাইয়া দিতে গিয়াছিলাম।

"কোথায় গেল, জান?"

"ঠাকুরের নিজের দেশে। আমি তাকে গ্রামের পথ ধরাইয়া ফিরিতেছি।"

বৃথা আসিলাম ভাবিয়া, আমার মনঃক্ষোভের সীমা রহিল না। রাত্রি না হইলে এবং ডাক্তার বাবু সঙ্গে থাকিলে, আমি আর অগ্রসর হইতাম না। সেই স্থান হইতেই ফিরিতাম। কিন্তু তখন আর ফিরিবার উপায় ছিল না। গোপালকে ধরিয়াও ধরিতে পারিলাম না! কেন? সে কি আগে হইতে আমার অগমন-সংবাদ পাইয়াছে! সংবাদ পাইয়া, দেখা দিবে না বলিয়া কি আমার আসিবার পূর্ব্বেই সে স্থান ত্যাগ করিয়াছে? এক মুহূর্ত্তে সহস্র চিন্তায় আমার হৃদয় মথিত হইয়া উঠিল। এখন একটি কথা জানিলে কতকটা নিশ্চিন্ত হই। সেটা গোপালের বিবাহের কথা। কথাটা খুল্লপিতামহের মুখে না শুনিলে জানিবার প্রয়োজন হইত না। একে ত আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে আমাদের দেশে বিবাহকর্ম্মের বড় একটা প্রচলন নাই, তাহার উপর দুর্গাপূজার দিন। এ দিবসত্রয়মধ্যে বঙ্গে কখনও কি কোন হিন্দু বিবাহের কথা মুখে আনিতে সাহস করে?

লক্ষণেও বুঝিতেছি, বালিকার সহিত গোপালের বিবাহ হয় নাই। তথাপি মনে করিলাম, কালুকে কথাটা জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু প্রশ্নটা কৌশলে করিতে হইবে। এইটি স্থির করিয়া, কেমন করিয়া কথা পাড়িব ভাবিতেছি, এমন সময় শব্দ উঠিল— "দুর্গা!"

দুর্গা বলিল,—"এই যে দাদা, আসিয়াছি।"

"বাবুটিকে পাইয়াছ?"

"বাবু সঙ্গে আসিতেছে।"

গুল্মান্তরাল হইতে পূর্ব্বদৃষ্ট ব্রাহ্মণ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। আমাদের তিন জনকে

আসিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সঙ্গে আর কে?"

কালু বলিল—"আমি কালু।"

"তুমি যে এরই মধ্যে ফিরিলে?

"ঠাকুর আমাকে বিদায় দিল। মসাট পর্য্যন্ত তাহাকে পথ দেখাইয়াছি।"

"বেশ করিয়াছ। তুমি তাহা হইলে বাবুকে ঘরে লইয়া চল। আমি দুর্গাকে লইয়া পশ্চাতে যাইতেছি। সারা দিন রৌদ্রতাপে বাবু বড়ই কষ্ট পাইয়াছেন। তুমি সঙ্গে লইয়া শীঘ্র উঁহার শুশ্রূষার বন্দোবস্ত কর।"

ক্লান্তির কথা উত্থাপনমাত্রেই আমি আপনাকে অবসন্ন বোধ করিলাম। বলিলাম—"আপনার গৃহ এখান হইতে কত দূর?"

"একটু দূর বটে। তবে বাবু, আমি তোমাকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছি।" এই বলিয়া কিছু দূরের একটি বটবৃক্ষ দেখাইয়া, ব্রাহ্মণ কালুকে বলিলেন—"ঐ খানে পাল্কী আছে, বেহারা আছে।"

বালিকা দাদার অনুসরণ করিল, আমি কালুর অনুসরণ করিলাম।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহার দশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই গ্রাম-সকলের এক অনির্ব্বচনীয় সৌষ্ঠব ছিল। সে সময়ের পল্লীবাসীর কেহই গৃহ ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে ইচ্ছুক ছিল না। কেন না, তখনও কলিকাতা এক একটি সমৃদ্ধিসম্পন্ন গ্রামের তুলনায় শ্রীহীন। লোকের তখনও পর্য্যন্ত চাকুরী করিবার বড় প্রয়োজন হয় নাই। সমস্ত আহার্য্যই সুলভ, আকাঙ্ক্ষার অস্থিরতা তখন গ্রাম-প্রান্তস্থ শস্যপূর্ণ ভূমিতে প্রতিহত হইয়া শান্ত প্রভাতের সুমন্দ সমীরণে মিলাইয়া যাইত। এখন যেমন ধনীর আলোকপূর্ণ সৌধ হইতে দরিদ্রের অন্ধকারময় কুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সর্ব্বগৃহ অবিরাম অনিশ্চিত ভবিষ্যতের নির্ম্মম চিন্তার ফুৎকারে আন্দোলিত হইতেছে, তখন তাহার সামান্যমাত্র নিদর্শনও গ্রাম মধ্যে লক্ষিত হইত না। নগ্নদেহ, নগ্নপদ, স্বাস্থ্যের প্রতিবিম্ব-স্বরূপ অশীতিপর অগণ্য বৃদ্ধের প্রফুল্ল মুখমণ্ডলে গ্রাম সকলের শ্রী সূচিত হইত। কিন্তু দশ বৎসরের মধ্যেই গ্রামে গ্রামে শ্রীহীনতা লক্ষিত হইতে লাগিল। এত অল্পসময়ের মধ্যে গ্রামের এরূপ দুরবস্থা আর কখনও কোথাও ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ।

যে গ্রামে আমি প্রবেশ করিলাম, ধ্বংসকারিণী শক্তি তখন ধীরে ধীরে তার অঙ্গে অঙ্গুলি স্পর্শ করিতেছিল। ধীরে ধীরে গুল্মবহুলা কাননশ্রী গ্রামাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। তবে দশ বৎসরের মধ্যে আমাদের গ্রাম যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল, এ গ্রামটি সেরূপ হয় নাই। গ্রামমধ্যে প্রবেশকালে আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম। তখনও গৃহে গৃহে উল্লাসের ধ্বনি শ্রুত হইতেছিল। পথের প্রশস্ততা তখনও পর্য্যন্ত লোক-চলাচলের চিহ্ন মাথায় করিয়া চন্দ্রকিরণে নিজের রূপ প্রতিফলিত করিতেছিল। সেই প্রশস্ত পথ অবলম্বনে আমি অল্পসময়ের মধ্যেই ব্রাহ্মণ-গৃহে উপস্থিত হইলাম। গৃহ দেখিয়া মনে হইল যে, তাহা এক সময়ের ক্ষুধিতা অলক্ষ্মীর রসনা-পরিত্যক্ত ভুক্তাবশেষ। এক সময়ে সেটি একটি বিশাল অট্টালিকা ছিল। তাহার সমস্তই ভগ্ন ও স্তূপীকৃত হইয়া তাহার একটি ক্ষুদ্রাংশের পশ্চাতে অবস্থান করিতেছে। দেখিলাম, ব্রাহ্মণ সেই ক্ষুদ্রাংশই বাসযোগ্য করিয়া লইয়াছেন। ব্রাহ্মণের পূর্ব্বপুরুষ যে সমৃদ্ধিশালী জমীদার ছিলেন, তাহা সে ভগ্ন অট্টালিকা দেখিয়া অনুমান করিলাম। গ্রামে মোকর্দ্দমা প্রবেশ করিয়া, জমীদারদিগের সমস্ত ঐশ্বর্য্য এই বিশাল বিষাদময় স্তূপের মধ্যে সমাধিস্থ করিয়াছে। এই ভগ্ন অট্টালিকার বহির্ভাগে একটি প্রকোষ্ঠে কালু আমাকে স্থান দিল এবং সত্বর আমার বিশ্রামের ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিল।

কিন্তু সেখানে ডাক্তার বাবুকে না দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। ডাক্তার বাবু যে তৎপূর্ব্বে সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহার কিছুমাত্র নিদর্শনও আমি অনুভব করিতে পারিলাম না। সেবার্থ নিযুক্ত ভৃত্য কিছু বলিতে পারিল না। বিজয়ার অভিবাদনে দলে দলে লোক "মুখুয্যে ম'শায়ে"র ঘরে আসিতে লাগিল। আমি তাহাদের প্রত্যেকের ভিতরে ডাক্তার বাবুকে দেখিবার আশা করিলাম। কিন্তু দেখা দূরে থাক্, কেহ তাহার আগমন-সংবাদের একটি কথাও কহিয়া আমাকে

নিশ্চিন্ত করিল না। লাভের মধ্যে তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসায় অত্যাচারে আমি জর্জরিত হইয়া পড়িলাম। তাহা হইতে নিস্তার পাইবার জন্য একটা তাকিয়াতে ভর দিয়া চক্ষু মুদিলাম—চক্ষু-মুদ্রণের সঙ্গে সঙ্গে ঘোর নিদ্রা আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

মুখুয্যে মহাশয়ের স্বরে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রার গাঢ়তায়, কোথায় আসিয়াছি, কেন আসিয়াছি, ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আহারের জন্য ব্রাহ্মণ আমার ঘুম ভাঙ্গাইতেছিলেন। সারা দিনের ক্লেশ হইতে মুক্তি দিবার জন্য নিদ্রা স্নেহপরবশা জননীর মত আমাকে ব্যাকুল হইয়া ধরিয়াছিল। উপবিষ্ট হইয়াও কিছুক্ষণের জন্য তাহার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিলাম না। নিজের বাড়ীতে আছি, এই অনুমানে এবং ব্রাহ্মণকে নিজ ভৃত্যবোধে, অসময়ে ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য আমি তিরস্কার করিলাম। বার বার তিরস্কারেও যখন ভৃত্যটা আমাকে বিরক্ত করিতে নিরস্ত হইল না, তখন তাহাকে অবস্থোচিত ন্যায্য প্রাপ্য দিবার জন্য পাদুকার অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে কালু আমাকে ধরিয়া ফেলিল এবং বলিল—"বাবু! আপনি বাড়ীতে নাই।"

কালুর এক কথাতে জাগরিত হইলাম। জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে বুঝিলাম, আমি ব্রাহ্মণের যথেষ্ট অমর্য্যাদা করিয়াছি; তাহাতে কাহারও ক্রোধ হইবার কারণ না থাকিলেও, আমি অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলাম এবং ব্রাহ্মণের নিকট সানুনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম।

ব্রাহ্মণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তুমি কিছুই কর নাই, অপ্রতিভ হইতেছ কেন? আমি বরং তোমার সুনিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দুঃখিত হইয়াছি। কিন্তু কি করিব? যখন দেখিলাম, তোমাকে না জাগাইলে উপায় নাই, রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া যায়, তোমাকে অভুক্ত থাকিতে হয়, তখন বাধ্য হইয়া আমাকে তোমার নিদ্রাভঙ্গ করিতে হইয়াছে।"

কালু বলিল—"জলযোগের জন্য তোমাকে দুই একবার তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু হার মানিয়াছি। তবে আমাদের ভাগ্য আমাদের মনিবের চেয়ে ভাল। বাবু! যে গালি তাহাকে দিয়াছ!"

আমি। আমি তার জন্য বার-বার ক্ষমা চাহিতেছি।

ব্রাহ্মণ কালুকে তিরস্কার করিলেন। আবার আমাকে সস্নেহ সম্ভাষণে আশ্বস্ত করিলেন। আমাকে মুখপ্রক্ষালনাদি কার্য্যে অনুরোধ করিয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলেন।

তিনি প্রস্থান করিলে আমি কালুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কালু! আমি কি বলিয়াছি?"

কালু বলিল—"আর সে কথা তুলিয়া কাজ নাই।"

আমি তথাপি তাহাকে বলিতে অনুরোধ করিলাম। কালু বলিল—"বাবু! আমরা তোমার কথা শুনিয়া হাসিয়াছি। কেন না, বুঝিয়াছি, আমার মনিবকে তোমার চাকর মনে করিয়া তিরস্কার করিতেছ। কিন্তু সেই সঙ্গে বুঝিয়াছি, অনেক গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা যে করিয়াছে, সেই তোমার বাড়ীতে চাকর হইয়াছে!"

কালুর কথায় আমার মস্তক অবনত হইল। কালু বলিতে লাগিল—"যা বুঝিলাম, তাহা হইতেই আমার এই ধারণা হইয়াছে। আমি ত তোমার বাড়ীতে এক লহমার জন্যও চাকুরী করিতে পারিতাম না। তবুও ইডবিডগুলো আমরা কেহই বুঝিতে পারিলাম না। সেগুলো না জানি আরও কি।"

সময়ে সময়ে ভৃত্যগুলোকে যে মধুর বাক্য উপহার দিতাম, সেটা আমার অবিদিত ছিল না। সুতরাং ব্রাহ্মণকে ভৃত্য-বোধে যাহা বলিয়াছি, তাহা অনুমান করিয়া চিত্ত আমার ব্যথিত হইয়া উঠিল। সহরে ও পল্লীগ্রামে ভৃত্যদিগের প্রতি তিরস্কারের প্রথা বিভিন্ন। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সহর পল্লীগ্রামের ভাষার কাছে পরাস্ত হইলেও, আমার আলাপন যে কালুর শ্রুতিতে একেবারেই অনভ্যস্ত, তাহা বুঝিয়া প্রতীকারের একটা উপায় স্থির করিতে লাগিলাম।

ইংরাজী শিক্ষার পর হইতেই গুরুজনকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম প্রথা-বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ যদি গুরুজন ধূলিধূসরিত নগ্নপদ লইয়া সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন প্রণামের পরিবর্ত্তে তাহার গলদেশের কোমলতা অনুভবের জন্যই হস্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। এ ব্রাহ্মণও তাই। গায়ে আচ্ছাদন নাই, পায়ে জুতা যে কখন উঠিয়াছে, তাহার লক্ষণ পর্য্যন্ত নাই—কাপড় হাঁটুর নিম্নে নামিতে কখনও পাইয়াছে কি না সন্দেহ। এরূপ ব্রাহ্মণের শ্রীপদপঙ্কজে হস্তপ্রয়োগ পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান কোন কালে অনুমোদন

করিতে পারে না ; তাই ত, কেমন করিয়া ব্রাহ্মণকে বিস্ময়প্রদর্শনে তুষ্ট করি ?

হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া, ব্রাহ্মণের বাহিরে আসার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম আর ভাবিতে লাগিলাম। এতক্ষণ ডাক্তার বাবুর কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। সহসা তাঁহার কথা স্মরণে আসিল। স্মরণমাত্রেই অন্য কথা ভুলিয়া কালুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কালু! আমার সঙ্গী? কৈ, তাঁহার আগমনের চিহ্ন পর্য্যন্তও ত দেখিতেছি না?"

কালু এ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারিল না। কেবল বলিল—"আমি বরাবর তোমার কাছেই আছি। তবে শুনিয়াছি, সে বাবুও আসিয়াছে। কিন্তু কোথায় আছে, জানি না।"

আমি বলিলাম—"ও সব আমি শুনিতে চাহি না। শুন কালু, তোমার প্রভুকে বল, যদি তাঁহাকে দেখিতে না পাই, তাহা হইলে এখানে জলস্পর্শও করিব না।"

কালু বলিল—"বেশ, হুজুর আসিলে বলিব।"

কালুর কথা শেষ হইবামাত্র ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিলেন। কালু তাঁহাকে আমার কথা বলিল। ব্রাহ্মণ শুনিয়া বলিলেন—"তা হইলে ত তোমার আহারে বিলম্ব হইবে।"

"আমার সঙ্গী কোথায়?"

"তিনি দীক্ষা লইতেছেন।"

"দীক্ষা! সে কি?"

ব্রাহ্মণের হাতে একটা আলো ছিল। তিনি সেই আলোটা আমার মুখের কাছে ধরিলেন।

তাঁহার আচরণে আমি বিস্মিত হইলাম। বলিলাম—"মুখে কি দেখিতেছেন?"

"দেখিতেছি, তুমি রামনিধি শিরোমণির পৌত্র কি না। এমন পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তুমি দীক্ষা কি জান না? বিশ্বাস হইল না—তাই মুখখানা ভাল করিয়া দেখিয়া লইতেছি।"

ইংরাজী বিদ্যার প্রচণ্ড দম্ভ থাকিলেও, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের বিদ্যা-বুদ্ধির উপর আস্থাশূন্য হইলেও, আমি ব্রাহ্মণের কাছে পরাভব স্বীকার করিলাম। বলিলাম—"বাল্যকাল হইতে ইংরাজীভাষা চর্চ্চা করিয়া আসিতেছি। সেই জন্য এই সকল বিষয় জানিবার অবকাশ পাই নাই।"

ব্রাহ্মণ স্বভাবতঃ সরল বলিয়াই আমার প্রতীতি হইল। কেন না, আমার উত্তর শুনিয়াই আমার মনে কষ্ট হইয়াছে বুঝিয়া তিনি সস্নেহ বচনে বলিলেন,—"না বাবা, তোমার অপরাধ কি? তুমি বালক—শৈশব হইতে যে শিক্ষা পাইয়াছ, তাহাই তোমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। অপরাধ তোমার পিতার। শুনিয়াছি, তিনি এক জন রাজার পরিচিত পণ্ডিত। তাঁহার তোমাকে এসব বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল। তবে একটু অপেক্ষা কর। সে বাবুর কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে। আমি হোমানল প্রজ্বলিত হইতে দেখিয়াছি, তিনি আসিলে তাঁহার কাছে বুঝিও। আমি বুঝাইতে পারিব না।"

দীক্ষা! শিক্ষাই ত চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি। পাড়াগাঁয়ে আসিয়া এ কি অদ্ভুত কথা শুনিলাম। যাই হ'ক, দীক্ষাটা যে একটা অপরিচিত পদার্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর যখন এক জন তাহা গ্রহণ করিতেছে, তখন অবশ্য আর এক জন তাহা দিতেছে। দাতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"দীক্ষা দান করিতেছেন কে?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"বাবু ভাগ্যবান্। এক সাধুর কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন।"

"আমি সেই সাধুকে দেখিতে ইচ্ছা করি।"

"চক্ষু থাকিলে ত দেখিবে বাবু।"

"এত বড় চক্ষুদুটা থাকিতে আমার চক্ষু নাই?"

"ও ত চর্ম্মচক্ষু—ও ত শুধু মাটী দেখিবার জন্য।"

"আপনি দেখিয়াছেন?"

"আমিও তোমার মতন, আজন্ম পুরীষমাত্র দেখিয়া আসিতেছি। প্রাতঃকালে আমি তোমাকে আমাদের পূর্ব্ব-ঐশ্বর্য্য দেখাইব। তাহাকেই একমাত্র প্রাপ্তব্য বোধে চিরকাল সেই অসার বস্তুর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চক্ষুর জ্যোতি নষ্ট করিয়াছি। সে ঐশ্বর্য্য গিয়াছে, পুত্র-পরিজন সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট আছে এক পৌত্রী। বাবু! তথাপি আমার চোখ খুলে নাই। আমারও সাধু দেখিবার শক্তি কৈ?"

বুঝিলাম, চর্ম্মচক্ষু ছাড়া আর একজাতীয় চক্ষু আছে। তা সেটা কবি-কল্পনায় অবস্থিত, কিংবা কোন চশমা-ব্যবসায়ীর দোকানে গোপনে সংরক্ষিত, তা বুঝিলাম না। বলিলাম—"সে চক্ষু ইহার পরে সন্ধান করিব। এখন আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই চক্ষু দিয়াই তাঁহাকে দেখাইয়া দিন।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"এ চক্ষু দিয়া তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছ।"

"কে তিনি ?"

"তোমার খুল্লপিতামহ—সাধু রমানাথ।"

ঠিক এই সময়ে বালিকা দুর্গা সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিল—"দাদা! বাবু আসিতেছে।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"তবে আর কি, আমি তোমাদের একত্রে আহারের ব্যবস্থা করি।" বলিয়াই ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিলেন। দুর্গাও পিতামহের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেল। তাহাকেও একটা প্রশ্ন করিবার অবকাশ পাইলাম না। খুল্লপিতামহের নাম শুনিবামাত্র অন্তরে যে কি একটা আলোড়ন উপস্থিত হইল, তাহা আমি ভাষায় প্রকাশিত করিতে অক্ষম। তবে সেই সময় মনে করিয়াছিলাম, যে চক্ষু দিয়া সাধু-সন্দর্শন হয়, তাহা যদি কোথাও পাই, তাহা হইলে আমার এই চর্ম্মচক্ষু দুটা সমূলে উৎপাটিত করিয়া চক্ষুগোলকে সেই আঁখি দুইটি বসাইয়া দিই।

ব্রাহ্মণের বাটীর ভিতর যাওয়ার পরমুহূর্ত্তেই ডাক্তার বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলাম, তিনি একাকী। তাঁহার সঙ্গে আমি খুল্লপিতামহের আগমনের প্রত্যাশা করিতেছিলাম। তাঁহাকে একাকী দেখিবামাত্র দাদামহাশয়ের আগমন সম্বন্ধে নিরাশ হইলাম। কেন হইলাম, তাহা আমি বলিতে অক্ষম। মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, ডাক্তার বাবু নিজে কিছু না বলিলে, আমি দাদার সম্বন্ধে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিব না। তাঁহার অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়াছিলাম, দাদাকে না দেখিয়া তাহা করিতেও নিরস্ত হইলাম।

ডাক্তার বাবু ধীরে ধীরে, আমি যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম, সেই দিকে আসিতে লাগিলেন। সেখানটায় একটু অন্ধকার ছিল, সুতরাং আসিতে আসিতে প্রথমে তিনি আমাকে দেখিতে পান নাই। সেই ছায়ার অন্তরাল হইতে চন্দ্রকিরণে প্রতিফলিত ডাক্তার বাবুর মুখ দেখিয়া আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। তিনি মাটীতে হাঁটিতেছেন, কিন্তু তাঁহার চক্ষু যেন আকাশে নিবদ্ধ রহিয়াছে। অগ্নির উত্তাপে লৌহগোলক যেমন দ্যুতিময় হয়, সেইরূপ যেন একটা জ্যোতির ছটা তাঁহার মুখে-চোখে খেলা করিতেছে। চন্দ্রকিরণ আসিয়া, মুখে পড়িয়া, সেই জ্যোতির সঙ্গে খেলায় যোগ দিয়াছে। তিনি আমার সমীপে উপস্থিত হইয়াও আমাকে দেখিতে পাইলেন না। কালুকে দেখিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে বাবু আসিয়াছেন, তিনি কোথায় ?" কালু বলিল—"তোমার চোখ দুটা কোথায় রহিয়াছে বাবু ?"

সেই কথায় অপ্রতিভ হইয়া ডাক্তার বাবু ইতস্ততঃ চাহিলেন, আমাকে দেখিলেন।

দেখিবামাত্র তিনি দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। আমি সবিস্ময়ে তাঁহার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ আপনি পাগলের মত কি করিতেছেন ?" ডাক্তার বাবু প্রণত অবস্থাতেই বলিলেন—"গোপীনাথ, ভাই! আমি আমার কর্ত্তব্যই করিতেছি, তুমি আমাকে বাধা দিও না। তোমার কৃপাতেই আমার আজ গো-জন্মের অবসান হইয়াছে। আমি হারান মনুষ্যত্ব ফিরিয়া পাইয়াছি। তুমি আমার চির নমস্য। তোমার পিতামহের কাছে আমি মন্ত্রদীক্ষিত, তুমি সেই ইষ্টবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ।"

তিনি দাঁড়াইলেন। উন্মত্ততার চিহ্ন দেখিবার জন্য তীব্রদৃষ্টিতে আমি তাঁহার মুখের পানে চাহিলাম। দেখিলাম, মুখসৌন্দর্য্য শান্ত, দৃষ্টি অচঞ্চল। আর দেখিলাম না, কথা কহিলাম না।

ইত্যবসরে দুর্গা ফিরিয়া আসিল। ডাক্তার বাবুকে দেখিয়াই বলিল—"ওগো! তুমি পা ধুইয়া লও, দেরী করিতেছ কেন ?"

ডাক্তার বাবু দুর্গাকে দেখিয়াও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। দেখিয়া আমি নিশ্চয় বুঝিলাম, তিনি পাগল হইয়াছেন এবং তাঁহাকে প্রণাম-রোগে ধরিয়াছে। কিন্তু দুর্গা একটিও কথা কহিল না। বিস্ময়ের সামান্যমাত্র ভাবও দেখাইল না। প্রণামানন্তর যখন ডাক্তার বাবু দাঁড়াইলেন, তখন বলিল—"রাত্রি অনেক হইয়াছে, খাবার জিনিস ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে, শীঘ্র আহার করিবে চল।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"বৌদিদি! আমি ত প্রসাদ পাইয়াছি।" দুর্গা বলিল "তা হ'ক, আমি বলিতেছি, নইলে দাদা দুঃখ করিবেন।"

ডাক্তার বাবুর কৈফিয়তও শুনিলাম, দুর্গার আদেশও শুনিলাম। এই অল্পসময়েই উভয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, আর সে সম্বন্ধের বিষয়ে

দুর্গা কি বুঝিয়াছে, আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সমস্ত কথাবার্ত্তা আমার কাছে হেঁয়ালির মত বোধ হইল। আমি হতভম্ব হইয়া গেলাম এবং দেবাদিষ্টবৎ চালিত ডাক্তার বাবুর অনুসরণ করিলাম।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

আহারান্তে যখন বিশ্রাম করিতে আসিলাম, তখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। গ্রামে বিজয়ার কোলাহল একরূপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে। পল্লীগ্রামের নীরবতা আমাকে সহরবাসী বুঝিয়া ঘনাকারে ঘেরিয়া যেন রহস্য করিতে আসিয়াছে। সে রহস্য আমার বড় ভাল লাগিল না। নীরবতার চাপে প্রাণটা আমার কেমন ধড়ফড় করিতে লাগিল। আহারের সময়ে আমি ডাক্তার বাবুর সহিত কোনও কথা কহি নাই ডাক্তার বাবুও আমাকে কোনও কথা বলেন নাই।

মনে করিলাম, বিশ্রামান্তে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তিনি সমস্ত ঘটনা আমার কাছে প্রকাশ করিবেন। কোন কথা কওয়া দূরে যাক্, তিনি আমার কাছে কেমন একটা সঙ্কোচভাব দেখাইতে লাগিলেন; এবং আমার নিকট হইতে অনেক দূরে শয়নের ব্যবস্থা করিলেন। শয়নের সঙ্গে সঙ্গে দেখিলাম, তিনি গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়াছেন। পিতামহ সম্বন্ধে তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিব না, স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার দুর্ব্বোধ্য আচরণে বিস্মিত হইলাম।

চারিদিক নিস্তব্ধ, অথচ সে নিস্তব্ধতার মধ্যে আমার নিদ্রা নাই। দেহ ক্লান্ত, মনও চিন্তা করিতে অশক্ত হইয়া অবসন্ন। সে যে কি ভীষণ অবস্থায় পড়িয়াছিলাম, এখনও পর্য্যন্ত ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হইতেছিল, যেন দেহের মধ্যে জীবন-মরণের সংগ্রাম চলিতেছে।

সহসা সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শব্দ উঠিল— "আর কেন? ঘরে ফিরিয়া যা।" শব্দটা শুনিয়াই চমকিয়া উঠিলাম। বুক দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল। ভূত-প্রেতাদিতে বিশ্বাস না থাকিলেও নির্লজ্জ ভয়টা আমাকে প্রবল বেগে আক্রমণ করিল। প্রথমে ভাবিলাম, বাহিরে হয় ত কে কাহাকে আদেশ করিতেছে। অথচ স্বরটা বাহিরের বলিয়া বোধ হইল না। আমি কষ্টে হৃদয়টাকে স্থির করিয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম, আবার যদি কথা শুনিতে পাই। আবার সেই গভীর নিস্তব্ধতা। তবে কি এ আমার শ্রুতি-বিভ্রম? কিন্তু আমি ত স্পষ্ট শুনিয়াছি। কে যেন সুস্পষ্ট কথায় আমার ঘরের মধ্যে, কানের কাছে আসিয়া বলিয়াছে—"যা, যা, ঘরে ফিরিয়া যা।"

অনেকক্ষণ আর একটি কথা শুনিবার প্রত্যাশায় কান তু'লয়া শুইয়া রহিলাম, কিন্তু একটা উচ্চবাচ্য পর্য্যন্ত সে রাত্রিতে সে শব্দের অনুসরণ করিল না। কেবল নিদ্রিত ডাক্তার বাবুর নাসিকা-বিনির্গত ধ্বনি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সেই ঘরটাকে প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল।

শ্রুতিবিভ্রম স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি, চোখেও ঘুমের আবেশ আসিয়াছে, এমন সময় আবার শব্দ উঠিল, "যা, যা, ঘরে ফিরে যা।" ভয়ে এবার আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। ঘরে দীপ জ্বলিতেছিল, তাহাও নির্ব্বাণোন্মুখ হইল। আমি ডাক্তার বাবুকে ডাকিলাম। উত্তর পাইলাম না। উচ্চতর স্বরে আবার ডাকিলাম, তাঁহার নাসিকার ধ্বনি গভীরতর হইয়া আমার স্বর ঢাকিয়া দিল। তৃতীয়বার ডাকিতে যাইতেছি, এমন সময় বোধ হইল, যেন ডাক্তার বাবু কথা কহিতেছেন। যেন কা'কে কি বলিতেছেন। প্রথমে কথা অস্পষ্ট, ওষ্ঠের বাঁধ ভাঙ্গিয়া কথাগুলা যখন অনেকটা স্পষ্ট হইল, তখন বুঝিলাম, তিনি স্বপ্নে কাহার সহিত কথা কহিতেছেন। স্বপ্নের সহচর যদিও কি বলিতেছে, শুনিতে পাই নাই, কিন্তু ডাক্তার বাবুর উত্তরে প্রশ্নটা অনেকটা অনুমান করিয়া লইতে সমর্থ হইলাম।

ডাক্তার বাবু বলিতে লাগিলেন—"কেন যাইবে? না, আমি যাইতে দিব না। কি বল্‌লি? অপরাধ? বালক কি অপরাধ করিয়াছে? ওর পিতা অপরাধী। না—না— তারই বা কি অপরাধ? তোমাদের এ গভীর রহস্য ভাগ্যবান্ ভিন্ন বুঝিতে পারে না। ওর পিতা কি বুঝিবে? আমার মা ক্রোধ করে নাই, তবে তুই বেটী, এত করিতেছিস কেন? না, ওকে আমি ছাড়িব না।"

এই বলিয়া ডাক্তার বাবু নীরব হইলেন। আমি দুরু দুরু কম্পিত-হৃদয় লইয়া, তাঁহার আরও দুই

একটা কথার অপেক্ষা করিতেছি! কিয়ৎক্ষণ স্থির থাকিয়া আবার তিনি বলিতে লাগিলেন—"কি, চিঠি? সকালে আসিবে? বেশ, যায়, বাধা দিব না। সময় আসিবে ত? দেখিস মা! আমি ঋণী। ওর কৃপায় আমি তোর চরণ লাভ করিয়াছি। হ'ক উপলক্ষ, আমি ঋণী। তবে আয়, প্রণাম।"

বহুক্ষণের আবদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ডাক্তার বাবুর নাসিকা হইতে সশব্দে বহির্গত হইয়া গেল। তিনি নিস্তব্ধ হইলেন। বুঝিলাম, যাহার সঙ্গে কথা কহিলেন, তিনি রমণী। অনুমান করিলাম, সে রমণী আর কেহ নহে, সেই সন্ন্যাসিনী। তাহার উক্তিও আমি অনুমানে রচিয়া লইলাম। সে কথাগুলা এই:—"যা,—যা—ঘরে ফিরিয়া যা।" আমি অপরাধী। এই জন্য আমার উপর বৃদ্ধার ক্রোধ হইয়াছে, আমাকে চলিয়া যাইতে আদেশ করিল। ডাক্তার বাবু ছাড়িতে চাহিলেন না; প্রাতঃকালে আমার কাছে একখানা চিঠি আসিবে, সেই চিঠি পাইলেই আমি চলিয়া যাইতে চাহিব। যাইতে চাহিলে ডাক্তার বাবু বাধা দিবেন না। সময় না আসিলে কিছু হয় না; সে সময় এখনও আমার আসে নাই। তবে সে সময় আসিবে। আর তখন আমি কি একটা অমূল্য রত্ন লাভ করিব। ডাক্তার বাবু সেই রত্ন আমাকে দেওয়াইয়া ঋণ পরিশোধ করিবেন। কেন না, তাঁহাকে আনিয়াছি, আর সেই জন্যই ঘুমন্ত ডাক্তার বাবু স্বপ্নবুড়ীর চরণ-লাভ করিয়াছেন। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক আসি নাই। ঘটনাসূত্রে গঙ্গাতীরে আমার সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছে। তিনি ইচ্ছা করিয়া আমার সঙ্গী হইয়াছেন। তথাপি তিনি আমার কাছে ঋণী।

আমি জাগরিত, সত্যের আসনে অবস্থিত। ডাক্তার বাবু স্বপ্নে, মিথ্যা কল্পনার আবরণে। তথাপি তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহার স্বপ্নের মহত্ত্বকে প্রণাম করিলাম। এই সামান্য কার্য্যের জন্য যে ব্যক্তি ঋণস্বীকার করে, তাহার মহৎ অন্তঃকরণের নিকট আমি মস্তক অবনত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

পূর্ব্বোক্ত অনুমানের সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার অনুমান আমার মনে খেলা করিতে লাগিল। খেলিতে খেলিতে কখনও হাসাইয়া, কখনও কাঁদাইয়া, সর্ব্বশেষে ভুলাইয়া আমাকে ঘুম পাড়াইয়া দিল।

ঘুম ভাঙ্গিতে অনেক বেলা হইয়া গেল। আমি বাড়ীতে সচরাচর এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাই না। প্রায়ই সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শয্যা পরিত্যাগ করি। যদি বা কখন উঠিতে বিলম্ব হয়, মা ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেন। ব্রাহ্মণের আর কোন কার্য্য করি আর নাই করি, সূর্য্যরশ্মিকে দুষ্ট চোখের উপর কদাচ পড়িতে দিয়াছি। কিন্তু আজ বিদেশে পল্লীগ্রামে তাহাও আমার ভাগ্যে ঘটিল। চোখ মেলিয়া দেখি, পূর্ব্বদিকের জানালার মধ্য দিয়া রাশি রাশি রৌদ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। পল্লী-গ্রামের রৌদ্র, গ্রামস্থ অশ্বথ-বটের মাথার উপর না উঠিলে গৃহস্থের বাড়ীতে প্রবেশ করিবার অধিকার পায় না। ইহাতেই বুঝিলাম, বেলা অন্ততঃ এক প্রহর হইয়াছে।

শয্যাতে বসিয়াই কালুকে ডাকিলাম। কালুর পরিবর্ত্তে আর এক জন ভৃত্য আসিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বেলা কত?" সে বলিল—"এক প্রহর।" বুঝিলাম, আমার অনুমান মিথ্যা নয়। দীর্ঘসময়ব্যাপী নিদ্রার জন্য আমার লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। ইহারা হয় ত মনে করিয়াছে, এরূপ বেলাতে উঠাই আমার নিত্যকার্য্য। তাহাদের এই ভ্রম দূর করিবার জন্য তাহাকে বলিলাম,—"সূর্য্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে তুলিয়া দাও নাই কেন?"

কেন, সে কথা ভৃত্য বলিতে পারিল না।

আমি তাহাকে আর প্রশ্নে বিব্রত না করিয়া, মুখ-প্রক্ষালনাদি কার্য্যের ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিলাম।

আদেশ করিবামাত্র সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। আমিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের বাহিরে আসিলাম।

মুখপ্রক্ষালনাদি কার্য্য শেষ করিয়া আবার ঘরে প্রবেশ করিতেছি, এমন সময়ে দেখি, কালু সর্দ্দার তুলা সিংকে সঙ্গে লইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। তুলা সিংকে দেখিয়াই আমি ভীত হইলাম। ভয়ের কারণ, পিতা যে আগ্রহে আমাকে গোপালের অনুসন্ধানে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে এত শীঘ্র শীঘ্র তুলা সিংকে আমার কাছে পাঠাইবার তাঁহার প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং তুলা সিংকে দেখিয়া আমার মনে হইল, পিতা বোধ হয়, পুনরায় রোগকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন।

তুলা সিং কাছে আসিতে না আসিতেই তাহাকে বাটীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তর দিয়া সে আমাকে নিশ্চিন্ত করিল এবং আমার হাতে একখানা পত্র দিল।

পত্র পড়িতে পড়িতে আমার মুখে হাসি আসিল। পড়িতে পড়িতে ডাক্তার বাবুর স্বপ্নকথা মনে পড়িল। এতক্ষণ রাত্রির ঘটনা একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। তুলা সিংকে দেখিবামাত্র তাহা আমার মনে পড়া উচিত ছিল, কিন্তু বিস্ময়ের কথা, তাহা হয় নাই। পত্র এক্ষণে তাহা স্মরণে আনিয়া দিল। পত্র পাঠ করিতে করিতে একবার ভাবিলাম—স্বপ্নকথাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এতকালের দুঃখস্মৃতিভরা জাগ্রত জীবন বহন করিয়া কি ফললাভ করিলাম?

কালু আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবু, খবর ভাল?"

আমি বলিলাম, "ভাল।"

"তা হ'লে অনুমতি করুন, আমি একবার দরোয়ানজীকে সঙ্গে লইয়া যাই। সে দিন রাত্রের দেখা-শুনায় এক রকম খাতির করিয়াছিলাম। আজকে যখন দরোয়ানজী ঘরের লোক হইয়া গেল, তখন তাহার মতনও একটু খাতির করা চাই ত!" এই বলিয়া কালু তুলা সিংকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য ব্যগ্রতা দেখাইল।

আমি তুলা সিংকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কখন্ বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছ?"

তুলা সিং বলিল—"শেষ রাত্রে।"

"এ বাড়ীর ঠিকানা তুমি কেমন করিয়া জানিলে?"

"কর্ত্তা বাবু বলিয়া দিলেন।"

"আমি ত কর্ত্তা বাবুকে কোনও ঠিকানা বলিয়া আসি নাই। তবে আমি এখানে আছি, তিনি কেমন করিয়া জানিলেন? বিশেষতঃ, যে বাড়ীতে আসিয়াছি, সে বাড়ীর বাবুর নাম পর্য্যন্ত জানিবার তাঁহার সম্ভাবনা ছিল না।"

"তাহা ত কিছুই জানি না হুজুর! কর্ত্তা বাবু এই চিঠি আমার হাতে দিয়া এখানে আসিতে হুকুম করিয়াছেন। বলিয়া দিয়াছেন, জরুরী।"

"বেশ, বিশ্রাম কর।"

কালু তুলা সিংকে সম্ভ্রমের সহিত সঙ্গে লইয়া চলিল। দেখিলাম, উভয়েই একমুহূর্ত্তে পূর্ব্ববিরোধ ভুলিয়া পরস্পরের বন্ধু হইয়াছে।

কালুকে একবার ডাক্তার বাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিয়া লইলাম।

কালু বলিতে পারিল না। সে পূর্ব্বরাত্রে উক্ত ভৃত্যটার উপর আমার পরিচর্য্যার ভার দিয়া তাহার প্রভুর আদেশে অন্যত্র গিয়াছিল। তাহার প্রভুর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। কালু তৎসম্বন্ধেও কোন উত্তর দিতে পারিল না। বৃথা প্রশ্নে আর উৎপীড়িত না করিয়া তাহাকে তুলা সিংএর সঙ্গে বিদায় দিলাম।

হতভাগ্য ভৃত্যটা শুধু পরিচর্য্যা জানে। কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে, হয় বুঝিতে পারে না, কিংবা বুঝিলে উত্তর দিতে পারে না। পরিচর্য্যান্তে যখন সে অন্য আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইল, তখন আমি দুর্গাকে বাড়ীর মধ্য হইতে ডাকিয়া আনিতে তাহার প্রতি আদেশ করিলাম।

ভৃত্য বুঝাইল, বাবুর বিনা হুকুমে বাড়ীর ভিতরে একটি পিপীলিকার পর্য্যন্ত প্রবেশাধিকার নাই। নিরুপায়ে পত্র সম্বন্ধে চিন্তা করিবার জন্য কক্ষমধ্যে পুনঃপ্রবিষ্ট হইলাম। পত্র পিতার স্বহস্ত-লিখিত। তিনি সুস্থ হইয়াছেন, মাও সুস্থ আছেন। আমাকে পত্রপাঠমাত্র কলিকাতায় ফিরিতে আদেশ করিয়াছেন। তাহার কারণ, আমি যে ইন্‌জিনিয়ারিং পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলাম, তাহার ফলে গবর্ণমেণ্ট আমাকে চাকুরী দিয়াছেন। খুব সুবিধার চাকুরী। পিতার একমাত্র পুত্র, আমাকে দূরদেশে যাইতে হইবে না। আমি গ্রহণেচ্ছু কি না, কর্ত্তৃপক্ষকে সত্বর জানাইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের কথা লিখিয়া জানাইয়াছেন। পরমাসের প্রথম সপ্তাহেই অর্থাৎ প্রায় পক্ষান্তেই আমাকে উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবে। কার্ত্তিকমাসে বিবাহ দিবার হইলে পত্র-পাঠ বিবাহকার্য্যটিও শেষ হইয়া যাইত। ইহাই পত্রের মর্ম্ম। পত্রখানা আমি দুই তিনবার পড়িলাম। এক বোকা ভৃত্য ছাড়া আর দ্বিতীয় ব্যক্তি এমন কেহ সেখানে ছিল না যে, তাহার সহিত যে কোন প্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত করি। সুতরাং পত্রখানাই তখন আমার রহস্যালাপের সাথী হইল।

দুই তিনবার পত্রখানা আদ্যোপান্ত পড়িলাম। কোন কোন অংশ আরও দুই চারিবার পাঠ করিলাম। 'শুভাশুধ্যায়' হইতে 'ইতি' পর্য্যন্ত সমস্ত অক্ষরগুলা আমার পরিচিত হইয়া গেল কিন্তু পত্রের কোনও স্থানে গোপালের নামগন্ধ পর্য্যন্ত পাইলাম-

না। পিতা কি ইচ্ছাপূর্ব্বক গোপালের কথা বিস্মৃত হইলেন, অথবা আমার ভাবী ভাগ্যের মোহে স্মৃতি হইতে গোপালের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে?

পিতার প্রতি শ্রদ্ধা, মাথায় শামলা পরিয়া আমার অন্তরাত্মার বিচার-গৃহে অনেকক্ষণ ধরিয়া ওকালতী করিল; অনেক যুক্তি তর্কে বুঝাইল, পিতা ইচ্ছাপূর্ব্বক গোপালের নাম লিখিতে ভুলিয়া যান নাই। কিন্তু বিচারপতি যেন কিছুতেই সে কথা শুনিতে চাহিলেন না। কে যেন আমাকে ভিতর হইতে বলিতে লাগিল—"তোর গৃহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই তোর পিতার মত ফিরিয়া গিয়াছে। যে সাময়িক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া তোর পিতা গোপালকে সর্ব্বস্ব দিতে চাহিয়াছিল, সে উত্তেজনা চলিয়া গিয়াছে।" ইচ্ছাপূর্ব্বকই যেন পিতা পত্রমধ্যে গোপালের নাম করেন নাই। এ উত্তেজনা আসিলই বা কেন, আবার এত শীঘ্র চলিয়াই বা যাইল কেন? এ 'কেন'র উত্তর কে দিবে?

আমি এখন কি করিব? গোপালকে লইয়া যাইতে মনে মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছি। পিতার আদেশ, সর্ব্বস্ব দিয়াও যদি গোপালকে ফিরাইতে হয়, তাও আমাকে করিতে হইবে। পিতার সেই সাময়িক উত্তেজনা বিদ্যুৎসঞ্চারে আমাকেও মুহূর্ত্তের মধ্যে উত্তেজিত করিয়াছিল। পিতার আদেশ শুনিবামাত্র আমি দিগ্‌বিদিকজ্ঞান-শূন্য হইয়া বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছি। আমি এখন কি করিব?

বুঝিতেছি, পিতা পত্রমধ্যে গোপালের নাম লিখিতে সাহসী হন নাই। আদেশ প্রত্যাহার করিতে তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়াছে, হাত কাঁপিয়াছে। দুই একটা হেলা-দোলা অস্পষ্ট অক্ষরই তাহার সাক্ষী। গোপালকে ফিরাইবার প্রয়োজন নাই, এ কথা সহস্র চেষ্টাতেও তাঁহার লেখনী হইতে বাহির হয় নাই। অবশেষে আমার বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করিয়া পিতা যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

আমার এখন কর্ত্তব্য কি? গোপালের সঙ্গে দেখা করিয়া তাহাকে ফিরিতে অনুরোধ করিব, না চাকরী বজায় করিতে ঘরে ফিরিব? পূর্ব্বরাত্রে ব্রাহ্মণের গৃহে পদার্পণ করিয়া যদি গোপালের সঙ্গে দেখা হইত, তাহা হইলে পিতার আদেশ তাহাকে না শুনাইয়া স্থির থাকিতে পারিতাম না। এখন দেখিতেছি, ভাগ্যবশেই গোপালের সঙ্গে দেখা হয় নাই। দেখা হইবার পর যদি এই চিঠি পাইতাম, তাহা হইলে যে কি বিপদে পড়িতাম, তাহা আর কাহাকেও বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে না। সমস্ত কথা শুনিবার পর গোপাল যদি আমার সঙ্গে যাইতে স্বীকৃত হইত, আর বাটীতে গিয়া অপদস্থ হইত, তাহা হইলে আমার আর লজ্জা রাখিবার স্থান থাকিত না। এখনও গোপালের সঙ্গে পুনর্মিলনের আশা আছে, কিন্তু এরূপ ঘটনা ঘটিলে এ জীবনে গোপালের সহিত মিলন-প্রত্যাশা ত্যাগ করিতে হইবে।

মনে মনে অনেক বিচার-বিতর্কের পর কলিকাতায় ফিরিয়া যাওয়াই স্থির করিলাম। কেবল একবারমাত্র ডাক্তার বাবুর পরামর্শ লওয়ার অপেক্ষা।

অল্পক্ষণ পরেই ডাক্তার বাবু আসিলেন। দেখিলাম, তিনি একখানি সুন্দর গরদ পরিয়াছেন। গলায় একটি ফুলের মালা ও কপালে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা। তিনি সমীপে আসিয়াই আমাকে পূর্ব্ব রাত্রির মত প্রণাম করিলেন। তাঁহার আচরণের এই বিচিত্র পরিবর্ত্তনে আমি বিস্মিত—কোন কথাই কহিতে পারিলাম না।

প্রণামান্তে তিনি আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেন এবং অনেকক্ষণ আমার তত্ত্ব লইতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি এখন বিস্মিত নই—বিপন্ন। এক দিন পূর্ব্বে যাঁহাকে গুরুজনের ন্যায় শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিয়াছি, আজ তাঁহাকে সহসা এরূপ ভাবাপন্ন দেখিয়া আমার মনের অবস্থা কি, ইহা সকলেরই সহজে অনুমেয়। যাই হ'ক, বাধ্য হইয়া আমাকে মনের ভাব চাপিতে হইল। আমি তাঁহাকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি বসিলেন, কিন্তু নিকটে বসিলেন না। আমি যে চৌকীর উপর বসিয়াছিলাম, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে মৃত্তিকাসনে তিনি উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার আচরণে মস্তক ঘর্ম্মাক্ত করিবার প্রয়োজন নাই বুঝিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি এখন কি করিবেন?"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"আমাকে আজই বাড়ী যাইতে হইবে।"

আমি। আমাকেও বাড়ী যাইতে হইবে।

ডাক্তার। সে কি ভাই, গোপালের সহিত দেখা না করিয়া তুমি কেমন করিয়া যাইবে?

আমি। গোপাল কোথায়?

ডাক্তার। গোপাল তোমাদের গ্রামে গিয়াছে। আজ আসিতে না পারে, কাল তাহাকে আসিতেই হইবে।

আমি। আমি তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে পারিব না।

ডাক্তার। সে কি ভাই, এই যে তুমি তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছ।

আমি। আসিয়াছিলাম, কিন্তু ডাক্তার বাবু আমি হতভাগ্য—প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিলাম না।

ডাক্তার বাবুর উত্তর শুনিয়া বোধ হইল, তিনি বুঝিয়াছেন, আমি ব্রাহ্মণের উপর বিরক্ত হইয়াছি—আমার প্রতি তাঁহার যথোচিত যত্ন হইতেছে না। তিনি বলিলেন,—"বুঝিতেছি, তোমার কষ্ট হইতেছে। বেলা দশটা বাজে, বাড়ীতে থাকিলে এতক্ষণ দুইবার জলযোগ হইত। সকালে চা খাওয়া অভ্যাস, তাও পাও নাই।"

আমি বলিলাম—"ইহা আমার চলিয়া যাইবার কারণ নহে।" ডাক্তার বাবু সে কথায় বিশ্বাস না করিয়া বলিতে লাগিলেন—"ব্রাহ্মণের কোনও অপরাধ নাই। তুমি চা খাও, এ কথা আমার কাছে শুনিয়া তিনি প্রভাত হইতেই গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে সন্ধান করিয়াছেন,—কোথাও পান নাই। এখনও এ দেশের লোক চায়ের নাম জানে না। এখনও পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণেরা 'প্রাতঃসন্ধ্যা' না করিয়া জলগ্রহণ করেন না। ব্রাহ্মণ তৎপরিবর্ত্তে তোমার জন্য নানাবিধ মিষ্টান্ন, দুগ্ধ ও ফলের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি ইতোমধ্যে তিন চারিবার তোমার তত্ত্ব লইয়াছেন। তোমাকে গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত দেখিয়া, তিনি তোমাকে জাগাইতে সাহস করেন নাই। এখন তিনি একটি বিশেষ কারণে আবদ্ধ হইয়াছেন, এই জন্য তোমার কাছে আসিতে পারিতেছেন না। তৎপরিবর্ত্তে আমি আসিয়াছি।"

আমি তাঁহার সন্দেহ দূর করিতে পারিব না বুঝিয়া বলিলাম—"আপনি যাইবেন কেন?"

"আমি তোমার বউদিদিকে আনিতে চলিয়াছি। কালই তাঁহাকে লইয়া ফিরিব।"

আমি। তিনিও বুঝি দীক্ষাগ্রহণ করিবেন?

ডাক্তার বাবু ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন—"দীক্ষার জন্যই তাহাকে আনিতে চলিয়াছি। সে আমার সুখদুঃখের ভাগী। এমন অমূল্য রত্ন আমি একা লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। তাহাকে অংশ না দিলে কর্ত্তব্যের ত্রুটী হয়। আমি গুরুদেবের নিকট আদেশ পাইয়াছি। এই দুই তিন দিনের ভিতর দীক্ষা না হইলে, এ জন্মে আর বোধ হয় তার ভাগ্যোদয় হইবে না।"

আমি। কেন?

ডাক্তার। গুরুদেব কাশীধামে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বোধ হয়, আর ফিরিবেন না। পুত্রের বিবাহকার্য্য শেষ হইলেই চলিয়া যাইবেন।

আমি। গোপালের কি বিবাহ হইয়াছে?

ডা। বিবাহ হইয়া গিয়াছে। হইয়াছে মহানবমীর দিবসে, গোধূলিলগ্নে; কুশণ্ডিকাদি কার্য্য বাকী। যে দিনে মা দুর্গা শিবের সঙ্গে কৈলাসগমনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, সেই দিনই এই ভক্ত ব্রাহ্মণের গৃহশোভাকরী সচল প্রতিমা তাঁহার শিবের সঙ্গিনী হইয়াছেন।

আমি। এতক্ষণে বুঝিলাম, কাল দুর্গা আমাকে সন্তান বলিয়াছিল কেন! দুর্গার গোপালের সঙ্গে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তথাপি বলিলাম—"শুনিয়াছি, কার্ত্তিকমাসে বিবাহ হয় না।"

ডা। গুরুর আদেশে সব হয়।

আমি। গুরু কখন্ আদেশ দিবার অবকাশ পাইলেন? আপনি ত সব জানেন। পিতা যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন পিতামহ গোপাল সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন, আমিও কি উত্তর দিয়াছিলাম, আপনি ত সমস্ত শুনিয়াছেন?

ডা। শুনিয়াছি।

আমি। তবে আপনি কেমন করিয়া বলিতেছেন, গোপাল গুরুর আদেশ পাইয়াছে?

ডা। গোপাল ত পিতার কাছে দীক্ষা লয় নাই। পিতার কাছে দীক্ষা গ্রহণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ। আমার গুরুদেবও গোপালের বিবাহ সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না! এখানে কাল আসিয়া জানিয়াছেন।

আমি। গোপালের গুরু কে?

ডা। সে কথা আমি বলিতে পারিব না। অন্ততঃ গুরুদেবের আদেশ না পাইলে আমার বলিবার অধিকার নাই।

আমি। আমি বলিতে পারি—সেই বুড়ী সন্ন্যাসিনী।

ডা। গোপীনাথ, ভাই, আমাকে জেরা করিও না—আমি বলিতে পারিব না।

আমি। আপনি বলিয়াছেন—আমি শুনিয়াছি।

ডাক্তার বাবু এই কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"আমি বলিয়াছি?"

আমি তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে বলিলাম—"ভয় নাই—আপনি জাগ্রদবস্থায় বলেন নাই। স্বপ্নে আপনার মুখ হইতে তাঁহার কথা বাহির হইয়াছে।"

বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে ডাক্তার বাবু একবার আমার মুখের পানে চাহিলেন। তাহার পর বলিলেন—"তুমি শুনিয়াছ?"

আমি। সমস্ত শুনিয়াছি। সারারাত্রি আমি জাগিয়া ছিলাম। সেই জন্য উঠিতে আমার এত বেলা হইয়াছে। আমি শুনিয়াছি এবং বুঝিয়াছি, সেই বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী গোপালের গুরু।

ডাক্তার বাবু আমার এ কথার কোন উত্তর করিলেন না। তিনি যুক্তকরে শির স্পৃষ্ট করিয়া বলিলেন—"কে জানে মা তোর কি লীলা! আমি জ্ঞানহীন, কেমন করিয়া বুঝিব?"

আমি বলিলাম—"আপনার কি স্বপ্নকথা কিছুই মনে নাই?"

ডা। না ভাই, কিছুই মনে নাই। আমি এইমাত্র জানি, কাল অতি স্বচ্ছন্দে ঘুমাইয়াছি। এরূপ গভীর নিদ্রা আমার আর কখন হইয়াছিল কি না সন্দেহ। তবে মা যখন তাঁর ভৃত্যের মুখ দিয়া কথা কহিয়াছেন, তখন সে কথা শুনিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে।

একবার মনে করিলাম বলি, আবার মনে করিলাম, না, বলিব না। ডাক্তার বাবুর যদি শুনিবার হইত, তাহা হইলে স্বপ্নকথা তাঁহার মনে পড়িত। সঙ্গে সঙ্গে অভিমান জাগিল। তিনি যখন আমাকে গোপালের গুরু সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে অনিচ্ছুক, তখন আমিই বা আমার এই গুহ্য কথা তাঁহার কাছে প্রকাশ করিব কেন? আমি বলিলাম,—"না ডাক্তার বাবু, স্বপ্নকথা যখন আপনার স্মরণ নাই, তখন সে কথা শুনিবারও প্রয়োজন নাই।"

ডা। ভাল, বলিও না।

আমি। কিন্তু সেই সন্ন্যাসিনী গুরু হইলেও আপনার কথা টিকে না। সে বৃদ্ধাও ত সে রাত্রিতে আমাদের ঘরে ছিলেন।

ডাক্তার বাবু এ কথার কোনও উত্তর করিলেন না, একটু হাসিলেন, এই মাত্র।

আমি কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহি—তাই জিজ্ঞাসা করিলাম,—"হাসিলেন যে?"

"উত্তর দিবার কিছুই নাই বলিয়া হাসিলাম। আমি মুখুয্যে মহাশয়ের মুখে যেমন শুনিলাম, তেমনই বলিলাম।"

"মুখুয্যে মহাশয় কি বলিলেন—বৃদ্ধার অনুমতিতে বিবাহ হইয়াছে?"

"শুধু অনুমতি নয়, মা বিবাহসময়ে উপস্থিত থাকিয়া বর-কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন।"

"ডাক্তার বাবু, আমি বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।"

"বিশ্বাস না হইলে তোমার অপরাধ কি! সন্ধ্যাবেলা যে ব্যক্তি কলিকাতা হইতে দশ বারো ক্রোশ দূরে, সে যে সন্ধ্যার অব্যবহিত পরমুহূর্ত্তে কলিকাতায় থাকিতে পারে, এ কথা কে বিশ্বাস করিবে?"

"আপনি কি বিশ্বাস করেন?"

"আমি দুই একটি যোগীর সম্বন্ধে এরূপ গল্প শুনিয়াছি, কিন্তু কখনও বিশ্বাস করি নাই। তবে এই নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণকেও মিথ্যাবাদী বলিয়া আমার মনে হয় না।"

"মিথ্যাবাদী না হইলেও উন্মত্তও ত হইতে পারে!"

দেখিলাম, ডাক্তার বাবু এই কথা লইয়া অধিকক্ষণ বাগ্বিতণ্ডা করিতে ইচ্ছুক নহেন। বলিলেন—"যাক্, আর বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রয়োজন নাই। ব্রাহ্মণ একরূপ গ্রামবাসীর অজ্ঞাতসারেই পৌত্রীর বিবাহ দিয়াছেন। দুই চারি জন একান্ত অন্তরঙ্গ ছাড়া, আর কেহই এ বিবাহের কথা জানেন না। পঞ্চগ্রামী লোককে এ বিবাহের কথা জানাইতেই হইবে। তাই বালিকার কুশণ্ডিকায় ব্রাহ্মণ একটু সমারোহের আয়োজন করিতেছেন। সুতরাং আজ তোমার কোনমতেই

কলিকাতা যাওয়া হইতে পারে না। কেন না, জ্ঞাতির মধ্যে একমাত্র তুমি। তোমাকে অন্ন পরিবেশন করিয়া মা দুর্গা তোমাদের কুলভুক্তা হইবেন।"

"আমি কিছুতেই থাকিতে পারিব না।"

"ব্রাহ্মণ তোমাকে কি ছাড়িবেন?"

"উপায়ান্তর নাই। তুলা সিং আসিয়াছে, আপনি দেখিয়াছেন?"

সবিস্ময়ে ডাক্তার বাবু বলিলেন—"কৈ, না! তুলা সিং কখন্ আসিল? আর এখানের ঠিকানাই বা সে কেমন করিয়া জানিল?"

"তা জানি না। তবে তুলা সিং আসিয়াছে। সে পিতার নিকট হইতে এক পত্র আনিয়াছে। পিতা পত্রপাঠ আমাকে কলিকাতায় ফিরিতে আদেশ করিয়াছেন।"

এই বলিয়া পত্রখানি আমি তাঁহার হাতে দিলাম। তিনি পত্র হাতে লইয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া মনে মনে পত্রখানা পাঠ করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে আমি তাঁহার মুখ দেখিতে লাগিলাম। দেখিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলাম, পত্রপাঠে তাঁহার সকল স্মৃতি জাগিয়া উঠে কি না। পত্র পড়িতে পড়িতে ডাক্তার বাবুর মুখ গম্ভীর হইল, দেখিতে দেখিতে চক্ষু আর্দ্র হইল, এক বিন্দু অশ্রু পত্রের উপর পতিত হইল।

পত্রখানা পড়িয়া তিনি আমাকে ফিরাইয়া দিলেন, কিন্তু অনেকক্ষণ কোনও কথা কহিলেন না। আমার মনে হইল, সেই সমস্ত সময়টা তিনি ভাব সংবরণ করিতেছিলেন, অতি কষ্টে কি একটা প্রবল মনোবেগ দমন করিতেছিলেন।

আমি আর অধিকক্ষণ নীরব থা কতে পারিলাম না। বেলা দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠিতেছে, ক্ষুধাও অল্পে অল্পে বাড়িয়া প্রবল হইবার উপক্রম করিতেছে। বাস্তবিক, বাড়ীতে থাকিলে অন্ততঃ দুইবার জলযোগ অথবা প্রাতর্ভোজ শেষ না করিয়া থাকিতে পারিতাম না। যদি বাড়ীতে ফিরিতেই হয়, তাহা হইলে এখন হইতেই প্রস্তুত হইবার প্রয়োজন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার মত কি? এবং পত্র পাইয়া আর কি আমার গোপালের জন্য অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য?"

ডা। আমি কি বলিব!

আমি। আমি বিপন্ন হইয়া আপনার সৎপরামর্শের অপেক্ষা করিতেছি।

ডা। গোপীনাথ, আমি যে কি পরামর্শ দিব, বুঝিতে পারিতেছি না। তবে তুমি যদি এই পত্র পাইয়া বাড়ী ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে আমি তোমাকে অপরাধী মনে করিতে পারিব না।

আমি। ডাক্তার বাবু, প্রতিশ্রুতিমত পিতা যদি আজ গোপালকে সর্ব্বস্ব দান করিতেন, তাহা হইলে, সত্য কথা বলিতে কি, আমার আনন্দের সীমা থাকিত না। কিন্তু এরূপ পত্রপ্রাপ্তির পর আমি কেমন করিয়া গোপালের সঙ্গে দেখা করিব? এই শুভ বিবাহে কি উপঢৌকন আমি দম্পতির সম্মুখে উপস্থিত করিব?

ডা। এই তোমার মনোভাব?

আমি। এই আমার মনোভাব। আমায় শপথ করিতে বলেন, আমি তাও করিতে প্রস্তুত আছি—আমি যদি পিতার সম্পত্তিতে অধিকার প্রাপ্ত হইতাম, তাহা হইলে, সর্ব্বস্ব দিলেও যদি গোপালকে ফিরিয়া পাইতাম, সর্ব্বস্ব গোপালকে দান করিতাম। কিন্তু আমার পিতা—

আমি আর কথা কহিতে পারিলাম না। হৃদয়ের আবেগে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। অন্তরের কোন নিভৃত প্রদেশে রাশীকৃত অশ্রু আবদ্ধ ছিল, আজ সমস্তই যেন চোখে আসিয়া উপস্থিত হইল। চক্ষে ফোয়ারা ছুটিল।

ডাক্তার বাবু উঠিয়া আমার হস্ত ধারণ করিলেন। তাঁহারও চক্ষু দিয়া ঝর ঝর জল ঝরিল। অশ্রুগদ্গদকণ্ঠে তিনি বলিতে লাগিলেন —"ভাই! শান্ত হও—তোমার হৃদ্গত ভাব সমস্তই বুঝিয়াছি। আর ইহাও বুঝিয়াছি, যে পবিত্রতাময়ী জননীর গর্ভে স্থান পাইয়াছ, তাহাতে তোমার মনুষ্যত্বহীন হইবার উপায় নাই। এখন বুঝিতেছি, তোমার আমার সঙ্গে ফিরাই কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের দারুণ ক্ষোভ হইবে, কিন্তু কি করিবে! আমি তাঁহাকে বুঝাইব। তা হ'লে, যাইবার পূর্ব্বে একবার গুরুদেবের সঙ্গে দেখা কর না কেন!"

আমি। কোন্ মুখ লইয়া আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব?

ডা। আজ দেখা না হইলে, আর তাঁহার সঙ্গে দেখার সাম্ভাবনা থাকিবে না।

আমি। আপনি কি দেখা করিতে বলেন?

ডা। না, না—ভুলিয়াছি ভাই—আজ ত আর তাঁহার সহিত দেখা হইবে না।

আমি। তিনি কোথায়?

ডা। বিশালাক্ষীর মন্দিরে।

আমি। দেখা হইবে না কেন?

ডা। তিনি দৈবকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, কাল তিনি দুর্গাকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

আমি। মানে কি?

ডা। কাল মা দুর্গার দীক্ষা হইবে। গোপাল এই জন্য কুলদেবতা দামোদরকে আনিতে গিয়াছে। দীক্ষান্তে কুশণ্ডিকা; গুরুদেবের ইচ্ছা ছিল, বর-কন্যাকে গৃহে লইয়া কুশণ্ডিকা কার্য্য শেষ করেন। কিন্তু ঠাকুরের তা ইচ্ছা নয়। তিনি দুর্গাকে সংবাদ দিয়াছেন,—"আমি তোমাদের বাড়ীতে অতিথি হইব।" ব্রাহ্মণ সেই জন্য ব্যস্ত—দামোদরের সেবার আয়োজন করিতেছেন।

আমি। দামোদর কালু সর্দ্দারকে দিয়া সংবাদ পাঠাইলেন না কি?

ডা। তা ভাই জানি না। যেমন শুনিলাম, তেমনই তোমাকে বলিলাম। অন্যের কাছে এ কথা প্রকাশযোগ্য নয়। তবে তুমি এখন হইতে আমার গুরুস্থানীয়। তোমার কাছে গোপন করিয়া কথা বলা উচিত নয় বলিয়াই বলিলাম।

আমি। তা ভালই করিয়াছেন। শুনিয়া আপনার বিশ্বাস হইয়াছে কি না, জানি না। যদি হইয়া থাকে, আমি সে বিশ্বাসে বাধা দিব না। আমার জীবনে অল্প সময়ের মধ্যে এত ঘটনা ঘটিয়াছে যে, তাহার সবগুলার আমি আজিও পর্য্যন্ত কোন নৈসর্গিক কারণ নির্ণয় করিতে পারি নাই। আপনিও তাহার কতকগুলার সাক্ষী। এমন কি, গত রাত্রিতেও আমি ঘটনার অলৌকিকত্বের নিদর্শন পাইয়াছি। আপনাকে যখন বলিব না বলিয়াছি, তখন বলিব না। যদি বলিবার অবস্থা হয়, তাহা হইলে সময়ান্তরে বলিব।

ডা। তোমার বলিবার ইচ্ছা না থাকিলে, আমিও জানিবার ইচ্ছা করি না। যে সিদ্ধবংশে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহাতে অলৌকিক ব্যাপারের নিদর্শন পাওয়া তোমার পক্ষে বিচিত্র নয়।

আমি। তথাপি ডাক্তার বাবু, আমি বলিতেছি, মুড়ী কথা কহিতে পারে, এ কথা আমি কোনও মতে বিশ্বাস করি না। নিজের বিশ্বাস দূরে থাক, অন্যে যদি কেহ বিশ্বাস করে, তাহাকে সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ দেখিলেও, তাহার বুদ্ধিমত্তার অসংখ্য পরিচয় পাইলেও, তাহাকে পাগল ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারি না।

ডা। যাহা বিশ্বাসযোগ্য নয়—এরূপ কথা জোর করিয়া বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন কি? অন্তরে অবিশ্বাস রাখিয়া মুখে বিশ্বাসের ভাব দেখান একরূপ আত্মপ্রতারণা। এ প্রতারণায় নিজের ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। আমার গুরুদেব বলিয়াছেন, সরল অবিশ্বাসীর এক সময় না এক সময় মুক্তির আশা আছে, কিন্তু যে বিশ্বাসের কথা কয়, কিন্তু বিশ্বাস যে কি বস্তু তাহা জানে না, তাহার কোনও কালে মুক্তি নাই। যাক্, ব্রাহ্মণ আমার উপরে তোমার পরিচর্য্যার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। তোমার সেবার ত্রুটী হইলে আমাকেই লজ্জিত হইতে হইবে। একান্তই যদি গৃহে ফিরিতে হয়, তা হইলে এখন হইতেই উদ্যোগ করার প্রয়োজন।

আমি। গৃহে ফিরিতেই হইবে। আমি ইচ্ছা করিলেও এখানে থাকিতে পারি না।

ডা। তা হইলে গাত্রোত্থান কর।

আমি। আমি একবার দুর্গাকে দেখিতে ইচ্ছা করি।

ডা। দীক্ষার পূর্ব্বে আর তাহার সহিত দেখা হইবে না। চিত্ত স্থির রাখিবার জন্য বালিকা নির্জ্জনে সংযতভাবে থাকিতে আদিষ্টা হইয়াছে।

আমি গাত্রোত্থান করিলাম ও স্নানাদি কার্য্য সম্পাদনের জন্য গৃহের বাহিরে আসিলাম। আমার গোপালকে ফিরাইবার সঙ্কল্প, ঘরে ফিরিবার সঙ্কল্পে পর্য্যবসিত হইল।

সেই দিনই অপরাহ্ণে আহারান্তে ডাক্তার বাবুর সঙ্গে ব্রাহ্মণের গৃহ পরিত্যাগ করিলাম। নীরবে সকলের অলক্ষ্যে ব্রাহ্মণ আমার আহারের যে অপূর্ব্ব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, আমি তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিলাম না। দারুণ দুশ্চিন্তায়, মনঃক্ষোভে, লজ্জায় আমার ক্ষুধা দূর হইয়া গিয়াছিল। তবে আর কিছু করিতে না পারিলেও, সেই পঞ্চাশৎ-ব্যঞ্জনসমন্বিত রৌপ্যপাত্রপরিবেষ্টিত অন্নপাত্র সম্মুখে দেখিয়া আমি বেচুর কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিলাম। দেখিলাম, যেন প্রতি আহার্য্যের গাত্র হইতে ব্রাহ্মণের অপূর্ব্ব সেবাপ্রীতি স্বর্গীয় সৌরভরূপে প্রস্ফুটিত হইতেছে।

আমি সকল দিকেই পদে পদে অপদস্থ হইয়াছি। সেখানে কাহারও কাছে মুখ তুলিতে আমার সামর্থ্য

নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আমি যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। ডাক্তার বাবু বোধ হয় আমার অসাক্ষাতে আমার সম্বন্ধে সকল কথা তাঁহাকে শুনাইয়াছিলেন। কেন না, গৃহে ফিরিয়া শুধু সযত্নে আমার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, এইমাত্র! আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। আমি থাকিতে পারিব না শুনিয়া তিনি কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করেন নাই! বরং ভাল পাল্‌কী ও উপযুক্ত বাহক দিয়া আমার যাত্রার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ তাঁহার পূর্ব্বৈশ্বর্য্য আমাকে দেখাইবেন বলিয়াছিলেন, আমার আর তাহা দেখা হইল না। বাড়ী ফিরিবার পথে ব্রাহ্মণের পূর্ব্বৈশ্বর্য্যের একটি-মাত্র আমার চক্ষে পড়িল। সেটি মুখুয্যে মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাগরতুল্য একটি সরোবর। আমি যেখান দিয়া চলিয়াছি, সরোবরটি সেখান হইতে দূরে। তাহার বাঁধান ঘাট আরও দূরে, কিন্তু তাহার নীল স্বচ্ছ জলরাশিমধ্যে অপূর্ব্ব কারুকার্য্যময় চাঁদনী প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। চাঁদনী আমি দেখিত পাই নাই। আমার মনে হইল, যেন একটি অপ্সর শিশু সরোবরমধ্যে আপনারই রূপদীপিকা হস্তে লইয়া নৃত্য করিতেছে। হায়! তুচ্ছ ঐশ্বর্য্যের দম্ভে আমি এই ঐশ্বর্য্যের অধিকারীকেই না ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছিলাম!

তৃতীয় খণ্ড—প্রত্যাবর্ত্তন

প্রথম পরিচ্ছেদ

এই সাত দিনে সাত বৎসরের ঘটনা সংঘটিত হইল। সাত দিন ক্রমাগত নিয়তির সঙ্গে যুদ্ধ করিলাম। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ঘরে ফিরিলাম। গোপালকে ফিরাইবার আশা জন্মের মত ত্যাগ করিয়াছি। কুক্কুরতাড়িত শশক যেমন প্রান্তর হইতে প্রাণরক্ষার্থ ছুটাছুটি করিয়া অবশেষে অবসন্নদেহে চক্ষু মুদিয়া নিজের শক্তিহীনতার উপাধানে মাথা রাখিয়া নিশ্চিন্ত হয়, আমিও সেইরূপ নিশ্চিন্ত হইয়াছি।

নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরে ফিরিলাম। মনে করিলাম, আর গোপালকে ফিরাইবার ধৃষ্টতা করিব না। প্রতিশ্রুতিমত গোপাল নিজে আমাদের গৃহে আসিয়া যদি কখন আমার সহিত দেখা করে, তবেই তাহার সহিত দেখা ঘটিবে, নহিলে বোধ হয় আর তাহার সহিত দেখা পর্য্যন্ত হইবে না।

আর দেখা হইলেই বা লাভ কি? এ ভগ্ন-স্নেহের মৈত্রী—ইহার মূল্য কি? এ দেখার সঙ্গে পূর্ব্বের সে আত্মীয়তা কি ফিরিয়া আসিবে? আমি আত্মীয়তা দেখাইতে গেলে সে কি আর তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিবে? আমিও কি আর তাহার সহিত সেইরূপ কথাবার্ত্তায় সুখ পাইব? তখন গোপালের উপর ঈর্ষাতেও মমতার একটি প্রাণস্পর্শী তরঙ্গ বহিত। এখন এই সাত বৎসর পরে তাহার প্রতি মমতাও বুঝি মরুভূমিবৎ শুষ্ক। তাহাতে একটু প্রাণের ইঙ্গিত থাকিলেও গোপালকে না লইয়া কি ফিরিতে পারিতাম!

বাটীতে যখন ফিরলাম, তখন রাত্রি নয়টা। বাটীতে প্রবেশমুখে পিতার সঙ্গেই সর্ব্বপ্রথম আমার দেখা হইল। চিন্তার ভারে অবনতমস্তকে আমি গৃহে প্রবেশ করিতেছিলাম। সুতরাং আমি তাঁহাকে প্রথমে দেখিতে পাই নাই। তিনিই প্রথম আমাকে দেখিলেন। ফটক পার হইয়া বাটীর সম্মুখের বাগানে যেমন পা দিয়াছি, অমনি তিনি আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। আমি মাথা তুলিতেই তিনি বলিলেন—"শীঘ্র আসিয়া ভালই করিয়াছ। আমি তোমার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলাম।"

আমি বলিলাম—"যদি আমার জন্য এত আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করিবেন জানিতেন, তবে এমন আগ্রহের সঙ্গে আমাকে পাঠাইবার কি প্রয়োজন ছিল?"

পিতা আমার উত্তর শুনিয়া ঈষৎ রুক্ষ স্বরে বলিলেন—"কি ছিল না ছিল, সে কথা বলিবার এ সময় নয়। আগে ঘরে যাও, বেশপরিবর্ত্তন করিয়া বিশ্রাম কর। তার পর যাহা শুনিবার শুনিও।"

আমি বলিলাম—"আমি কোথায় গিয়াছিলাম, মা কি শুনিয়াছেন?"

"শুনিয়াছেন।"

"তা হ'লে আমি কোন্ মুখে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিব?"

"এই মুখেই দেখা করিবে। তিনি তোমাকে কোনও প্রশ্ন করিবেন না।"

"আপনি কেমন করিয়া জানিলেন?"

"আমি তাঁর মুখে শুনিয়াই বলিতেছি।"

আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন না করিয়াই মায়ের সঙ্গে দেখা করিলাম। বাস্তবিক মা আমাকে গোপালের সম্বন্ধে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। কিন্তু জীবনে প্রথম আমি মায়ের মুখের কিছু পরিবর্ত্তন দেখিলাম। দেখিয়া, যেন কোন অনাগত বিপদের ভয়ে আমার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। মায়ের চিরপ্রফুল্ল মুখ, চিরশান্ত নয়নসৌন্দর্য্য কেমন যেন একটা ঘন বিষাদ-কালিমায় ঢাকিয়া দিয়াছে। মায়ের নিকট হইতে চলিয়া আসিবার পরে সেই ভাব মুহুর্মুহু আমার অন্তরে প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল—এতদিন পরে মাকে বুঝি হারাইলাম।

সে রাত্রি একরূপ নিঃশব্দেই কাটিয়া গেল। পিতার সঙ্গে আর কোন কথা হইল না। মায়ের সঙ্গেও আর কোন কথা হইল না, আহারান্তে শ্রান্তদেহে আমি শয্যায় শুইলাম এবং শয়নমাত্রেই ঘোর নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম।

পরদিন প্রত্যুষে জাগরিত হইয়া দেখিলাম, সস্ত্রীক ডাক্তার বাবু মায়ের কাছে বিদায় লইতেছেন। তিনি কখন আসিয়াছেন জানিতে পারি নাই। মায়ের সঙ্গে তাঁর কি কথা হইয়াছিল, তাহাও শুনি নাই।

যাইবার সময়ে ব্রাহ্মণ-দম্পতি মা'কে প্রণাম করিলেন। মা প্রণাম গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা আমাকেও প্রণাম করিতে আসিলেন, মা প্রণাম করিতে দিলেন না। পিতাকে প্রণাম করিতে চাহিলেন, মা বলিলেন—"প্রয়োজন নাই। তাঁহার শয্যাত্যাগে বিলম্ব হইবে। অপেক্ষা করিলে কার্য্যহানি হইবার সম্ভাবনা। লৌকিকতা দেখাইবার সময় নয়। আর সংসারের দিকে না তাকাইয়া, পিছু না ফিরিয়া এখনই এই শুভ মুহূর্ত্তে যাত্রা কর।"

ডাক্তার বাবু মায়ের আদেশমাত্র স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

আমি নীরবে দাঁড়াইয়া দেখিলাম। নীরব—অপরাধীর মত নীরব—সাহস করিয়া মনের মধ্যেও কোন কথা আনিতে পারিলাম না।

আমার অবস্থা বুঝিয়াই যেন মা কথা কহিলেন। বলিলেন—"তোমার কপালে আঘাত লাগিয়াছে, আমি শুনিয়াছি, কিন্তু দেখিবার অবকাশ পাই নাই।"

মাথার আঘাতের কথা আমার মনেই ছিল না। মায়ের কথায় মনে পড়িল। মাথায় হাত দিয়া দেখিলাম মাথার বাঁধন খসিয়া গিয়াছে। তবে কালীঘাটের সেই ডাক্তার বন্ধুর তৎকালীন শুশ্রূষায় যথেষ্ট কাজ হইয়াছে। মাথার দুই এক স্থানে সামান্য ক্ষত থাকিলেও তাদৃশী বেদনা নাই। বুঝিলাম, পতনজনিত আঘাত তেমন গুরুতর নয়, উপরে উপরে কাটিয়া কতকটা রক্ত পড়িয়াছে মাত্র। মস্তক-পরীক্ষান্তে মাকে বলিলাম—"আঘাত সামান্য, এখন সারিয়া গিয়াছে।"

শুনিয়া আশ্বস্ত হইয়া মা চলিয়া যাইতেছিলেন। আমি ডাকিয়া তাঁহাকে ফিরাইলাম। মর্ম্মযাতনা আমার পক্ষে দুঃসহ হইয়াছে। এ যাতনার কথা প্রকাশ করিতে না পারিলে, হয় পাগল হইব, না হয় মরিয়া যাইব। সুতরাং, যা থাকে অদৃষ্টে, মাকে আজ গোপালের কথা জিজ্ঞাসা করিব। এই ভাবিয়া মাকে ডাকিলাম। মা ফিরিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"ডাকিতেছ কেন?"

আমি। যদি কিছু মনে না কর, অথবা আমাকে ক্ষমা কর, তাহা হইলে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

মাতা। কি জিজ্ঞাসা করিবে বুঝিয়াছি।

আমি। অপরাধ যদি না লও, তাহা হইলে—

মা আমাকে কথা শেষ করিতে দিলেন না। প্রসন্নমুখেই বাধা দিয়া বলিলেন—"প্রথমে প্রতিশ্রুত হও, আমার পুত্রের নাম তুমি মুখে আনিবে না।"

আমি। মা! আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি?

মাতা। কেহ কোন অপরাধ কর নাই। আমি ত কাহাকেও অপরাধী বলিতেছি না। তবে তাহার নাম আমি তোমাদের মুখে শুনিতে চাহি না। আমার এই অনুরোধ যদি তুমি রাখিতে চাও, তাহা হইলে কি জিজ্ঞাসা করিবে কর। আমি যেমন জানি, তেমন উত্তর করিব।

আমি। আমি তাহাকে আনিতে গিয়াছিলাম।

মাতা। আমি তাহা জানিয়াছি।

আমি। ভাল, আর কিছু না বল, এইটি বল, পিতা কাল প্রাতঃকালে তাহাকে আনিতে ব্যাকুল হইয়া আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন—আমি জানিতে চাই, আজ আবার এত আগ্রহে আমাকে ফিরাইবার জন্য লোক পাঠাইলেন কেন?

মাতা। কেন পাঠাইয়াছিলেন জানি না, তবে তোমাকে ফিরাইবার জন্য আমিই তাঁহাকে দরোয়ান পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছি। আমারই কথামত তুলা সিং তোমাকে আনিতে গিয়াছে।

আমি। অপরাধের কি ক্ষমা নাই? পিতা ত সর্ব্বস্ব তাহাকে দিবেন বলিয়া আমার কাছে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

মাতা। তোমাদের সর্ব্বস্ব তোমাদের কাছেই মূল্যবান হইতে পারে। সকলের কাছেই কি তাহা মূল্যবান হইবে গোপীনাথ! সে যাহা হারাইয়াছে, সহরের সমস্ত ঐশ্বর্য্য দিলেও তার প্রতিমূল্য হইবে না।

আমি। তাহাই তাহাকে দিব অঙ্গীকার করিতেছি। মায়ের স্নেহই আমি তাহাকে ফিরাইয়া দিব।

"হতভাগ্য! এ কথা আগে বল নাই কেন?" এই কথা বলিতে না বলিতে মায়ের গণ্ড দিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইয়া গেল।

আমি বলিলাম—"এখন কি সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে?"

"আর কয় দিন সে স্নেহ ভোগ করিবে?" এই বলিয়াই একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাতা স্থানত্যাগ করিলেন। আমার আর একটি প্রশ্নেরও অপেক্ষা করিলেন না।

উত্তরের ভাবে বুঝিলাম, মাতা অধিক দিন জীবিত থাকিবেন না। অর্দ্ধভগ্নহৃদয়ে আমি বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলাম।

একটু বেলা হইলে পিতার সহিত পুনঃ সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন—"সকাল সকাল স্নানাদি সারিয়া প্রস্তুত হও, আজই তোমাকে বড় ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে। কলিকাতা ও তাহার সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে কাজ, সাহেবের সঙ্গে দেখা না করিলে এরূপ শুভ সুযোগ আর ঘটা অসম্ভব।"

আমি বলিলাম—"আমি কোথায় ছিলাম, আপনি জানিতেন না। যদি তুলা সিং আমার সন্ধান না পাইত?"

পিতা। সন্ধান পাইয়াছে, তোমার ভাগ্য। যে সময় তোমার নিয়োগ পত্র পাইলাম, সে সময় তুমি কোথায় গিয়াছ না জানিয়া আমি চিন্তিত হইয়াছিলাম, এমন সময় তোমার কালীঘাটের বন্ধু লোক দিয়া এই পত্রখানি আমার কাছে পাঠাইয়া দেয়। সেই পত্র-পাঠে বুঝিলাম, তোমার কোথায় থাকা সম্ভব।

এই বলিয়া পিতা তাকিয়ার তলা হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া আমাকে দেখাইলেন। পত্র পড়িয়া বুঝিলাম, মুখুজ্যে মহাশয় গোপালের বিবাহ সম্বন্ধে পিতাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। কিন্তু পিতা ত এ নিমন্ত্রণের মর্য্যাদা রাখেন নাই! মনে বড়ই ক্ষোভ হইল। অসুস্থতার অছিলায় পিতা সে বনদেশে না যাইতে পারেন; কিন্তু অর্থব্যয় করিয়া লৌকিকতা ত রক্ষা করিতে পারিতেন! পত্রসম্বন্ধে নীরব রহিতে পারিলাম না। পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ পত্র পাইয়া ত আপনি এ বিবাহের কোনও তত্ত্ব লইলেন না।"

পিতা। কেমন করিয়া লইব? গোপালের বাপ ত আমাকে পত্র লিখে নাই। এক অপরিচিত ব্যক্তির আহ্বানে আমি কি তত্ত্ব লইব?

আমি। আমি জানি, গোপালের পিতাও এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছু জানিতেন না। তিনিও আপনার মত এক নিমন্ত্রণপত্র পাইয়াছেন।

পিতা। সে তুমি জান, আমি ত জানি না।

আমি। তথাপি আপনার তত্ত্ব লইতে দোষ কি ছিল? গোপালের ত বিবাহ!

পিতা। লইবার প্রয়োজন ত দেখিলাম না। তাহারা অকৃতজ্ঞ নরাধম। কি এক সামান্য কথার দোষ ধরিয়া চলিয়া গেল—আমি আছি কি মরিয়াছি, পিতাপুত্রে এই সাত বৎসরের মধ্যে একবারও খোঁজ লইল না।

আমি। তাহারা আছে কি মরিয়াছে, আপনিই খোঁজ লইয়াছিলেন কি?

পিতা। তাহারা সহজে মরিবার নয়—এখনও কতকাল আমার গলগ্রহ হইয়া থাকিবে তার ঠিক কি? মাসে মাসে রীতিমত মাসোহারা পাঠাইতেছি, আবার কি করিয়া খোঁজ লইতে হইবে? এদিকেও জ্ঞাতিত্বের অভিমান তাহারা কড়ায় গণ্ডায় বজায় রাখিয়াছে, কিন্তু টাকাটি লইবার বেলায় রহিল কই?

আমি। আপনি কি ঠিক জানেন, টাকা তাহারা পাইতেছে?

পিতা। রীতিমত রসিদ পাইতেছি, আবার কেমন করিয়া জানিতে হইবে?

আমি। আমি জানিয়াছি, টাকা তাহারা পায় নাই।

কথাটা শুনিবামাত্র পিতা কিয়ৎক্ষণের জন্য স্তম্ভিতের ন্যায় নীরব রহিলেন। কিছুক্ষণ কি মনে চিন্তা করিলেন। তার পর বলিলেন—"তুমি বিষয়-বুদ্ধিহীন! কেহ হয় ত তোমাকে এই কথা বলিয়াছে। কিন্তু আমি এ ভিত্তিহীন কথায় বিশ্বাস করিতে পারি না। এক দিন পয়সার অভাব হইলে পিতাপুত্রে কলিকাতায় ছুটিয়া আসিত।"

বুঝিলাম, আমার কথা শুনিয়াই পিতা চমকিত হইয়াছিলেন। একটু চিন্তা করিতেই সে ভাব তাঁহার দূরীভূত হইয়াছে। আমাকে দিয়া আমরা মাসে

মাসে রীতিমত টাকা পাঠাইয়াছি। শ্যাম যে এই সাত বৎসর ধরিয়া টাকা আত্মসাৎ করিতেছে, এ যে নিজ-চক্ষে দেখিলেও বিশ্বাস করিবার যো নাই। আমার কথায় পিতার এরূপ অবিশ্বাসে আমি দোষ দিতে পারিলাম না। সময়ান্তরে এ কথা পিতাকে বুঝাইব, ইহা মনে করিয়া টাকার কথা আর পুনরুত্থাপন করিলাম না। পিতার পূর্ব্বদিনের বিস্ময়জনক আচরণের কারণ জানিবার এই উপযুক্ত সময় বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তবে গোপালকে আনিবার জন্য কাল ব্যাকুলতা দেখাইলেন কেন?"

পিতা আমার প্রশ্ন শুনিয়া হাসিলেন। তার পর বলিলেন, "ইহার কারণ আছে। পূর্ব্বদিনে নানা কারণে মস্তিষ্ক পীড়িত হইয়াছিল, সেই অবস্থায় রাত্রিতে এক বিশ্রী স্বপ্ন দেখি। সে স্বপ্নে প্রভাত পর্য্যন্ত আমার মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়াছিল, সেই সময়ে হয় ত আমি তোমাকে কি বলিয়াছিলাম।"

আমি। আপনি বলিয়াছিলেন, 'যদি সর্ব্বস্ব দিলেও গোপাল ফিরিয়া আসে, তা হ'লে সর্ব্বস্ব দিয়াও গোপালকে ফিরাইয়া আন।' আপনি আমাকে গৃহে আহার করিবার অবকাশ পর্য্যন্ত দেন নাই। গোপালের অনুসন্ধানে আমি পৃথিবী ঘুরিতে আদিষ্ট হইয়াছিলাম।

পিতা। তা হইতে পারে। তখন আমার মস্তিষ্ক ঠিক ছিল না। স্বপ্নের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে দূর হইতে দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছিল। তখন অল্পে অল্পে অনেক কথাই আমার স্মরণে আসিল। তখন আমার মনে হইল, স্বপ্নের মোহে আত্মহারা হইয়া এক ভিত্তিহীন অলীক চিন্তার তাড়নায় তোমাকে গোপালের সন্ধানে পাঠাইয়া অন্যায় করিয়াছি। কি করিব স্থির করিতে পারিতেছিলাম না, এমন সময় তোমার গর্ভধারিণী আসিয়া আমার সাহায্য করিলেন। তিনি তোমার তত্ত্ব লইতে আমার কাছে আসিলেন; আমি তাঁহার কাছে তোমার অনুপস্থিতির কারণ বলিলাম। শুনিবামাত্র তিনি তোমাকে ফিরাইয়া আনিতে আমাকে অনুরোধ করিলেন। ঠিক এই সময়ে দুই স্থান হইতে দুইখানি পত্র আসিল। একখানি তোমার নিয়োগপত্র, আর একখানি তোমার ভাবী শ্বশুরের পত্র। উপযুক্ত সময়ে পত্র দুইখানি আসিয়া আমার যথেষ্ট সাহায্য করিল। আমি তোমাকে আনাইতে তুলা সিংকে পাঠাইব স্থির করিলাম। কিন্তু তুমি কোথায় গিয়াছ, তাহা জানি না। দৈবের খেলা, তোমার বন্ধু সেই সময়ে এই পত্রখানা আমার কাছে পাঠাইয়া দিলেন। তুলা সিংকে সেইজন্য সর্ব্বাগ্রে এই ব্রাহ্মণের গৃহে পাঠাইয়াছি। সেখানে তোমার দেখা না পাইলে সে আমাদের গ্রাম পর্য্যন্ত যাইত।

আমি। আমি যদি গোপালকে সঙ্গে আনিতাম।

পিতা। আনিলে তাহার ভাগ্যে কিছু প্রাপ্য হইত, তাই দিয়া তাহাকে বিদায় করিতাম। তবে সে কালসর্পশিশুকে আর ঘরে স্থান দিতাম না।

কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম, গোপাল ও ছোট ঠাকুর-দাদার সম্বন্ধে পিতার মনোভাব সেই একরূপই রহিয়াছে; বরং বাল্যকাল হইতে একত্র বাসে উভয়ের মধ্যে মমতার যৎকিঞ্চিৎ যাহা বন্ধন ছিল, সাত বৎসরের বিচ্ছেদে তাহার শেষ ক্ষীণ সূত্রটিও টুটিয়া গিয়াছে।

পিতা আমাকে সাহেবের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন এবং প্রাতঃকৃত্য সমাধান করিতে গৃহত্যাগ করিলেন।

সাময়িক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া পিতা আমাকে যে আদেশ করিয়াছিলেন, ভাবিলাম, সেই আদেশমত কার্য্য করিলে, গোপালকে গৃহে ফিরাইলে, গৃহে আবার নূতন মূর্ত্তিতে অনর্থের সৃষ্টি হইত। নিমন্ত্রণ করিয়া ঘরে আনিয়া গোপালের অপমান মা কোনমতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। আমিও আর ভদ্রসমাজে মুখ দেখাইতে পারিতাম না। তখন আমার মনে হইল, অন্তর্য্যামী ভগবান আমার মানরক্ষা করিবার জন্য গোপালের সঙ্গে আমার মিলনে নিজেই প্রতিবন্ধক হইয়াছিলেন।

কিন্তু পিতার আচরণে আমি মর্ম্মাহত হইলাম। একদণ্ডের সাধুসঙ্গে আমার মনের অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ডাক্তার বাবুর সঙ্গে দুই দণ্ডের আলাপেই বুঝিয়াছি, আমার খুল্লপিতামহের চরিত্রের মহত্ত্ব আমাদের ন্যায় নীচ স্বার্থপর ব্রাহ্মণ-কুলাঙ্গারের বোধের অগম্য। যথার্থই বোধের অগম্য! নহিলে কি এত লোকে মিথ্যা কথা কহিতেছে? এক ক্ষুদ্র জ্ঞানহীনা বালিকা কেমন করিয়া প্রজ্ঞাময়ী হইল! এক অনাচারী নাস্তিক ব্রাহ্মণ-চিত্ত, কেমন করিয়া এক মুহূর্ত্তে ধর্ম্মের দিকে পরিবর্ত্তিত হইল? প্রচণ্ড দম্ভে এমন বিনয় কে ঢালিয়া দিল যে, সে আমাকে দেখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে? কোন্ জ্যোতিঃসিদ্ধ

স্পর্শস্পর্শে তাঁহাকে জ্যোতির্ম্ময় করিল, তাঁহার শান্ত-সৌম্য মুখের পানে আমি চাহিতে পারিলাম না? এক পল্লীবাসী ব্রাহ্মণের ভগ্নগৃহে, ঐশ্বর্য্যবান, বিদ্বান-পুত্র হইয়া আমি চোরের ন্যায় ভয়ে সঙ্কোচে কাটাইয়া আসিলাম; একটা নীচ জাতীয় ভৃত্যের কাছেও ভাল করিয়া মুখ তুলিতে পারিলাম না?

ভাবিতে ভাবিতে যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেগুলা পরম্পরাগত শ্রেণীবদ্ধ চিত্রাবলীর ন্যায় আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া চলিয়া গেল। আমি শিহরিয়া উঠিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কল্প করিলাম, খুল্লপিতামহ ও গোপাল সম্বন্ধে পিতার এই অসদ্ভাব যেমন করিয়া পারি দূর করিব। অন্য সময় হইলে পিতার উপর ঘৃণা আসিত, কিন্তু সাধুসঙ্গের ফলে তাহা আর হইতে পাইল না। মনে করিলাম, ঐশ্বর্য্য ও মান-গর্ব্বিত পিতার পাণ্ডিত্যের মোহ দূর করিয়া, সেই নিরক্ষর ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধা আনাইয়া আমাকে পুত্রোচিত কার্য্য করিতে হইবে।

সঙ্কল্প ত করিলাম, কিন্তু সঙ্কল্পসিদ্ধি করিবার শক্তি কই? হীনতার কথা মনে উঠিতে না উঠিতে স্বপ্নাবিষ্ট ডাক্তার বাবুর কথাটা আমার স্মৃতিপথে উদিত হইল। স্মৃতির উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই বিভীষিকাময়ী বুড়ীটাকে উদ্দেশ্যে একটা প্রণাম করিলাম। আর সেই সঙ্গে প্রণাম করিলাম, দামোদর আখ্যাধারী সেই নুড়ীটাকে। প্রণামের সঙ্গে সঙ্গে নুড়ীর সেই ক্ষুদ্র ছিদ্রটা আমার চোখের উপর ফুটিয়া উঠিল। আমি যেন দেখিলাম, সেই সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ অবলম্বনে অনন্ত দূরের আকাশ হইতে আমার জন্য আশ্বাস ভাসিয়া আসিতেছে।

বাস্তবিক কি জানি কেন, আমি যেন আপনাকে আশ্বস্ত বোধ করিলাম। মনে হইল, সময় না আসিলে কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। কিন্তু সে সময় নিশ্চিত আসিবে।

আহারান্তে আমি চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে তাঁহার আপিসে গমন করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেই দিনেই আমার চাকরী হইল। আমি একেবারেই আড়াই শত টাকা বেতনে 'এসিষ্ট্যান্ট-ইঞ্জিনিয়ারের পদ পাইলাম। উলুবেড়িয়া হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত যে খাল গিয়াছে, সে সময় তাহার সংস্কারের প্রয়োজন হইয়াছিল। তাহার তত্ত্বাবধানের ভার আমার উপর পড়িল। সুতরাং পিতা পত্রে যে লিখিয়াছেন, আমার চাকুরী কলিকাতায় হইবে, কার্য্যতঃ তাহা হইল না। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী হইলেও, কার্য্যস্থান হইতে কলিকাতায় নিত্য আসার আমার সম্ভাবনা রহিল না।

তবে সংস্কারকার্য্য আরম্ভ হইতে তখনও মাস দুই বিলম্ব ছিল। সেই কার্য্য সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য অবগত হইবার জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু শিক্ষানবিশী করিবার জন্য আমি সেই দুই মাসের জন্য কলিকাতায় থাকিতে আদিষ্ট হইলাম। পূজার অবকাশের পরেই আমাকে কার্য্যে যোগ দিতে হইবে।

নূতন চাকরী, শীঘ্র ছুটী পাইবার সম্ভাবনা নাই জানিয়া, পিতা পরবর্ত্তী মাসেই আমার বিবাহ দেওয়া স্থির করিলেন। মাতাও আমাকে বিবাহিত দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মুখে দুই একবার অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও, বিবাহে আমার একান্ত অনিচ্ছা ছিল না। আমি তখন ইংরাজী পড়া শেষ করিয়া একরূপ সুশিক্ষিত হইয়াছি। ইংরাজদের বিবাহপদ্ধতি, চক্ষে না দেখিলেও, পুস্তকে পড়িয়া আমার সুপরিচিতই হইয়াছিল। উপন্যাসপাঠে তন্ময়ত্বের অবকাশে বিকাশিনী কল্পনা কত বার কোন্ আকাশের কোন্ কুঙ্কুমবরণা সন্ধ্যায়, সুশীতল তরল-কাঞ্চন-হিল্লোলিনী-তীরে আমাকে দাঁড় করাইয়া, কোন্ দিগন্তাগতা বরবর্ণিনীর নীলনলিনাভ নয়নের কটাক্ষ আমাকে দান করিয়া গিয়াছে! আমার ইচ্ছা ছিল, পাত্রীকে নিজে দেখিয়া বিবাহ করি।

বিশেষতঃ দুর্গার সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। সত্য কথা বলিতে কি, ঘটনাচক্রে তাহার সঙ্গে আমার অন্যরূপ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত না হইলে, আমি দুর্গার মত বালিকাকে স্ত্রীরূপে পাইলে আপনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান্ বিবেচনা করিতাম। যদি ভাবী পত্নী তাহার মত রূপবতী না হয়, তাহা হইলে, তাহাকে গৃহে আনিবার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখকে পাছে সহযাত্রী করিয়া আনিতে হয়,

এই ভয়ে বিবাহের পূর্ব্বে পাত্রীকে দেখিতে আমার সম্পূর্ণ অভিলাষ হইয়াছিল।

তবে, পিতার দৃষ্টির সমালোচক হইয়া পত্নী-নির্ব্বাচনকার্য্যে অগ্রসর হইতে তখনও পর্য্যন্ত শিক্ষিত যুবকগণের সাহস হয় নাই। সুতরাং পিতার নির্ব্বাচন উপেক্ষা করিয়া নিজে পাত্রী দেখিবার ধৃষ্টতা করিতে আমারও কোন মতে সাহস হইল না।

কিন্তু অন্তর্য্যামিনী মা আমার মনের কথা যেন শুনিতে পাইলেন। বিবাহে আমাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া তিনি আমাকে পাত্রী দেখিয়া আসিতে আদেশ করিলেন, এবং পিতাকে এ কার্য্যে সম্মতি দিতে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন,—"আজকালকার ছেলে, কলিকাতায় থাকিয়া সমাজের নূতন ধরণের রীতি-নীতি দেখিয়া উহাদের মনের ভাব আলাদা হইয়াছে। আমার ইচ্ছা গোপীনাথ নিজে দেখিয়া পছন্দ করিয়া বিবাহ করিলে ভাল হয়; কেন না, তাহা হইলে তোমার আর কোন দায়িত্ব থাকে না।"

আমার সম্মুখে পিতার কাছে মাতাকে এইরূপ প্রস্তাব করিতে শুনিয়া লজ্জায় আমার মস্তক অবনত হইল।

মাতা আমাকে তদবস্থ দেখিয়াই বলিলেন—"মাথা হেঁট করিতে হইবে, আমি এমন কথা বলি নাই। এ ধর্ম্মের কথা, লজ্জার কথা নয়। তোমার সংসারের প্রতিষ্ঠা হইবে। তাহার সুখ-দুঃখ সমস্তই তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। তুমি যদি নিজে দেখিয়া, আপনার পছন্দমত স্ত্রী ঘরে আনিতে পার, তাহাতে দোষ কি?"

পিতা এ কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ কোনও মতামত প্রকাশ করিলেন না। আমিও এ কথার কোনও উত্তর দিতে পারিলাম না। মায়ের একটা কথা শুনিয়া আমি চিন্তিত হইলাম। সেই একটি বাক্যেই আমার ভাবী পত্নীকে দেখিবার আগ্রহ অনেকটা দূর হইয়া গেল। দায়িত্ব! নিজ চক্ষে পাত্রী দেখিয়া বিবাহের পর যদি আমি অসুখী হই! আমি শুধু রূপ দেখিতে অভিলাষী। এক দিনের এক দণ্ডের দেখায় তাহার স্বভাবচরিত্র বুঝিবার আমার অবসর কই? অথচ দায়িত্ব! পিতা-মাতা পাত্রী-নিরূপণ করিয়া পুত্রের ভাবী সুখদুঃখের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সুতরাং পুত্রকে সুখী রাখিবার জন্য তাঁহারা সৎশিক্ষায় বধূকে গৃহধর্ম্মের উপযোগিনী করিবার চেষ্টা করেন। রূপ-দর্শন-প্রলোভন ও কর্ত্তব্যপালন, এতদুভয়ের বিভিন্নমুখ আকর্ষণে আমি উত্তর দানে ইতস্ততঃ করিতেছি, ইত্যবসরে মাতা পিতার মত জানিতে চাহিলেন। বলিলেন, "গোপীনাথ কি করিবে বল?"

পিতা বলিলেন—"পুরুষানুক্রমে কেহই আমাদের এ কার্য্য করে নাই। বরাবর গুরুজনেরাই পাত্রী স্থির করিয়া থাকেন।"

মাতা উত্তর করিলেন—"কিন্তু তাহাতে ত সুফল হয় নাই। তুমি ত আমাকে লইয়া সুখী হইতে পার নাই। আমি তোমার সংসারে একমাত্র অশান্তির কারণ হইয়াছি।"

কথা গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। মায়ের কথায় পিতার মুখ গম্ভীর হইল। আমি বুঝিলাম, এরূপ অবস্থায় এখানে থাকা কর্ত্তব্য নয়। ভাবী স্ত্রীকে দেখিবার ইচ্ছা আমার মন হইতে একেবারেই দূর হইয়া গিয়াছে। এই জন্য স্থানত্যাগের পূর্ব্বে নিজের অভিপ্রায় মাতাকে জানাইলাম। বলিলাম—"আমি যে নিজে দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছি, এ কথা তোমাকে কে বলিল?"

মাতা। কেহ বলে নাই, আমি অনুমান করিয়াছি।

আমি। আমার কি দেখিয়া এরূপ উদ্ভট অনুমান করিলে?

মাতা। তোমার আকার-ইঙ্গিতে বুঝিয়াছি।

আমি। তুমি ভুল বুঝিয়াছ।

মাতা। তবে কি জন্য বিবাহে অমত করিতেছ?

আমি। আমি এখন বিবাহ করিতে ইচ্ছা করি না।

মাতা। আমি এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না।

কথাটা শুনিবামাত্র আমার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল। নিরক্ষরা মা শিক্ষিত সন্তানকে একপ্রকার মিথ্যাবাদী বলিলেন। শিক্ষার-অভিমান জাগিয়া উঠিল। সত্যের অপলাপ করিতেছি জানিয়াও আমি বলিলাম—"তোমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে আমার কিছু আসে যায় না। আমি যাহা সত্য তাহাই বলিতেছি।"

মাতা চিরাভ্যস্ত প্রশান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন —"ভবিষ্যতে ত বিবাহ করিবার ইচ্ছা আছে ?"

আমি। এখন তাহা কেমন করিয়া বলিব ? ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে। অর্থ উপার্জ্জন না করিয়া বিবাহ করা আমি গর্হিত কার্য্য মনে করি।

মাতা। তোমার অর্থের ত অভাব নাই।

আমি। সে ত পিতার উপার্জ্জন, আমি ত করি নাই।

পিতা প্রথম হইতে নীরব ছিলেন। এতক্ষণ পরে তিনি কথা কহিলেন। তিনি আমাকে স্থানত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন।

মাতা সে কথায় কান না দিয়া আমাকে বলিতে লাগিলেন,—"এ সংসারে সকলেই অর্থ উপার্জ্জন করিতে আসে না। কেহ আজন্ম উপার্জ্জন করে, কেহ ভোগ করে। তোমার ত অর্থ উপার্জ্জন করিবার কোনও প্রয়োজন দেখি না। তুমি যে চাকুরীর জন্য কেন গৃহত্যাগ করিতে চলিয়াছ, আমি বুঝিতে পারি না।"

পিতা বলিলেন—"তবে কি অলসভাবে ঘরে বসিয়া যুবক আমার উপার্জ্জিত অর্থ নষ্ট করিবে ?"

আমি বলিলাম,—"উপার্জ্জনের শক্তি থাকিতে আমিই বা তাহা করিতে যাইব কেন ?"

মাতা। কথা মানুষের মত বটে। তবে কথা এক, কাজ আর। কথা আমি তোমাদের অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু কাজ দেখি নাই। তোমরা কথায় যাহা বলিতেছ, যদি কাজে দেখাইতে পার, তাহা হইলে মরণ সময়ে তাহা দেখিয়া অন্ততঃ একদণ্ডের জন্যও সুখী হইয়া মরিতে পারি।

পিতা। আমার জ্ঞানে যাহা কর্ত্তব্য, চিরদিনই তোমার সম্বন্ধে আমি তাহা করিয়া আসিয়াছি। ইহাতেও যদি তুমি অসুখী হও, তাহা হইলে আমি কি করিতে পারি ?

মাতা পিতার কথার কোনও উত্তর দিলেন না, আমাকেই বলিতে লাগিলেন—"শুন গোপীনাথ! তুমি যাহা বলিলে, তাহা যদি তোমার অন্তরের কথা হয়, তাহা হইলে আমি তোমাকে বিবাহে অনুরোধ করিতে পারি না। বাস্তবিকই যদি পৈত্রিক সম্পত্তি তুমি লোভের বিষয় না করিয়া নিজের উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিতে ইচ্ছা কর, সে কার্য্য আমি গর্হিত মনে করিতে পারি না। মনের অবস্থা সেরূপ হইলে এখন বিবাহ না করাই কর্ত্তব্য। কেন না, এ সংসারের ভবিষ্যৎ কি হইবে, তোমার সঙ্গে ইহার কি সম্বন্ধ থাকিবে, তাহা আমি বলিতে পারি না। তুমি বুঝ, বুঝিয়া কার্য্য কর। আমার কর্ত্তব্য বলিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।

এই বলিয়া মাতা গৃহ ত্যাগ করিলেন। তিনি চলিয়া গেলে পিতা বলিলেন, "তোমার মাতার মস্তিষ্ক-বিকার ঘটিয়াছে। নতুবা এরূপ প্রস্তাব তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইবে আমি প্রত্যাশা করি নাই।"

ঘটনাচক্রে পড়িয়া আমি অনেকটা সাহসী হইয়াছি। আমি সাহস করিয়া পিতার কথার উত্তর দিলাম। বলিলাম,—"যদিই মায়ের মস্তিষ্ক-বিকার ঘটিয়া থাকে, সে মস্তিষ্ক-বিকারের কারণ আপনি।"

কথা শুনিবামাত্র পিতার মুখ রক্তিমাভ হইল। তথাপি আমি বলিতে বিরত হইলাম না। বলিলাম —"মায়ের কথায় বুঝিয়াছি, মা আমার অধিক দিন বাঁচিবেন না। আর মা যদি না থাকেন, তাহা হইলে এ গৃহ আমার পক্ষে শ্মশানতুল্য হইবে। শুনুন পিতা, মা প্রাণত্যাগ করিলে আমিও মায়ের সঙ্গে সঙ্গে গৃহত্যাগ করিব।"

পিতা বলিলেন—"একমাত্র আত্মহত্যা ব্যতিরেকে মানুষের ইচ্ছামত ত আর মৃত্যু আসে না।"

আমি বলিলাম,—"আমার মা আত্মহত্যা করিবেন, সে ভয় আমার নাই; তবে মা অধিক দিন বাঁচিবেন না, আপনি জানিয়া রাখুন।"

পিতা ঈষৎ ক্রোধের সহিত বলিলেন—"আমি তোমার প্রলাপবাক্য শুনিবার জন্য বসিয়া নাই। এখন বিবাহসম্বন্ধে কি করিবে স্থির কর। তোমারও প্রকৃতি সহসা এরূপ পরিবর্ত্তিত হইবে জানিলে, আমি আগে হইতে সাবধান হইতাম; এ বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিতাম না। তোমার পিতৃভক্তিতে সন্দেহ ছিল না বলিয়াই আমি নিজে পাত্রী দেখিয়া মনোনীত করিয়াছি। এখন যদি তুমি নিজে পাত্রী দেখিতে যাও, তাহা হইলে আমার মাথা হেঁট হইবে।"

আমি বলিলাম,—"আপনার মাথা হেঁট হইবে, এমন কাজ আমি কখনও করিব না। আপনি এ বিবাহসম্বন্ধে যাহা আমাকে আদেশ করিবেন, তাহাই আমার শিরোধার্য্য।"

"তাহা হইলে পাকা দেখার জন্য তাহাদের পত্র লিখি?"

"লিখুন।"

পিতা বাহিরে চলিয়া গেলেন। আমিও মায়ের কাছে ছুটিয়া গেলাম।

মা পিতার গৃহ ছাড়িয়াই ঠাকুরঘরে গিয়া বসিয়াছেন—ধ্যানস্থার মত বসিয়াছেন। দেখিয়া বোধ হইল, মা যেন নিজের কথার সত্যতা নির্দ্ধারণের জন্য নিমীলিতনেত্রে ভবিষ্যতের চিত্র নিরীক্ষণের প্রয়াস পাইতেছেন। মায়ের কথা শুনিয়া আমার মনে একটা বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। আমার মনে হইয়াছে, মায়ের দেহত্যাগের পর পিতা আবার বিবাহ করিবেন। বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই আমি পিতার পর হইয়া যাইব, পিতার সমস্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইব। মনে হইতেই পিতার সংসারের একটা অপ্রীতিকর ছবি কল্পনায় জাগিয়া আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। আমি যেন দেখিতে পাইলাম, অদূর-ভবিষ্যতে আমি মাতৃহীন ও পিতৃপরিত্যক্ত অবস্থায় বিষাদময় জীবন লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। সেই অবস্থায় পড়িয়া আমি একবার গোপালের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করিলাম। তুলনায় বুঝিলাম, আমি গোপালের অপেক্ষাও দুঃখী। স্বর্গারোহণের সময়ে জননী যে পবিত্র স্নেহটুকু গোপালের জন্য রাখিয়া যাইবেন, তাহাই ধর্ম্মের মূর্ত্তি ধরিয়া গোপালকে ইহজগতে সর্ব্ব বিপদ হইতে রক্ষা করিবে। তাহার দেবোপম পিতার আশিস্ তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিবে। দেবীরূপিণী জননী হইতে বঞ্চিত হইলে আমার কি থাকিবে? চাকরী করিয়া অগাধ টাকা উপার্জ্জন করিলেও আমার দুঃখের অবধি থাকিবে না। ঘটুক আর নাই ঘটুক, সে অবস্থা কল্পনায় আনিতেই আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আমি ডাকিলাম,—"মা!"

সুপ্তোত্থিতার মত জননী আমার দিকে মুখ ফিরাইলেন। তাহার পর কি জানি কি বুঝিয়া আমাকে কাছে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন—কথা কহিলেন না।

ইঙ্গিতমাত্রেই আমি মায়ের সমীপে উপস্থিত হইলাম। অনেক কথা কহিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার কাছে উপস্থিত হইবামাত্র সহসা আমার বাক্য রুদ্ধ হইয়া আসিল। শত চেষ্টাতেও যাকে আমি একটি কথাও বলিতে পারিলাম না। আমি মায়ের পদপ্রান্তে পতিত হইলাম।

মা আমার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া স্নেহপূর্ণস্বরে বলিলেন,—"বাপ্ আমার উঠ। আমি তোমার মনের কথা সকলি বুঝিতেছি।"

আমি তদবস্থায় রহিয়াই বলিলাম,—"অসংখ্য অপরাধ করিয়াছি। ক্ষমা চাহিতে আমার মুখ নাই। তবু বল মা, তুমি এ পাপিষ্ঠ সন্তানকে ক্ষমা করিলে?"

মা করুণামাখা স্বরে বলিলেন—"সন্তানের অপরাধ লইতে মায়ের যে ক্ষমতা নাই গোপীনাথ! জগজ্জননী এ ক্ষমতা যে নিজে ত্যাগ করিয়াছেন।"

এই বলিয়া আবার মস্তকে হস্ত দিয়া মা আমাকে উঠিতে আদেশ করিলেন।

আমি উপবিষ্ট হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম—"সত্য সত্যই তুমি কি আমাকে ছাড়িয়া যাইবে?"

"কেন বাপ্, তুমি ত সমস্তই নিজচক্ষে দেখিয়াছ।"

"দেখিয়াছি, কিন্তু বিশ্বাস করিতে আমি সাহস পাইতেছি না।"

"বিশ্বাস কর। আমি যে সে দিন জীবনের অধিকার ছাড়িয়াছি। সেই দিনেই আমার মৃত্যু হওয়া উচিত ছিল। কেন যে বাঁচিয়া আছি, তা মা জানেন, আর গুরু বলিতে পারেন। বুঝি গোপালকে—"

বলিতে বলিতে মাতা নীরব হইলেন। আমি বলিলাম—"বল মা, পায়ে ধরি, বলিতে বলিতে নীরব হইও না! আর একবার গোপালের নাম কর, তোমার মুখে শুনি। সাত বৎসর আমার কানে তোমার মুখ হইতে গোপালের নামের ধ্বনি প্রবেশ করে নাই। আমিও গোপালের নাম মুখে আনিতে সাহস করি নাই। একবার নাম করিয়া তোমাকে হারাইতে বসিয়াছিলাম। ভবিষ্যৎ না বুঝিয়া স্বেচ্ছায় গোপালকে বিসর্জ্জন দিয়াছি। কিন্তু গোপালকে ছাড়িয়া অবধি, কি মর্ম্মবেদনায় এ সাত বৎসর অতিবাহিত করিয়াছি, তাহা তোমাকে কি বলিব!"

মা বলিলেন—"তাহা আমি বুঝিয়াছি এবং সেই জন্য দারুণ মর্ম্ম-বেদনাতেও তোমাকে লইয়া আমি অনেক আশ্বস্ত ছিলাম। বুঝিলাম, আমি অযোগ্য সন্তান গর্ভে ধরি নাই। নহিলে, কোন্

দিন মরিয়া জীবনের যন্ত্রণা এড়াইতাম তার ঠিক কি! গোপীনাথ! গোপাল ত শুধু আমার স্নেহের ধন নয়, আমার ধর্ম। আমার শাশুড়ী ধর্মের নামে গোপালকে আমার হাতে সঁপিয়া গিয়াছেন।"—বলিতে বলিতে মা নীরব হইলেন। বুঝিলাম, শোকের প্রচণ্ড আবেগে মায়ের মুখে আর কথা সরিতেছে না। ধর্ম! ইহা ত আমরা পিতা-পুত্রে কেহই বুঝি নাই, এ ত শুধু দেহ লইয়া কথা নয়; গোপালের সেবা মায়ের ধর্ম; ধর্মত্যাগী আমরা কেহই মায়ের এ মহত্ত্বের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। শুধু মমতার অছিলা ধরিয়া মাকে আমি এত দুঃখ দিতেছি!

একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া মা আবার বলিতে লাগিলেন,—"গোপালকে একটিবার দেখিবার জন্যই এতকাল বাঁচিয়া আছি। তাই মরিয়াও বুঝি আমি মরিতেছি না। তবে, নানা কারণে আর আমার বাঁচিবার ইচ্ছা নাই।"

"সে কারণও আমি জানি। দুর্ভাগ্যবশে তোমার প্রতি পিতার সেই কঠোর বাক্য আমার কর্ণ-গোচর হইয়াছে।"

"তুমি শুনিয়াছ?"

"শুনিয়াছি, আর শুনিবামাত্র পিতার প্রতি আমার অভক্তি হইয়াছে।"

"ছি! অমন ভাব কখনও মনে আনিও না। পিতার মত গুরু ইহসংসারে আর নাই। সমস্তই অদৃষ্টের খেলা। আমার অদৃষ্ট, আমি স্বামীকে সুখী করিতে পারিলাম না। তাঁহারও অদৃষ্ট, তিনি আমাকে লইয়া সুখী হইতে পারিলেন না। তবে কি জান বাপ, স্ত্রীজাতি স্বামীর সকল উৎপীড়ন হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারে, কিন্তু সতীত্বের অবমাননা সহ্য করিতে পারে না। দুর্ভাগ্য, গোপীনাথ! আমার এতই মর্ম্মবেদনা যে, সন্তান তুমি, তোমারও কাছে আমি এই হীন কথার আলাপ করিতেছি। ইহার জন্য গুরুর কাছেও তিরস্কার খাইয়াছি। তুমি তাহা শুনিয়াছ।"

"শুনিয়াছি। কিন্তু মা তোমার এত মর্ম্মবেদনা তখন ত বুঝিতে পারি নাই। আমি জানিতাম, তোমার স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমাগুণবশে পিতার এ কথা অগ্রাহ্য করিয়াছ!"

"মর্ম্মবেদনার কথা কি বলিব, গোপীনাথ! যাহা মনে করিতেও পাপ, আমি সেই কার্য্য করিতেও ইচ্ছা করিয়াছিলাম। তোমার পিতা রুগ্ন না হইলে, বোধ হয় আমি আত্মহত্যা করিতাম। অন্তর্য্যামী গুরুও বুঝি তাহা বুঝিয়াছিলেন, তাই সে মহাপাপের কার্য্য হইতে আমি রক্ষা পাইয়াছি। তবে মা দুঃখিনী কন্যার দুঃখ দূর করিয়াছেন, এ ঘরে বাস আমার উঠিয়াছে।"

"একান্তই মরিবে?"

"এই ত সমস্ত কথাই তোমাকে আগে বলিয়াছি বাপ্! মরিবার পূর্ব্বে একবার গোপালকে দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমার অদৃষ্টে তা বুঝি আর হইল না। কাল রাত্রে আমার মুখে রক্ত উঠিয়াছে। সেই জন্যই তোমাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়াছি। ইচ্ছা, মৃত্যুর পূর্ব্বে বৌমাকে দু'টা উপদেশ দিয়া যাইব। দামোদরের কৃপায় যদি সদ্বংশের কন্যা বধূরূপে ঘরে আসে, তাহা হইলে তাহার দ্বারা আবার হারাণো ধর্ম্ম সেই সঙ্গে ফিরিয়া আসিতে পারে।"

"তুমি এ ঘর ছাড়িলে, আমিও তোমার সঙ্গে সঙ্গে এ ঘর পরিত্যাগ করিব।"

"আমার মনে হয়, তুমি না ছাড়িতে ইচ্ছা করিলেও তোমাকে বাধ্য হইয়া ছাড়িতে হইবে।"

"তুমি কি ঠিক বুঝিয়াছ, পিতা তোমার অবর্ত্তমানে আবার বিবাহ করিবেন?"

"ঠিক বলিতে পারি না। তবে আমার তাই মনে হয়। ঐশ্বর্য্যে অতি কম লোকই মাথা ঠিক রাখিতে পারে। বিশেষতঃ, ব্রাহ্মণ ধন দ্বারা যত ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এত আর কোনও জাতি হয় না। আমার গুরু বলেন, "গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী অর্থসঞ্চয়ই ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। তার অধিক সঞ্চয় করিতে গেলেই ব্রাহ্মণত্বের হানি হয়। যাহা অধিক হইবে, ব্রাহ্মণ তখনই তাহার সদ্ব্যয় করিবে। ইহাই হইতেছে ব্রাহ্মণ গৃহস্থের ধর্ম্ম।' ইহা আমি নিজের চক্ষেই দেখিয়াছি। উদাহরণ খুঁজিবার জন্য আমাকে দূরে যাইতে হয় নাই। আমি আমার শ্বশুরকে দেখিয়াছি, খুড়শ্বশুরকে দেখিতেছি। হায়, আমার স্বামীও কি এইরূপ ছিলেন। গোপীনাথ, কি মানুষ আজ কি হইয়াছে! আমার দরিদ্র স্বামীর গর্ব্বে একদিন আমি আমাকে বিশ্বেশ্বরী মনে করিয়াছিলাম। আর আজ আমি সেই ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বসিয়া কাঙ্গালিনী হইয়াছি।"

দুর্ব্বলতায় মা ভূমিতে শুইয়া পড়িলেন। আমি মাকে অধিকক্ষণ ঐরূপ প্রশ্নে উত্ত্যক্ত করিতে ইচ্ছা করিলাম না। মায়ের পদধূলি লইতে লইতে কেবলমাত্র একবার জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মা, একটিবার বল, গোপালকে অন্ততঃ একটি দিনের জন্যও তোমার কাছে লইয়া আসি।"

মা বলিলেন,—"প্রয়োজন নাই। তুমি তাহাকে আনিবার জন্য যাহা করিয়াছ, তাহা আমি ডাক্তার বাবুর কাছে শুনিয়াছি। দামোদর ইচ্ছা না করিলে কেহ কিছু করিতে পারিবে না। তাঁহার ইচ্ছা হয়, আমার মরণের পূর্ব্বে গোপাল আপনিই আসিয়া দেখা দিবে। তাহাকে আনিবার আর স্বতন্ত্র চেষ্টার প্রয়োজন নাই।"

সমস্ত অপরাধের ক্ষমা লইয়া আমি তখনকার মত মায়ের কাছ হইতে বিদায় লইলাম। মা আবার আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং সেই সঙ্গে বিবাহের কথাটা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মায়ের প্রস্থানান্তে পিতার সঙ্গে আমার যাহা কথা হইয়াছিল, সমস্তই তাঁহাকে বলিলাম। মা বলিলেন,—"তাঁহার কার্য্যে আর অসম্মতি প্রকাশ করিও না। তাঁহার প্রতি ভক্তি অটুট রাখ, সকল বাধা কাটিয়া যাইবে। ভবিষ্যতে তোমার ভালই হইবে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরবর্ত্তী মাসের অগ্রহায়ণের শেষে বিবাহ হইল। আমার অমতে ও অজ্ঞাতসারে পিতা যে সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন, তাহাতে মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেও, মাতার কথা শুনিয়া পিতার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্যই করিলাম।

আমার শ্বশুর জমীদার, তাহার উপর কৃতবিদ্য, সে সময়ের জুনিয়র সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সুতরাং পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক তাঁহারও মধ্যে যথেষ্ট প্রবেশ করিয়াছিল। তিনিও তৎকালীন অন্যান্য কৃতবিদ্যের মত হিন্দুর কুসংস্কারগুলার মূলোচ্ছেদের পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু সমাজটা একেবারে পরিত্যাগ করিতে সাহস ছিল না। তাহার প্রধান কারণ, তাঁহার পিতা পূর্ব্ব হইতে পুত্রের মনোভাব বুঝিয়া এবং তাহার সঙ্গীদের অনেককে প্রকাশ্যে সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করিতে দেখিয়া, বিষয়ের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে কিছু কড়াকড়ি করিয়া গিয়াছিলেন। তাহার ফলে ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি প্রকাশ্যে সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন নাই। যাহা কিছু করিতে হইত, তাহা গোপনে।

বিশেষতঃ তাঁহার মাতাঠাকুরাণী জীবিতা ছিলেন। তিনি সেই সেকালের স্ত্রীলোক, পরম নিষ্ঠাবতী রমণী। তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন পর্য্যন্ত বাড়ীতে অনার্য্যাচার প্রবেশ করিতে দেন নাই।

শ্বশুর মহাশয়ের গৃহধর্ম্মের দুইটা দিক ছিল। এক দিক তাঁহার পিতৃপিতামহকৃত, অপর দিক তাঁহার নিজকৃত। বাড়ীতে দেবসেবা ছিল এবং সেই সঙ্গে অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা ছিল। এ ব্যবস্থা তাঁহার পিতৃপুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছিল। বাটী হইতে কিছু দূরে গঙ্গাতীরে তাঁহাদের এক উদ্যান। সেই উদ্যানমধ্যে এক সুনির্ম্মিত ও ইংরাজীধরণের সুসজ্জিত বাটী। সে বাটীর মধ্যে তাঁহার ধর্ম্মের অপর দিক অর্থাৎ ভোজনসেবা চলিত।

ইংরাজী শিক্ষার প্রারম্ভে সমাজবিপ্লবের প্রথম অবস্থায় শিক্ষিতগণের ভিতর প্রথম প্রথম এই ভোজন ধর্ম্মটাই প্রচলিত হইয়াছিল। আহার-বিহারে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া অনেকে কুসংস্কারের গণ্ডীটাই প্রথম অতিক্রম করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। মিসনরিগণের চেষ্টায় অনেক অশিক্ষিত ব্যক্তি খৃষ্টীয়-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও, শিক্ষিত-গণের অধিকাংশই সে ধর্ম্ম অবলম্বন করেন নাই। তাঁহারা সে সময় সংখ্যায় মুষ্টিমেয় ছিলেন। অধিকাংশেরই ধর্ম্ম ছিল, শুধু আচারে-বিহারে, অশনে-বসনে স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা। ঈশ্বরের অস্তিত্বেই অনেকের অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তাহার পর মহাত্মা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম। এ সমস্তই ইতিহাসের কথা; সুতরাং এ স্থলে তাহার অধিক ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

আমার শ্বশুর মধ্যাহ্নে গৃহে আহার করিতেন; রাত্রির আহারাদি ব্যাপার বাগানেই সম্পাদিত হইত। বাড়ীতে সেই প্রাচীনকালের আত্মীয় "ব্রাহ্মণ" চিরপ্রথানুযায়ী কতকগুলা "বৈষ্ণবাটী" অর্থাৎ শাকশবজী এবং আলু-কুমড়ার তরকারী লইয়া নিত্য তাঁহার যে রুচির শ্রাদ্ধ করিত, সন্ধ্যার

পর বাগানে বন্ধুবান্ধবের সহিত ইচ্ছামত মাদকাদি ভোজনে তিনি সেই রুচির আবার প্রতিষ্ঠা করিতেন। এই সব সুভোজ্য আহার যে ব্যক্তি প্রস্তুত করিত, তাহাকে সকলে আদর করিয়া "তারকেশ্বরের বামুন" বলিত।

বাড়ীতে আহার-সম্বন্ধে বিধিপ্রবর্ত্তনের ইচ্ছা থাকিলেও মায়ের ভয়ে তিনি কিছুই করিতে পারিতেন না। তিনি জননীকে অতিশয় ভক্তি করিতেন। তাঁহার জননীও তেজস্বিনী ছিলেন। সুতরাং অন্তরে হিঁদুয়ানীর উপর শ্রদ্ধাহীন হইলেও, মায়ের ভয়ে বাহ্যতঃ হিন্দুর আচার-ব্যবহার গুলার কতক কতক তাঁহাকে বজায় রাখিতে হইয়াছিল।

এই কারণেই ইচ্ছা না থাকিলেও আমার স্ত্রীর বিবাহে তিনি কন্যাকাল উত্তীর্ণ হইতে দেন নাই। বিবাহের সময় আমার স্ত্রীর বয়স সবে মাত্র দশ বৎসর হইয়াছিল।

আমাদের ঘরে বিবাহ দিবার তাঁহার আর একটি কারণ ছিল। তাঁহার দুই কন্যা ও এক পুত্র। প্রথমেই তাঁহার কন্যা হইয়াছিল। তাহার পর এক পুত্র, সর্ব্বশেষে আমার স্ত্রী। আমার স্ত্রী ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই তাহার মাতৃবিয়োগ হয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আমার শ্বশুরের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে মত যাহাই হউক না কেন, পাশ্চাত্য শিক্ষার সদ্‌গুণও তিনি যথেষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি একজন চরিত্রবান্ পুরুষ ছিলেন। স্ত্রীবিয়োগের পর আর তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই। অবশ্য মাতা তাঁহাকে পুনর্বিবাহের অনুমতি দিয়াছিলেন, এমন কি, দুই একবার অনুরোধও করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্বশুর মাতার এ অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর মৃত্যুর পর দিন হইতে অধিকাংশ সময় তিনি বহির্ব্বাটীতেই অবস্থান করিতেন। বহির্ব্বাটীতে তাঁহার একটি প্রকাণ্ড পাঠাগার ছিল। সেখানে সেক্সপিয়র, মিল্‌টন, বেকন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ইংরাজী কবি ও দার্শনিকগণের গ্রন্থগুলি তাঁহার নির্জ্জন সঙ্গীর কার্য্য করিত।

এই সকল কারণে অগত্যা আমার দিদি-শাশুড়ী অতি শৈশব হইতেই আমার স্ত্রীর পালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী হিন্দু বিধবার সহবাসে ও ত্যাগের জীবন্ত আদর্শের সম্মুখে অবস্থান করিয়া, কুমারী অবস্থাতেই তাহার কতকটা ব্রহ্মচারিণীর মত স্বভাব হইয়াছিল। সে পিতামহীর সঙ্গে নিরামিষ আহার করিত। নিরামিষ আহারে বালিকা এতই অভ্যস্ত হইয়াছিল যে, শেষে মাছ মাংসের গন্ধ পর্য্যন্ত সে সহিতে পারিত না।

আমার শ্বশুর প্রথম তাহার প্রতি বড় একটা লক্ষ্য রাখেন নাই। স্ত্রীবিয়োগের পর হইতেই তাঁহার কতকটা উদাসীনের ভাব আসিয়াছিল। আমার শাশুড়ীর মৃত্যুকালীন আমার শ্যালকের বয়স হইয়াছিল চারি বৎসর। শ্বশুর তাহারই রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষাদির ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। যখন কন্যাকে লেখাপড়া শিখাইবার উদ্দেশ্যে তিনি তাহাকে নিজের কাছে আনিলেন, তখন দেখিলেন, বালিকা তাঁহার হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। সে তাহার ঠাকুরমার মত মাটীর শিব গড়িয়া পূজা করে, গৃহদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণের আরতির সময় তাঁহার গায়ে চামর ঢুলায়, পূজার সময় ধূপ-ধুনা জ্বালে ও পুরোহিতের পূজার নানা-প্রকারে সাহায্য করে। পড়িতে বলিলে, 'ক' দেখিয়াই প্রহ্লাদের মত কাঁদে। দুই চারি দিন বালিকাকে বশে আনিবার চেষ্টা হইল, চেষ্টার ফলে সে প্রবল জ্বরে পড়িল। অগত্যা আমার শ্বশুর তাহার ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া মায়ের কাছেই তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন।

শ্বশুর মহাশয় জ্যেষ্ঠা কন্যাকে পণ্ডিত রাখিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং এক জন ইংরাজীতে সুশিক্ষিত পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। আমার শ্যালীপতি-ভাই সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিতেন। ওকালতীতে তাঁহার বিশেষ প্রতিষ্ঠা-লাভ হইয়াছিল। শুনিয়াছি, তিনি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। শুধু নিজের প্রতিভাবলে সমাজে গৌরবলাভ করিয়াছিলেন। তবে চালটা তাঁহার পুরা সাহেবী ধরণেরই হইয়াছিল। স্ত্রীকেও তিনি তদনুযায়ী শিক্ষায় শিক্ষিতা করিয়াছিলেন। বহু দিন পর্য্যন্ত এক মেম তাহাকে ইংরাজী পড়াইয়াছিল। তাহার সংসর্গে থাকিয়া আমার শ্যালিকারও আচারব্যবহার অনেকটা ইংরেজী ধরণের হইয়াছিল। পিতামহীর কাছে অনেকটা সংযতভাবে আসিলেও, তাহার আচরণ পিতামহীর বড় মনোমত হইত না। এইজন্য কনিষ্ঠা নাতিনীকে কোন আচারী হিন্দুর ঘরে দিবার জন্য তিনি আমার শ্বশুরকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

মায়েরও অনুরোধটা রক্ষা হয়, অথচ কন্যা একেবারে কুসংস্কারাপন্ন কোন নিরেট হিন্দু পরিবারের মধ্যে পড়িয়া কতকগুলা মাটীর ঢেলায় মনুষ্যত্বটা অঞ্জলি না দেয়, এই ভাবিয়া, দুই কুলই বজায় থাকে, এমনই একটি পরিবারের মধ্যে তিনি পাত্রের সন্ধান করিতেছিলেন।

এই সময়ে ঘটনাক্রমে পিতার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। পূর্ব্ব হইতেই দেশমধ্যে পিতার নামের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সুতরাং আগে হইতেই তাঁহার নাম শ্বশুরের জানা ছিল। এখন পিতার শারীরিক অসুস্থতার জন্য বায়ু-পরিবর্ত্তন-উপলক্ষে সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহার আলাপ হইল। সেই আলাপেই আমার শ্বশুর বুঝিয়াছিলেন, এই সুসভ্য অধ্যাপকের গৃহে তাঁহার কন্যা পড়িলেই তাঁহার দুই কুল রক্ষা হইবে। অর্থাৎ, পিতাকে অধ্যাপকত্ব বজায় রাখিতে হইলে তাঁহাকে টিকি রাখিতেই হইবে, আর পুত্রকে ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করিতে হইলে মাথায় টুপী পরিতেই হইবে। সুতরাং, আজকাল তাঁহার মায়ের হাতে পড়িয়া অশিক্ষিতা হইলেও, কালে কন্যা যে সভ্যতার আলোকে সাঁতার কাটিবে, তাহাতে তাঁহার আর সন্দেহই রহিল না।

পিতাও পূর্ব্বে দরিদ্র ছিলেন। এই জন্য একটা বনিয়াদী ঘরের সঙ্গে কুটুম্বিতা তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি, আমি তাহার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই এক জমীদারের জামাতা হইলাম।

দুর্গার সৌন্দর্য্য হইতে বিভিন্নভাবে বিকশিত হইলেও, প্রথম শুভদর্শনেই আমার স্ত্রীর রূপ আমার মনোজ্ঞ হইয়াছিল। বিশেষ আনন্দের কথা, আমার মাতা তাহাকে দেখিবামাত্র প্রীতা হইয়াছিলেন এবং সযত্নে তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। আসল কথা, আমার সংসারে প্রতিষ্ঠার আরম্ভ অশুভ হয় নাই।

এ অবান্তর কথা তোমাদের শুনাইবার প্রয়োজন নাই এবং শ্বশুরগৃহে নবাগতা রোরুদ্যমানা বালিকার প্রেমকাহিনী শুনিবার জন্য তোমরাও উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া নাই, ইহাও জানি। অনেক বিচিত্র উপন্যাসের ষোড়শী নায়িকার চিরমধুময় বিশ্রম্ভালাপে তোমরা তৃপ্ত হইয়াছ। অনেক নিবিড় নিশীথিনীর রসপ্রস্রবিনী তমিস্রায় তোমরা স্নাত হইয়াছ। অনেক কোকিলকূজিত কুঞ্জের অন্তরালে নীলাচলাঞ্চলের আকুল সমীরপ্রীতি তোমরা নিরীক্ষণ করিয়াছ। তোমাদের কাছে এক দশমবর্ষীয়া বালিকার কথা উত্থাপন করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা। তথাপি উত্থাপন করিলাম।

এখন আমি বৃদ্ধ। আমার অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে প্রিয়তমার যৌবনের সেই ব্যাকুলবিলসিত রূপ-তরঙ্গ গাঢ়তমসোত্থিত চপল তড়িদ্বিকাশের ন্যায় মুহূর্ত্তের জন্য জাগিয়া, আবার ঘনান্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছে। জীবনের এই সীমান্ত হইতে আমি আমার স্ত্রীর সেই দশমবর্ষের সৌন্দর্য্যই মধুর দেখিতেছি। কেন দেখিতেছি, তাহাই তোমাদের বলিব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তৎপূর্ব্বে কার্ত্তিকমাসের শেষ কয়টা দিনের ইতিহাস তোমাদিগকে শুনাইবার প্রয়োজন হইবে বুঝিয়া, অগ্রে তাহারই অবতারণা করিতেছি।

মাতার চরণে শরণ লইবার পর হইতেই আমার হৃদয়ের ভার অর্দ্ধেকের উপর লাঘব হইয়া গেল। আমি সর্ব্বপ্রথম জীবনে এক অপূর্ব্ব শান্তি অনুভব করিলাম। প্রতিমুহূর্ত্তে আমার মনে হইতে লাগিল, আমি যেন নিশা-রাক্ষসীর আকর্ষণে স্বপ্নসন্তরণে কোন দূরদেশস্থ প্রান্তরের অভিমুখে চলিয়াছিলাম। কিন্তু চলিবার সময় কতকগুলি সাধুর দৃষ্টি আমার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিল। তাহারই আকর্ষণের বিরুদ্ধে চলিতে চলিতে আমার ধীরে ধীরে সংজ্ঞা ফিরিয়াছে। আমি আবার গৃহমুখে ফিরিতেছি।

উষার জ্যোতিঃ এখনও পূর্ব্বদিগঙ্গনার স্নেহালিঙ্গন পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। সেই জন্য স্বগৃহের চূড়া এখনও সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে না। তবে মনে হইতেছে, আমি যেন তাহা দেখিতে পাইতেছি। অস্পষ্ট উষার আঁধার ও আলোকের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঘরের মূর্ত্তিটি যেন আকাশবাসিনী ক্ষুদ্র তারার ন্যায় কাঁপিতেছে।

প্রত্যাবর্ত্তন মুখে একবার নিশা-রাক্ষসীর মোহকর স্পর্শ অনুভব করিতেছি; তবু বিশ্বাস, আমি স্বগৃহে প্রবেশ করিতে পারিব। ঘুমন্ত ডাক্তার

বাবুর আশার কথা থাকিয়া থাকিয়া আমার কর্ণ-রন্ধ্রের ভিতর দিয়া এক একবার আমার মর্ম্ম-তন্ত্রীতে আঘাত করিতেছে। যেন বলিতেছে—"তুই একবার ফিরিবার ইচ্ছা কর্। তাহা হইলেই দেখিতে পাইবি, সময় তোর সহায় হইয়াছে। সেই তোকে তোর নিজের ঘরে ফিরাইয়া দিবে।"

আমি এখন সময়ে অসময়ে মায়ের কাছে উপস্থিত হই, সময়ে অসময়ে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করি। তাঁহারই আদেশানুসারে আমাকে বিবাহে সম্মত হইতে হইয়াছে। নতুবা তাঁহার আসন্নমৃত্যু স্মরণ করিয়া বিবাহ করিতে আমার আর ইচ্ছা ছিল না। নরাধম ত বটিই, তথাপি এরূপ পাপ স্বার্থচিন্তা আমি মনে স্থান দিতে পারি নাই।

তবে, আমার ফিরিবার ইচ্ছা আমি মায়ের কাছে প্রকাশ করি নাই। কি জানি, যদি মনের ইচ্ছা মনেই রহিয়া যায়। এখনও পর্য্যন্ত এমন কিছু কাজ করিতে পারি নাই, যাহাতে পুরুষ-কারের উপর ভর দিবার সাহস করি। গোপালকে দুই দুইবার আনিতে গিয়াছি, দুই দুইবারই বিফল-মনোরথ হইয়া চলিয়া আসিয়াছি। মনে মনে স্থির করিয়াছি, এবার যদি গোপালের সন্ধানে ঘর ছাড়িতে হয়, তাহা হইলে গোপালকে না লইয়া আর ঘরে ফিরিব না। এখনও নিজের উপর সাহস নাই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে পারিলাম না। মনের ইচ্ছা মনেই রাখিলাম, মায়ের কাছে প্রকাশ করিলাম না।

মায়ের সঙ্গে দুই দিন কথা কহিয়াই বুঝিলাম, পিতার প্রতি তাঁহার অগাধ স্নেহ। আমার কাছে তাঁহার কথা তুলিতে না তুলিতে মায়ের চক্ষে জল আসে। কহিতে কহিতে বারংবার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া যায়। কখনও কখনও অশ্রুধারা গণ্ড প্লাবিত করিয়া ফেলে।

পিতার প্রতি এই অগাধ স্নেহ পশ্চাতে রাখিয়া মা চলিয়া যাইতেছেন! বড়ই আঘাত! পাণ্ডিত্যের অভিমান লইয়া মূর্খ পিতা সতীর মর্য্যাদার উপর বড়ই আঘাত করিয়াছেন! এ আঘাত মা সহ্য করিতে পারিলেন না! ভগ্ন-হৃদয়ে তিনি সংসার পরিত্যাগ করিতেছেন। তাঁহার প্রতিপদক্ষেপে অশ্রুবিন্দু ধরণীপৃষ্ঠ অঙ্কিত করিতেছে। চলিতে চলিতে স্নেহের আবেগে মা সন্তানের কাছে হৃদয়-কবাট মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। আমার পিতামহ এক দরিদ্রের কুটীর হইতে অষ্টমবর্ষীয়া গৌরীরূপিণী জননীকে কুড়াইয়া গৃহে আনিয়াছিলেন। পিতার বয়স তখন সতেরো বৎসর। এক দরিদ্রা বিধবার এক মাত্র কন্যা শ্বশুর-গৃহে আসিবার অল্পদিন পরেই মাতৃহারা হইয়াছিল। শ্বশুর ও শাশুড়ী পিতা ও মাতার আদরে তাহাকে পালন করিয়াছিলেন। বিবাহের অল্পদিন পর হইতে আজিও পর্য্যন্ত আর মাকে আমাদের গৃহত্যাগ করিতে হয় নাই। পিতার আবাল্য সহচরী—তাঁহার দীনাবস্থার জীবনময়ী আনন্দময়ী সঙ্গিনী—আজ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে পড়িয়া দুঃখে জীবনত্যাগ করিতেছেন। তাঁহার মৃত্যুতে পিতার অবস্থা কি হইবে, কে তাঁহাকে যত্ন করিবে, এই সব চিন্তা তীর্থগামিনীরও পক্ষে দুর্ভর হইয়া পড়িয়াছে। ক্রমাগত দুই তিন দিন ধরিয়া মা আমাকে তাঁহার জীবনের ইতিহাস বলিয়াছেন, আর কাঁদিয়াছেন। তবে এত দুঃখেও তিনি এক সুখে সুখী। তিনি পিতার ও আমার বালাই লইয়া মরিতেছেন। তিনি স্থির বুঝিয়াছেন, তিনি মরিলে আর এ গৃহে অশান্তি ফিরিয়া আসিবে না।

মায়ের এই মর্ম্মকাহিনী দুই দিন ধরিয়া নীরবে শুনিলাম। শুনিতে শুনিতে এক একবার মনে হইয়াছিল, মায়ের সঙ্গে সঙ্গে আমিও জীবন বিসর্জ্জন দিব। এক সময়ে মনের আবেগে মাকে সেই কথাই বলিলাম। বলিলাম, "মা! একবার মনে হয়, আমিই তোমাকে হত্যা করিয়াছি। অনু-মতি কর, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।"

মা বলিলেন—"তুমি ত কিছুই কর নাই। তুমি ত আমার অভক্ত সন্তান নও। যদি আর কোন রমণী তোমার মত পুত্র পায়, তাহা হইলে, তাহার পুত্রভাগ্যের সীমা নাই। গোপালের উপর ঈর্ষা-কথা মনে করিতেছ? পিঠাপিঠি দুই ভাই হইলে ঐরূপ ঈর্ষা করিয়া থাকে। আমি কি গোপালকে ছাড়িতাম? আর আমি না ছাড়িলে তাহাকে কেহ কি লইয়া যাইতে পারিত? তুমি সে জন্য কিছুই মনে করিও না। আমার গুরু যদি দামোদরের দোহাই না দিতেন, তাহা হইলে গোপালকে কখনই কাছছাড়া করিতাম না। দামোদর আমার মমতার বন্ধন ছিঁড়িয়া লইয়া গিয়াছেন। তুমি গোপাল-সম্বন্ধে কিছু মনে করিও

না। তবে গোপালের সঙ্গে আর দেখা হইল না, সে গোপালেরও ভাগ্য, আর আমারও ভাগ্য। দেখা বুঝি দামোদরের আর ইচ্ছা নয়! তবে তোমাদের—"

বলিতে বলিতে মাতা নীরব হইলেন। আমি তাঁহাকে কথা শেষ করিতে অনুরোধ করিলাম—"বল মা, বল। আমাদের মনুষ্যত্বহীনতার কথা তোমার মুখ হইতে বাহির হউক। আমাদের মহাপাপ খণ্ডিত হইয়া যাক্।"

কিন্তু মা আর বলিলেন না। কেবল বলিলেন, —"কিছু মনে করিও না। গোপালের কথা স্মরণে আসিলেই আমি কিছু আত্মহারা হই। কোথা হইতে মোহ আসিয়া আমাকে ঘেরিয়া ফেলে। তোমরা কেহ কিছু কর নাই গোপীনাথ! মানুষে কেহ কিছু করিতে পারে না। সমস্তই দামোদরের হাত। তবে অধিকাংশ মানুষই মনে করে বটে, আমি করিতেছি। এ কথা যে না বুঝে, তাহাকে বুঝান দুর্ঘট; যিনি বুঝেন, তিনি কখনও কখনও কোন ভাগ্যবান্‌কে বুঝাইয়া দেন। আমি স্ত্রীলোক, তাহার উপর বুদ্ধিহীন—মাঝে মাঝে গুরুর এই সার বাক্যটা ভুলিয়া যাই। তাই কখন কখন তোমাদের উপর অভিমান করি।"

আমি বলিলাম—"দামোদরই যদি সব করেন জান, তবে সেই ঠাকুরের উপর অভিমান কর না কেন? তিনি তোমার গোপালকে আনিয়া দিন।"

মাতা বলিলেন—"দামোদরের উপর অভিমান করি, এমন অবস্থা আমার আসিল কৈ। পাপী বুঝিয়া তিনি সাত বৎসর আমাকে ঘর হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন। তোমরা ঐ অট্টালিকায় বাস করিয়া সুখী হইয়াছ; কিন্তু আমি যে দিন হইতে শ্বশুরের পর্ণকুটীর ছাড়িয়া আসিয়াছি, সেই দিন হইতেই জানি, আমি বনবাসে আসিয়াছি। মরণ-কালেও যে ইষ্টদেবতাকে দেখিতে পাইব, সে আশাও নাই।"

সাত বৎসর মা হৃদয়ে এই সমস্ত যন্ত্রণা নিরুদ্ধ রাখিয়া নীরবে হাসিমুখে সংসার করিয়াছেন। মায়ের সেই ধৈর্য্য স্মরণ করিয়া তাঁহাকে মনে মনে সহস্রবার প্রণাম করিলাম। আর তাঁহাকে বলিবার বা বুঝাইবার কিছুই রহিল না। কেবল একটি কথা তাঁহার কাছে জানিবার রহিল। সেইটি জানিতে পারিলেই আমি নিশ্চিন্ত হই।

আমি বলিলাম—"মা, শেষ কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব।"

মাতা। কি জিজ্ঞাসা করিবে, কর।

আমি। এই সাত বৎসরে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার কতক শুনিয়াছি, কতক দেখিয়াছি, নিজেও ভুগিয়া কতক কতক অনুভব করিয়াছি। সে সমস্ত অলৌকিক ঘটনা, আমি বোধ হয় কোনও কালে স্মৃতি হইতে মুছিতে পারিব না। তথাপি আমার সন্দেহ—বিষম সন্দেহ—আমি কিছুতেই মনকে বুঝাইতে পারিতেছি না, তোমরা একটা নুড়ীর জন্য এত ব্যাকুল কেন?

মাতা। আমি লেখাপড়া জানি না—শাস্ত্রের মর্ম্ম কি, তাও বুঝি না! আমি তোমাকে ইহার উত্তর কেমন করিয়া দিব? আমার শ্বশুরকে ঐ শিলার সম্মুখে গড়াগড়ি খাইতে দেখিয়াছি। পূজার সময় তাঁহার চক্ষু হইতে জল ঝরিতে দেখিয়াছি। তাঁহার স্তব-পাঠ শুনিতে শুনিতে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইত। তখন একবার ঠাকুরের দিকে চাহিয়া দেখিলে মনে হইত, তাঁহার অঙ্গ হইতে রূপ যেন ঝরিতেছে। আমার খুড়-শ্বশুরই যেন ভাল লেখাপড়া শিখেন নাই, কিন্তু শ্বশুর ত মূর্খ ছিলেন না! তার পর শুনিয়াছি, ঠাকুর আমাদের বংশের অনেকের সঙ্গে কথা কহিয়াছেন।

আমি। তুমি কখন কিছু দেখিয়াছ?

মাতা। এই ত বলিলাম।

আমি। ও তোমার দৃষ্টিভ্রম। আমি তার চেয়েও অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়াছি। কিন্তু আমার মনে হয়, সে সমস্ত স্বাভাবিক ঘটনার আশ্চর্য্য সমাবেশ। এই বলিয়া আমার সম্বন্ধে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেইগুলি সব একে একে মায়ের কাছে বর্ণনা করিলাম।

ইহা শুনিয়া মা বলিলেন—"এত দেখিয়াও তোমার বিশ্বাস হইল না?"

আমি বলিলাম—"ভাবিতে ভাবিতে যখন মাথা গুলাইয়া যায়, তখন বিশ্বাস হয়। আবার মাথাটা ঠিক হইলে মনে হয়, এ সমস্ত কিছুই নয়। সেগুলা যেন কেমন ঘটনা-স্রোতে হঠাৎ মিলিয়া গিয়াছে। বিশ্বাস হয়, এমন কখনও কি কিছু দেখিয়াছ?"

এই কথা শুনিবামাত্র, মা ঈষৎ হাসিলেন এবং বলিলেন—"আমার যদি সেই ভাগ্যই হইত, তাহা

হইলে এমন পুণ্যের সংসারে আসিয়াও এত দুঃখ পাইতেছি কেন ?

মা আমার সাধ্বী। তিনি ত আর সন্তানকে প্রতারিত করিতে পারেন না। মায়ের কথায় আমার অনেকটা আহ্লাদ হইল। আহ্লাদের কারণ, আমি দামোদরের খর্পরে পড়িয়া অনেকটা বুদ্ধিহারা হইয়াছিলাম, বিশ্বাস করিয়াছিলাম, মা আমার যথার্থই নিজের প্রাণের পরিবর্ত্তে পিতার প্রাণ যমালয় হইতে ফিরিয়া আনিয়াছেন। আমি প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, পিতার জ্ঞান ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গে মা দেহত্যাগ করিবেন। তাহা না করাতে আমি কিছু বিস্মিত হইয়াছিলাম—সুখী হইয়াছিলাম। তথাপি তাঁহার জীবন সম্বন্ধে আমার সন্দেহ যায় নাই। আজ আশা হইল, আশার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ হইল; কিন্তু সে আনন্দের ভাব প্রথমেই আমি মায়ের কাছে প্রকাশ করিলাম না। সর্ব্বাগ্রে এ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইবার জন্য, মায়ের অসুখের সময়ে আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, তাহা তাঁহাকে আদ্যোপান্ত শুনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ স্বপ্নের কথা তুমি কিছু জান কি ?"

মা বলিলেন—"কৈ না—কিছুই জানি না।"

তখন বুঝিলাম, সে বিরাট স্বপ্ন আমার মস্তিস্কের বিকার হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ঘুমন্ত ডাক্তার-বাবুর মুখ হইতে যে কথা বাহির হইয়াছিল, সে কথা তিনিও স্মরণে আনিতে পারেন নাই। এই সমস্ত ভাবিয়া, স্বপ্নটা একান্ত অলীক চিন্তা বলিয়া স্থির করিলাম।

অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া আমি মাকে বলিলাম—"মা অনুমতি কর, আমি যাইয়া চিকিৎসক আনিয়া তোমাকে দেখাই ?"

"তুমি কি মনে করিয়াছ, আমি এ যাত্রা রক্ষা পাইব ?"

"নিশ্চয়ই পাইবে। কতকগুলা ঐন্দ্রজালিক তোমাকে সরলপ্রকৃতি জানিয়া প্রতারিত করিয়াছে। তুমি ভাবিয়া ভাবিয়া রুগ্ন হইয়াছ।"

আমার কথা শুনিয়া মা একটু হাসিলেন মাত্র—কিয়ৎক্ষণ কোনও উত্তর করিলেন না।

আমি কিন্তু মায়ের হাসি দেখিয়া নিরস্ত হইলাম না। ডাক্তার আনিব বলিয়া জেদ ধরিলাম এবং সেই সঙ্গে মনে মনে, খুল্লপিতামহ, বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী ও তাঁহাদের আশ্রয়রূপী দামোদর—সকলকেই এক সঙ্গে কবরস্থ করিলাম। এখন হাসি পায়, গরীব দামোদর কতবার যে আমার হাতে মরিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা, একেবারে তাহাকে কিছুতেই মারিতে পারি নাই। একটু সামান্য মাত্র উপলক্ষ করিয়া আবার দামোদর বাঁচিয়া উঠে!

আমি বলিলাম—"মা, বল, আমি ডাক্তার আনি। সুচিকিৎসকের হাতে পড়িলেই তুমি দুই দিনেই আরোগ্যলাভ করিবে।"

মা বলিলেন—"ডাক্তার বাবুর ফিরিয়া আসার অপেক্ষা কর।"

আমি ঈষৎ রোষ ও ক্ষোভের সহিত কহিলাম—"তোমার ডাক্তার বাবু কবে আসিবে, তার ঠিক কি ? সেই নুড়ীটা হাঁ করিয়া তাহারও মাথাটা গ্রাস করিয়াছে।"

মা বলিলেন—"ছি বাপ, ঠাকুরের প্রতি অশ্রদ্ধার কথা কইতে নাই। তিনি আমাদের গৃহদেবতা, আমাদিগকে সমস্ত বিপদ হইতে পুরুষানুক্রমে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।"

কথা শুনিয়া যেমন আমি দামোদরের কণ্ঠায় অগ্নি-সংযোগ করিতে যাইতেছি, অমনি কি জানি কেমন করিয়া আমার চোয়াল ধরিয়া গেল। মনে হইতে লাগিল, কে যেন বাহির হইতে আমার গলাটা টিপিয়া ধরিয়াছে। মা আমার দুরবস্থা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি বলিতে লাগিলেন—"বেশ ত, দামোদরের উপর তোর যদি একান্তই অবিশ্বাস হইয়া থাকে, তাহা হইলে এক দিন এক মনে তাঁহাকে জানাস্ না কেন। বলিস, 'ঠাকুর, আমি অজ্ঞান, আমি তোমাকে বুঝিতে পারিতেছি না। যাহাতে তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস হয়, এমন একটা উপায় করিয়া দাও।' তোরা জানিস না, তোদের প্রতি তাঁর অপার করুণা। এক দিন একমনে বলিলে তিনি ঠিক বিশ্বাস করিবার উপায় করিয়া দিবেন।"

আমি এতক্ষণ চোয়াল লইয়া যুদ্ধ করিতেছি—প্রাণপণে চোয়াল খুলিবার চেষ্টা করিতেছি। যখন দেখি, কিছুতেই খোলে না, তখন অনন্যোপায় হইয়া মনে মনে দামোদরকে প্রণাম করিলাম—"দোহাই বাবা, অপরাধ হইয়াছে, চোয়ালটা খুলিয়া দাও।" বলিবামাত্র আমার মুখ খুলিয়া গেল। আমি তখন মাকে বলিলাম—"ইতিমধ্যে আমার কি ঘটিয়াছিল, বুঝিতে পারিয়াছিলে ?"

মাতা। কি ঘটিয়াছিল?

আমি। চোয়াল চাপিয়া দাঁতে দাঁত আটকাইয়াছিল। আমি তোমার দামোদরের কাঁথায় আগুন দিতে গিয়াছিলাম। সে কথা যেই মুখে উচ্চারণ করিতে যাইতেছি, অমনি আমার বাক্‌রোধ হইয়া গেল। মনে মনে দামোদরের পায়ে পড়িলাম, তবে চোয়াল ছাড়িল।

আমার কথা শুনিবামাত্র আনন্দে মায়ের মুখ প্রফুল্ল হইল। তিনি স্মিতমুখে বলিলেন, "তোরা তাঁকে যা মনে কর না কেন, তিনি যা, তা তিনিই আছেন। তবে এ একটু ছোট ব্যাপার লইয়া তুই বিশ্বাস করবি কেন? গালে খিল হয় ত আপনা আপনি ধরিয়াছে, আপনা আপনি ছাড়িয়াছে, এ রকম উপায়ে ঠাকুরের উপর ভক্তি আনিতে গেলে, তাহা ত চিরস্থায়ী হইবে না।

"তবে তোকে একটা কথা বলি। সে আজ বহুদিনের কথা। তখন আমার শাশুড়ী জীবিত। আমি সবে মাত্র তোমাদের ঘরে আসিয়াছি। শ্বশুর কোন দূরদেশে শ্রাদ্ধের বিদায় আনিতে যাইবেন। বাড়ী ফিরিতে দুই চারিদিন দেরী হইবে বুঝিয়া, তিনি তোমার পিতার উপর দামোদরের পূজার ভার দিয়াছিলেন। পৌষ মাসের দুরন্ত শীত—বিদেশে কষ্ট হইতে পারে ভাবিয়া, যজমানের দেওয়া একটি মোটা বনাত তিনি সঙ্গে লইয়াছিলেন। ঘরে ফিরিতে প্রায় এক সপ্তাহ লাগিয়াছিল। আমার বেশ মনে আছে, বাড়ীতে আসিয়া প্রথমেই শ্বশুর তোমার পিতাকে ডাকাইলেন। তোমার পিতা নিকটে আসিবামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি ঠাকুরের রীতিমত সেবা করিয়াছ?' স্বামী বলিলেন—'করিয়াছি।' তখন বুঝিতে পারি নাই, কি জানি কেন, স্বামীর কথায় শ্বশুরের বিশ্বাস হইল না। তিনি বলিলেন—'আমি দেখিব।' এই বলিয়া তিনি বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া ও মাথায় গঙ্গা-জলের ছিটা দিয়া ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমার শাশুড়ী ও অন্যান্য দুই এক জন গুরুজন ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর-ঘরের দিকে গেলেন। বাড়ীতে আসিয়া বিশ্রাম নাই, অন্য কোনও কথা নাই, একেবারেই তাঁহাকে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বাটীর সকলেই বিস্মিত হইলেন। আমি ও আমার খুড়-শাশুড়ী কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছিলাম।

"শ্বশুর ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়াই বাহিরে আসিলেন এবং তোমার পিতাকে তিরস্কার আরম্ভ করিলেন। বলিলেন—'মিথ্যাবাদী, আর কখনও আমার ঠাকুরের গায়ে তুমি হাত দিও না। তোকে যে শিক্ষা দিয়াছি, তাহা ভস্মে ঘি ঢালিয়াছি। এই দারুণ শীতে ঠাকুরকে আদুল গায়ে রাখিয়া তাঁকে কষ্ট দিয়াছ!' এই বলিয়া খুড়শ্বশুরকে ডাকিয়া তিনি তাঁহার উপর পূজার ভার দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—'আর তোমার পড়া-শুনা করিবার প্রয়োজন নাই। দামোদর যে তোমাকে পড়া-শুনার বুদ্ধি দেন নাই, সে ভালই করিয়াছেন। আজ হইতে তুমি দামোদরের সেবা লইয়া থাক'।"

আমি। এরূপ করিবার কারণ জানিয়াছিলে কি?

মাতা। বহুকাল পরে শুনিয়াছিলাম, শ্বশুরকে নাকি ঠাকুর সেই বিদেশে স্বপ্ন দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—'তুই ত এখানে বেশ সুখে আছিস। ভাল আহার করিতেছিস, ভাল বনাত গায়ে দিয়াছিস্। আমাকে কিন্তু এমন নিষ্ঠুরের হাতে দিয়াছিস্ যে, আমি না খাইয়া মরিতেছি, আর শীতে হি হি করিতেছি।'

আমি। এ কথা বুঝি ছোট ঠাকুরদাদার কাছে শুনিয়াছ?

মাতা। মূর্খ! কথায় কথায় ছোট-ঠাকুরদাদার উপর দ্বেষ কর কেন? তিনি শুধু যখন তোমাদের মঙ্গলচিন্তার প্রয়োজন হয়, তখনই তোমাদের সম্বন্ধে দুই এক কথা বলেন। নহিলে তিনি নীরব। শুন—আমি মরিতে চলিয়াছি—যদি যথার্থই নিজের মঙ্গল চাও, তা হ'লে আমার অন্তিম কথা শুনিয়া রাখ, যদি তাঁহাকে ভক্তি করিতেও না পার, যদি দরিদ্র ও মুর্খ বলিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা কর, কদাচ তাঁহার প্রতি অথবা আমার গোপালের প্রতি দ্বেষ করিও না। একবার যদি কোনও কারণে তোমাদের উপরে তাঁহার ক্রোধ পতিত হয়, তাহা হইলে শিরে সর্পাঘাতে যা অবস্থা, তাই তোমাদের হইবে। বিধাতাও তোমাদের তখন বাঁচাইতে পারিবেন না। গোপীনাথ! দামোদর—দামোদর করিতেছ কি। আমি জানি, আমার গুরু সচল-দামোদর।"

কথা কহিতে কহিতে মায়ের মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, মায়ের সে অবস্থা দেখিবামাত্র আমি শিহরিয়া উঠিলাম। কথা কহিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবার চেষ্টা করিলাম, কথা মুখ হইতে বাহির হইল না। মা বলিতে লাগিলেন—আমি, এত দিন কোন্ কালে মরিতাম, আমার গুরুর আদেশে বুঝি মৃত্যু কিছু কালের জন্য সরিয়া গিয়াছে। তোমাদের উপর স্নেহে আমি তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য বড়ই ব্যাকুল ছিলাম, ব্যাকুল ছিলাম—দেখিবার জন্য এ অধার্ম্মিকের সংসারে ধর্ম্মের ফিরিয়া আসিবার উপায় আছে কি না! আমার গোপাল দিন কিনিয়া লইয়াছে। তোমরা তাহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া তার ভালই করিয়াছ। এখানে থাকিলে অসৎ সংসর্গে তাহারও মগজ বিগড়াইয়া যাইত। আমি জানি, এখন সে প্রকৃত সুখের অধিকারী হইয়াছে। দুঃখী তুমি, আর তোমার পিতা। আমার শ্বশুরের কুলটা অপবিত্র রহিয়া যাইবে, এ আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না। তোমাদের দুর্দ্দশা আমার দেখা অসহ্য হইয়াছে। তাই গোপীনাথ, আমি তোমার বধূর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। যদি দেখি, সে সৎকুলের কন্যা, তাহা হইলে আমি তার হাতে ধর্ম্ম ফিরাইবার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া মরিব।"

আমার চিত্তের এই বিক্ষেপ-চিত্র আপনাদের সম্মুখে ধরিয়া আপনাদিগকে বিরক্ত করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না। শুধু আত্মগোপনে অভিলাষ নাই বলিয়া করিলাম। আমি নিজেকে আধুনিক সংশয়াত্মা বঙ্গীয় যুবকগণের প্রতিনিধি মনে করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তৎপর দিন কোজাগরী পূর্ণিমা। বহু গৃহে ঐ দিবসে সমারোহের সহিত লক্ষ্মীপূজা হইয়া থাকে, আমরা যখন দেশে ছিলাম, তখন আমাদের গৃহে সাধ্যমত সমারোহের সহিত লক্ষ্মীপূজা হইত। লক্ষ্মীপূজায় আমিষের ব্যবহার নিষিদ্ধ। সুতরাং নিরামিষ ব্যঞ্জন ও পায়স-পিষ্টকাদি লক্ষ্মীদেবীকে নিবেদিত করা হইত। একে আমরা দরিদ্র, তাহার উপর পল্লীবাসী। তখনও পর্য্যন্ত গ্রামে আজিকালিকার মত আলুকপির প্রচলন হয় নাই। ধনাঢ্য ভিন্ন অন্যে সে সকল সামগ্রী চক্ষেও দেখিতে পাইত না; অথবা দেখিতে পাইলেও, বহু হিন্দু তখনও পর্য্যন্ত এ সকল সামগ্রী বিলাতী মনে করিয়া দেবতাকে নিবেদন করিত না। সুপ্রাপ্যের মধ্যে ছিল মৎস্য। সুতরাং মৎস্যই যখন ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হইত না, তখন বুঝিতেই পারিতেছেন, কিরূপ উপাদেয় খাদ্যে আমাদের ঘরে লক্ষ্মীদেবীকে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, দেবীর এই শাকান্ন প্রসাদ পাইবার জন্য এত লোক উপযাচক হইয়া আমাদের গৃহে পূজার রাত্রিতে অতিথি হইত যে, আমি বড় বড় সমারোহ-ব্যাপারেও আমাদিগের গ্রামে কাহারও গৃহে তত লোক-সমাগম দেখি নাই। আমাদিগের ও আমাদিগের প্রতিবাসী ব্রাহ্মণদিগের গৃহের প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা মহিলাগণ অন্ন-ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিবার জন্য আমাদের বাড়ীতে সমবেত হইতেন। সারা দিন সংযত উপবাসিনী থাকিয়া তাঁহারা দেবীর আহার্য্য প্রস্তুত করিতেন। যিনি যে ব্যঞ্জন-রন্ধনে পারদর্শিনী ছিলেন, তিনি সেই ব্যঞ্জন রন্ধন করিতেন। আমার মাতা তখন অল্পবয়স্কা ছিলেন। তাঁহাকেও এক-আধটা ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিবার ভার দেওয়া হইত। ভার দিবার সময়ে বৃদ্ধারা মাকে বলিতেন, খাঁটি ঘরের মেয়ে কি না, এই ব্যঞ্জন-রন্ধনেই বুঝা যাইবে।

দেবীর ভোগ হইয়া গেলে, যখন প্রায় সারা রাত্রিতে আগন্তুকেরা প্রসাদে পরিতৃপ্ত হইতেন, তখন সকলেই একবাক্যে বলিতেন, ব্যঞ্জনসকল অমৃত উদ্‌গিরণ করিতেছে। কোন কোন ব্যক্তি আহারকালীন কোন্ ব্যঞ্জন কাহার হস্তে প্রস্তুত, তাহা আস্বাদ গ্রহণমাত্রেই বলিতে পারিতেন। মহিলারা নিজ নিজ সুখ্যাতি শুনিয়া লক্ষ্মীদেবীর করুণার দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। অভ্যাগতগণ আহারে পরিতৃপ্ত হইলে তাঁহাদের আর আনন্দের সীমা থাকিত না। তখন তাঁহারা তাঁহাদের পরিশ্রম ও উপবাস সার্থকজ্ঞান করিতেন। একবার আমার মাতৃ কর্ত্তৃক প্রস্তুত ব্যঞ্জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই অবধি মহিলাগণ তাঁহাকে "সতীর বেটী সাবিত্রী" এই আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।

এখন সকল পূজাই একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। কলিকাতায় আসিবার পর দুই চারি দিন যা হ'ক

দুই একটা ব্রতনিয়মাদিও ছিল, পাঁচ সাত বৎসর একেবারে কিছুই নাই। অন্ততঃ আমি ত কিছুই দেখি নাই। তবে আমি ও পিতা উভয়েই প্রায় প্রতিদিনই দশটার সময় বাটী হইতে বাহির হইয়া বেলা চারিটার পর গৃহে ফিরিতাম। ইহার মধ্যে মা কখনও কোনও পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন কি না, জানি না; কিন্তু আমাদের পিতা-পুত্রের কল্যাণের জন্য সামান্য স্বস্ত্যয়ন-শান্তি ছাড়া অন্য বড় একটা পূজার ব্যাপার কিছু দেখি নাই। সে স্বস্ত্যয়ন যে ব্রাহ্মণের দ্বারা করান হইত, তাহার 'ষত্ব ণত্ব' জ্ঞান পর্য্যন্ত ছিল না। আমরা কলিকাতায় আসিয়া যখন চোরবাগানে প্রথম অবস্থান করি, তখন এই গণ্ডমূর্খ ব্রাহ্মণ কেমন করিয়া মায়ের ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিল, সেই অবধি কলিকাতাতে সে আমাদের পৌরোহিত্য করিতেছে। এই সমস্ত পূজাদির ব্যাপারে পিতার কোনও বিশ্বাস ছিল না বলিয়া, তিনি উক্ত ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্যে কোনও আপত্তি করেন নাই। মূর্খ হইলেও ব্রাহ্মণের প্রকৃতি বড় মধুর ছিল, এবং সেই জন্য লোকমনোরঞ্জনে তাহার একটি বিশেষ ক্ষমতা ছিল। পিতাও তাহার চরিত্রগত মাধুর্য্যে তুষ্ট ছিলেন। সচরাচর 'বামুন পণ্ডিত' হইলেই তাহার একটা উপাধি থাকে, তাহার উপাধি ছিল, চূড়ামণি। কিন্তু এক দিন ন্যায়ালঙ্কার-উপাধিধারী কোনও পণ্ডিতকে সে ন্যায়লঙ্কার বলিয়াছিল। তদবধি ইহার চূড়ামণি উপাধি ন্যায়লঙ্কার উপাধিতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। আমরা যুবকবৃন্দ তাহাকে আবার ছোট করিয়া ন্যায়লঙ্কা করিয়াছিলাম। তাহাকে রহস্য করিতেছি বুঝিতে পারিলেও, ব্রাহ্মণের মুখে আমরা কখন ক্রোধ বা বিরক্তির চিহ্ন দেখি নাই। আমাদের সঙ্গে দেখা হইতেই তাহার সদাপ্রফুল্ল মুখ হইতে কেবল আশীর্ব্বাচন নির্গত হইত।

আমাদের বাড়ীতে পূজার হাঙ্গামা বিশেষ কিছু না থাকিলেও, আমাদের পৌরোহিত্যে ব্রাহ্মণের যথেষ্ট লাভ ছিল। প্রতি পালপার্ব্বণেই ঝিয়ের মাথায় দিয়া মা নানাবিধ ভোজ্য উপচার তাহার গৃহে পাঠাইয়া দিতেন। পিতাও মাসে মাসে ব্রাহ্মণকে কিছু কিছু অর্থদান করিতেন। কিন্তু সবার উপরি পাওনা ছিল 'বিদায়।' পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার পিতা কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্তের গৃহে শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে অধ্যক্ষতা করিতেন। সেই জন্য মূর্খ হইলেও পিতার সুপারিশে ব্রাহ্মণ অনেক স্থান হইতে 'বিদায়'-পত্র পাইতেন।

সূর্য্যোদয় হইতে না হইতে মা-ও উঠিয়াছেন, আমিও উঠিয়াছি। মা যেমন নিত্য প্রত্যূষে শয্যা-ত্যাগ করেন, সেইরূপ করিয়াছেন। আমি করিয়াছি, এক বিষম স্বপ্নের তাড়নায়। মায়ের সঙ্গে রাত্রিতে কথাবার্ত্তা কহিয়া শুইয়াছি, এমন সময় তন্দ্রামুখে এক স্বপ্ন দেখিলাম। ঘুমাইতে ঘুমাইতে বোধ হইল, যেন কে আমার মাথায় বসিয়া বলিতেছে, "ওঠ গোপীনাথ, আমার গায়ে একটু জল দে।" আমার বোধ হইল, দামোদর যেন আমার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। চাহিয়া দেখি, গোপাল আমার মস্তকে দক্ষিণ-হস্ত রক্ষা করিয়া আমার শয্যার উপরে বসিয়াছে। দেখিতেছি গোপাল! কিন্তু মনে হইতেছে, সে দামোদর! মনে হইবামাত্র হৃদয়ের অস্থিরতায় আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। রাত্রি তখন তিনটা। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। আমি শয্যা হইতে উঠিয়া চারিধারে চাহিলাম। কোথাও কিছু দেখিতে পাইলাম না। তখন বাহির হইতে একবার ফিরিয়া, মুখে চোখে জল দিয়া আবার শয়ন করিলাম। তন্দ্রার মুখে আবার স্বপ্ন। "ও গোপীনাথ! ওঠ্ না। ওরে আমার গায়ে একটু শীতল জল দে। আমার গা জ্বলিতেছে। আমি অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছি।" আবার জাগিলাম। শয্যার উপর বসিয়া চারিধারে চাহিলাম, কোথাও কিছু দেখিতে পাইলাম না। স্বপ্নটাকে একবার স্মরণ করিলাম। দেখিলাম, গোপাল, কিন্তু মনে হইল দামোদর। মনে হইল গোপালের মূর্ত্তি ধরিয়া দামোদর কথা কহিতেছে। তাই ত! নুড়ীর আবার গাত্রদাহ কি? দূর তোর স্বপ্ন!

ঘুমাইবার জন্য আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আবার শয়ন করিলাম, এবারে স্বপ্নের শিলাময় কঠোর হস্তে আমার গা ঠেলিয়া দামোদর বলিল—"ওঠ্ গোপীনাথ, ওঠ্ ওঠ্—আমি জ্বলিয়া মরি।" এবারে ঘুমের ঘোর পর্য্যন্ত দেশ ছাড়িয়া পলাইল। আমি এবারে ঠিক বুঝিলাম, সে দামোদর। নুড়ীর হাত-মুখ রসনা নাই বলিয়া সে গোপালের মূর্ত্তি ধরিয়াছে। পাথর কাল বলিয়া গোপালকে কালো দেখাইতেছে। সুন্দর গোপাল যেন অগ্নি-দগ্ধ।

তথাপি স্বপ্ন—আমি তাহাকে কিছুতেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব না। বহুবার প্রতারিত হইয়াছি, আর হইব না। এ স্বপ্নকথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিব না। বুঝিলাম, আর নিদ্রা হইবে না। হৃদয়ের চাঞ্চল্য আর যেন উপশমিত হইতে চাহিতেছে না। আমি শয্যা ত্যাগ করিলাম এবং মুখপ্রক্ষালনাদি কার্য্য সমাপন করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম।

আমার সঙ্গে মায়ের দেখা হইবামাত্র তিনি আমাকে বলিলেন, "তোমাকে এখনি একবার পুরোহিত মহাশয়ের বাড়ীতে যাইতে হইবে। তিনি বাটী হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে এখানে লইয়া আইস।"

আমি বলিলাম—"একটু পরে গেলে চলিবে না?"

মাতা। চলিতে পারে। তবে তিনি যদি বাটীর বাহির হইয়া যান, তা হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি ঘরে না ফিরিবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি না।

আমি। পুরোহিত মহাশয়কে এত কি বিশেষ প্রয়োজন?

মাতা। বলিলে বিশ্বাস করিবি?

আমি। তুমি যা বলিবে, আমি তাহা বেদ-বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিব। অবিশ্বাস্য হইলেও বিশ্বাস করিব।

মাতা। আজ বহুকাল পরে অভাগিনী কন্যাকে মা কমলার মনে পড়িয়াছে। মা আজ তোদের ঘরে শ্রীচরণ রাখিয়া তোদের পবিত্র করিতে আসিবেন।

আমি। তুমি কি মা-লক্ষ্মীকে দেখিয়াছ?

মাতা। স্থূলচক্ষে দেখিব, এমন পুণ্য কি করিয়াছি? মা স্বপ্নে দেখা দিয়াছেন।

ভাল জ্বালা! আবার স্বপ্ন! এ দুর্দ্দান্ত স্বপ্ন-রাক্ষসী কত মূর্ত্তি ধরিয়া আমাদিগকে প্রতারিত করিবে? তবে যখন বিশ্বাস করিব বলিয়াছি, তখন মাকে আর অবিশ্বাসের কোন ভাব না দেখাইয়া বলিলাম—"তবে পুরোহিত ঠাকুরকে আনিবার জন্য আমাকে আদেশ করিতেছ কেন?"

মাতা। মায়ের পূজার ব্যবস্থা করিতে হইবে ত?

আমি। মা-লক্ষ্মী যখন উপযাচক হইয়া তোমার ঘরে আসিতেছেন, তখন পূজার ব্যবস্থা তিনিই ঠিক করিয়া লইবেন।

মাতা। পাগলামী করিস্ নি, শীঘ্র পুরোহিত ঠাকুরকে ডাকিয়া আন্।

আমি। ডাক্তার বাবু আসিলেন কি না, আমি তাই জানিবার জন্য তাঁহার বাটীতে যাইতেছিলাম।

মাতা। সে খবর আমি লইতেছি।

আমি আর মায়ের কথার প্রতিবাদ করিলাম না। 'যাইতেছি' বলিয়াই একখানা উত্তরীয় আনিতে নিজের ঘরের দিকে চলিলাম। এমন সময় পিতা সেখানে উপস্থিত হইলেন; এবং বলিলেন—"গোপীনাথ! তোমার ভাবী শ্বশুর আজ তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবেন। সুতরাং আমাদিগকে তিনি ও তৎসঙ্গে যাঁহারা আসিবেন, তাঁহাদের আহারের সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। আমি যে কয়দিন তাঁহার স্থানে ছিলাম, সে কয়দিন তাঁহার কাছে যেরূপ সেবা পাইয়াছি, তাহা মুখে আর তোমাকে কি বলিব। দেখিও, আমাদের সেবার ত্রুটীতে যেন লজ্জিত হইতে না হয়। আমি দুই চারি জন বন্ধুকেও নিমন্ত্রণ করিতে যাইতেছি, ফিরিতে অনেক বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা।"

আমি। কি রকম আয়োজন করিব, আদেশ করুন।

পিতা। তুমি নিজে শীলের বাজারে গিয়া উৎকৃষ্ট খাদ্যসামগ্রী কিনিয়া আন। যত প্রকারের ভাল মাছ পাও আনিবে। ইহা ছাড়া নিজে দেখিয়া উৎকৃষ্ট পাঁটা কাটাইয়া আনিবে। ভাল ভেড়ার মাংস—ইংরাজীতে তাকে মটন না কি বলে—যত বেশী দামের হ'ক আনিবে। কেন না, দেখিয়াছি, লোকটা বড় মাংসপ্রিয়। পাখী-টাখী ত আর আমার ঘরে চলিবে না।

মা পিতার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—"কেন, আনাও না। তাহাতে আর দোষ কি? ম্লেচ্ছখাদ্য সবই যখন আনানো হইতেছে, তখন পাখীই আর বাকী থাকে কেন?"

পিতা ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিলেন—"তুমি অতি নির্ব্বোধ, আমি তোমাকে বুঝাইতে পারিব না। আজিকালি যেরূপ কাল পড়িয়াছে, আমাকে সেই কালের অনুরূপ ব্যবহার করিতে হইবে ত।"

মাতা। তা ব'লে কি জীবহত্যা করিয়া এই শুভ কর্ম্মের আরম্ভ করিতে হইবে?

পিতা। আমি তোমাকে বুঝাইতে পারিব না।

মাতা। তা ব'লে আমি একমাত্র ছেলের বিবাহে আশীর্ব্বাদের দিনে জীবহত্যা করিতে দিব না।

পিতা। তবে তোমাদের যা অভিরুচি, তাই কর। আসল কথা, যদি পরিচর্য্যায় আমার একটুও নিন্দা হয়, তা হইলে আমি আর এ বাড়ীতে থাকিব না।

মাতা। নিন্দা কিছুই হইবে না। তুমি কোথায় যাইতেছ, যাও। শুধু তাহারা কখন আসিবে, আর ক'জন আসিবে, বলিয়া যাও।

পিতা। লোক আসিবে প্রায় দশ জন। তাহারা সন্ধ্যার পরে আসিবে। এ দিক হইতেও দশ বার জন লোক হইবে। তোমরা সর্ব্বশুদ্ধ ত্রিশ জনের আয়োজন করিবে।

এই কথা বলিয়া যাহাতে তাঁহাকে নিন্দাভাজন না হইতে হয়, মাতাকে ও আমাকে সেইরূপ উপদেশ দিয়া পিতা চলিয়া গেলেন।

আমি মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এখন কি কর্ত্তব্য ?—এই ত পিতার কথা শুনিলে ?"

মাতা বলিলেন,—"নিন্দাই হউক, আর যাই হউক, আমি বাঁচিয়া থাকিতে ত সে কার্য্য করিতে দিব না। এ আশীর্ব্বাদের দিনে শুধু মিষ্ট-মুখ করাই রীতি, কাটা জিনিষ হবে বলিয়া লোকে ফলমূল দিতেই সঙ্কুচিত হয়, আর সেই শুভ আশীর্ব্বাদের দিনেই জীবহত্যা করাইব ? বিশেষতঃ মা লক্ষ্মী যখন আমার ঘরে আসিতেছেন।"

"তা হ'লে আমি বাজারে যাইব না ?"

"না—সে যা করবার আমি করিতেছি। তোমাকে যা করিতে বলিলাম, তুমি তাই কর। শীঘ্র পুরোহিত ঠাকুরকে সংবাদ দাও। আর যাইবার সময়ে হরিয়াকে আমার কাছে পাঠাইয়া দাও।"

"ভাল, মাংস না হউক, আমি শীলের বাজার হইতে তরি-তরকারী ও ফল আনি না কেন ?"

এখন যাহাকে মিউনিসিপ্যাল বাজার বলে, সে সময়ে তাহা শীলের বাজার ছিল। হগ সাহেবের আমলে মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষ এই বাজার কিনিয়া নিজেদের করিয়া লইয়াছেন। সাহেব-বিবিদের খাদ্য অধিকাংশ সেই বাজারে বিক্রীত হইত। মাঝে মাঝে অরুচি নিবারণের জন্য, আমরা এই বাজারের খাদ্যৌষধ কিনিয়া আনিতাম, মাতা তাহা জানিতেন। শীলের বাজারের নাম শুনিয়াই তিনি বলিলেন,—"সে ম্লেচ্ছ বাজারের একটি জিনিসও আমি আজ ঘরে ঢুকিতে দিব না।"

"তবে তুমি যা জান, তাই কর।" এই বলিয়া আমি পুরোহিতকে ডাকিতে চলিলাম। প্রথমেই হরিয়াকে ডাকাইয়া মায়ের কাছে পাঠাইলাম।

ঘর হইতে বাহির হইয়া কিছু দূর যাইতে না যাইতেই পুরোহিত ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হইল। তিনি আমাদেরই বাড়ীতে আসিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়াই ঠাকুর উচ্চহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, —"কি ভাই, আমাকে ডাকিতে যাইতেছ ?"

আমি বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কেমন করিয়া জানিলে ?"

পুরো। তুমি যাইতেছ কি না বল না ?

আমি। যাইতেছি।

পুরো। আমার মা-জননা ত তোমাকে পাঠাইয়াছেন ?

আমি। হাঁ, মা-জননীই পাঠাইয়াছেন। এখন শীঘ্র মা-জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর।

পুরো। আবার কত শীঘ্র সাক্ষাৎ করিব ? তুমি আমার বাড়ীতে পৌছিবার মন করিতে না করিতে আমি তোমাদের বাড়ীতে উপস্থিত। খবর পাইয়াই আমি ছুটিয়াছি। বিছানা থেকে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সারিতে যা বিলম্ব হইয়াছে। এর চেয়ে আবার কত শীঘ্র হইবে ?

এ ব্রাহ্মণ বলে কি! এর মধ্যে কে তাহাকে সংবাদ দিয়া আসিল ? মা'র শয্যাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আমিও শয্যাত্যাগ করিয়াছি। পুরুত ঠাকুরকে সংবাদ দিবার কথা, তিনি আমাকেই সর্ব্ব প্রথমে বলিয়াছেন। অন্য কাহাকেও বলিলে, আবার আমাকে তিনি আদেশ করিবেন কেন ?

ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলাম। ব্রাহ্মণ বিশেষ বয়োবৃদ্ধ ছিল না। তাহার উপর মূর্খ বলিয়া আমি তাহাকে বিশেষ সম্মানের ব্যবহার দেখাইতাম না। বরং তাহাকে পাইলে, আমি ও আমার সহচরবর্গ তাহার উপাধি লইয়া রহস্য করিতাম। এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তবে তাহাকে ভালবাসিতাম। ইদানীং পড়াশুনার ব্যাপার লইয়া তাহার সঙ্গে বড় দেখা-শুনা হইত না। কিন্তু চোরবাগানে যখন ছিলাম, তখন নিত্যই সে আমাদের বাটীতে আসিত। এখন তাহার সহিত ব্যবহার অনেকটা সংযত

হইলেও, পুরোহিতের ন্যায্য প্রাপ্য শ্রদ্ধার অতি অল্পাংশই তাহাকে দান করিতাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এরই মধ্যে তোমাকে কে খবর দিল ?"

ব্রাহ্মণ আমার মুখের পানে চাহিয়া সহাস্যে মাথা নাড়িয়া লম্বমান শিখাগুচ্ছকে ললাটে নিক্ষেপ করিয়া বলিল—

"আবার কে দিবে ? মূর্খ দেখিয়া বামুনের ছেলেকে কৃপায় যে আশ্রয় দিয়াছে, সেই।"

"আমার মা ?"

"আবার কে ? এত করুণা পৃথিবীতে আর কার আছে ?"

"কি ঠাকুর, তুমি কি সকলকেই তোমার মতন মূর্খ ঠাওরাইয়াছ ?"

"এক জনকেও ঠাওরাই না। আমি জানি, দুনিয়ায় আমার চেয়ে বড় মূর্খ নাই। তাতে আমার অহঙ্কার কত ? পণ্ডিতের বড় পণ্ডিত আছে, কিন্তু আমার বড় মূর্খ নাই।"

"আমি আগে সেটা জানিতাম না। আজ জানিলাম।"

আমার এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসির শব্দে পথে দুই চারি জন লোক জুটিয়া গেল—কিন্তু ব্রাহ্মণের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। সে বলিতে লাগিল—"ভাই গোপীনাথ, বেশ করিয়া জানিয়া রাখ, আমি অতি মূর্খ, হস্তি-মূর্খ। আর এটাও জানিয়া রাখ, বড় বড় অধ্যাপক-গুলা যেমন অতি পণ্ডিত বলিয়া অহঙ্কার করে, আমিও তেমনি অতিমূর্খ বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকি। গোপীনাথ, ভাগ্যে মূর্খ হইয়াছিলাম, তাই মায়ের আশ্রয় পাইয়াছি।"

"পাইয়াছ, ভালই হইয়াছে। এখন সত্য করিয়া বল দেখি, কে তোমাকে সংবাদ দিয়াছে ?"

"মূর্খ, কিন্তু আমি মিথ্যাবাদী নই। মা-জননীই আমাকে খবর দিয়াছেন! তবে তুমি যা আশঙ্কা করিতেছ, তা নয়। তুমি হয় ত মনে করিতেছ, তোমার মা নিজে আমার চোরবাগানের বাড়ীতে গিয়াছেন।"

"তোমার কথার ভাবে তাই ত বোধ হইতেছে।"

ব্রাহ্মণ জিব কাটিয়া বলিল—"আরে বাপ, তাও কি হয়! রাজ-রাণী—এত চাকর-দাসী ঘরে—এ সব থাকিতে তিনি নিজে একটা সামান্য খবর পাঠাইতে আমার ঘরে যাইবেন কেন ? মা স্বপ্নে আমাকে খবর দিয়াছেন।"

"হয়েছে, বুঝিয়াছি। যাও, মায়ের সঙ্গে দেখা কর।"

"স্বপ্নে মা আমাকে দেখা দিয়া বলিলেন—"

"বলিলেন যে, আমার বাড়ীর চালকলাগুলা—সব ইন্দুরে শেষ করিতেছে—তুমি শীঘ্র আসিয়া সেগুলার গতি কর।"

"আর না ভাই, তামাসা রাখ। রাখিয়া, কি বলি, তা শুন।"

"যাও যাও, তোমার পাগলামী কথা আর কি শুনিব ?"

"শুনিবে বই কি, তোমাকে না শুনাইলে যে আমার সুখ হইতেছে না! এ কথা যাকে তাকে বলিবার নয়। বলিতে পারিতেছি না বলিয়া আমার পেট ফুলিতেছে।"

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ আনুপূর্ব্বিক তাহার স্বপ্ন-কথা আমাকে শুনাইল! শুনিয়া বুঝিলাম, ব্রাহ্মণকে স্বপ্নে দেখা দিয়া মা তাহাকে আমাদের ঘরে লক্ষ্মীদেবীর আগমনের সংবাদ দিয়াছেন। আর অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পরে ব্রাহ্মণ বুঝিয়াছে, যিনি আমার মা, তিনিই লক্ষ্মী।

স্বপ্ন! স্বপ্নের জ্বালায় আমি এতই অস্থির হইয়াছি যে, সে কথা যে ব্যক্তি বলে, ইচ্ছা হয়, তাহাকেও পর্য্যন্ত গোটাকতক রূঢ়বাক্য শুনাইয়া দিই। পুরোহিত ঠাকুরের উপরও পরুষবাক্য প্রয়োগের ইচ্ছা হইয়াছিল; কিন্তু তাহাকে কোন কটুবাক্য বলিলে স্বপ্ন বেটাকে ত দেশছাড়া করিতে পারিব না। এই মনে করিয়া আমি তাহাকে আর কিছু না বলিয়া, কেবলমাত্র বলিলাম—"মাকে বলিও, ডাক্তার বাবু আসিয়াছেন কি না আমি জানিতে চলিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়াই ব্রাহ্মণ বলিল,—"তোমাকে আর সেখানে যাইতে হইবে না। আমি পথে আসিতে আসিতে দেখিলাম, ডাক্তার বাবু কোথা হইতে গাড়ী করিয়া আসিতেছেন। সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী। আমি তোমাদের বাড়ী আসিতেছি বুঝিয়া, তিনি আমাকে বলিলেন, "গোপীনাথের সহিত দেখা করিয়া বলিও, সে যেন বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও না যায়। আমি একটু পরেই তাহার সহিত দেখা করিতেছি।"

আমি। তবু আমি যাইব।

পুরো। তিনি যখন নিজে আসিতেছেন, তখন তুমি যাইবে কেন?

আমি। আমার খুসী।

পুরো। খুসী ত যাও।

এই কথার পর পুরোহিত আমাদের বাড়ীতে চলিয়া গেল; আমি ডাক্তার বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে চলিলাম। যে দুই চারি জন পথিক চূড়ামণির হাসিতে আকৃষ্ট হইয়া সেখানে আসিতেছিল, তাহারা তাহার ভাবভঙ্গীতে তাহাকে পাগল মনে করিয়া নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে প্রবিষ্ট হইতেই দেখি, বেচু চক্ষ মুদিয়া একটা খেলো হুঁকায় তামাকু টানিতেছে। আমি পবেশ করিলাম, সে দেখিতে পাইল না। শান-বাঁধান মেঝের উপর জুতার শব্দ করিলাম, বেচু শুনিতে পাইল না। অথচ বেচু নিদ্রিত নয়। মস্তক অবনত করিয়া মুদ্রিত চক্ষে ধ্যানমগ্নের ন্যায় বসিয়া আছে। শুধু হুঁকার শব্দ তাহার জাগরণের সাক্ষ্য দিতেছে।

মনে করিলাম, বেচুকে একবার ডাকি, কিন্তু ডাকিতে কি জানি কেন আমার সাহস হইল না। তাহাকে সম্বোধন করিবার প্রতি চেষ্টায় আমার মনে হইতে লাগিল আমি তাহারও কাছে যেন অপরাধী। আমি অগ্রসর হইলাম, তাহার ধূমপানের অনুষ্ঠানে আর বাধা দিলাম না।

দরজা অতিক্রম করিলেই দুই পার্শ্বের দুই ঘরের মধ্য দিয়া পথ চলিতে হয়। সেই পথ বহির্ব্বাটীর উঠানে যাইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার বাবু নিজে যথেষ্ট উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি আমাদের মত পূর্ব্বে দরিদ্র ছিলেন না। তিনি বনিয়াদী ঘরের ছেলে; তাঁহার পৈত্রিক বাটী নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না। তাঁহার স্বোপার্জ্জিত অর্থে বাটীর কোনও অংশ পরিবর্ত্তিত অথবা পরিবর্দ্ধিত করিতে হয় নাই। তাঁহার পিতার আমলে বাটীটি যেমন ছিল, আজিও তেমনই আছে। সম্মুখের দুইটি ঘর ও মধ্যস্থ পথের উপরে দ্বিতলে বারান্দাভুক্ত নাচঘরের মত একটি বৈঠকখানা। বৈঠকখানাটি সুসজ্জিত হইলেও ডাক্তার বাবু তাহাতে কদাচ বসিবার অবসর পাইতেন। তিনি পিতার একমাত্র সন্তান। তাহার উপর তাঁহার গৃহে আত্মীয় কুটুম্বের বড় উৎপাত ছিল না। প্রাতঃকালের এক সময় ও বৈকালের এক সময় তাঁহার বহির্ব্বাটীতে রোগীর ভিড় হইত। অপর সময় বাড়ী একরূপ নির্জ্জন থাকিত। বাহিরে সর্ব্বদা থাকিবার মধ্যে থাকিত, কম্পাউণ্ডার ও জন দুই ভৃত্য।

আজ সর্ব্বপ্রথম ডাক্তার বাবুর বাড়ী লোকপূর্ণ বোধ হইল। বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবার পথে যে দুইটি ঘর, তাহার একটিতে কতকগুলি লোক বসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি রোগী। সকলেই ডাক্তার বাবুর প্রতীক্ষায় নীরবে বসিয়াছিল। অন্য ঘরটি ডিসপেন্‌সরী। কম্পাউণ্ডার মানুষের জীবন-মরণের সোনার ও রূপার কাটি লইয়া নাড়াচাড়া করিত। মধ্যে মধ্যে সেই কাটি ঠোকার শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইত, এইমাত্র। কম্পাউণ্ডারকে কেহ কখনও দেখিতে পাইত না। সুতরাং ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে লোক-সমাগমের নিদর্শনে আমি একটু বিস্মিত হইলাম। আমার মনে হইল, মাথার উপরে বৈঠকখানার ঘরে অনেক লোক-চলাচল করিতেছে। ক্রমে ডাক্তার বাবুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম, সেই সঙ্গে কাহারও জন্যে তাঁহার একটা বিশেষ ব্যস্ততা বুঝিতে পারিলাম।

সদর দরজার পথ অতিক্রম করিলে আবার বারান্দা। বারান্দার পরেই সদর বাড়ীর উঠান। উঠানের পূর্ব্বদিকে পশ্চিমমুখী ঠাকুর দালান। পথ হইতে বারান্দার উপর উঠিলে উভয়দিকেই সিঁড়ি উপরে দ্বিতলে যাইতে হইলে, বামদিকের বারান্দায় উঠিতে হয়। সেই বারান্দার শেষে দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ি।

উপরে যাইয়া ডাক্তার বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমি বামের বারান্দায় উঠিলাম। তাহার পর কিয়দ্দূর যাইয়াই উপরে যাইবার সিঁড়িতে পা দিলাম। দুই ধাপ উঠিতে না উঠিতে পশ্চাৎ হইতে কে যেন আমাকে উপরে উঠিতে নিষেধ করিল। কে কোথা হইতে কথা কহিল, বুঝিতে না পারিয়া চারি ধারে চাহিলাম। কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া আবার উঠিতে

লাগিলাম। ইদানীং ডাক্তার বাবুর সঙ্গে আমাদের এতই ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল যে, কাহাকেও কিছু না জানাইয়া তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে আমার কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ হইত না।

এইখানে সর্ব্বপ্রথম, আমি ডাক্তার বাবুর নাম আপনাদের কাছে প্রকাশ করিব। বহুকাল হইতে তাঁহার সঙ্গে আপনারা পরিচিত। অথচ আজিও পর্য্যন্ত তাঁহার নাম আপনাদের অজ্ঞাত থাকা শিষ্টতার পরিচায়ক নহে। কিন্তু কি করিব, এত কালের মধ্যে একটি দিনও তাঁহার নাম প্রকাশ করিবার সুবিধা পাই নাই। আমাদের বাটীর সকলেই—মাতা, পিতা, আমি, দাসদাসী সকলেই প্রথম পরিচয়ের দিন হইতে আজিও পর্য্যন্ত তাঁহাকে 'ডাক্তার বাবু' বলিয়া আসিতেছি। আমরা সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতাম। সুতরাং আমাদের কাহারও মুখ হইতে তাঁহার নাম শুনিবার অবকাশ ছিল না। তিনি বয়সে বিজ্ঞ, তাহার উপর পণ্ডিত, সর্ব্বোপরি চিকিৎসা-ব্যবসায়ে কলিকাতার মধ্যে তাঁহার যথেষ্ট প্রসার। বহু গৃহস্থের কাছে তিনি ধন্বন্তরি বলিয়া পরিচিত। যেখান হইতে যত বড় বিজ্ঞ ব্যক্তিই তাঁহার গৃহে আসুন না কেন, তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকে, এমন ব্যক্তি আমি কখনও দেখি নাই। আজ আমি সর্ব্বপ্রথম নাম ধরিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিতে শুনিলাম।

কাহারও নিষেধ-বাক্য শুনিতে না পাইয়া আরও দুই চারি ধাপ উঠিয়াছি, এমন সময়ে আবার শুনিলাম—"বাবু, উপরে উঠিও না। উপরে জানানা আছে!"

আমি বলিলাম—"কে তুই? কোথা হইতে নিষেধ করিতেছিস?"

উত্তর হইল—"ডাক্তার বাবুর নিষেধ। কেহই আজ এ পথ দিয়া উপরে যাইতে পারিবে না।"

আমি তাহাকে সম্মুখে আসিতে আদেশ করিলাম। আদেশের সঙ্গে সিক্ত বস্ত্র নিঙড়াইতে নিঙড়াইতে এক কৃষ্ণকায় পুরুষ পশ্চিম দিকের বারান্দা অবলম্বনে আমার দিকে আসিতে লাগিল। আমি বুঝিলাম, লোকটা শৌচাদি কার্য্য সম্পন্ন করিবার পর পাতকুয়ার ধারে বস্ত্র ধৌত করিতেছিল। আমি প্রথমে তাহার জানুদ্বয় দেখিতে পাইয়াছিলাম। সেই জানুদ্বয়ের সৌন্দর্য্যেই তাহার মধুর মূর্ত্তি পূর্ণভাবে আমার কল্পনার চক্ষে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সেই ঘন কৃষ্ণ জানু দেখিয়া আমার মনে হইল, যেন চিতার অনল হইতে উত্থিত অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠ দু'টি হাঁটিয়া আসিতেছে। লোকটা কাছে আসিলে বলিলাম,—"এ কি কালু তুমি?"

কালু বলিল—"বাবু? তুমি উপরে যাইতেছিলে?"

"উপরে কে জানানা আসিয়াছে কালু?"

"আর কেন বাবু, তুমি নিজেই যাও—দেখিয়া আইস। অন্য কেহ পাছে উপরে যায়, এই জন্য ডাক্তার বাবু তাহাকে নিষেধ করিতে আমার উপর হুকুম করিয়াছেন।"

এমন সময় উপর হইতে সম্বোধন-ধ্বনি হইল—"হরিচরণ! একবার নীচে গিয়া দেখিয়া আইস ত, আমি যেন গোপীনাথের গলা পাইতেছি।"

কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র চমকিয়া উঠিলাম। কালুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমার ঠাকুর-দাদার গলা শুনিতেছি না?"

কালু বলিল—"জামাই বাবু, জামাই বাবুর বাপ, দুর্গা ও পিসীমা—এক আমাদের বাবু ছাড়া আর সকলে আসিয়াছে।"

শুনিবামাত্র আমার হৃৎপিণ্ড প্রবলবেগে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। শত চেষ্টাতেও আমি হৃদয় স্থির রাখিতে পারিলাম না; আমার সর্ব্বশরীর যেন নিস্পন্দ হইবার উপক্রম করিল। কালু নিম্নে দাঁড়াইয়া আমার পানে চাহিয়া আছে। আমি বিষম বিপদে পড়িলাম, বুঝি বা ভূতটার সম্মুখে আমার দুর্ব্বলতা প্রকাশিত হইয়া আমার সকল মর্য্যাদা নষ্ট হয়। কিন্তু তাহা আর হইতে পাইল না। ডাক্তার বাবুর স্ত্রী সত্বর উপর হইতে নামিয়া আসিলেন এবং আমাকে দেখিয়াই অতি সাগ্রহে আমার হাত ধরিলেন। শক্তিময়ীর করস্পর্শমাত্র আমার দেহের সমস্ত দৌর্ব্বল্য দূর হইয়া গেল।

ডাক্তার বাবু নিজে বয়সে প্রবীণ হইলেও, তাঁহার স্ত্রী তদ্বৎ প্রবীণা ছিলেন না। ইনি তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। প্রথম স্ত্রীকে আমরা দেখি নাই। আমাদের কলিকাতাতে আসিবার তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁর গর্ভের কোন সন্তান ছিল না বলিয়া তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। ইনি বয়সে

ডাক্তার বাবু অপেক্ষা অনেক ছোট। আমার চেয়ে চারি পাঁচ বৎসরের বড়। তিনি পূর্ব্বে আমার সঙ্গে কথা কহিতেন না। ক্রমে তাঁহার স্বামীর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইলে, আমার সহিত একটি আধটি কথা কহিতেন। তাহাও সসম্ভ্রমে। ডাক্তার বাবু আমার মাকে মা বলিতেন। সেই সূত্রে আমি তাঁহার দেবর-স্থান গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে গোপীনাথ বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কেবল তাঁহার চতুর্দ্দশবর্ষ বয়স্ক একমাত্র পুত্র সতীশচন্দ্র আমাকে 'কাকা বাবু' বলিয়া সম্বোধন করিয়া, তাহার পিতার সঙ্গে আমার ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধটা পরিস্ফুট রাখিত। এইরূপ অবস্থায় ডাক্তার বাবুর স্ত্রী যে এত আত্মীয়তার উল্লাসে আমার হাত ধরিলেন, তাহা আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই। তিনি হাত ধরিবামাত্র উল্লাসের বিভিন্নমুখ-স্পন্দনে আমার হৃদয়কে এক মুহূর্ত্তে প্রকৃতিস্থ করিল। অবসাদের পরিবর্ত্তে উল্লাসে আমি আকুল হইলাম। কিন্তু বিস্মিত হইলাম না। কেন না, দুইদিন পূর্ব্বে ডাক্তার বাবুর আচরণ আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ডাক্তার বাবুর স্ত্রী কোনও কথা না কহিয়া শুধু হাত ধরিয়া আমাকে উপরে লইয়া চলিলেন।

শেষের সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া, উপরের বারান্দায় পা দিবামাত্র ডাক্তার বাবুর স্ত্রী আমার হাত ছাড়িয়া দিলেন এবং বলিলেন "ঠাকুর-পো, একবার দাঁড়াও।" আমি মনে করিলাম, বোধ হয় দুর্গার পিসী ঘরের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন; তাঁহাকে আগে হইতে সাবধান করিবার জন্য তিনি আমাকে একটু অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিতেছেন। গোপালের অনুসন্ধানে যে সময় দুর্গার পিতামহের বাড়ীতে গিয়াছিলাম, সেই সময়ে তাঁহার ভৃত্যের মুখে বাড়ীর আবরুর কথা যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহাতেই আমার মনে উক্তরূপ সন্দেহ স্বতঃই উপস্থিত হইল।

তাঁহার আদেশ মাত্র আমি দাঁড়াইলাম, কিন্তু তিনি কোথাও না গিয়া গলে অঞ্চল সংলগ্ন করিলেন এবং ঈষৎ স্মিতমুখে একবার আমার পানে চাহিয়া আমাকে ভূমিসংলগ্ন হইয়া প্রণাম করিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম—"অন্য সময় হইলে বউদিদি, আপনার এই আচরণে আমার বিস্ময়ের অবধি থাকিত না। ডাক্তার বাবু আগে হইতেই আমার বিস্ময়ের ঘর ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। তবে বলিয়া রাখি, আজ যা করিবার করিয়া লইলেন, বারংবার এরূপ করিলে, আমি আর আপনাদের বাড়ী আসিব না।"

তখন বারান্দায় কেহই ছিল না। বিস্ময়ের কারণ না হইলেও, কেহ সে সময় সেখানে থাকিলে, তাঁহার আচরণে আমাকে বড়ই লজ্জিত হইতে হইত। প্রণামান্তে তিনি দাঁড়াইলেন। আমি দেখিলাম, তাঁহার মুখ ডাক্তার বাবুর মুখের মত সহসা অপূর্ব্ব পবিত্র সৌন্দর্য্যে আবৃত হইয়াছে। তিনি বলিলেন, "আমরা কি আচরণ করিয়াছি?

"এই যে, আপনার পুত্রতুল্য আমাকে প্রণাম করিতেছেন।"

"এ কি বেশী করিয়াছি?"

"আমি আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর ব্যবহারে বড়ই বিপন্ন।"

"আমার স্বামী যদি সারা জীবন তোমার পায়ের কাছে পড়িয়া থাকেন, তথাপি তোমার যোগ্য মর্য্যাদা দেখাইতে পারিবেন না।"

"আমি আপনাদের কি যে করিয়াছি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

"ঠাকুরপো, তুমি অন্য কিছু মনে করিও না। তোমার কৃপায় তোমাকে যদি কোন দিন বুঝাইতে পারি, তুমি কি করিয়াছ, তাহা হইলেই জীবন ধন্য মনে করিব।"

এই বলিয়া তিনি আমাকে সঙ্গে চলিতে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন—"ভিতরে সকলে অপেক্ষায় আছেন, আর কালবিলম্ব করিও না।"

বৈঠকখানার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, খুল্ল-পিতামহ একটি গালিচার আসনে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার সম্মুখে তাঁহারই দিকে মুখ করিয়া ডাক্তার বাবু মেজের উপর উপবিষ্ট। তাঁহারা দুই জন ছাড়া আর কাহাকেও সে ঘরে দেখিলাম না।

প্রবেশ মাত্র খুল্লপিতামহ আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"এস ভাইজীউ।"

আমি তাঁহার সমীপস্থ হইয়াই তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি বলিলেন—"বসিবে কি? না, বিশেষ ব্যস্ততায় আছ?"

আমি কোন উত্তর না করিয়া ডাক্তার বাবুর পার্শ্বে উপবেশনের উদ্‌যোগ করিলাম। তাঁহার

স্ত্রী সত্বর একখানা আসন সংগ্রহ করিয়া আমাকে বলিলেন—"এই আসনে বস।"

আমি বসিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তিনি জেদ ধরিলেন। ডাক্তার বাবু নীরব। তিনি কেবল আমাদের উভয়ের মধ্যে পরস্পরের জেদ বজায় রাখিবার চেষ্টা দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার স্ত্রী বসিবার মুখে আমার হাত ধরিয়া আমার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিলেন। দাদামহাশয় বলিলেন, "বসই না ভাই। উহারা তোমাকে ভূমিতে বসিতে দিবে কেন?"

অগত্যা আমাকে আসনে উপবেশন করিতে হইল। আমি বসিতেই তিনি আমাদের গৃহের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। প্রথমে পিতার কথা বলিলেন। "রমানাথ কেমন আছে?"

আমি বলিলাম "ভাল"।

"আমার বোধ হয়, সে তাহার অসুখ বুঝিতে পারে নাই। যখন জাগিয়াছে, তখন সে আপনাকে সুস্থই মনে করিয়াছে।"

"একেবারে সুস্থ মনে করেন নাই। রোগমুক্ত হইবার পরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি দুর্ব্বল ছিলেন। তবে কি অসুখ হইয়াছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই।"

"যাক্, মা ভবানী সে দিন যে মুখ রক্ষা করিয়াছেন, এই আমাদের যথেষ্ট। নতুবা তোমাদের আর আমি মুখ দেখাইতে পারিতাম না।"

"সে দিন মনের আবেগে আমি আপনার যথেষ্ট অমর্য্যাদা করিয়াছি।"

"কিছুই কর নাই। সেরূপ বিপদে কয় জন মাথা ঠিক রাখিতে পারে? আমিও আত্মহারা হইয়াছিলাম।"

"আপনি আমাকে দয়া করিয়া ক্ষমা করুন।"

"তুমি কিছুই কর নাই ভাই! আমিই সে সময় তোমাদের রূঢ় বলিয়াছিলাম। সে কথা যাক্, শুনিয়াছিলাম, তুমি গোপালের অনুসন্ধানে মুখুজ্জে মহাশয়ের বাটীতে গিয়াছিলে। হরিচরণ তোমার আগমনবার্ত্তা আমাকে জানাইয়াছিল, কিন্তু আমি একটা দৈবকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম বলিয়া, তোমার সহিত দেখা করিতে পারি নাই।"

"আমি শুনিয়াছি।"

এই সময়ে সিঁড়িতে পদশব্দ শ্রুত হইল, ডাক্তার বাবুর স্ত্রী তাই শুনিয়া বলিলেন, "বাবা! আমাকে অনুমতি করুন।"

ছোট ঠাকুরদাদা বলিলেন—"আর তোমার থাকিবার প্রয়োজন নাই। বোধ হয়, কেহ এখানে আসিতেছেন।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"কালুকে সিঁড়ির কাছে বসাইয়া আসিয়াছি। অন্য কেহ আসিবে না। পদশব্দে বুঝিতেছি, সতীশ বাজার করিয়া ফিরিতেছে।"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে বাহির হইতে সতীশ তাহার মাকে ডাকিল। তাহার জননীও সত্বর গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পিতামহ ডাক্তার বাবুকে বলিলেন—"আর কেন বসিয়া হরিচরণ, তুমিও যাও। অনেক রোগী ব্যাকুল হইয়া তোমার অপেক্ষা করিতেছে।"

এই সময়ে বারান্দায় আবার লোককোলাহল উঠিল। একটা কুলী এই সময়ে দরজা হইতে মুখ বাহির করিয়া বলিল—"বাবু, সব ঠিক করিয়া দিয়াছি।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"সকলে নীচে যা। সেইখানে পয়সা দিতে বলিয়া দিতেছি।"

"বাবু, কিছু বক্‌সিস দিতে হুকুম কর, বড় মেহনৎ হইয়াছে।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"এখানে গোল করিস নি, নীচে যা।"

মুটেরা গোল করিতে করিতে নীচে চলিয়া গেল। ডাক্তার বাবুও গৃহত্যাগ করিলেন।

বাড়ীতে যখন প্রথম প্রবেশ করি, তখন উপরে গোলমাল শুনিতেছিলাম। কিন্তু উপরে আসিয়া সমস্ত নিস্তব্ধ দেখিয়া আমার বিস্ময় হইয়াছিল। এখন বুঝিলাম, মুটেরা বৈটকখানার কাজ সারিয়া বাড়ীর ভিতরে গিয়াছিল। কালুর কাছেও শুনিলাম, কেবল মুখুজ্জে মহাশয় আসেন নাই, আর সকলেই আসিয়াছে। কিন্তু এক ছোট-ঠাকুরদাদা ছাড়া আর কাহারও সঙ্গে এখনও পর্য্যন্ত আমার দেখা হইল না। যে গোপালকে দেখিবার জন্য আমি ব্যাকুল তাহার আগমনের নিদর্শন এখনও পর্য্যন্ত পাইলাম না।

সে ঘরে এখন আর কেহ রহিল না। আমি আর আমার সম্মুখে খুল্ল-পিতামহ। প্রশান্ত মুখে কি যেন কেমন একটি অনির্দ্দেশ্য বিভীষিকা লুকাইয়া তিনি অতি মধুর কথায় আমার সহিত আলাপ করিতেছিলেন। আমি তাঁহার কথার উত্তর

দিতেছিলাম। কিন্তু প্রতি কথার সঙ্গে সেই অনির্দেশ্য বিভীষিকার অনুরূপ আমার বোধের সম্মুখে পূর্ণাবগুণ্ঠিত ভয় আমার বুকটাকে থাকিয়া থাকিয়া স্পর্শ করিতেছিল। এতক্ষণ ডাক্তার বাবু ও তাঁহার স্ত্রী নিকটে থাকায় অনেকটা সাহস ছিল। তাঁহারাও চলিয়া গেলেন, আমারও ভয় বাড়িয়া উঠিল।

ভয়ের আর একটা কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। এবার সর্বপ্রথম খুল্লপিতামহকে গৈরিক বস্ত্র পরিহিত দেখিলাম। যদিও গাঢ় নয়, তথাপি বস্ত্রের সেই বর্ণ স্মৃতিতে অলসভাবে অবস্থিত অনেকগুলা পূর্ব্ব-ঘটনাকে যুগপৎ স্পন্দিত করিয়া তুলিল। সেই গৈরিকধারিণী কপালিনীকে মনে পড়িল। পিতামহের কুম্ভক, ভাগীরথীর লাল জলে কুম্ভের মত ভাসিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে ভাসিল, তরঙ্গে তরঙ্গে মৃত্যুশীল কপালিনীর সেই বিকট হাসি।

আমার চিত্তচাঞ্চল্য পিতামহ বুঝিতে পারিলেন। তিনি বলিলেন—"তুমি কি যাইতে ইচ্ছা কর?"

আমি মস্তক ঈষৎ অবনত করিয়া বলিলাম—"আমি মায়ের কাছে অল্পক্ষণের জন্য বিদায় লইয়া আসিয়াছি।"

"গোপালের সঙ্গে দেখা করিবে না?"

"গোপাল কোথায়?"

"এইখানেই আছে। একটু অপেক্ষা কর। ডাক্তার বাবু ফিরিলেই তাহার সঙ্গে দেখা হইবে।"

"ডাক্তার বাবুকে রোগী দেখিয়া ফিরিতে হইলে অনেক বিলম্ব হইবে। বাড়ীতে বিশেষ কাজ রহিয়াছে। আমি ততক্ষণ কি বিলম্ব করিতে পারিব?"

আমার এই উত্তর শুনিয়া পিতামহ ক্ষণেক নীরব রহিলেন; তাহার পর আমার মুখের পানে একবার চাহিলেন। দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নাসিকা হইতে একটি দীর্ঘশ্বাস বহির্গত হইল। আমি দেখিলাম, তাঁহার সদা-প্রফুল্ল মুখে সহসা একটি ক্ষীণ মালিন্যের আচ্ছাদন পতিত হইল। আমি বুঝিলাম, আমার হৃদয়হীনের উত্তরই তাঁহার এই ভাব-পরিবর্ত্তনের কারণ। এইজন্য আমি তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বলিলাম—"দাদা মহাশয়, আপনি কিছু মনে করিবেন না। আমি মাতৃ কর্ত্তৃক একটা কার্য্যে আদিষ্ট হইয়াছিলাম। সেই কার্য্যটা পথের মধ্যেই নিষ্পন্ন হওয়ায় আমি পথ হইতে এখানে আসিয়াছি। মায়ের সঙ্গে আর দেখা করিবার অবকাশ পাই নাই। আপনারা যে এমন সময় এখানে আসিবেন, ইহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। তা জানিলে প্রস্তুত হইয়া আসিতাম। পিতা বাড়ীতে নাই, মা একা—আমি কোথায় আছি, তিনি জানেন না। বাড়ীতে রাত্রিতে লক্ষ্মীপূজা আছে।" সত্যের অর্দ্ধেক কহিয়া অর্দ্ধেক তাঁহার কাছে গোপন করিলাম। বলিলাম—"আমি মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া যদি অন্য কোন বিশেষ প্রয়োজন না থাকে—আপনার কাছে ফিরিতেছি।"

ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন—"ভাল, তা হ'লে এখন তুমি আসিতে পার। হরিচরণ না আসিলে গোপালের সঙ্গে তোমার দেখার সুবিধা হইবে না। গোপাল অসুস্থ, সে বাড়ীর ভিতরে কোন্ গৃহমধ্যে এখন অবস্থান করিতেছে, আমি জানি না। হরিচরণ তাহাকে লোকজনের সঙ্গে কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছে। তোমাকে দেখিলে তাহার অতি উল্লাস হইবার সম্ভাবনা। সেই জন্যই আমি নিজে তোমাকে গোপালের সঙ্গে দেখা করাইতে সাহস করিতেছি না।"

"গোপাল অসুস্থ? তবে আমি তাহাকে না দেখিয়া যাইব না।"

"না, যাইতে যখন মনস্থ করিয়াছ, তখন যাও। তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া অবকাশ পাইলে আসিতে পার। তবে যাইবার পূর্ব্বে একটা কথা শুনিয়া রাখ। তুমি আমার কাছে কিছুমাত্র সঙ্কোচ দেখাইও না। তুমি গোপালের চেয়ে অধিক প্রিয় বলিলে মিথ্যা বলা হয়। তবে এইটি জানিও, তুমি গোপাল হইতে কোনও অংশে আমার কম স্নেহের পাত্র নও। আমি ও গোপাল উভয়েই তোমাদের কাছে ঋণী। বালক! তুমি তোমার ন্যায্য প্রাপ্য মাতৃ-স্তন্যের অংশ দিয়া গোপালকে রক্ষা করিয়াছ।"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—"ও কথা আপনি মুখেও আনিবেন না।"

আমার বাধা না মানিয়া আবেগভরেই তিনি বলিতে লাগিলেন—"গোপীনাথ! বাল্যের অবস্থা তোমার কিছু স্মরণে আসে কি?"

আমি বলিলাম—"আসে।"

"সেই ক্ষুদ্র পল্লীর অরণ্যবেষ্টিত পর্ণকুটীর কয়খানি এখনও কি তোমার মনে পড়ে?"

"পড়ে।"

"তোমার পিতামহকে মনে পড়ে?"

"কই, মনে পড়ে না।"

তুমি তখন নিতান্ত শিশু। দুই বৎসরের বালক। আমার জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর পর হইতেই আমাদের অবস্থা হীন হইয়া আসে। দাদার শেষ-জীবনেই দারিদ্র্য আমাদের ঘরের কোণে উঁকি মারিতেছিল। কিন্তু তিনি কর্ম্মিষ্ঠ পুরুষ, তাঁহার জীবদ্দশায় গৃহের ভিতরে দারিদ্র্যকে প্রবেশ করিতে দেন নাই। তোমার মা যেমন গোপালের মা, তোমার পিতামহী সেইরূপ আমার মা ছিলেন। তাঁহার সে মূর্ত্তি দেখিলে অলক্ষ্মী দূরে পলাইত। মা আমার সতী, স্বামীকে মরণাপন্ন দেখিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক মৃত্যুকে ডাকিয়া স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে দেহত্যাগ করেন। সে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে পাঁচখানা গ্রামের লোক শ্মশানে উপস্থিত হইয়াছিল।"

"সেটা আমার যেন অল্প অল্প মনে পড়ে। সে দৃশ্যের অতি সামান্য স্মৃতি ক্ষীণ ছায়ার মত আমার মনে যেন অঙ্কিত আছে।"

"মনে না থাকাই সম্ভব। তবে না কি তোমার জননী দুই ভাইকে কোলে লইয়া সেই শ্মশান-ভূমিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। দুই বৎসর বয়সের দৃষ্ট ঘটনা কচিৎ দুই এক জন স্মরণে রাখিতে পারে। যথার্থই গোপীনাথ। দুই বৎসর বয়সের ঘটনা তোমার যদি স্মরণে আসে, তা হ'লে তুমি ধন্য।

"যাক, কি বলিতে কি বলিতেছি। শুন, আমরা পিতাপুত্রে উভয়েই তোমাদের বংশের কাছে জীবন ভিক্ষা পাইয়াছি। আমার ভ্রাতৃজায়া এক সদ্যোজাত মাতৃহীন শিশুকে কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন। গোপালের ভ্রাতৃজায়া গোপাল সম্বন্ধে তাহাই করিয়াছিলেন। তাই কেন, গোপীনাথ, সত্য যদি বলিতে হয়, এই করুণার কার্য্যে আমার মা হইতে তোমার মায়ের গৌরব অধিক। কেন, তাহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ। আমি তোমার পিতার পিতৃব্য, কিন্তু গোপাল তোমার আপনার খুড়া নয়—জ্ঞাতি। তথাপি শুন ভাই, তুমিই আমাদের পিতা-পুত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উত্তমর্ণ।"

খুল্ল-পিতামহের এই অসম্ভব সুখ্যাতি শ্রুতি-সুখকর না হইয়া ক্রমে আমার মর্ম্মাবিদ্ধ করিতে লাগিল। আমার মনে হইল, ছোট-ঠাকুরদা স্তুতিচ্ছলে আমাদের পিতাপুত্রের নিষ্ঠুর আচরণের উপর ব্যঙ্গ করিতেছেন। আমি উঠিবার উদ্যোগ করিতে করিতে বলিলাম—"আমরা আপনাদের উপর অতি অসদ্ব্যবহার করিয়াছি।"

ছোট ঠাকুরদা যেন আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি আমার কথা শুনিয়াই বলিলেন, "তুমি মনে করিতেছ, আমি তোমাদের অযথা স্তুতি করিতেছি। না গোপীনাথ, আমি তা করি নাই। অন্যে তোমাদের ব্যবহার অসৎ মনে করিতে পারে, আমি তা করিব না। আমি যা বলিয়াছি, তা সত্য বোধেই বলিয়াছি। তোমার মা করুণাময়ী হইলেও, তিনি যখন তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, তখন তোমার পেয় স্তন্যে অপরের সন্তানকে পুষ্ট করিতে তাঁহার অধিকার ছিল না। বিশেষতঃ, সে সময় আমাদিগের অবস্থা হীন হইয়া আসিতে-ছিল। গোদুগ্ধ দানে তোমাদের উভয় শিশুর ক্ষুধার সম্যক্ নিবৃত্তি করিবার অর্থ আমাদের ছিল না।"

"এ কথা এখন তুলিতেছেন কেন?"

"আর তুলিবার সময় থাকিবে না বলিয়া। আমি সত্বরই বিশ্বনাথের আশ্রয় লইতে কাশী যাইব স্থির করিয়াছি। ইহজন্মে আর বোধ হয়, তোমাদের সঙ্গে দেখা হইবে না। তোমাদের দয়ার প্রতিদানে এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের শুধু দুই একটা উপদেশ আছে। কলিকাতা-ত্যাগের পূর্ব্বে তাই তোমাকে শুনাইব। তোমাকে কি বলিতে চাহি শুন। গোপালকে কখনও তোমার মিত্র ভাবিও না। আর যদি মিত্রই ভাব, তাহা হইলে তাহার অনিষ্ট করিয়াছি বলিয়া কদাচ আক্ষেপ করিও না। আর পিতার চরিত্র সম্বন্ধে যখন যে ভাবই তোমার মনে উদিত হউক না কেন, তুমি কদাচ তাঁহার প্রতি ভক্তিহীন হইও না। ইচ্ছা হইয়াছে, এখন যাও। আসিতে ইচ্ছা কর, বৈকালে আসিও। সময়ে আমার এই কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।"

এই প্রহেলিকাপূর্ণ উপদেশ কয়টি শুনিয়া আমি ছোটঠাকুরদাকে প্রণাম করিয়া উঠিলাম।

এ কি কথা? পিতা পুত্র-সম্বন্ধে এরূপ কথা বলিতে পারে? আমি গোপালকে মিত্রজ্ঞান করিব না? তবে কি গোপাল আমার—শুধু আমার কেন, আমাদের পিতা-পুত্রের শত্রু? তাহাকে কলিকাতা হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছি বলিয়া কি আমাদের উপর তাহার বিষম ক্রোধ হইয়াছে? তাহার পিতা মূর্খ হইলেও আজন্ম ধর্ম

লইয়া আছেন। সেই জন্যই কি দাদা আমাকে দেখিয়া সত্য গোপন করিতে পারিলেন না?

দাদার শেষ কথা শুনিয়া আমি একরূপ স্তম্ভিত। যতই সেই কথা লইয়া মনে মনে আমি আন্দোলন করিতে লাগিলাম, ততই আমার বিস্ময়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমি একরূপ জ্ঞানশূন্যের মত নীচে আসিলাম। দাদারও ঐ এক কথায় গোপালের প্রতি কার্য্য আমার বিসদৃশ বোধ হইতে লাগিল। আমাদের গৃহত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া গোপাল এ যাবৎ যে যে কার্য্য করিয়াছে, সমস্তই যেন ঈর্ষা-প্রণোদিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। চটিতে বসিয়া সে যে সমস্ত কথা আমাকে শুনাইয়াছিল, এখন বোধ হইল, সে সমস্তই মিথ্যা। মূর্খ হইলে যা হয়, গোপাল তাই—মিথ্যাবাদী হইয়াছে। আমরা মাসে মাসে যে সকল অর্থ পাঠাইয়াছি, সে, সে সমস্ত অসৎকার্য্যে ব্যয় করিয়াছে। তাহার পর দুর্গাকে বিবাহ করিয়া আমার সঙ্গে জ্ঞাতি-শক্রতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে। আমার মনে হইল, গোপাল তাহার দরিদ্র পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করে না। সে সমস্ত মাসোহারা আত্মসাৎ করে, পিতাকে এক কপর্দ্দকও সাহায্য করে না। ব্রাহ্মণ তাই মনের আবেগে আমার কাছে গোপাল-চরিত্রের রহস্যোদ্‌ঘাটন করিয়াছে।

এইরূপ চিন্তার প্রবাহে আমার চিত্ত বিকৃত হইয়া পড়িল। আমি আর কোনও দিকে লক্ষ্য না করিয়া বাটীর বাহিরে চলিলাম। ডাক্তার বাবুর সহিত দেখা পর্য্যন্ত করিতে বিস্মৃত হইলাম।

ডাক্তার বাবুর ঘর ছাড়িয়া সবে মাত্র সদর দরজায় পা দিয়াছি, এমন সময় বাটীর ভিতর দিক হইতে ব্যাকুল আগ্রহে কে যেন আমায় ডাকিল—"গোপীনাথ!" ফিরিয়া দেখি, এক কৃষ্ণকায় প্রেতমূর্ত্তি যুবক ব্যাকুল ভাবে আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। আমি তাহার আচরণ দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইলাম। সদর দরজায় বেচুকে বসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"বেচু, ও কে আসিতেছে?"

প্রশ্ন শুনিবামাত্র বেচুর ক্রোধ হইল। তাহার উত্তরেই সেটা আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম। সে বলিল, "কে, তুমি জানগে—আমি কি জানি।" এই বলিয়া প্রবলতরবেগে সে তামাক টানিতে লাগিল। আমার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিল না।

যুবকটা অবিরত আমার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে আমার দিকে আসিতেছে দেখিয়া, আমি বেচুকে বিনীতভাবে বলিলাম—"ভাই বেচু, আমাকে রক্ষা কর।"

বেচু দ্বিগুণ ক্রোধের সহিত বলিল—"কচি খোকা—পালাও না—আমি বুড়ো মানুষ তোমাকে কি রক্ষা করিব?" এই বলিয়া সে সহসা চিত্তের কি এক আবেগে কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার এরূপ আচরণের বৈচিত্র্য দেখিয়া আমি হতভম্ব হইয়া গেলাম।

এমন সময় বাড়ীর ভিতর হইতে তারস্বরে নারীকণ্ঠে ধ্বনি উঠিল—"ও গো! ধর ধর, গোপালকে ধর।" তাই ত! এ কি গোপাল? মুহূর্ত্তমধ্যে ডাক্তার বাবু ব্যবস্থা-গৃহ হইতে বাহির হইয়া যুবককে ধরিয়া ফেলিলেন। সংজ্ঞাশূন্য গোপাল ডাক্তার বাবুর বক্ষে ঢলিয়া পড়িল। বহু লোক সেখানে সমবেত ছিল। তাহারা সকলে ডাক্তার বাবুর কার্য্যে সাহায্য করিতে ছুটিয়া আসিল। ডাক্তার বাবু জল চাহিলেন। সতীশ ভিতর হইতে জল আনিয়া জলপাত্র পিতার হস্তে দিল। ডাক্তার বাবুর শুশ্রূষায় অল্পক্ষণমধ্যেই যুবকের সংজ্ঞা ফিরিল বলিয়া বোধ হইল। পাঁচ জনে তাহাকে ধরাধরি করিয়া বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেল। ডাক্তার বাবুর আদেশে তাহারা তাহাকে আর আমার দিকে মুখ ফিরাইতে দিল না।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত আমি ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ কি গোপাল?"

ডাক্তার বাবু আমার প্রশ্নে যেন তৃপ্ত হইলেন না। তিনি ঈষৎ বিরক্তির সহিত বলিলেন, "তোমার কি মনে হয়?"

"গোপালের এ কি মূর্ত্তি! দেহ অঙ্গারের মত কালো, মাথায় একগাছি কেশ নাই, ভ্রূ নাই—"

"কেমন করিয়া থাকিবে? গোপালের ঘরে আগুন দিয়াছিল! গোপাল প্রাণ থাকিতে যে বাহির হইতে পারিয়াছে, এই তার ভাগ্য। এ যাত্রা বাঁচে, তবে তার পুনর্জ্জন্ম।"

"আগুন দিয়াছিল?" প্রশ্ন মনে উদিত হইতে না হইতে, গোপালের চরিত্রহীনতার কথা আগেই আমার মনে জাগিয়া উঠিল। আমি বুঝিলাম, গোপাল গ্রামের কোন কুলবধূর উপর অত্যাচার করিতে গিয়াছিল, অথবা করিয়াছিল। সেই জন্য

অত্যাচারিত ব্যক্তি গোপালকে পোড়াইয়া অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে তাহার ঘরে আগুন দিয়াছে। এই মনে করিয়া ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কে ঘরে আগুন দিয়াছে?"

ডাক্তার বাবু উষ্মাকর্কশকণ্ঠে উত্তর করিলেন—"আবার কে? তোমার ওই পশ্চাতের মহাপুরুষ।"

পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি—পিতা! ডাক্তার বাবু বলিতে লাগিলেন—"তোমার ঐ পাণ্ডিত্যাভিমানী নরাধম পিতা।"

পিতার হস্ত আমার স্কন্ধে ন্যস্ত হইয়াছে, আমি বুঝিলাম, তাঁহার হাত কাঁপিতেছে। তিনি অনুচ্চকণ্ঠে আমাকে বলিলেন—"গোপীনাথ, চলিয়া আইস।"

আমি তাঁহার কণ্ঠের জড়তা লক্ষ্য করিলাম। বুঝিলাম, তিনিও যেন আর দাঁড়াইতে পারিতেছেন না! ব্যাপার দেখিয়া আমার যেন সব বুদ্ধি লোপ পাইল। আমি হতভম্বের মত পিতার করাকৃষ্ট হইয়া চলিতে লাগিলাম। চলিতে চলিতে শুনিলাম – ডাক্তার বাবু আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"শুন গোপীনাথ, তোমার পিতাকে বল, তাঁহার ধর্ম্ম ও তাঁহার বুদ্ধি, তিনি নিজে লইয়া থাকুন। আজ হইতে তাঁহার গৃহের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ঘুচিল। তিনি আজ হইতে নূতন পারিবারিক চিকিৎসক নিযুক্ত করুন। এক একবার মায়ের জন্য প্রাণ কাঁদিবে; কিন্তু কি করিব, সতী না বুঝিয়া পাষণ্ডের গৃহে কেন অবতীর্ণ হইয়াছেন?"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাহিরে আমাদের গাড়ী ছিল। আমি কম্পিত-দেহ পিতাকে ধরিয়া তাহার উপর তুলিয়া দিলাম। পথে তাঁহাকে আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। বাড়ীতে দিবসের মধ্যেও কোন কথা হইল না। আর কি কথা কহিব? আমি সুরাসেবীর মত সারাদিন যেন নেশায় টলমল করিয়াছি। বাড়ীতে সারাদিন কি ভাবে কাটিল, তাহাও আমার স্মরণ নাই। রাত্রিতে আমাকে 'পাকা' দেখিতে আসিবে, মা তাহাদের আহারের কি উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন, তাহার আমি একবারও খবর লই নাই। দুই চারি জন বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিব মনে করিয়াছিলাম, তাহাও করা হয় নাই।

মা সে দিন কার্য্যে এতই ব্যস্ত যে, আমাদের কোনও সংবাদ লইবার পর্য্যন্ত অবকাশ পান নাই। সংবাদ পাইলে বোধ হয়, আমাদের দুরবস্থা তাঁহার অজ্ঞাত থাকিত না।

একবার মাত্র পিতার সন্ধান লইয়াছিলাম। দেখিলাম, তিনি বহির্ব্বাটীতে নিজের ঘরে অসুস্থের ন্যায় শুইয়া আছেন। তিনি আহার করিলেন কি না, সে সংবাদও আমি রাখি নাই। যে যার মনের ভাব চাপিয়া সারাদিন অতিবাহিত করিয়াছি।

সারা দিবসের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া কেবল এক একবার প্রবল যাতনার তরঙ্গ আমার বুক চাপিয়া ধরিয়াছে। এক এক বার মনে হইয়াছে, এরূপ যাতনা সহ্য করা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। যাহা শুনিয়া আসিলাম, তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে আর আমার বাঁচিবার কোনও প্রয়োজন নাই কি বিভ্রাট! মনের এইরূপ অবস্থায় আমাকে আবার বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। একবার ইচ্ছা হইল, আত্মহত্যা করিয়া পিতার আয়োজন পণ্ড করিয়া দিই।

আমার বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না। আমাদের দশের যে পর্ণকুটীরে গোপাল ও তাহার পিতা বাস করিত, পাপিষ্ঠ শ্যাম তাহাদিগকে সেই গৃহ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য দগ্ধ করিয়া দিয়াছে; আর এই গৃহদাহ ব্যাপারে পিতারও সংস্রব আছে। পিতার সম্মতি না থাকিলে ক্ষুদ্র শ্যামের সাহস কি, আমাদের গৃহে অগ্নিসংযোগ করে? পিতা! পিতা!—বুক ফাটিয়া যায়—পিশাচ গোপালকে দগ্ধ করিয়াছেন। 'যদি সত্য হয়?'—ইহাতে আর 'যদি' নাই। আমি আমার অনুমানকে মিথ্যা করিবার জন্য – জগতের চারিদিক হইতে অনুকূল চিন্তা সকল আকর্ষণ করিতে পাগলের মত হাত বাড়াইয়াছি। একটি চিন্তাও আসিয়া পিতার পক্ষ সমর্থন করে নাই। প্রতিবারেই নরঘাতীর মূর্ত্তিতে পিতা আমার চিন্তার পথে বাধা দিয়া বুঝাইয়া বলিয়াছেন—"হতভাগ্য! তুই নরঘাতীর পুত্র।"

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই ঘটক আসিয়া সংবাদ দিল, আমার ভাবী শ্বশুর বারো জন লোক সঙ্গে লইয়া আমাদের গৃহে আসিতেছেন। তাঁহাদের

আসিবার কথা আমি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এই জন্ত বৈঠকখানা ভাল করিয়া সাজাইবার কিছু-মাত্র বন্দোবস্ত করি নাই। সংবাদ পাইবামাত্র আমি হরিয়াকে ঘর পরিষ্কার করিতে আদেশ দিয়া ও ভৃত্যদের পরিচর্য্যার জন্ত প্রস্তুত থাকিতে বলিয়া পিতার কক্ষে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, পিতা বালিসে ঠেশ দিয়া তখনও পর্য্যন্ত মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়াও আমি বলিলাম—"তাঁহারা আসিতেছেন। বাহিরে তাঁহা-দিগকে অভ্যর্থনা করিতে কেহ নাই।"

পিতা বলিলেন—"আমি যাহাদের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কি কেহই এখনও আসে নাই?"

"কৈ, এখনও ত কাহাকে দেখিতে পাইতেছি না।"

"তবে আমি যাইতেছি। তুমি ইহার মধ্যে পোষাক পরিয়া প্রস্তুত হইয়া থাক।"

"পোষাক পরিয়া কি করিব? আমি বিবাহ করিব না।"

"তুমি বিবাহ কর! তার পর তুমি আমাকে যা করিতে বলিবে, আমি করিতে প্রস্তুত আছি। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সর্ব্বস্ব গোপালকে দিলে যদি তুমি তুষ্ট হও, আমি সর্ব্বস্বই গোপালকে দান করিব।"

"আপনি ত বহুবার এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; কিন্তু আপনার প্রতিজ্ঞা থাকিল কৈ?"

এই কথা বলিবামাত্র পিতা চাবীর গুচ্ছ আমার দিকে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"এই নাও। এখন হইতে তুমি আমার সঞ্চিত অর্থের অধিকারী। তোমার জননীর নামে যে কোম্পানীর কাগজ আছে, আজ হইতেই তাহা তোমার। আমার নামে যাহা আছে, এই রাত্রিতেই তোমাকে লিখিয়া দিতেছি।"

আমি চাবী তাঁহার হাতে ফিরাইয়া দিতে গেলাম এবং বলিলাম, "আপনার সামগ্রী আপনি ইচ্ছামত দান করিবেন। আমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম। আপনার কথায় আমি সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম।"

পিতা আর চাবী গ্রহণ করিলেন না; বলিলেন—"যাহা ত্যাগ করিলাম, আর তাহা স্পর্শ করিব না। গোপীনাথ! এক দিন এক মুষ্টি অন্নের অভাবে কাতর হইয়াছিলাম। দারিদ্র্যের সে পেষণ মনে হইলে এখনও সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে। সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ অর্থের মুখ দেখিয়া মোহগ্রস্ত হইয়াছিল। বড় আগ্রহে আমি ঐশ্বর্য্যকে আঁকড়িয়া ধরিয়াছিলাম। আজ তার অসারতা উপলব্ধি করিতেছি। গোপাল মরিলে আমাকে হয় ত ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হইত, অথবা কারাগারে বাস করিতে হইত। সে দুর্ভাগ্য না হইলেও যদিই বা আমি মুক্তি পাইতাম, দেশ-ব্যাপী কলঙ্কে আমার মৃত্যুর অধিক যাতনা হইত, হয় ত আমাকে এই বয়সে আত্মহত্যাই করিতে হইত। তখন আমার ঐশ্বর্য্য ভোগ করিত কে? দগ্ধ গোপাল দামোদর মূর্ত্তিতে আমার চক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়াছে।"

"তবে কি সত্য সত্যই আপনি অপরাধী।"

"নিশ্চয়।" এই কথা বলিয়াই তিনি আসন হইতে উত্থিত হইলেন। আমি দেখিলাম, তাঁহার গণ্ডে অশ্রু পতিত হইতেছে। উঠিয়াই তিনি বলিলেন—"তবে এখন আর আমাকে প্রশ্ন করিও না।"

পিতার সে অবস্থা দেখিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। সেই চক্ষুজল হৃদয়ের সমস্ত যাতনা যেন গলাইয়া বাহিরে নিক্ষেপ করিল। আজ যথার্থ জীবনে আমি শান্তি লাভ করিলাম। পিতাও সেই নির্ম্মল সুখের অধিকারী হইয়াছেন, নিশ্চয় বুঝিয়া, আমি আর একবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি যাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, এমন অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। মান, যশও আপনি আকাঙ্ক্ষার অধিক প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু পিতা, একবার বলুন, আজ আপনি চিত্তে যে সুখ লাভ করিয়াছেন, আর কখনও সে সুখ পাইয়াছেন কি?"

পিতা উত্তর করিলেন—"এখনও তাহা বলিবার সময় আসে নাই। আগে গোপাল বাচুক, আগে আমি ব্রহ্মহত্যার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাই, তখন তোমার প্রশ্নের উত্তর দিব।"

এই বলিয়াই তিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আমিও গৃহাভিমুখে চলিলাম। চলিতে চলিতে একবার ভাবিলাম—"হায় দামোদর! ব্রাহ্মণের মোহ মুহূর্ত্তের ইঙ্গিতে যদিই বা দূর করিয়া দিলে, তা দিন কয়েক পূর্ব্বে দিলে না কেন? আমার মা, আমার মা—ব্রাহ্মণত্ব ফিরাইবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মা'টিকে কি ফিরাইয়া দিবে না?"

ইহার দুই ঘণ্টা পরে পাকা দেখার কার্য্য শেষ হইয়া গেল। আশীর্ব্বাদপ্রাপ্তি উপলক্ষে আমি

আমার ভাবী শ্বশুরকে ও তাঁহার সঙ্গীগুলিকেও দেখিলাম। পিতার নিমন্ত্রিত বন্ধুগণও সেখানে সমবেত হইয়াছিলেন। পিতার বন্ধু ও ভাবী শ্বশুরের সহচরগণ—এক দিকে শ্মশ্রু-গুম্ফবিরহিত অর্দ্ধ-মুণ্ডিত-মস্তক অধ্যাপকবর্গ, অপর দিকে আবক্ষলম্বিত শ্মশ্রুধারী শ্বশুরের শ্মশ্রুধারী সহচর ইংরাজীনবিশ বাবু। এক দিকে তর্কের আবেগে উচ্চ হাস্যে পৃষ্ঠস্পর্শী শিখাগুচ্ছের ঘন সঞ্চালন; অন্য দিকে ঈষৎ দন্তবিকাশে মৃদু হাস্যে আত্মগোপনের শ্মশ্রু-কণ্ডুয়ন। প্রবেশমুখে আমি সকলের লক্ষ্যস্থল হইলেও এবং সেই জন্য লজ্জায় ঈষৎ ভাবে আমার মস্তক নমিত হইলেও, আমি সে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারি নাই। এক দিকে সেই পূর্ব্ব যুগের পরিচ্ছদশোভিত বাঙ্গালীর খাঁটী জাতীয় চিত্র, অপর দিকে নানাপ্রকারের পোষাক-বিভূষিত নব্যবঙ্গের জাতি নামধেয় খিচুড়ী। দেখিয়া মনে হইল, কতকগুলা গম্ভীর-মূর্ত্তি পেচক সম্মুখের কোলাহলকারী স্ব স্ব নিরীহতায় নিশ্চিন্ত শ্বেত পারাবতগুলির সম্মুখে বসিয়া, চসমার অন্তরালে লোলুপ দৃষ্টি লুকাইয়া, গ্রাসের অবসর অপেক্ষা করিতেছে।

এ দৃশ্য সম্বন্ধে অধিকক্ষণ চিন্তা করিবার অবকাশ পাইলাম না। পিতার আদেশে প্রাচীরের ব্যবধান মত আমি এই উভয় দলের মধ্যে উপবিষ্ট হইলাম। নিমন্ত্রিত অধ্যাপকগণকে ও ভাবী শ্বশুরকে প্রণাম করিলাম। প্রচলিত বিধি অনুসারে শ্বশুর মহাশয় আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—অন্তঃপুরে শঙ্খ বাজিয়া উঠিল।

আশীর্ব্বাদ লইয়া ঘর হইতে বাহির না হইতে ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে কাঁসরের গম্ভীর আরাবে সমস্ত গৃহ পূর্ণ হইয়া গেল। বুঝিলাম, এ বাদ্যের সঙ্গে আমার আশীর্ব্বাদের সম্বন্ধ নাই। চূড়ামণি আজ অতি উল্লাসে মা লক্ষ্মীর পূজা করিতেছে।

এত উল্লাসধ্বনি আমার শ্বশুর ও তৎসহচরগণের শ্রুতি-সুখকর হইবে না মনে করিয়া, আমি তাঁহাকে একটু মৃদুভাবে আরতি করিবার জন্য অনুরোধ করিতে দ্রুতপদে বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া দেখি, অগণ্য রমণী কর্ত্তৃক ঠাকুরঘরের দ্বার অবরুদ্ধ হইয়াছে। সেই প্রাচীর ভেদ করিয়া চূড়ামণির সমীপস্থ হইয়া তাহাকে কথা বলা অসম্ভব বোধে, আমি দূর হইতেই চীৎকার করিয়া বলিলাম—"ওগো, তোমরা একটু পূজার আগ্রহ কমাইয়া দাও।"

পশ্চাৎ হইতে এক জন মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন গো?"

কে কথা কহিতেছে, তাহা লক্ষ্য না করিয়া আমি উত্তর করিল্যাম, "তোমাদের ভক্তির উচ্ছ্বাসে বাহিরের ভদ্রলোকগুলির যে প্রাণ যায়!"

"গাছে না উঠিতেই এক 'কাঁদি'! সে কি ঠাকুরপো, শ্বশুরের জন্য এরই মধ্যে এত মমতা?"

"এ কি বউঠাকরুণ! তুমি! তুমি আসিয়াছ?"

"কেন, কি হইয়াছে, তা আসিব না? শুধু আমি আসি নাই, দুর্গাকে আনিয়াছি।"

"দুর্গা? কোথায়?"

"ঠাকুরঘরের ভিতরে রাখিয়া আসিয়াছি।"

"মা?"

"তিনিও ঘরের মধ্যে আছেন। তবে এখনও তিনি দুর্গার পরিচয় পান নাই। তোমাকে অনুরোধ করি, আমার আসার কথা এখন কাহারও কাছে প্রকাশ করিও না।"

"গোপালের খবর কি?"

"আজ সে সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না। যে ভাবে আমার দিন গিয়াছে, তাহা ত তুমি বুঝিতেই পারিতেছ! বিশেষরূপে আমি তাহার খবর লইতে পারি নাই। স্বামী সর্ব্বদা কাছে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেছেন। সেই জন্য খবর লইবার আমি তত প্রয়োজন বোধ করি নাই। প্রাতঃকালের ঘটনার চিন্তাতেই আমার সারা দিন কাটিয়াছে। আমি এক দণ্ডের জন্যও স্থির হইতে পারি নাই। এখনও আমি স্থির নহি।"

শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনির মধ্যে বহুকষ্টে আমরা পরস্পরের সহিত কথা কহিতেছিলাম। সহসা আরতি বন্ধ হইয়া গেল এবং রমণীগণ-মধ্যে একটা প্রবল কোলাহল উত্থিত হইল। ডাক্তার বাবুর স্ত্রীও চক্ষের নিমেষে অন্তর্হিত হইলেন।

সহসা আরতি বন্ধ হইবার কারণ জানিবার জন্য আমি ব্যাকুল হইলাম। কিন্তু বাহিরের কোন স্ত্রী-লোকই আমার প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারিল না। তখন ভিড় ঠেলিয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিবার সঙ্কল্প করিলাম। অতি কষ্টে দ্বারের সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখি, জননী মূর্চ্ছিতা—লক্ষ্মীদেবীর সম্মুখে

ভূমিতে পতিতা রহিয়াছেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার মুখে জলসেচন করিতেছে, চারিধারে ঘেরিয়া রমণীগণ ক্রন্দন করিতেছে। পদতলে দুর্গা বসিয়া অবনত মস্তকে মায়ের দুইটি চরণ ক্ষুদ্র অঙ্কে ধারণ করিয়াছে। ইহা দেখিয়া যেমন আমি পাগলের মত গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে যাইতেছি, অমনি পশ্চাৎ হইতে কে আমার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিল, আর বলিল, "হতভাগা, কোথায় যাইতেছিস্?"

ফিরিয়া দেখি, সে আর কেহ নহে—সেই যমকিঙ্করীরূপিনী সন্ন্যাসিনী। আমি তাহাকে দেখিবামাত্র মন্ত্রমুগ্ধ স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইলাম। বৃদ্ধা বলিতে লাগিল, "আগে এ পবিত্র গৃহে প্রবেশের উপযুক্ত হ', তবে প্রবেশ করিবি।"

বুড়ী হাত ধরিয়া আমাকে সেখান হইতে লইয়া যাইবার জন্য টানিতে লাগিল। আমি সাহস করিয়া তাহার হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য টান দিলাম, ফলে ভূমিতে পতিত হইলাম। তখন স্থির করিলাম, উঠিয়া বুড়ী বেটীকে লাঠীপেটা করিব, কিন্তু কোথায় বৃদ্ধা? দণ্ডায়মান হইয়া দেখি, বৃদ্ধা নাই। তৎপরিবর্ত্তে ডাক্তার বাবুর স্ত্রী আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন্। অন্যান্য রমণীগণ যেমন ঘরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এখনও তেমনি দাঁড়াইয়া আছে। আমার অবস্থার দিকে তাহারা একবারও দৃকপাতও ক'রে নাই।

ডাক্তার বাবুর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এখানে বুড়ী বেটী ছিল, কোথায় গেল?"

"কোথায় আর যাইবে। বুড়ী বেটী এই যে তোমার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।"

"না, না!—এই যে বেটী আমার হাত ধরিয়া টানিতেছিল।"

"কেহই তোমার হাত ধরিয়া টানে নাই। তুমি আপনা আপনি মাটীতে পড়িলে, আমি তাই দেখিয়া তোমাকে তুলিতে আসিয়াছি।"

"তুমি সত্য বলিতেছ?"

"তুমি গুরুজন, তোমাকে কি আমি মিথ্যা বলিতে পারি? তুমি আর বিলম্ব করিও না। তোমার ভাবী শ্বশুর ও তাঁহার সঙ্গিগণের আহারের কত দূর উদ্যোগ হইল, দেখিয়া আইস। বাহিরে কেহ যেন ঘুণাক্ষরে মায়ের অসুখের কথা না জানিতে পারে। জানিলে, সমস্ত উদ্যোগ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কেহই আহার করিতে চাহিবেন না। মা সুস্থ হইয়াছেন। সারা দিন নিরম্বু উপবাসে মা মা-লক্ষ্মীর ভোগ রাঁধিয়াছেন। শরীর দুর্ব্বল। দুর্গাকে দেখিয়া অতি উল্লাসে মা সংজ্ঞা-হারা হইয়াছিলেন।"

বাস্তবিকই ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখি, মা বসিয়াছেন। দুর্গা শোভাময় রূপ লইয়া তাঁহার অঙ্ক আশ্রয় করিয়াছে।

দেখিয়া, আর কোনও কথা না কহিয়া আমি বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলাম।

ইহার অল্পক্ষণ পরেই আগন্তুকগণের পরিচর্য্যা আরম্ভ হইল। মাছ, মাংস বাড়ীর ধারে আসিতে পায় নাই। পূর্ব্বপ্রথামত আতপ তণ্ডুলের অন্ন ও নিরামিষ ব্যঞ্জন দেবীর ভোগের জন্য নিবেদিত হইয়াছিল।

বহুকাল হইতে আমাদের দেশে, রাত্রির ভোজে 'শাদা ভাতের' ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছে। অতি দরিদ্রও, যেমন করিয়াই হউক, নিমন্ত্রিতগণকে লুচি-সন্দেশ খাওয়াইয়া থাকে। সুতরাং আমাদিগের সকলকেই এ প্রথা-বহির্ভূত তুচ্ছ আয়োজনের জন্য বিশেষ সঙ্কুচিত হইতে হইল। পিতা সকলের সম্মুখে-বিনীত ভাবে কৈফিয়ত দিলেন। বলিলেন, "নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকায়, আজ যে লক্ষ্মীপূজা, তাহা আমার মনে ছিল না। নহিলে এ দিন আমি আশীর্ব্বাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিতাম না। আজ আমার গৃহে শাকান্ন ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর প্রবেশাধিকার নাই। আপনাদের আবাহনের অমর্য্যাদা করিতেছি বুঝিয়া সসঙ্কোচে এই তুচ্ছ খাদ্য উপস্থিত করিতেছি।"

পিতার এইরূপ বিনয়-বচনে ও আহার্য্যের দুরবস্থা শুনিয়া শ্বশুরের অধিকাংশ সহচরের মুখ ম্লান হইয়া গেল; তাঁহারা প্রায় সকলেই শ্বশুর মহাশয়ের সান্ধ্যভোজের সহচর। কিন্তু কি করিবেন। তাঁহারা কন্যাপক্ষীয়। কন্যাপক্ষীয়ের আবার অভিমান কি? সুতরাং সকলেই শ্বশুরের সঙ্গে মুখের কাষ্ঠহাসির ভিতরে অন্তরের ভাব লুকাইয়া পিতার অনুরোধ রক্ষার্থ আহার করিতে বসিলেন।

পরিচর্য্যার জন্য চূড়ামণি দুই জন ব্রাহ্মণকে সঙ্গে আনিয়াছিল। পূজান্তে তাহাদের সঙ্গে সে নিজেও কোমর বাঁধিয়া পরিবেশনে যোগ দিল।

প্রথম প্রথম সকলেই পক্ষাঘাত রোগগ্রস্তের মত অতি ধীর ভাবে—যেন কত অনিচ্ছায়—অন্নের

সহিত ব্যঞ্জন মুখে তুলিতে লাগিলেন। ক্রমে হস্তের উত্থান-পতন দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতে লাগিল। একের পর এক করিয়া তুচ্ছ শাকাদির ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধমূর্ত্তি তাঁহাদের পাত্রে পড়িতেছে, কিন্তু কোন ভাগ্যবান্ 'তরকারী' পাত্রে পড়িয়া আপনার শ্রীমূর্ত্তি অধিকক্ষণ দেখাইবার অবসর পাইতেছে না। প্রথমে ভোজন কার্য্য নীরবে চলিতেছিল। ক্রমে দুই এক জনের কথা ফুটিল। দুই একটা তরকারী দুই এক জনের উদরস্থ হইবার জন্য পুনরাহুত হইতে লাগিল। কেহ এটা চাহিল, কেহ সে তরকারীটা চাহিল। ক্রমে সকলের মধ্যেই চাওয়াচায়ির ধুম পড়িয়া গেল। শেষে সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি উঠিল, "এরূপ অমৃত আর কখন আমরা মুখে তুলি নাই।"

একের পর এক করিয়া পায়স-পিষ্টকাদি লইয়া প্রায় পঞ্চাশৎ প্রকার খাদ্যে তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করা হইল। প্রত্যেক খাদ্যই উদরস্থ হইয়া বহু প্রশংসাবাক্য কর স্বরূপ তাঁহাদিগের মুখ হইতে বাহির করিল। আমার ভাবী শ্বশুর আহারান্তে মুখপ্রক্ষালনাদি কার্য্য সমাপন করিয়া বিদায় গ্রহণ সময়ে বলিলেন,—"যে মুহূর্ত্তে আমি কন্যাকে আপনার পুত্রবধূ করিতে পারিব, আমি জানিব, তাহা আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্ত। আমি জীবনে সর্ব্বপ্রথম দাম্ভিকতার ও অসংযমের শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের ঘরের সচ্ছন্দ-বনজাত শাকান্নে এত রস লুকান আছে, কর্ম্মদোষে এতকাল আমি বুঝিতে পারি নাই।"

পিতা এই সময়ে উত্তর করিবার অবকাশ পাইলেন। তিনি বলিলেন—"আপনারা মাংসাদিতে অভ্যস্ত জানিয়া, প্রাতঃকালে আমি তাহারই আয়োজন করিতে পুত্রকে উপদেশ দিয়াছিলাম। আমার স্ত্রী তাহা হইতে দেন নাই। এই জন্য আমাকে বিশেষ চিন্তিত হইতে হইয়াছিল। আপনাদিগকে আজ আসিতে নিষেধ করিবারও আমার ইচ্ছা হইয়াছিল; একটা বিশেষ ঝঞ্চাটে পড়িয়াছিলাম বলিয়া নিষেধ করিবার অবকাশ পাই নাই।"

পিতার এইবাক্য শুনিয়া শ্বশুরের এক সহচর বলিয়া উঠিলেন,—"আপনার ঝঞ্চাট আমাদের বন্ধুর বার্য্য করিয়াছে।"

সকলেই সহাস্যে তাঁহার কথার অনুমোদন করিলেন। কেহ কেহ মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণের বায়না দিয়া রাখিলেন। চূড়ামণি এই অবকাশে দুই একটা কথা বলিয়া লইল। আজ তার মায়ের গৌরবকথা সে শুনিতেছে। সে চুপ করিয়া থাকিবে কেন? সে বলিল—"লক্ষ্মীর পূজা, লক্ষ্মী নিজে বসিয়া পাক করিয়াছিলেন। মা বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার কতকগুলা সন্তান আসিতেছে, যাহাদের বিদ্যা আছে, কিন্তু চৈতন্য নাই; ঐশ্বর্য্য আছে, কিন্তু অন্ন নাই।"

আরও কত কি সে বলিবার উদ্যোগ করিতেছিল, পিতা তিরস্কারে তাহাকে নিরস্ত করিলেন। আমার শ্বশুর বলিলেন, "ব্রাহ্মণ সত্য বলিয়াছে, তাঁহাকে তিরস্কারের কোনও প্রয়োজনই নাই।" এই বলিয়া তিনি চূড়ামণিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"ভাই চূড়ামণি! তোমার মাকে বলিও, আমার কন্যার হস্ত ধরিয়া আমি তাঁহার গৃহে আশ্রয়-ভিখারী হইয়া উপস্থিত হইয়াছি। করুণাময়ী অমৃতের আস্বাদ দিয়া আজ যে মরণোন্মুখ ব্রাহ্মণ-সন্তানকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন, সে তাঁহার করুণা, এ জীবনে বিস্মৃত হইব না। ইহার পরেও আমি যেন সে করুণা হইতে বঞ্চিত না হই।"

চূড়ামণি সোল্লাসে মস্তকের স্খলিতবন্ধন সুদীর্ঘ-শিখার উপরে দুইহস্তে প্রহারকার্য্য নিষ্পন্ন করিতে করিতে শ্বশুরকে আশ্বাস দিতে লাগিল। তাই শুনিয়া আশ্বস্ত শ্বশুর সদলে বিদায় লইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এই লক্ষ্মীপূজার দিন আমার চিরস্মরণীয়। এই একদিনে—দিনের এক মুহূর্ত্তে,—আমাদের পিতৃ-পিতামহ প্রতিষ্ঠিত শান্তির আলয়খানি ভূমিসাৎ হইবার পূর্ব্বক্ষণে দেবতার কৃপায় দৃঢ়ভিত্তিতে পুনঃ স্থাপিত হইয়াছিল। দেবতার অশ্রুজলে গৃহদেহস্থ আবর্জ্জনারাশি বিধৌত হইয়া, নবারুণের কাঞ্চন-রাগে রঞ্জিত হইয়াছিল।

অতীতের সেই দূরাবকাশ হইতে সে দিবসের প্রতিঘটনা যথার্থই দেবতার মূর্ত্তি ধরিয়া আমার চক্ষে প্রতিফলিত হইতেছে। আমি দেখিতেছি, প্রবল ভোগবাসনা, দম্ভ, অবিশ্বাস, অনাচার প্রভৃতি কতকগুলা আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় জীবনের রাক্ষস-রাক্ষসীর মূর্ত্তি ধরিয়া, বাহির হইতে

আমাদিগের আশ্রম-কুটীরপৃষ্ঠে আঘাত করিতেছে। আমরা আপাতমধুর উচ্ছৃঙ্খলতার মোহে, সভ্যতার চসমায় চক্ষুলজ্জা আবৃত করিয়া আগ্রহে তাহার পতন-মুহূর্ত্ত প্রতীক্ষা করিতেছি। দেখিতে দেখিতে কোথা হইতে দেবীশ্রী আসিয়া নিজের অধিকার বজায় রাখিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। আমাদের অত্যাচারে নিরাভরণা তথাপি স্বরূপের উজ্জ্বলতায় ঘরখানি আলোকিত করিয়া দেবী আসন পাতিয়া বসিল; অমনি চারিদিক্ হইতে হিন্দুকুললক্ষ্মী—তাঁহার সহচরীগণ—গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঘরখানির দেওয়ালে পৃষ্ঠ দিয়া দাঁড়াইল। রাক্ষস-রাক্ষসীর আক্রমণ ব্যর্থ হইল।

সে রাত্রিতে আমাদের কাহারও নিদ্রা হইল না। আমাদের না উল্লাস, না অবসাদ, না হর্ষ, না বিষাদ। সুখদুঃখের ব্যবধানমধ্যে কোন প্রকারে নিজ নিজ অস্তিত্ব লুকাইয়া আমরা সে রাত্রি যাপন করিলাম।

এই রাত্রিতে পিতার কাছে দুর্গার পরিচয় হইল। চিরাগত প্রথামত সমস্ত নিমন্ত্রিতের ভোজনান্তে যখন আমরা পিতাপুত্রে দেবীর প্রসাদ গ্রহণে বসিলাম, তখন দুর্গাই আমাদিগকে অন্ন পরিবেশন করিল। আমাদিগকে অন্নদান করিয়া আমাদের কুলভক্তা হইল। ডাক্তার বাবুর স্ত্রী পিতার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া স্বামীর আচরণের জন্য বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আমি এই রাত্রিতে সর্ব্বপ্রথম লতিকার কমনীয়তার সম্মুখে জ্ঞান-কর্কশ আকাশ-স্পর্শী শালতরুর অবনমন নিরীক্ষণ করিলাম। কলিকাতা-সমাজের শ্রদ্ধার পাত্র, আবাল-বনিতা-বৃদ্ধের নমস্য আমার পণ্ডিতাগ্রগণ্য পিতা ডাক্তার বাবুর স্ত্রীকে প্রতি-প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন,—“কিসের ক্ষমা মা? আগে জানিতাম না, তোমার স্বামী আমার ও আমার বংশের চিরহিতৈষী। এখন জানিলাম, তিনি আমার গুরু। তিনি এই অভিমানান্ধের চক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়াছেন। তবে এখন আমি কোন কথা কহিতে পারিব না। আমাকে আজ রাত্রির মত তোমরা সকলে ক্ষমা কর। যদি দামোদর মুখ রক্ষা করেন, যদি গোপাল বাঁচে, তবেই তোমার স্বামীর সঙ্গে আবার কথা কহিবার আমার অধিকার হইবে।”

মাতা একে দুর্ব্বল, তাহার উপর রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত উপবাসিনী। দুর্গার প্রথম দর্শনের উল্লাসবেগ তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। এই জন্য আমাদের কেহই সে রাত্রিতে তাঁহাকে গোপালের কথা শুনাইতে সাহসী হইলাম না।

দুর্গা সারারাত্রি আমাদের ঘরেই রহিল, মা তাহাকে রাত্রির মধ্যে আর একদণ্ডও কাছছাড়া করেন নাই। ডাক্তার বাবুর স্ত্রীও সে রাত্রিতে বাড়ী যাইবার অবকাশ পান নাই, কেন পান নাই, তাহার কারণ পরে বুঝিতে পারিলাম। সারারাত্রি জাগরণ ভোরে বিশ্রাম লইতে গেলে পাছে বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইতে হয়, এই ভয়ে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া কোম্পানীর বাগানে বেড়াইবার জন্য আমি বাটীর বাহির হইতেছিলাম। সেই সময়ে ডাক্তার বাবুর স্ত্রী আমার কাছে আসিয়া চুপি চুপি বলিলেন—“গোপীনাথ, আমাকে একটু সাহায্য করিতে হইবে।”

আমি কি করিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন যে, তাঁহাকে বাড়ী পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেটা এমন কিছু কঠিন কার্য্য নয় যে, তাহার জন্য আমাকে তাঁহার অনুরোধ করিতে হয়। তিনি ইচ্ছা হইলেই আমাদের বাটীতে আসিতেন এবং ইচ্ছামত চলিয়া যাইতেন। আমার অজ্ঞাতসারে তাঁহার এইরূপ কতবার যে আগম-নির্গম হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। নিজেদের গাড়ী না থাকিলে আমাদের গাড়ী করিয়া তিনি কতবার গৃহে ফিরিয়াছেন। সে কার্য্যে মা কিংবা তিনি আমাদের সম্মতির অপেক্ষা রাখিতেন না, ভৃত্য কিংবা দাসীগণের যাহাকে হউক এক জনকে দিয়া কোচোয়ানকে আদেশ করিয়া পাঠাইতেন।

আমি বলিলাম—“এ কার্য্যের জন্য আমাকে আদেশ করিতেছেন কেন? চাকর-দাসীরা কি কেহই জাগিয়া নাই?”

তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন—“চাকর-দাসীর কাজ হইলে তোমার কাছে আসিব কেন? আমার বাড়ীর অবস্থা তুমি নিজে চক্ষে একরূপ দেখিয়াই আসিয়াছ। আমি দুর্গাকে লইয়া রাত্রিতেই ফিরিতে আদিষ্ট হইয়াছিলাম; কিন্তু মা দুর্গাকে এমন করিয়া জড়াইয়াছেন, আমি তাঁহার নিকট হইতে চাহিতে সাহসী হইতেছি না।”

“আমিই বা কেমন করিয়া বলিব?”

"অথচ বলিতেই হইবে। ঠাকুরই আমাকে দুর্গাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন। অন্যে বলিলে আমি ফেলিয়া যাইতাম।"

"আপনিই, কি মায়ের কাছে দুর্গার পরিচয় দিয়াছেন?"

"আমি দিই নাই। হয় দুর্গা নিজে দিয়াছে, নয় মা নিজের অন্তর্দৃষ্টির বলে তাহাকে জানিতে পারিয়াছেন। পাছে মা আমাকে প্রশ্ন করেন, এই জন্য আমি বালিকাকে দূর হইতে মাকে দেখাইয়া দিয়াছিলাম। দুর্গাকে আনিবার সময় আমি ঠাকুরের অনুমতি লইতে যাই। সেই সময় তিনি দুর্গাকে বলিয়াছিলেন, যদি দেবতার সম্মুখেও তুমি মাকে প্রথম দর্শন কর, তাহা হইলে আগে মাকে প্রণাম করিয়া তবে দেবতাকে প্রণাম করিও। দুর্গা যদি তাই করিয়া থাকে এবং তাহাতেই মা যদি সমস্ত বুঝিয়া থাকেন।"

"গোপাল কেমন আছে?"

"আমি নিজে গোপালকে দেখি নাই। তবে বাবুর মুখের অবস্থা দেখিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, গোপাল ভাল নাই।"

"বেশ, আমি মাকে বলিতে চলিলাম।"

"মাকে বলিবে, তাহার পিতার পিসীমা আসিয়াছেন। তিনি দুর্গাকে কালীঘাটে লইয়া যাইবেন।"

"এ কি সত্য কথা?"

"যাইবার কথা আছে। তবে আজই যে যাইবেন, এমন কথা নাই। গোপাল যত দিন সুস্থ না হয়, তত দিন বোধ হয় যাওয়া হইবে না।"

"শুন বউঠাকরুণ, আমি মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছি, মায়ের কাছে আর মিথ্যা কহিব না।"

"বেশ, তবে সত্যই বলিও।"

আমি মায়ের কাছে যাইবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় মা নিজেই আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই ডাক্তার বাবুর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁ বউমা, বালিকার কুশণ্ডিকা হয় নাই? তাহার মাথায় আয়তির চিহ্ন দেখিলাম না কেন?"

ডাক্তার বাবুর স্ত্রী বলিলেন—"হয় নাই।"

"ব্যাঘাত ঘটিয়াছে?"

"ব্যাঘাত ঘটিয়াছে।"

"গোপাল আমার বাঁচিয়া আছে ত?"

"বালাই, গোপাল বাঁচিয়া থাকিবে না কেন?"

"তবে কুশণ্ডিকা হইল না কেন?"

ডাক্তার বাবুর স্ত্রী উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, আমি অবকাশ পাইয়া বলিলাম—"গোপাল হঠাৎ অসুস্থ হইয়াছে।"

"সত্য কথা বল গোপীনাথ, সংশয়যুক্ত কথা কহিতেছ কেন?" এই বলিয়া পিতা আমাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"বল, গোপাল দগ্ধ হইয়াছে। আর বল, আমিই তাহাকে দগ্ধ করিয়াছি।"

এই কথা শুনিবামাত্র মাতা স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইলেন। তার পর পিতার মুখপানে চাহিয়া কি বুঝিলেন। বুঝিয়া বলিলেন—"গোপাল কোথায়?"

আমি বলিলাম—"ডাক্তার বাবুর বাটীতে।"

মা ডাক্তার বাবুর বাটীতে যাইবার জন্য পিতার অনুমতি চাহিলেন।

পিতা বলিলেন—"তুমি কি আমার কথায় বিশ্বাস করিলে না?"

মা উত্তর করিলেন—"এ অসম্ভব কথায় কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব?"

পিতা। না ব্রাহ্মণী, সত্য সত্যই আমি গোপালকে দগ্ধ করিয়াছি। কেমন করিয়া করিয়াছি, বলি শুন।

মাতা। তোমার কিছুই বলিতে হইবে না। আমি গোপালকে দেখিতে যাইব, তুমি অনুমতি দাও।

পিতা। যাও। গোপালকে বাঁচাইতে যত অর্থ ব্যয় করিতে ইচ্ছা কর, করিতে পার। আমাকে তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

মাতা। তোমার মুখ দেখিয়া বুঝিতেছি, সারা-রাত্রির মধ্যে তুমি একবারের জন্যও চোখ বুজ নাই। ঘরে গিয়া বিশ্রাম কর। বাস্তবিকই যদি গোপাল দগ্ধ হইয়া থাকে, তাহার অদৃষ্ট তাহাকে দগ্ধ করিয়াছে। তুমি বিজ্ঞ পণ্ডিত, সমস্তই জান। জানিয়া শুনিয়া এ কি মূর্খের মত কথা কহিতেছ? বিশ্রাম নাও, আমি গোপালকে দেখিয়া সত্বরই ফিরিতেছি।

পিতা। তোমার মনে যে কত প্রকারে কষ্ট দিয়াছি, তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণী,

তাহাতেও আমার মনের ক্ষোভ মিটে নাই। সেই জন্য আমি—

মাতা। তুমি আমাকে কোন কষ্ট দাও নাই। পূর্ব্বজন্মে বহু তপস্যা করিয়া তোমাকে পাইয়াছি। ওরূপ কথা তুমি আর কখনও মুখে আনিও না। সংসার বিষম স্থান। এখানে সকল সময়ে ভালমন্দ বিচার করিয়া কাজ করিবার সুবিধা হয় না। কখন কি ভুল করিয়াছ, তাই কি আমি চিরকাল মনে করিয়া রাখিব? আমিও ত তোমার উপর সময়ে অসময়ে কত অভিমান করিয়াছি। তুমি ওরূপ কথা আর কহিও না, তা হইলেই আমার মনে কষ্ট হইবে।

পিতা। বেশ, আর বলিব না। তবে একটা কথা বলি, যদি গোপালকে বাঁচাইয়া ব্রহ্মহত্যার পাতক হইতে আমাকে রক্ষা করিতে পার, তবেই তোমার সতীত্বের মহিমা আমি হৃদয়ঙ্গম করিব।

তড়িতাহত হইলে মানুষের সর্ব্বশরীর যেমন শিহরিয়া উঠে, পিতার মুখের এই মর্ম্মভেদী কথা শুনিবামাত্র মাতা সেইরূপ শিহরিয়া উঠিলেন। আমি দেখিলাম, মাতা যেন অতি কষ্টে প্রকৃতিস্থ হইতেছেন। পিতার কথার উত্তরে তিনি আর কোনও কথা কহিলেন না। আমি স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া, ডাক্তার বাবুর স্ত্রীও স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া, প্রকৃতিস্থ হইয়াই মা নীরবে সাষ্টাঙ্গে পিতার চরণে প্রণাম করিলেন। তার পর উঠিয়াই ডাক্তার বাবুর স্ত্রীকে বলিলেন—"বৌমা, দুর্গাকে শয্যা হইতে কোলে তুলিয়া লইয়া আইস।"

ডাক্তার বাবুর স্ত্রী দুর্গাকে আনিতে চলিলেন, পিতা স্থানত্যাগ করিলেন। সেখানে রহিলাম, আমি আর মা। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মা, আমার কি কর্ত্তব্য?"

"কি, বিবাহের কথা?"

"কেমন করিয়া করিব?"

"সব মীমাংসা এক সঙ্গে হইবে।"

"আমি সমস্ত ঘটনা বলিয়া, তাহাদের নিষেধ করিয়া পাঠাই।"

এক অপূর্ব্ব ভাবগম্ভীর বাক্যে মা আদেশ করিলেন, "না।"

"তবে আমি তোমার সঙ্গে যাই?"

"না।"

"ভাল, তোমার সঙ্গে যাইতে যদি নিষেধ করিলে, তাহা হইলে, একটু পরে যাইব বল।"

আরও গম্ভীরতর স্বরে মা উত্তর করিলেন—"না। আমি যতক্ষণ না ফিরিতেছি, ততক্ষণ গৃহত্যাগ করিও না। তুমি শীঘ্র কোচোয়ানকে বলিয়া আমার গাড়ীর ব্যবস্থা কর।"

এই বলিয়াই মা মুহূর্ত্তে সে স্থান ত্যাগ করিয়া ঠাকুর ঘরের অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

আমিও মায়ের আদেশ পালন করিতে বহির্ব্বাটীতে চলিলাম।

যাইতে যাইতে মায়ের অপূর্ব্ব চরিত্র সম্বন্ধে একবার চিন্তা করিয়া লইলাম। অন্য সময় হইলে গোপালের বিপদের কথা মায়ের কর্ণগোচর হইবামাত্র মা নিশ্চয়ই মূর্চ্ছিতা হইতেন, অথবা এতই ব্যাকুল হইতেন যে, তাহা আমাদিগের পক্ষে মূর্চ্ছার অধিক যন্ত্রণাদায়ক হইত।

কিন্তু সে দিন পিতার সেই ব্যাকুলতা ও অনুতাপ বিদগ্ধ হৃদয়ের প্রতিবিম্বস্বরূপ মুখের শ্রী, মায়ের ব্যাকুলতাকে যেন কোন দিগন্তে ভাসাইয়া দিল। গোপালের অসুস্থতার কথা শুনিবামাত্র মায়ের মুখে অন্তর্যাতনার গাঢ়চ্ছায়া আমি লক্ষ্য করিয়াছি। তার পর স্বামীর অনুশোচনা শ্রবণে মর্ম্মপীড়িতা সতীর শ্রীমুখের ভাবপরিবর্ত্তনও আমি লক্ষ্য করিয়াছি, আজিও পর্য্যন্ত সে মুখসৌন্দর্য্য আমার মানসপটে অঙ্কিত রহিয়াছে।

কিন্তু পিতার শেষ কথায় জননীর মুখ সহসা যে ভাব ধারণ করিয়াছিল, কোন কুশলী শিল্পী যুগান্তব্যাপী কল্পনার সাহায্যেও তাহা অঙ্কিত করিতে পারে কি না সন্দেহ। আমি তাহা পলমাত্র সময়ের জন্য দেখিয়াছিলাম। দেখিবার সঙ্গে সঙ্গেই যে মাথা নামাইয়াছিলাম, সে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তুলিতে পারি নাই। এখনও পর্য্যন্ত সে স্মৃতির ক্ষীণস্পর্শ হৃদয়-যন্ত্রটিকে ওতপ্রোত করিয়া আমাকে আত্মহারা করিয়া ফেলে।

সতী আজ পরীক্ষায় পড়িয়াছেন। বুঝিয়াছেন, গোপাল হয় মরিয়াছে, নয় তার মরিতে বিলম্ব নাই। দূর যুগান্তে স্বপ্নসারাংশগঠিত কাননমধ্যে এক সতী মৃত স্বামীকে যমের মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। নিতান্ত জ্ঞানগৌরবহীন নিরক্ষর ভিন্ন এই উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানবিজিত বাক্যে আর কেহ এ কথা বিশ্বাস করে না। এই দুর্দ্দিনে

অবিশ্বাসের সূচীমুখ অগণ্য দৃষ্টির সম্মুখে স্বামীর আদেশে আর এক সতীকে মৃত অথবা মরণোন্মুখ সন্তানকে যমের আয়ত্ত হইতে ছিনাইয়া আনিতে হইবে। কি বিষম পরীক্ষা! পিতা এক লোষ্ট্র-নিক্ষেপে দুই পক্ষীকে আহত করিয়াছেন। গোপালের প্রাণ বাঁচাইতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে মায়ের সতীত্বের পরীক্ষা হইবে। এই ভীষণ পরীক্ষামুখে পড়িয়া উপবাসক্লিষ্টা জননীর ক্ষীণ শোণিত-প্রবাহে অবসন্নপ্রায় শরীরযন্ত্র প্রচণ্ড তড়িতাহতের ন্যায় প্রবলবেগে যেন ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তমধ্যে শোক-তাপ তাঁহার অন্তর হইতে দূরে পলাইল। সে মনে তন্মুহূর্ত্তে কোন্ দেবতার শক্তি প্রবেশ করিয়াছিল জানি না, প্রকৃতিস্থা হইবার সঙ্গে সঙ্গে মা যেন একবার ধরিত্রীর বুকে বিশ্বম্ভরের ভারে বামচরণ স্থাপিত করিয়াছিলেন।

মায়ের সে বিষম অবস্থা সবেমাত্র দুইজনে দেখিয়াছি। আমি ও পিতার সেই মর্ম্মবিকম্পী বাক্যশ্রবণে স্তম্ভিতপ্রায়া এক রমণী। আমাদের মধ্যে কে কি বুঝিয়াছিল জানি না। কিন্তু যে বুঝিয়াছিল, সেই বিশ্বপালিকা প্রকৃতি, মায়ের এই বিষম বিপদ সময়ে সহানুভূতি না দেখাইয়াই হাসিল। উপরে চাহিয়া দেখিলাম, তীব্র শরজালের মূর্ত্তি ধরিয়া ঊষার উল্লাস আকাশমার্গে ছুটিতেছে।

মা চলিয়া গেলে আমি একবার নবোদিত রবিকিরণপ্লাবিত ক্ষুদ্র জলদখণ্ডব্যবহিত নীললোহিত-বর্ণা গগন-প্রকৃতিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলাম। তার পর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যুক্তকরে বলিলাম—"হাসিতেছিস্ কি জগদম্বিকে! এ পরীক্ষা আমার মায়ের নহে—এ পরীক্ষা তোর। ধর্ম্মের ভিত্তি, এক ব্রাহ্মণ-পরিবারের স্থিতি, তোর আশ্বাসবাণীর উপর নির্ভর করিতেছে।"

মা ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে গিয়াছেন। আমরা পিতাপুত্রে উৎকণ্ঠার সহিত প্রত্যা-গমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। নয়টা বাজিয়া গেল, মাতা ফিরিলেন না। তখন হরিয়াকে সংবাদ লইতে পাঠাইলাম। বেলা দ্বিপ্রহর হইয়া গেল, হরিয়া ফিরিল না। তখন নানা বিভীষিকায় আমাদের মন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ পিতা ভয়ে সংজ্ঞাশূন্যের মত হইয়া পড়িলেন। আমি মনের যন্ত্রণা মনে চাপিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে করিতে কহিলাম—"কোনও একটা দুর্ঘটনা ঘটিলে, আমরা নিশ্চয় এতক্ষণে তাহা জানিতে পারিতাম। কেহ না কেহ আমাদের খবর দিত। আমার মনে হয়, খুল্ল-পিতামহের অনুরোধে মায়ের আসিতে বিলম্ব হইতেছে। আপনি অপেক্ষা করুন, আমি নিজেই যাইয়া সংবাদ আনিতেছি।"

পিতা তখনও পর্য্যন্ত মুখে জল দেন নাই। আমি তাঁহাকে স্নানাদি কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহার গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম।

কিন্তু কোথায় যাইব? যাইবার নামে, উঠানে পা দিতে আমি বিভীষিকা দেখিতেছি। প্রতি উদ্যম-মুখে মনে হইতেছে, গোপালের মৃত্যুকথা আমাকে প্রথমেই শুনাইবে বলিয়া কে যেন বহির্ব্বাটীর দ্বারে কবাটের অন্তরালে মুখ লুকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও বাটীর বাহির হইতে পারিলাম না। তখন মনে করিলাম, এতক্ষণ যখন অপেক্ষায় আছি, তখন আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষায় রহিব। যদি ইতিমধ্যে মা অথবা হরিয়া ফিরিয়া না আসে, তখন বাধ্য হইয়াই আমাকে বাটীর বাহির হইতে হইবে। চাকর-দাসীদের মধ্যে কেহই আমাদের বিপদের কথা জানিত না। তাহারা পূর্ব্বদিন যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছে, রাত্রি জাগিয়াছে, বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাই-য়াছে। এই জন্য মায়ের সম্বন্ধে কেহ কিছু জানিবার অবকাশ পায় নাই। মাঝে মাঝে কালীঘাটে যাওয়ার উপলক্ষে মাতা প্রত্যূষে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসেন। আজও সেইরূপ একটা কিছু হইয়াছে মনে করিয়া তাহারা মাতৃ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত আছে। এই জন্য তাহাদিগকে কোনও কথা শুনাইতে সাহসী হইলাম না।

যখন একান্ত দেখিলাম, কেহ আসিল না, তখন বাধ্য হইয়া আমাকে গৃহত্যাগ করিতে হইল। তখন বেলা তিনটা। কয়দিন আকাশ বেশ নির্ম্মল থাকিয়া সে দিন আবার অল্পে অল্পে মেঘাচ্ছন্ন হইবার উপক্রম করিতেছে। একটা অপ্রীতিকর বদ্ধবায়ু যেন একটা প্রবল ঝঞ্ঝাকে আমন্ত্রণ করিবার জন্য সমস্ত সহরটা জুড়িয়া বসিয়াছে। মনের অবস্থার সঙ্গে প্রকৃতির অবস্থার সামঞ্জস্যে আমি যেন পূর্ব্ব হইতেই নানা অমঙ্গলের সূচনা দেখিতে লাগিলাম।

তখন গোপালের মৃত্যুর আশঙ্কা যেন দেখিতে দেখিতে বলবতী হইয়া উঠিল। ভাবিলাম, হয় গোপাল মরিয়াছে, নয় তার মরিতে বিলম্ব নাই। কিন্তু গোপাল মরিলে, অনেককে সঙ্গে লইয়া মরিবে। গোপাল মরিলে, সতীত্বে সন্দেহ আরোপ করিতে মা আর এ গৃহে পদার্পণ করিবেন না। আমাদের অজ্ঞাতসারে কোন নিভৃতদেশে প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করিবেন। গোপাল মরিলে, একটি দশমবর্ষীয়া বালিকা সীমন্তে সিন্দূর উঠিবার পূর্ব্বক্ষণেই বিধবা হইবে। ব্রাহ্মণ ও তাঁহার বৃদ্ধা ভগিনী, তাহারাও কি আর বাঁচিবে?

এইরূপ দুশ্চিন্তার তাড়নায় অস্থির হইয়া আমি ঘর হইতে বাহির হইলাম। সদর রাস্তায় পা দিতে না দিতে পিতা পশ্চাৎ হইতে আমাকে ডাকিলেন। দেখিলাম, তিনিও আমার মত বাগানে পায়চারী করিতেছেন। আমি দাঁড়াইলে, তিনি বলিলেন—"তুমি এখনও যাও নাই?"

আমি। আমি আর একটু অপেক্ষা করিতেছিলাম।

পিতা। তবে যখন আছ, তখন আরও কিছুক্ষণ থাম। ইহার মধ্যে যদি কেহ না আসে, তাহা হইলে সন্ধ্যার পর পিতাপুত্রে এক সঙ্গেই গোপালকে দেখিতে যাইব। যাহা ঘটিয়াছে, এখান হইতেই বুঝিতেছি। সারা জীবনের অসৎকার্য্য ব্রহ্মহত্যারূপ ফলের উপঢৌকন লইয়া আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। তথাপি একবার ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে যাইব।

অনেকবার পিতার মুখে ব্রহ্মহত্যার কথা শুনিলাম। পিতার অবজ্ঞায় দরিদ্র গোপাল পর্ণকুটীরদাহে মরিতে পারে, কিন্তু তাহাতে পিতার ব্রহ্মহত্যা হইবে কেন? আমি এবারে পিতাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম—"আপনি যে বারংবার 'ব্রহ্মহত্যা ব্রহ্মহত্যা' বলিতেছেন, এ কথার অর্থ কি?"

পিতা বলিলেন,—"বেশ, বলিব। বলিবার এই উপযুক্ত অবসর। তা হইলে, আমার ঘরে আইস।"

পিতার সঙ্গে তাঁহার ঘরে ফিরিলাম। আমি উপবেশন করিলে পিতা বলিতে আরম্ভ করিলেন। এক, দুই, তিন—শুনিতে শুনিতে চারি ঘণ্টা আমাদের অজ্ঞাতসারে অতিবাহিত হইয়া গেল। পিতার শৈশব হইতে সপ্তাহ পূর্ব্বের সমস্ত জীবন-চিত্র আমার সম্মুখে উন্মুক্ত হইল।

সব কথা বলা অসম্ভব, সব কথা বলিবারও প্রয়োজন নাই। এই আখ্যায়িকার সঙ্গে যে কথার একান্ত সম্বন্ধ, শুধু তাহাই বলিব। সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের অনুসন্ধানে যাহা কিছু জানিয়াছি, তাহারও কিঞ্চিৎ আভাষ দিয়া এই মর্ম্মচ্ছেদী পিতৃ-নিন্দা-কাহিনীর পরিসমাপ্তি করিব।

আমি যেমন শৈশব হইতে গোপালের উপর দ্বেষ করিয়া আসিয়াছি, পিতাও সেইরূপ শৈশব হইতে খুল্লপিতামহের প্রতি দ্বেষ করিয়া আসিয়াছেন। গোপাল যেরূপ আমা হইতেও আমার মায়ের প্রিয় ছিল, খুল্ল-পিতামহও সেইরূপ পিতা অপেক্ষা আমার পিতামহীর প্রিয় ছিলেন। আমি তবু ভাগ্যবশে পিতার স্নেহ লাভ করিয়াছিলাম, আমার পিতার ভাগ্যে তাহাও ঘটে নাই। পিতার অসাধারণ প্রতিভা অত্যল্প সময়ের মধ্যে তাঁহাকে বহুশাস্ত্রে বিশারদ করিয়াও, তাঁহার পিতার নিকট হইতে খুল্ল-পিতামহের ন্যায় প্রতিষ্ঠা আয়ত্ত করিতে পারে নাই। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ জানিয়াও, আমার পিতামহ পিতাকে যখন তখন ছোট-ঠাকুরদার নিকট হইতে সৎপরামর্শ ও উপদেশ লইতে আদেশ করিতেন।

এক জন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকে কেহ যদি একটা নিরক্ষরের কাছে জ্ঞানশিক্ষা লইতে উপদেশ দেয়, তাহা যেমন অশ্রদ্ধেয় বলিয়া পরিত্যক্ত হয়, উপদেষ্টাও ক্ষিপ্ত বলিয়া গৃহীত হয়, এই উপদেশ-কথা শুনিয়া পিতার নিকটে পিতামহেরও সেই অবস্থা হইয়াছিল। পিতামহের মস্তিষ্কবিকার ঘটিয়াছে স্থির করিয়া, পিতা আর তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা দেখাইতেন না।

পিতামহ পিতার মনের ভাব বুঝিয়া একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"শুন রাধানাথ। অনেক গ্রন্থ পড়িয়াছ এবং বাঁচিয়া থাকিলে ভবিষ্যতে আরও অনেক গ্রন্থ পাঠ করিবে। পাঠের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর তোমার জ্ঞানের বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞানের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিলেও, এই কথাটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও যে, রমানাথের জ্ঞানের সর্ব্বনিম্নাংশও তোমার জ্ঞান হইতে একমানুষ উপরে অবস্থান করিতেছে।"

পণ্ডিত পিতা এ কথা মূল্যহীন বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু অন্তরে অন্তরে তিনি পিতামহ ও খুল্ল-পিতামহের উপর দারুণ ক্রুদ্ধ হইলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই পিতামহ ও পিতামহীর মৃত্যু হইল। তাঁহাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পিতার সমস্ত ক্রোধ ছোট-ঠাকুরদাদার উপর পড়িল। সে ক্রোধ দিবারাত্রি তাঁহার মনের ভিতর অনলের ন্যায় লীলা করিলেও ছোটঠাকুরদাদার স্বভাবমধুরতা, সদাহাস্যময় মুখমণ্ডল, কোনও উপায়ে তাহাকে বাহির হইবার অবসর দিত না।

এ দিকে পিতামহ ও পিতামহীর মৃত্যুর পর খুল্ল-পিতামহের সেবার সমস্ত ভার মায়ের উপর পড়িল।

খুল্ল-পিতামহের সুন্দর আকৃতি, তাঁহার মধুময় ভাব, খুল্ল-পিতামহীর অকাল-মৃত্যু, আমার মায়ের অঙ্কে গোপালের আশ্রয় গ্রহণ, ছোট ঠাকুরদাদার পরিচর্য্যায় মায়ের আগ্রহ ও তৎপরতা—এই সমস্ত একত্র হইয়া, দুর্ব্বলচিত্ত অথচ জ্ঞানাভিমানী পিতার মনে এক প্রচণ্ড ঈর্ষাবহ্নি সঞ্চিত করিয়াছিল। দারিদ্র্যের শুষ্কবায়ুতে প্রধূমিত অবস্থায় বহুকাল হইতে তাহা পিতার হৃদয়ে অনলরাশি সঞ্চয় করিতেছিল—শিখা-বিস্তার করিয়া প্রজ্বলিত হইবার অবকাশ পায় নাই।

ক্রমে তাহাও হইল, পিতার অবস্থা দেখিতে দেখিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। দেশে যে বিদ্যা, অর্থ-উপার্জ্জন-বিষয়ে খুল্ল-পিতামহের মূর্খতা অপেক্ষা অধিকতর কার্য্যকরী ছিল না, সেই বিদ্যা কলিকাতায় পিতাকে ভারে ভারে অর্থ আনিয়া দিল। সেই সময় হইতেই পিতা ছোট ঠাকুরদার হাত হইতে নিস্তার পাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু এত গোপনে যে, আমরা কেহই ঘুণাক্ষরেও তাহা বুঝিতে পারি নাই। দুর্বৃত্ত শ্যামচাঁদ এই কার্য্যে তাঁহার সহায় হইয়াছিল।

প্রথম প্রথম পিতার অভিসন্ধির পথে গোপাল অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। ক্রমে সে অন্তরায়ও দূরীভূত হইল। খুল্লতাতের আর কলিকাতা আসিবার উপায় রহিল না।

তথাপি পিতা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। কেন না, দেশে তাঁহার ঐশ্বর্য্য দেখাইবার সাধ হইয়াছিল। ছিন্ন বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া পিতা গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহার পর একবার মাত্র দেশে ফিরিয়াছিলেন। তখন আমরা দেশেই থাকিতাম। তখনও পর্য্যন্ত আমার পিতার আমাদের লইয়া স্বতন্ত্র বাসায় রাখিবার সঙ্গতি ছিল না। ক্রমে পিতার সে সঙ্গতি হইল—আমরা কলিকাতায় আসিলাম। সেই সময় হইতে আজিও পর্য্যন্ত পিতা জন্মভূমির মুখ দেখেন নাই।

কিছুদিন হইতে পিতার দেশে বাড়ী করিবার বলবতী ইচ্ছা হইয়াছে। কলিকাতাতেই তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি। কিন্তু এ প্রতিপত্তি দেশে না দেখাইতে পারিলে আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হইল কই? শ্যাম বহুদিন হইতে পিতাকে বুঝাইতেছে, দিন কয়েকের জন্য দেশে বসিতে পারিলে, অল্পদিনের মধ্যেই তিনি দেশের জমীদার হইতে পারিবেন। দেশের জমীদারের যেরূপ দুরবস্থা, তাহাতে সামান্য ব্যয়ে তাঁহাদের বিপুল আয়ের সম্পত্তি তাঁহার হস্তগত হইতে বিলম্ব হইবে না। পণ্ডিতের প্রতিপত্তিতে পিতার আর সেরূপ তৃপ্তি রহিল না, জমীদারের প্রতিপত্তি পাইতে তাঁহার লোভ হইল।

ন্যায্যমূল্যের অনেক অধিক দিয়া তিনি খুল্ল-পিতামহের অংশটুকু ক্রয় করিবার ইচ্ছা করিলেন। অবশ্য শ্যামচাঁদই তাঁহার হইয়া সমস্ত কার্য্য করিতে লাগিল। পল্লীগ্রামে যে সম্পত্তির মূল্য পাঁচ শত টাকা হইবে না, পিতা সেই সম্পত্তি ক্রয় করিতে দশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তথাপি খুল্লপিতামহ পৈতৃক ভিটা ত্যাগ করেন নাই। শেষ দুরাত্মা শ্যাম তাঁহার উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল। শ্যাম আমাদের কলিকাতার বাড়ীতেই থাকিত। কলেজের লম্বা ছুটী পাইলে বাড়ী যাইত। সে কখন কি ভাবে কিরূপ অত্যাচার করিত, তাহা সমস্ত আমি জানিতে পারি নাই। তবে এটা বুঝিয়াছিলাম, অত্যাচারের ফলে খুল্লপিতামহকে কিছুদিনের জন্য বাড়ী ছাড়িতে হইয়াছিল। কিছুদিন অর্দ্ধভগ্ন অবস্থায় তাঁহার গৃহ পড়িয়া ছিল। আমাদের দেশের পর্ণকুটীর সেই কয়দিনের মধ্যেই বনে আবৃত হইয়াছিল।

পিতার ঈর্ষার ছিদ্রপথ দিয়া চলিয়া চতুর শ্যামচাঁদ পিতাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছিল।

শ্যাম তাঁহাকে যখন যেরূপ বুঝাইত, তিনি সেইরূপ বুঝিতেন। সে এইরূপে পিতাকে নানা

প্রকারে প্রতারিত করিয়াছিল। খুল্ল-পিতামহের নাম করিয়া সে প্রতিমাসে ত্রিশ টাকা আদায় করিয়া লইত। পাছে মাসোহারা না পাইলে খুল্লতাত ছুটিয়া আসে, এই ভয়ে মাসোহারা পাঠাইতে পিতা একটি দিনও বিলম্ব করিতেন না। ছোট ঠাকুরদাদা কিংবা গোপাল কেহই যখন আর কলিকাতায় আসে না, তখন তিনি মনে করিতেন, তাহারা নিশ্চয়ই রীতিমত মাসোহারা পাইতেছে। কিন্তু যখন তিনি বুঝিলেন, অকৃতজ্ঞ খুল্লতাত যথেষ্ট টাকা পাইয়াও জ্ঞাতি-শত্রুতা পরিত্যাগ করিতেছে না, কিছুতে ভদ্রাসনের অধিকার পরিত্যাগ করিতেছে না, তখন তিনি মাসোহারা বন্ধ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

শ্যাম পিতার এ সঙ্কল্প শুনিয়া সুখী হইতে পারিল না। তাহা হইলে তাহারই ক্ষতি। সাত বৎসর ধরিয়া সে টাকা আত্মসাৎ করায় এখন সে মাসোহারা যেন তাহার নিজেরই হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এ ক্ষতি সহ্য করিতে তাহার সাহস হইল না। সে খুল্ল-পিতামহকে গৃহ হইতে যে-কোন উপায়ে উচ্ছেদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। খুল্ল-পিতামহ বিবিধপ্রকারে অত্যাচারিত হইয়াও কোনও দিন প্রতীকারের চেষ্টা করেন নাই—গোপালও করে নাই। ইহাতে দুরাত্মার সাহস বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পিতাপুত্রকে কিছুকালের জন্য গ্রাম ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। সেই সময়ে শ্যাম আমাদের ভদ্রাসনের চারিধারে বেড়া দিয়া তাহা দখল করিয়া লইল। পিতার করুণায় শ্যাম গ্রামের মধ্যে সকলের অপেক্ষা বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে। সুতরাং তাহার কার্য্যে প্রতিবাদ করিতে দরিদ্র গ্রামবাসী সাহস করিত না। ন্যায্য মূল্যের বিশগুণ টাকাতেও পল্লীগ্রামের মূল্যহীন জমি বিক্রয় করিতে অসম্মতি প্রকাশ করায়, অনেকে দাদার উপর বিরক্তও হইয়াছিল।

কিছুদিন পরে গ্রীষ্মাবকাশে শ্যাম দেশে ফিরিয়া পিতাকে সংবাদ দিল, দশসহস্র টাকা মূল্যে ছোট ঠাকুরদাদা তাঁহার সম্পত্তি আমার পিতাকে দিতে সম্মত হইয়াছেন এবং তিনি গৃহদেবতা দামোদরকে সঙ্গে লইয়া দামোদর-পারে চার পাঁচ ক্রোশ দূরে গ্রামান্তরে গমন করিতে প্রস্তুত আছেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র পিতা সোল্লাসে দশসহস্র মুদ্রা অতি গোপনে শ্যামচাঁদকে পাঠাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, শ্যামচাঁদ সে দশসহস্র মুদ্রা আত্মসাৎ করিয়া লইল।

সেই সঙ্গে পিতা এ সংবাদও পাইলেন যে, দেনার দায়ে আমাদের দেশের জমীদারের তালুক বিক্রীত হইয়া যাইতেছে। আমাদের গ্রামখানি সেই তালুকের অন্তর্ভুক্ত। পিতা আমাদের কাহাকেও না জানাইয়া সেই তালুক ক্রয় করিলেন। পূজায় ছুটীর পরে তাহাতে তাঁহার অধিকার পাইবার কথা। সেই সূত্রে তিনি হুগলী যান ও সেখানে আমার ভাবী শ্বশুরের সঙ্গে পরিচিত হন।

যে গ্রামে পৈতৃক বাসভূমি, সে গ্রামের মালিক হওয়া কম গৌরবের কথা নহে। পিতা সে গৌরবের লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। পূজার পরেই বিষয়ে অধিকার লাভ হইবে বুঝিয়া তিনি অট্টালিকা নির্ম্মাণের উপযোগী ইট প্রস্তুত করিতে শ্যামচাঁদের উপর আদেশ দিয়াছিলেন। সেই আদেশ পালন করিবার জন্য শ্যাম পূজার ছুটীতে দেশে উপস্থিত হইয়া সংবাদ পাঠাইল যে, ছোট-ঠাকুরদাদারা দেশে ফিরিয়া আবার নিজের গৃহ অধিকার করিয়াছে। বলিয়াছে—আরও পাঁচ সহস্র মুদ্রা না দিলে আমি গৃহত্যাগ করিব না। পিতা তখন আমার ভাবী শ্বশুর কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহারই পল্লীস্থ গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্যামের কাছে এই সংবাদ পাইবামাত্র তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। ভূমি ক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ভূস্বামীর দম্ভ তাঁহার মনোমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল; তিনি তৎক্ষণাৎ শ্যামচাঁদকে পত্রে আদেশ দিলেন, —যেমন করিয়া পার, দুর্ব্বৃত্তদের স্থানান্তরিত কর।

সেই আদেশের ফলে গোপাল অগ্নিদগ্ধ হইয়া অকালে জীবন বিসর্জ্জন দিতে চলিয়াছে।

গল্পে আমরা এরূপ তন্ময় হইয়াছিলাম যে, চারি ঘণ্টা সময় কি ভাবে অতিবাহিত হইয়াছে, আমরা জানিতে পারি নাই। সাতটা বাজিতে আমাদের চৈতন্য হইল। তখন বুঝিলাম, গৃহ পূর্ব্ববৎ নিস্তব্ধ রহিয়াছে। ডাক্তার বাবুর গৃহ হইতে মা কিংবা হরিয়া কেহই তখনও পর্য্যন্ত ফিরিয়া আইসে নাই। আমি পিতাকে বলিলাম, যদি যাইতে হয়, তবে আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। আমি উঠিলাম, পিতাও উঠিলেন।

এমন সময় বাহির হইতে মধুর গম্ভীর সম্বোধন-ধ্বনি আমাদের পিতাপুত্রকে আবার স্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট করাইয়া দিল।

আমরা উভয়েই বুঝিলাম, পিতামহ ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছেন। কিন্তু কেহই মুখ তুলিয়া পিতামহের মুখের পানে চাহিতে পারিলাম না! পুত্রশোকার্ত্তের নিকট হইতে না জানি আজ কি মর্ম্মভেদী কথা শুনিতে হইবে। আমার মনে হইল, চিরদিন নীরবে অত্যাচার সহ্য করিয়া অন্তরে স্তূপে স্তূপে সঞ্চিত মর্ম্মব্যথা আজ প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শাপানলরূপে আমাদের পিতাপুত্রকে ভস্মীভূত করিতে আসিয়াছে।

কিন্তু সেই মধুর, সেই চির মধুর—মর্ম্মোচ্ছ্বসিত কোমলতাময়ী বীণা!—"রাধানাথ, মায়ের কাছে শুনিলাম, তুমি না কি গোপালের বিপদের কথা শুনিয়া দারুণ মর্ম্মপীড়িত হইয়াছ? আমি তোমাকে সত্য কহিতে আসিয়াছি—তুমি নিশ্চিন্ত হও, গোপালের অগ্নিদাহে তোমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই। দামোদরকে আনাইবার জন্য আমি গোপালের প্রতি আদেশ করিয়াছিলাম, গোপাল দেশে যাইয়া দেখে, দামোদরের গৃহ দগ্ধ হইতেছে। দামোদরকে রক্ষা করিবার ব্যাকুলতায় গোপাল সেই দগ্ধ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তাহাতেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়াছে।"

আমি এই দুই দিন দামোরের স্বপ্ন একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। পিতামহের মুখে দামোদরের নাম শুনিবামাত্র প্রদীপ্ত পাবকের মত সেই স্বপ্ন-চিত্র আমার স্মৃতিমুখে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গে এক মর্ম্মস্পর্শী আবেদন—যেন বহু দূর হইতে উচ্চারিত এক অতি সূক্ষ্ম স্বর আমার শ্রবণবিবরে স্পন্দিত হইতে লাগিল। "গোপীনাথ, জল দে। আমার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে।"

আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত সহসা দাঁড়াইয়া উঠিলাম। ছোটঠাকুরদা বলিয়া উঠিলেন—"উঠিও না, গোপীনাথ, আমার আরও কিছু বক্তব্য তোমাদের শুনাইতে আসিয়াছি।"

আমি তাঁহাকে মনের কথা জানাইবার প্রয়াস পাইলাম। কিন্তু কি জানি কেন, আমার সমুদয় প্রয়াস ব্যর্থ হইল, মুখ হইতে একটিও কথা বাহির হইল না। আমি আবার উপবিষ্ট হইলাম।

খুল্ল-পিতামহ বলিতে লাগিলেন—"ভাবে বোধ হইতেছে, তোমরা আমার কথায় অবিশ্বাস করিতেছ। কিন্তু আমি আবার বলিতেছি—তোমাদের মনস্তুষ্টির জন্য বলিতেছি না—আমার জ্ঞান-বিশ্বাসে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, তাই তোমাদের শুনাইতেছি, গোপালের অগ্নিদাহে তোমাদের কিছুমাত্র অপরাধ নাই।"

পিতা এ কথার কোনও উত্তর করিলেন না। তিনি উপবিষ্ট অবস্থাতেই ছোটঠাকুরদাদার পদপ্রান্তে পতিত হইলেন। ছোট ঠাকুরদাদা তখনই তাঁহাকে দুই হস্তে যেন ব্যাকুল আগ্রহে ধরিয়া ফেলিলেন; এবং বলিলেন—"এ কি করিতেছ, রাধানাথ?"

এই স্থলে বলিয়া রাখি, এই সর্ব্বপ্রথম আমি পিতাকে বয়ঃকনিষ্ঠ খুল্লতাতের পদে প্রণাম করিতে দেখিলাম। ছোট ঠাকুরদা সে প্রণামে যেন একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তিনি পিতাকে আবার স্বস্থানে বসাইয়া বলিতে লাগিলেন—"তুমি এ কি করিতেছ? আমি তোমার খুল্লতাত, এ অভিমান মনে কখনও স্থান দিই নাই। আমি চিরদিন তোমাকে সহোদর, সখা—বয়োজ্যেষ্ঠ—শ্রদ্ধার পাত্র মনে করিয়া আসিয়াছি। আমি মূর্খ, তুমি পণ্ডিত—বংশের মর্য্যাদা তোমা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"

অশ্রুগদ্গদকণ্ঠে এতক্ষণ পরে পিতা উত্তর করিলেন—"খুল্লতাত! ও কথা আর বলিও না। মৃতপ্রায় পুত্রকে পশ্চাতে রাখিয়া এইরূপ আনন্দোচ্ছ্বাসে যিনি চিরনরাধম ভ্রাতুষ্পুত্রের সহস্র অকার্য্য একমুহূর্ত্তে ভাসাইয়া দিতে পারেন, তাঁহার তুল্য মহিমময় পুরুষ এ জগতে আর কে আছে, আমি জানি না। শাপানলে দগ্ধ করিতে হয় কর, ঘৃণায় মুখ ফিরাইতে চাও ফিরাও, পিতৃদেব যাহাকে জ্ঞানি-শিরোমণি বলিয়া আদর-আপ্যায়নে নিত্য সন্তুষ্ট করিয়াছেন, পিতৃব্য, আমি আজ সেই সচল দামোদরের শ্রীচরণপ্রান্তে শরণার্থিরূপে উপস্থিত হইলাম।"

এই বলিয়া পিতা দণ্ডায়মান খুল্ল-পিতামহের সম্মুখে বারংবার মস্তক ভূমিস্পৃষ্ট করিতে লাগিলেন।

খুল্লপিতামহ এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন। কিন্তু পিতাকে বারংবার প্রণত দেখিয়া তিনি তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। এতক্ষণ আমি

নীরব ছিলাম, দাদার কথায় সাহস পাইয়া এইবারে আমি কথা কহিলাম। যদিও নানা কারণে গোপালের অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, তথাপি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম— "গোপাল কেমন আছে ?"

ছোট ঠাকুরদাদা উত্তর করিলেন—"ভাল নাই। অগ্নিদগ্ধ গৃহ হইতে বাহির হইয়াই সে অজ্ঞান হইয়াছিল। সেই অবস্থাতেই গ্রামবাসিগণ তাহাকে পাল্‌কী করিয়া আমার কাছে লইয়া আসে। সেখানে গোপালের একবার জ্ঞান ফিরিয়াছিল। সেই সময় সে মায়ের কাছে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। হরিচরণও সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিল। এখানে চিকিৎসা চলিবে বলিয়া সেও গোপালকে এখানে আনিতে অনুরোধ করে। সেই জন্য তাহাকে এখানে আনিয়াছি। এখানে আসিতে আসিতে তাহার অবস্থার বেশ উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু তোমার আগমন-সংবাদ পাইবামাত্র গোপাল শয্যাত্যাগ করিয়া পাগলের মত ছুটিয়া আবার নিজের অনিষ্ট করিয়াছে। সেই অবধি আবার সংজ্ঞা হারাইয়াছে। মা গিয়া তাহাকে ডাকিয়াছেন, মাথায় হাত দিয়াছেন; আমি মায়ের আগমন-সংবাদ গোপালকে উচ্চকণ্ঠে শুনাইয়াছি; গোপাল কথা কহে নাই। চোখ মেলিয়া চাহে নাই। হরিচরণ অনেক ডাক্তার আনাইয়াছিল—তাহাদের ভিতরে দুই এক জন সাহেবও ছিল। তাহারা পরীক্ষান্তে বলিয়াছে, "উষ্ণবায়ু ফুসফুস মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ফুস্‌ফুসে বিষম প্রদাহ উপস্থিত করিয়াছে। সুতরাং গোপালের জীবন রক্ষা অসম্ভব।"

পিতা বলিলেন—"গোপালকে এখানে আনিব কি ?"

দাদা। তোমাকে আনিতে হইবে কেন? গোপাল আপনিই আসিবে! আমি কি হরিচরণের বাড়ীতে রাখিব বলিয়া তাহাকে আনাইয়াছি? মা সেখানে পঁহুছিয়াই, তাহাকে এখানে পাঠাইবার আদেশ দিয়াছেন। তবে মা কিঞ্চিৎ বিপদে পড়িয়াছেন। মুখুয্যে মহাশয়ের ভগিনী আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলেন। এই আকস্মিক বিপদে তাঁহারা ভ্রাতা ও ভগিনী—মর্ম্মাহত হইয়াছেন। আমার সঙ্গে আসিবার ব্যাকুলতা দেখিয়া আমি তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারি নাই। তিনি এখানে আসিতে কিছু ইতস্ততঃ করিতেছেন। পুত্রবধূকেও সঙ্গে আনিয়াছি। তাহার কুশণ্ডিকা হয় নাই। যদি গোপাল বাঁচে, তবেই সে শুভকার্য্য সম্পন্ন হইবে। মা সকলকেই একসঙ্গে আনিবার চেষ্টায় আছেন। তাঁহার মনের কথা—যাহা ঘটিবার এইখানেই ঘটুক! অন্যের গৃহে গোপালকে রাখিয়া তিনি তোমার মানহানি হইতে দিবেন না।

পিতা। তাই ত পিতৃব্য, এই অপূর্ব্ব শুভ-সম্মিলনের দিনে আমরা গোপালকে হারাইব ?

দাদা। দামোদরের কি অভিপ্রায়, কেমন করিয়া বলিব ? তাঁহারই আদেশে গোপাল তাঁহাকে আনিতে গিয়াছিল। তাহার পর এই ঘটনা ঘটিয়াছে। গোপাল যদি মারা যায়, তাহা হইলে কাহার উপরে অভিমান করিব ?

আমি এই কথা শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং খুল্ল-পিতামহকে ঈষদুচ্চকণ্ঠে শুনাইয়া বলিলাম—"মারা যাইবে কে বলিল ?"

খুল্ল-পিতামহ আমার কথা শুনিয়া যেন চমকিয়া উঠিলেন। কিয়ৎক্ষণ আমার মুখের পানে স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। কি বলিবার জন্য যেন তিনি চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু বলিতে পারিতেছেন না। দেখিয়া বোধ হইল, সন্তান-মায়া জ্ঞানীর বুদ্ধিকে পরাস্ত করিয়াছে—তাঁহাকে আবৃত করিয়াছে। তিনি আমার আর একটি আশ্বাস-বাক্যের প্রতীক্ষায় আমার মুখপানে চাহিয়া আছেন। আমি বলিলাম, "কে বলিল গোপাল মরিবে ?"

দাদা আশ্বাসের উল্লাসে বলিয়া উঠিলেন—"বাঁচিবে ভাই গোপীনাথ, গোপাল বাঁচিবে ?"

কে যেন আমার মুখ হইতে কথা বাহির করিয়া দিল—"নিশ্চয়।"

দাদা আবার দাঁড়াইলেন। আমার নিকটে আসিয়া আমার মস্তকে দক্ষিণ কর স্পর্শ করিয়া অজস্র আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বলিলেন—"এখন গোপাল বাঁচুক আর মরুক, আর আমার দুঃখ নাই। যে পুণ্যবংশের প্রতিনিধিকে দেখিবার জন্য আমি আকাশপানে চাহিয়াছিলাম, এই আমি তাহাকে মুষ্টিমধ্যে পাইয়াছি। গোপীনাথ! সে প্রতিনিধি তুমি। মহাত্মা রামনিধির সমস্ত মহত্ত্ব আজ তোমাতে অধিষ্ঠিত হউক।"

আমি বলিলাম—"দামোদর কোথায় ?"

খুল্ল পিতামহ গলদেশে সংলগ্ন এক থলির মধ্য হইতে—কি বলিব—সেই বহুকাল হইতে নারায়ণের লিঙ্গমূর্ত্তিরূপে পূজিত—শিক্ষিত চক্ষে একান্ত প্রাণ-হীন মূল্যহীন সচ্ছিদ্র প্রস্তরগোলক আমার হস্তে অর্পণ করিলেন। বলিলেন—"গোপাল জ্ঞান হারাইয়াও ইহাকে পরিত্যাগ করে নাই। বুঝি তোমার হাতে দিবার জন্য ইহাকে বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়াছিল। ম্লেচ্ছস্পর্শ করে দেখিয়া আমি অতিক্লেশে ইহাকে তাহার হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছি।"

"দে, দে, গোপীনাথ জল দে।" আমার মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দামোদরের আবেদন ধ্বনিয়া উঠিল। উঃ, দামোদরের অঙ্গ এত উষ্ণ! আমি আর কোনও দিকে না চাহিয়া, খুল্ল-পিতামহের কথায় কোনও উত্তর না করিয়া ঠাকুরঘরের দিকে ছুটিলাম।

"দে, দে, গোপীনাথ পুড়িয়া মরি, জল দে।" গৃহের চারিদিক হইতে অসংখ্য কলরবে যেন ধ্বনি উঠিতেছে। আমি সেই ধ্বনির তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলাম।

গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়াছিলাম কি না, আমার স্মরণ নাই। গৃহপ্রবেশমুখে জনপ্রাণীকে আমি দেখি নাই। গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পরেও জনপ্রাণী আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আমি গৃহ ভুলিয়াছি, পিতা, খুল্ল-পিতামহ, এমন কি গোপালকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছি। শুধু সেই বিরাট বিস্মৃতির মধ্য হইতে মায়ের কথাটা যেন এক একবার জাগিয়া উঠিতেছে। সেই অবস্থায়—এখনও আমার বেশ মনে পড়ে—আমি একটি তাম্রপাত্রে দামোদরকে বসাইয়া, একটি তাম্রঘট গঙ্গাজল পূর্ণ করিতেছিলাম। ইচ্ছা, সেই জলে দামোদরকে স্নান করাইব।

ঘট জলপূর্ণ করিয়া দামোদরের মাথায় ঢালিতে যাইতেছি, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কথা উঠিল—"দাঁড়া।" ফিরিয়া দেখি পশ্চাতে গৈরিকাম্বরা, ত্রিশূলকরা কপালিনী।

আমি সবিস্ময়ে তাঁহার মুখপানে চাহিলাম। কপালিনী বলিলেন—"মুখপানে কি দেখিতেছ, দাঁড়াও—ক্ষণেক অপেক্ষা কর। আগে ঠাকুরের মাথায় জল ঢালিবার যোগ্য হও।"

এই এক কথাতেই আমি জল ঢালিতে নিরস্ত হইলাম। কপালিনী একটু দূরে দ্বারসমীপে দাঁড়াইয়া ছিলেন। যখন তাঁহাকে দূরে দেখিলাম, তখন মনে হইল, তিনি বৃদ্ধা। আমাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া বৃদ্ধা ধীরে ধীরে আমার সমীপস্থ হইতে লাগিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের কথা কি বলিব, তাঁহার পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বয়সও যেন এক এক গ্রাম করিয়া হ্রাস হইতে লাগিল। বৃদ্ধা প্রৌঢ়া হইল, প্রৌঢ়া আবার অপ্রৌঢ়া হইল। দেখিতে দেখিতে কোথা হইতে যেন রাশি রাশি রূপ আসিয়া তাঁহার সর্ব্বদেহ আবৃত করিতে লাগিল। যখন ত্রিশূলটা ভূমি-সংলগ্ন করিয়া কপালিনী আমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন মনে হইল, যে দেবী সর্ব্বভূতে মাতৃরূপে অবস্থিত, তিনিই আমার কাছে আসিয়াছেন। তাঁহার কথার সুরও গ্রামে গ্রামে নামিয়া গিরিশিখরের চিরনির্ম্মম কর্কশতা হইতে শৈল-তলস্থা নির্ঝরিণীর আবেগময়ী মধুরতায় পরিণত হইল!

পার্শ্বে দাঁড়াইয়াই কপালিনী বলিতে লাগিলেন—"আগে নিজে শুদ্ধ হও, তবে না অন্যের শুদ্ধিক্রিয়ার অধিকারী হইবে!" এই বলিয়াই আমার হাত হইতে তিনি তাম্রঘট গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে এক অঞ্জলি জল গ্রহণ করিলেন এবং সেই জল মন্ত্রপূত করিয়া আমার মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। আমি এখনও একটি কথাও কহি নাই —তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া বিস্মিত নেত্রে কেবল তাঁহার পানে চাহিয়া আছি! আমাকে তদবস্থ দেখিয়া সন্ন্যাসিনী ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন—"হাঁ করিয়া দেখিতেছ কি? আমি তোমারই মুণ্ডপাত করিতে আসিয়াছি। গলায় পৈতাগাছটা আছে, না সেটাকে জলাঞ্জলি দিয়াছ?" পৈতা-গাছটা কখনও শিকায় তুলিয়া রাখিতাম, কখনও মালার আকারে গলায় পরিতাম, কিন্তু অধিকাংশ সময় তাহা অর্দ্ধছিন্ন মলিন বেশে কটীদেশেই সংলগ্ন থাকিত। সে দিন তাহা কোথায় ছিল, তাহা স্মরণে আসিল না। আমি কোমরে হাত দিয়া তাহার অন্বেষণ করিতে লাগিলাম।

অন্বেষণ বিফল দেখিয়া সন্ন্যাসিনী বলিলেন—"থাক্, আর খুঁজিতে হইবে না, বুঝিয়াছি। নাও, এই কুশোপবীতটা গলায় পর।" এই বলিয়া ত্রিশূলের মস্তক হইতে তিনি একটা কুশের উপবীত লইয়া আমার গলায় পরাইয়া দিলেন। তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"গায়ত্রী মনে আছে?"

এতক্ষণ পরে আমি কথা কহিবার অবকাশ পাইলাম। উত্তর করিলাম—"আছে।"

"মনে মনে দশবার জপ কর।"

আমি সেই কুশোপবীত অঙ্গুলিতে জড়াইয়া জপ করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে কপালিনী কোথা হইতে কি লইয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন। জপ শেষ হইলে তিনি নিজের কমণ্ডলু হইতে জল গ্রহণ করিয়া আমার হস্তে দিলেন; দিয়া বলিলেন—"আমার যজ্ঞের ভার তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম, এই কথা বলিতে বলিতে এই জল আমার হস্তে প্রদান কর।" আমি আদেশানুযায়ী কার্য্য করিলাম। দূর গগনের জলদ-মন্দ্রকে লাঞ্ছিত করিয়া কপালিনী মধুর গম্ভীরনাদে বলিয়া উঠিলেন—"নমো বৈরাগ্যায়, নমো অবৈরাগ্যায়; নমো ধর্ম্মায়, নমো অধর্ম্মায়; নমো জ্ঞানায়, নমো অজ্ঞানায়।" বলিতে বলিতে অগ্নিতে তিনি বারত্রয় আহুতি প্রদান করিলেন। ক্ষুধিত বহ্নি চারিদিকে লক লক রসনা বিস্তার করিয়া যেন শতমুখে প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিল।

তার পর অসংখ্য মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া উর্দ্ধে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করত যুক্তকরে কপালিনী বলিতে লাগিলেন:—

নমো নমো বাঙ্‌মনসাতিভূময়ে,
নমো নমো বাঙ্‌মনসৈকভূময়ে
নমো নমোঽনন্ত মহাবিভূতয়ে,
নমো নমোঽনন্ত দয়ৈকসিন্ধবে।

বলিতে বলিতে ভাবের উন্মেষে কপালিনী বিভোর হইয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে গৃহ যেন এক অপূর্ব্ব প্রাণে পূর্ণ হইয়া গেল। আমার চক্ষু হইতে আপনা আপনি জলধারা ছুটিল, সর্ব্ব-শরীর থাকিয়া থাকিয়া কণ্টকিত হইতে লাগিল। আবেশে আমি চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। ইত্যবসরে জননী শ্রীকরে সমস্ত ভাবরাশি যেন সঞ্চিত করিয়া আমার মস্তকে অর্পণ করিলেন।

করস্পৃষ্ট হইবামাত্র এক অপূর্ব্ব মত্ততায় আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম। আমার বোধ হইল, যেন আমার সমস্ত শরীর-যন্ত্র এক নূতন প্রাণের উন্মেষে হৃদয়-আসনস্থ কোন অজ্ঞাত দেবতার উদ্দেশে সমস্বরে গান ধরিয়াছে।

আমি কপালিনীর পদতলে পতিত হইলাম। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম—"মা, এ আমায় কি করিলি?"

তিনি এ কথার কোন উত্তর না দিয়া আমাকে তাম্রঘট প্রত্যর্পণ করিলেন এবং বলিলেন,—"উঠ গোপীনাথ! এইবারে জল লইয়া দামোদরের শ্রীঅঙ্গ সিক্ত কর।" তাঁহার আদেশানুযায়ী আমি সেই জল দামোদরের অঙ্গে নিক্ষেপ করিলাম। দেখিতে দেখিতে এক স্বর্গীয় সৌরভময় ধূমে সমস্ত গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে দামোদর, সন্ন্যাসিনী, গৃহের যাবতীয় পদার্থ আমার দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইল।

আমি সভয়ে ডাকিলাম—"মা!"

"এই যে আছি, গোপীনাথ!—এত দিন পরে তোমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল! ব্রাহ্মণঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াও তুমি কর্ম্মশূদ্র হইয়াছিলে। দামোদর কৃপা করিয়া তোমাকে মুক্ত করিয়াছেন। যে প্রাণহীন, সে কেমন করিয়া অন্য বস্তুতে প্রাণের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিবে? ধর্ম্মসংমূঢ়চিত্ত, আধ্যাত্মিকতা-বিহীন ব্রাহ্মণ ও জড়ময় শিলাখণ্ড, এতদুভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। একটু চক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে দেখিতে পাইবে, অপূর্ব্ব তপস্যার বলে নির্গুণ ব্রহ্মে গুণারোপ করিয়া ব্রাহ্মণই জগতের প্রতি পরমাণুতে ভগবানের মহিমা বিকীর্ণ করিয়াছেন। তাই কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ নারায়ণের বক্ষে ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন চিরাঙ্কিত রহিয়াছে।"

এই বলিয়াই সুধাময় সঙ্গীততুল্য স্বরে কপালিনী বারংবার নারায়ণের নাম উচ্চারণ করিলেন। "এস নারায়ণ, এস—জ্ঞানহীন বালকের আবাহন—মন্ত্রহীন, বিধিহীন—শুধু তোমার অহৈতুকী করুণায় তাহাকে চরিতার্থ কর। গোপীনাথ! এইবারে একবার সম্মুখে নিরীক্ষণ কর। দেখ, সর্ব্বভূতান্তরাত্মা অনন্ত মহাবিভূতিময় নারায়ণ তোমাকে কৃপা করিতে এই ক্ষুদ্র শিলাগোলকমধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।" চক্ষের নিমেষে গৃহমধ্য হইতে ধূম অপসারিত হইয়া গেল। আমি দামোদরের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম। আমার বাহ্যসংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল।

যখন সংজ্ঞা ফিরিল, তখন দেখি, আমি একাকী গৃহমধ্যে উপবিষ্ট রহিয়াছি। আমার সম্মুখে তাম্র-পাত্রে রক্ষিত দামোদর।

কিন্তু সে অন্তঃসংজ্ঞায় আমি কি দেখিলাম? শুনিবার জন্য তোমাদের আগ্রহ, বলিবার জন্য আমারও ব্যাকুলতা! কিন্তু কি করিব, নিষ্ঠুরা

কপালিনী আমার স্থূল জগতে প্রত্যাবর্ত্তনমুখে আমার জ্ঞানগৃহের কবাট অর্গলবদ্ধ করিয়াছে। বিদায়ের সময় বলিয়াছে, "সময় হইলে আবার আমি আসিয়া কবাট উন্মুক্ত করিয়া দিব। এখন কেবল সতীর মর্য্যাদা রাখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছি।"

দামোদরকে যথাস্থানে রক্ষা করিলাম ও তাঁহার চরণামৃত লইয়া দ্বার অর্গলমুক্ত করিয়া গৃহ হইতে আমি বহির্গত হইলাম।

ত্রিতলের গৃহে আলো জ্বলিতেছিল। বুঝিলাম, গোপালকে আনিয়া সেই ঘরে রাখা হইয়াছে। আর কালবিলম্ব না করিয়া আমি সেস্থানে উপস্থিত। দেখি, গৃহ লোকে পূর্ণ। দূর হইতে তাহাদের কথা শুনিয়াই অনুমান করিলাম, শোকের পরিবর্ত্তে গৃহ-মধ্যে উল্লাসের স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছে—বুঝিলাম গোপাল বাঁচিয়াছে।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে না করিতে খুল্ল-পিতামহ আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"গোপীনাথ! সতীর মহিমা নিরীক্ষণ কর। তোমাদের গোপাল যমপুরী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে।"

আমি গোপালের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া, মুখে শ্রীচরণামৃত দিয়া ডাকিলাম—"গোপাল!"

দুর্ব্বল বাহুযুগলে গোপাল আমার কণ্ঠদেশ বেষ্টিত করিল।

অতি কষ্টে গোপালের হাত ছাড়াইয়া, আমি মায়ের চরণপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইলাম।

প্রাণ লইয়া, ধর্ম্ম লইয়া, সতীর মর্য্যাদা রাখিতে সাত বৎসর পরে নির্ব্বাসিত গোপাল আবার তাহার নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে।

উপসংহার

পক্ষান্তে আমার বিবাহ হইল। গোপালের কুশণ্ডিকা বাকী ছিল, খুল্ল-পিতামহ নিজে পৌরোহিত্য করিয়া দামোদর সম্মুখে আমাদের এই শুভকার্য্য একসঙ্গে সম্পাদন করিয়া দিলেন।

মায়ের অনুরোধে সেই দিবসেই আমরা—স্বামী ও স্ত্রী—খুল্ল-পিতামহ কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইলাম। পিতামহ আমার স্ত্রীকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বলিলেন,—"ভাগ্যবতি! তোমার আগমন উপলক্ষ করিয়াই এই গৃহে শান্তি পুনঃস্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং এই বংশের জীবনরক্ষার ভার আমি তোমার উপরে অর্পণ করিলাম। তুমি শৈশব হইতে লক্ষ্মী-নারায়ণের সেবায় অভ্যস্ত হইয়াছ। এখন হইতে তোমার স্বামীকেই নারায়ণ জানিয়া ভক্তিভাবে তাঁহার সেবা করিবে।" খুল্ল-পিতামহ এই সময়ে যজ্ঞধূম হইতে কজ্জল প্রস্তুত করিলেন, সেই কজ্জল আমাদের স্বামি-স্ত্রীর হস্তে দিয়া বলিলেন—"চক্ষুতে ইহা সংলগ্ন করিয়া পরস্পরের মুখাবলোকন কর।" ছোটঠাকুরদা মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন। আমরা পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিলাম। সে দিন তাহাকে যেরূপ সুন্দর দেখিলাম, এরূপ আর কখনও আমি দেখি নাই। বালিকা অবগুণ্ঠন ঈষদুন্মুক্ত করিয়া একবার আমার পানে চাহিয়াছিল। আমিও সেই সময় তাহার মুখের পানে চাহিয়াছিলাম। সে অপূর্ব্ব মধুময়ী স্বর্গীয় শ্রী আমার স্ত্রীর ভিন্ন ভিন্ন বয়সের সমস্ত রূপসমষ্টি দিয়া আজিও পর্য্যন্ত আমার দৃষ্টিপথ হইতে অপসৃত করিতে পারে নাই।

মহাসমারোহে আমাদের উভয়ের পাকস্পর্শ কার্য্য নিষ্পন্ন হইল। বহুস্থান হইতে বহু লোক আসিয়া আমাদের কলিকাতার গৃহ পূর্ণ করিল। খুল্ল-পিতামহের আদেশে পিতা শ্যামচাঁদকে ক্ষমা করিলেন। সে-ও এই উৎসবে আসিয়া যোগ দিল। প্রায় দুই সপ্তাহকাল অতি উল্লাসে অতিবাহিত হইয়া গেল।

ইহার পর? আর কি বলিব? প্রতি মুহূর্ত্তে আমি যাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, অতি উল্লাসের মধ্যে অবস্থিত হইয়াও যার চিন্তা বৃশ্চিকদংশনের ন্যায় আমাকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিত, সেই বিষম সময় আমাদিগকে অভিভূত করিবার জন্য, অতর্কিত ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কোথাও কিছুই নাই, গৃহকর্ম্ম করিতে করিতে সহসা মা এক দিন অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। ডাক্তার বাবুর প্রাণপণ চেষ্টাতেও সে অসুস্থতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমরা সকলে বুঝিলাম—মা আর অধিকদিন বাঁচিবেন না। মায়ের এ অবস্থার জন্য যদিও পূর্ব্ব হইতেই আমরা প্রস্তুত ছিলাম, তথাপি তাহা আমাদের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। এস মা! শ্রী, সম্পৎ, ধর্ম্ম—সমস্তই তুমি যখন ফিরাইয়া আনিলে—তখন তুমিও কৃপা করিয়া

ফিরিয়া এস। আবেদন বৃথা হইল। গোপালের প্রত্যাবর্ত্তনের এক মাস পরে, গুরুকে সম্মুখে রাখিয়া, পতির চরণোপাধানে মাথা রাখিয়া, আমাদিগের মায়া কাটাইয়া—পূর্ণিমার উচ্ছলিত জাহ্নবীজল-প্রবাহে জ্যোতির্ম্ময়ী সতী তাঁহার প্রাণপুষ্প অঞ্জলি প্রদান করিলেন। ইহার পর ত্রিশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে।

এই ত্রিশ বৎসর আমি গোপালের অত্যাচারে সংসারকূপে আবদ্ধ হইয়া পিতামহের কথার সভ্যতা উপলব্ধি করিয়াছি। মাতৃ-বিয়োগের তিন মাস পরে পিতা কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ডাক্তার বাবু ও তাঁহার স্ত্রীর উপর আমাদের ভার অর্পিত করিয়া তাঁহারা কাশী চলিয়া যান। কিছুকাল অতিসুখেই অতিবাহিত হইয়া গেল। তাহার পর আমাদের গার্হস্থ্য জীবনের চির প্রথামত মা 'দুর্গা' আমার স্ত্রীকে একটি রত্ন উপহার দিয়া কৈলাসে চলিয়া গেলেন। গোপালও সঙ্গে সঙ্গে গৃহত্যাগ করিল। আমাদের আর পুত্র হয় নাই। সেই রত্নটি বুকে করিয়া আমরা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী পঁচিশ বৎসর দেশ-দেশান্তর ঘুরিয়াছি। কপালিনী কৃপা না করিলে বুঝি সে মোহ-বন্ধন ঘুচিত না।

আজি ত্রিশবৎসর পরে এই বটবৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া যুক্তকরে তোমাকে ডাকিতেছি, আয় মা, ফিরিয়া আয়। এই প্রাণপুষ্পাভাবে বাঙ্গালীর গৃহ সৌরভ-শূন্য হইতে বসিয়াছে। ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বসিয়া দারিদ্র্য দন্তবিকাশ করিতেছে। উল্লাস কোলাহলের বক্ষ ভেদ করিয়া হুঙ্কার-বাণীর আশ্বাস-বাণীকে পর্য্যন্ত স্তম্ভিত করিতেছে। আয় মা, ফিরিয়া আয়—সপ্তকোটি সদাপ্রফুল্ল পিতৃপুরুষের অসভ্যতার দীপালোকে সপ্তকোটি সদাবিষণ্ণ রুগ্ন সন্তানের সভ্যতার অন্ধকার দূর করিতে—আয় মা, স্বামি-পুত্রের চিরহিতকারিণী গৃহলক্ষ্মী ফিরিয়া আয়। আমাদের জ্ঞানাভিমানে আত্মপ্রসাদ দূর হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছে। আমরা ঘর ছাড়িয়াছি, ঘরের কথা ভুলিয়াছি, ঘর আছে কি না, এ প্রশ্ন করিবারও সাহস হারাইয়াছি। আমাদের হৃদয়ের উত্তাপে হৃদিস্থিত দামোদর নিত্য দগ্ধ হইতেছে—সে থাকিয়া থাকিয়া কাতরকণ্ঠে বলিতেছে—"দে, দে, জল দে—আমি পুড়িয়া মরি; জল দে।"

তবে এস মা, শান্তিবারি কমণ্ডলুতে ভরিয়া, আম্রপল্লব সিক্ত করিয়া, অভয় বাণীর আশ্বাস লইয়া এস মা!

বৃন্দাবন-বিলাস

(গীতি নাট্য)

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

উৎসর্গ

যাঁহাদের চির-মধুর পদাবলী এই গীতিনাট্যের মেরুদণ্ড,
যাঁহাদের আরাধ্য ধন ইহার প্রাণ,
সেই মহাজনদিগের
পদপ্রান্তে
ইহা ভক্তিসহকারে
রক্ষিত হইল।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রামতারণ সান্যাল ও প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত মোহিতলাল গোস্বামী মহোদয়দ্বয় অনুগ্রহপূর্ব্বক এই গ্রন্থসন্নিবিষ্ট গীতগুলিতে সুর-সংযোগ করিয়াছেন।

পাত্রপাত্রীগণ

পুরুষ

শ্রীকৃষ্ণ, নারদ, নন্দ, আয়ান, সুবল, বলরাম, রাখালবালকগণ ও চন্দ্রাবলীগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

শ্রীরাধিকা, যশোদা, জটিলা, কুটিলা, বৃন্দা, বিশাখা, ললিতা, সখীগণ ও প্রতিবেশিনীগণ ইত্যাদি।

বৃন্দাবন-বিলাস

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নারদ।

(গীত)

অ'রে সে মোহন যমুনার কূল,
আরে সে কেলিকদম্ব-মূল আরে সে ফুটল বিবিধ ফুল,
আরে সে শারদ যামিনী।
ভ্রমরা-ভ্রমরী করত রাব পিক কুহু কুহু করত গাব,
সঙ্গিনী-রঙ্গিনী মধুর বোলনী
বিবিধ রাগ-গায়না॥
বয়সে কিশোর মোহন ঠাম, নিরখি মুরছি পড়ত কাম,
সজল জলদ শ্যাম ধাম,
পিঙল বসন দামিনী।
ধবল শ্যামল কালিম গোরী বিবিধ বসন বনি কিশোরী,
নাচত গায়ত রস বিভোরি,
সবহুঁ ব্রজ-কামিনী॥

নারদ। কই, কোথায় তুমি প্রেমময়? পীতধড়া, মোহনচূড়া, হাতে মুরলী নিয়ে তুমি যে মধুর বৃন্দাবনের বনে বনে বিচরণ করতে এসেছ! কই, কোথায় তুমি? জগতে প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য, ভাগ্যবান্ মানবের ঘরে ঘরে প্রেমভাব প্রকাশের জন্য, তুমি যে বালকমূর্ত্তিতে গোকুলে বিহার করছ, লীলাময়! তা হ'লে কোথায় তুমি? এত অনুসন্ধান করছি, তথাপি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? কি অপরাধে দেখ্‌তে পাচ্ছি না? বৃন্দাবন! রাধারমণ-পদরজ-স্পর্শে মর্ত্ত্যের বৈকুণ্ঠধাম বৃন্দাবন! কোকিল-কুহরিত, কেলিকদম্ব-শোভিত, আবেগময়ী গোপাঙ্গনার অলক্তাড়িত হিল্লোলে আবেগময়ী যমুনার তরঙ্গবিলসিত বৃন্দাবন! তুমি কত দূরে?

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। ঠাকুর, প্রণাম হই।

নারদ। এই যে—এই যে বৃন্দা! আমি তোমাকেই অনুসন্ধান করছিলুম!

বৃন্দা। দাসীর ভাগ্য এত সুপ্রসন্ন কেন হ'ল, জান্‌তে পারি কি?

নারদ। অবশ্য জান্‌বে। তোমাকে জানাবার জন্যই এসেছি। শুধু তোমার ভাগ্য নয় বৃন্দারাণি! এতে আমার ভাগ্যও বিজড়িত আছে। আমি জগতের সমস্ত তীর্থ দর্শন কর্‌বার সঙ্কল্প ক'রে ভ্রমণে বহির্গত হয়েছিলুম। কিন্তু দুঃখের কথা বলব কি বৃন্দারাণি, বুঝি আমাকে সঙ্কল্পভ্রষ্ট হ'তে হ'ল।

বৃন্দা। এ যে নূতন কথা শুনলুম ঠাকুর!—আপনাকে সঙ্কল্পভ্রষ্ট হ'তে হ'ল?

নারদ। আর নূতন কথা! মিথ্যা নয় বৃন্দা। সব তীর্থ দেখে এলুম, কেবল একটি তীর্থ দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

বৃন্দা। সে তীর্থ কি এত দূরে?

নারদ। দূরে কি নিকটে, সম্মুখে কি অন্তরালে, তা ত কিছুই বুঝতে পার্‌ছি না। যতই অগ্রসর হচ্ছি, ততই বোধ হচ্ছে, যেন আর একটু হ'লেই পাই। চলতেও ছাড়ছি না, কিন্তু পেয়েও পাচ্ছি না।

বৃন্দা। এই ব্রজধামে এসেও আপনার তীর্থভ্রমণ শেষ হ'ল না?

নারদ। প্রথমে মনে করলুম, বুঝি শেষ হ'ল। কিন্তু প্রবেশ ক'রে আকাঙ্ক্ষা মিট্‌ল না। মনটা বল্‌ছে আরও যেন একটু এগুতে হবে। কিন্তু সে একটু যে কোন্ দিকে, তা ঠাওর করতে পার্‌ছি না। তাই তোমার অনুসন্ধান কর্‌ছিলুম।

বৃন্দা। আমি পথ ব'লে দেব, তবে আপনি যাবেন?

নারদ। নিরুপায়—করি কি? বুড়ো—ভীমরতি হয়েছি। চক্ষেও বড় ঠাওর হও না। তার ওপর একটু জ্ঞানাভিমান কেমন ক'রে যে চক্ষের উপর একটু কালিমা মাখিয়ে দিয়েছে যে, স্পষ্ট দেখ্‌তে গেলেও ঝাপসা ঠেকে। আর জানই ত, চাল্‌শে ধরা চোখ—

দূর থেকে বরং একটু নজর হয়, কিন্তু কাছে এসে হাতড়াতে হয়, অক্ষর ঠাওর হয় না।

বৃন্দা। বেশ, তা হ'লে খানিকটে এই দিকে যান। ব্রজদুলালের ঘর দেখ্‌তে পাবেন।

নারদ। না বৃন্দা, ও দিকে আমার সুবিধা হবে না। ও ননীচুরী, ভাড়-ভাঙ্গাভাঙ্গি আমি দেখ্‌তে চাই না।

বৃন্দা। বেশ, তবে এ দিকে।

নারদ। এ দিকে কি?

বৃন্দা। কেন, গোচারণের মাঠ।

নারদ। বাপ! ও দিকে কি ভদ্রলোকে যায়! দু'দে রাখালে ছোঁড়ারা, আর যত গোকুলের ষাঁড়। শেষকালটায় কি অপঘাতে মরব?

বৃন্দা। বেশ, তা হ'লে গোবর্দ্ধন দেখে আসুন।

নারদ। না বৃন্দা, সে দিকেও নয়। গোবর্দ্ধন গিরির এখন গোড়া আল্‌গা। যে দিন থেকে তোমার ব্রজদুলাল গোবর্দ্ধন ধারণ করেছেন, সেই দিন থেকেই গিরিবর টল মল করছেন। কাছে গেলেই চাপা পড়ব।

বৃন্দা। তবেই ত গোল বাধালেন ঠাকুর। আপনার বাদবাকী তীর্থটি পাই কোথা?

নারদ। দেখ বৃন্দারাণি, খুঁজে দেখ।

বৃন্দা। ভাল, যমুনা-তীর।

নারদ। যমুনা ত তোমার এখন একটানা। যমুনায় পা ফস্‌কে প'ড়ে শেষকালে কি আঘাটায় গিয়ে মরব?

বৃন্দা। ভাল, যমুনা যদি উজান বয়?

নারদ। তা হ'লে এখনি গিয়ে সেই যমুনায় ঝাঁপ দিই। দেখাও বৃন্দা, সেই তটভূমি—সেই তমালতালী-বনরাজি-শোভিত অরণ্য। যে অরণ্যের প্রান্তবাহিনী যমুনা থেকে থেকে আনন্দ-হিল্লোলে উর্দ্ধমুখে ছুটে আসে, সেই তীর্থটি দেখিয়ে আমার তীর্থভ্রমণ সফল কর। বৃন্দারাণি, আমায় বৃন্দাবন দেখাও।—

"যেই বৃন্দাবনে সকলি নূতন সকলি আনন্দময়।
যেই বৃন্দাবনে ঈশ্বরে মানুষে মিলিত রয়॥
যেই বৃন্দাবনে বিরজা বিলাসে তরুলতা চারিপাশে।
যেই বৃন্দাবনে কিশোর কিশোরী শ্রীরূপমঞ্জরী সাথে॥
যেই বৃন্দাবনে রস উপজয়ে সুধার জনম তায়।
যেই বৃন্দাবনে বিকচ কমল ভ্রমরা পশিছে তায়॥

বৃন্দারাণি! আমাকে সেই বৃন্দাবন দেখাও।

বৃন্দা। তবে ত গোল বাধালেন ঠাকুর। সে বনের পথে এখন বড়ই কাঁটা।

নারদ। সে কি?

বৃন্দা। শ্রীমতী যে এখন পরহস্তগত। আপনার ব্রজদুলালের হাতছাড়া। দুঃখে মা নন্দরাণীর কাছে তিনি নাড়ুগোপাল হয়ে আছেন। আর মনের দুঃখে ব্রজগোপীদের ঘরে ঢুকে ভাঁড় ভাঙছেন, আর ননী চুরী করছেন। সে তীর্থদর্শন বড়ই কঠিন কথা। অম্লরস চান ত ভাঙ্গা দধিভাণ্ডের অন্বেষণ করুন। কটুরস চান ত গোচারণের মাঠে যান। রাখাল-বালকের পাঁচন-বাড়ীর সাহায্যে আপনাকে পিঠ ভ'রে খাইয়ে দেবে। মধুররস— সেটি আর হ'চ্ছে না। সে গুড়ে বালি! রসের কুম্ভটি আয়ান ঘোষ দখল ক'রে বসেছেন। ও দিক পানে চাইলে আয়ানের লাঠি।

নারদ। বটে!

বৃন্দা। হাঁ প্রভু! কিশোরী এখন মাধবের স্বকীয়া নেই। রাধারাণী এখন পরকীয়া। সংসারের পাকে প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন।

নারদ। তাতে আর কি হয়েছে? বৃন্দা, তুমি রাধামাধবের মিলন-সংঘটন কর। সংসারে নব-বৃন্দাবনের সৃষ্টি কর।

বৃন্দা। আপনি ত বল্লেন ঠাকুর, কিন্তু এত কি সহজ?

নারদ। শক্তটা যে কি, তা ত আমি বুঝতে পারছি না।

বৃন্দা। শক্ত কি সহজ, তা আপনাকে কি ক'রে বোঝাব প্রভু? আপনার অবস্থা আর শ্রীমতীর অবস্থা—এ দুই অবস্থার কি তুলনা হয়? সংসারে আপনি আপনাকে মাত্র সঙ্গী ক'রে হরি-ভজন করেছেন। স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, মায়া মমতায় জড়াবার একটিও প্রাণী নেই। কাজেই ভগবান্ ভিন্ন আপনার কে আছে? নাম করুতে ভগবান্, চিন্তা করতে ভগবান্। কাঁদতে ভগবানের নাম, হাসতে ভগবানের নাম। সুখ-দুঃখের দুটো কথা কইতে ভগবান্ হলেন সঙ্গী, দু'টো গাল দিতে প্রয়োজন হ'লে ভগবান্ হলেন শ্রোতা। কেউ বাধা দিতে নেই, কেউ টানতে নেই, কেউ ভাবাতে নেই, কেউ কাঁদাতে নেই। সংসারী জীবের কৃষ্ণভজন যে কত কঠিন, তা আপনি বুঝবেন কি? দুষ্টা শাশুড়ী, মুখরা ননদী, দুরন্ত স্বামী—

লোকলাজ, ভয়, মান, কলঙ্ক, গুরুগঞ্জনা। কিশোরীর এখন যা অবস্থা, এ অবস্থায় প'ড়ে কখনও যদি কৃষ্ণভজতে চেষ্টা করতেন, তা হ'লে বুঝতেন ব্যাপারটা কি!

নারদ। তা বটে! সেটা যে কি ব্যাপার, তা বুঝবার ত আমার ক্ষমতা নাই। তা হ'লে কি হবে বৃন্দা? আমার তীর্থভ্রমণ কি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে? শ্রীরাধামাধবের মিলন কি দেখতে পাব না?

বৃন্দা। তবে দিন একবার পদধূলি। দেখি, কতদূর কি ক'রে উঠ্‌তে পারি।

নারদ। আশীর্বাদ করি বৃন্দা, তুমি সফলকামা হও। তোমার রচিত উদ্যানের পুষ্পগন্ধে ধরণী ভ'রে যাক্। দেখে-শুনে আঘ্রাণ অনুভবে আমি জীবন সার্থক করি।

বৃন্দা। আপনিও তা হ'লে এক কাজ করুন। ব্রজদুলালকে ঘরের বার করুন।

নারদ। আমি এখনি যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

বৃন্দা। গীত।

রতি-রণ-রঙ্গভূমি বৃন্দাবন।
রণ-বাজন পিক-তান।
চঞ্চল মনোরথে, দোসর মনোমথে,
পরিমলে অলিক প্রয়াণ।
দেখ রাধামাধব মেলি।
দুহুঁক চপল চকিত নাহি সমুঝিয়ে,
কি হে কলহ কি রে কেলি॥
জয় জয় চন্দন কর কুচ কঞ্চুক,
বিপুল পুলক ফুলবান।
দুঁহু নূপুর-ধ্বনি দুঁহু মণি কিঙ্কিণী,
কঙ্কণ বলয় নিশান।
দুঁহু ভুজপাশ জড়ি দুঁহু মণি বন্ধন,
অধর-সুধা করু পান।
আকুল বসন চিকুর শিখীচন্দ্রকে গোবিন্দ দাস রসগান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নেপথ্যে দেবদেবীগণ—

(গীত)

চাঁচর চিকুর, চূড়োপরি চন্দ্রক,
গুঞ্জা মঞ্জু মাল।
পরিমল-মিলিত, ভ্রমরী-কুল আকুল,
সুন্দর বকুল গুলাল॥
ব-মে আওয়ে হো নন্দলাল।
মনমথ মথন, ভাঙ যুগ ভঙ্গিম,
কুবলয় নয়ন বিশাল॥
বিম্বাধরোপরি, মোহন-মুরলী ধর,
পঞ্চম বমই রসাল।
গোবিন্দদাস পহু নটবর শেখর,
শ্যামল তরুণ তমাল।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। মা! মা! কই মা, কোথা মা?

(যশোদার প্রবেশ)

যশোদা। এ কি গোপাল? এ কি বাপ্? ঘুমুতে ঘুমুতে উঠে এলি কেন? কেঁদে উঠলি কেন? এখনও ত সকাল হ'তে দেরী আছে।

কৃষ্ণ। মা! মা! ওরা কারা মা?

যশোদা। কই কারা, বাপ গোপাল?

কৃষ্ণ। ওই যে এসেছিল, ওই যে আমাকে কি ব'লে গেল।

যশোদা। সে কি বাপ? কেউ ত আসে নি, কেউ ত যায় নি, কেউ ত কিছু বলে নি।

কৃষ্ণ। এই যে এলো মা, এই যে বল্লে মা।

যশোদা। ও কি গোপাল? ও কি বলছিস্ বাপ?

কৃষ্ণ। মা! মা! দেখেছিস, দেখেছিস?

যশোদা। কি—কি?

কৃষ্ণ। ওই যে দেখ না। ওই ধীরসমীরে যমুনা-তীরে—একা আকাশ পানে চেয়ে নতুন মেঘে চোখ রেখে ও কে মা?

যশোদা। গোপাল, গোপাল!

কৃষ্ণ। মা, দেখ্—দেখ্—আবার দেখ্—

যশোদা। ওমা মঙ্গলচণ্ডী, কি করলে মা। গোপাল আমার এমন করে কেন মা? গোপাল! গোপাল!

কৃষ্ণ। কেন মা?

যশোদা। ও কি বলছিস বাপ?

কৃষ্ণ। কই!—আমি?—কি বল্‌ছি!

যশোদা। কিছু বলিস্ নি ত? তা হ'লে চল্ বাপ—এখনও সূর্য্য ওঠে নি, ঘুমুবি চল্।

কৃষ্ণ। আমি ত ঘুমুচ্ছিলুম, তুই আমায় ডাক্‌লি কেন?

যশোদা। ভুলে ডেকে ফেলেছি বাবা।

কৃষ্ণ। এমন ধারা ভুল্‌বি কেন?

যশোদা। আর ভুল্‌ব না বাবা। এবার থেকে আর ভুল্‌ব না। তুমি ঘুমুলে আর ডেকে তুল্‌ব না।

কৃষ্ণ। হাঁ মা, সুবল এখনও এল না কেন?

যশোদা। এখনও সকাল হয় নি ত বাবা, সকাল হ'লেই আসবে।

কৃষ্ণ। তা হাঁ মা, ওরা গরু চরাতে যায়, তা আমি যাই না কেন?

যশোদা। কই কারা যায়?

কৃষ্ণ। কেন, দাদা যায়, শ্রীদাম যায়, সুদাম যায়।

যশোদা। ওরা বড় হয়েছে, তাই যায়। তুমি যে এখনও দুধের ছেলে নীলমণি! কই, সুবল কি যায়? যখন বড় হবে, তখন যাবে।

কৃষ্ণ। আমি কবে বড় হব মা?

যশোদা। সে পুরুত ঠাকুর পাঁজি দেখে শুণে গেঁথে ব'লে দেবে। ধন আমার, যাদু আমার, নীলমণি আমার, কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে উঠেছ, অসুখ করবে। এখন একটু ঘুমুবে চল।—ওমা মঙ্গলচণ্ডি! ছেলে আমার ঘুম থেকে উঠে অমন ক'রে উঠল কেন মা? মা! বাছার সব আপদ-বালাই দূর ক'রে দাও। তোমায় ষোড়শোপচারে পূজা দেব।

[উভয়ের প্রস্থান।

(নন্দের প্রবেশ)

নন্দ। এক জন এক জন ক'রে গোপালের সকল সঙ্গীই গোচারণ-কার্য্যে নিযুক্ত হ'ল। গোপালকে ত আর না পাঠালে কিছুতেই চলে না। আর না পাঠালে যে লোকে নিন্দা করবে। কিন্তু কেমন ক'রে পাঠাই? যশোমতী কি এরূপ কার্য্যে সহজে সম্মতি দেবে? আমিই বা গোপালকে ছেড়ে কেমন ক'রে থাক্‌বো? বড়ই বিপদ!—যশোমতি!

(যশোমতীর প্রবেশ)

যশো। কেও গোপরাজ! আস্তে কথা কও। গোপাল আমার সবে চক্ষু বুজেছে। কিছু দরকার আছে কি?

নন্দ। দরকার অন্য কিছু নয়। বলতে এসেছিলুম কি—পুরোহিত মহাশয় আজ প্রভাতে এসেছেন। এসে ব'লছেন যে, আজ বড়ই শুভদিন। গোপালের গোচারণযোগ্য বয়স উত্তীর্ণ হয়, এই সময় একটু স্বস্ত্যেন শান্তি ক'রে গোপালের হাতে পাঁচনবাড়ী দিলে ভাল হয় না?

যশো। দিতে হয় দাও না। আমি কি গোপালকে ধ'রে রেখেছি?

নন্দ। আহা রাগো কেন? কথার কথা জিজ্ঞাসা করছি বইত নয়। পাঁচজনে পাঁচ কথা কয়।

যশো। আমি ত আর পাঁচজনের ধার ক'রে খাইনে যে, পাঁচ কথা কইবে।

নন্দ। পুরুত ঠাকুর বল্‌ছিলেন, যে সময়ের যা, সেটা না করলে ছেলের অকল্যাণ হয়।

যশো। ছেলের যদি অকল্যাণ হয়, তবে পুরুত ঠাকুর রয়েছেন কি করতে? তবে তাঁর স্বস্ত্যেন শান্তির জোর কি?

নন্দ। বটেইত!

যশো। কচি দুধের ছেলে, এখনও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কেঁদে ওঠে।

নন্দ। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—ও কথা একেবারেই ছেড়ে দাও।

যশো। একদণ্ড মাকে না দেখ্‌লে অন্ধকার দেখে—সেই ছেলেকে তুমি গোঠে পাঠাতে চাও?

(বলাই, শ্রীকৃষ্ণ ও রাখালবালকগণ)

গীত।

ওমা নন্দরাণী!
কানাইরে দিয়ে দাও সাথে।
পরাইয়ে দেহ ধড়া, চরণে নূপুর বেড়া,
মন্ত্র পড়ি বাঁধ চূড়া মাথে॥

অলকা তিলকা ভালে, বনমালা দেহ গলে,
শিঙ্গা বেত্র বেণু দেহ হাতে।
শ্রীদাম সুদাম দাম, সুবলাদি বলরাম,
আমরা দাঁড়ায়ে রাজপথে ॥

(নারদের প্রবেশ)

(গীত)

চলত রাম সুন্দর শ্যাম
পাঁচনি কাঁচনি বেত্র বেণু
মুরলী খুরলী গান রি।
প্রিয় শ্রীদাম সুদাম মেলি
তপন-তনয়া-তীরে কেলি
ধবলী শ্যামলী আওরি আওরি
ফুকরি চলত কান রি।
বয়সে কিশোর মোহন ভাতি
বদন ইন্দু জলদ কাঁতি
চারু চন্দ্র গুঞ্জা হার
বদনে মদনভান রি ॥
আগম নিগম বেদসার
লীলায় করত গোঠবিহার
সবহুঁ ভকত করত আশ
চরণে শরণ দান রি ॥

যশো। ঠাকুর! মায়ের প্রাণ ত বুঝলে না। তাই আমাকে কঠিন শাস্তিটে দিলেন।

নারদ। কি করি মা নন্দরাণি! তোমাদের মঙ্গল কামনা আমি চিরদিন ক'রে আসছি। এমন গোচারণযোগ্য শুভদিন আর বহুকালের মধ্যে পাওয়া যাবে না দেখলুম, তাই গোপালকে আজকের দিনে পাঠাবার জন্যই গোপরাজকে অনুরোধ করলুম।

নন্দ। এমন শুভদিন যখন পাওয়া গেছে, তখন সেটা ছাড়া আর কোনক্রমেই উচিত নয়। আর ত বেশী দিন ঘরে ধ'রে রাখতে পারব না।

যশো। বলাই, বাপ কাছে এস—এই নাও তোমার হাতে আমার কানাইকে স'পে দিলুম।—
দধি-মন্থনকালে, সম্মুখে আসিয়া খেলে,
আঙ্গিনার বাহির না করি।
আঙ্গিনার বাহিরে, যদি গোপাল খেলা করে,
তবে প্রাণ ধরিতে না পারি॥"

নারদ। নন্দরাণি! এখন কাঁদবার সময় নয়, পুত্রকে আশীর্ব্বাদ কর।

যশো। "যাদু মোর নয়নের তারা।
কোলে থাকিতে কত চমকি চমকি উঠি,
নয়ন নিমিখে হই হারা॥
তারে তুমি বনে নিয়ে যাও।
যারে পীড়াপীড়ি করি দুগ্ধ পিয়াইতে নারি,
তারে তুমি গোঠেতে সাজাও॥
বসন ধরিয়া হাতে, ফিরে গোপাল সাথে সাথে,
দণ্ডে দণ্ডে দশবার খায়।
এ হেন দুধের ছেলে, বনে বিদায় দিয়ে,
দৈবে মারিবে বুঝি মায়।"

নারদ। আর বিলম্ব করছ কেন নন্দরাণী!

যশো। গোপাল একবার কাছে এস ত।

(কৃষ্ণের মস্তকে ধান্যদূর্ব্বা দান)

"এ দুখানি রাঙ্গা পায়, ব্রহ্মা রাখিবেন তায়,
জানু রক্ষা কর দেবগণ।
কটিতট সুজঠর রক্ষা কর যজ্ঞেশ্বর
হৃদয় রাখুন নারায়ণ॥
ভুজযুগ নখাঙ্গুলি, রক্ষা করুন বনমালী,
কণ্ঠমুখ রাখ দিনমণি।
মস্তক রাখুন শিব, পৃষ্ঠদেশ হয়গ্রীব,
অধঃ ঊর্দ্ধ রাখুন চক্রপাণি॥
জলে স্থলে গিরি বনে রাখিবেন জনার্দ্দনে,
দশদিকে দশ দিক্‌পাল।
যত শত্রু হোক্ মিত্র, রক্ষা করুক সর্ব্বত্র,
নহে তুমি হও তার কাল॥"

নারদ। তা হ'লে ভাই বলাই, কানাই ভাইটিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে, আস্তে আস্তে পাইচারি করতে করতে এগিয়ে যাও।

যশো। "আমার শপথ লাগে, না ছুটো ধেনুর আগে,
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিও ধেনু, পূরিও মোহন বেণু,
ঘরে ব'সে আমি যেন শুনি॥
বলাই ধাইবে আগে, আর শিশু বামভাগে,
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে যেও, সঙ্গ ছাড়া না হইও,
মাঠে বড় রিপুভয় আছে॥

ক্ষুধা হ'লে চেয়ে খেও, পথপানে চেয়ে যেও,
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে!
কারো বোলে বড় ধেনু, ফিরাতে না যেও কাণু,
হাত তুলি দেহ মোর মাথে॥"

এই যাবটের পথ ধ'রে আমাদের বড়ীর ধার দিয়ে যাও। যমুনার ধারে ধারে গরু চরাও।

বল।—

(গীত)

ভয় ক'র না মা নন্দরাণী।
বেলি অবসান কালে, এনে দিব গোপালে,
তোর আগে শুন গো জননী॥
স'পি দেহ মোর হাতে, আমি ল'য়ে যাব সাথে,
যাচিয়া খাওয়াব ক্ষীর ননী।
মোদের জীবন হ'তে, অধিক জানি যে গো,
জীবনের জীবন নীলমণি॥

তৃতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর।

শ্রীরাধা ও কুটিলা।

কুটিলা। বলি হঁ্যা বউ! তোর আজ হ'ল কি?

রাধা। কিছুই হয় নি—হবে আবার কি?

কুটিলা। বিছানা ছেড়ে উঠে অবধি মুখ ভার ক'রে ব'সে রয়েছিস্। সাত ডাকে রা পাওয়া যায় না। কথায় কথায় অন্যমনস্ক, তবু বল্‌ছিস্ কিছু হয় নি? কেন, আমি কি কিছুই বুঝতে পারি নি? আমায় এতই হ্যাকা ঠাওরালি?

রাধা। কি বুঝলে?

কুটিলা। আমি ত আর জান্ নই যে, তোমার পেটের ভেতর কি আছে জান্‌তে হবে। তুমি লীলাময়ী ধনী, তোমার দণ্ডে দণ্ডে লীলা। কে বাপু অত লীলা বুঝে বেড়ায়!

রাধা। তুমি বল্লে ব'লে বল্লুম।

কুটিলা। তা বলব না ত কি? তোমার ভয়ে চুপ ক'রে থাক্‌তে হবে? তা বুঝি আর নাই বুঝি, কিছু বলি আর নাই বলি—বউ ঠাকরুণ! একটু কম ক'রে কর।

রাধা। করলুম কি?

কুটিলা। তা যাই কর, একটু কম ক'রে কর। যে টুকু সয়, সেই টুকু কল্লেই ভাল হয়।

রাধা। জ্বালা বিপদ—করলুম কি?

কুটিলা। এ বয়সে অতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়। আমাদেরও অমন এককাল ছিল। আমরাও এককালে স্বামী নিয়ে ঘর করেছি। কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি করি নি।

রাধা। আমারই বা বাড়াবাড়ীটা কি দেখলে?

কুটিলা। আমাদেরও স্বামী মাঝে মাঝে বিদেশে যেত। আমরাও অমন কত শ্রাবণের বাদ্‌লার রাত একলা কাটিয়েছি। কিন্তু সারাটা রাত বিছানায় প'ড়ে কখন অমন ছটফট্ করি নি। জাগবার সময় জেগেছি, বস্‌বার সময় বসেছি, ওঠ্‌বার সময় উঠেছি, আবার ঘুমবার সময় ভোঁস্ ভোঁস্ ক'রে ঘুমিয়েছি। স্বামী কি চব্বিশ ঘণ্টাই বাড়ী থাকবে? বিদেশ যাবে না? তা তার জন্য অত বাড়াবাড়ি কেন? সারারাত ঘুম নেই—চোখ করঞ্চা! এ কি রে বাপু! দাদা কাল্‌কে মথুরা গেছে। বৃষ্টির জন্য আসতে পারে নি। আজ যেখানে থাক্ আস্‌বেই। তার জন্য অত কেন?

রাধা। তুমি কি মনে করেছ, তোমার দাদার জন্য আমি সারারাত বিছানায় প'ড়ে ছটফট্ করেছি?

কুটিলা। তা যার জন্যই কর, কিন্তু অতটা ক'র না। এর পর অতটা কেন—ওর কিছুই থাকবে না।

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। কি গো সই, ব'সে ব'সে হচ্ছে কি? আরে কে ও কুটিলা ঠাকরুণ! তুমিও যে! ননদ-ভাজে মুখোমুখি ক'রে সকাল বেলায় কি এত গোপনীয় কথা হচ্ছে? আমরা বাইরের লোক কি শুন্‌তে পাই না?

কুটিলা। এই ব'সে ব'সে তুমিই না হয় সমস্ত শোনাটা একচেটে ক'রে নাও। দুঃখ কেন? আমি কেবল দুটো একটা ছুটক ফাউ কথা শুনে গেলুম বই ত নয়। তুমি হচ্ছ তোমার সইয়ের অন্তরঙ্গ—সব কথা ত তোমারই শোন্‌বার অধিকার।

বৃন্দা। বেশ, তুমিও ত আমার পর নও। শুন্‌তে পাই ত তোমাকেও কিছু ভাগ দেওয়া যাবে। ব্যাপার কি সই?—ও মা! তা ত দেখি নি। এ কি সই! তোমার আজ এমন মূর্ত্তি কেন? মুখ এমন মলিন—চোখ দুটি লাল—যেন অন্যমনস্ক ভাব—কেন সই?

কুটিলা। কেন আর কি—এ বয়সের রোগই ওই। আমরা আছি সংসারধর্ম্ম দেখতে—সকাল

থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খেটে মর্‌তে—আর ওঁরা আছেন, কেবল অন্যমনস্ক হ'তে, আর চক্ষু দুটি লাল ক'রে ব'সে থাকতে। কেমন গো ঠাকরুণ! এখন বিশ্বাস হ'ল? আমিই না হয় মন্দ, পোড়া পাড়ার লোকে আমায় কেবল তোমাকে গঞ্জনা দিতেই দেখে। এ বার ত আমি বলি নি!—বলি এখন উঠবে, না এমনি ক'রে অভিমানে অঙ্গ ঢেলে দিন কাটিয়ে দেবে?

বৃন্দা। অভিমান? তা হ'লে সইয়ের আমার অভিমান আছে।

কুটিলা। অভিমান নেই? অঙ্গটুকু সুধু অভিমানেই গড়া। দাদা কাল্‌কে মথুরা গিয়েছে, বৃষ্টির জন্য আস্‌তে পারে নি। তাই সইয়ের তোমার অভিমান! দাদা কাল রাত্রে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে ওঁর কাছে আসেন নি কেন, তাই মানময়ী মানসাগরে অঙ্গ ঢেলে ব'সে আছেন। বৃন্দা! বড় দুঃখ, ভালবাসাটা কেবল আমরাই দেখাতে পারলুম না—মান করাটা আমরাই শিখলুম না।—কেবল দেখতে এসেছি, দেখেই গেলুম।

[প্রস্থান।

বৃন্দা। বেশ, তুমি যাও, আমি সইকে তুলে নিয়ে যাচ্ছি। আঃ? রাঁড়ী গেল না ত, যেন গায়ে বাতাস লাগল।—যাক্—তারপর ব্যাপার কি বল দেখি সখি! আজ তোমার এ কি ভাব বৃষভানুনন্দিনি।

রাধা। আগে দেখ, পাপ ননদী গেল কি না।

বৃন্দা। সে চ'লে গেছে।

রাধা। সই! আমি কি দেখলুম।

বৃন্দা। (স্বগত) এরই মধ্যে সখী কি দেখ্‌লে! কই দেখ্‌বার ত এখনও সময় হয় নি! তা হ'লে সখী আমার দেখলে কি? (প্রকাশ্যে) কি দেখ্‌লে সখি?

রাধা। সই, প্রাণের সই! কাছে এস—চারিদিকে দেখ। তুমি ছাড়া আর কেউ যেন না শোনে।

বৃন্দা। কেউ নেই—তুমি নিঃসঙ্কোচে বল।

রাধা। কাল রাত্রে আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি।

বৃন্দা। স্বপ্ন?

রাধা। অদ্ভুত স্বপ্ন!—(সুরে)

"রজনী শাওন ঘন, ঘন দেয়া গরজন,
ঝিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্ক শয়ন রঙ্গে, বিগলিত চীর অঙ্গে,
নিন্দ্রা যাই মনের হরিষে॥
শিখরে শিখণ্ড রোল, মত্ত দাদুরী বোল,
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঁঝা ঝি ঝিনিকি বাজে, ডাহুকী সে গরজে,
স্বপন দেখিনু হেন কালে॥"

বৃন্দা। তার আর বিচিত্র কি? শ্রাবণের ধারায় জলবর্ষণ হয়েছে। দুরু দুরু মেঘ গর্জ্জন। গভীর রাত্রি। স্বামী দূরদেশে। এমন সময় রসময়ী তুমি গৃহের মধ্যে কোমল শয্যায় একা। তুমি যে বেছে বেছে মনের মতন স্বপ্ন দেখ্‌বে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? অবশ্য স্বামীর স্বপ্নই দেখেছ?

রাধা। স্বামী?—কে স্বামী—কোথা আমার স্বামী? আমি-ই বা কার?

(সুরে)

"মনের মরম কথা, তোমারে কহি যে হেথা,
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিনু কেহ, শ্যামল-বরণ দেহ,
তাহা বিনু আর কারও নই॥

বৃন্দা। বল কি?—এমন স্বপ্ন দেখেছ?

(সুরে)

রাধা। "মরমে পৈঠল সেহ, হৃদয়ে লাগল দেহ,
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
দেখিয়া তাহার রীত, যে করে দারুণ চিত,
ধিক্ রহু কুলের কামিনী॥"

গীত।

রূপে গুণে রসসিন্ধু,
মুখচ্ছটা যেন ইন্দু,
মালতীর মালা দোলে গলে।
বসি মোর পদতলে,
পায়ে হাত দেয় ছলে,
"আমা কিন, বিকাইনু" বলে॥

বৃন্দা। তারপর?

রাধা। আমি জিজ্ঞাসা করলুম তুমি কে? অমনি আমার কানের কাছে কোথা থেকে কে এসে যেন ব'লে গেল—শ্যামসুন্দর।

বৃন্দা। ঠিক হয়েছে—আমিই যুগলমিলনের উপলক্ষ হব, এই অহঙ্কারে টলতে টলতে যেমন রাইয়ের কাছে আসছিলুম, দর্পহারী তেমনই আমার দর্প চূর্ণ করেছেন। রাইয়ের স্বপ্নাবস্থায় তার কাছে এসে,

তার পায়ে আপনার সর্ব্বস্ব বিকিয়ে গেছেন। যুগ-যুগান্তরের এ মিলন। আমি তুচ্ছ রমণী—আমার এ অহঙ্কার কি সাজে?—তা বেশ করেছ। স্বপ্নে অমন কত দেখাদেখি, বকাবকি, দান-প্রতিদান হয়ে থাকে। তাতে কি সকালবেলায় মলিন মুখে নিষ্কর্ম্মা হয়ে, গালে হাত দিয়ে ভাবতে হয়? নাও—ওঠ। সকাল সকাল যমুনাস্নান সেরে আসি এস। আর কেন ভাই এমন ক'রে ব'সে আছ?

রাধা। আমি আছি? আমি আর আছি কৈ সই?

বৃন্দা। তুমি কি বলছ?

রাধা। বৃন্দা—বৃন্দা—আমার সব গেছে।

"কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ, ভূষণ-ভূষিত অঙ্গ,
কাম মোহে নয়নের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয়, পরাণ কাড়িয়া লয়,
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে॥
রসাবেশে দিনু কোল, মুখে না সরিল বোল,
অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল, লাজ ভয় মান গেল,
বল সই কি আর রহিল॥"

সজনি! আমি তোমার শরণাগত। আমার সর্ব্বস্ব গেছে। এখন এ সঙ্কটসময়ে তুমিই আমার সব। দয়া ক'রে বল, আমি কি করি?

বৃন্দা। কি করবে—আমি বলব?

রাধা। তুমি ভিন্ন আর কে বলবে বৃন্দা? আমায় কর্ত্তব্যশিক্ষা তুমি ছাড়া আর কে দিতে পারে? তুমিই আমার সহায়, তুমিই আমার জ্ঞান-বুদ্ধি। আমাকে সৎপথে নিয়ে যাবার জন্য তুমিই আমার পথ-প্রদর্শিকা।

বৃন্দা। (গীত)

তবে শুন সুবদনী রাই।
সুধালে যদি হে ব'লে যাই॥
তুঁহু সুন্দরী রসের দে, তোঁহারি নয়নে লেগেছে সে,
রসে রসে বুঝি মিলে গেছে,
উথলি সিন্ধু আকুল তাই॥
স্বপনে পেয়েছ গোপনে রাখ,
মুদিত নয়নে হিয়াতে দেখ,
পিরীতি মুরতি করিয়ে আরতি,
আমরা জীবনে সাধ পূরাই॥

য় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আয়ান।

আয়ান। কালী বল মন, কালী বল। মা যার সহায়, ত্রিভুবনে তার কাকে ভয়? মথুরার সহর ছেড়ে, কালী ব'লে যেই মাঠে পা দিয়েছি, অমনি চারিদিক থেকে হু হু ক'রে ঝড়। বাপ! কি ঝড়ের তেজ! মাঠের মাঝখানে পড়লেই প্রাণটা গিয়েছিল আর কি? কিন্তু রাখে কালী ত মারে কে? মারে কালী ত রাখে কে? কালী আমাকে রক্ষা করছেন, আমি মাঠে পড়ব কেন? ঝড়ও আসা, আর আমিও অমনি মাথা গোঁজ ক'রে কালী ব'লে দে ছুট। ছুটতে ছুটতে পড়বি ত পড় একেবারে এক জনের ঘাড়ে। কালী ব'লে মাথা তুলে দেখি যে কালনেমি মামা। তারপর কালী ব'লে মামার বাড়ী উপস্থিত। তার পর কালী ব'লে কণ্ঠায় কণ্ঠায় চর্ব্ব্যচোষ্য ঠাসা। তার পর কালী ব'লে শুয়ে ভোঁস ভোঁস ক'রে ঘুমিয়ে, আবার সকালে কালী ব'লে নিজের ডেরাতে এসে উপস্থিত। কালী বল মন, কালী বল। হাতে পায়ে কাদা—তা হোক, এই অবস্থাতেই মন আর একবার কালী বল।

(গীত)

যা অনায়াসে হয় তাই কর রে।
কাজ কি আমার কোশাকুশী, আয় মন বিরলে বসি,
ভাব শ্যামা এলোকেশী, বারাণসী পাবি রে।
ভস্মমাখা ত্রিলোচন, শিবের কোন্ পুরুষে ছিল ধন,
শ্যামা নির্ধনের ধন, তাই সদা জপ রে॥

(জটিলার প্রবেশ)

জটিলা। এই যে, এই যে, এসেছিস্ বাপ?

আয়ান। আসব না ত কি, ঝড়ে মাঠের মাঝখানে ঠ্যাং খোঁড়া হয়ে প'ড়ে ম'রে থাকব?

জটিলা। বালাই, শত্রু মরুক। তুমি আমার অখণ্ড পরমাই নিয়ে বেঁচে থাক। ও কুটিলে! শীগ্‌গির তোর দাদার জন্য পা ধোবার জল নিয়ে আয়।

আয়ান। সবাইকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু কাউকেও দেখতে পাচ্ছি না কেন?

জটিলা। সে কি রে বাবা, দেখতে পাচ্ছিস না

কি ? অমন চোখ, বন্‌বন্ ক'রে তারা ঘুরুছে, তবুও দেখতে পাচ্ছিস না ?

আয়ান। না—দেখতে পাচ্ছি না।

জটিলা। ও মা মঙ্গলচণ্ডী, কি করলে ?

আয়ান। মঙ্গলচণ্ডী আমার মুণ্ড করলে।—বলি তোকেও দেখলুম, কুটিলাকেও দেখলুম—তবু কাউকে দেখতে পাচ্ছি না কেন ?

(গীত)

তারা কে পারে তোমারে চিন্‌তে।
তুমি গো মা উমা, ব্রহ্মময়ী শ্যামা,
কটাক্ষে পার মা, ত্রিলোক জিন্‌তে॥
আমি দুরাচার কি জানি বল না,
ভবে এসে সাধন হ'ল না হ'ল না,
ক'র না ছলনা দনুজদলনা,
রাখ মা রাখ মা অধীনে অন্তে॥

জটিলা। মনে করি কথা কব না, কিন্তু না ক'য়েও থাকতে পারি না। অমনিতেই পোড়া লোকে বলে বউ-কাঁটকি। কিন্তু একচোখো পোড়া লোক ত দেখবে না যে, গেরস্তর বউ—বেলা এক প্রহর হ'ল, এখনও পর্য্যন্ত ঘর থেকে বেরুল না। ডেকে ডেকে মায়ে ঝিয়ের গলা ভেঙ্গে গেল, তবু বউয়ের সাড় হ'ল না। এতে কি বলতে ইচ্ছা করে বল্ দেখি বাপ আয়ান ?

আয়ান। কি। সাড় হ'ল না ? এমন অষুধ হাতে থাকতে সাড় হ'ল না (ভূমিতে যষ্টি প্রহার)।

জটিলা। থাম্—থাম্—বউমা আসছে।

(রাধার প্রবেশ)

আয়ান। বা। বা। তাই ত। তাই ত।
"তারা কে পারে তোমারে চিন্‌তে।"

জটিলা। ও কি রে—ও কি রে ?

আয়ান। থাম্—থাম্।

জটিলা। ও কি রে আয়ান, পাগল হ'লি না কি ? কারে কি বলিস !

আয়ান। হুঁ—হুঁ, চোখ রাঙাচ্ছ—চোখ রাঙাচ্ছ।

(গীত)

আমি কি আটাশে ছেলে।

জটিলা। আরে ও হতভাগা। ক্ষেপে গেলি না কি ? কারে কি বলুছিস্ ? লোকে দেখলে মনে করবে কি ?

(গীত)

আয়ান।—
মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা ডিক্রী লব এক সওয়ালে।
আমি ক্ষান্ত হব, যখন আমায়,
শান্ত ক'রে লবে কোলে॥

জটিলা। ও আয়ান, করিস কি ? করিস কি ? নেশা ক'রে এলি না কি ?

আয়ান। দূর বেটী—নেশাটা ভেঙ্গে দিলি। কে ও, বৃষভানুনন্দিনি। কোথায় যাচ্ছ ?

রাধা। আজ গো-পূজার প্রশস্ত দিন। স্বামীর মঙ্গলার্থে গোমাতার পূজা করব ইচ্ছা করেছি। তাই একটু সকাল সকাল যমুনাস্নানে চলেছি।

আয়ান। বেশ করেছো। দেখ দেখি মা। এতে বউকে ভক্তি করতে ইচ্ছা করে কি না করে। স্বামীর মঙ্গলার্থ উনি না করেছেন কি ? এই সকাল থেকে এখনও পর্য্যন্ত উনি কতটা ভাবনা ভেবেছেন দেখ দেখি—স্বামী ভেবেছেন, তার মঙ্গল ভেবেছেন, তার সঙ্গে কিঞ্চিৎ অর্থও ভেবেছেন। বাকী ছিল যমুনা আর স্নান, অবশেষে সেটাও শেষ করতে চলেছেন। বেশ, বৃষভানুনন্দিনি—বেশ। ভাল, স্নান ক'রে এসে যখন গোপূজা করবে, তখন করযোড়ে গোমাতার কাছে এই বর প্রার্থনা ক'র যে, হে গোলোকবিহারি হরি ! আমার গরীব স্বামীর প্রতি একটু কৃপাদৃষ্টি কর। যেন সজ্ঞানে আমি মায়ের চরণে শরণ পাই।

রাধা। বেশ, তাই বলব।

[প্রস্থান।

(কুটিলার প্রবেশ)

কুটিলা। ও মা—মা !

জটিলা। কেন ?

কুটিলা। বৌ কোথা ?

জটিলা। যমুনায় গেছে।

কুটিলা। ফিরিয়ে আন্—ফিরিয়ে আন্।

উভয়ে। কেন ?

কুটিলা। আরে ছাই, আগে আন না।

আয়ান। আরে ছাই, আগে বল্ না।

কুটিলা। বউয়ের আজ ঘর থেকে বেরিয়ে কাজ নেই। গোকুলের যত ডাংপিটে ছোঁড়াগুলো আজ এই দিকেই গোচারণে আস্‌ছে।

আয়ান। আসুক না, তাতে আর কি হয়েছে?

কুটিলা। তার সঙ্গে নন্দ ঘোষের ছেলে কানায়েটাও আছে।

আয়ান। ও! তারে ত ভারী ভয়।

কুটিলা। তারে ভয় নয়, তার রীতিকে ভয়। ও পাড়ার বাড়ী বাড়ী ভাঁড় ভেঙ্গে ক্ষীরননী চুরি ক'রে খায়। এখন তোমার ঘরের ক্ষীরভাণ্ডটি যদি চুরি যায়?

আয়ান। কেমন ক'রে যায়, একবার দেখাই যাক্ না।

কুটিলা। চুরিই যদি যায় ত দেখে করবে কি?

জটিলা। কাজ কি বাপ! আজকের দিনটে বউকে বাড়ী থেকে বেরুতে বারণ করেই দে না।

আয়ান। আর বারণ কর্‌তে হবে না। তোমার কানাইই বল, আর বলাইই বল, ও সব তুম তাড়াকি আর বেশী দিন চল্‌ছে না। মথুরা গিয়ে যা শুনে এলুম, তাতে দুদিন পরেই গোকুল থেকে একেবারে ছোঁড়ার পাট লোপাট।

জটিলা। কি শুনে এলি বাপ?

আয়ান। শুনে এলুম, কংস রাজা স্বপ্নে দেখেছে যে, যে তাকে মারবে, সে গোকুলে বাড়ছে। তাইতে কংস রাজা হুকুম দিয়েছে যে, গোকুলে যে ছোঁড়া বাড়ছে, তাকেই মেরে ফেল।

কুটিলা। তা হ'লে তোমাকেও ত মেরে ফেলবে?

আয়ান। ভয় নেই—ভয় নেই—আমার জন্য কিছু ভয় নেই। আমি সে কথা জেনে একেবারে ঠিক হয়ে এসেছি। যারা বাড়ছে, তাদেরই ভয়। আমি কি বাড়ছি—যত দিন যা'চ্ছে, ততই আমি ছোট হ'য়ে যাচ্ছি। ভয় নেই—ভয় নেই—আমার জন্য কিছু ভয় নেই, চল্।

কুটিলা। তবু একবার বউএর সঙ্গে যাই। দাদার বুদ্ধিতে চ'ল্লে চলবে না। [প্রস্থান।

আয়ান। কালী বল মন—কালী বল। দেখ মা। এক সন্ন্যাসী ঠাকুর এসে ব'লে গেল—তোমার ঘরে হাত-পা-ওয়ালা আনন্দময়ী মা আসবেন।

জটিলা। সন্ন্যাসী ঠাকুর? কোথায় রে?

আয়ান। চ'লে গেছে।

জটিলা। আ বোকা! ছেড়ে দিলি, বৌমাকে দেখাতে পারলি নি!

আয়ান। আর বউ দেখিয়ে কি হবে? এবারে যখন আসবে, একেবারে আনন্দময়ীকে দেখিয়ে দেব। কালী বল মন—কালী বল।

জটিলা। নে, তবে হাত পা ধুয়ে ঘরে চল্।

[প্রস্থান।

আয়ান। কি বল্‌ব—ছোঁড়াটা যদি কালো না হ'ত, তা হ'লে একদিনেই তার তুম্ তাড়াকি বার ক'রে দিতুম। ছোঁড়াটা কালো হয়েই আমাকে কাহিল ক'রে ফেলেছে। কালী বল মন—কালী বল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সুবল ও শ্রীকৃষ্ণ।

(গীত)

(সখে) কি যেন কি মনে আসে।
দেখি, আভাসে কত দূর কত দূর দেশে॥
উপরে নীল জলদভার,
কণ্ঠে জড়িত বিজলী-হার,
ক্ষীরোদ সিন্ধু সুধার ধার,
আমি প্রেমের পাথারে যাই ভেসে॥
ঢলে ঢলে রাই পড়িছে বক্ষে,
শত সুরধুনী ঝরিছে চক্ষে,
মৃদুল পবন, কম্পিত ঘন, চন্দ্রকিরণে বিবশে—
কনক-লতিকা পরশে॥

সুবল। এই যে—এই যে কানাই! এ তুই আমার সঙ্গে কি লুকোচুরি খেল্‌ছিস? আমি তোরে খুঁজতে খুঁজতে খুঁজে পাই না কেন? এই এখানে—এই সেখানে। এই কাছে—আবার চক্ষের পলক না ফেল্‌তে ফেল্‌তে তুই অতি দূরে। এ তুই আমার সঙ্গে কি লুকোচুরি খেলছিস ভাই? (স্বগত) এ কি? এ কি? কানাইয়ের এ কি মূর্ত্তি?—কানাই!

কৃষ্ণ। কি ভাই!

সুবল। একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা কর্‌ব?

কৃষ্ণ। কর।

সুবল। ঠিক উত্তর দেবে?

কৃষ্ণ। তোমায় আমার গোপন কি আছে ভাই ?

সুবল। আজ তোমার কিছু ভাবান্তর দেখ্‌ছি।

কৃষ্ণ। তোমার এ প্রেমচক্ষু যে ভাই! এ চক্ষু ভাবরাশি দেখ্‌বার জন্যই ত সৃষ্টি হয়েছে।

সুবল। তা হ'লে, এ কি দেখলুম সখা? তোমায় আজ এমন দেখলুম কেন?

কৃষ্ণ। কি দেখ্‌লে ?

সুবল (গীত)

নীরদ নয়নে নবঘন সিঞ্চনে
আকুলি বিকুলি কেন হও হে।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
কি নব ভাবে ডুবে রও হে।
চলিতে চরণ টলে কত ভাব উথলে,
(যেন) আসিতে আসিতে কোথা ধাও হে ॥
যমুনার তীরে যেন কি ফেলে এসেছ সখা,
ঘন ঘন কূল পানে চাও হে ॥

কৃষ্ণ। সুবল! আমি কোথায় এসেছি, বল্‌তে পার ?

সুবল। এ কি রকম প্রশ্ন কানাই? কোথায় এসেছো, তুমি কি জান না?

কৃষ্ণ। এটা কার রাজ্য সুবল ?

সুবল। কানাই—কানাই! এ তুমি কি বল্‌ছ? চল কানাই, তোমাব সহচরেরা তোমার জন্য গোঠে অপেক্ষা কর্‌ছে!

কৃষ্ণ। তবে আমি কি দেখলুম ?

সুবল। কি দেখলে ?

কৃষ্ণ। (গীত)

অপরূপ পেখনু রামা।
কনকলতা অবলম্বনে উয়ল,
হরিণী-হীন হিমধামা ॥
নয়ন-নলিনী দো অঞ্জনে রঞ্জিত
ভাঙ বিভঙ্গি বিলাস।
চকিত চকোর জোরি বিধি বান্ধল
কেবল কাজর পাশ ॥
গিরিবর গুরুয়া পয়োধর পরশিত
গিম গজমতি হারা।
কাম কম্বুভরি কনয়া শম্ভু পরি
ঢারত সুরধুনী-ধারা

সুবল। সত্যি? কোথায় দেখলে—কোথায় দেখলে?

কৃষ্ণ। সুবল! বল্‌তে পারিস্ ভাই—এ রাজ্য কার? এ রাজ্যের রাজা কে?

সুবল। বল্‌তে পার্‌বো না কেন? এ রাজ্যের সংবাদ জান্‌তে চাও?

কৃষ্ণ। বল সুবল! বল সখা—ব'লে আমার প্রাণরক্ষা কর।

গীত

বেলি অসকালে যমুনা-কূলে,
নাহিতে দেখিনু সে।
জুড়ায় কেবল নয়ন যুগল
চিনিতে নারিনু কে ॥
শুন হে পরাণ সুবল সাঙাতি
কে ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে বসি তার নীরে
পায়ের উপরে পা ॥
চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিত মোর।
সেই হ'তে মোর চিত নহে থির
মনোরথ জরে ভোর ॥

তৃতীয় দৃশ্য

টহলদারগণ।

(গীত)

এই ত গোকুলবাসী, কেহ কিছু জানসি,
তাঁহার চরণে কর সেবা।
তোমরা আসিয়ে দেখ রাইয়ের বেয়াধি লখ,
রাইয়েরে পেয়েছে কোন দেবা ॥
সব দেব হাঁকারিয়া কহে শ্রুতিপুটে।
কালিয়া কুমারের নামে ঝেঁকে ঝেঁকে ওঠে ॥
বলে ওঝা আনি গিয়া পাছে আছে ভূতা।
কাঁপি কাঁপি ওঠে এই বৃষভানুসুতা ॥
রক্ষা রক্ষামন্ত্র প'ড়ে ধরি ধনীর চুলে।
কেহ বলে আনি দেহ কালার গলার ফুলে ॥
চেতনা পাইয়ে তবে উঠিবেক বালা।
ভূত প্রেত ঘুচিবেক যাইবেক জ্বালা ॥

১ম ভি। জয় রাধে কৃষ্ণ—ভিক্ষে দাও মা।

(আয়ানের প্রবেশ)

আয়ান। এ তুমি ? কি বলছ হে বাপু ?

১ম ভি। আজ্ঞে, ভিক্ষে করছি।

আয়ান। শুধু ভিক্ষে করছ কৈ বাপু—কি বলছ যে !

১ম ভি। বলছি, দাতা মা ভিক্ষে দাও।

আয়ান। শুধু এই কথা বলছ ?

১ম ভি। আজ্ঞে।

আয়ান। বেশ, ভিক্ষা গ্রহণ কর।

১ম ভি। দাও বাবা—দাতা বাবা—ভিক্ষে দাও।

আয়ান। নাও বাবা—ভিখিরি বাবা—ভিক্ষে নাও। হাত নয়, ঝুলি নয়, মাথা পাতো বাপধন —মাথা পাতো।

১ম ভি। মাথায় কি হবে প্রভু ?

আয়ান। ভিক্ষে নেবে।

১ম ভি। ভিক্ষে কৈ ?

আয়ান। এই যে।

১ম ভি। ও ত লাঠি।

আয়ান। তুমিও যেমন ভিখিরি, আমারও সেই রকম ভিক্ষে। নইলে, বল্ কি বলছিলি ?—রাধেকৃষ্ণ কি বলছিল ?

১ম ভি। রাধে কৃষ্ণ আমার ইষ্টদেবতা।

আয়ান। তোমার ইষ্টদেবতা ? তা হ'লে রোজ তুমি ইষ্টিদেবতার পূজো কর ?

১ম ভি। আজ্ঞে, সেটা আর পাপ মুখে কেমন ক'রে বলব ?

আয়ান। তবে রে বেটা !

১ম ভি। ও কি—ভিক্ষে দাও আর না দাও—মার কেন কর্ত্তা ?

আয়ান। মারব না ? তুমি আমার বউয়ের নাম পাড়ায় পাড়ায় ঢাক বাজিয়ে ভিক্ষে করবে, আমি তোমায় অমনি ছেড়ে দেব ?

১ম ভি। আমার ইষ্টদেবতা—তোমার বউ কেমন ক'রে হবে কর্ত্তা ? তোমার বউ কি আমাদের মন্ত্রের সঙ্গে মেলে ?

আয়ান। কৈ মন্তর বল দেখি ?

১ম ভি। এই ত গোকুলবাসী ইত্যাদি।

(কুটিলার প্রবেশ)

কুটিলা। ও দাদা—দাদা ! বউ কি করছে গো !

আয়ান। কি করছে—কি করছে ?

কুটিলা। ভূতে পেয়েছে গো—ভূতে পেয়েছে।—কালিয়া কুঁয়ার ব'লে একটা ভূত বহুকাল ধ'রে কদম-গাছের ডালে ছিল। বউ তার তলা দিয়ে আমার সঙ্গে আসছিল, এর ভেতরে কেমন ক'রে ঝুপাঙ ক'রে বউয়ের ঘাড়ে পড়েছে। কালিয়া কুঁয়ারের নাম করতেই ঝাঁকরে ঝাঁকরে উঠছে।—ই—ই—

আয়ান। তবে রে বেটারা—এই তোমাদের ইষ্টিদেবতা—এই তোমাদের মন্তর !

[ভিক্ষুকগণের পলায়ন ও আয়ানের অনুসরণ।

চতুর্থ দৃশ্য

বৃন্দা ও ললিতা।

ললিতা। এমন ত কখন দেখি নি ! যমুনা থেকে ফিরে এসে রাই আমাদের কি এক অপূর্ব্ব ভাবে বিভোর হয়ে পড়েছে।

বৃন্দা। সে কি ?

ললিতা। কি হ'ল বৃন্দা ! আমাদের রাই এমন হ'ল কেন ?

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার,
তিলে তিলে আসে যায়।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন
কদম্ব-কাননে চায় ॥

বৃন্দা। কৈ, এরূপ কথা ত কখন শুনি নি।

ললিতা। আর শুনি নি—শোন নি, দেখবে এস।

বৃন্দা। বলি, রাইকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা ক'রে দেখেছ ?

ললিতা। আর জিজ্ঞাসা ! কাকে জিজ্ঞাসা ? আর কি সেই রাই আছে যে জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেবে ?

সদাই চঞ্চল, বসন-অঞ্চল,
সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি,
ভূষণ খসায়ে পরে ॥

বৃন্দা। তা হ'লে ত বড়ই বিপদের কথা ললিতা ! গুরুজন শুনলে গঞ্জনার একশেষ, সমবয়সী পাঁচ জনে শুনলে কলঙ্ক। কত লোকে কত কথা কইবে, তার কি

ঠিক আছে ? ললিতা। রাই যে আমাদের আদরের সামগ্রী—রাই যে আমাদের প্রাণ।

(বিশাখার প্রবেশ)

বিশাখা। এই যে—এই যে বৃন্দা। ললিতার কাছে শুন্‌লে কি ?

বৃন্দা। শুন্‌লুম বই কি।

ললিতা। এখনও কি সেই ভাবে আছে ?

বিশাখা। সেই ভাবে কি ?—আরও বৃদ্ধি ;—বিরলে একলা ব'সে কখন বা মাথার বেণী এলিয়ে ফুলের গাঁথনি দেখ্‌ছে। কখন বা চক্ষু মুদিত ক'রে কার যেন ধ্যানে নিযুক্ত হচ্ছে ; কখন বা স্থির নেত্রে মেঘের পানে চাচ্ছে। আবার কখন বা রাঙ্গা বাস প'রে যোগিনী বেশ ধ'রে আপনার মনে কত কি ব'ল্‌ছে। বাহ্যজ্ঞান শূন্য—চক্ষে দৃষ্টিশক্তির অভাব—আমরা যে তার কাছে আছি, এ সে দেখেও দেখতে পাচ্ছে না। এত ডাকছি—রাধা-রাধা ব'লে কানের কাছে এত চীৎকার কচ্ছি, তার কানে পৌঁছচ্ছে না। চল সখি, দেখবে চল—দেখ যদি কোন প্রতীকার করতে পার।

বৃন্দা। শাশুড়ী ননদ টের পেয়েছে ?

বিশাখা। না বৃন্দা, এখনও কেউ টের পায়নি। জান্‌লে সর্ব্বনাশ হবে। না জান্‌তে জান্‌তে বৃন্দা যেমন ক'রে পার, রাইয়ের এ দশার প্রতীকার কর।

বৃন্দা। ভাল, তোমরা এগোও। আমি একবার দেখি, কতদূর কি ক'রে উঠতে পারি।

বিশাখা। এস সখি, শীঘ্র এসো।

বৃন্দা। এই যে আমিও সঙ্গে সঙ্গে চলেছি।

[ললিতা ও বিশাখার প্রস্থান।

বৃন্দা। আর প্রতীকার ! যার নামে ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানব, সকল রোগ, বিভীষিকা পালায়, সেই তোমাদের রাইকে গ্রাস করেছে। আর কি রাইকে খুঁজে পাবে ? যাই, একবার দেখে আসি। মদন-মোহনের মুরতির আভাসে বৃন্দাবনেশ্বরীর কিরূপ শ্রী হয়েছে, একবার দেখে আসি। না দেখেই বুঝতে পাচ্ছি—চোখ বুজেই দেখতে পাচ্ছি। কৃষ্ণদর্শনে আত্মহারা মদালসা প্রেমময়ী ব্রজেশ্বরী আমার চোখের ওপরে জল্‌ জল্‌ করছেন।

(রাধিকার প্রবেশ)

(গীত)

মদন-লালস-বিভোরা।
দেখ দেখ রাধা রূপ অপারা॥
অপরূপ কো বিধি আনি মিলায়ল
ভূমিতলে লাবণি সারা।
মদনমোহন, ক্ষণ দরশন
প্রেম অমিয়া রসধারা।
নয়নক লোর থির নাহি বাঁধই
হৃদি বেঢ়ত উজিয়ারা।
কিয়ে মনোহর সুমেরু শিখর
বেড়ি সুরধুনী ধারা॥

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শ্রীরাধা, বৃন্দা ও সখীগণ

বৃন্দা। ও মা ! এ কি ?—এ কি তোমার ভাব ? এ কি তোমার মূর্ত্তি ? এক দণ্ডে এ পরিবর্ত্তন তোমার কে ক'রে দিলে ?

(গীত)

কহ কহ সুবদনী রাধে।
কি তোর হইল বেয়াধে॥
হেম-কান্তি ঝামর হইল
রাঙ্গা বাস খসিয়া পড়িল
যেন ডুবিলি যমুনা অগাধে।
কেন তোয়ে আনমনা দেখি
কাঁহে নখে ক্ষিতিতলে লিখি
কার নাম লিখ মনসাধে।
যেন ডুবিলি যমুনা অগাধে॥

যা চ'লে—যা ভয় করেছি তাই। দেখেছো—তাকে দেখেছো—সর্ব্বনাশ করেছো রাই।

রাধা। বিস্তারি পাষাণে কেবা,
রতন বসাল গো,
এমতি লাগায়ে বুকের শোভা।

দাম কুসুমে কেবা,
সুষমা করেছে গো,
এমতি তনুর দেখি আভা ॥

বৃন্দা। চুপ কর—চুপ কর—কর কি রাই। শাশুড়ী, ননদ, স্বামী—সবাই ঘরে। জানতে পারলে লাঞ্ছনার একশেষ—চুপ কর।

রাধা। মল্লিকা চম্পক-দামে,
চূড়ায় টাননি বামে,
তাহে শোভা ময়ূরের পাখে।
আশে পাশে ধেয়ে ধেয়ে
সুন্দর সৌরভ পেয়ে,
অলি উড়ে পড়ে লাখে লাখে ॥

বৃন্দা। চুপ কর রাই—চুপ কর।

রাধা। (গীত)

গুণ গুণ গুণ রবে কত কি যে বলে গো।
কানের নিকটে এসে বলে।
বলে রাধে ও শ্রীরাধে ॥
পায়ের উপরে থুয়ে পা, কদম্বে হেলায়ে গা,
মলতীর মালা দোলে গলে ॥
মালতীর মধু এনে, ভ্রমরা ঢালিয়া কানে,
কি যেন কি পরিচয় বলে ॥
হেন রূপ কভু নাহি দেখি।
যে অঙ্গে নয়ন থুই সে অঙ্গ হইতে মুই
ফিরায়ে আনিতে নারি আঁখি ॥
বিনা মেঘ ঘন আভা পীত বসন-শোভা
অলপ উড়িছে মন্দ বায়।
কিবা সে মোহন চূড়া দোদুতি মুকুতা বেড়া
কত ময়ূর-পুচ্ছ তায় ॥
অঙ্গে নানা আভরণ কালিন্দী-তরঙ্গে যেন
চাঁদ ঝুলিছে হেন বাসি।
মিশামিশি হৈল রূপে ডুবিলাম রস-কূপে
প্রতি অঙ্গে হেরি কত শশী ॥

সখী, আমায় রক্ষা কর। এই দেখলুম—এই বাঁশীর কি যেন কি নামগান শুনলুম, এই পরশ আশে হাত বাড়ালুম, আর তাঁকে দেখতে পেলুম না। সখী, আমার কি হবে? আবার তাঁকে কেমন ক'রে দেখবো? তাঁকে আবার না দেখলে যে সখী আমি বাঁচবো না।

বৃন্দা। বল কি?

রাধা। এখনি দেখাও—তিলেক বিলম্ব করলে আর আমায় দেখতে পাবে না।

বৃন্দা। চুপ্—চুপ্—তোমার সোয়ামী আসছে।

রাধা। এখনি দেখাও—নইলে স্থির বলছি সখী, আমি এখনি গিয়ে যমুনায় ঝাঁপ দেবো।

বৃন্দা। চুপ—চুপ—প্রতিশ্রুত হচ্ছি, যথাশক্তি এর বিধান করবো। এখন চুপ কর।

(গীত)

তখনি বলেছি তোরে যাস্‌নে যমুনা-জলে
চাসনে সে কদম্বের তলে।
এখন কেন বা বল শুন না বুঝ না রাই
কেন ভাস নয়নের জলে ॥
রাঙ্গা হাত রাঙ্গা পা, মেঘের বরণ গা,
রাঙা দীঘল দুটি আঁখি।
কাহার শকতি তায় দিঠিতে পড়িলে গো
ঘরে আসে আপনারে রাখি ॥

(আয়ান ও কুটিলার প্রবেশ)

আয়ান। কৈ, কোথায় শালার কালিয়া-কুঁয়ার? আমার বউএর ঘাড়ে এসে বাসা! কৈ কুটিলে, দেখিয়ে দে—বউএর ঘাড়ের কোন্‌খান্‌টায় সে শালা বেহ্মদত্যি বাসা করেছে। বউ, একবার ঘাড়টা পাত তো? (ভূমিতে আঘাত)

বৃন্দা। ও কি করছ সখা?

আয়ান। এই যে বৃন্দে সখী!—বউএর ঘাড়টা একবার নুইয়ে ধর ত।

বৃন্দা। কেন?

আয়ান। বলবার সময় নেই—দেরী করলে বউএর গলা একেবারে ঝাঁঝরা ক'রে ফেল্‌বে। কালিয়া-কুঁয়ার বাসা করেছে। বউ কদমতলাতে আসছিল এলোচুল ক'রে, এমন সময় কোথায় কদমের ডালে কালিয়া কুঁয়ার-ব'লে এক ভূত ছিল —সে ঝপাৎ ক রে বউয়ের ঘাড়ে পড়েছে। সে কুঁয়ার বড় সাধারণ ভূত নয়—কুঁয়ার গোঁয়ার ভূত। না লাঠি খেলে নড়বে না। এক ঘা কাঠী ব'লে কসিয়ে দি, শালা বাপ্ বাপ্ বলতে বলতে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাক্।

বৃন্দা। কালিয়া-কুঁয়ার ত পালাবে, আর লাঠির ঘায়ে বউ শুধু যে অক্কা পাবে,—তার কি?

আয়ান। তাই ত! সে কথাটা যে মনে ছিল না। ও কুটিলে, হ'ল না। তা হ'লে বউও আমাদের পেত্নী হয়ে কালিয়া-কুঁয়ারের সঙ্গে লম্বা দিক ?

কুটিলা। হাঁ বউ!

রাধা। কেন?

কুটিলা। তোর কি হয়েছে?

রাধা। কি আর আমার হবে?

কুটিলা। এই যে মেঘের পানে চাইছিলি—আপনার মনে কত কি বলছিলি। কখনও হাত জোড় করছিলি, কখনও উঠ্‌ছিলি, কখনও বসছিলি।

রাধা। দেবতার পূজো করছিলুম। সেই জন্য মন্ত্র উচ্চারণ করছিলুম, কখনও বা হাত জোড় করছিলুম।—সেই জন্য কি ভাই-বোনে একজোট হয়ে আমাকে মেরে ফেলতে এসেছো?

আয়ান। ও কুটিলে?

কুটিলা। ও কুটিলে!—কেন?—আমি কি তোমাকে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসতে বলেছিলুম?

আয়ান। তুই যে বল্লি, কালিয়া কুঁয়ার বাসা করেছে।

কুটিলা। করেছে কি না করেছে, আগে দেখ। দেখা নেই, শোনা নেই, একেবারে লাঠি ঠুকতে লেগে গেলে। আর তোমাকেও বলি বউ, তোমার সব বিপরীত! পূজো কি আর কেউ করে না। ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না, এ কি রকম পূজো রে বাপু?

বৃন্দা। তোমার ভাইয়ের মঙ্গলের জন্যই ত সখী পূজো কর্‌ছিলেন। ব্রতের পূজো—কথা ক'য়ে নষ্ট ক'রে ফেল্‌বে? (আয়ানের প্রতি) কেন সখা—তুমি কি জান না?

আয়ান। কেন জানবো না?

বৃন্দা। আর তন্ময় হয়ে যদি পূজো না হ'ল, তা হ'লে সে কি রকম পূজো?

রাধা। তুমিই ত করযোড়ে গোমাতার কাছে প্রার্থনা কর্‌তে বলেছিলে।

আয়ান। তা ত ব'লেই ছিলুম—ও কুটিলে!—

কুটিলা। (মুখভঙ্গী করিয়া) এ কথা কি আমায় আগে বলেছিলে? এখন—ও কুটিলে!

বৃন্দা। কালিয়া-কুঁয়ার সইএর ঘাড়ে বাসা করে নি। দেখছি সখা, তোমার বোনের ঘাড়ে বাসা করেছে।

আয়ান। ওরে শালা কালিয়া কুঁয়ার—জোচ্চোর!

কুটিলা। ও মা, মেরে ফেললে গো! ও মা!

[প্রস্থান।

আয়ান। ওরে শালা কালিয়া কুঁয়ার!

[প্রস্থান।

বৃন্দা। চল সই! দেখি গে মা যোগেশ্বরী কি করেন।

পঞ্চম দৃশ্য

শ্রীকৃষ্ণ ও সুবল।

সুবল। কি সখা! দেখতে পেলে?

কৃষ্ণ। কৈ সখা!

সুবল। কৈ কি? এই যে চক্ষের সামনে দিয়ে চ'লে গেল! এ তুমি কি ব'লছ কানাই! দেখতে পেলে না কি?

কৃষ্ণ। (গীত)

সজনি, ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমাল সঙে তড়িত লতা জনু,
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥
আধ আঁচর খসি, আধ বদনে হাসি
আধহি নয়ান তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি,
তদবধি দগধে অনঙ্গ॥
একে তনু গোরা, কনক-কটোরা
অতনু কাঁচলা উপাম।
হরি হরি বল মন, জনু বুঝি ঐছন
ফাঁস পসারল কাম॥

কৈ সুবল! কিছুই যে আমার দেখা হ'ল না!

সুবল। তবে একটু অপেক্ষা কর। যমুনা-স্নান ক'রে এখনি বৃষভানুনন্দিনী ফিরে আস্‌বে। সেই সময় তাকে পুনর্দর্শন ক'রো। কিন্তু সাবধান কানাই! শ্রীরাধিকা কুলবধূ। সঙ্গে ননদী আছে, সখীরা আছে। যেন ইঙ্গিত ক'রে বসো না।

কৃষ্ণ। না সখা—তুমি কি পাগল হয়েছ? আমি কি এতই উন্মাদ! আমি শুধু দেখ্‌ব—একবার দেখে সাধ মেটেনি, আর একবার দেখব। ভাল দেখা হ'ল না সুবল! বিদ্যুল্লতা চোখের

উপর একবারমাত্র ভেসে, চোখের পলকে মিলিয়ে গেছে। সুধু বুকে শেল বিঁধছে, পাঁজর ধ'সে যাচ্ছে। কোথা যাই সুবল,—কি করি সুবল?

সুবল। উতলা হও না। ফিরে এল ব'লে। তখন আবার দেখ।

কৃষ্ণ। সুবল, প্রাণ যায়, আর একটিবার আমাকে দেখাও।

(গীত)

আমি দেখার প্রয়াসী
শ্রীমুখ-কমল, দেখব কেবল,
বারেক সুবল দেখাও হে—
কাল কালায় গেছে ব'য়ে,
আমি দেখার আশায় আছি চেয়ে,
জীবন গেছে কেঁদে কেঁদে
আমি তবু আছি পরাণ বেঁধে
আকুল উদাসী।

সুবল। সখা সখা, অন্তরালে যাও—অন্তরালে যাও। শ্রীরাধা আসছে।

কৃষ্ণ। কই সখা? কত দূরে সখা?

সুবল। ব্যস্ত হও না থাম, থাম। সঙ্গে কুটিলা আছে। নামেও যা, কাজেও তাই। কুটিলা পথের মাঝে আমাদের দেখলে কত কি কু-ভাববে। শ্রীরাধার লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না—এস সখা অন্তরালে যাই।

(শ্রীরাধার প্রবেশ)

রাধা। কই আর ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না। বৃন্দা ব'ল্লে শ্যামসুন্দর আমাকে দেখ্‌বার জন্য পথের মাঝে আমার আশাপথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।—আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে! অভাগিনী রাধার প্রতি বিধাতা কি এতই সুপ্রসন্ন?

দাঁড়াইয়া তরুমূলে, আকুল করিল মোরে
ঈষৎ বঙ্কিম দিঠে চেয়ে।
ঘরে যেতে না লয় মন, যাক জাতি কুল ধন,
চিকণ শ্যামের বালাই ল'য়ে॥
অঙ্গ-ভঙ্গিমা দেখি, প্রেম-পূরিত আঁখি,
মোর মনে আন নাহি ভায়।
চিত নিবারিতে যদি, বিরলে বসিতে চাই,
মন কেন শ্যাম পানে ধায়॥

(কুটিলার প্রবেশ)

কুটিলা। বলি ঠাকরুণ, পথ দেখে চল।

রাধা। পথ দেখেই ত চলেছি ঠাকুরঝি!

কুটিলা। একে কি পথ দেখে চলা বলে? পথ দেখে চ'ল্লে কি চোখ চারধারে ঘোরে? উঁহু হুঁ, পোড়া পথও কি এত এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো।

রাধা। কই,—আর কেন দেখ্‌তে পাচ্ছি না? না না, ওই যে, ওই যে—কেলিকদম্বের অন্তরালে, প্রিয় সখা সুবলের হাত ধ'রে—ওই যে আমার—ওই যে আমার প্রাণময় হৃদয়-সর্ব্বস্ব মুরলীধর—ওই যে আমার—

চিকণ কালা, গলায় মালা,
বাজন নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে, ভ্রমর বুলে,
তেরছ নয়নে চায়॥

কুটিলা। চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে আবার থমকে দাঁড়ান হ'ল কেন? দেখ বউ, স্পষ্ট কথা বলি। বলি, তোমার ব্যাপারখানা কি বল দেখি? তোমার ভাবগতিক ত ভাল বুঝছি না।

রাধা। কেন? কি ব্যাপার দেখ্‌লে ঠাকুরঝি?

কুটিলা। এর চেয়ে আবার কি ব্যাপার দেখতে হয়, তা ত জানি না। যমুনার জলে পড়লে ত একেবারে গা এলিয়ে দিয়ে বস্‌লে, উঠতে আর চাও না। যদিও ডেকে ডেকে তুল্‌লুম, ত তীরে উঠে কাপড় নেঙড়াতে আর পা ঘসতে সুরু করলে। রাঙা—খুড়ী—ও পোড়া পা যেন আর ফরসা হ'তে চায় না—তারপর এখন পথ চল্‌ছ না ত যেন সব মাটী মাড়িয়ে চলছ। তুমি রাজার মেয়ে, ব'সে তোমার দিন চ'লে যাবে। আমাদের ত আর নিজে ক'রে-কর্ম্মে না খেলে চল্‌বে না। তা এমন ক'রে চল্লে এ বছরে ত আর বাড়ী পৌঁছান হয় না দেখতে পাই। বলি, বাড়ী যাবার মতলব আছে ত?

রাধা। এই ত বাড়ীতেই চলেছি ঠাকুরঝি। তোমাদের আশ্রয় ছাড়া আমার আর স্থান কোথায়? ঠাকুরঝি! ঠাকুরঝি! সর্ব্বনাশ করেছি।

কুটিলা। কি হ'ল, আবার কি হ'ল?

রাধা। হার ছিঁড়ে ফেলেছি।

কুটিলা। ছিঁড়্‌লে—অমন এতির হার! এই সবে দু'দিন পরেছ, এরই মধ্যে ছিঁড়ে ফেল্লে!

বেশ, যেমন কাজ তার ফল ভোগ কর। নিজেই ব'সে ব'সে ছড়ান মুক্ত কুড়োও। আমি যে তোমার জন্য সব কাজ ফেলে মুক্ত কুড়ুতে ব'সি, আমার এত দায় কাঁদে নি। আমি চল্লুম।

রাধা। ও ঠাকুরঝি, তা হ'লে কি হবে?

কুটিলা। কি হবে, তা আমি কি জানি? তোমার বাপের ধন, তোমার যা খুসি তাই কর—ফেল্‌তে হয় ফেলে এস, কুড়িয়ে নিতে হয়, নিজে কুড়োও, আমি চল্লুম।

[প্রস্থান।

রাধা।

বরণ দেখিনু শ্যাম, জিনিয়া ত কোটি কাম
বদন জিতল কোটি শশী।
ভাঙ ধনু ভঙ্গী ঠাম, নয়ন কোণে পূরে বাণ,
হাসিতে খসয়ে সুধারাশি॥
এমন সুন্দর বর কান।
হেরিয়া সে মূরতি, সতী ছাড়ে নিজ-পতি,
তেয়াগিয়া লাজ-ভয়-মান!
অতি সুশোভিত, বক্ষ বিস্তারিত,
দেখিনু দর্পণাকার।
তাহার উপরে, মালা বিরাজিত,
কি দিব উপমা তার।

মাধব!—মাধব!—

তুয়া অনুরূপ, রূপ হেরি দূর সঙে,
লোচন মন দুহু ধাব।
পরবশ লাগি, জাগি, জাগ তনু অন্তর,
জীবন র'হ কিয়ে যাব।

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। কি গো শ্রীমতি! হার আপনা আপনি ছিঁড়ল, না সাধ ক'রে ছিঁড়ে ফেল্লে—পাপ ননদীর হাত এড়িয়ে, কৃষ্ণদর্শনের ছলায় গজমতির হার ছিঁড়ে খেলাটা খেলছ মন্দ নয়।

রাধা। সখি, আমার কি হবে? আমার যে বুক কাঁপ্‌ছে।

বৃন্দা। বলি আছ, না শ্যাম-অরণ্যে প'ড়ে পথ হারিয়ে বসেছ?

রাধা। পথই হারিয়েছি! সখি ব'লে দাও, কোন্ পথে যাই!—এ দিকে শ্যাম, এদিকে কুল, মধ্যে আমি পথহারা, জ্ঞানহারা, গতিবিহীনা রমণী। সখি, দয়া ক'রে আমাকে পথ ব'লে দাও।—শ্যাম যে এই দিকেই আস্‌ছেন।

বৃন্দা। আস্‌ছেন, ভালই ত, দুটো কথা কও, শ্যামের মতলবটা কি বোঝ। এমন ক'রে লুকোচুরী খেলে চোরাই দেখাদেখির দরকার কি? শ্যাম আসুন—যে যার মনের ভাব সুমুখে স্পষ্ট ক'রে বল। সকল লেঠা চুকে যাক।

রাধা। তা কেমন ক'রে হয় সখি? আমি যে কুলবধূ। পাপ ননদী যে সমস্তই দেখে গেল সই।

বৃন্দা। আ হরি! পাপ ননদী কি দেখতে জানে, না তার চোখ আছে? ভয় নেই, সে কিছু দেখ্‌তে পায়নি। কিছু দেখতে পাবেও না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। নাও, চেয়ে দেখ। ঐ কেলিকদম্বের মূলে মুরলী হাতে তোমার শ্যামসুন্দর—আস্‌তে আস্‌তে দাঁড়াল। লজ্জায় বুঝি শ্যামচাঁদ তোমার সমীপস্থ হ'তে পাচ্ছেন না। কিন্তু কি শোভা! রাধে—রাধে—তোমার দর্শনজনিত আনন্দে, তোমার অঙ্গ-স্পর্শসুখাভিলাষে আগ্রহপূরিত অন্তরে—ব্রজেশ্বরের আজ কি অপূর্ব্ব শোভা!—ও। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি, নাগররাজ আস্‌তে আস্‌তে নিবৃত্ত হ'লেন কেন। এতক্ষণে বুঝেছি—আমি তোমার সঙ্গে রয়েছি দেখে শ্যামচাঁদ আস্‌তে পারছেন না। তা হ'লে তোমাদের প্রেম-আলাপনে ব্যাঘাত-স্বরূপ হয়ে দাঁড়াব কেন? আমাদের কি রাগ অভিমান নেই? তা হ'লে সখি, আমি চল্লুম।

রাধা। না সখি! তুমি যেও না—যেও না—সখি, আমায় একলা ফেলে যেও না। আমার বড় ভয় করছে—দোহাই বৃন্দা! অপেক্ষা কর—দাঁড়াও, আমি তোমার সঙ্গে যাই।

(সুবলের প্রবেশ)

সুবল। শুনলো রাজার ঝী,
তোরে কহিতে আসিয়াছি,
কানু হেন ধন পরাণে বিঁধিলি,
এ কাজ করিলি কি!
বেলি অবসান কালে,
গিয়েছিলি নাকি জলে,
তাহারে দেখিয়া মুচকি হাসিয়া,
ধরিলি সখীর গলে।

দেখায়ে বদনচাঁদে,
তারে ফেলিলি বিষম ফাঁদে,
তুঁহু ত্বরিত আওল, লখিতে নারিল,
ওই ওই করি কাঁদে।

বৃষভানুনন্দিনি! আমি তোমার কাছে কানুর প্রাণ-ভিক্ষা করতে এসেছি। আর মুহূর্ত্ত দেখা দিতে বিলম্ব করলে সে বাঁচবে না। করুণাময়ি! করুণা ক'রে কানুর প্রাণরক্ষা কর।

রাধা। সন্ধ্যা হয় সুবল! পথ ছাড়। বিলম্ব দেখ্‌লে এখনই ননদী ফিরে আস্‌বে। আমার পথরোধ ক'র না। ও সখি! কোথায় গেলে! ঘনঘোর মেদুর অম্বরে বিদ্যুৎ লীলা করছে। চারিদিক থেকে অন্ধকার দ্রুতবেগে আমাকে বেষ্টন করতে আস্‌ছে। সখি, শীঘ্র এস, আমাকে রক্ষা কর।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। ভয় কি? কারে ভয় বৃষভানুনন্দিনি?

গীত।

কবরী ভয়ে চামরী গিরিকন্দরে।
মুখ ভয়ে চাঁদ আকাশে।
হরিণী নয়ন ভয়ে, স্বরভয়ে কোকিল,
গতি ভয়ে গজ বনবাসে॥
সুন্দরি! কাহে মোহে, সম্ভাষি না বাসি।
তুয়া ডরে ইহ সব দূরহি পলায়ল,
তুহুঁ পুন কাহে ডরাসি।
কুচ ভয়ে কমল- কোরক জলে মুদি রহু,
ঘট পরবেশে হুতাশে।
দাড়িম শ্রীফল, গগনে বাস করু,
শম্ভু গরল করু গ্রাসে॥

এখন অনুমতি কর ব্রজেশ্বরী, শ্রীপাদপদ্মে যথা-সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রে আমি নিশ্চিন্ত হই।

(বৃন্দা ও সখীগণের প্রবেশ)

গীত

ধনি ধনি রমণী জনম ধনী তোর।
জগজন কানু, কানু করি ঝুরত,
সো তুয়া ভাবে বিভোর॥
চাতক চাহি, তিয়াসল অম্বুদ,
চকোর চাহি রহু চন্দা।
তরু লতিকা অবলম্বন-কারী (ধনী)
মঝু মনে লাগল ধন্দা॥

গীত।

দেখ সখি নাগররাজ বিরাজে।
সুধই সুধাময় হাস বিকসিত চাঁদ মলিন ভেল লাজে।
ইন্দীবর-বর গরব বিমোচন
লোচন মনমথ ফাঁদে॥
ভাঙ ভুজঙ্গ পাশে, বান্ধল কুলবতী,
কুল দেবতা মন কাঁদে॥
ভ্রমর করম্বিত, জানু লম্বিত,
কেলিকদম্বকি মাল।
রাইক কোমল চিতে, নিতি নিতি বিহরই,
এ হেন মূরতি রসাল॥

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সখীগণ, বৃন্দা ও সুবল।

সুবল। এ যে বড়ই বিপদ হ'ল বৃন্দা! রাই কানাই দূরে দূরে ছিল, সে ত ছিল ভাল। এ যে কাছে দাঁড় করিয়ে কথা কইয়ে সর্ব্বনাশ হ'ল।

বৃন্দা। তা আমি কি করব? আর আমায় ব'ল না। আর আমি পারব না। এ কি সহজ কথা? কুলের বউকে কথায় কথায় পরপুরুষের সঙ্গে দেখা করান কি সহজ কথা? একবার দেখা করিয়ে দিয়েছি, এই যথেষ্ট। দেখা করিয়ে দিয়েছি, তোমাদের কানু কথা কয়েছে—আবার কি? এইবার তাকে নিজের পথ নিজে দেখতে বল।

সুবল। সে সময়ের পর থেকে আর ত শ্রীরাধার দর্শন মিলছে না। বিপরীত ফল বৃন্দা—বিপরীত ফল! রাই-বিরহে আমাদের কানাই বুঝি আর বাঁচে না।

বৃন্দা। বল কি?

সুবল। গীত।

সে যে নাগর গুণধাম।
জপয়ে রাধারই নাম॥

না বাঁধে চিকুর, না পী'দে চীর,
না খায় আহার, না পীয়ে নীর,
সোঙরি সোঙরি তাহারই নাম,
সোনার বরণ হইল শ্যাম ॥

বৃন্দা। এতটা হয়েছে? ভাল, কানাইকে তোমাদের একবার দেখাবে চল দেখি। কোথায় তোমাদের কানাই?

সুবল। আর কানাই! চল, দেখবে চল, যমুনাকূলে তৃণকুঞ্জে গা ঢেলে আমাদের জীবনকৃষ্ণ মুখখানি লুকিয়ে প'ড়ে আছে। চক্ষু দিয়ে অবিরাম জলধারা ব'য়ে যাচ্ছে।

বৃন্দা। তা হ'লে যমুনায় বাণ ডেকেছে বল।

সুবল। রহস্য ক'র না বৃন্দারাণী—একবার দেখবে চল। দেখলে তোমারও চক্ষে জল আসবে।

বৃন্দা। তাই ত, বড়ই বিপদে ফেল্‌লে। কুঞ্জমিলন কেমন ক'রে করি? অমনিই ত পাপ ননদী সন্দেহ ক'রে বসেছে। রাইকে আমাদের চক্ষে চক্ষে রেখেছে।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

সুবল। ও কি ভাই কানাই। উঠে এলি যে? দেখ বৃন্দা দেখ, কানাই আমাদের রাই-বিরহে কি হয়েছে একবার দেখ।

কৃষ্ণ। কোথা রাই—কোথা রাই—

(সুরে কথা)

কনক বরণ, কিয়ে দরপণ,
নিছনি দিয়ে যে তার।
কপালে ললিত চাঁদ শোভিত,
সিন্দুর অরুণ আর ॥
কিবা সে মধুর হাসি।
হিয়ার ভিতর, পাঁজর কাটিয়া,
মরমে রহল পশি ॥
গুরু সে উরুতে লম্বিত কেশ,
হেরি সে সুন্দর ভার।
চরণের ফুল, হেরিয়া দুকুল,
জলদ শোভিত হার ॥

কোথা রাই—কোথা রাই?

বৃন্দা। রাই কি আর চাই বল্লেই পাওয়া যায় ব্রজেশ্বর! তাতে একটু আরাধনা চাই।

গীত।

বৃন্দা।—
সামান্যে কি রাধারে পায়, বিনা আরাধনে কি পায়।
ভক্তিভাবে ডাকলে পায়, মুক্তি আছে যার পায় ॥

কৃষ্ণ।—
রাধা-আকাঙ্ক্ষিত হয়ে, ত্যজিলাম
গোলোক অধিকার।
গোকুলে গোপবাদ নিলাম, পরিচয় কি দিব
অধিক আর ॥

বৃন্দা।—ত্যজ বিষয়-বাসনা, নাশ ক'রে সে বাসনা,
করিলে তার উপাসনা, হৃদি পদ্মাসনে পায় ॥

কৃষ্ণ।—কাননে করি গোচারণ, করে কৈলাম শৈলধারণ, রাধার শ্রীপদের কারণ, বাঁধা গেলাম নন্দের পায় ॥

বৃন্দা। এই কি সুবল! তোমাদের শ্যামচাঁদের বিরহ? মানুষ চিনতে পারে?

কৃষ্ণ। তোমরা কি মানুষ বৃন্দা! যারা আমার রাইয়ের কাছে থাকে—রাইধনে যারা ধনী—তারা কি মানুষ? তারা কি মানুষ? বৃন্দা! দয়া ক'রে আমাকে রাইকে দেখাও, রাইকে আমার এনে দাও।

বৃন্দা। বেশ, আর একটু এগুবে? যোগিনী-বেশ পরতে পারবে?

কৃষ্ণ। যোগিনী?

বৃন্দা। হাঁ যোগিনী—দেয়াশিনী। নইলে রাধার কাছে তোমাকে উপস্থিতই করতে পারব না। পুরুষ দেখলে যদি পাপ ননদী রাইয়ের কাছে না যেতে দেয়!

সুবল। বেশ, বেশ,—যোগিনীই সেজে ফেল।

কৃষ্ণ। কেমন ক'রে সাজব?

বৃন্দা। চল, কেমন ক'রে সাজতে পার একবার চেষ্টা ক'রে দেখি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শয্যায়—শ্রীরাধা ও কুটিলা।

রাধা। (স্বপ্নাবেশে কুটিলাকে ধরিয়া) আমায় ভুল না—আমায় ছেড় না—আমি শরণাগতা—
বঁধু কি আর বলিব আমি।
ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া শরণ লইনু আমি ॥

কুটিলা। (উঠিয়া) কি বল্লি বউ—কি বল্লি?—

রাধা। আঁ্যা—আঁ্যা -কি বল্লুম ?

কুটিলা। এই যে হাত ধরে বল্লি।

রাধা। কই, কি বল্লুম ?

কুটিলা। কি বল্লুম !—

বলি, এ ঘরের ভেতরে—বঁধুয়া পাইলি কারে ?
এত চীটপনা, জানে কোন্ জনা,
বুঝিনু তোহারি রীতি।
কুলবতী হয়ে, পরপতি ল'য়ে,
এমতি করহ নিতি ?

রাধা। ও মা! এ সব কি কথা—এ কি বলছ ঠাকুরঝি ? পরপতি কি ?

কুটিলা। কি, এই দাদা আসুক না, বুঝিয়ে দিচ্ছি।—

যে শুনি শ্রবণে, পরের বদনে,
নয়নে দেখিনু তাই।
দাদা ঘরে এলে, করিব গোচর
ক্ষণেক বিরাজ রাই !

(ললিতার প্রবেশ)

রাধা। ওমা এ কি কথা ?—কি শুনুসে ?

ললিতা। কি—ব্যাপারখানা কি ?

কুটিলা। কি শুনুম ? তবে শোন—এই এদের স্বমুখেই বলি।—

শোন তবে, শ্যাম-সোহাগিনি।
রাধা বিনোদিনি ! তোমারে বলিতে কি ?
চাই দুই তিন কথা, যে কথা তোমার,
বড়ই শুনিয়াছি।
তুমি কোন দিনে, যমুনা সিনানে
গিয়াছিলে নাকি একা ?
শ্যামের সহিতে, কদম্ব তলাতে,
হয়েছিল নাকি দেখা ?
সেই দিন হ'তে, সেই ত পথেতে,
করে নাকি আনাগোনা ?
রাধা রাধা বলি, বাজায় মুরলী,
তাহে হৈল জানা শোনা ?

রাধা। কোথা থেকে কি কথা গ'ড়ে গ'ড়ে বলছ ঠাকুরঝি ? আমাকে যে একেবারে অবাক ক'রে দিলে।

কুটিলা। তা ত হবেই—অবাক হবারই ত কথা।—

যে দিন দেখিব, আপন নয়নে
তা সনে কহিতে কথা।
কেশ ছিঁড়ি বেশ, দূরে ভেয়াগিব,
ভাঙ্গিব বাড়িয়া মাথা॥

[প্রস্থান।

রাধা। এ কি পরমাদ, দেয় পরীবাদ,
এ ছার পাড়ার লোকে।
পর-চরচায়, যে থাকে সদাই,
সাপে খাক তার বুকে॥

ননদিনী আমাকে শ্যামসোহাগিনী ব'লে কত তিরস্কার ক'রে গেল দেখলে ?

ললিতা। ওমা! তাই ত—এ সব কি কথা ? শ্যাম কে ?

গোকুল নগরে, গোপের মাঝারে,
এতদিন বসি মোরা।
কভু না জানিনু, কভু না শুনিনু
শ্যাম কাল কি গোরা॥

রাধা। সই! এ কি সহে পরাণে ?
কি বোল বলিয়া, গেল ননদিনী,
কেহ না শুনেছে কানে ?

ললিতা। বলুক না সই—
চিত দড় করি, থাক লো সুন্দরী,
যেন কভু নাহি টলে।
কাহার কথায়, কার কিবা হয়,
কত লোকে কত বলে॥

তৃতীয় দৃশ্য

আয়ান।

গীত।

শঙ্কর পদতলে, মগনা রিপুদলে,
বিগলিত কুন্তল-জাল।
বিমল বিধুবর শ্রীমুখ সুন্দর
তনুরুচি বিজিত তরুণ তমাল॥
যোগিনী সকল ভৈরবী সমরে,
করে করে ধরে তাল,
ক্রুদ্ধ মানস উর্দ্ধে শোণিত, পিবতি নয়ন বিশাল।

প্রসাদ কল্পতি, হে শ্যামসুন্দরী,
রক্ষ মম পরকাল,
দীন হীন প্রতি, কুরু কৃপালেশ ;
বরাহ কাল করাল ॥

কালী বল মন—কালী বল।

(দেয়াশিনী বেশে কৃষ্ণের প্রবেশ)

আয়ান। বা! বা! কালী বল—তুমি কে গো? সুরক্ত চন্দন, কপালে লেপন—কালী বল—তুমি কে গো? কুণ্ডল কানেতে প'রে, সাজী বাম করে ধ'রে—কালী বল তুমি কে গো? বিভূতি প'রেছ, দিব্যিটি সেজেছ—হাতে রুদ্রাক্ষ-মালা—চোখদুটি কেমন ঢুলঢুল—কালী বল—তুমি কে গো?

কৃষ্ণ। আমি দেয়াশিনী।

আয়ান। তা হ'তে পারে! কিন্তু কি জান দেয়াশিনী—বুঝেছ দেয়াশিনী—তোমাকে দেখে—বুঝতে পেরেছ দেয়াশিনী—

কৃষ্ণ। আমাকে দেখে কি তোমার রাগ হচ্ছে?

আয়ান। বেজায়—শুধু রাগ—তোমায় দেখে আমার অনুরাগ পর্য্যন্ত জেগে উঠছে।

কৃষ্ণ। তা হ'লে ত বড় বিপদের কথা!

আয়ান। তা ত বুঝতেই পাচ্ছি—কিন্তু কি করব দেয়াশিনী—অনুরাগটা আমি কিছুতেই সামলাতে পাচ্ছি না। তোমাকে দেখে মনটা এমনই করুছে—কি বলব দেয়াশিনী—ইচ্ছে করুছে তোমাকে একেবারে খেয়ে ফেলি।

কৃষ্ণ। (কৃত্রিম ভীতি প্রদর্শন) খাবে কি?—ও বাবা! খাবে কি?—

আয়ান। আর বাবা! বাবার চোদ্দপুরুষ বল্‌লেও তোমায় আর ছাড়ছি না।

গীত।

এবার কালী তোমায় খাব।
(খাব খাব গো দীন-দয়াময়ী)
তারা, গণ্ডযোগে জন্ম আমার—
গণ্ডযোগে জন্ম নিলে, সে হয় মা-খেকো ছেলে,
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা;
দুটোর একটা ক'রে যাব ॥
ডাকিনী যোগিনী দুটো, তরকারী বানায়ে খাব,
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে অম্বলে সম্বরা দেব ॥

(গোপীগণের প্রবেশ)

গোপীগণ। ওমা! এ কি? করিস্ কি আয়ান? স'রে যাও—স'রে যাও—ও জটিলে, ও কুটিলে!—

আয়ান। যাক্—দেয়াশিনি! এবারে বড় বেঁচে গেলে। কিন্তু বারান্তরে এলে—বুঝেছ?

কৃষ্ণ। বুঝেছি—বেশ, বারান্তরে দেখা হবে।

আয়ান। বস্—তা হ'লে এবারটা তোমাকে আর দেখলুম না—এবার—কালী বল মন—কালী বল।

[প্রস্থান।

১ম গোপী। ওমা! এ কি কপাল গো? দেয়াশিনী ঠাকুরাণী—কোথায় ভক্তি করুবে, না তাকে কি না পথের মাঝে হাত দুটো উঁচু ক'রে—দাঁতপাটী বার ক'রে—

কৃষ্ণ। খেয়ে ফেলছিল আর কি!—

সকলে। ওমা! এ কি পাগল গো?

(জটিলা ও কুটিলার প্রবেশ)

উভয়ে। কি! কি! ব্যাপার কি?

সকলে। ব্যাপার আবার কি! সর্ব্বনাশ হয়েছিল—

১ম গোপী। এমন ছেলে গর্ভে ধ'রেছিলে—গোকুল গিছ্‌ল।

উভয়ে। (প্রণাম) দয়াময়ী—দেয়াশিনী মা! কিছু মনে ক'র না মা।

কৃষ্ণ। না—না—মনে করুব কেন? আমরা সন্ন্যাসী, আমাদের কি রাগ আছে?

জটিলা। না মা! তোমার রাগ হয়েছে মা!

৩য় গোপী। রাগ হ'বে না? বল কি—এ কি সহজ কথা? ছেলের এমন ক্ষিধে যে, তেড়ে এসে মানুষ খায়। দেয়াশিনী মা! তোমার মাথায় হাত দিয়ে দেখ—কোন জায়গায় দাঁত বসে নি ত?

সকলে। ওরে বাবা—কি হাঁ (ইত্যাদি কলরব।

জটিলা। ওমা, তোমার রাগ হয়েছে মা?

কৃষ্ণ। না, না—রাগ কেন হবে—রাগ কেন হবে?

সকলে। পায়ে ধর, পায়ে ধর—মায়ে ঝিয়ে পায়ে ধর।

জটিলা। না মা! ঠিক্ রাগ হয়েছে মা! ঠিক রাগ হয়েছে—ও কুটিলে, মায়ের পায়ে ধর, পায়ে ধর।

কুটিলা। এ সময় বউ কোথায় গেল ?—মা! দাদা আমার পাগল-ছাগল মানুষ—কিছু মনে ক'র না মা! মনে ক'র না!

কৃষ্ণ। আঃ—ছাড়, পা ছাড়

সকলে। ছেড় না, ঘরে নিয়ে যাও—গিয়ে বউকে ডেকে মায়ের সেবা-শুশ্রূষা কর।

কুটিলা। (প্রণাম করিয়া) এ দিকে ত চব্বিশ ঘণ্টাই বাইরে বাইরে বেড়াচ্ছেন—আর আজ কোথায় গেলেন—এসে দেয়াশিনী মাকে সান্ত্বনা করুক। বলি ও বউ—বউ (নেপথ্যে—কেন গা)।

(রাধার প্রবেশ)

কুটিলা। পায়ে ধর বউ—পায়ে ধর।

রাধা। কার ?

কুটিলা। কার ? কেন কি চোখ নাই ? সুমুখে মা দেয়াশিনী দেখতে পাচ্ছ না ? পায়ে ধর বউ, পায়ে ধর,—কিছু মনে ক'র না মা!

কৃষ্ণ। আহা! আহা! বেশ বধুটি ত তোমার গা!

কুটিলা। ওমা! ওর সোয়ামী মা—কিছু মনে ক'র না—কিছু মনে ক'র না।

সকলে। প্রণাম কর—প্রণাম কর।

কুটিলা। বল—মা! অপরাধ নিও না মা—পাগল-ছাগল—

রাধা। পাগল-ছাগল হ'তে যাব কেন ?

সকলে। আহা! না হয় হ'লেই বা—হ'লেই বা—অপরাধ হ'য়ে গেছে—

রাধা। কি অপরাধ করেছি—

সকলে। আহা! নাই বা কর্‌লে—নাই বা কর্‌লে—

কুটিলা। (রাধাকে ধরিয়া) নাও—ধর পায়ে ধর—

সকলে। ধর—ধর তোমার সোয়ামী মাকে খেতে গিয়েছিল—ধর ধর—

রাধা। আমার সোয়ামী খেতে গিয়েছিল! আহা হা! কি চরণ—আহা হা! কি কেশের শোভা—

কুটিলা। আশীর্ব্বাদ কর মা—ওর সোয়ামীকে আশীর্ব্বাদ কর।

কৃষ্ণ। ভাল, বউ, একবার মুখখানি তোল ত, তোমার কপালটি একবার দেখি—ওঃ গুরুজন কাছে আছে, তাই মুখ তুল্‌তে লজ্জা কর্‌ছ ?

সকলে। ওগো গুরুজন! স'রে এস—স'রে এস।

কৃষ্ণ। সাজিটি খুলিয়া, ফুলটি তুলিয়া,
বাঁধিয়া দিলাম চুলে।
আনন্দে থাকিবে, সকলি পাইবে,
কলঙ্ক নহিবে কুলে॥

আহাহা! কি রূপ—কি মুখখানি—কি চোখ—কি অঙ্গের গঠন! বড় লক্ষণযুক্তা বউ—

রাধা। দেয়াশিনি!
এ কথা কহবি মোয়।
আমার হিয়ার, ব্যথাটি ঘুচয়ে,
তবে সে জানি যে তোয়॥

কৃষ্ণ। একটি শপথি, রাখহ যুবতী,
কহিতে বাসি যে ভয়।
পরপতি সনে, বেঁধেছ পরাণে,
ইহাই দেবতা কয়।

রাধা। দেয়াশিনি! তোমার ঘর কোথা ?

কৃষ্ণ। আমার ঘর, হয় যে নগর,
কহিব বিরলে কথা।

দেখগা! তোমাদের এই বউটির অনেক লক্ষণ! তা পথে দাঁড়িয়ে ত সব দেখা যায় না।—একটু বিরল—

সকলে। বিরলে নিয়ে যাও—

কুটিলা। বউ, তা হ'লে তুমি দেয়াশিনী মার হাত ধ'রে নিয়ে এস—আমি দোর আগ্‌লে ব'সে থাক্‌ব—কাউকে ঢুকতে দেব না।

চতুর্থ দৃশ্য

আয়ান।

আয়ান। গীত।

তাই শ্যামারূপ ভালবাসি,
কালী জগমনোমোহিনী এলোকেশী
তোমায় সবাই বলে কালো কালী,
আমি দেখি অকলঙ্ক শশী॥

কালী বল মন—কালী বল। কুটিলে আমাকে ঘাটী আগলাতে ব'লে গেছে।—বলে, কালা ছোঁড়াটা রোজ রোজ এমনই সময়ে এই পথ দিয়ে যায়। ঘন ঘন আমার ঘরের পানে চায়—বাঁশরী বাজায়। এক-বার কালামাণিককে ধ'রতে পারি, তা হ'লে তার কানটি পাক্‌ড়ে আকারে এক মোচড় দিয়ে দীর্ঘ ঈকার

না ক'রে একেবারে কালী বানিয়ে ফেলি! কালী বল মন—কালী বল!

(কুটিলার প্রবেশ)

কুটিলা। ওমা! কি ঘেন্না—কি লজ্জা! দেয়াশিনী সেজে কালা ছোঁড়াটা আমার চোখে ধুলো দিয়ে গেল! আমাকে পায়ে ধরালে—মাকে পায়ে ধরালে—শেষে কি না আমাকে দোর আগলে বসিয়ে রেখে—দাদারই ঘরে ব'সে বউয়ের সঙ্গে আমোদ ক'রে গেল! কিছু বুঝতে পারলুম না—ভ্যাবাগঙ্গারাম হ'য়ে দোর আগলে ব'সে রইলুম। কি লজ্জা—কি ঘেন্না! সুবল এসে দূর থেকে বাঁশী বাজালে—আমি কেষ্ট মনে ক'রে ছুটলুম—আর কেষ্ট কি না আমার পেছুন দে ভ্যাং ডেঙিয়ে বগল বাজাতে বাজাতে চ'লে গেল! ঠাট্টা ক'রে গেল! বলে,—কি গো কুটিলে ঠাকরুণ!—সারাদিন দোর আগলে ব'সে রইলে—দেয়াশিনীর কাছে বকশিস পেলে কি?—ওমা! কি লজ্জা!—ছোঁড়াটা এত দিন লীলা করছে—এক দিনও ধ'রতে পারলুম না! আচ্ছা, আমিও দেখছি—বাছাধন ক দিন আমার সঙ্গে লুকোচুরী খেলে পালিয়ে যান।—আজ আমাবস্যের রাত—কালাচাঁদ এমন সুযোগ কি ছাড়বে!—নিশ্চয় আসবে। ভাই বোনে আজ ঘাঁটী আগলে আছি, আজকে ধরবই ধরব!—ও দাদা!—দাদা!—

আয়ান। কি? কি?—

কুটিলা। ওই কালমাণিক আসছে না? আসছে—ঠিক আসছে—

আয়ান। (ইঙ্গিতে প্রস্থানের আদেশ)

[প্রস্থান।

কুটিলা। ঠিক হয়েছে—এইবার দেখি, দেখি যাদু—তুমি কোথায় যাও—

বারে বারে পাখী তুমি খেয়ে যাও ধান।
এইবারে পাখী তোমার বধিব পরাণ।

[প্রস্থান।

(নারদের প্রবেশ)

গীত।

জয় জয় বৃষভানু কিশোরী।
নাগরী, নাগরী, নাগরী—
কত প্রেমের আগরী সাগরী॥

নব গোরোচন, জিনিয়া বরণ,
তপত কাঞ্চন গৌরী।
ইন্দীবর-বর, প্রবর অম্বর
শোভিত নব কিশোরী
নাগরী, নাগরী, নাগরী॥
আঁখি যুগ চারু, চকোরী সঘন,
কাজর তাহে উজোরি।
তিল-ফুল-জিত, নাসাগ্র শোভিত,
মুকুতা উজোর কারী।
নাগরী, নাগরী, নাগরী॥
জয় রাধে—জয় রাধে।

(আয়ান ও কুটিলার প্রবেশ)

আয়ান। আর এই পাঁচনবাড়ী কাঁধে।

কুটিলা। আর এই প্রেম-দড়া দিয়ে হাতে পায়ে বাঁধে।

নারদ। এই—এই কর কি—কর কি? কে তোমরা?

আয়ান। বলি তুমি কে হে?

কুটিলা। তাই ত তুমি কে?

আয়ান। ভদ্রলোকের বাড়ীর কাণাচে—

কুটিলা। অন্ধকারে গা ঢেকে—রাধে—রাধে, বলি, তুমি কে? নাও—দাদা—ধর, ধ'রে একেবারে ওর মায়ের কাছে নিয়ে যাও। ওর মা বলে—ছেলের আমার সন্ধ্যে হ'লেই পাখীর চক্ষু বুজে আসে।

আয়ান। ছেলে যে পেচকপক্ষী তা ত মা জানে না।

কুটিলা। ওমা—ওমা! কোথায় গেলি শীগ্‌গির আয়।

(জটিলার প্রবেশ)

জটিলা। ধরা পড়েছে?

কুটিলা। এসে দেখ্ না—যাদু একেবারে হতভম্ব হ'য়ে চুপ। কালমাণিক মনে করেছেন—অন্ধকারে আমরা ঠাওর করতে পারব না।

জটিলা। কি গো ভালমানুষের ছেলে?—ওমা!—এ কে?

নারদ। আমি নারদ।

কুটিলা ও আয়ান। অ্যাঁ!—

জটিলা। দূর আবাগী! দূর—যমুনায় ডুবে মরগে যা!—দোহাই বাবাঠাকুর, কিছু মনে ক'র না, পাগল-পাগলী—তোমার দাস।

কুটিলা। এ কি হ'ল দাদা ?

আয়ান। তাই ত—কি হ'ল দিদি ?

নারদ। আমিও ত বিস্মিত হচ্ছিলুম, তোমরা এসে আমাকে ধরপাকড় করছ কেন ? বলি, ব্যাপারখানা কি ? তোমরা কা'কে ধরবার জন্য এসেছে ?

জটিলা। আবাগী ! কালা কালা ক'রে ঈর্ষ্যেয় এমন অন্ধ হ'য়েছ যে, বাবাঠাকুরকে পর্য্যন্ত চিন্‌তে পারলে না !

কুটিলা। চিনতে পারি, না পারি, তোর কি—আমার খুসী চিন্‌ব, আমার খুসী না চিন্‌ব।

জটিলা। যমুনায় ডুবে ম'র্‌গে যা—বাড়ীর কলঙ্ক ঢী ঢী কর্‌লি, দেবতারা পর্য্যন্ত জান্‌তে পার্‌লে।—দূর, দূর, দড়ী এনেছিস কেন ? একটা কলসী ওই সঙ্গে আনতে পারিস্ নি—নিয়ে একেবারে যমুনায় যেতিস।

কুটিলা। তাই চল্‌লুম—

জটিলা। এখনই যা—এখনই যা, নে—আয় বোকা পাগল, চ'লে আয়।

[কুটিলা ও জটিলার প্রস্থান।

নারদ। ব্যাপারখানা কি আয়ান ?

আয়ান। তুমি কি ঠাকুর নারদ ?

নারদ। তোমার কি বিশ্বাস হচ্ছে না ?

আয়ান। না—তুমি কচ্ছপ—

নারদ। কচ্ছপ !

আয়ান। তা নয় ত কি, স্বয়ং কূর্ম্ম-অবতার। এই দেখ্‌লুম কাল কুচকুচে—হাত পা গুটিয়ে—মাথা গুঁজে—যেন পাতখোলাটি সুড়্‌সুড় ক'রে সুমুখ দিয়ে যাচ্ছিলে—আর যেই ধর্‌লুম, অমনই পাকাদাড়ী গজাল—কমণ্ডলু বেরিয়ে প'ড়ল। আরে ছ্যা—তুমি বড় বেরসিক। না হয় একটু কালাচাঁদ হয়ে থাক্‌তে—না হয় একটু নন্দরাণীর কাছে ধ'রেই নিয়ে যেতুম। আরে ছ্যা—

(জটিলার প্রবেশ)

জটিলা। আয়ান—ও বাপ শীগগির আয়, শীগগির আয়, হতভাগা মেয়ে বুঝি যমুনায় ঝাঁপ দিতে গেল—

আয়ান। দেখ দেখি ঠাকুর, মেয়েটা লজ্জায় যমুনায় ঝাঁপ দিতে গেল। বড় বেরসিক—না হয় একটু কালাচাঁদ হ'তেই বা—আরে ছ্যা—

[জটিলা ও আয়ানের প্রস্থান।

নারদ। এরাই আছে ভাল। আর, সকলের চেয়ে আছে ভাল কুটিলা। কৃষ্ণের উপর ঈর্ষ্যায় সে যেন দিন নেই ক্ষণ নেই সর্ব্বকাল সমস্ত বস্তু কৃষ্ণময় দেখছে, কই, আমরা ত এতকাল জপতপ ক'রেও তা পারলুম না।—হা হরি ! আপনাকে ধরা দিতে তুমি যে কত প্রকার সাধনার ডোর রচনা করেছ, তা কে বল্‌তে পারে ? ব্রজেশ্বরীর কৃষ্ণকলঙ্ক দেখিতে আমি বিফলপ্রয়াসে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আর কুটিলা ঈর্ষ্যা-পরবশা—আগে হ'তেই সে কলঙ্কের ঔজ্জ্বল্য নিরীক্ষণ ক'রছে।

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। আপনারও কি ঈর্ষ্যা করবার বড় অভিলাষ জন্মেছে ?

নারদ। এই যে, বৃন্দাও আছ দেখছি।

বৃন্দা। না থেকে আর কোথায় যাব ঠাকুর ? যে দুরূহ কাজে দাসীকে নিযুক্ত করেছেন—আমার কি একদণ্ডও ঠাঁই ছেড়ে যাবার যো আছে। আপনার কৃষ্ণচন্দ্রের এখন আর দিন রাত্রি জ্ঞান নেই, মান অপমানের ভয় নেই। কাজেই আমাকে পথঘাট সাম্‌লে চলতে হচ্ছে।

নারদ। তা এখন কি করছ ?

বৃন্দা। ব্রজেশ্বর কুঞ্জে প্রবেশ ক'রে—ব্রজেশ্বরীর অদর্শনে ছটফট্ করছেন। তাই শ্রীমতীকে সঙ্কেত কর্‌তে এসেছি। ঠাকুর—আপনিও একটু এ কার্য্যে যোগ দিন না।

নারদ। এখনই প্রস্তুত। কিন্তু এই দেখলুম, ওরা সকলেই জেগে আছে। বিশেষতঃ কৃষ্ণচন্দ্রের উপর সন্দেহে সকলেই সতর্ক হয়েছে। এরূপ সময় শ্রীরাধিকার আগমন কেমন ক'রে হবে বৃন্দা ?

বৃন্দা। এই ত উপযুক্ত সময়। রাক্ষসী ননদী অভিমানে যমুনায় ঝাঁপ দিতে গেছে। তার অর্থ আর অন্য কিছু নয়, কিছুক্ষণ ভাইকে মাকে লুকিয়ে লুকিয়ে অন্ধকারে বনের ধারে ধারে ঘুরে বেড়াবে—ধরা দেবে না। ধরা প'ড়তে প'ড়তে আমরাও ফিরে আসব। আপনি যান, আমি শ্রীমতীকে সঙ্কেত ক'রে নিয়ে যাচ্ছি। [নারদের প্রস্থান।

বৃন্দা। গীত।

রতিসুখসারে, গতমভিসারে,
মদনমনোহরবেশং।
মা কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বন-
মনুসর তং হৃদয়েশং ॥
ধীরসমীরে, যমুনাতীরে
বসতি বনে বনমালী ॥
নামসমেতং, কৃতসঙ্কেতং,
বাদয়তে মৃদু বেণুং।
বহু মনুতে, ননু তে তনুসঙ্গত-
পবনচলিতমপি রেণুং ॥
পততি পতত্রে, বিচলতি পত্রে,
শঙ্কিতভবদুপযানং।
রচয়তি শয়নং, সচকিতনয়নং,
পশ্যতি তব পন্থানং ॥
মুখরমধীরং, ত্যজ মঞ্জীরং,
রিপুমিব কেলিষু লোলং।
চল সখি কুঞ্জং, সতিমিরপুঞ্জং,
শীলয় নীলনিচোলং ॥

(ললিতা ও শ্রীরাধার প্রবেশ)

ললিতা। এ কি রাই! এমন সময় কোথা যাও? সর্ব্বনাশ ক'র না, এমন সময় ঘর থেকে বেরিও না। লোকে দেখলে মান যাবে। ফেরো রাই—ফিরে এস।

রাধা। কি করি ললিতা! এমন সময় কেমন ক'রে যাই ললিতা?

ললিতা। কোথায় যাবে রাই?

রাধা। কোথায় যাব? বুঝতে পারছিস্ না কোথা যাব? শুনতে পেলি নাকি বৃন্দা গীতচ্ছলে দূর থেকে কি সঙ্কেত ক'রে গেল?

ললিতা। শুনেছি—কিন্তু তাতে কি? কেমন ক'রে যাবে? রায়বাঘিনীর মতন পাপ ননদী পথ আগলে ব'সে আছে। দুটঘুটে আঁধার, স্বামি-শাশুড়ী—তারাও জেগে। তোমার ওপর সন্দেহ ক'রে সকলেই সতর্ক। ঘরে আছ কি না আছ জানবার জন্য প্রতিমুহূর্ত্তে তারা এসে তোমার খোঁজ নিচ্ছে—তুমি ঘরে আছ কি না আছ দেখে যাচ্ছে; এমন সময়ে কেমন ক'রে ঘরের বাইরে পা দিয়েছ রাই?

রাধা। তা হ'লে কি হবে ললিতা? আমার শ্যাম যে আমার জন্য সঙ্কেতকুঞ্জে প্রতীক্ষা করছেন। —ও ললিতা, কি হবে? কেমন ক'রে শ্যামকে দেখব? ওই দেখতে পাচ্ছি—শ্যামসুন্দর কদম্ব-কানন কুঞ্জে আমার আশাপথ চেয়ে ব'সে আছেন। আমাকে দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব, আমার কথা শোনবার জন্য তিনি আকুল! আমাকে স্পর্শ করবার জন্য প্রতি অঙ্গ তাঁর চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কি হবে ললিতা? কেমন ক'রে শ্যামকে সুখী করি?

ললিতা। কেমন ক'রে যাবে, আমি যে কিছুই উপায় ঠাওরাতে পাচ্ছি না রাই!—(নেপথ্যে বংশীধ্বনি)

রাধা। কি হ'ল! এ কি হ'ল ললিতা!
কদম্বের বন হৈতে, কিবা শব্দ আচম্বিতে,
আসিয়া পশিল মোর কানে।
অমৃত নিছিয়া ফেলি, কি মাধুর্য্য পদাবলি,
কি জানি কেমন করে মনে ॥
সখি রে, নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে।
কোথা কুলাঙ্গনা মন, গ্রহিবারে ধৈর্য্যপণ,
যাহে হেন দশা হৈল মোরে ॥

ললিতা। রাই হে! শুনিলে যাহে, অন্য কোন শব্দ নহে
মোহন মুরলীধ্বনি এহ।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে, হইলে তুমি বিমোহনে
রহ নিজে চিতে ধরি স্নেহ ॥

রাধা। বল সখী কেবা হেন মুরলী বাজায় যেন
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে হিমে জনু, কাঁপাইছে সব তনু,
প্রতি অঙ্গ শীতল করিয়া ॥
অস্ত্র নহে মন ফুটে কাটারিতে যেন কাটে,
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি, পোড়ায় আমার মতি
বিচারিতে না পারি যে ওর ॥
আর আমি অপেক্ষা করতে পারি না। সখী আমায় রক্ষা কর। রাধানাম নিয়ে মুরলী বাজছে—আমার শ্যামের কাছে যেতে দাও। বাধা দিও না—দোহাই আমার পথরোধ ক'র না।

ললিতা। উন্মাদিনি! সর্ব্বনাশ ক'র না। তুমি বড়র বউ—বড়র ঝি, বড় কুল—বড় মানসম্ভ্রম—নষ্ট ক'র না রাই—নষ্ট ক'র না। ফের—আজিকার মতন ফের—আজ রাত্রি-প্রভাতে মিলনের উপায় স্থির করব।—তোমার স্বামী, ননদী শাশুড়ী—সবাই

শ্যামকে ধর্‌বার জন্য ছলা পেতে দাঁড়িয়ে আছে। দোহাই রাই—ঘরে ফিরে চল।

রাধা। তাই ত—তাই ত! সে কথা ত মনে ছিল না। রাধানাথকে ধর্‌বার জন্য পাপ ননদী যে সহস্র চেষ্টা কর্‌ছে—চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।—

ললিতা। তাই বলি, রাধানাথের মর্য্যাদা রাখতে—নিজের মর্য্যাদা রাখতে আজকের মতন ঘরে ফের! (নেপথ্যে কলরব) ওই শোন, শাশুড়ীর তিরস্কার! ফিরে চল—ফিরে চল, দেখলে বিপত্তি ঘটবে—লাঞ্ছনা-গঞ্জনায় এ কোমল প্রাণ জর্জ্জরিত হ'য়ে পড়বে, ফের—রাই ফের।

রাধা। অঁ্যা—ফির্‌ব! ঘরে ফির্‌ব!—তবে কি শ্যামকে দেখতে পাব না?

ললিতা। দেখতে পাবে না কেন? তবে আজ না। শ্যামের মঙ্গলের জন্য—তোমার মঙ্গলের জন্য বল্‌ছি—আজ আর কোনমতেই নয়। ভবিষ্যতে মিলনের যদি প্রত্যাশা রাখ রাই, তা হ'লে আজ ফিরে চল।

(নেপথ্যে বংশীধ্বনি)

রাধা। আবার—আবার! ওই বাজে ললিতা—ওই শোন—আবার বাজে। কি মধুর—কি প্রাণোন্মাদকর বাঁশীর সুর! সুরের তরঙ্গে তরঙ্গে, জীবনের সমস্ত সাধ আমার নৃত্য কর্‌ছে। ডুবিয়ে দিও না। দোহাই ললিতা—ডুবিয়ে দিও না। কিন্তু আমি কূলে। আমার সাধের সঙ্গে সঙ্গে আমি কিছুতেই গা-ভাসান দিতে পাচ্ছি নি। (দীর্ঘশ্বাস) ললিতা! কি কাল-যমুনায় স্নান কর্‌তে গিছলেম!

এক কাল হৈল মোর নয়লি যৌবন।
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন॥
আর কাল হৈল মোর কদম্বের তল।
আর কাল হৈল মোর যমুনার জল॥
এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী।
এমন ব্যথিত নাই শুনয়ে কাহিনী॥
(পুনঃ মুরলী ধ্বনি) আবার মুরলী!

ললিতা। হা যোগমায়া! কি কর্‌লে? কৃষ্ণবিরহে রাই যে আমাদের উন্মাদিনী হ'ল! রক্ষা ক'র মা—রাইকে আমাদের রক্ষা কর! যদি রাইকে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন দিয়েছ—তখন তাকে মিলনসুখে বঞ্চিত করছ কেন? রাই—রাই—উন্মাদিনী রাই! এই কি কুলবতীর কাজ?

রাধা। সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীবন্তে মরিয়া যে, আপনা খাইয়াছে,
তারে তুমি কি আর বুঝাও॥

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। এই যে—এই যে—বৃন্দাবনবিলাসিনি! তুমি এখানে—এখনও এখানে? এস—শীঘ্র দেখে এস—শ্যামের অবস্থাটা একবার স্বচক্ষে দেখে এস।

(সখি) ঐ যে বাজে বাঁশী গোকুলে।
শুনিয়া হই আকুল, গেল গো কুল,
বুঝি রইতে না দিলে কুলে॥
একে ত গোপেরি বালা, না জানি বাঁশীর ছল',
কি জানি কি অবলা মজালে॥
শুনিয়া বাঁশীর গান, গৃহে নাহি রহে প্রাণ,
কুল-মান-অপমান সব যাই ভুলে॥
কুলে দিয়ে জলাঞ্জলি, যদি পাই সে বনমালী,
হয় হবে কলঙ্ক হবে কি করে কুলে॥
[প্রস্থান।

(আয়ান ও জটিলার প্রবেশ)

জটিলা। কি হ'ল রে—কুটিলাকে পেলি নি?

আয়ান। কুটিলাকে ত পেলুম—কিন্তু বউকে পাচ্ছি না যে।

জটিলা। সে কি? এই যে বউ ঘরে ছিল!—

আয়ান। আর ঘরে ছিল—বউকে দেখতে পাচ্ছি না যে—

জটিলা। সর্ব্বনাশ কর্‌লে—কোথা গেল?

আয়ান। বউ আমার—অভিমানে ডুবে গেল না ত?

(কুটিলার প্রবেশ)

জটিলা। ও কুটিলা! বউ কোথায় গেল?

কুটিলা। দাদা! দাদা!—এবারে নির্ঘাত—যমুনার তীরে তমালকুঞ্জে ডুবতে গিয়ে সন্ধান এনেছি—শীগগির—শীগগির, একেবারে হাতে নাতে—আমোদের লহর চলেছে, শীগগির—শীগগির।

আয়ান। সত্যি!—সত্যি!

কুটিলা। চ'লে এস—চ'লে এস।

আয়ান। চল—চল।

জটিলা। দেখিস্—আবার যেন কেলেঙ্কার করিস নি।

কুটিলা। নে—তুই থাম ন্যাকা মাগী।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

শ্রীরাধা, কৃষ্ণ ও সখীগণ।

রাধা। শ্যামসুন্দর, শরণ আমার,
শ্যাম নাম সদা সার।
শ্যাম সে জীবন, শ্যাম প্রাণধন,
শ্যাম সে গলার হার॥

শ্যাম! এ অভাগিনীর যে তুমি ভিন্ন গতি নাই।

কৃষ্ণ। আমারই বা কই রাই?
উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী,
কিশোরী হইল সারা।
কিশোরী-ভজন, কিশোরী-পূজন,
কিশোরী নয়ন-তারা॥

রাধা। শ্যাম সে বেশর, শ্যাম বেশ মোর,
শ্যাম শাড়ী পরি সদা।
শ্যাম তনু মন ভজন পূজন,
শ্যাম-দাসী হ'ল রাধা॥

কৃষ্ণ। গৃহ-মাঝে রাধা, কাননেতে রাধা,
রাধাময় সব দেখি।
শয়নেতে রাধা, গমনেতে রাধা,
রাধাময় হ'ল আঁখি॥

রাধা। শ্যাম ধন বল, শ্যাম জাতি কুল,
শ্যাম সে সুখের নিধি।
শ্যাম হেন ধন, অমূল্য রতন,
ভাগ্যে মিলাইল বিধি॥

কৃষ্ণ। স্নেহেতে রাধিকা, প্রেমেতে রাধিকা,
রাধিকা আরতি পাশে।
রাধারে ভজিয়া, রাধাবল্লভ নাম,
পেয়েছি অনেক আশে॥

বৃন্দা। মধুরং মধুরং মধুরং আহা! মধুতোঽপিচ মধুরং মধুরং মধুরং॥

(নেপথ্যে—কঠোরং কঠোরং কঠোরং
—কালী বল মন—কালী বল)

রাধা। অ্যাঁ—অ্যাঁ!—কে আসছে?

বৃন্দা। সর্ব্বনাশ! কি হবে শ্যাম? রাইকে কি ক'রে রক্ষে করি শ্যাম? ক্রুদ্ধ আয়ান উন্মত্তের মত ছুটে আস্‌ছে, এখনই প্রাণময়ী রাইয়ের লাঞ্ছনা হবে। কি হবে শ্যাম?

সকলে। কি ক'রে রাইয়ের প্রাণ বাঁচবে শ্যাম?—

কৃষ্ণ। তাই ত বৃন্দে! কি করি? কি ক'রে রাইকে রক্ষা করি?

বৃন্দা। বিপদবারণ! তুমি কি ক'রে রক্ষা কর্‌বে আমি বল্‌ব!

কৃষ্ণ। ভয় নেই রাই—আশ্বস্তা হও, আমি তোমার জন্য আজ আয়ানের ইষ্ট-দেবতার মূর্ত্তি ধারণ করি।

(আয়ান ও কুটিলার প্রবেশ)

কুটিলা। ওই যে গো দাদা কালাচাঁদ—আর ওই যে রাধাবিনোদিনী!

আয়ান। কই কুটিলে আমি ত দেখতে পাচ্ছি না।

কুটিলা। ছি ছি ছি—কি ঘেন্না। কুলবতীর এই কাজ? নির্লজ্জা! কি কর্‌লি—নিষ্কলঙ্ক কুলে কালী দিলি?

আয়ান। কালী—কই কুটিলে, কোথায় সে! —অ্যাঁ অ্যাঁ এ কি—মা! আনন্দময়ী—তুমি? বৃষভানু-নন্দিনী তোমার পূজা করে? আমাকে গোপন ক'রে, মায়ের সাধিকা—আমার স্বকীয়া শক্তি—নিত্য তোমার চরণসুধা পান করে?—মা! মা! শঙ্করি! কালভয়বারিণি দনুজদলনি! কালি!

(কৃষ্ণের কালীমূর্ত্তি)

আয়ান। তবে রে সর্ব্বনাশি! নিত্য নিত্য মিথ্যা ক'য়ে—বৃষভানুনন্দিনীর উপর আমার ঘৃণা জন্মাবার চেষ্টা করেছ?—তবে রে সর্ব্বনাশি!—
(যষ্টি লইয়া তাড়ন)

কুটিলা। ওগো! মাগো! মেরে ফেল্‌লে গো!—

আয়ান। মা! মা! বিশালাক্ষি মুক্তকেশি! শুম্ভনিশুম্ভমথনে দুরন্ত অসুর ধ্বংস ক'রে এক দিন তুমি সমস্ত দেবতাকে অভয় দিয়েছ!—আজ আমি সন্দেহে অন্ধ হ'য়ে তোমার শরণাপন্ন। অভয়ে! অধম সন্তানকে অভয় দাও!

(সখীগণের গীত)

(ও লো সই) ঐ দেখ কুঞ্জে যুগল কিশোর
কিশোরী।
কি মাধুরী কি মাধুরী আ মরি মরি ॥
(১ম সখী) ঐ দেখ একটি কাল একটি গোর,
মেঘের কোলে চাঁদের আলো,
(২য় সখী) হেথা মত্ত ময়ুর প্রেমে গরগর
কোকিল পঞ্চম গায়—
(৩য় সখী) যত ফুলরাজি পবনহিল্লোলে
উড়ে পড়ে ছুঁহু গায়—
(সকলে) দোলে যুগল গলে মোহন মালা,
কটাক্ষে মন মোহে কালা
(১ম সখী) কিবা হাস্য সুধারাশি, করে মোহন বাঁশী,
(সকলে) ঐ হাসিতে পরায় ফাঁসী
ঐ বাঁশীতে পরায় ফাঁসী
(রাই সনে) (রাই অঙ্গে) ঢ'লে ঢ'লে শ্যাম করিছে
কেলী।

যবনিকা-পতন

রূপের ডালি

(রঙ্গ-নাট্য)

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম-এ

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

খাপ্পা খাঁ	···	বোখারার নবাব।	ওস্‌মান	···	বোখারার বণিক-পুত্র।
হানিফ খাঁ	···	ঐ শ্বশুর।	হালিম	···	ঐ প্রতিবাসী।
কৎলু খাঁ	···	ঐ সেনাপতি।	আসগর আলি মির্জ্জা		সমরখন্দের ছদ্মবেশী সুলতান।
গফুর	···	ঐ গোলাম।	বেইরাম	···	ঐ সেনাপতি।

সরদারগণ, বান্দাগণ, মোসাহেবগণ, গ্রাম্যপুরুষগণ, প্রহরিগণ, ভৃত্যগণ, সৈন্যগণ, চর ইত্যাদি।

স্ত্রী

রোশেনা	···	খাপ্পা খাঁর স্ত্রী।	মনিয়া	···	ওসমানের বাঁদী।
গৌহর	···	ওস্‌মানের মাতা।	সেলিমা	···	আসগর আলির কন্যা।

বাঁদীগণ, নর্ত্তকীগণ, গ্রাম্যস্ত্রীগণ, বস্তুরমণীগণ, সখীগণ ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা-গীত

আগাগোড়া গাইব ফাঁকির গান।
পিয়ে সুধার ধারা আত্মহারা হ'য়ো না হে বুদ্ধিমান॥
নূতন ঢঙের কারখানা এর বোল আনাই ফাঁকি।
কিনতে হবে পীরের নামে—পুরো দামে—
পাই কড়াটি থাকবে না বাকী॥
রসিক যদি থাক কেউ, দেখবে নূতন মজার ঢেউ,
ধাক্কা দিয়ে প্রাণের তারে তুলবে নূতন তান—
আন্‌বে টেনে মনের মানুষ ডাক্‌বে প্রেমের বাণ॥

রূপের ডালি

প্রথম অঙ্ক

—:•—

প্রথম দৃশ্য

সুসজ্জিত কক্ষ সময় সন্ধ্যা। গৃহ আলোকিত।
রোসেনা ও গফুর।

রো। হাঁ রে গফুর! হাজী সদাগরের দোকান নাকি নীলেম হয়ে গেল?

গ। দেখে ত এলুম।

রো। দেখে এলি! দোকান যখন নীলেম হয়, তখন তুই ছিলি?

গ। ছিলুম না ত কি?—আমিও নীলেম ডাকলুম।

রো। তুইও ডাকলি?

গ। কেন ডাকব না—আমি কি—ফিবকু লোক? হুজুরাইনের খাস গোলাম—আমি অনেক বেটা ওমরাওয়ের চেয়ে বড় লোক—আমি ডাকব না?

রো। তুই কি নীলেম ডাক্লি?

গ। একটা আটপৌরে ওড়্না।

রো। সব আস্‌বাব নীলেম হয়ে গেছে?

গ। যেখানে যা ছিল—সব। বাড়ী-ঘর, বাগান-বাগিচা, দোকানের আস্‌বাব সরঞ্জাম—সব। বান্দা বাঁদীগুলোও বিক্রী হয়ে গেছে।

রো। বান্দা বাঁদী—তাও বিক্রী। বলিস্ কি? (হাস্য)

গ। বাকী আছে কেবল সদাগরের স্ত্রী গৌহর বিবি, আর তার গাড়োল ছেলে ওসমান। তা সে ছুটোর নীলেম হ'লে ডাক উঠ্‌তো না।

রো। আর সদাগর?

গ। সদাগর ত নীলেমে অনেক দিন উঠে গেছে।

রো। তার মানে কি গফুর?

গ। সদাগর আজ মাসখানেক হোল ম'রে গেছে।

রো। ম'রে গেছে? সত্যি—না মিছে বল্‌ছিস?

গ। বিশ্বাস না হয় নবাব সাহেবকে এ কথা জিজ্ঞাসা কর।

রো। ম'রে গেল। আমি জান্‌তে পারলুম না!

গ। গরীব লোক রোজ হাজার হাজার তোমার এই বোখারা সহরে মরছে। ক'জন তার খবর রাখ্‌ছে বেগম সাহেব?

রো। (দীর্ঘনিশ্বাস) হুঁ। তা হ'লে ত ফুর্ত্তি পূরো হোল না!

গ। কেন হুজুরাইন?

রো। সেই পাজী সদাগরের ওপর আমার রাগ ছিল।

গ। সে পাজী ছিল না বেগম সাহেব—হাজী ছিল।

রো। হাজী?—সে বদ্‌মাস।

গ। কিন্তু সহরে তার বড় সুখ্যাতি। সকলেই বলে, তার মতন ধার্ম্মিক এ সহরে আর কেউ ছিল না।

রো। দুনিয়ার লোক বল্‌লেও আমি তাকে বদ্‌মাস ছাড়া কিছু বল্‌ব না। এক দিন সে আমার প্রাণে এমন ঘা মেরেছিল যে, আজও সে ঘা আমি সাম্‌লাতে পারি নি। আমি একবার তার দোকানে পোষাক কিন্‌তে যাই। গিয়ে, এক চমৎকার আবরেয়ার ওড়না দেখে আমি তার দর করি। তাই শুনে পাজী বল্‌লে, ও ওড়না বিক্রী নয়—ও আমি উপহার দিবার জন্য তুলে রেখেছি। আমি তাই শুনে জিজ্ঞাসা করলুম—'কাকে?' বুড়ো বল্‌লে 'যার রূপ দেখে আমার পছন্দ হবে, তাকে।' শুনেই আমার রূপের অভিমান জেগে উঠ্‌ল।

আমি বললুম—মিয়া সাহেব! আমার রূপ কি আপনার পছন্দ হয় না? থাক্, আর বলব না।

গ। না বল্‌লে, 'বলুন' কেমন ক'রে বলব হুজরাইন? আপনার যা খুসী।

রো। সদাগর যখন ম'রে গেছে, তখন ব'লে ত কোন লাভ নেই। তুই কি পোষাক এনেছিস্, আমাকে দেখা।

গ। সে পোষাক আপনাকে দেখাতে লজ্জা করছে।

রো। কিন্তু বাঁদী বেটীর যে কি হ'ল, যদি জানতে পারতুম! দেখ গফুর—এক কাজ করতে পারিস্?

গ। সদাগরের ত অনেক বাঁদী ছিল।

রো। না রে উল্লুক—সে অনেক নয়, সে এক। সে দোকানে থাকৃত। বিবিসাহেবরা দোকানে পোষাক কিনতে গেলে, সে তাদের খাতির করত। সে বেটীকে কে কিনলে জানতে পারলেও মনটা কতকটা ঠাণ্ডা হয়।

গ। সে বেটীও আপনার অপমান করেছে নাকি?

রো। তবে তোকে বলি শোন। যখন সদাগরকে পছন্দের কথা জিজ্ঞাসা করি, তখন ঠোঁট-কাটা বাঁদী বেটী ব'লে উঠ্‌ল—'ও কথা জিজ্ঞাসা করাই যে তোমার বোকামী বিবিসাহেব! পছন্দ হ'লেই ওই পোষাকটি তোমার কাঁধে এসে পড়ত।' আমি সদাগরকে জিজ্ঞাসা করলুম—'কি মিয়া সাহেব, এই কি আপনার কথা?' বুড়ো মিয়া বল্‌লে 'আপনি সুন্দরী বটে, কিন্তু এ ওড়না যাকে দিতে পারি, সে সুন্দরী এখনও আমি দেখতে পাই নি।' তার পর কত সাধ্য-সাধনা করলুম, কিছুতেই বদমাস্ আমাকে পোষাক দিলে না। তার চারগুণ পর্য্যন্ত দর দিতে চাইলুম, তাতেও দিলে না। শেষে যখন ভয় দেখালুম, তখন সেই ছুঁড়ীকে দিয়ে আমাকে দোকান থেকে বার ক'রে দিলে। যাক—কমবকৎ যখন ম'রেছে, তখন আর তার ওপর রাগ দেখিয়ে লাভ কি? তার স্ত্রী-পুত্র পথে বসেছে—এই যথেষ্ট। এখন সেই বাঁদী বেটীর খবরটা যদি পেতুম—আগে জানলে তোকে দিয়েই নীলেম ডাকাতুম। [নেপথ্যে সঙ্গীত] এ কি রে—গান গায় কে?

গ। (নেপথ্যাভিমুখে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত।)

রো। কেও—বা! বেশ গলা ত!—আ মর, বারণ করছিস্ কেন?

গ। পোষাক—পোষাক।

রো। পোষাক কি? কে ও গফুর? বা! বা! বেশ মিঠি সুর ত।

গ। আরে বে-অকুফ পোষাক—ভাগো—ভাগো! মত গাও—মত গাও—এখনি ছিঁড়ে ফাঁতরা ফাঁতরি হ'য়ে যাবি।

রো। পোষাকে গান গাইছে কি রে হতভাগা?

গ। বড় চুলবুলে পোষাক—আনতে আনতে পথে পাঁচবার হাওয়ায় উড়ে গিছলো—শেষকালে মাথায় পাক্‌ড়ী ক'রে বেঁধে নিয়ে আসি, তবে আসে। যাও, যাও।

(মনিয়ার প্রবেশ।)

গীত।

ঝিম তা দেরেদেরে দেনা।
একখানা হাত-পাখা বেশী কিছু না॥
দেরে না দেরে না ঝিম, গা করে ঝিম ঝিম,
গরমে আনচান প্রাণ বাঁচে না।
বঁধুটা বড় বোকা কথা বোঝে না॥

বাপু! এত গুমসো গরম কি আমার সয়?

গ। হাঁ, হাঁ—এস না, এস না।

ম। যাও—যাও—তুমি বড় বে-রসিক মনিব। এত টাকা দিয়ে কিনে—সিঁড়ির দোরে দাঁড় করিয়ে আমাকে পচিয়ে মারছিলে। এখনি যে সব টাকা বরবাদ হয়ে গিছ্‌ল। নাও, চ'লে এস। (হাতধরা)

গ। হাঁ—হাঁ।

ম। হাঁ হাঁ কেন—এস না। একে ত আগে-কার মনিবের দুর্দ্দশা দেখে কাঁদতে গিয়ে চোখ থেকে লাখো টাকার মুক্তো ঝ'রে গেছে। তার ওপর নিজের দুর্দ্দশায় হাসতে গিয়ে মুখ থেকে আরও দু'দশ লাখ টাকার মাণিক পড়ে গেছে—বাকী যা ছিল একটু সোনা-রূপ, তাও যদি ছাই গরমে গ'লেই যায়, তা হ'লে আমাকে নিয়ে করবে কি? ফিরে হাটে কি শেষকালে মাটীর দরে বিক্রী হব? নাও—ও কার সঙ্গে বাজে কথা ক'য়ে সময় নষ্ট করছ? আমায় ঘর দেখিয়ে দেবে চল।

গ। হাঁ হাঁ—হুজুরাইন্—হুজুরাইন্—বেগম সাহেব—বাঁদী—কুর্ণিস্ কর।

ম। কে হুজুরাইন্? এই ইনি? এ কি? আমাকে বাঁদী ব'লে তামাসা করুছ নাকি? হাজার হাজার বিবিসাহেবকে পোষাক পরিয়ে সাজিয়েছি—কে কি—কার কি পদবী—আমার কাছে অজানা আছে মনে করেছ নাকি?

রো। তবে রে কম্বক্‌ত বেয়াদব বাঁদী—মনে করেছিলি, তোকে হাতে পাব না?

ম। কে আপনি?

রো। কে আমি চিনতে পারুছ না?

ম। ওমা—তুমি?

রো। হাঁ—হাঁ—বেগম সাহেব—কুর্ণিস্ কর—কুর্ণিস্ কর।

ম। সত্যি সত্যিই বেগম?

রো। এই যে এখনিই বুঝিয়ে দিচ্ছি—আমি কে? বদমাস বাঁদী, তোকে জাঁতাকলে পিষে মারব।

ম। ওমা—তুমি। তোমাকেই না আমি ছাঁকা বেদানার রসের মত মিষ্টি কথা চাকিয়েছিলুম?

রো। এই যে তার বকসিস্ দিচ্ছি। যা গফুর, জাঁতাকল নিয়ে আয়। বেটীকে আমার চোখের ওপর পিষে মার্।

গ। মাফ করুন বেগম সাহেব, বাঁদী পাগল।

[গফুরের প্রস্থান।

রো। চোপরাও উল্লুক—নইলে কোতল হবি। কম্বকতি, সেই দিনেই মনে ক'রেছিলুম, তোকে ধ'রে আনিয়ে পিঠে দু'শো পয়জার লাগাই। কিন্তু তোর মনিবকে জব্দ না ক'রে সেটা করা ভাল দেখায় না ব'লে, এতকাল তোকে মাফ করেছিলুম।

ম। তা আগে আমার মনিবকে জব্দ কর।

রো। সে যে জাহান্নমে গেছে।

ম। তুমিও সেখানে যাও। তাকে সেখান থেকে তুলে এনে জব্দ কর। আ আমার পোড়া-কপাল, আপনি বেগম! তা জানুলে ত আরও দু'কথা সে দিন শুনিয়ে দিতুম। গরীব মনে ক'রে সে দিন বেশী কিছু বলি নি।

রো। আজ না হয় বল্।

ম। বেশ, আগে জাঁতাকল আসুক, তখন আপনিও আমাকে পিষ্‌বেন, আমিও আপনাকে পিষ্‌ব। তবে আপাততঃ শুনে রাখুন—সে দিন যদি সদাগরকে আবরোঁয়া উপহার দিতে হ'ত, তা হ'লে সে ওড়না আপনি না পেয়ে আমি পেতুম। কিন্তু জাঁতাকলে পেষা আমার অদৃষ্টে আছে নাকি, তাই মাঝখানে থেকে একটা কাঁকড়া জুটে গেল। বেগম সাহেব! সে অমূল্য ওড়না আর এক ভাগ্যবতী পেয়েছে। সকলকার পছন্দমতে সেই এখন বোখারা সহরে সবার সেরা সুন্দরী। তারপর আমি, তৃতীয় তুমি। এখন এস বিবিসাহেব, বাঁদী আর বেগম দু'জনে গলা জড়াজড়ি ক'রে (জাঁতা লইয়া গফুরের প্রবেশ ও মনিয়ার তাহা গফুরের হস্ত হইতে গ্রহণ) এই জাঁতাকলে পিষে মরি।

গীত।

(এবারে) দেখে নেবো প্রাণটা কত বড় শক্ত।
বুঝে নেবো কচি দেহে কত আছে রক্ত।
জানা যাবে ভালবাসা কতখানি হবে পেষা,
প্রাণবঁধু মোর প্রতি কত অনুরক্ত।
একবার ঘোরালেই বিষ্ঠে হবে ব্যক্ত॥

গ। হুজুর, রক্ষে করুন—সোনার ইট জাঁতা-কলে পিষে সুরকি হয়ে গেল।

(খাঞ্জাখাঁর প্রবেশ)

খাঞ্জা। হঁ হঁ—ম'র না—ম'র না।

ম। না মরুবে না—আমাদের আর বেঁচে সুখ কি? আপনি পাঁচ লাখ টাকা খরচ ক'রে নীলেমের ডাকে যে ওড়না খরিদ করুলেন, তা বিবি সাহেবকে না দিয়ে কাকে দিলেন? আসুন বেগম সাহেব। আমরা এই জাঁতায় পিষে ছাতু হ'য়ে যাই।

খাঞ্জা। ও গফুর, এ কি কথা?

রো। কেন, এ কি কথা কেন? আপনি সে ওড়না কিনে এনে কাকে দিলেন?

খাঞ্জা। ও গফুর—ওড়না?—

গ। ওড়না—বলুলেই ত ওড়া হয় না! পাখা না গজালে উড়ব কি ক'রে হুজুর?

ম। আপনি মুখে বলেন, রাণীকে ভালবাসি—আর কাজে কি না আপনি উল্‌টো! রাণী নাকি বড় ভাল মানুষ মেয়ে, তাই এখনও প্রাণ ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে—আমি হ'লে হোঁচট খেয়ে মরুতুম।

কি রাণী—কি করবেন, বলুন—আমি কি জাঁতাও ঘুরুবো, আর আপনার হ'য়ে কথাও কইবো ?

রো। আপনি কি সে আবরোঁয়ার ওড়না কিনেছেন ?

খাঞ্জা। কে বল্লে—কে বল্লে ?

ম। উঃ! সে কি যেমন তেমন ওড়না—তার জন্য রাণীকে কি লাঞ্ছনাই না পেতে হয়েছে। আমিই তাকে হাত ধ'রে দোকান থেকে বার ক'রে দিয়েছি। উঃ! জাঁতায় পিষেও কি সে দুঃখ যাবে।

রো। কি রাজা, চুপ ক'রে রইলেন কেন ? চুপ করলে ছাড়ব না, আমি অনর্থ করব।

খাঞ্জা। কিন্‌ব কেন—কিন্‌ব কেন ? আমি কি পয়সা বাজে নষ্ট করবার ছেলে ?

রো। ন্যাকামী রাখুন—বলুন, ওড়না কিনেছেন কি না ?

ম। একখানা! সবার ভাল যে দু'খানা ওড়না ছিল, সেই দু'খানাই রাজা খরিদ করেছেন। খরিদ না ক'রে—

খাঞ্জা। চোপ—চোপ—

রো। কেন, চোপ কেন—বল্ ত বাঁদী। বল্ ত।

খাঞ্জা। চোপ বাঁদী—চোপ।

রো। না বাঁদী, তুই ব'লে যা।

খাঞ্জা। যা তো গফুর, জল্লাদকে ডেকে নিয়ে আয়।

রো। যা তো গফুর, আমার বাপকে ডেকে নিয়ে আয়।

গ। কি হুজুরালি, কাকে ডাকবো ?

খাঞ্জা। যাকে হোক—ও দু'জনেই জল্লাদ।

রো। কি বেইমান নবাব, যার দয়াতে তুমি রাজ্য পেলে, সে জল্লাদ !

খাঞ্জা। আমি খোদার দয়াতে রাজ্য পেয়েছি।

রো। বটে! পূর্ব্ব অবস্থা এরই মধ্যে ভুলে গেলে। তা হ'লে ত দু'দিন পরে আমাকেও তুমি পায়ে থেৎলাবে দেখছি !

ম। খরিদ না ক'রে!

গ। থাম্—আমি তোর মনিব, তা জানিস্ ?

ম। দেখ রাণী, আমার মনিব আমাকে থামতে বলছে। তা হ'লে দোসরা ওড়নাখানা রাজা আমাকে যে ঘুষ দিয়েছেন, সে কথা আমি তোমরা খুন হ'লেও আর বলব না। (জাঁতা ঘোরান)

রো। আমি সব বুঝতে পেরেছি।

খাঞ্জা। ভয়ে ক'ব কি নির্ভয়ে ক'ব ?

রো। নির্ভয়ে কও। সে ওড়না কিনেছ ?

খাঞ্জা। যেখানা এই বাঁদীকে দিয়েছি, সেই-খানা কিনেছি।

ম। রাজা ঘুষ দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করতে গিছলেন; তাতেও যখন আমার মুখ বন্ধ হ'ল না, তখন রাগে এই বান্দা দিয়ে আমাকে খরিদ করালে গো। (জাঁতা ঘোরান)

রো। আর সেই সবার সরেস ওড়না ?

খাঞ্জা। রাণী, সে ওড়না অমূল্য—সদাগর তাতে লিখে রেখে গেছে,—"বোখারার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে এই ওড়না উপহার দিয়ে রেখেছি। যদি আমার সর্ব্বস্ব বিকিয়ে যায়, তবু হে সাধু একে খরিদ ক'র না।" সেই লেখা দেখে আমি আর সে ওড়না নীলেম হ'তে দিই নি—

রো। সে ওড়না কোথায় ?

খাঞ্জা। আমি তা নিয়ে এক জনকে দান করেছি।

রো। কেন দিলেন ?

খাঞ্জা। সত্য কথা বলতে হ'লে, সে বোখারার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী। সুতরাং সদাগরের অভিপ্রায় মত, আমি তাকে ওড়না দিয়েছি।

রো। কে সে ?

খাঞ্জা। তা বলুব না।

রা। বেল্‌বেন না ?

খাঞ্জা। না রোসেনা—বলুব না।

রো। বল্‌বেন না ?

খাঞ্জা। দুনিয়া একদিকে, আর আমি এক-দিকে—আমি নিজে ত বলবই না। বরং গোপন রাখবার যতদূর উপায় করবার তা করব। তবে তুমি নিজে যদি জানতে পার, সে স্বতন্ত্র কথা।

ম। এখন এই জাঁতা পেষা থেকে যদি বেঁচে উঠি, তা হ'লে যেমন ক'রে হ'ক, তাকে খুঁজে বা'র করবই।

রো। তোমার নাম কি ভাই ?

ম। তা হ'লে জাঁতা ঘোরান স্থগিত রাখি।—আমার নাম মনিয়া।

রো। তোর ফুরসৎ মনিয়া—আজ থেকে তুই আমার সখী—তুই আমার সঙ্গে আয়।

খাঞ্জা। রাণী রাগ ক'র না।

রো। যান—যান—কপট-প্রেমিক। আমাকে রাণী ব'লে রহস্য করতে হবে না। নে মনিয়া, এখানে আর এক লহমাও থাকিস্ নি, আমার সঙ্গে চ'লে আয়।

ম। আপনি এগিয়ে চলুন—আমি এ বান্দাটার কান ধ'রে আপনার পিছন পিছন যাচ্ছি।

[রোসেনার প্রস্থান।

খাঞ্জা। হাঁ হাঁ—অত দ্রুত যেয়ো না—প'ড়ে যাবে—প'ড়ে যাবে—এর অর্থ আছে—মানে আছে।

ম। নে আয় গোলাম—আমাকে কিনেছিলি না?

গ। তাই ত—আমার টাকাও গেল—তুমিও গেলে—এখন আমি কি নিয়ে থাকি?

ম। এই জাঁতা নিয়ে থাক্। দেখা যাক্, এ জাঁতাকলে কে কোথা থেকে প'ড়ে পিষে মরে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ফটক-ভিতরে বারান্দাযুক্ত বাড়ী।

সময় উষা।

ওস্‌মান।

ও। বাড়ী যেন নিঝুম। আমি বাড়ীতে থাকলে, যত বেটা বান্দা বাঁদী রাত তিনটে থেকে কল কল ক'রে আমার কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেবে! আর আমি বাড়ীতে নেই, যেন কোন বেটা বেটী কোথাও নেই। সকাল হ'তে ত আর দেরী নেই, তবু এখনো কেউ জাগলো না। এই, দেউড়ীতে কে আছিস্, দোর খোল।

(হালিম খাঁর প্রবেশ)

হা। আরে ম'ল—ওস্‌মান ছোঁড়াটা না! হতভাগাটা পোনেরো দিন বাইরে বাইরে ইয়ারকি মেরে বেড়াচ্ছে। এর মধ্যে বাড়ীর কি অবস্থা হয়েছে, তা জানে না।

ও। কেয়াড়ী খোল্—কোন্ হায়রে-কেয়াড়ী খোল।

হা। ভোর বেলায় একটা মজা বাধবার জোগাড় হ'ল দেখছি। এ মজাটা না দেখে যাওয়া হচ্ছে না।

ও। (দোর ঠেলিয়া) আরে কেয়াড়ী খোল্ দেও।

নেপথ্যে। কোন্ হায় রে উল্লুক—

ও। তোম দো দফে—তিন দফে—দফে দফে উল্লুক হায়। শালা কেয়াড়ী খোল্।

নেপথ্যে। কেয়া।

(প্রহরীর প্রবেশ।)

প্র। কেয়া উল্লুক—ফজেরে দরওয়াজামে হল্লা করতা হায়, আউর্ গালি দেতা হায়। বদ্‌মাস্, কম্‌বকত, গাধা, গিধ্বোড়।

(ওস্‌মানকে আক্রমণ ও ভূমিতে পাতন)

ও। হাঁ—হাঁ—রোখো—রোখো—

প্র। বাউরামি টুট গিয়া?

ও। একদম গিয়া—এ মহল্লা ছোড়কে চলা গিয়া।

প্র। ফিন্ যব চিল্লাবে—তব কান পাকাড়কে, ঘুর পাক্ খাওয়াকে—

ও। শ্বশুরবাড়ী দেখায়কে, শালী-শালাজকো বোলায়কে—আমার যত পার অপমান ক'র বাবা।

প্র। কেয়া—আক্কেল হুয়া?

ও। খুব হুয়া—(প্রহরীর দ্বার বন্ধকরণ) তাই ত, এ কি রকমটা হ'ল? বোধ হয়, আমার অত্যাচারে জ্বালাতন হ'য়ে মা এই ভোজপুরী বেটাকে চাকর রেখেছে। কিন্তু আমার ত টাকা চাই—পেরমারায় পুঁজিপাটা যা ছিল, সব খুইয়েছি—ভোজপুরীই রাখ, আর পেশোয়ারীই রাখ, টাকা না হ'লে আমার চলবেই না—মা—মা!

(প্রহরীর পুনঃ প্রবেশ।)

প্র। আরে শালা—ফিন্ চিল্লাতা হায়?

ও। তাতে তোমকো কেয়া হায়—তোমকো বাবাকো কেয়া হায়—তোমকো চৌদ্দপুরুষকো কেয়া হায়—তোম্ হামরা নকর হায়—জানতা নেই উল্লুক—মা—মা!

প্র। রও শালা উল্লুক—তোমকো খুন

(প্রহারের উদ্যোগ—ওস্‌মানের পশ্চাদ্‌গমন ও হালিমের উপরে পতন)

হা। কাণা উল্লুক, পথ দেখে চল্‌তে জান না?

ও। বাবা! এ যে শাঁখের করাত—আগে পেছনে কাটে! তুমি আবার কে? কেও হালিম চাচা! দাও ত—দাও ত—এই গিধ্বোড় চাকর শালাটাকে ব'লে দাও ত আমি কে।

হা। কেন, কে তুমি?

ও। আরে ম'ল—এ বেটারা সব মাতাল নাকি? কে আমি? ও চাচা, কে আমি কি?

হা। তা নয় ত কি।—পাজী উড়্‌নচড়ে বদমাস—উঃ! বুকের পাঁজরাটা বেটা একেবারে ভেঙ্গে দিয়েছে।

ও। আচ্ছা, আমি ভাল হাকিম ডাকিয়ে দাওয়াই দেওয়াব—দাও ত—এই উল্লুক ভোজপুরী শালাকে বুঝিয়ে দাও ত আমি কে।

প্র। কেয়া শালা, ফিন্ গালি দেতা হ্যায়? পাকাড়ো মিয়া, শালাকো কান পাকাড়ো!

ও। কান পাকাড়ো!—তবে রে শালা—তোমার মরণ ঘুনাতা হ্যায়! মা মা।—এই এই কাছে—মৎ আও—এই এই—মা! দূরসে বলাবলি করো—মা—মা!

(আসগর আলির প্রবেশ)

হা। থাম্ বেটা থাম্—আর মা মা ব'লে গলা ভাঙতে হবে না—থাম্, তোর মা কি এখন আর এ বাড়ীতে আছে? সে কোথায় গিয়ে কাঠ কুড়ুচ্ছে, দেখগে যা।

আস্। কিসের গোলমাল?

প্র। এই উল্লুক ফজেরে দরওয়াজামে খাড়া হোকে চিল্লাতা হ্যায়—ময় যব চুপ রহেনে বোলা, উ নেহি শুনতা—লেকেন গালি দেতা হ্যায়।

আস্। কে তুই?

ও। আমি যে হই, তুই কে—গোঁপ ফুলিয়ে আমার বাড়ী থেকে ভোরের বেলায় বেরুচ্ছিস? চুরীর মতলবে ঢুকেছ নাকি বাবা? গ্রেপ্‌তার হও—গ্রেপ্‌তার হও! এ শালা ভোজপুরী শুধু শুধু মাহিনা খাগা—চোর নেহি পাকড়েগা?

হা। চুপ কর্ গাধা—মির্জা সাহেব দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না? সেলাম মির্জা সাহেব—আপনি আমাদের পাড়ায় বাস করতে এসেছেন, ভালই হয়েছে—এ বেটার জ্বালায় আমাদের পাড়ায় কারও চোখের পাতা ফেলবার যো ছিল না। দিন রাত্রি সরাপ খাবে, আর বাড়ীতে এসে হল্লা করবে। আপনি বাড়ী নিয়ে আমাদের রক্ষা করেছেন।

ও। বাড়ী নেওয়া! মানে কি? একি পুকুর চুরী নাকি বাব?

হা। থাম্ বেটা, আমার বাপের পাতচাটা মোসাহেব!

হা। দেখলেন হুজুর, আমি বেটাকে উপদেশ দিচ্ছি—আর বেটার আক্কেলটা দেখুন! আপনি হুজুর—রাজার প্রিয়পাত্র—আপনি দেখুন!

আস। এই বেটার কান পাকড়ে আমার কাছে ধ'রে আন্—বেটাকে আক্কেলসেলামী দিয়ে দিচ্ছ।

ও। আমাকে সেলামী দিবি? আমি কে তা জানিস্?

আস্। বাঁদীকা বাচ্ছা, উল্লুককা বাচ্ছা, আবার কে?

ও। সে আমি—না তুই? মা! মা! আর সহ্য হয় না—জলদি হুকুম কর, শালার উল্লুককে জব্দ ক'রে দি। শালা তোমার অপমান করছে, বাবার অপমান করছে।

আস্। পাকাড়ো উল্লুককো, পাকাড়ো।

(সকলে মিলিয়া ওস্‌মান্‌কে ধারণ ও আস্‌গর্ আলি কর্ত্তৃক ওস্‌মানের কর্ণমর্দ্দন)

আস্। পাজী বদ্‌মায়েস—এ বারে বুঝতে পারছিস্ আমি কে?

(দ্বিতলের বারান্দা হইতে সেলিমার প্রবেশ।)

সে। হাঁ হাঁ—কি কর—কি কর—সকলে প'ড়ে ভদ্রলোকের ছেলের লাঞ্ছনা করছ কেন? তাই ত—কেও বাপ!

[ত্রাস্তভাবে প্রস্থান।

আস্। দাও, ছেড়ে দাও—হুসিয়ার, আর কখন এখানে এসে এ রকম বেয়াদবী দেখিয়ো না।

(ওস্‌মান ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

ও। তাই ত, এ কি স্বপ্ন দেখছি নাকি? স্বপ্ন দেখলুম, না স্বপ্ন টুটলো! আমি মায়ের উপরে

উৎপীড়ন ক'রে টাকা নিয়ে জুয়া খেলতে গেছি—এ দিকে আমার বাড়ী নীলেমে কিনে নিয়েছে! স্বপ্ন টুটলো!—আমার সুখের স্বপ্ন টুটলো। বাড়ী থেকে বেরিয়ে ফিরে ঢুকতে গিয়ে চোর হলুম, শাস্তি পেলুম। কিন্তু কোথা থেকে কার করুণার কথায় এ লাঞ্ছনা থেকে আমার নিষ্কৃতি হ'ল? কেও—মনিয়া?

মনিয়ার প্রবেশ।)

ম। কি হুজুর! আক্কেল হ'ল?

ও। সত্যি সত্যিই কি মনিয়া, আমার কিছু নেই?

ম। এই ত নিজের চোখেই দেখলে হুজুর। নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়ে চোরের শাস্তি পেলে! চাকরে অপমান করলে?

ও। কিছু নেই?

ম। কিছু নেই—যেখানে যা ছিল, সব বিক্রী।

ও। তুই?

ম। বিক্রী।

ও। কে কিন্‌লে?

ম। তা শুনে তোমার লাভ কি?

ও। অন্য লাভ কিছু নেই—তবু যদি ভাল লোকে কেনে, শুনে সুখী হই।

ম। এক গোলামে কিনেছে?

ও। গোলামে কিনেছে!

ম। মাটীর দামে বিকিয়ে গেছি হুজুর—মাটীর দামে বিকিয়ে গেছি।

গীত।

মাটীর দামে বিকিয়ে গেছি হুজুর হে!
কুড়িয়ে পেলে কাঁচা সোনা কাণা হেটো মজুর হে।
মনে ছিল বড় আশা সাত তলায়ে করব বাসা,
বাদাম খাব আনার খাব, পেস্তা পিণ্ডি খেজুর হে।

ও। এ কি করছ মানিয়া?—

ম। যাতনার জাবর কাটছি হুজুর। এখন সে গুড়ে বালি, পালি পালি মুড়ি খাই খালি, দুঃখে যদি হাইটি তুলি ভয় দেখায় সে জুজুর হে।

ও। দেখছি মনিয়া তুই পাগল হয়েছিস্।

মা। পাগলই হয়েছি। কিন্তু সুখে কি দুঃখে, বল দেখি হুজুর?

ও। সুখী আর কেমন ক'রে হবি মনিয়া? আমার মা-বাপের কাছে মেয়ের আদরে ছিলি, এখন গোলামের হাতে পড়েছিস্—আত মনোদুঃখে তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

ম। না হুজুর! দুঃখে নয়, অতি আনন্দে। প্রথম প্রথম বড় দুঃখ হয়েছিল—আমার মর্ম্ম ফেটে যাচ্ছিল। কেন জান হুজুর! তোমার নিজের বাড়ীর দোরে তোমার লাঞ্ছনার একশেষ হ'ল দেখে।

ও। মনিয়া! তুই দেখেছিস্?

ম। দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব তোমার দেখেছি। কি করব—কেমন ক'রে তোমার এ অপমানের শোধ নেব—ভাবছি, এমন সময় খোদা শোধ নেবার উপায় দেখিয়ে দিয়েছেন। দুসমন্ মির্জা আলি, আমার মনিব বেঁচে থাকতে মাথা তুলতে পারে নি। আজ তোমার অপমান ক'রে বেইমান তার শোধ নিয়েছে। কিন্তু হুজুর, আমিও তাকে জব্দ করবার উপায় পেয়েছি।

ও। পারবি মনিয়া?

ম। আলবৎ পারব।

ও। মনিয়া! আমার যা এখন অবস্থা, আমি ওর মুখের দিকে চাইতে পারব না! কিন্তু গোলামের বাঁদী, তুই কেমন ক'রে এক জন ওমরাওকে জব্দ করবি?

ম। আমি হাজী সদাগরের কন্যা—আমাকে বাঁদী বলে কে? আমি শুধু তোমাদের কাছে বাঁধা—আর আমাকে বেঁধে রাখে কে? গোলামে কিনেছিল, কিন্তু তার ঘরে পা দিতে না দিতে আমার খোলসা। এখন সে উলটে আমার গোলাম। এই গোলাম!

(গফুরের প্রবেশ)

গ। হুকুম বেগম সাহেব!

ম। এই আমার আসল মনিব, একে কুর্ণিশ কর।

গ। আর রাণী?

ম। রাণী না ধানভানুনী!—তাকে আমি এক হাটে কিনে, আর হাটে বেচে আসতে পারি। (ওসমানের প্রতি) হুজুর! এই একে চিনে রাখুন—এই আপনার দুঃসময়ে গোলামী করবে।

গ। এখনি সঙ্গে যাব?

ম। এখনি কি সঙ্গে দেব হুজুর ?

ও। মনিয়া, মাথা টলুছে—তুমি রহস্য করুছ কি সত্য বলুছ, বুঝতে পারুছি না। আমি আজ কোথায় যাব, কি খাব, তার ঠিক নেই—আমাকে বিদায় দাও। তোমাদের হু'জনকেই সেলাম।

[ওস্মানের প্রস্থান।

ম। গফুর! মনিবের বিশ্বাস হ'ল না। তা না হ'ক, তুই চিনে রাখলি ত ?

গ। খুব চিনেছি।

ম। এর পরে ধরুতে পারুবি ত ?

গ। এখনি সঙ্গ নিলুম আবার ধরাধরি কি ?

ম। না, অপেক্ষা কর। আমি আবরেঁায়ার সন্ধান পেয়েছি।

গ। পেয়েছো মনিয়া ?

ম। চোপ রও—যখন পেয়েছি বলুলুম—তখন আবার প্রশ্ন।

গ। কোথায় পেয়েছো জিজ্ঞাসা করুতে পারি ?

ম। ওই আমার মনিবেরই বাড়ীর বারান্দায় যা এখন মির্জা আলি দখল করেছে—ওইখানে। ও দিকেও যেমন আস্মানি রঙমাখা লাল ওড়না ভেদ ক'রে সূর্য্য উঠলো, এ দিকেও তেমনি আস্মানি ওড়নার ঘোমটা খুলে লাল দেয়ালের গায়ে চাঁদ ফুটে উঠলো।

গীত।

যব প্রভাত সময় বেলি,
ধনী মন্দির বাহির ভেলি—
নব জলধর বিজলীরেখা
দ্বন্দ্ব পশারিয়া গেলি।
ধনী অলপবয়সী বালা,
জনু গাথুনী পুষ্পমালা—
থোড়ি দরশনে আশা না মিটিল
দ্বিগুণ বাড়ল জ্বালা।

গ। বল কি মনিয়া ?

ম। গফুর! মির্জা আলিকে আমি হাতে পেয়েছি। আমি আমার মনিবের অপমানের শোধ নিতে—চলুম।

তৃতীয় দৃশ্য

বন-কুটীর

গৌহর ও ওস্মান।

গৌ। উল্লুক! বাপ-মায়ের কুৎসা শুনে মাথা গুজে চ'লে এলি ?

ও। তাই ত! কি করুলুম!

গৌ। আমার সর্ব্বস্ব গিয়েও যে দুঃখ না হয়েছে, তার শতগুণ দুঃখ হয়েছে তোর মতন মেনিমুখো ছেলে গর্ভে ধ'রে। এত দিন ধ'রে বেলেল্লা-গিরি ক'রে সব টাকা-কড়ি নষ্ট করেছিলি, তাতেও তোর ওপর আমার মমতা ছিল। এখন তোর মুখ দেখতে আমার ঘেন্না হচ্ছে। যা কুলাঙ্গার, আমার সুমুখ থেকে দূর হ'।

ও। আমার হাতে এক গাছা ছড়ি পর্য্যন্ত ছিল না।

গৌ। অস্ত্র নাই বা থাকল ? হাত ছিল ত ? দাঁত ছিল ত ? কামড়ে সে বেইমানের টুঁটি ছিঁড়ে নিলি না কেন ? বাপ-মায়ের অপমান চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে শুনলি ?

ও। তারা তিন জনে প'ড়ে আমায় চেপে ধরুলে যে।

গৌ। শুধু চেপে ধরলে, আঁটকুড়ীর বেটারা তোকে মেরে ফেলুলে না! তোকে মেরে ফেললে যে ছিল ভাল! এই যে কাল থেকে আমাকে ভিক্ষে করুতে হবে—বুড়ো ছেলে কেবল বাপের বিষয় ওড়াতে শিখেছিলে, তাই এতদিন ধ'রে কেবল উড়িয়েছ। কখন একটা পয়সা রোজগার ক'রে ঘরে আনতে পারো নি! রাজার রাণী হয়ে, তোমার মতন ছেলে পেয়ে ভিখিরী হলুম! ভাগ্যে দাই-মার একটা কুঁড়ে ঘর ছিল, তাই মাথা গুজে ঢুকেছি; নইলে আজ আমাকে গাছতলা আশ্রয় করুতে হ'ত। তোর বেঁচে থাকা কেবল বাপের দুর্নাম বই ত না!

ও। ঠিক বলেছিস্ মা! আমার বেঁচে থাকার কি দরকার ?

গৌ। মানুষের মত বেঁচে থাকৃতে পারিস্, বেঁচে থাক্। নইলে দুসমন্ হাসিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরা লাখো গুণে ভালো।

ও। তুই ঠিক বলেছিস্। শালার সে অপমানের শোধ নিতেই হবে।

গো। এই ত মানুষের মতন কথা।

ও। কিন্তু মা, শোধ নিতে হ'লে, হাতে ত যেমন তেমন হ'ক, একটা অস্ত্র থাকা চাই।

গো। কেন, অস্ত্রের অভাব কি? তোর ঘরে মহাস্ত্র আছে। (কুটীর হইতে তালপাতার তরোয়াল বাহির করিয়া) এই নে।

ও। এ কি!

গো। এই ছিল তোর বাপের বিপদের একমাত্র ভরসা। আমি তোর বাপের সমস্ত উপার্জ্জন ত্যাগ করেছি, কিন্তু এটিকে প্রাণ থাকতে হাতছাড়া করতে পারি নি।

ও। এ কি মা। এ যে তালপাতার খাঁড়া!

গো। হ'লই বা তালপাতা। বেড়াল কাঠের হ'লে কি হবে, ইঁদুর ধরতে পারলেই হ'ল।

ও। এই দিয়ে অপমানের শোধ নেওয়া হবে?

গো। হবে ব'লে হবে! এ দিয়ে যা কাজ হবে, এমন আর কিছুতেই হবে না। দেখ্‌ছিস্ কি হতভাগা—এ অমূল্যনিধি। লাখ্ টাকা খরচ করলেও এ জিনিষ পাওয়া যাবে না। তোর বাপ এই অস্ত্র দিয়ে একবার একশো ডাকাত তাড়িয়েছিল।

ও। বলিস্ কি মা।

গো। বিশ্বাস না হয়, রেখে যা। তোর সঙ্গে আমি মিছে কথা-কাটাকাটি করতে পারি না। বলি, মরার চেয়ে ত আর বেশী কষ্ট হবে না। তোর যা এখন অবস্থা, মরার চেয়ে যে তা ভাল, এ কথা আমি কিছুতেই বলতে পারি না। এই বুঝে যদি কাজ করতে পারিস, তা হ'লেই তোর ভাল হ'য়ে যাবে।

ও। বস্, আর বলতে হবে না।

গো। তোর বাপকে স্মরণ ক'রে, খোদার নাম নিয়ে এই তরোয়াল ঘোরাবি। দেখবি—বিঘ্ন সব কোথায় উড়ে গেছে। এক ফকির এই সামগ্রী তোর বাপকে দিয়েছিল। আমি এর গুণ স্বচক্ষে দেখেছি।

ও। তুমি দেখেছ?

গো। দেখেছি বলেই ত একে এত কদর করি। তখন আমরা অতি গরীব—অর্থোপার্জ্জন করবার আশায় স্বামী-স্ত্রীতে তল্পী কাঁধে ক'রে এ দেশে আস্‌ছি। সুমুখে এক প্রকাণ্ড বন প'ড়ে গেল—কি ক'রে বনে ঢুকবো ভাবছি, এমন সময় এক ফকির সেখানে উপস্থিত হ'ল। তাকে অন্তরের কথা খুলে বললুম। ফকির দ্বিরুক্তি প্রকাশ না ক'রে আমাদের এই অস্ত্র দিলে—দিয়ে বললে, এই হাতে নিয়ে যেখানে ইচ্ছা যাও—কোনও ভয় নেই। এই তলোয়ার ঘোরান দেখে বাঘ, ভালুক, হাতী—সব পালিয়েছে। ডাকাতে টাকা ফেলে দৌড় মেরেছে। আমরা সেই টাকার মূলধনে ব্যবসা ক'রে বড়মানুষ হয়েছি।

ও। বস্—আর বলতে হবে না—তরোয়াল দাও। মরার বাড়া ত আর বেশী ক্ষতি হবে না। আমি ত ম'রে গেছি, তখন আমাকে আর মারে কে? দাও মা—আমার অমূল্য পৈতৃক সম্পত্তি আমার হাতে দাও। শালার বেটা আস্‌গর আলি, ভোজপুরী, হালিম চাচা, শালার বেটা শালারা—এইবার তোমাদের দেখে নেব। আর আমার বিলম্ব সইছে না—হাত নিশপিশ করছে—সময় এসেছে—দাও—জল্‌দি দাও।

গো। এই নে তবে অন্যায় ক'রে এ অস্ত্রে কাউকে আঘাত করিস্ নি।

ও। সব ন্যায়ে ন্যায়ে করব—ন্যায়ে ন্যায়ে ভুঁড়ির নাড়ী বার করব, ন্যায়ে ন্যায়ে মাথা কেটে ফেলব। তোমাকে আবার কোথায় পাব?

গো। আমি এই কুঁড়ে ঘর ছেড়ে এক পাও কোথাও নড়ব না—এখানে আমাকে কেউ চেনে না। তবে যদি সহরে ফেরবার মত অবস্থা ক'রে দিতে পারিস, তখন বোঝা যাবে।

ও। যাও—যাও। আর বাজে কথা ক'য়ো না। হঠাৎ রাগ হ'য়ে যাবে, শেষে হয় ত তোমাকেই এই তরোয়াল দিয়ে এক চোট লাগিয়ে বসব। তরোয়াল ঘুরছে—আর বড় বাগ মানছে না—গেল—মির্জা আলি গেল। কিন্তু মা পেটের ভেতরে একটা দারুণ ক্ষিদে বড় বেয়াদবী করছে। এখন এ তরোয়াল দিয়ে ক্ষিধে বেটাকে মারতে গেলে ত আস্‌গর আলি মরবে না। উলটে আমারই পেট ফেঁসে যাবে। তা হ'লে কি করি?

গো। এই নাও, এক আসরফী। এইতে যা খুসী তাই কর। এ জঙ্গলে আর আমার কাছে

এস না—এলে আর দিতে পারব না। এই নাও—নিয়ে চ'লে যাও।

ও। বস্ বস্—বাজে কথা ক'য়ো না—আগে ক্ষিদে শালাকে মেরে, তার পর সব শালা দুস্‌মনকে মারতে হবে।

চতুর্থ দৃশ্য

বন-গ্রাম প্রান্তস্থ বৃক্ষতল। একদিকে গ্রাম, অপরদিকে কিছু দূরে বিশাল অরণ্য।

গ্রাম্য-রমণীগণ।

গীত।

খাঁটি সহুরে বঁধু (গো) দেখ্‌তে এসেছে পাড়া-গাঁ।
তার নধর গড়ন ওড়ন পাড়ন গায়ে ঢাকা বিছানা॥
গোঁফের আঁড়াল দিয়ে হাসে
খুক্‌র খুক্‌র কাসে
প্রেম-পিয়াসে লিখ্‌লে চিঠি কাগের ছাঁ আর বগের ছাঁ॥
বঁধু সদাই হরবোলা, তার চোখে পরকোলা,
চুমকুড়ি দে পড়ায় পাখী, দেখে আরশোলা—
দেখে ধানগাছের শুঁড়ি, ভয়ে গুঁড়ি সুড়ি,
তার ভেতরে দেখে বঁধু বিরোধ্ বাঘের হাঁ॥
চ'ড়ে ফেণীবাতাসায়, পার হ'তে চায় দরিয়ায়,
শেষে গাংদাড়ার তাড়ায়, তড়াক্ ক'রে উঠে আড়ায়
পাঁয়তাড়া দে মারলে দৌড় দেখ্‌লে না কো ডাইনে বাঁ॥

নেপথ্যে। তামাচা—ইজেমচা, খোঁচা। হারে-রেরে মারো মারো—ওস্‌মান দুস্‌মন মারো।

১ম রমণী। ওরে—ও কি রে—তালপাতার তরোয়াল ঘোরাতে ঘোরাতে আস্‌ছে—ও কে রে?

সকলে। তাই ত রে! কে রে?

নেপথ্যে হারে-রে-রে রে-রে—তামাচা—মারো মারো।

১ম র। ওরে তালপাতার সেপাই রে—

সকলে। ওরে বাবা রে, মেলে রে খেলে রে।

(সকলের পলায়ন।)

(ওস্‌মানের প্রবেশ)

(ওস্‌মান তরোয়াল ঘুরাইল; বৃক্ষ হইতে পত্র পড়িল) হাঁ; তরোয়ালের গুণ মানুষ হচ্ছে—মানুষ পালাচ্ছে, তরোয়াল ঘোরান দেখে ভয়ে গাছ কেঁপে উঠেছে। ঝর্ ঝর্ ক'রে পাতা ঝরছে। ভয় নেই গাছ! ভয় নেই, তুমি আমার আশ্রয়দাতা।

(গফুরের প্রবেশ)

তোমাকে আমি কাটব না। কিন্তু সব শালা দুস্‌মনকে কাটব। মির্জা আলি হুসিয়ার, ভোজপুরী খবরদার! শির, মুণ্ডা অস্তর্, কুচ।

গ। (স্বগত) এ কি! হুজুর ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মনঃক্ষোভে পাগল হ'ল না কি। (প্রকাশ্যে) হুজুর!

ও। কে ও—তিন দিন পরে হুজুর বলে কে ও?

গ। সহরের বাইরে, তেপান্তর মাঠের ধারে একটা গাছের তলায়—জনপ্রাণী কাছে নেই। একলা একলা ব'সে কি করছ হুজুর?

ও। আবার হুজুর—বা তরোয়াল বা! এক ঘুরুনীতেই হুজুর বলিয়ে ছেড়েছি। বার দশ-পোনেরো ঘুরুলেই দুনিয়ার সব শালা দুসমন হুজুর বলবে। তিন দিন পেটে বড় একটা কিছু ঢোকে নি, চোখে বড় সুবিধেমত দেখা চলছে না। হুজুর বলে কে ও?

গ। আমি হুজুরের গোলাম গফুর।

ও। গফুর, গফুর! স'রে যা গফুর, কাছে আসিস্ নি—আমি তরোয়াল ঘোরাচ্ছি। গায়ে লাগলেই তোর দেহ ফাঁস্ ক'রে কেটে যাবে। তামাচা—শির কুচ—কড়াক্।

গ। হুজুর হুকুম করুন, কিছু খাদ্য এনে দি।

ও। উহু—তুমি দিলে খাব না। মা আমাকে শেষ আস্‌রফী দিয়েছে—আমি তাই দিয়ে খানা-পিনা করব, তার পর এই তরোয়াল দিয়ে দুস্‌মন শালাদের মাথা কাটব।

গ। আমি এই তিন দিন ধ'রে আপনাকে খুঁজছি। হুজুর! আপনার জন্য নবাব সরকারে এক চাকরী জোগাড় করেছি।

ও। কি! কি বল্‌লি গফুর, আমি চাকরী করব? (তরোয়াল ঘুরাইয়া) এই দেখ—এই

তামাচা, এই ইজেম চা—আর এই খোঁচা—এই তিন কসূলতে আমি দুনিয়া জয় করব। তখন সব শালাকে আমার চাকরী করতে হবে।

(খাদ্য হস্তে মনিয়ার প্রবেশ)

গ। (মনিয়ার সমীপে গিয়া) মনিয়া, সমস্ত পরিশ্রম বৃথা হ'ল—হুজুরকে পেলুম, কিন্তু কাজের পেলুম না। হুজুরের মাথা বিগড়ে গেছে। একটা তালপাতার তরোয়াল ঘোরাচ্ছেন, আর কি আপনার মনে বকছেন। খাবার দিতে চাইলুম, খেতে চাইলেন না। অথচ শুনলুম, তিন দিন একরূপ অনাহার। কি করা যায় মনিয়া?

ম। হুজুর!

ও। আবার হুজুর—(তরোয়াল ঘুরাইয়া) হাঁ—ঠিক হয়েছে। দুনিয়া আমাকে হুজুর বলছে—আমি শুনতে পাচ্ছি। মির্জাআলি হুঁসিয়ার, ভোজপুরী খবরদার—তামাচা, ইজেম চা—খোঁচা।

চ। হুজুর! বাঁদীর দিকে একবার চাও।

ও। কে তুই?

ম। আমি মনিয়া।

ও। মনিয়া, স'রে যা—আমি তরোয়াল ঘোরাচ্ছি। গায়ে ঠেকলেই এখনি কচি দেহ কুচ-ক'রে কেটে যাবে।

ম। কিছু ক্ষণের জন্য ঘোরানো রেখে—কিছু আহার করুন। ফলমূল এনেছি।

ও। না মনিয়া, খাব না। মা আমাকে শেষ আসরফী দিয়েছে, আগে তাই দিয়ে খানা কিনব। মনিয়া, মরার চেয়ে আর অনিষ্ট নেই। আমি মরেছি, কাজেই মরণের ভয় আমার ঘুচেছে।

ম। তা হ'লে ত আপনি দুনিয়ার রাজা।

ও। ঠিক?

ম। তুমিই বুঝে বল না, ঠিক কি না।

ও। বস্—মনিয়া বলেছে—ঠিক, ঠিক, ঠিক। (তরোয়াল ঘোরান)

ম। তরোয়াল ঘোরাচ্ছ কেন হুজুর?

ও। এই দিয়ে দুসমনদের জব্দ করব। লড়াই ক'রে দুনিয়া জয় করব।

ম। কি রকম হাতিয়ার একবার হাতে ক'রে দেখি?

ও। উঁহু—কচি গা, কুচ ক'রে কেটে যাবে। এই দেখ একবার তরে তরে ছুঁইয়ে দি।

ম। উঃ! কি ধার!

ও। কেমন, কেমন! তামাচা, ইজেম চা—খোঁচা। মনিয়া ব'লেছে কি ধার! মির্জা আলি হুসিয়ার। ভোজপুরী খবরদার! সব শালা দুস্মন—বাহার বাহার। (প্রস্থানোদ্যত। মনিয়া সম্মুখে নতজানু হইল।)

ম। খোদাবন্দ!

ও। কি মনিয়া! আমাকে কি পাগল মনে করেছিস্?

ম। পাগল দুস্মন হ'ক, আপনি পাগল হবেন কেন?

ও। মনিয়া! এত দিন মরেছিলুম, ম'রে আমার মাকে শোকার্ত্ত ক'রেছিলুম। শেষে মায়ের তিরস্কারে আমি মরার রাজ্য থেকে ফিরে এসেছি। মায়ের স্নেহের ডাকে মৃত্যু আমাকে পথ থেকে ছেড়ে দিয়েছে। ফিরে এসে যখন মায়ের পায়ে আশ্রয় নিয়েছি, তখন মা দুস্মন মারতে, আর আত্মরক্ষা করতে আমাকে এই অস্ত্র দিয়েছে। বাবা থাকতেন থাকতেন বলতেন—এ দুনিয়াটা কিছু নয়—একটা ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে, ফাঁকাটে ফাঁকাটে—ভোজবাজীর মতন ফাঁক—শুধু জমক আর জাঁক—আসল জিনিস এর আড়ালে লুকিয়ে আছে। তবে নকল মারতে আসল অস্ত্রের কি দরকার মনিয়া?

ম। সাচ্চা বাৎ হুজুর!

ও। এই আমার অস্ত্র—এইতে দুনিয়া জয় হ'ল ত হ'ল। নইলে মরা জিনিস মরার রাজ্যে ফিরে গেল—তাতে দুঃখ কি মনিয়া?

ম। না, দুঃখ নেই—তবে খোদাবন্দ, প্রাণটা যদি ফিরে এসেছে, তবে তাকে এমন অবজ্ঞা করছেন কেন? কিছু খাদ্য বাঁদী এনেছে, তাতে জীবনটা রক্ষা করুন।

ও। (হাস্য) আসরফী—মনিয়া আসরফী—মা দিয়েছে। কিনব—খাব—তরোয়াল ঘুরবো—দুস্মন মারব—আর দুনিয়াকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বগল বাজাব।

ম। বেশ, আমাকেই না হয়, আসরফী দিন।

ও। উঁহু, তুমি আমার বহিন, তোমার কাছে পয়সা দিয়ে কিনব কেন? ওই, মাঠের ও পাশে—

ওই বনের ধারে অট্টালিকায় আমার মা। মায়ের ক'দিন অনাহার কে জানে। মনিয়া—মনিয়া। গফুর—গফুর! দুনিয়া কানে দেখে। এই হামাচা, ইজেমচা—খোঁচা।

[প্রস্থান।

ম। গফুর! আমার একটা অনুরোধ রাখ্‌বে?

গ। হুকুম কর মনিয়া বিবি, অনুরোধ বলছ কেন? হুজুরের মাকে অনুসন্ধান করব?

ম। না, এ অবস্থায় তাকে দেখ না। অট্টালিকা কি, বুঝতে পারলে না?

গ। বুঝেছি—মা ভাঙ্গা কুঁড়ের ভিতর ঢুকে আছে। বুঝি অনাহারেই আছে।

ম। অনাহারে? তা হ'তে পারে। তবু এ অবস্থায় তাকে দেখব না। রাণী না খেয়ে ম'রে যাবে—যাক্, তবু তাকে দেখবো না। ছেলে যা নিলে না—মা তা নেবে না।

গ। বেশ, যাব না। তা হ'লে কি কর্‌ব হুকুম কর মনিয়া বিবি!

ম। আমার মনিবকে তোমাব কি বোধ হ'ল?

গ। বোধ হ'ল, এ দুনিয়ার গোলামীতে যদি কোথাও সুখ থাকে, তা কেবল ওই মনিবের গোলামী ক'রে।

ম। কেমন, ঠিক না?

গ। এই ত বল্‌লুম মনিয়া।

ম। এখন এই তালপাতার খাঁড়াকে যেমন ক'রে পারি, বজ্র ক'রে যে তুল্‌তে হবে?

গ। তা কি আমিও ভাবছি না মনিয়া বিবি? খোদাকে স্মরণ ক'রে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা উপায় ঠাওরাচ্ছিলুম। একটা মতলব মাথায় এসেছে। মনিয়া বিবি, হুজুর বল্‌লে দুনিয়ার লোক কানে দেখে। চোখে দেখে না। চোখে দেখলে এই দুনিয়াই স্বর্গ হয়ে যেত—স্বর্গে যাবার আর স্বতন্ত্র আয়োজন করতে হ'ত না।

ম। ধন্য তোমার বুদ্ধি। গফুর মিয়া, তোমাকে গোলাম ব'লে অমর্য্যাদা করেছি! এখন ভাই, আমার মনিবকে একবার দুনিয়ার কান দে দেখিয়ে দাও।

গ। দেখাতেই হবে, নইলে আর উপায় নেই। মনিবের খেয়ালের ভেতর দিয়েই মনিবকে রক্ষা কর্‌তে হবে।

ম। ওই তালপাতাকে এমন ক'রে শানিয়ে শানিয়ে ধারালো ক'রে তুল্‌তে হবে যে, মনিবের নাম শুন্‌লে যেন লোক একক্রোশ দূর থেকে পালায়।

গ। এই মতলব তা হ'লে তুমি ঠিক ধরেছ। যদি বুঝতে পেরেছ কি করতে হবে, তা হ'লে এখনি তার জন্য প্রস্তুত হও। দেখছ না, গ্রামের লোক লাঠি-সোটা নিয়ে এই দিকে আসছে। কেন আসছে আমি বুঝেছি। মনিব আস্‌বার আগে গ্রামের স্ত্রীলোকেরা এখানে আমোদ করছিল। মনিবের তরোয়াল ঘোরান দেখেই তারা পালিয়েছে। তাদেরই আত্মীয় স্বজন মনিবকে আক্রমণ কর্‌বার জন্য আস্‌ছে। (নেপথ্যে কোলাহল)

ম। তা হ'লে আর দেরী ক'র না—ব'সে যাও—ব'সে যাও।—ওরে বাবা রে—গেছি রে—উঁহুহুহু—

গ। বাপ্—জ্বলে গেল—জ্বলে গেল।

(গ্রাম্য পুরুষ ও স্ত্রীগণের প্রবেশ)

১ম পু। কই—কই শালার তালপাতার সেপাই?

২য় পু। দেখিয়ে দে, শালার টুঁটি ছিঁড়ে ফেলি।

১ম স্ত্রী। এইখানে—ঠিক এইখানে।

২য় স্ত্রী। এমনি ক'রে খাঁড়াখানা ঘুরুচ্ছিল গো!

১ম পু। তাই ত—এরা কারা, এরা—কারা?

ম। ওরে বাবা রে—উঁহুহুহু—

গ। বাপ্—জ্বলে গেল গেল।—

১ম পু। কে তোমরা?

ম। আমরা এই পথে যাচ্ছিলুম গো, এমন সময়—উঁহুহুহু—

১ম পু। এমন সময় কি হয়েছে? ভয় নেই—বল।

১ম স্ত্রী। ভয় নেই—বল—

ম। এমন সময়—উঁহুহুহু—

গ। জ্বলে গেল—জ্বলে গেল—বাপ্—চিড়িক—চিড়িক্—

ম। এক গাছের তলা থেকে—

১ম স্ত্রী। ওই ঠিক হয়েছে গো—এখানেও ওই গাছের তলা।

১ম পু। তার পর ?

গ। এক তালপাতার সেপাই—

১ম স্ত্রী। ওই শোন গো—তালপাতার সেপাই—

গ। সেই গাছের গোড়ায়, সেই সেপাই—সেই তালপাতা দিয়ে—

ম। এক কোপ—

গ। গাছ অমনি মড় মড়—মড় মড়—বাপ্!

স্ত্রীগণ। ওই শোন—

১ম স্ত্রী। ওই শোন রে—ওই শোন—আমরা কি মিছে বলেছি ?

১ম পু। তার পর ?- তার পর ?

ম। আমার এই যে দেখছ—এই যে—

স্ত্রী। লজ্জা কেন—বলনাই বাপু—খসম্।

ম। উঁহুহু—ওই রকমই বটে গো।

গ। উঃ চিড়িক্—চিড়িক্।

ম। পাছে লোকের কাছে এ কথা প্রকাশ পায়, তাই ওঁর কোমরে সেপাই সেই খাঁড়া ঠেকিয়ে দিলে—আর যেমন দিলে অমনি ওঁর কোমরটা একেবারে চুরমার হ'য়ে ভেঙ্গে গেল গো।

গ। জ্বলে গেল, জ্বলে গেল—বাপ্ চিড়িক্ চিড়িক্।

ম। আর যেমন আমি রাগের মাথায় তাকে একটা ইট ছুঁড়ে মারতে গেলুম—অমনি সেই ইট খাঁড়ায় লেগে ফিরে এসে এই বুকে—উঁহুহু—

১ম স্ত্রী। আর কেন, বুঝতে পেরেছ ত ?

সকলে। আর কেন মিয়া—আর কেন ?—

(জনৈক পথিকের প্রবেশ।)

প। কি—কি—ব্যাপারখানা কি ? কি হয়েছে ভাই সব ?

১ম পু। হ্যাঁ হে, তুমি কি এই পথ দে আসছ ?

প। হাঁ। কেন—কি হয়েছে ?

১ম পু। তুমি কি পথের ধারে একটা প্রকাণ্ড গাছ পড়তে দেখে এলে ?

প। বটে। তাই বুঝি ভয়ঙ্কর একটা শব্দ হ'ল।

সকলে। ওই—ওই—আর নয়।

প। আমি ভাবলুম—কি পড়ল, কি পড়ল—ও বাবা সেটা গাছ! তাই মড়্ মড়্—মড়্ মড়—মড়াৎ।

১ম, স্ত্রী। এক তালপাতার সেপাই—তালপাতার খাঁড়া দিয়ে এক কোপে সেই গাছটা কেটে ফেলেছে।—

ম। শুধু কি গাছ কেটেছে ?—কত বাঘ মেরেছে—

(দ্বিতীয় পথিকের প্রবেশ)

২য় প। তাই বটে—তাই বটে! পথে যেতে যেতে কতকগুলো লোক বাঘমারা ব'লে কি বলাবলি করছিল—তার পরেই গন্ধ—বাঘের গন্ধ। ও বাবা—বাঘ তাতো বুঝতে পারি নি। বড় বেঁচে গেছি ত।

সকলে। তা হ'লে আর কেন ?

১ম পু। ও বাবা! তা হ'লে আবার! গাছ প'ড়লো—বাঘ মর'ল—আবার।

[গ্রাম্য পুরুষ ও স্ত্রীগণের পলায়ন]

২য় প। বাঘটা কি ক'রে ম'ল ভাই ?

গ। দূর শালা—শুনছিস না, এক তালপাতার সেপাই—তালপাতার খোঁচা মেরে এক বাঘ মেরে ফেলেছে!

২য় প। ওরে বাবা—তালপাতার সেপাই।—

গ। পালা শালা—তামাচা, ইজেম চা, খোঁচা। —পালা এখনি খোঁচা খেয়ে মরবি কেন, পালা—পালা।

২য় প। কোন্ দিকে পালাব ভাই!—আমার যে বুক গুর্ গুর্ করছে।

গ। যে দিকে গাঁ দেখবি, সেই দিকেই পালাবি! যেমন সব লোক কি হয়েছে কি হয়েছে ব'লে ছুটে জানতে আসবে, তাদের টুপ ক'রে তালপাতার সেপাইয়ের কথা ব'লেই আবার ছুটবি—ক্রমে ছুটতে ছুটতে যখন সহরে পড়বি, তখন সুমুখে যে বাড়ী পাবি, সেই বাড়ীতে ঢুকে পড়বি; সে বাড়ীতে জায়গা না পাস, আর এক বাড়ীতে ঢুকবি।

ম। এই রকম তাড়া খেতে খেতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বি, তখন এক জায়গায় ব'সে কেবল বলতে থাকবি—বাপ্—জ্বলে গেল—জ্বলে গেল—তবেই তালপাতার সেপায়ের দয়া হবে।

গ। নইলে গেলি।

ম। নইলে একেবারে গেলি।

২য় প। বাপ্—আর এখানে থাকে।

ম। যাক্, সব পালিয়েছে।

গ। শুধু পালিয়েছে?—এখন গ্রামে সহরে শুন্‌বি চল্,—রঙে রঙে এ গল্প কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে—এক দণ্ডে আমাদের মনিবের শক্তি কি বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করেছে।

গীত।

ম। মনের ভেতর জ্বল্‌লো আগুন দপ ক'রে।
ওগো নিভাই তাকে কি ক'রে॥

গা। ভয় কি, সঙ্গে চল্,
মাথায় দেব ঘড়া ঘড়া জল,
তার এক ফোঁটাতেই অঙ্গ জল
ভয় কিসের তরে॥

ম। তাতে যে ধোঁয়া হবে,

গ। ফুঁ দিলে উড়ে যাবে,
কনক বরণ উথলে উঠে দেশ যাবে ভ'রে।

উভয়ে। তবে চল যুগলে
তালে তালে পা ফেলে,
যাক্ না দেখা কোন্‌খানের জল কোথায় গে মরে॥

—

পঞ্চম দৃশ্য

প্রমোদাগার।

থাপ্পা খাঁ, মোসাহেব ও নর্ত্তকীগণ।

গীত।

পেটের জ্বালা হ'য়ে নসীব কর্‌লে দেশ ছাড়া।
বনের ধারে খেতে দিলে পুঁই শাকের খাড়া॥
বাঘ হ'য়ে সে হুমকি দিলে, দিলুম টেনে ছুট।
ডাকাত সেজে কর্‌লে নসীব যা ছিল সব লুট॥
ঘুরিয়ে দেশ আন্‌লে শেষ রাজার বাগানে।
দেখ্‌লে চেয়ে রাজকুমারী কৃপা-নয়ানে॥
মাথায় তুলে নসীব দিলে রাজার আসন দান।
চক্ষু মেলে দেখি আমি নবাব থাপ্পাখান॥
গাও নসীবের জয়, গাও নসীবের জয়।
যা করা, সব নসীব করে, তুমি আমি কিছু নয়॥

থাপ্পা। ভাই সব আমার লড়াই কর্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে।

১ম মো। হুজুরের লড়াই কর্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে শুনে, গোলামের নাচ্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে। হুজুর, বিবিজানেরা বেতালা নাচে দেখে, ইচ্ছে হয়, বেটীদের তালটা কি বস্তু একবার দেখিয়ে দিই।

২য় মো। ঘাড়ে প'ড়ে নাকি এক ঠেঙে মিয়া?

১ম মো। দূর শালা বেরসিক, তাল আবার দু' ঠেঙে হয় কবে?—

থাপ্পা। ঠিক বলেছ (হাস্য), ঠিক্ বলেছ লেঙড়ু মিয়া।

১ম মো। সমস্ত রসের গাছই, হুজুর, এক-ঠেঙে। এই আখই বলুন, আর খেজুরই বলুন, আর তালই বলুন,—পাছে রস পান্‌সে হয়, তাই খোদার তাতে একটি ফেঁকরি পর্য্যন্ত গজাবার হুকুম নেই।

থাপ্পা। কিন্তু ভাই সকল, যদি আমি লড়াই করি, তা হ'লে তোমরা কি কর্‌বে?

১ম মো। হুজুর ঘুমতে ঘুমতে নবাবী পেয়েছেন—আপনাকে কি আর কখন লড়াই কর্‌তে হবে?

থাপ্পা। যদি হয়?

২য় মো। বিবিজান—বিবিজান—তেষ্টা পাচ্ছে।

সকলে। প্রবল—প্রবল।

থাপ্পা। বল ভাই সব—যদি হয়?

১ম মো। যদি হয়,—হুজুর, আমি তা হ'লে আপনার ভগ্নদূত হব।

থাপ্পা। কানু মিয়া কি হবে?

২য় মো। হুজুর! আমি হব দূরবীণ। ইঁদুর-গর্ত্তের ভেতর যদি শালার দুস্‌মন লুকিয়ে থাকে, আমি এই (এক চক্ষু দেখাইয়া) দূরবীণ ক'সে শালাদের বার ক'রে দেব।

১ম মো। থাক্ শালা অযাত্রা—এক চোখ দেখায় না। কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়াত সাপ বেরিয়ে পড়বে—সত্যি সত্যিই লড়াই বেধে যাবে।

থাপ্পা। তুমি কি করবে তুতলু মিয়া।

৩য় মো। আ—আ—আ—

সকলে। থাম্ শালা—থাম্

৩য় মো। হু—হুঁ—

সকলে। আরে বে-অকুফ থাম।

৩য় মো। দু—দুদু উস্—উস্‌মনের—বা—বা—বাপান্ত করব—

সকলে। (৩য়কে ধরিয়া) হাঁ—হাঁ—অনর্থ বাঁধবে—অনর্থ বাঁধবে।

খাঞ্জা। তোমরা কি করবে বিবিজানেরা?—

১ম মো। আমরা? আমরা হুজুর?

নর্ত্তকীগণ।

গীত।

আমরা কি করি লড়াই।
আমরা লড়াই বাধাবার গুরুমশাই॥
ভায়ে ভায়ে কোলাকুলি নাইক প্রেমের অন্ত,
আমরা কুটুস ক'রে বুকের মাঝে ফুটিয়ে দিই দন্ত,
জ্বালায় শ্রীকান্ত হ'য়ে প্রাণান্ত,
চোখ পালোটে ভাই ভাই হয় গো ঠাঁই ঠাঁই।
আমরা সোনার ঘরে দিন দুপুরে আগুন লাগাই॥

(রোশেনার প্রবেশ।)

রো। বেতমিজ, বেহায়া, বেইমান নবাব!

খাঞ্জা। এই আরম্ভ হ'ল—ভাই সব! প্রস্তুত হও—বাঁধলো—লড়াই বাঁধলো।

রো। বাঁধলো কি! বেঁধেছে—তোমার বেইমানির শাস্তি না দিয়ে আমি আর জলগ্রহণ করছি না—বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যাবাদী, জুয়াচোর!

খাঞ্জা। পারিষদবর্গ! জল্‌দি জল্‌দি অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে এস—লড়াই বেঁধেছে!

রো। খাড়া র' সব উল্লুক—খাড়া র'। তোদের মনিবের সঙ্গে এক দড়িতে বাঁধব। বেই-মানের সঙ্গী বেইমান, তোদের সকলকেই সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি দেব—এক ঘরে কয়েদ ক'রে শাস্তি দেব। আমার বুকে ঢেঁকি পড়ছে, আর তোমরা এখানে সরাপ খেয়ে বাইজী নিয়ে ইয়ারকি দিচ্ছ। উল্লুক! গিধ্ধোড়—বেওকুফ!

১ম মো। (করজোড়ে) বেগম সাহেব, গা'ল দিতে গিয়ে একটা ভুল হ'য়ে গেছে। এ গোলাম শুধু উল্লুক নয়, খোঁড়া উল্লুক।

২য় মো। আর এ গোলাম কাণা গিধ্ধোড়।

৩য় মো। আর এ—এ—বে—বে—এল্লা নয়, তো—তো—তোল্লা।

রো। খাড়া র'—যাচ্ছিস্ কোথা?—আগে তোদের মনিবের কি হয় দেখ, তার পর যাবি। যেমন গাড়োল নবাব, তার তেমনি জানোয়ার সঙ্গী!

১ম মো। এ বাঁদীরে কি করবে বেগম সাহেব?

রো। কয়েদ হবি—আর কি করবি? আর কি নবাবের নবাবী থাকবে, যে পয়সা পাবি? এক ঘরে সব কয়েদ ক'রে রাখব।

(নর্ত্তকীগণের ক্রন্দন)

৩য় মো। কাঁ—কাঁ - কাঁ—কাঁদিস্ কেন?

২য় মো। ভালই ত হয়েছে—আর তোদের পেটের ভাতের জন্য কুকুর বাঁদরকে এমনি ক'রে ইসারা করতে হবে না।

১ম মো। এই আমার মতন পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে খাবি।

রো। এই, ইধার আও—এই গোলামগুলোকে এক জায়গায় আটকে রাখো; তার পর এদের সম্বন্ধে যা করবার, আমি হুকুম দেব।

(প্রহরিগণের প্রবেশ এবং মোসাহেবগণ ও বাঁদীগণকে লইয়া প্রস্থান)

এতগুলো মানুষের সাক্ষাতে আমার অপমান কেন করলে রোসেনা?

রো। ওরা কি মানুষ?—যেমন তুমি, তেমনি ওরা পশু। মনে ক'রেছিলে কি, আমি তোমার প্রিয়ারকে কি সন্ধান করতে পারব না?

খাঞ্জা। সন্ধান পেয়েছ?

রো। ছি! ছি! ছি! কি ঘেন্না!—বাঁদীর পাতচাটা খোরাসানী আলি মির্জা—তার বেটী—কসবি কি না, কে জানে—তাকে বেছে বেছে—রাণীর যোগ্য আবরোঁয়া সওগাত দেওয়া হয়েছে।

খাঞ্জা। কেমন রোসেনা! সে সুন্দরী নয়?

রো। ছি! ছি! ছি! ছি—এত ছোট নজর!—যে মির্জা আলি পিঁপড়ের পেট টিপে গুড় বা'র ক'রে খায়, তার বেটীকে ঢাকাই আবরোঁয়া!

খাঞ্জা। তুমি তাকে দেখেছ?

রো। ঘেন্না! আমি সেই ছোটলোকের বাড়ীতে গিয়ে তাকে দেখে আসব?

খাঞ্জা। বেশ, যত্ন ক'রে—বাড়ীতে আনিয়ে একবার তাকে দেখ।

রো। এই যে দেখবার ব্যবস্থা করছি। তোমাকে এক পিঁজরের রাখব, আর সে'বেটীকে এক পিঁজরের পুরব, দু'জনে মুখোমুখী ক'রে পরস্পরের রূপ দেখবে।

খাঞ্জা। কবে রোসেনা, কবে?

রো। ওমা! এত? এরই মধ্যে এত!

বেইমান। আমাকে বিবাহ করবার সময়ে কি বলেছিলে?

খাঞ্জা। কি বলেছিলুম, তুমিই বল।

রো। বলেছিলে না, যে, তোমা ছাড়া আর কাউকে আমি স্ত্রী ব'লে গ্রহণ করব না? যদি ম'রেও যাই, তবু তুমি আর বিবাহ করবে না?

খাঞ্জা। বলেছিলুমই ত।

রো। তবে বিশ্বাসঘাতক! তুমি এ কি করলে?

খাঞ্জা। কি করেছি?

রো। কি করেছ? উল্লুক! এখনি বুঝিয়ে দিচ্ছি। (মনিয়ার প্রবেশ) বাঁদী!

ম। বাঁদী বললে উত্তর পাবে না বেগম সাহেব।—আমি তোমার বাঁদী নই। এক মুখে দুই কথা কও, তুমি কি রকম বেগম?

রো। না ভাই, তুই আমার সখী। আমায় মাফ কর। বল ত ভাই, মনিয়া, সে কি বলেছে?

ম। হাঁ জনাবালি। আপনি কি যথার্থই মির্জ্জা আলির কন্যাকে ভাল বেসেছেন?

খাঞ্জা। যদিই ভালবেসে থাকি, তা হ'লে কি অন্যায় করেছি মনিয়া?

ম। সে বলেছে—রাজা আমাকে প্রাণের তুল্য ভালবেসেছেন। বলেছেন, তোমাকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তোমাকে যেরূপ ভালবেসেছি, এরূপ ভালবাসা আমি জীবনে কখন কাউকে বাসি নি।

রো। বেহায়া, এই কি তোমার প্রতিজ্ঞা-রক্ষা?

খাঞ্জা। ভালই বেসেছি—বিবাহ ত করি নি?

রো। আমাকে যখন ভাল বেসেছ, তখন অন্যকে ভালবাসতে তোমার অধিকার কি?

খাঞ্জা। সে কথা বলতে পারি না রোসেনা।

(হানিফ খাঁর প্রবেশ)

হা। আলবৎ বলতে হবে। বেইমান, দু'-দু'জন শক্তিমান্ উত্তরাধিকারী তাড়িয়ে আমি তোমাকে নবাবী দিলুম, এই তার তুমি প্রতিফল দিচ্ছ?

খাঞ্জা। তুমি আমাকে নবাবী দিয়েছ, এ কথা একেবারে ভুলে যাও হানিফ খাঁ। খোদা আমাকে নবাবী দিয়েছে। তবে তুমি উপলক্ষ্য।

হা। বটে রে বেইমান! তবে খোদা কেমন তোমার নবাবী রাখে, একবার দেখে নিই।

খাঞ্জা। এখনি তোমাকে আমি কোতল করতুম হানিফ খাঁ। কিন্তু তা করব না। কেন না, নবাবী দিতে একদিন তুমি উপলক্ষ্য হয়েছিলে।

হা। কাপুরুষ। তুমি আমাকে কোতল করবে? কি বলব, মেয়ে দিয়েছি, নইলে এখনই তোমার বেয়াদবীর কথা শেষ ক'রে দিতুম। এই—ইধার আও।

(সশস্ত্র প্রহরিগণের প্রবেশ)

বেইমান্‌কো পাকড়ো।

খাঞ্জা। এই দেখ হানিফ খাঁ—নসীবে কোতল নেই ব'লে তুমি আমাকে মারতে পারলে না। নসীবে বন্ধন ছিল—বন্ধন হ'ল।

রো। বল নবাব, এখনও বল—আমাকেই কেবল তুমি ভালবাস?

খাঞ্জা। না রোসেনা, তোমাকে কেবল বিবাহিতা স্ত্রী বলতে পারি—ভালবাসার পাত্রী বলতে পারি না। আমার প্রতি আজও পর্য্যন্ত তুমি এমন ব্যবহার কর নি, যাতে তোমাকে ভালবাসতে পারি। বিশেষতঃ এখন তুমি আমার ঘৃণার পাত্রী।

হা। বটে রে বেইমান—লে যাও—কয়েদ কর—মনে করলুম দয়া করব। আমার মেয়ে ঘৃণার পাত্রী?—লে যাও—কয়েদ কর। কৎলু খাঁ!

(কৎলু খাঁর প্রবেশ।)

কৎ। হুকুম জনাবালি!

হা। তোমার ওপর এই বেইমান্‌কে আটকে রাখবার ভার দিলুম। দশ হাজার সেপাই দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা ঘেরাও ক'রে রাখবে। দেখি, ওর কোন্ নসীব এসে সেই বেড়া ভেঙ্গে ওকে রাজ্য দেয়।

খাঞ্জা। নসীব যদি দেয় মিয়া, তা হ'লে আমার তালপাতার সেপাই তোমার দশ হাজারের বেড়া ভেঙ্গে আমাকে নবাবী ফিরিয়ে দিতে পারে।

হা। লে যাও—লে যাও—ও বাউরাকো বাত মৎ শুনো—লে যাও। যাও কৎলু খাঁ, তুমি

এই বেইমান জামাইকে নজরবন্দী ক'রে যত শীগ্‌গির পার, সেই শালা বেইমান মির্জা আলি ও তার কন্থাকে কয়েদ ক'রে নিয়ে এস।

[কৎলু ও খাঞ্জাখানের প্রস্থান।

আমারই অনুগ্রহে এই কম্বকৃত নবাবের মত অতি দীন অবস্থা থেকে সে শালা সর্দার হয়েছে। সর্দার হ'য়েই পাজী আমারই সঙ্গে বেইমানী আরম্ভ করেছে। শালার সর্দার সুধু বেইমান নয়—

ম। না হুজুর, বেইমানের বেইমান। যার জন্ম রোসেনা বেগমের চোখে জল পড়ে, পাজী এমন মেয়েও পয়দা করে!

(গফুরের প্রবেশ)

গ। ঠিক বলেছ—মনিয়াবিবি—ঠিক বলেছ—শালা! খোঁড়া ভাঙড়ো মেয়ের বাপ হলি নি কেন?

ম। আর যদি বা হলি, তা হ'লে যখন দেখ্‌লি—সে তারা সুন্দরী হয়েছে, তখন আঁশবটী দিয়ে তার নাকটা কেটে দিলি নি কেন?

রো। (চোখে রুমাল দিয়া) আমারও অদৃষ্টে এত ছিল!

হা। কি হয়েছে?—কান্না কেন? অদৃষ্ট কি? চ'লে আয়। বশে আসে নবাবী পাবে—না আসে কোতল হবে—

ম। কান্না কেন বেগম সাহেব? তোমার রূপ বেঁচে থাকলে ভাগ্যে অমন কত নবাব জুটে যাবে।

হা। আলবৎ—জুটবেই ত—চ'লে আয়। নিকে দিয়ে দোসরা নবাব ক'রে দেব। সমস্ত পল্টনের মালিক আমি, ভয় কি! ইরাণের বাদসা পর্য্যন্ত আমার নামে হাড়ে কাঁপে। চ'লে আয়—চ'লে আয়।

রো। হাজা সদাগর কি কাল ওড়্‌নাই খরিদ ক'রে এনেছিল!

[হানিফ ও রোসেনার প্রস্থান।

ম। তাই ত, কি করলুম গফুর, মির্জা আলিকে জব্দ করতে গিয়ে সাধু নবাবের অনিষ্ট ক'রে বসলুম!

গ। কেন, অনিষ্ট কিসের মনিয়া? তো হ'তে আজ সাধু নবাবের ধর্ম দুনিয়া ব্যাপ্ত হবে।

ম। হবে গফুর?

গ। আলবৎ হবে। হতেই হবে—নইলে শুধু তরোয়াল দিয়েই যদি দুনিয়া বশ হয়, তা হ'লে এ দুনিয়াটার কোন মূল্য নেই।

ম। ঠিক বলেছিস?

গ। তা হ'লে এখন আর বলব না; যখন নিজের চক্ষে দেখবি, তখন আপনিই বলবি মনিয়া!

ম। তা হ'লে নবাবের জন্ম কাঁদ্‌ব না?

গ। যে দিন উল্লাসে চোখের জল পড়্‌বে, সেই দিন কাঁদিস্‌ মনিয়া! পরিণাম না দেখে আমি কিছুতেই তোকে কাঁদ্‌তে দেব না। তোকে না বুঝতে পেরে রাজার হুকুমে রাজার পয়সায় তোকে বাঁদী মনে ক'রে কিনেছিলুম। কিনে মনে মনে রাজাকে কেবল সেলাম করেছিলুম। রাজা তামাসা ক'রে আমাকে বাদশার ভাগ্যদান করেছিল। কিন্তু মনিয়া, কেন্‌বার পরদণ্ডেই তুই মুক্ত হ'য়ে গেলি—আমি উলটে তোর গোলাম হ'য়ে গেলুম। তখন নসীবকে লক্ষ্য ক'রে মনস্তাপে আমি সমস্ত চোখের জল একদিনে ফেলে নিঃশেষ ক'রে দিয়েছি! আমি নিজে যা কখন করব না, তা আমার মনিবকেও কখন করতে দেব না। মনিয়া। নিশ্চিন্ত হ'—একবার বাইরে বেরিয়ে দেখ্‌বি আয়, তালপাতার সর্দারের নামে সমস্ত বোখরা সহর ভ'রে গেছে। দু'দিনে দুনিয়া ভ'রে যাবে—হানিফের দর্প চূর্ণ হবে। সে কথায় কথায় গদীতে নবাব বসায়, আর ইচ্ছা করলেই তাকে ফেলে দেয়। এইবারে নিরীহ সাধু নবাবের মুখের কথাতেই তার সমস্ত শক্তির অবসান হবে। দেখবি আয় তার দুর্দ্ধর্ষ পল্টন—যার নাম শুনে ইরাণের বাদশা পর্য্যন্ত কম্পমান হয়, সেই পল্টন ভয়ে টলমল করছে।

ম। তা হ'লে চোখের জল মুছি?

গ। গোলাম সুমুখে আছে, তাকে হুকুম কর, সে মুছিয়ে দিক্‌ মনিয়া!

ম। (নতজানু) পয়সায় কিন্‌তে পার নি, এখন নিজের মহত্ত্বে আমাকে কিনে নাও—

গ। তোমায় কিন্‌তে পারে, সে মহত্ত্বই বা গোলামের কোথায় আছে মনিয়া? তবে তোমার করুণা, তামাসা করতে গিয়ে, ও মুখ দিয়ে একবার সে করুণার কথা বেরিয়েছে, তার সফলতা দেখবার জন্ম আমি সেই শুভ দিনের অপেক্ষায় ব'সে আছি। এখন আয় মনিয়া—দেখবি আয়—

নবাবের গদী ফিরিয়ে দিতে এক তালপাতার সর্দার দুর্দ্ধর্ষ হানিফের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে এসেছে—তার কেরামতিটে একবার দেখবি আয়।

দ্বৈত গীত।

ম—আমি রুমাল খুলে মুছি চোখের জল।
গ— দাও আমায় মুছিয়ে দিতে—
উঠুক ফুটে—শিশির-ধোয়া শতদল।
ম—পরের দুঃখে দুঃখী তুমি
আছে বুক-ভরা হৃদয়,
গ—সাক্ষাৎ করুণারূপে তুমি সেখানে উদয়,
তাই পাথরে পাথার-সৃষ্টি সুধাবৃষ্টি
মিষ্টি জলে ঢলঢল॥
ম—চাঁদি ঢেলে কিনেছিলে আমায় বাঁদী ব'লে,
গ—শেষে সেধে গোলাম ক'রে সেলাম,
সোনার পদতলে,
ম—ছিঃ ছিঃ তুমি কত জান ভঙ্গী,
গ—আমি কেবল তোমার রঙ্গে রঙ্গী;
উভয়ে—না না আমরা রঙ্গভূমে কর্ম্ম-সঙ্গী,
নাই অনঙ্গের হলাহল—,
ভালবাসি পরের হাসি,
সখি হাসাবারই সুকৌশল॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

—:*:—

প্রথম দৃশ্য

অন্তঃপুরস্থ দালান।

সেলিমা ও বাঁদী।

সে। কে সে, বাঁদী, খবর নিয়েছিলি?

বাঁদী। এ বাড়ীর পূর্ব্ব-মালিকের ছেলে—ওস্মান শা।

সে। বাপ্ তার অপমান কর্লে কেন?

বাঁ। তার বাড়ী নীলেম হ'য়ে গেছে—সে জান্তো না। নিজেরই বাড়ী জেনে ঢুকতে গেছে ব'লে তার এই লাঞ্ছনা হয়েছে।

সে। হুঁ। এ ওড়না আমাকে কে দিয়েছে জানিস্?

বাঁ। সে দিন সেই যে বৃদ্ধ সওদাগর এসেছিল, সেই ত দিয়েছে।

সে। না বাঁদী, সে নয়। যে যুবক অপমানিত হ'ল, তার বাপ হাজী সওদাগর আমাকে এই শ্রেষ্ঠ উপহার দান ক'রেছে।

বাঁ। কেমন ক'রে জান্লে?

সে। সেই বৃদ্ধ সওদাগরই আমাকে বলেছে। আমি তাকে সেলাম করবার সময় সে বল্লে, আমাকে সেলাম ক'র না বিবিসাহেব, আমি এর দাতা নই। দাতা মৃত হাজী সওদাগর, তার উদ্দেশে সেলাম কর। বাঁদী, তারই সন্তান আমার বাপের কাছে অপমান পুরস্কার পেয়েছে। আমি এ ওড়না পর্‌বার যোগ্য নই। একে আমার ঘরে পেঁট্‌রা-বন্দী ক'রে রেখে আয়।

বাঁ। সে কি বিবিসাহেব, এমন সামগ্রী পর্‌বে না?

সে। যদি কখন যোগ্য হই, তবে পরব। নইলে পর্‌ব না। যা, রেখে আয়।

[বাঁদীর প্রস্থান।

সেলিমার গীত।

আছে আঁখি তাই দেখি (সই রে)
কি ক'রে করি গো তারে মানা।
শুধু দেখা মনে রাখা, হ'ক না সে কেন অচেনা।
আঁখিতে আঁখিতে টান আমি ত বলিনে তারে,
বলি নি ত তনুখানি আবরিতে রূপভারে।
তবে যে মরমে জাগে, তার প্রতি অনুরাগে
কোথা হ'তে অজানা বেদনা।
তাতে কি আমার দোষ মরমেরি ছলনা॥

(মনিয়ার প্রবেশ)

ম। বা! বা!

সে। কে তুমি বিবিসাহেব?

ম। নবাব, নবাব।—তুমি দ্রষ্টা বটে।

সে। কে তুমি বিবিসাহেব?

ম। আমি তোমার দুস্‌মন—বিবিসাহেব! নবাবকে শুধু রূপ দেখিয়েছ, না গানও শুনিয়েছ?

সে। কে নবাব?—কোথায় নবাব?—তুমি কাকে বল্‌ছ?

ম। আমি তোমাকেই বল্‌ছি। যদি শুধু

রূপ দেখিয়ে তাকে মুগ্ধ ক'রে থাক, তা হ'লে তোমার অর্দ্ধেক দেখিয়ে তাকে প্রতারণা করেছ! তোমার অর্দ্ধেক দেখে যদি রাজাকে প্রাণ দিতে হয়, তা হ'লে তাঁর মরণ অসার্থক হ'ল বিবিসাহেব —মরণের অর্দ্ধেক সুখ নষ্ট হ'য়ে গেল।

সে। কি রাজা রাজা বলছ, আমি বুঝতে পারছি না। আমি কোন রাজাকে কখন দেখি নি। দেখবার মধ্যে আমি পিতাকে দেখেছি, আর—আর —আর—এক জনকে দেখেছি।

ম। তবে আর কি—সেই এক জনই রাজা।

সে। না।

ম। না?

সে। না।

ম। ও বুঝেছি। তোমার বাপ সে দিন বিনাপরাধে যার অপমান করেছিল—কেমন?

সে। হাঁ বিবিসাহেব, সেই!

ম। তোমাকে কোন লোক একখানা ওড়না উপহার দেয় নি?

সে। হাঁ বিবিসাহেব, তিনি এক জন বৃদ্ধ সওদাগর।

ম। তাই যদি হয়, তা হ'লে তিনি ছদ্মবেশী। সওদাগর নন—রাজা। তিনি তোমাকে সেই ওড়না দিয়ে বিপন্ন।

সে। কেন বিবিসাহেব?

ম। তাঁর স্ত্রী সেই সংবাদ পেয়েছেন। ঈর্ষায়, রাগে আত্মহারা হয়ে তাঁর বাপকে দিয়ে রাজাকে বন্দী করেছেন।

সে। আমাকে ওড়না দেবার অপরাধে?

ম। হাঁ বিবিসাহেব।

সে। তা হ'লে ত বড়ই দুঃখের কথা। আমি যদি ওড়না ফিরিয়ে দিই, তা হ'লে কি রাজার মুক্তি হয় না?

ম। তুমি ওড়না ফিরিয়ে দিতে পার?

সে। রাজা আমাকে ওড়না দিয়েছিলেন কেন?

ম। তাঁর মতে—তুমি সহরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপসী। তাই তিনি সে অমূল্য ওড়না তোমাকে ডালি দিয়েছেন।

সে। তা হ'লে দেব না।

ম। রাজা বিপন্ন, এমন কি, তাঁর জীবন সংশয়।

সে। তা হ'ল, যখন এ কথা ব'লেছ, তখন দেব না। আমি তাঁর দানের অমর্য্যাদা করব না।

ম। তুমিও বিপন্ন—রাণীর বাপ তোমাকেও গ্রেপ্তার করতে হুকুম দিয়েছে।

সে। তা দিক্, তবু সে ওড়না জীবন থাকতে আমি হাতছাড়া করব না।

ম। বিবিসাহেব, আমি তোমার দুস্‌মনি করেছি, রাজার এই দানের কথা রাণীকে ব'লে দিয়েছি।

সে। তুমি দুস্‌মনি কর নি বিবিসাহেব,—আমার সখীর কাজ করেছ—আমার রূপের গর্ব্ব প্রচার করেছ।

ম। আমি অনুতাপে দগ্ধ হ'য়ে তোমাকে এই কথা বলতে এসেছি।

সে। অনুতাপ আমার; আমি এতক্ষণ তোমাকে ধন্যবাদ দিই নি, তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি নি।

ম। তা হ'লে আমি দায়ে খালাস?

সে। সম্পূর্ণ—পাছে তোমার মর্য্যাদাহানি হয়, এই ভয়ে আমি কোন পুরস্কারের কথা তুলতে পারছি না।

ম। এই আমার যথেষ্ট পুরস্কার। তা হ'লে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হও। আমি তোমাকে সময়ে সাবধান করতে এসেছিলুম। কিন্তু তোমার মধুর সঙ্গীত শুনতে, আর তোমার কথার রস অনুভব করতে আমি আত্মবিস্মৃত হ'য়ে অনেক সময় নষ্ট ক'রে ফেলেছি। এতক্ষণে বোধ হয়, তোমাদের গৃহ আক্রমণ করতে হানিফ খাঁর অনুচরেরা প্রস্তুত হয়েছে। ওই যেন কে তোমার ঘরের দিকে ছুটে আসছে না?

সে। কই?—উনি আমার পিতা।

ম। তোমার পিতাই বটে—বোধ হচ্ছে, মিয়া বিপদের খবর পেয়েছেন। তুমি শোন বিবি-সাহেব, শুনে যথাকর্ত্তব্য স্থির কর। আমাকে অনুমতি দাও, আমি আত্মরক্ষা করি।

সে। এখনি—সেলাম বিবি সাহেব!

[মনিয়ার প্রস্থান।

(আসগরের প্রবেশ)

আস্। মা সেলিমা, শীগ্‌গির পালিয়ে এস। বড় বিপদ। যিনি তোমাকে ওড়না দিয়েছিলেন,

তিনি সওদাগর ন'ন, নবাব। সেই ওড়না দেবার জন্য হানিফ খাঁ নবাবকে কয়েদ করেছে, আমাদেরও কয়েদ করতে লোক আসছে। পালিয়ে আয় সেলিমা, পালিয়ে আয়—শীগ্‌গির আমার সঙ্গে চ'লে আয়!

সে। কোথায় যাব বাবা! আর গেলেই যে রক্ষা পাব, তারই বা ঠিক কি? বাবা, যদি নিজে বাঁচতে চান, তা হ'লে আমার আশা ত্যাগ করুন। আমি রাণীর বিষ-নয়নে পড়েছি। আর রাণীই প্রকৃত পক্ষে এ রাজ্যের রাজা। তখন কোথায় গেলে তার হাত থেকে রক্ষা পাব?

আস্। তাই ত, কি করলুম সেলিমা! এ কি 'অপয়া' বাড়ী কিনলুম! বাড়ীতে ঢুকতে না ঢুকতে এ কি বিপদ!

(মনিয়ার পুনঃপ্রবেশ।)

ম। বাড়ী 'অপয়া' হ'তে যাবে কেন মিয়া সাহেব? এই বাড়ীতে ব'সে এক সাধু লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করেছেন—অনেক সাধু ফকীরকে অন্ন দিয়েছেন। এ তীর্থভূমি 'অপয়া' হ'তে যাবে কেন? 'অপয়া' তুমি। তুমি বিনা অপরাধে আমার মনিব-পুত্রের অপমান করেছ। তোমার উপর সে অপমানের প্রতিশোধ নেব সঙ্কল্প করেছিলুম। দেখলুম, তুমি বিপন্ন। আমি এমন মনিবের বাঁদী নই যে, বিপন্নের উপরে প্রতিশোধ নিই। যাও, যদি বাঁচতে চাও, তা হ'লে মেয়ের হাত ধ'রে এখনই এ বাড়ী পরিত্যাগ কর। দেরী করলে আর তোমরা পালাতে পারবে না।

আস। চ'লে আয়, সেলিমা, চ'লে আয়।

সে। তা হ'লে একটু অপেক্ষা করুন, আমি ওড়নাখানা নিয়ে আসি।

আস্। ওড়না থাক্, ওই ওড়নাই সব বিপদের মূলাধার। ও 'অপয়া' ওড়না ফেলে চ'লে আয়।

সে। না, ওড়না ফেলব না। (নেপথ্যে শব্দ)

ম। ওই এলো।

আস্। ফেলে আয়, ফেলে আয়—ফেলে আয়। (নেপথ্যে শব্দ)

ম। ওই সদর দরজা ভাঙলে।

আস্। আয়—আয়—আয়—ওরে তোর জন্যে বাড়ীর সবাই মরবে—চ'লে আয়—চ'লে আয়।

সে। আপনি সকলকে নিয়ে এগিয়ে যান, আমি ওড়না না নিয়ে যাব না।

[সেলিমার প্রস্থান।

আস্। বিবিসাহেব, যথার্থই আমি বড় অপরাধ করেছি, বুঝতে পারি নি। এখন যদি তুমি কোন-ক্রমে আমাকে রক্ষা করতে পার। আমি এ দেশে নূতন এসেছি, এ বাড়ীর কোথায় কি আছে, এখনও আমি জানি না। বোধ হয় তুমি জান।

ম। জানি জনাব! এ বাড়ী থেকে পালাবার এক গুপ্ত পথ আছে।

আস্। যদি মেহেরবাণী ক'রে দেখাও—যদি বাঁচাও—তা হ'লে আমার বেইমানীর প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি।

ম। আলবৎ দেখাব। এস জনাব! আমার সঙ্গে এস।

আস্। যদি এতই মেহেরবাণী তোমার বিবি-সাহেব! তা হ'লে ওই দাম্ভিক কন্যাকে ধ'রে আন। হতভাগিনীকে ফেলে কেমন ক'রে পালাব, বিবিসাহেব?

ম। এস জনাব, তারও যথাসাধ্য ব্যবস্থা করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(নেপথ্যে কোলাহল, সরদার ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

সর্। খোঁজ—খোঁজ—তল্লাস কর-তল্লাস কর—কোথায় যাবে?—কোথায় পালাবে? সাড়া পেয়েছি। ঘর আতি-পাতি ক'রে খোঁজ—তল্লাস কর।—তল্লাস কর।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সুসজ্জিত কক্ষ।

সেলিমা ও মনিয়া।

ম। কি করলে। দেরী ক'রে সব মাটী করলে! তোমাদের রক্ষার যা উপায় করলুম, ত' এক তোমার জন্য পণ্ড হ'ল?

সে। কি করি বিবিসাহেব, বাঁদীকে ওড়না রাখতে বলেছিলুম, তা সে ভয়ে ঠিক জায়গায় রাখতে পারে নি ব'লে খুঁজতে বিলম্ব হ'য়ে গেল।

ম। চ'লে এস, আর এক লহমাও দেরী ক'র না। আর দাঁড়িয়ো না। তোমার পিতা গুপ্তদ্বার-মুখে তোমার অপেক্ষা করছেন। (নেপথ্যে শব্দ) ওই শেষ দরজা ভেঙ্গে ফেললে। ছুটে এস, বিবি-সাহেব, ছুটে এস।

নেপথ্যে। মিলেছে হুজুর—মিলেছে।

ম। যা! আর হ'ল না। সুড়ঙ্গ-দ্বারে পৌছুতে না পৌছুতে ধরা পড়ব। শেষে একের জন্য বাড়ীর সকলে ধরা পড়বে! এখন অদৃষ্টের উপর নির্ভর ক'রে এখানে দাঁড়াও। বিবিসাহেব! এখন দেখছি—তোমারই সর্ব্বনাশের জন্য এই ওড়নার সৃষ্টি হয়েছিল।

সে। ও কথা মনেও এনো না বিবিসাহেব! রাজার দান—সর্ব্বমঙ্গলের নিদান—সর্ব্বনাশ হবে কেন?

ম। বেশ, তবে ওড়নাখানি এমনি ক'রে গায়ে দিয়ে, মুখে সাহস মেখে দাঁড়িয়ে থাক।

সে। দাও, ওড়নায় বেশ ক'রে ঢেকে দাও। বিবিসাহেব, এ আমার গৌরব। যদি মরে, সেলিমাই মরবে, তার গৌরবহানি হবে না।

ম। আসছে—আসছে—মর্য্যাদার সহিত কথা ক'য়ো। খবরদার, ভয় পেয়ো না, মর্য্যাদার হানি ক'র না।

(সর্দার ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

সর্। যাক, পরিশ্রম নিষ্ফল হয় নি। আসল সামগ্রীই আমাদের লাভ হ'য়ে গেছে। তোমার ওড়না দেখে বুঝতে পারছি, তুমি। তবু একবার জিজ্ঞাসা করি, বিবিসাহেব, তুমিই কি মির্জা আলির কন্যা?

ম। চুপ ক'রে বোবাটির মতন দাঁড়িয়ে সেলিমা বিবির বন্ধন দেখব? একবার রক্ষার একটু চেষ্টা করব না?

সর্। জবাব দাও।

ম। আপনি কে জনাব?

সর্। আমি কে—এখনি বুঝতে পারবে—এখন আমার কথার উত্তর দাও।

ম। এ কথা একে যদি জিজ্ঞাসা করেন, এ বলবে—আমি। আর আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন, আমি বলব—আমি।

সর্। কি রকম?

ম। যে হেতু এ আমাকে রক্ষা করতে চায়, আমি ওর সাহায্যে রক্ষা পেতে চাই না।

সর্। ওড়নার অধিকারী কে?

সে। আমি খোদাবন্দ!

সর্। (সৈন্যের প্রবেশ) এরে—এই বিবি-সাহেবকে নজরবন্দী ক'রে নিয়ে আয়। হুঁসিয়ার বিবিসাহেব, বাধা দিও না, এদের সঙ্গে এস। যদি আসতে অনিচ্ছা প্রকাশ কর, তা হ'লে জবরদস্তিতে নিয়ে যাব।

ম। আমাকে গ্রেপ্তার করবেন না?

সর্। না—তুমি যথা ইচ্ছা চ'লে যেতে পার।

ম। দেখবেন যেন ঠকবেন না!

সর্। (স্বগতঃ) তাই ত, এ বলে কি! এদের মধ্যে কে মির্জা আলির কন্যা? দু'জনেই অপূর্ব্ব রূপসী। এদের কে ভাল, কে মন্দ, ঠাওর করতে পারছি না। (প্রকাশ্যে) দেখ, ঠিক বল। নইলে মর্য্যাদা থাকবে না।

ম। এই ত বললুম, একে জিজ্ঞাসা করলে এ বলবে—আমি; আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, আমি বলব—আমি। আর এই ওড়নার অধিকারী এও নয়, আমিও নয়—রূপ। আমার বিশ্বাস, আপনার তরোয়ালে শুধু ধার নেই—আপনার চোখেও কিছু ধার আছে।

সর্। আছে বই কি বিবিসাহেব!

ম। বস্, তা হ'লেই ত বাজী মেরে দিয়েছি মিয়াসাহেব! এই দেখুন দেখি (সেলিমার মুখ ধরিয়া) এই কি রূপের ধারা? এই মুখের যোগ্য কি এই চোখ? ভুরুদুটো কি অন্যায় রকমে জোড়া! নাকটা কি বেজায় ফাঁপা রকমের বাঁশী! আপনি ত এক জন এলেমদার সর্দার! আপনি ত কত ঢাউস বাইজী, কত টুনটুনি পরী দেখেছেন—

সর্। তা দেখেছি বই কি!

ম। তা হ'লে ত আপনি এক ইসারায় বুঝে নিয়েছেন। (নিজের মুখ দেখাইয়া) আর দেখুন দেখি এই মুখখানা! মুখের হাঁ-খানা একবার দেখুন দেখি—দেখুন দেখুন—আমি খেয়ে ফেলব না।

তবে আপনি দেখছি যেরূপ রসিক পুরুষ, তাতে আপনাকে খেতে পারলে বিশেষ কোনও দোষ হবে না।

সর্। না বিবিসাহেব, তুমি সুন্দরী।

ম। কেমন? এই চোখ দুটো দেখুন—চোখের ওপর চোখ দুটো দিন্—ভয় কি? ভয় কি?—আমার চোখে দাঁত নেই কেমন—দেখছেন?—কেমন দেখছেন? তবু এখনও চোখে ইসারা দিই নি!

সর্। না, বুঝতে পেরেছি, তুমিই মির্জা আলির কন্যা।

ম। এই। একেই ত বলে নজর। দে বাঁদী—আমাকে রক্ষা করবার সব চেষ্টা তোর বৃথা হ'ল—দে আমার ওড়না ফিরিয়ে দে।

সে। বিবিসাহেব! তোমার আচরণে বুঝতে পারছি—তুমি আমাকে রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছ। কিন্তু চেষ্টা বৃথা। আমি তোমাকে এক কথাতেই বলেছি, আমি জীবন থাকতে এ ওড়না পরিত্যাগ করব না। তুমি ত নিজেই দেখেছ, আমি ওড়নারই জন্য ধরা পড়েছি।

ম। কি, ত্যাগ করবে না?

সে। রাজার দানের অমর্য্যাদা করব না! যখন এই ওড়না রাণীর কাঁধে উঠবে, তখন জানবে—বোখারার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী দুনিয়া পরিত্যাগ করেছে।

ম। তা হ'লে সেলাম বিবিসাহেব! তুমি শুধু এ সহরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী নও, তুমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রমণী। মিয়াসাহেব! তোমার বেড়াল চোখে আমি সুন্দরী দেখাতে পারি, কিন্তু রাজার চক্ষে ইনিই হচ্ছেন এ রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী। তা হ'লে বিবিসাহেব, আমাকে বিদায় দাও। যখন ওড়না পেলুম না, তখন মিছে আর তোমার সঙ্গে বন্ধনে পড়ি কেন?

সে। তুমি আমার সেলাম নাও! যদি বেঁচে থাকি, তোমার এই দয়া আমি কখন ভুলব না।

ম। তোমার বেঁচে থাকায় আমার স্বার্থ আছে। নইলে আমারও অদৃষ্টে তোমার মতন বন্ধন আছে। কেন না, তোমার পরেই এই ওড়নায় আমার অধিকার। নাও, সরদার, পথ ছাড়। হাঁ ক'রে আর মুখের পানে দেখলে কি হবে মিয়া, রাজার যদি তোমার দু'টি বেড়াল চোখের মতন চোখ হ'ত, তা হ'লে আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হ'ত। কিংবা তুমি যদি রাজা হ'তে—তা হ'লে—ওঃ! আর না, পথ ছাড়—

সর্। নেহি, তোমকো ভি মেরা সাথ যা নে হোগা।

ম। নেহি সর্দার, ময় কিসিকো সাথ নেহি যায়েঙ্গে।

সর্। আলবৎ বাঁদী—

ম। নেহি বান্দা।

সর্। কেয়া কম্বখ্‌তি!

ম। চোপরাও উল্লুক।

সর্। কেয়া?

(নেপথ্যে কোলাহল। খবরদার—ভাগো ভাগো—তালপাতাকে সর্দার আতা হ্যায়—ভাগো ভাগো।)

ম। বস্, আর ভয় নেই বিবিসাহেব, আমরা দু'জনেই রক্ষা পেয়েছি। এস হজরত—শীগ্‌গির এস।

সৈন্য। হুজুর—হুজুর—সেই তালপাতার সর্দার।

সর্। তাই ত, তালপাতার সর্দার কি রে বাবা!

ম। আর আমাদের ধরে কে?—(নেপথ্যে—তামাচা—)

সৈন্য। হুজুর! হুসিয়ার—হুসিয়ার।

সর্। বাজারে যার বুজরুকির গুজব শুনে এলুম—সেই না কি?

নেপথ্যে। তামাচা, ইজেম চা, খোঁচা।

(কোলাহল করিতে করিতে সৈন্যগণের প্রবেশ ও কোলাহল করিতে করিতে "বাপ! আগুন! বেড়া আগুন!" বলিতে বলিতে পলায়ন।)

সর্। তাই ত বেড়া আগুন বলে কি রে?

সৈন্য। হুজুর! আপনি পুড়তে হয় পুড়ুন—আমরা চৌদ্দসিকের সেপাই—আমরা লড়াই ক'রে মরতে পা'রব, পুড়ে মরতে পারব না।

[সৈন্যগণের পলায়ন।

সর্। এই কমবখ্‌ত—এই উল্লুক—খুন হবি—দাঁড়া দাঁড়া।

(গফুরের প্রবেশ)

গ। (ভূমিতে গড়াগড়ি খাইয়া) বাপ! জ্ব'লে গেল—জ্বলে গেল—ও সর্দার জ্বলে গেল—

সর্। কি হ'ল মিয়া, কি হ'ল?—

গ। জ্ব'লে গেল সর্দার—জ্ব'লে গেল—যেমন তালপাতা গায়ে ঠেকিয়েছে, অমনি যেন হাজার বিচ্ছু হুল ফুটিয়েছে। বাপ, জ্ব'লে গেল—জ্ব'লে গেল—

ম। ওরে বাবা রে—একবার ক'রে তালপাতার খাঁড়া ঘোরাচ্ছে—আর হাজার বিচ্ছু চারিদিকে ছটকে যাচ্ছে—ও সর্দার—তুমিই আমাদের রক্ষা কর।

(সরদারের পশ্চাতে গমন।)

গ। বাপ!—জ্ব'লে গেল।

সর্। বিচ্ছু কি রে বাবা!—ওরে বাবা! বিচ্ছু কি রে! (পলায়ন)

(তালপাতার খাঁড়া হস্তে বালকগণ ও ওস্‌মানের প্রবেশ)

ওস্। (তামাচা ইত্যাদি) আরে কে ও মনিয়া তুই? আমি তোকে রক্ষা করলুম।

ম। শুধু আমাকে নয় হুজুর, এ রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীকেও আপনি আজ লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা করেছেন। এই ইনি বেইমান মির্জা আলির কন্যা।

ওস্। বা! বা! মনিয়া বা! এ কি দেখালি মনিয়া!

ম। চুপ হুজুর চুপ। এখন নয়, চুপ! আগে একে রক্ষা কর।

ওস্। চুপ, ওসমান্ চুপ! এখন রক্ষা করতে হবে। সেলাম বিবিসাহেব! আমি তোমার বাপের ওপর প্রতিশোধ নিতে এসেছিলুম, কিন্তু এসে খোদার ইচ্ছায় আর একরকম হয়ে গেল! বিবিসাহেব! আপনাকে রক্ষা ক'রে আমি ধন্য।

সে। আপনি আজ মহত্ত্বের যোগ্যই প্রতিশোধ নিয়েছেন।

ম। আরে ওঠ!—(গফুরের উত্থান)

গ। শা'র সর্দার ভেগেছে? বস্—এখন আর অন্ত ব'। নয়। এই সবে আগুন জ্বললো মনিয়া! আমাদের সাগরের জল নিয়ে আগুন নেবাবার জন্য প্রস্তুত থাক্‌তে হবে।

ওস্। যাও মনিয়া, এঁকে এঁর বাপের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা কর।

সে। বাপ কোথায়? তিনি আমাকে ফেলে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছেন। বাপের কাছে যাব না—

ওস্। বাপের কাছে যাব না! ও কথা মুখেও এনো না বিবিসাহেব! নসীবের ফেরে বাপ তোমাকে ফেলে গেছেন ব'লে মনে ক'র না, তিনি সঙ্গে সঙ্গে মমতা গুটিয়ে নিয়ে গেছেন। মনে ক'র না, আমি তোমাকে বাঁচিয়েছি। আমি শুন্‌তে পাচ্ছি, তোমার বাপ ঈশ্বরের কাছে তোমার রক্ষার জন্য অবিরাম চীৎকার করছেন। তোমাকে সেই কাতর আবেদন রক্ষা করেছে। তোমাকে রক্ষা করি, এমন স্থান আমার নেই। আমি ভিখারী, তরুতল আমার বাস। সেখানে তোমার মত ঐশ্বর্য্যময়ীর স্থান নেই। যাও মনিয়া, এঁকে এঁর বাপের কাছে পাঠিয়ে দাও।

ম। এরা কে হুজুরালি?

ওস্। আমার পল্টন। মায়ের ফুঁয়ে এই তালপাতায় অষ্টবজ্রের আগুন ঢুকেছে—পথে আস্‌তে আস্‌তে দুনিয়া আপনার হয়েছে।

(আস্‌গরের প্রবেশ)

আস্। সেলিমা! আমি পালাই নি—যারা আমার একান্ত আশ্রিত, তাদের রক্ষার ব্যবস্থা ক'রে, আমি দুসমনদের সঙ্গে লড়াই করতে এসেছি।

সে। আর আপনাকে লড়াই করতে হবে না, দুস্‌মন পালিয়েছে।

আস্। পালিয়েছে! এরা তবে কে?

সে। আমার ইজ্জত ও আপনার ইজ্জতের রক্ষাকর্ত্তা।

ম। আর দাঁড়িয়ো না সর্দার, খোদা তোমার মানরক্ষা করেছেন, আর দাঁড়িয়ো না।

আস্। কে রক্ষা করলে?—এ কি তুমি?

ওস্। বাপ—আমি! আমি কে? রক্ষা করেছে, এই তামাচা—ইজেম চা—

সকলে। খোঁচা—

আস্। যুবক! তুমিই আমার কন্যাকে রক্ষা করলে!

ওস্। আবার আমি!

ম। উনি কে!—উনি কে?

গ। উনি কে?—যাও, চলে যাও,—আবার বিপদ বাধাবে কেন, মেয়ে নিয়ে চ'লে যাও।

আস্। বেশ, আয় সেলিমা, সঙ্গে আয়।

[আস্‌গর ও সেলিমার প্রস্থান।

গ। হাঁ হাঁ—চ'লে যাও—চ'লে যাও—

ম। উনি রক্ষা কর্‌বার কে? চ'লে যাও—চ'লে যাও—

ওস্। বল্ ত মনিয়া, বল্ ত—আমি কে? রক্ষা করেছে এই—

সকলে। এই—

গীত।

চলিনু সমরে করবাল করে, জ্বালাব প্রলয়াগুন॥
করিব যুদ্ধ সবশুদ্ধ মাছিটি হবে না খুন॥
তৃণটিও তাতে হবে না ভস্ম, ঝরিবে না
অতি ক্ষুদ্র শস্য,
কাটিবে না এতে অতি অবশ্য, পটোল আলু বেগুন॥
তথাপি করিব সমরজয়, কি ভয়,
কি ভয়, কি ভয়—
বাঁধিয়া আনিব, শক বাহ্লিক, পারসী তাতার হুণ॥
যখন যে রাজা করিবে জাঁক, তামাচায়
লাগাব তাক্।
কানে ধ'রে তার এক গালে কালি,
আর গালে দিব চুণ॥

তৃতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর-সংলগ্ন উদ্যান।

হানিফ্ ও রোসেনা।

হা। কিছু দুঃখ করিস্ নি রোসেনা! দু'দিন কারাগারের সুখভোগ কর্‌লেই বেইমানের পিরীতের রস শুকিয়ে যাবে। তখন আবার গাড়োলটির মতন তোর পিছন পিছন ঘুর্‌বে। তুই মেয়ে, তোকে আর কি বল্‌ব, আমার অনেক বয়স হয়েছে—এই বয়সে আমি অনেক খুবসুরত বিবির সঙ্গে আস্‌নাই করেছি। বাজে আস্‌নাই ধোপে টেকে ন' দেখ্‌লুম, শুনলুম, দিনরাত হা-হুতাশ করলুম—আর কাছে পেয়ে যেই দু'দিন আমোদ করলুম—অম্‌নি বস—এত ঝাঁঝের আস্‌নাই কোথায় উপে গেল। দুঃখ করিস্ নি, কাঁদিস নি। বিবাহিতা স্ত্রী, ও এক আলাদা বস্তু। ও যোগাযোগ মানুষের নয়। নইলে দুনিয়ার এত রাজপুত্তুর থাক্‌তে ওই ছোঁড়াটাকে দেখেই বা আমি এত মুগ্ধ হলাম কেন? আমার বেহেস্তের পরীকে পথের পথিককে ধ'রে দিলুম কেন? তার পর নবাবের ছেলেগুলোকে তাড়িয়ে তাকেই নবাব কর্‌লুম কেন? আমি ত নিজেই নবাব হ'তে পার্‌তুম, রোসেনা!

রো। তাই হ'লেই ভাল ছিল, তা হ'লে ও আমাকে এত হেনস্তা কর্‌তে পার্‌ত না।

হা। ভুল হ'য়ে গেছে রোসেনা, ভুল হ'য়ে গেছে। তা হ'ক্, তুই দুঃখ করিস্ নি। সব ঠিক হয়ে যাবে। মেয়েটা যেমনি গ্রেপ্তার হয়ে আস্‌বে, অমনি সব গোলমাল মিটে যাবে। এলেই বাপ আর বেটীকে এক কেল্লায় কয়েদ ক'রে রাখ্‌ব।

রো। কয়েদ ক'রে রাখ্‌বে! মেরে ফেল্‌বে না?

হা। তাই ত—তাই ত—মেরে ফেল্‌ব কেমন ক'রে রোসেনা? দুনিয়ার লোক শুন্‌বে, আমি এক পরম সুন্দরী যুবতীকে বিনা দোষে মেরে ফেলেছি।

রো। ও মা তবে কি হবে! সে ছুড়ি বেঁচে থাক্‌তে কি ওড়্‌না হাতছাড়া করবে? আমি স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া কর্‌লুম! কিসের জন্য কর্‌লুম?

হা। তাই ত, তাই ত!

রো। ওড়নাই যদি গেল, তা হ'লে গুমোরের রইল কি?

হা। তা হ'লে কি করা যাবে?

রো। মেরে ফেল্‌বে, আবার কি কর্‌বে! যেমন হাতে পাবে—অমনি গুমখুন কর্‌বে।

হা। তা, ওড়্‌না না হয় নাই রইল? ওড়্‌নাখানা গেলে ত সব আপদ্ চুকে গেল?

রো। যে ওড়না নিয়ে এত কাণ্ড, সেই ওড়না আমার কাঁধে না উঠে ছিড়ে যাবে? তবে আর কি, আমাকেও মেরে ফেল। সে ওড়্‌না না পেলে আমি গলায় ছুরি দেব। এত অপমান তবে আমি কিসের জন্য সইলুম?

হা। তবেই ত মুস্কিল হ'ল। আচ্ছা, আচ্ছা —সে ব্যবস্থাও আমি কর্‌ছি।

রো। উপায় এখনই ঠিক কর। ওড়্‌না আমার চাই-ই'চাই।

হা। আচ্ছা, আচ্ছা—তাই হবে—তাই হবে। আগে বাপ্‌ আর বেটী গ্রেপ্তার হ'য়ে আসুক। তার পর যা যা করবার করা যাবে। তুমি ততক্ষণ আমোদ কর, একটুও যেন মনমরা হ'য়ে থেকো না। এই বাঁদী—

(বাঁদীগণের প্রবেশ)

বেগমসাহেবকে সবাই মিলে একটু স্ফূর্ত্তি দে।

[হানিফের প্রস্থান।

গীত।

সে কেন সে কেন ওগো কি জানি সে কেন।
কি চেয়ে সে কোন্‌ দেশে ব'সে আছে যেন ॥
কেন রে সে হাঁচে কাসে,
কি কেন সে ভালবাসে,
কেবা সে, কোথা সে, কি হেতু সে নিদারুণ হেন ॥
এ কেন যদি না পাই,
কেন আর বাঁচি ছাই,
সখি রে বাজারে গিয়ে অহিফেন কিনে আন ॥

(মনিয়ার প্রবেশ)

রো। খবর আচ্ছা, মনিয়া?

মনিয়ার গীত।

ত্রিম তানা দেরে না—না—না।
বলব না, বল্‌ব না, বল্‌ব না ॥
শুন্‌লে হবে মাথা গরম,
বল্‌তে তাই হচ্ছে সরম—
আগে না দেখে চরম,
এ মরম খুল্‌ব না, খুল্‌ব না, খুল্‌ব না ॥

রো। কি বল্‌ছিস্‌ আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

ম। কি বল্‌ব বেগম সাহেব! আমি নিজে প্রাণ তুচ্ছ ক'রে পথ আগ্‌লে ছিলুম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। আমার হাতখানা মট্‌কে দিয়ে চ'লে গেল গো!

রো। চ'লে গেল কি?

ম। একেবারে উধাও হয়ে চ'লে গেল!

রো। কে? গেল কে? খুলে বল—আমাকে আর ধোকায় রাখিস্‌ নি। (মনিয়া রোসেনার কানে কানে বলিল) য়্যাঁ! নেই! পালিয়েছে! বাবা! বাবা! আমার সাধের ওড়না পালিয়ে গেল! বাবা—বাবা!

ম। পালিয়ে গেল ব'লে গেল!—এমনি ক'রে উড়্‌তে উড়্‌তে তামাসা কর্‌তে কর্‌তে গেল!

রো। বাবা! বাবা!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

দুর্গস্থ গৃহ।

হানিফ ও কৎলু।

হা। কি হ'ল কৎলু খাঁ! এখনও তাদের আস্‌তে এত বিলম্ব হচ্ছে কেন?

ক। আমিও ত তাই ভাবছি হুজুর, এত বিলম্ব হবার কারণ কি?

হা। ধরা পড়্‌বে ত?

ক। সে কি বলছেন! খাস্‌ পল্টনের সর্‌দারকে এক হাজার বাছা ফৌজ দিয়ে পাঠিয়েছি। তারা বড় বড় কেল্লা হেসে দখল কর্‌তে পারে। ক্ষুদ্র মির্জা আলির বাড়ী দখল!—এ তারা পার্‌বে না? ধরা পড়বে কি বল্‌ছেন হুজুর, তারা ধরা পড়েছে জেনে রাখুন।

হা। তা হ'লেই হ'ল; নইলে জামাইকে বন্দী ক'রে কোনও ফল হ'ল না, জেনে রাখ।

ক। আমিই যেতুম; কিন্তু নবাবকে কায়দা ক'রে রাখতে হ'লে আমি না হ'লে ত চল্‌বে না, তাই যেতে পারলুম না।

হা। তুমি কেমন ক'রে যাবে? তুমি গেলে, হয় ত দু'দিকই নষ্ট হয়ে যেত। তুমি না যাওয়াতে, তোমাকে কোন দোষ দিতে পারি না। তবে তাঁদের গ্রেপ্তার হয়ে আসা চাই-ই চাই।

ক। সেই জন্য এক জন বিজ্ঞ সর্‌দারকে পাঠিয়েছি।

হা। ওড়নার কথাটা তাকে বেশ ক'রে ব'লে দিয়েছ?

ক। তা ব'লে দেব না, বলেন কি হুজুর?

ওড়না নিয়েই এত গণ্ডগোল, সেই ওড়নার কথা বল্‌তে ভুলে যাব ?

হা। ওড়না তুমি ছুঁড়ীর কাছে আদায় করতে পারবে ?

ক। সন্দেহ করছেন কেন ?

হা। আমি ত সন্দেহ করি নি, তবে রোসেনা বল্‌ছে—সে প্রাণ থাকতে ওড়না কাউকে দেবে না। আর যদিই সে দেখে, তার প্রাণ থাকবে না, তা হ'লে সে ওড়না আস্ত রাখবে না— ছিড়ে টুকরো টুকরো ক'রে দেবে।

ক। ও সব কথা শোনেন কেন ? ছাড়বে না! তার ঘাড় যে, সে ছাড়বে। কখন্ ওড়না তার হাতছাড়া হবে, তা কি সে বুঝতে পারবে ?

হা। কি ক'রে—কি ক'রে কৎলু খাঁ ?

ক। বুঝতে পারছেন না ? বার বার বেটীকে নেশার সরবত খাইয়ে অজ্ঞান ক'রে ফেলব।

হা। বা! বা! এ ত খাসা মতলব!—এ ত আমার মনেই হয় নি।

ক। (হাস্য) আপনার কন্যা এ সব বুদ্ধি-কৌশল মাথায় আনতে পারবেন কেন! তিনি মনে করেছেন—বুঝি ছুঁড়ী ওড়নার এক দিক্ ধ'রে থাকবে, আর আমরা আর একদিক্ ধ'রে টানাটানি করতে থাকব।

হা। বল্—আমি নিশ্চিন্ত। কৎলু খাঁ, ওড়না না পেলে, রোসেনা কিছুতেই প্রাণ রাখবে না বলেছে।

ক। তাঁকে বল্‌বেন, আজ রাত্রেই তাঁকে ওড়না পাইয়ে দেব।

হা। বেশ, আমি ততক্ষণ বিশ্রাম নিই। এরা এলেই আমাকে খবর দেবে। যতক্ষণ না বাপ আর বেটীকে কয়েদ ক'রে আনতে দেখছি, ততক্ষণ আমি চোখ বুজ্‌তে পারব না।

ক। যান, বিশ্রাম গ্রহণ করুন গে। একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে হৈ চৈ প'ড়ে গেছে। এমন বোকাকে দেখে শুনে আপনি কি ক'রে জামাই করলেন ?

হা। ছোঁড়াটাকে দেখে কেমন মুগ্ধ হ'য়ে গেলুম, মেয়েটাও কেমন মুগ্ধ হয়ে গেল! হতভাগাকে মেয়ে না দিয়ে থাকতে পারলুম না! দেখলে না—তুমিই তার প্রধান সাক্ষী—হতভাগাকে নবাব করতে কত রক্তপাত করতে হয়েছে !

ক। দু'দুই জন নবাব-পুত্রকে সরিয়ে তাঁকে গদী দিয়েছেন, তাতে রক্তপাত হবে না!—বলেন কি ?

হা। এত কাণ্ডকারখানা ক'রে নবাবী দিয়ে দিলুম, আর গাড়োলটা বলে কি না, আমার নসীবে নবাবী ছিল, তাই পেয়েছি। আমরা কেউ তাকে দিই নি !

ক। সে কথা আর বলছেন কেন হুজুর! আমরা ত দেখ্‌তেই পাচ্ছি কাণা-খোঁড়াগুলো তাঁর কাছে যে খাতির পায়, আমরা তার সিকির সিকিও পাই নি।

হা। অথচ তুমিই হচ্ছ ইমারতের প্রধান স্তম্ভ। হতভাগা বলে কিনা, তালপাতার সেপাই এসে তার রাজ্য উদ্ধার ক'রে দেবে!

ক। যান যান—আপনি বিশ্রাম করুন। দুদিন কয়েদে থাকলেই মাথা ঠিক হ'য়ে যাবে। তখন তালপাতার সেপাই হাওয়ায় উড়ে যাবে। যান—যান—একটু বিশ্রাম নিন। এলেই আমি আপনার কাছে খবর পাঠাব।

[হানিফের প্রস্থান।

তাই ত, এ শালার সর্দার করে কি! এখনও তাদের পাকড়াও ক'রে আন্‌তে পারলে না।

(অনেক ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃ। হুজুর—হুজুর—শুনেছেন ?

ক। কি ?

ভৃ। আপনি শোনেন নি ?

ক। কি শুনব ?

ভৃ। সহরে একেবারে হৈ চৈ প'ড়ে গেছে—আর আপনি শোনেন নি ?

ক। আরে উল্লুক, কি শুনব বল্ না!

ভৃ। বাঘ সব বন ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে, ভালুকগুলো গাছের ওপর উঠে ডিগ্‌বাজী খাচ্ছে—হৈ চৈ লেগে গেছে হুজুর!

ক। দেখ্ অমন করলে কেটে ফেলব। কি হয়েছে, স্থির হয়ে বল্।

ভৃ। হুজুর। বন থেকে এক তালপাতার সেপাই বেরিয়েছে।

ক। তালপাতার সেপাই কি ?

ভৃ। ও বাবা ? তালপাতার সেপাই, সে কি

আবার কি! যে তাকে দেখেছে, সেই ভয়ে একবারে হি হি ক'রে কাঁপছে!

(২য় ভৃত্যের প্রবেশ)

২য় ভৃ। ওঁ হুজুর—ও হুজুর—বেরিয়েছে—

১ম ভৃ। ওরে বাবা আবার বেরিয়েছে! (কাঁপিতে কাঁপিতে পলায়ন)

ক। আরে ম'ল! তোরা সব আজ এমন করছিস্ কেন?

(নেপথ্যে কোলাহল)

২য় ভৃ। ওই হুজুর—বেরিয়েছে—বেরিয়েছে!

(প্রথম রমণীর প্রবেশ ও কৎলুর পশ্চাতে গমন)

১ম র। ও বড় মন্‌সবদার! ও বড় মন্‌সবদার! —তুমি আমাদের রক্ষা কর।

ক। কি হ'ল, কি হ'ল?

১ম র। ওগো বল্‌তে পারছি না গো! তালপাতার খাঁড়া ঘোরাচ্ছে—আর কেবল বলছে—গরম চা—গরম চা।

২য় ভৃ। ও বাবা!—গরম চা বল্‌ছে—গাছ কাট্‌ছে—ঘর ভাঙছে, বাধ মারছে—তার ওপরে আবার গরম চা বলছে!

(কাঁপিতে কাঁপিতে পলায়ন)

ক। তাই ত, এ কি ব্যাপার! তালপাতার খাঁড়া ঘোরাচ্ছে কি?

(দ্বিতীয় রমণীর প্রবেশ)

২য় র। চা—চা! ও হুজুর! চা—চা—ও বাবা! হাতীর ল্যাজ ধ'রে ঘুরুচ্ছে গো! (কম্পন ও কৎলুর পশ্চাতে গমন) ও বড় মন্‌সবদার, বাঁচাও!

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্র। ভুঁড়ি ফাঁসায় দিয়া রে! ভুড়ি ফাঁসায় দিয়া।

(সকলের কম্পন)

ক। কাঁহা ভুঁড়ি ফাঁসায় দিয়া?

সকলে। দিয়া—দিয়া—আপ্ দেখ্‌তা নেই—

(হালিমের প্রবেশ)

হা। (কোঁপাইতে কোঁপাইতে) হুজুর!—হুজুর! আমার বাড়ীতে—ঢুকে—দোর না ভেঙ্গে ঘর থেকে টেনে না বা'র ক'রে—গলা না ধ'রে—

ক। যাও, যাও—বাউরা আদমি সব ভাগো। আবি ভাগো—নইলে কেটে ফেলব।

প্র। ভুঁড়ি ফাঁসায় দিয়া রে!

ক। চোপরাও শালা উল্লুক গাধা গিধ্বোড়—কোথায় তোর ভুঁড়ি ফাঁসিয়েছে। ভুঁড়ি যেমন তেমনই ত অটুট ইটের মত শক্ত আছে রে শালা!

প্র। আপ্ দেখতা নেই—ভুঁড়ি গিয়া—

ক। বাহার যাও—বাহার যাও—সব বাহার যাও!

১ম র। আপনি দেখলেন না হুজুর!—ভুড়ি গিয়া!

২য় র। ভুঁড়ি গিয়া—ভুড়ি গিয়া! তুমি দেখলে না জাঁদ্‌রেল মিয়া—ভুঁড়ি গিয়া!

সকলে। গিয়া, গিয়া—মর্ গিয়া।

হা। হুজুর! আমার বাড়ীতে—

ক। বেরো শালা, 'আমার বাড়ীতে'।

হা। দোর্ না ভেঙ্গে—

ক। এখনি কোতল করব—বেরোও—যা কিছু বল্‌বার কা'ল ফজেরে এসে ব'ল।

হা। বার না ক'রে, গলা না ধ'রে—

[প্রস্থান।

ক। তাই ত! এ কি কাণ্ড! সত্যসত্যই বেটার ভুঁড়ি ফেঁসে গেছে নাকি! ভাল ক'রে ত দেখা হ'ল না। এ কি তালপাতার সেপাই ফাঁসিয়ে দিলে। তালপাতার সেপাইয়ের নাম ত ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি—কখন ত দেখি নি—সত্যি সত্যি আছে না কি রে বাবা!

(রোসেনার প্রবেশ)

রো। বাবা! বাবা!

ক। কি হয়েছে বেগমসাহেব?

রো। শীগ্‌গির আমার বাবাকে ডেকে দাও। বাবা! বাবা!

(হানিফের প্রবেশ)

হা। কি মা রোসেনা!—কি—কি?

রো। বাবা! স—র্ব্ব—না—

(পশ্চাৎ হইতে মনিয়া প্রবেশ করিয়া, রোসেনার মুখ হস্ত দ্বারা আবদ্ধ করিল) (রোসেনার আবদ্ধ মুখের উচ্চারণ।)

ম। আমি বল্‌ছি বেগমসাহেব, আপনি গুছিয়ে বল্‌তে পারবেন না। আমি বল্‌ছি।—হুজুর! কি বলব—ব—ড়—বি—

(গফুরের প্রবেশ। মনিয়ার মুখ বন্ধ করিল)

গ। তোমরা কেউ বল্‌তে পারবে না—আমি

হা। এ সব কি ব্যাপার!

গ। (মনিয়ার কানে কানে বলিল)

ম। য়্যাঁ! বল কি! (মনিয়া রোসেনার কানে কানে বলিল)

রো। য়্যাঁ—বল কি!

হা। আরে গেল, ব্যাপার কি? (রোসেনা হানিফের কানে কানে বলিল) য়্যাঁ! সত্যি?

ক। হুজুর! আমি কি কিছু জান্‌তে পারব না?

হা। তোমাকেই ত জান্‌তে হবে কৎলু খাঁ! (কৎলুর কানে কানে বলিল)

ক। য়্যা!—পালিয়েছে!

হা। চুপ চুপ—গোলমাল ক'র না—আস্তে, আস্তে—কেউ না জান্‌তে পারে!

ক। (আবদ্ধ কণ্ঠে) পালিয়েছে?

হা। (আবদ্ধ কণ্ঠে) সব সব—আসগর্—তার মেয়ে পরিবার—সব। কাউকেও ধর্‌তে পারে নি।

ক। সর্‌দার?

হা। ভেগেছে।

ক। পল্টন?

হা। ছোড়ভঙ্গ হ'য়ে পালিয়েছে।—কেউ যেন না জান্‌তে পারে। এখনি—এই রাত্রেই বিশ হাজার ফৌজকে তৈরি হ'তে হুকুম দাও।

ক। এখনি হুকুম দিচ্ছি হুজুর।

হা। ভয় কি রোসেনা—ভয় কি? এখনি সব পাক্‌ড়াও ক'রে আন্‌ছি। কোথায় পালাবে? সবাইকে ব'লে দাও—যে ধ'রে দিতে পারবে, সে লাখ টাকা বক্‌সিস্ পাবে।

রো। ধরা পড়বে?

হা। আলবৎ পড়বে। কৎলু, তুমি নিজে যাও।

ক। বেশ, হুজুর, আমিই যাব।

হা। বস্—যখন কৎলু নিজে যাচ্ছে, তখন আর ভয় কি রোসেনা? চ'লে এস।

[হানিফ ও রোসেনার প্রস্থান।

ক। তালপাতার সেপাই ব্যাপারটা কি গফুর?

গ। দেখতে চান, না শুন্‌তে চান?

ক। দেখবার কিছু আছে নাকি?

গ। বহুৎ—গাছ কাটা আছে, বাঘের দাঁত মজুত আছে, ভালুকের চামড়া দেদার রাস্তায় বিক্রী হচ্ছে।

ক। এ কি সব সেই তালপাতার সেপাই মেরেছে?

গ। সেপাই আলাদা আছে হুজুর, সে সর্‌দার।

ক। সর্‌দার আছে, আবার সেপাই আছে?

গ। সর্‌দার ত অগম জলে, সেপাইয়ের ঠ্যালাই সাম্‌লায় কে? এই গরীব গোলামের কি করেছে, একবার দেখবেন হুজুর?

ক। তোমাকেও তরোয়ারের চোট মেরেছে।

গ। চোট মেরেছে—ও বাবা। চোট মার্‌লে, আমি, আমার বাপ, আমার ঠাকুরদা, আমার চৌদ্দপুরুষ—টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে যেত। একবার শুধু ওই,—

ক। (সচকিতে) য়্যা—ওই কি?

গ। (স্বগত) তবে আর কি! মিয়া তোমার এলেম্ বুঝে নিয়েছি। তোমাকে হাতে পেয়েছি।

ক। ওই কি গফুর?

গ। আজ্ঞে হুজুর, আপনি যেন এইখানে—আর সেপাই মিয়া ওই ঠিক যেন ওইখানে। ওইখান থেকে একবার খাঁড়াটি ঘুরিয়েছে।

ক। তাইতেই তোমাকে আঘাত লাগল?

গ। আঘাত কি হুজুর! এই কি ইস্পাতের তরোয়ার যে, আঘাত লাগবে? আর আঘাতকে কি গফুর মিয়া ভয় করে? এ!

ক। বিচ্ছু!

গ। বিচ্ছু—বিচ্ছু—আঘাত কি? একবার যেমন ঘোরালে, আর ফর ফর ক'রে চারিদিকে বিচ্ছু ছুটতে লাগল! একটার হুল এই ঈষৎ এই (বুক দেখাইয়া) খানে লেগেছিল। বাপ! দেখবেন হুজুর! একবার দেখ্‌বেন?

ক। সে কি রে বাবা! বিচ্ছু কি? বিচ্ছু ত লাফ মেরে কামড়ায়?

গ। এ উড়ে—উড়ে—উড়ে কামড়ায় হুজুর।

ক। তেমন তেমন একটা কামড়ালে তখনই ত জ্বালার চোটে মানুষ ম'রে যায়।

গ। একটা কি হুজুর! সেই রকম দু'শো পাঁচশো। আবার সরদারের বেলায় শুনেছি, লাখো লাখো বিচ্ছু ঝরুতে থাকে। একবার কি কাণ্ড কারখানা দেখবেন হুজুর, হুলের বহরটা একবার দেখবেন?

(মনিয়ার প্রবেশ)

ম। হাঁ হাঁ! দেখিয়ো না, দেখিয়ো না; অতি কষ্টে বাঁচিয়েছি, হাওয়া লাগলে, এখনি আবার ফুলে উঠবে। আর ফুল্‌লে বাঁচাতে পারব না। হুজুর! ওর কথা আপনি শোনেন কেন? ওরা হুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়! ও আর আপনি কি সমান? আপনি হচ্ছেন জাঁদরেল, আর ও হচ্ছে একটা ফিবরু গোলাম। একটা বিচ্ছু কোথায় কেমন করে ছিল, হুল্ ছুঁইয়েছে, অমনি একেবারে হাত-পা এলিয়ে চিৎপাত হ'য়ে পড়েছে। যান, যান, আপনি জাঁদরেল, আপনার কাছে আবার তালপাতার সেপাই!

গ। দেখছেন হুজুর! আমাকে হেনস্তা করছে। কি বিপদ গেছে, আপনি একবার দেখুন। (নেপথ্যে কৎলু) দেখুন হুজুর! দোহাই হুজুর।

ম। চোপ, গাড়োল চোপ। (নেপথ্যে কৎলু)

গ। না হয় মরব, তাতে আর কি? জন্মালে একদিন ত মরুতে হবেই। হুজুর ও হুজুর! (নেপথ্যে কৎলু।)

ক। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) বিচ্ছু কি রে বাবা! বিচ্ছুর সঙ্গে কে লড়াই করবে বাবা!

[কৎলুর প্রস্থান।

দ্বৈত গীত।

গ। এখন, হাসিটি হাসিতে হবে।
ম। টিপিয়া ধরিব গালটি তোমার কমলকরপল্লবে।
গ। পালানো কাজটা বড় প্রশস্ত,
ম। যদি অবশ্য থাকে হে কস্ত,
নহিলে ব্যস্ত, হ'লে সমস্ত চোস্ত করিয়া দিবে॥
গ। তা হ'লে আমি করিব কি?
ম। এখনি তোমাকে দেখিয়ে দি—(কান ধরিয়া)
উল্লাসে তুমি কর ক্রন্দন হাম্বা হাম্বা রবে।
ঠিক বলেছ করিব তাই, বাজা শানাই,
বাজাই শানাই।
ম। আমি পো ধ'রে ধ'রে সঙ্গে যাই।
উ। হয় পলায়ন, না হয় রোদন,
গতি নাই আর ভবে॥

পঞ্চম দৃশ্য

নদীতীর। তীরে উচ্চ হইতে উচ্চতর শৈলারণ্য
নদীতীরস্থ গভীর অরণ্য।
উপলখণ্ডে উপবিষ্টা সেলিমা।

গীত।

আবার দেখালি কেন তারে॥
আমি ত মরম নিয়ে লুকাইয়ে ছিলাম গো,
সঙ্গোপনে আপনার ঘরে॥
লুকাইয়ে ছবি তার, করেছি কণ্ঠের হার,
ভিজায়েছি আঁখি নীর-ধারে।
ঘুমন্ত মনের কথা, জাগায়ে জাগালি ব্যথা,
যদি দেখালি, কেন কাঁদালি
বিধাতা রে বিধাতা রে॥

(আসগরের প্রবেশ)

আস্। সেলিমা!

সে। পারের উপায় হয়েছে?

আস্। হয়েছে বই কি মা! না হ'লে যে ঈশ্বরের দয়াতে সন্দেহ করতে হবে।

সে। তা হ'লে উঠি?

আস্। এখনি, আর দেরী ক'র না! গভীর অরণ্যে বাঘ ভালুককে শ্রোতা ক'রে তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে আকুল কণ্ঠে গান গাইছ, তারা নিজেদের হিংস্র স্বভাব ভুলে, নিজ নিজ আবাসে ব'সে, নিথর হ'য়ে তোমার মধুর সঙ্গীত শুনছে, কিন্তু তাতে মানুষে স্বভাব পরিত্যাগ করে নি। তারা তোমার গান শুনে ভোলে নি। তোমাকে ধরুতে পারুলে লাখ টাকা পুরস্কার, তাই তারা তোমাকে ধরুতে আস্‌ছে।

সে। তা হ'লে আর দেরী করছেন কেন?—নৌকা আনুন।

আস্। ভয় নেই, এমন স্থানে তোমাকে রেখে

গেছি যে, বনে প্রবেশমাত্রই তারা তোমার সন্ধান পাবে না। অন্ততঃ তোমাকে দু'টো উপদেশ দেবার সময় অবশিষ্ট আছে।

সে। এখন ত উপদেশের সময় নয় পিতা, এখন আত্মরক্ষার সময়। যদিই উপদেশ দেবার আপনার অভিলাষ থাকে, তা হ'লে নৌকায় চেপেই দিবেন।

আস্। নৌকা—(হাস্য) নৌকা—তুমি আর আমি।

সে। নৌকা পান্ নি ?

আস্। সেলিমা! যখন আমার নিষেধ সত্ত্বেও তুমি ওড়না পরিত্যাগ কর নি, তখন, আমার বিশ্বাস, এ ওড়না কাঁধে রাখ্‌তে তুমি সকল বিপদের জন্যই প্রস্তুত আছ।

সে। আছি বই কি! পিতা! নইলে বিপদ জালের মত এ স্বল্প সূত্রের জালে আমি স্বেচ্ছায় নিজেকে আবৃত করব কেন ?

আস্। বেশ, শুনে সন্তুষ্ট হলুম। পবিত্র শাহবংশে যে জন্মগ্রহণ করেছে, তার মুখ থেকে বিপদের সময় এই রকম কথা বার হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমি বংশের মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারি নি, তুমি পেরেছ। আমি ভীরুতা দেখিয়েছি, তুমি নির্ভীকের মতন আচরণ করেছ। আমি বিনা কারণে এক জন নিরীহ যুবকের অপমান করেছি, তুমি তার প্রতি করুণা দেখিয়েছ।

সে। এ সব কথা এখানে তুল্‌ছেন কেন ? পারের কি উপায় করেছেন, শীগ্‌গির বলুন। বোধ হ'চ্ছে, কারা যেন এইদিকে আস্‌ছে।

আস্। বোধ কেন—ঠিক আস্‌ছে। আমাদের ধরতে হানিফ খাঁ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। আমাদের ধর্‌তে তারা ঠিক আস্‌ছে।

সে। তা হ'লে নৌকা ?

আস্। নৌকা (দেহ দেখাইয়া) এই। সেলিমা, এরই সাহায্যে আমি পার হব।

সে। আমি যে সাঁতার জানি না।

আস্। আমাদের গ্রেপ্তার করতে হানিফ খাঁ বিশ হাজার পল্টন নিযুক্ত করেছে। আমি ত তোমাকে রক্ষা করতে পারব না। সমস্ত পথ-ঘাট অবরুদ্ধ—আমি নিজের চক্ষে দেখে এলুম। ওই—ওই আস্‌ছে—তাদের বল্লমের ফলক অন্ধকারে নদীর তরঙ্গের সঙ্গে ইসারায় কথা ক'চ্ছে সেলিমা! জন্মের সঙ্গে ঈশ্বর যে তরণীতে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, নিয়তির প্রচণ্ড তুফানে চুরমার হ'য়েও আজও পর্য্যন্ত যে আমাকে ধ'রে আছে, নদী পার হ'তে এই আমি তার আশ্রয় গ্রহণ করলুম।

সে। আপনার কথা যে বুঝতে পার্‌ছি না পিতা!

আস্। প্রয়োজন নেই। তোমার যা কর্ত্তব্য, তুমি কর। আমি আর চোরের মত হানিফের হুকুমে মর্‌তে পারব না। এত কাল নসীবের সঙ্গে লড়াই ক'রে কেবল হেরেছি। এক সাধু নবাবের নসীবে বিশ্বাস দেখে, একটা পাগলের তালপাতার পরাক্রম দেখে, আমার চোখ ফুটেছে। সেলিমা! সমরখন্দ সুলতানের শেষ আশ্রয় এই জলতলে আত্ম-সমর্পণ করলুম।

(জলে পতন)

(ওস্‌মানের প্রবেশ)

ওস্। বেশ করেছ—আত্ম-সমর্পণ—বেশ করেছ—যে আত্ম-সমর্পণ করেছে, খোদা তার আত্মার ভার নিয়েছেন। হে আত্ম-সমর্পণকারী, তুমি ধন্য। কই ? কে কথা কইলে ?

সে। তাই ত! বাবা যে ডুবে গেল! কে আছ, বাবাকে রক্ষা কর।

ওস্। এই যে তুমি! কাকে মার্‌তে হবে জল্‌দি বল।

সে। মার্‌তে হবে না, বাবা জলে প'ড়ে ডুবে গেলেন। তাঁকে বাঁচাও সর্‌দার—বাঁচাও।

নেপথ্যে। ওই ওই—ধর—ধর—

ওস্। ওরা ধরে যে—জল্‌দি বল—তোমাকে বাঁচাব, না তোমার বাপকে বাঁচাব ?

সে। আমার অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে। তুমি আমার বাবাকে বাঁচাও—বাঁচাও সর্‌দার—বাঁচাও।

ওস্। তালিম তরোয়ার! মায়ের ফুৎকার—দুনিয়া তোমার—দরিয়া তোমার—(তরোয়ার ঘুরাইল) জলের ভেতর গুঁতো মেরে, মিয়া সাহেবকে ধ'রে, সাতটা পাক মেরে, একেবারে যেখানে তোমার খুসী সেখানে তুলে ফেল। বন্ বন্ বোঁ—উড়ে যাও চোঁ। (ঘুরাইয়া নিক্ষেপ

করিল) দেখ দেখ, তরোয়ার ফাৎনা হ'য়ে ভেসেছে, তোমার বাপকে গেঁথেছে। বস্—এইবারে দরিয়া, তুমি আর আমি।

(জলে পতন)

সে। তাই ত! বাবা স্বেচ্ছায় ডুবতে গেল; আর আমি এই সাধুকে জোর ক'রে ডুবিয়ে দিলুম। তবে আর এ অভাগিনার জীবনের মুল্য কি?

(ঝম্পপ্রদানোদ্যোগ ও মনিয়ার প্রবেশ ও ধারণ।)

ম। কর কি বিবিসাহেব! কর কি? সাঁতার জানো?

সে। না।

ম। তবে আত্মহত্যা করছ কেন?

সে। ওরা ডুবলো যে!

ম। ওরা সাঁতার জানে, ডোবে, ওদের অদৃষ্ট। তুমি সাঁতার জান না—নিশ্চয় ডুববে—মহাপাপ হবে। এস—চ'লে এস—

(গফুরের প্রবেশ)

গ। এখনও কি বিড়্‌বিড়্‌ করছিস্? পালা পালা।

ম। ওদের কি হবে?

গ। দেখা যাক্ না কি হয়—(জলে পতন) আমি পানকৌড়ি—ডুব দেব আর উড়বো—ওরা এলো—পালা—মনিয়া পালা।

ম। চ'লে এস—চ'লে এস।

সে। এ বনের পথ চিনি না, কোথায় যাব?

ম। তুমিও জান না, আমিও জানি না। এই চরণ জানে, আর খোদা জানে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(কৎলু ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

ক। কই, কোথায়—কোথায় গেল? দেখ্‌ দেখ্‌ কোথায় পালালো—দেখ—

গ। হুজুর! জলের মাছ জলে পালিয়েছে।

ক। কে তুই উল্লুক?

গ। আজ্ঞে উল্লুক গফুর। হুজুর! শীগ্‌গির এস, বাপ-বেটীকে ধরেছি, আমি একা সামলাতে পারছি নি।

ক। যা যা—সাহায্য কর—সাহায্য কর।

গ। গেলো, গেলো, সামলাতে পারছি না। বাপ্‌ শালা কাত্‌লা হ'য়ে ঘাই মারছে, আর মেয়েটা পুঁটী হ'য়ে ফর্ ফর্ করছে—জল্‌দি হুজুর জল্‌দি, গেলো গেলো—

ক। যা—যা—যা—যা।

(সৈন্যগণের জলে পতনাভিনয়)

গ। ও—ও—এই ফস্‌কে গেল। হুজুর! পার ত তুমি নেমে এস, এই দরিয়ায় ঝাঁপ দাও—এই দরিয়ায় সাঁতার দাও—সুন্দরীর রূপের তরঙ্গ চল্‌কে উঠছে—সাঁতার দাও।

ক। তাই ত! তাই ত! ওরে ঝাঁপ দে—ওরে উল্লুক! সাঁতার দে।

সকলে। ঝাঁপ দে—হুজুরের হুকুম ঝাঁপ দে—সাঁতার দে।

গ। ছিঃ জাঁদরেল, রূপসী ধরতে এসেছ, সাঁতার জান না! তবে চল্লুম—সেলাম—যদি ফেরবার মতন ফিরতে পারি আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে। নইলে সেলাম, সেলাম, সেলাম।

তৃতীয় অঙ্ক

—:*:—

প্রথম দৃশ্য

নদীতীরস্থ অরণ্য।

গফুর ও ওসমান।

ওস্। (মূর্চ্ছিত গফুরের অঙ্গে তালপাতা বুলাইতে বুলাইতে) যা—যা, পেটের জল বেরিয়ে যা। যা মূর্চ্ছা চ'লে যা—কার আজ্ঞা, ওস্মান শার মায়ের আজ্ঞা। নে তরোয়ার, তোতে মায়ের আশীর্ব্বাদের ফুঁ পড়েছে—তোতে অষ্টবজ্রের বল এসেছে—নে, গফুরের সকল আপদ তুলে নে—দে খোদা গফুরের প্রাণ ফিরিয়ে দে। (গফুর উঠিয়া বসিল ও চারিদিকে চাহিতে লাগিল।)

গ। এ আমি কোথায় এসেছি?

ওস্। এ দেশের নাম ত জানি না ভাই।

গ। কে তুমি? হুজুর!

ওস্। গফুর, প্রাণ ফিরে পেয়েছ, খোদাকে ধন্যবাদ দাও।

গ। আমি ত আপনাকে রক্ষা করতে জলে পড়েছিলুম, কিন্তু আপনি উলটে আমাকেই রক্ষা করলেন।

ওস্। আমি! উল্লুক! এখনও বুঝতে পারলি নি। তুই সাঁতার জানিস, তুই দরিয়ায় ডুবে গেলি। আমি সাঁতার জানি না, আমি ভাসলুম। শুধু ভাসলুম নয়, তোদের রক্ষা করলুম।

গ। মির্জা আলিকেও আপনি বাঁচিয়েছেন?

ওস্। দরিয়া থেকে তুলেছি, কিন্তু এখনও সে অজ্ঞান হ'য়ে আছে। ওইখানে সে দরিয়ার কিনারায় প'ড়ে রয়েছে।

গ। (নতজানু হইয়া) তাই ত হজরত! আপনি যে আবার আমার মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছেন। আপনি সাঁতার না জেনে দু'দু'টো সাঁতার-জানা লোককে দরিয়া থেকে উদ্ধার করলেন!

ওস্। আরে গাড়োল—এখনও বল্‌ছিস আমি! আমার কথা বুঝতে পারলি নি! আমি নই, এই তরোয়ার, এই দেখ্—এই জ্ঞান-অসি। মায়ের ফুৎকারে এতে প্রাণ এসেছে। এই দিয়ে আমি সমস্ত সংশয় কেটে ফেলেছি। তোর বিশ্বাস না হয়, তুই পরীক্ষা ক'রে দেখ্। যা, এই অস্ত্র নিয়ে, তুই-ই মিয়া সাহেবের প্রাণ ফিরিয়ে আন। যা গফুর, যা, মিয়া সাহেবকে বাঁচা। কি জানি, তোর ওপর কেমন একটা মমতা হ'ল, তাই মিয়া সাহেবকে ফেলে আগে তোর শুশ্রূষা করেছি। যা ভাই যা যা, আগে মিয়া সাহেবকে রক্ষা কর।

[গফুরের প্রস্থান।

ওস্। তার পর ওস্‌মান্! এখন তুমি কি করবে? মায়ের যা হুকুম, তা তোমার পালন করা হ'য়ে গেছে। মা-বাপের যে অপমান, যথেষ্ট তার শোধ নেওয়া হয়েছে। ধার্ম্মিক হাজী সওদাগর, তাঁর অপমান, তাঁর ছেলে ব'লে যদি এতটুকুও অভিমান কর্‌বার তোমার অধিকার থাকে, তা হ'লে এ ধরণের শোধ নেওয়া ছাড়া অন্য কোনও রকমে শোধ নেওয়া তোমার চলে না। শোধটা পূর্ণমাত্রায় হ'ত, যদি তাঁর মেয়েকে এই সঙ্গে উদ্ধার ক'রে তার বাপের হাতে দিতে পারতে। কিন্তু আর ত তুমি তাকে উদ্ধার কর্‌তে পার্‌বে না।

(গফুরের প্রবেশ)

এ কি গফুর! বড়ই উল্লাস যে! মিয়া সাহেবের রক্ষা হয়েছে?

গ। (নতজানু হইয়া) হজরত! মুখে মনিব বলেছি, কিন্তু আপনাকে পাগল ভেবেছি, বুদ্ধিহীন মনে করেছি।

ওস্। এখন আমাকে কি ঠাওর কর্‌লে?

গ। হজরত! আপনার মহিমা বুঝ্‌তে পারি নি, তাই মনে মনে অপরাধ করেছি। পাগল মনে ক'রে রক্ষা কর্‌তে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছি।

ওস্। এখন আমাকে কি ঠাওরালে?

গ। আগে বল গোলামকে মাফ করলে।

ওস্। যদি সত্যসত্যই আমাকে বুদ্ধিহীন ভেবে মনে মনে তুচ্ছজ্ঞান ক'রে থাক, তা হ'লে বাস্তবিকই গফুর তুমি অন্যায় করেছ।

গ। তাই করেছি। পাগলকে লোকের চক্ষে বিরাট শক্তিসম্পন্ন কর্‌ব স্থির ক'রে, আমি নানা কৌশল খাটিয়েছি। যখন তোমার তরোয়াল ঘোরানো দেখে, হানিফ খাঁর দুর্দ্ধর্ষ সরদার তার সৈন্য নিয়ে পালিয়েছে, তখন আমি মনে মনে গর্ব্ব করেছি যে, আমি নানা কৌশলে লোকের মনে এই তালপাতার তরোয়ারের ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছি ব'লেই সরদার তরোয়ারের শক্তি পরীক্ষা করতে সাহস করে নি। দূর থেকেই পালিয়েছে। যদি একবার সে পরীক্ষা কর্‌বার জন্য অস্ত্রহাতে দাঁড়াতো, তা হ'লে হুজুরের বিদ্যে জাহির হ'য়ে প'ড়ত। মনে মনে বলেছি, এ বুজরুকি তরোয়ারের নয়, তোমার নয়,—আমার।

ওস্। এখন কি বুঝ্‌লে?

গ। আগে বল মাফ কর্‌লুম।

ওস। মাফ কর্‌লুম।

গ। এ বুজরুকি আমারও নয়, এ তরোয়ারেরও নয়—তোমার—কেবল তোমার। লোকটাকে উদ্ধার কর্‌তে গিয়ে দেখি লোকটা চোখ বুজে প'ড়ে আছে। তাকে নেড়ে চেড়ে দেখ্‌লুম। দেখে বুঝ্‌লুম, তার দেহে আর প্রাণ নেই। তবু একবার

বাঁচাবার চেষ্টা করলুম। চেষ্টা বৃথা হ'ল, মিয়ার জ্ঞান ফিরল না। তখন তোমার তরোয়ার তার চোখে-মুখে বুকে—সর্ব্বাঙ্গে ঠেকিয়ে দিলুম—ফল হ'ল না। তখন লোকটা আর বাঁচবে না মনে ক'রে তোমার তরোয়ার আবার তোমাকে ফিরিয়ে দিতে আস্‌ছিলুম। আসতে আস্‌তে মনে একটা ভাবের উদয় হ'ল, মনে করলুম, তোমার নাম ক'রে মিয়া সাহেবের গায়ে তরোয়ারখানা ঠেকিয়ে দেখি। এই না মনে ক'রে আবার আমি সেই মড়াটার কাছে ফিরে গেলুম। গিয়ে—এই হজরত ওসমান শার নাম ক'রে যেমন এই তরোয়ার তার গায়ে ঠেকিয়েছি, অমনি মিয়া যেন ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসল।

ওস। তার পর?

গ। আমি তাই না দেখে, একেবারে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলুম। লোকটা কি করে দেখ্‌বার জন্য একটু আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালুম। দেখি, মিয়া উঠে দাঁড়াল—তারপর নিজের সর্ব্বাঙ্গ দেখ্‌লে—সর্ব্বাঙ্গে কাদামাখা—মিয়া তখন আস্তে আস্তে আবার দরিয়ার দিকে চল্‌লো। দরিয়ায় নেমে সে হাত-পা মুখ ধুচ্ছে দেখে আমি হুজুরের কাছে চ'লে এসেছি। এই নাও হুজুর, তোমার তরোয়ার নাও। (অস্ত্র ওসমানের পদতলে রক্ষা করিল।)

ওস। না গফুর, ও তরোয়ার আর আমি নেব না।

গ। সে কি হুজুর?

ওস। আর আমা হ'তে ও তরোয়ারে কোনও কাজ হবে না।

গ। এ কি কথা?

ওস। গফুর! এ দুনিয়ায় এক মাকে ভিন্ন আর কাউকেও জানতুম না। সেই মা এই অস্ত্রে আশীর্ব্বাদের ফুঁ দিয়ে আমাকে দান করেছিল। প্রথমে একে আমি ভালপাতাই ভেবেছিলুম। যেমনি এতে মায়ের নিশ্বাস পড়লো, অমনি দেখি, অষ্টবজ্র এর ভেতরে প্রবেশ ক'রে চকমক্ ক'রে খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে। যখনই এই অস্ত্র ঘুরিয়েছি, তখনই আগে আমি একবার মায়ের দিব্যমূর্ত্তি স্মরণ করেছি। ঘন বনের ধারে একটা ভাঙ্গা পর্ণকুটীরের দোরে যে মূর্ত্তি ধ'রে মা দাঁড়িয়েছিল—সেই মূর্ত্তি! গফুর! মায়ের সে মূর্ত্তি আমি আর কখন দেখি নি। কিন্তু গফুর, আর আমি মায়ের সে মূর্ত্তি স্মরণে আনতে পারছি না। স্মরণ করতে গেলেই আর একটা মূর্ত্তি এসে মায়ের মূর্ত্তিকে আড়াল ক'রে দাঁড়াচ্ছে।

গ। বুঝেছি হুজুর সে কে। সে ওই মির্জ্জা আলির কন্যা সেলিমা।

ওস। তাকে মন থেকে সরাবার এত চেষ্টা করছি কিন্তু কিছুতেই সরাতে পারছি না। এখন দেখছি, সে মায়ের মূর্ত্তিটে ক্রমে ক্রমে একেবারেই ঢেকে ফেলবার জোগাড় করেছে। সে মূর্ত্তি চোখের ওপর রেখে এ তরোয়ার ধরতে আমার হাত কাঁপছে। গফুর! এখন থেকে এ অস্ত্র তুই নে। এ দিয়ে আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে।

গ। বেশ হুজুর, অস্ত্র তুমি আমাকে হাতে তুলে দিয়ে দাও। আমি একবার এটাকে দিন-কতক নাড়াচাড়া ক'রে দেখি।

ওস। এই নে। (অস্ত্র গ্রহণ, ফুৎকারদান ও গফুরের হস্তে প্রদান) গফুর! আমি আজ অতি কষ্টে তোকে বাঁচিয়েছি। মির্জা আলিকে বাঁচাতে সাহস করি নি, তুই তাকে আমার নাম নিয়ে বাঁচিয়েছিস্। মায়ের আশীর্ব্বাদ আমার নামে প্রবেশ করেছে। এই নামকে গুরু কর্।

গ। (নত জানু হইয়া অভিবাদন করিল ও অস্ত্র তাহার পদস্পর্শ করাইল) বস্—তামাচা ইজেমচা খোঁচা। হজরত ওস্‌মান শার দোহাই—কুচ্ কড়াক্ শির অন্তর। হুজুর অস্ত্রের ভেতর বিদ্যুৎ চিড়িক মারছে।

ওস। তার পর শোন্। আমাকে যদি পাগল মনে ক'রে থাকিস, তা হ'লে আর কখন বুদ্ধিমান্ মনে করিস নি। আর যদি বুদ্ধিমানই মনে ক'রে থাকিস, তা হ'লে কখন পাগল মনে করিস নি।

গ। তোমাকে পাগলই মনে করেছিলুম হুজুর।

ওস। বস্, তবে তাই মনে করবি। তা হ'লে গফুর, পাগলের উক্তি শোন্। থাক্‌বার মধ্যে আছে এক্ ডিম। তা সেটাকে ঘোড়ার ডিমও বলতে পারিস, কি হুমো পাখার ডিমও বলতে পারিস। সেই ডিমের ভেতর দুনিয়া। কাজেই দুনিয়াটা একেবারেই ফাঁকি। ও কেবল

হাঁকাহাঁকি আর ডাকাডাকি। ফাঁকির মারে ফাঁকি তাড়াবি। আমার কথা বুঝতে পারলি ?

গ। বড় শক্ত। তবে তোমার নামের জোরে যেমন ক'রে হ'ক কার্য্যক্ষেত্রে বুঝে নেব।

ওস। হাঁ—নামকে সার কর্‌বি, তা হ'লেই বুঝতে পার্‌বি। জন্মকে মনে করবি—(শ্বাস লইয়া) একটা শোঁ, আর মৃত্যুকে মনে কর্‌বি একটা ফোঁস। গুরুকে মনে কর্‌বি শোঁ, আর ফোঁসের মাঝখানে একটা আপ্‌। কিন্তু আবার মজার কথা শোন গফুর, এই আপ্‌—আগেও আছে—পরেও আছে। আর একটা কথা—বড় গুহ্য কথা গফুর, বড় গুহ্য কথা—শোন্—এই প্রকাণ্ড দুনিয়া চল্‌ছে—অবিরাম চল্‌ছে—জন্ম থেকে লোকে এই কথা শুনে আসছে। কিন্তু একে চ'ল্‌তে আজও পর্য্যন্ত কেউ দেখ্‌লে না। তাই শোন্—বড় মজার গুহ্য কথা—দুনিয়ার লোক কানে দেখে, চোখে দেখে না। যা, এই মনে ক'রে তরোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে চ'লে যা—তোর ভাল হয়ে যাবে। আমি আর দাঁড়াবো না, চল্‌লুম। ওই মির্জ্জা আলি তার রক্ষাকর্ত্তাকে চারিদিকে খুঁজছে—এই দিকে আসছে। আমি আর দাঁড়াব না—চললুম।

[ওস্‌মানের প্রস্থান।

গ। ওরে শালা দুনিয়া, তুমি কেবল একটা ডিম! তা হ'লে র'স্‌ শালা, তোমাকে একদিন ভেজে না খেয়ে ছাড়্‌ছি না। এই তামাচা, ইজেমচা—খোঁচা—হুসিয়ার দুনিয়া! এক খোঁচায় তোমাকে একদিন আমি ফাঁসিয়ে দেব—হুঁসিয়ার!

দ্বিতীয় দৃশ্য

অরণ্য।

বন্য রমণীগণের গীত।

তুই হামাগোর রাজা রে তুই হামাগোর রাজা।
ঘরকে ফিরে আয় মেহেরবান দিসনাকো আর সাজা॥
চাসনিকো আর পথের পানে,
লুকিয়ে রাখ্‌ব ঘরের কোণে,
খেতে দেব উটের ঝোল, (আর) ছুঁচোর ল্যাজ ভাজা।
ভালুক দেব পাশের বালিস,
মাথার বালিস হাতী,
সিংহাসনে বসিয়ে মাথায় ধর্‌বো ব্যাঙের ছাতি।
একটি দমে খাইয়ে দেব একশো ছিলুম গাঁজা'প
টানের চোটে সাতপুরুষ তোর হয়ে যাবে তাজা॥

(বন্য সরদার, গফুর ও অনুচরগণের প্রবেশ)

সর। হুজুর, তুই হামাদের রাজা রে, তুই হামাদের রাজা।

গ। ঠিক বল্‌ছিস্‌?

সর। হামরা মিথ্যে কই নারে, হামরা মিথ্যে কই না। এ খাঁড়ার হামরা গোলাম রে।

১ম র। হামাদের সর্‌দারণীর মাথায় আজ বারো বছর দানা চাপিয়েছিল। বড় বড় ওস্তাদ সব হার মানিয়ে পালিয়েছে, কেউ ছাড়াতে না পেরেছে। তুই যেমন খাঁড়া ঠেকালিরে, অমনি শালা আউ মাউ করিয়ে সর্‌দারণীর ঘাড় ছাড়িয়ে পালিয়েছে।

সর। হামার সরদারণীকে বাঁচিয়েছিস, তুই হামাদের কিনিয়ে ফেলিয়েছিস্‌।

গ। ঠিক তোরা এই খাঁড়ার গোলাম?

সর। এ খাঁড়ার গোলাম, এ খাঁড়া যার, হামরা তার গোলাম।

গ। তা হ'লে শোন্‌, এ খাঁড়া আমার নয়, এ খাঁড়া যার, আমিও তার গোলাম।

সর। বলিস্‌ কি রে।

গ। ঠিক বলছি সরদার—আমরা সকলে তার গোলাম।

সর। হামাদের রাজা তবে কোথাকে আছে রে?

গ। আমি তাকে খুঁজতে চলেছি। তোরা তাকে খুঁজ্‌তে পার্‌বি?

সর। আলবৎ পার্‌ব।

গ। তবে আয়। কিন্তু খুঁজ্‌তে বিপদ আছে সরদার।

সর। (হাস্য) বিপদ কি রে?

১ম অ। বিপদ কি রে? বিপদ কাকে বলে রে?

গ। খুঁজ্‌তে গেলে জান যেতে পারে।

২য় অ। তা যায় যাবে রে।

১ম র। লিবি—জান লিবি? কটা জান লিবি রে?

১ম অ। এখনি দেব, কটা জান লিবি রে?

গ। বস্—তা হ'লে হজরত তোমাকে ধরুতে চল্লুম; এই নে সরদার খাঁড়া নে। তোদের কাছে হজরতের খাঁড়া গচ্ছিত রাখলুম—তোদের ভেতরে যে যে লড়ায়ে আছে, সবাইকে সঙ্গে নে, নিয়ে এই খাঁড়া মাথায় ক'রে নিয়ে চল্।

সর। তা হ'লে দাঁড়া, হামরা সব লেয়ে লিয়ে শুদ্ধ্ হ'য়ে আসি।

গ। যা ভাই, জলদি শুদ্ধ হ'য়ে আয়।

সর। চল্, চল্—

সকলে। হামাদের রাজা ধরুবি চল্।

গ। বল, গুরু ওসমান শা-জী কি ফতে।

সকলে। গুরু ওসমান শা-জী কি ফতে।

[গফুর ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(আসগর আলির প্রবেশ।)

গ। যা, জলদি যা, তইরি হ'য়ে আয়।

আস্। কে আমাকে বাঁচালে?

গ। ওরে শালা হানিফ খাঁ, তোমার পল্টন ফল্টন—তোমার ও ঢুড়ুম্ দাড়ুম—ও সমস্ত ফাঁকি—কেবল হাঁকাহাঁকি আর ডাকাডাকি। তামাচা—ইজেম চা—খোঁচা। এ বারে ফাঁকির মারে তোমার ফাঁকি তাড়াব।

আস্। আমাকে কে বাঁচালে? এ কি তুমি?

গ। কুচ্ কড়াক্ শির্ অন্তর। কি বলছ?

আস। আমাকে তুমি রক্ষা করুলে?

গ। আমি—বাপ, আমি নিজের প্রাণই বাঁচাতে পারি না, আমি আবার তোমাকে বাঁচাব?

আস্। তবে কে বাঁচালে ভাই! তোমার কথার ভাবে বোধ হচ্ছে, তুমি তাঁকে জান।

গ। বিপৎকালে যে চিরকাল মানুষকে রক্ষা করে, সেই—বুঝেছ?

আস্। তিনি ঈশ্বর—তবে এক এক জন মানুষ উপলক্ষ্য। সে মানুষ কি তুমি?

গ। বাপ—আমি। সে মানুষ ঈশ্বরের প্রতিনিধি—গুরু। বুঝেছ?

আস্। বেশ ভাই, দয়া ক'রে সে মহাপুরুষের নাম আমাকে শোনাও।

গ। শুনে কি করুবে?

আস্। যদি ভাগ্যে হয়, তাঁর কাছে আমি অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

গ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে লাভ?

আস্। তাঁর না হ'তে পারে, কিন্তু আমার হৃদয়ের ভার লাঘব হয়।—একি! তুমি? গফুর! তুমি এত দূরে এসে এ হতভাগ্যের জীবন রক্ষা ক'রুলে?

গ। আমি নই মির্জ্জা আলি। আমি তোমাকে রক্ষা করুতে পারি, আমার কি ক্ষমতা! আমিও তোমার মত ডুবে 'মর মর' হয়েছিলুম। আমাকেও যে রক্ষা করেছে, তোমাকেও সে রক্ষা করেছে।

আস্। কে তিনি গফুর?

গ। কে তিনি, শুনুবে আস্গর আলি? (তরোয়ার ঘুরাইতে ঘুরাইতে) তিনি এই তামাচা, ইজেম চা, খোঁচা। (প্রস্থানোদ্যোগ)

আস্। বুঝেছি, আমি বিনাপরাধে যার অপমান করেছি, তার প্রতিফলস্বরূপ, পাষণ্ডদের অত্যাচার থেকে যে আমার ও আমার কন্যার ইজ্জত রক্ষা করেছে। কোথায় তিনি ব'লে দাও—দোহাই গফুর ব'লে দাও।

গ। তিনি এই কুচ্ কড়াক্ শির অন্তর।

আস্। বল্লে না! এ নরাধমকে এতই যখন অনুগ্রহ করুলে, তখন সে অনুগ্রহ অসম্পূর্ণ রাখ্লে। বল্লে না?

গ। বটে—বটে—তুমি ত ভারী চালাক, তুমি ফাঁকি দিয়ে গুরুকে জেনে নিতে চাও! এই জন্ম একটা শে—একটি নিশ্বেস টানা, আর মরণ একটা ফোঁস—একটু লম্বা রকমের নিশ্বেস ফেলা—বস, সকল জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়িয়ে গেল। গুরু হচ্ছে সেই শে। আর ফোঁসের ভিতরে একটা আপ্। কথা নেই, ফোঁস ফাঁস নেই,—একেবারে নিরেট চুপ।—(তরোয়ার ঘুরাইয়া) এই তামাচা, ইজেম চা, খোঁচা—এই দিয়ে বুঝেছ, এই দিয়ে কল্‌জের কবাটে ঘা মারুতে হবে, তবেই গুরুকে ধরুতে পারুবে। বস্—সেলাম মির্জ্জা আলি সেলাম—শির কুচ্ কড়াক, অন্তর—বুঝেছ মির্জ্জা আলি বুঝেছ—এর নাম জ্ঞান-অসি। এ যত ঘোরাচ্ছি, ততই আমার মনের সংশয় কুচ কুচ ক'রে কেটে যাচ্ছে।—এইবারে

বড় বেশী রকমের কাটছে, কাজেই আর আমি দাঁড়াতে পারলুন না মিয়া।—চললুম।

(গফুর প্রস্থানোদ্যত—আস্‌গর তাহাকে ধরিল)

আস্‌। ব'লে যাও গফুর, কোথায় তোমার গুরু?

গ। হুসিয়ার মির্জ্জা আলি! আমার হাত ধ'র না।

আস্‌। আগে বল, কোথায় তোমার গুরু?

গ। বুঝ্‌তে পারছ না মির্জ্জা আলি—আমার হাতে শুধু তামাচা আস্‌ছে না, ইজেমচা এলো এলো হয়েছে, খোঁচা এলে আর রক্ষে পাবে না।

আস্‌। জল্‌দি বল্‌ উল্লুক!

গ। তবে রে!

(আস্‌গর আলি দুই হস্ত ধরিল) বেঁচে গেলে আস্‌গর আলি, তরোয়ার ঘুরাতে পারলুম না, নইলে কি কাণ্ডখানা হ'ত বুঝেছ? একেবারে—

আস। চোপ—জল্‌দি বল্‌ তোর মনিব কোথা?

(বেইরাম খাঁর প্রবেশ)

বেই। এই, কে তোরা? কে তুমি, কে আপনি? একি একি! জাঁহাপনা!

গ। ওরে বাবা জাঁপাপনা কি রে! এই মাটী করেছে—এইবারে খাঁড়ার খোঁচা নিজেরই পেটে ঢুকবে না কি রে বাবা!

আস্‌। তুমি কে—বেইরাম খাঁ?

বেই। গোলাম বেইরাম খাঁ। তাই ত আপনাকে এত শীঘ্র খুঁজে পেলুম। আসুন জাঁহাপনা আপনার হারাণো রাজ্য আবার ফিরে পেয়েছেন।

আস্‌। সত্যি?

বেই। আপনার রাজ্যাপহারী দুসমন মরেছে। তার অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়ে প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে তাকে মেরে ফেলেছে। উজীর আপনার নামে রাজ্যভার গ্রহণ ক'রে আপনার অন্বেষণে চারিদিকে লোক পাঠিয়েছেন। আমি নিজে আপনাকে খুঁজতে বোখারা চলেছিলুম। আসুন সুলতান, আপনার পিতৃরাজ্য গ্রহণ ক'রে মর্ম্মাহত প্রজাকে সুখী করবেন আসুন।

আস্‌। এখন ত আমি যেতে পারব না সেনাপতি।

বেই। সে কি জাঁহাপনা, যেতে পারবেন না কি? প্রজারা উদ্‌গ্রীব হয়ে আপনার আগমন-পথের দিকে চেয়ে আছে।

আস্‌। তা হ'ক্‌, এখন আমি যেতে পারব না!

বেই। এ কথা বলবেন না জাঁহাপনা! সময়খণ্ডে আপনার সিংহাসনপ্রার্থীর অভাব নেই। দু'দিন আপনার যেতে দেরী হ'লে, তারা রাজ্য পাবার জন্য ষড়যন্ত্র করতে কি ছাড়বে? উজীর সাহেব ক'দিন আপনার নাম নিয়ে সিংহাসন রক্ষা করবেন? দু'দিন যেতে বিলম্ব হ'লে প্রজারা আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করবে। মনে করবে আপনি বেঁচে নাই। অবস্থা তা হ'লে কি কঠিন হবে, আপনি নিজেই অনুমান করুন জাঁহাপনা।

আস্‌। তা করেছি, তবু আমি যাব না সেনাপতি।

বেই। যেতে বাধা কি, গোলামের জান্‌তে কি দোষ আছে?

আস্‌। প্রথম বাধা এই উল্লুক।

বেই। উল্লুক কি আপনার অপমান করেছে?

আস্‌। অপমান! বেইরাম খাঁ! আমার রাজ্যাপহারীও আমার এমন অপমান করে নি।

গ। গেল গেল! শালার জাঁদরেল আমার পানে কট্‌মট ক'রে চাইছে। দিলে বুঝি তামাচা ক'রে।

বেই। হুকুম করুন, কমবক্তকে এখনি কোতল ক'রে দিই।

গ। আগে ছিলে মিয়া—এখন হ'লে জাঁহাপনা। দুঃখী মনে ক'রে দয়া করেছিলুম, আর পারলুম না। আর আমার ধৈর্য্য রইল না—হুঁসিয়ার। জাঁদরেল হুঁসিয়ার। তরোয়ারে হাতটি দিয়েছ কি অমনি একেবারে একটি কড়াক্‌! (তরোয়ার ঘুরাইল)

আস্‌। হাঁ হাঁ কেটো না—কেটো না, গরীব বেচারি ম'রে যাবে—ম'রে যাবে।

গ। যাক্‌, রাগটা গজাতে না গজাতে গেঁজে গেল।

বেই। এ কি! পাগল না কি!

আস্‌। বুঝতে পারি নি বেইরাম খাঁ এরা কি! আমি এর মনিবের অপমান করেছিলুম, তার

প্রতিশোধ নিতে· এরা প্রভু-ভৃত্যে আমার ও আমার কন্যার ইজ্জত রক্ষা করেছে। আমি নদীতে· মগ্ন হয়েছিলুম, এরা উদ্ধার করেছে।

বেই। বুঝতে পেরেছি জাঁহাপনা, আপনি বিষম ঋণ-জালে আবদ্ধ হয়েছেন।

আস্। মুক্ত না হ'লে, কি ক'রে সমরখন্দে ফিরে যাব সেনাপতি ?

বেই। আপনাকে এ মুক্তি দিচ্ছে না—কেমন না জাঁপাপনা ?

আস্। এই ত সম্মুখেই আসামী, তুমি নিজে জেরা কর।

বেই। কি ভাই, জাহাপনাকে মুক্তি দাও।

গ। উঁহু।

বেই। মুক্তি দেবে না ?

গ। উঁহু।

বেই। কোই হায় ?

(সৈন্যগণের প্রবেশ)

একে বাঁধো।

গ। বাঁধো! আমাকে বাঁধো। জাঁহাপনা সমরখন্দ পেলেন, কিন্তু জাঁদ্‌রেলটিকে হারালেন!

বেই। দেরী করো না, ধ'রে পিছমোড়া ক'রে, বাঁধো।

গ। (তরোয়ার তুলিয়া) কারো কথা শুনো না, কাছে এসো না। প্রাণ গেলে ত দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক গেল। তোমরা দেখতে পাচ্ছ—ব্যাপারখানা কি বুঝতে পার্‌ছ। তোমাদের গায়ে এই জিনিস ঠেকালেই তোমাদের যে কি দুর্দ্দশা হবে, তাই ভেবে আমার প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে উঠছে। তোমাদের মা পুত্রশোকে অধীর হ'য়ে পড়বে, স্ত্রী বিধবা হবে—ছেলেগুলো বাবা বাবা ব'লে রোদন করবে; জাঁহাপনা! বুঝতে পার্‌ছেন না, তাদের সমস্ত খোরাকের ভার আপনার ঘাড়ে পড়বে!

আস্। তা, তুমিই ত ঘাড়ে ফেল্‌বার জোগাড় কর্‌ছ।

গ। তবে থাক্, গরীবদের আর মেরে ফেল্‌ব না।

বেই। এই ত বুদ্ধিমানের কথা। নাও! এইবারে মেহেরবাণী ক'রে জাঁহাপনাকে মুক্তি দাও।

গ। জাঁহাপনা! আপনাকে যে আর মুক্তি দিতে ইচ্ছে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, আপনাকে চিরদিন আমাদের প্রাণের সহিত বেঁধে রাখি।

আস্। তাই বল, আশ্বাস দাও। নবাবের বন্ধনের কারণ হয়েছি, পাপিষ্ঠ হানিফ খাঁ কর্ত্তৃক অপমানিত হয়েছি, কন্যাকে বনে বাঘ-ভাল্লুকের মুখে নিক্ষেপ করেছি—জীবনে মমতা কর্‌বার শুদ্ধমাত্র একটি জিনিস অবশিষ্ট আছে—সেটি তোমাদের নিঃস্বার্থ ভালবাসা। তা থেকেও যদি তোমরা আমাকে বঞ্চিত কর, তা হ'লে সমরখন্দের সিংহাসন পেয়েই বা আমার লাভ কি ?

গ। জাঁহাপনা! আমার মনিব যে এখানে নেই, আমি কেমন ক'রে এ কথার উত্তর দেবো।

আস্। বেশ, মনিবকে তোমরা ধ'রে আন।

গ। তাকে ধ'রে আন্‌তে গেলে যে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে। মনিব আমার যেমন বসোরায় যাবে, অমনি হানিফ খাঁ তাকে গ্রেপ্তার করবে।

আস্। বসোরায় যাবে ঠিক বুঝেছ ?

গ। যাবে কি, যাচ্ছে, আমি দেখতে পাচ্ছি। মনিব আমার দুনিয়ায় মাকে ভিন্ন কাউকে জান্‌তো না, সেই মাকে জীবনে প্রথম ভুলেছে। তাই অনুতাপে মাকে দেখতে চলেছে।

আস্। কেন ভুল্‌লো গফুর ?

গ। কেন, বলব জাঁহাপনা ?

আস্। নির্ভয়ে বল।

গ। আপনার কন্যা।

আস্। আমার কন্যা তাহ'লে রক্ষা পেয়েছে ?

গ। তা জানি না। কিন্তু এটা জানি, মনিবের ভালবাসা যখন তার উপর পড়েছে, তখন কেউ তাকে মারতে পারবে না। কিন্তু জাঁহাপনা মনিবের কেরামতি বসোরায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জান্‌তে পেরেছে। হানিফ খাঁরও কি জান্‌তে বাকী আছে ?

আস্। বেইরাম খাঁ।

বেই। বুঝেছি হুজুরালি! গফুর! অনেক কাঠ-খড় পুড়বে—আমি তার আগুনের ব্যবস্থা করি।

আস্। গফুর! পলটন দিই সঙ্গে নাও।

গ। ওইটি মাফ করবেন জাঁহাপনা! শুধু হাতে জলে ঝাঁপ দিয়েছিলুম, বসোরায় ফিরতে

এই গুরুদত্ত ধন সঙ্গে নিয়ে চলেছি। এই জ্ঞান-অসি, এতে সমস্ত সংশয় কেটে ফেলেছি। ছুনিয়াটা ফাঁকি—হাঁকাহাঁকি আর ডাকাডাকি। ফাঁকির মারে ফাঁকি তাড়াব—এর পর যে আমার মন বল্বে, গফুর! এ অসির বল মিছে—ভাগ্যে তুমি জাঁহাপনার সাহায্য পেয়েছিলে, তাই হানিফ খাঁর দর্প চূর্ণ হ'ল। তা হবে না—এই—এই—

বেই। এই—তামাচা—ইজেম চা—খোঁচা।

গ। বস্ আর আমাকে বল্তে হ'ল না। জয় ওস্মান শা-জী-কি জয়। জাঁদরেলের মুখে তোমার বুজরুকি জাহির হ'ল—গুরুজীকি ফতে।

[প্রস্থান।

বেই। জাঁহাপনা! একবার মাত্র সমরখন্দে গিয়ে প্রজাকে নিশ্চিন্ত ক'রে চলে আসুন। আমি এইখান থেকেই ওই যুবকের অনুসরণ করলুম।

আস্। যাও সেনাপতি—সুলতানের রাজ্য একদিকে—আর তার ইজ্জত একদিকে। সমরখন্দ ফিরিয়ে দিয়েছ—তার ইজ্জত ফিরিয়ে দাও।

[উভয়ের প্রস্থান।

(গফুর, সরদার, বন্য পুরুষ ও স্ত্রীগণের প্রবেশ।)

গ। ওই যাচ্ছে—ওরাও আমাদের রাজাকে খুঁজতে যাচ্ছে। হুঁসিয়ার জমকা খেল—চুপি চুপি—আস্তে আস্তে এগিয়ে যাও।

সর। খেলোয়াড় খেলোয়াড়নী হুঁসিয়ার—চুপি চুপি যাবি—ছুনিয়াদারী পাবি—পাকা পান খাবি—ডুগডুগি বাজাবি।

(পুষ্পাদি সজ্জিত খাঁড়া স্কন্ধে গীত।)

মিয়ারে সেলাম ক'রে কুল মুলুকে যাব।
পায়ের উপর চাপিয়ে পা পাকা পান খাব॥
(ডুগডুগি বাদন)
রামধনুকে মারব টান,
ফুটিয়ে দেব নয়ান বাণ,
হাত বাড়িয়ে ধ'রব কান
ছুসমন যেথা পাব।
লড়াই ফতে ক'রে মোরা ডুগডুগি বাজাব॥
(ডুগডুগি বাদন।)

তৃতীয় দৃশ্য

বনগ্রাম-প্রান্তর—তরুতল।

মনিয়া ও সেলিমা।

ম। কি বিবিসাহেব। অদৃষ্টের উপর খুব নির্ভর করেছ?

সে। খুব নির্ভর করেছি।

ম। তা হ'লে আর এখানে সেখানে ছুটোছুটির দরকার নেই?

সে। আর ত দরকার কিছু বুঝতে পারছি না।

ম। মরবার জন্য ত প্রস্তুতই হয়েছিলে।

সে। প্রস্তুত কেন—এতক্ষণ আমার সব শেষ হয়ে যেত।

ম। কিন্তু অদৃষ্ট তোমার শেষ হ'তে দিলে না।

সে। মাঝখান থেকে তুমি এসে মৃত্যুর পথে বাধা দিলে।

ম। কেন, তাতে কি তোমার আমার উপর রাগ হচ্ছে?

সে। তুমি আমার পরম হিতৈষিণী, আমাকে আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করেছ। কিন্তু বিবিসাহেব, বেঁচে আমার সুখ কি?

ম। দেখ, এখনও বোঝ; দরিয়া এখনও কাছে আছে। তুমি যে এর পরে বলবে, আমি তোমার শত্রুতা করেছি, সেটি হবে না—

সে। না বিবিসাহেব, আর আত্মহত্যা করব না।

ম। যদি কৎলু খাঁ ধ'রে নিয়ে যায়? কেন না আমাদের বিপদ যা তা সবই বর্ত্তমান।

সে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ধর্ম্মরক্ষা সম্ভব, ততক্ষণ করব না।

ম। ঠিক?

সে। ঠিক।

ম। দেখ, এখনও বুঝে দেখ, প্রতিজ্ঞার আগে একবার ভেবে দেখ।

সে। ভেবেই প্রতিজ্ঞা করলুম বিবিসাহেব।

ম। বস—তা হ'লে এই সোজা পথ—এই পথ ধ'রে যেখানে খুশী চ'লে যাও।

সে। আর তুমি?

ম। আমারও এই সোজা পথ—আমিও এই পথে যেখানে খুসী চলে যাই।

সে। তোমার সঙ্গ ছাড়তে আর আমার ইচ্ছে হচ্ছে না।

ম। তোমায় সঙ্গে রাখতে আর আমার ইচ্ছা হচ্ছে না।

সে। তা হ'লে আর আমি থাকব না।

ম। থাকব না বল্‌ছ—তবে রয়েছ কেন?

সে। তা হ'লে সেলাম বিবিসাহেব। আর দেখা হবে কি না বল্‌তে পারি না।

ম। এঃ! তা হ'লে তুমি এখনও অদৃষ্টে নির্ভর কর্‌তে পার নি?

সে। না, নির্ভর করেছি—নির্ভর করেছি। আমি চল্‌লুম বিবিসাহেব, চল্‌লুম।

ম। দেখ, একান্তই যদি মর, তা হ'লে ওড়নাখানি আগে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে তারপর মর।

সে। তোমার আদেশ শিরোধার্য্য—

[সেলিমার প্রস্থান।

ম। যাক্ বাবা! সব গোল মিটে গেল, এইবারে একটু বসি। আর আমার পা চলে না। সহর এখন অনেক দূরে। এখনও জঙ্গলের অন্ধকার চোখে জড়িয়ে আছে। এ দিকে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়েছি। আর সেলিমা বিবি আত্মহত্যা করবে না। আর যে আত্মমর্য্যাদা একবার বুঝতে পেরেছে, তাকে ধরে কে? যাও সেলিমা বিবি—যাও—ঈশ্বরের করুণা তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাক্। যদি তোমাকে রক্ষাই তাঁর ইচ্ছা হয়, সেই করুণাই তোমাকে রক্ষা করুক। তোমার চিন্তাকে এইখানে এই গাছের তলাতেই গোর দিলুম। আর কেন? যতটা খেলা ঈশ্বর আমাকে দিয়ে খেলালে, ততটা খেলা খেলা গেল। আর কেন, ছিলুম বাঁদী হয়েও রাণী—আবার যে বাঁদী সেই বাঁদী হলুম—ফাঁকতালে আবার ফুরসুৎ পেলুম—খানিকটে হাত পা ছুঁড়লুম—কলজেতেও বেকায়দায় প'ড়ে একটু আগুন ধরিয়েছিলুম। এখন ক'লজে বরফ। ক'লজের আগুন এবারে পেটে ঝ'রে পড়েছে। আর কেন, বা! বা! এই যে সেই গাছতলা গো! যে গাছতলায় ব'সে আমার মনিবের মনে প্রথম প্রবোধ জেগেছিল। তা হ'লে ত এর কাছেই কোন স্থানে মায়ের কুঁড়ে আছে! তাই ত! অদৃষ্টে আজ মায়ের দেওয়া খোরাক যুটে গেল নাকি? যাক্—নসীব আর আমাকে হতাশ হ'তে দিলে না। মনে করেছিলুম—একটু একলা ব'সে কাঁদব, তা আর করতে দিলে না!

(গীত)

কেন সে পড়েরে মনে—এ বনে।
সে যে অতি বোকা, কচি খোকা,
সদা আছে ভোজনের ধ্যানে॥
এদিকে বাঘের তাড়া, ওদিকে সে,
মাঝখানে অভাগিনী রয়েছে ব'সে।
বাঘে খায় কি প্রেমদায়—
কিংবা প্রাণ জলে যায় জঠর-আগুনে,
কালিয়া কি বঁধুয়া কে জিনে রণে॥

সি। ইয়া! আল্লা! আমিই প্রথমে দেখতে পেয়েছি—লাখ টাকা—লাখ টাকা—ইঃ—পেয়ে গেছি, লাখ টাকা পেয়ে গেছি।

ম। তাই ত! গানের চোটে বনের ভিতর শ্রোতা গজিয়ে উঠ্‌লো নাকি!

সি। বাঃ! বাঃ!—বিবি, বাঃ একি থেমে গেলে কেন?

ম। তাই ত! এ যে হাতিয়ার ধরা সেপাই! খোদা! বাঁদীকে পরীক্ষায় ফে'ল না। যত বলি, যতই করি, তবু আমি অবলা। আর অবলার একমাত্র বল তুমি!

সি। কি বিবি! বল—একটা কথা বল। ঢুলিদের কি পায়েস খেতে নেই?

ম। পায়েস খাবে! পয়জারে দাঁতের পাটী উড়িয়ে দেব। উল্লুক! আমি এই বনের ভেতর গাছের তলায়—বাঘেই খাক কি ভালুকেই খাক—তুমি আমায় একলাটি বসিয়ে রেখে ইয়ারকি মারতে গেছ, লাখ টাকা রোজগার করতে গেছ! মনে করেছ, তুমি সেই বিবিকে ধরবে, ধ'রে লাখ টাকা বকসিস মারবে!

সি। ও বাবা! এ কে রে বাবা! এ বলে কি!

ম। উল্লুক! আসুক তোর মনিব, আমি ত এখান থেকে নড়ব না। তুমি ভারি পালোয়ান হয়েছ। মনে করেছ তোমাকে কেউ জব্দ করতে পারবে না? এই জব্দ আমি করব। এই এমনি ক'রে কান পাকড়ে এই তোমার মনিবের সুমুখে কাত ক'রে না ফেলে—(সিপাহীর শয়ন) কি

পালোয়ান। এক কান মোচড়েই শুচ্ছ যে। হতভাগা! এখানে চারদিকে কেবল তালপাতা খড়খড় করছে। তোমরা সব তালপাতার সেপাইয়ের নাম শুনে ল্যাজ গুটিয়ে ঘরে ঢুকেছ, আর আমি মেয়েমানুষ—আমার ভয় করবে না? আমি একেলা—ভয়বিহ্বলা—অবলা। পাজী! আর এমন কাজ করবি—বল? চুপ ক'রে রইলি কেন?

সি। বল্‌ছি বিবি, কানটা ছাড়ো।

ম। আরে ম'ল—কে তুই? পাজী! তুই আমাকে ছুঁলি! চেনা নেই—শোনা নেই—তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা, তুই আমার এই গালগুলো নিঃসাড়ে হজম করলি? কে তুই?

সি। আর সে কথায় দরকার কি বিবি! যে শালার আহাম্মুকিতে এখানে এসেছি, সে শালা খুব জব্দ হয়েছে।

ম। কে সে শালা?

সি। আজ্ঞে বিবিসাহেব। এই শালার কান। শালা তোমার মিষ্টি গান শুনে যেমন আমাকে টেনে এখানে হাজির করেছে, তেমান শালা মজাটা টের পেয়েছে। থাক্ শালা, মাসখানেকের মতন ফুলে কটকট কর। আর গান শোনাতে আমাকে টেনে আনবি?

ম। দেখো মিয়া! এ লজ্জার কথা কাউকে ব'ল না। এতে তোমারও লজ্জা আমারও লজ্জা।

সি। এ কি আর বলতে হয় বিবিসাহেব। তা তোমার মনিবটিকে বলবে কি?

ম। আর লজ্জা দিয়ো না মিয়া—লজ্জা দিয়ো না—সে যা ক'রে ফেলেছি, তার আর কি বলব।

সি। তবে থাক্—তবে থাক্—

ম। কানটায় কি একবার হাতবুলিয়ে দেব মিয়া?

সি। থাক্, আমিই বুলিয়ে নেব বিবিসাহেব—সেলাম।

ম। সেলাম! তা হ'লে আমার প্রভুর সঙ্গে দেখা হ'লে ব'ল, বিরহের জ্বালা এখন পেটের জ্বালায় পরিণত হয়েছে। সুতরাং আমি এখন কিয়ৎ ক্ষণের জন্য পোলাও কালিয়ার আস্বাদ নিতে চললুম।

সি। তোমার মনিব কে, না জানলে কেমন ক'রে বলব?

ম। এই ত মিয়া—এই ত মিয়া—তা হ'লে তোমার আর একটা কান মলতে হ'ল দেখছি।

সি। বাপ! আবার? বলুব বিবি—বলব।

ম। এই ত বুদ্ধিমানের কথা। যাকে তাকে ধ'রে মনিব খাড়া ক'রে নিবি।

সি। নেব—নেব—বিবিসাহেব! যা নেব—

ম। আর বল্‌বি, যেখানে আমি পোলাও খাব, সেখানে তার পাত চাট্‌বার নেমন্তন্ন।

সি। বস্, আর বল্‌তে হবে না।

[প্রস্থান।

ম। তাই ত খোদা। এত শিগ্‌গির এত সহজে এমন উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে এই বিজন স্থানে আমার ধর্ম্মরক্ষা করলে। তাই ত দয়াময়! তোমার নামে এত বল! ওই হস্তীর মত বলবান্ পুরুষ—তার তুলনায় আমি কি? ওর অঙ্গুলির ভার সইতে আমার শক্তি নেই—সেই কিনা আমার কোমল করাঙ্গুলির স্পর্শে তৃণের মত নত হ'য়ে গেল। দয়াময়! এক মুহূর্ত্তে তুমি আমাকে অসম-সাহসিনী ক'রে তুলেছ—আমি কাঁদব, কি হাস্‌ব—বুঝতে পারছি না। (নতজানু হইয়া) চির-বাঁদী আমি—করুণার চির-ভিখারিণী—অধিক আর কি বলব? আর তুমি! পাগল মনে করেছিলুম। এই অন্ধকারময় রাত্রির আবরণে—এই ঘনারণ্যের কোলে ব'সে আজ সর্ব্বপ্রথম তোমার জ্ঞানালোকে আমার চক্ষের জড়তা দূর হ'ল। আশীর্ব্বাদ কর হজরত—আর যেন মোহের অন্ধকারে না পড়ি। এখন দেখছি দুনিয়া ফাঁকি—ফাঁকির মারে ফাঁকি উড়ে গেল। হজরত ওস্‌মান! হজরত ওস্‌মান! আমার মনিব—আমার পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ সহোদর ওস্‌মান!

(বেইরামের প্রবেশ)

বেই। এই যে, মা, আমি তাঁর দূত এসেছি।

ম। য়্যাঁ—সত্যি?

বেই। আবার সন্দেহ করছ কেন মা? মা নামে কি সন্দেহ আছে? এই ত ঘন অরণ্যে বিজনে সন্তান পেলে।

ম। না, আর সন্দেহ নেই। তুমি সন্তান, আর আমি তোমার নন্দিনী। পিতা হারিয়েছিলুম—পিতা ফিরে পেয়েছি।

বেই। কি করব, আদেশ কর।

ম। সে ত একরকম নয়—আদেশ করবার চের আছে।

বেই। বেশ, আখাখেল সরদার।

(সরদারের প্রবেশ)

এই নাও, তোমাদের মা নাও। মা যেখানে যাবেন, সঙ্গে যাও; যা করতে বলেন, কর। হুসিয়ার! সুলতানের মর্য্যাদা যেন নষ্ট না হয়।

সর। এই কি আমাদের রাজার বেটী?

বেই। আমার বেটী।

ম। (স্বগত:) কে—কে। (প্রকাশ্যে) সেলিমা রাজার বেটি?

বেই। তাকে জান?

ম। মির্জ্জা আলি?

বেই। তিনিই সুলতান আসগর আলি—আমি তাঁর রাজ্যের সেনাপতি।

ম। আয় রে সরদার, আমার সঙ্গে আয়!

বেই। হ্যাঁ মা! ইজ্জত আছে?

ম। এই একটু আগে পর্য্যন্ত ছিল পিতা। এই এক লহমা তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছি।

বেই। যাও, আকাখেল। জলদি যাও।

চতুর্থ দৃশ্য

বন-কুটীর।

ওস্‌মান।

ওস্। মা—মা।—মা—মা। তাই ত মা ঘরে নেই না কি? মা—এই যে ভেতর থেকে ঝাঁপ বন্ধ।—মা। ওমা। তাই ত মা না খেয়ে ম'রে গেল নাকি? য়্যাঁ—তাই ত, এ কি হ'ল? মা আমার খেতে না পেয়ে ম'রে গেল?—মা—

(গৌহরের প্রবেশ।)

গৌ। কে তুই? ওস্‌মান?

ওস্। এই যে মা, জেগেছিলি, তবে উত্তর দিচ্ছিলি না কেন?

গৌ। কেন, কি? তোকে কি আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে?

ওস্। না মা ঘাট হয়েছে—নাক-কান মলছি—মাফ্ কর!

গৌ। তার পর? যে কাজ করতে গিছলি তার কি কর্‌লি?

ওস্। কি কাজ করতে গিছলুম?

গৌ। কি করতে গিছলুম কি রে। তুই যে আমার কাছ থেকে খাঁড়া নিয়ে গিছলি।

ওস্। তা'তো নিয়ে গিছলুম।

গৌ। সে খাঁড়া কি কর্‌লি?

ওস্। সে এক শালা ভক্তকে দিয়ে দিয়িছি।

গৌ। ভক্তকে দিলি কি? আ আমার পোড়া কপাল! এমন রত্ন শেষকালে কি না আমি একটা বাঁদরের হাতে ধ'রে দিলুম।

ওস্। ও কথা বলিস্ না মা। বাঁদর বলিস্ নি।—তা হ'লে তোর গর্ব্ভের দুর্নাম হবে।

গৌ। দূর হতভাগা গাড়োল। বাপ মায়ের কুৎসার শোধ নিতে গিছলি না?

ওস্। গিছলুমই ত—গিছলুম ব'লে গিছলুম—সেই খাঁড়া নিয়ে সহর তোলপাড় ক'রে এলুম।

গৌ। কি রকম—কি রকম?

ওস্। মা! মা—মা! মা!

গৌ। আরে গেল—মা, মা ক'রে চেঁচাতে লাগলি কেন? কি হয়েছে বল্ না?

ওস্। তোর নামের কি মহিমা!—মা—মা।

গৌ। কি রকম—কি রকম?

ওস্। দুনিয়া ফতে। তোর নাম নিয়ে একবার খাঁড়া ঘোরালুম, আর হাজার সেপাই বাপ বাপ ক'রে দেশছাড়া হয়ে গেল!

গৌ। বটে—বটে!

ওস্। বাঘ ভাল্লুক সব বনে পালিয়ে গেল!—সিঙ্গি গর্ত্তের ভেতর ঢুকে রইল! নদীর জল কল্ কল্ করতে লাগল। আর গাছের পাতা—আর একটু হ'লে সব ঝ'রে গিছল!

গৌ। বটে—বটে—বলিস্ কি ওস্‌মান?

ওস্। সহরে হুলস্থূল পড়ে গেছে।

গৌ। মির্জ্জা আলি—তার কি করলি?

ওস। শুধু কি মির্জ্জা আলি—মির্জ্জা আলি, তার বেটী—বেটীর বিড়ালটি বাঁদরটি পর্য্যন্ত—

গৌ। সব শেষ হ'য়ে গেছে?

ওস্। কিছু হয় নি—অটুট আছে।

গৌ। তবে রে পাজী, এই তুমি আমাদের অপমানের শোধ নিয়েছ?

ওস্। শোধ নেব ব'লে ত গেলুম, কিন্তু মাঝখান থেকে ব্যাপার উল্‌টা হয়ে গেল। তার বাড়ীতে ঢুকে দেখি, তাকে আর তার মেয়েকে গ্রেপ্তার করবার জন্য হাজার সেপাই তার বাড়ীতে চড়াও হয়েছে।

গৌ। বলিস্ কি রে? হাজার সেপাই।

ওস্। শুধু কি হাজার সেপাই—তাদের সঙ্গে এক ধেড়ে সরদার।

গৌ। সেপাইএর ওপর আবার সর্দার! তুই কি করলি?

ওস্। খাঁড়া ঘুরিয়ে তাদের দেশছাড়া ক'রে দিলুম।

গৌ। বহুৎ আচ্ছা—বেশ করেছিস্।

ওস্। তার পর, যাকে একবার বিপদ থেকে রক্ষা করলুম, তাকে কি আর মারতে পারি?

গৌ। তাই ত! তা আর কেমন ক'রে হয়।

ওস্। তার ওপর আর একটা গণ্ডগোল হয়ে গেল।

গৌ। আবার গণ্ডগোল কি?

ওস্। বাড়ীর ভেতর ঢুকে দেখি, সবাই বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছে। কেবল মির্জ্জা আলির মেয়েটি পালাতে পারে নি। সেই মেয়েকে উদ্ধার করতে গিয়েই গোলমাল হয়ে গেল।

গৌ। বুঝতে পেরেছি—তুমি তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছ।

ওস্। সে যে কি সুন্দর দেখলুম।

গৌ। তা তুমি যাই দেখ, খবরদার ওসমান, তা'তে তুমি মুগ্ধ হ'তে পাবে না।

ওস্। মুগ্ধ হ'তে গেলেও কি তোমার অনুমতি নিয়ে হ'তে হবে?

গৌ। আলবৎ—তাতে কি আর সন্দেহ আছে?

ওস্। বল কি মা?

গৌ। সুন্দরী তুই দেখবি কি। সুন্দরী আমি তোকে দেখিয়ে দেব। আমি যাকে দেখিয়ে দেব, সে সবার সেরা সুন্দরী।

ওস্। কিন্তু আমি যাকে দেখেছি তার চেয়ে সুন্দরী আর নেই।

গৌ। ফের বল্‌লে, পরজার খাবি উল্লুক।

ওস্। ভাল, দেখিয়ে পয়জার মার, আপত্তি নেই।

গৌ। আমি বল্‌ছি, বিশ্বাস হচ্ছে না?

ওস্। শুধু এইটিতে অবিশ্বাস হচ্ছে।

গৌ। তবে রে পাজী!—(গৃহাভ্যন্তরে গমন ও সেলিমাকে লইয়া পুনরাগমন) কি দেখ'ছিস্? এই ওড়না যার কাঁধে উঠেছে, সেই দুনিয়ার সবার সেরা সুন্দরী।

ওস্। মা দেখছি—তুমি আমার শুধু মা নও—তুমি আমার দৃষ্টি,—তুমি আমার বুদ্ধি, তুমি আমার মনুষ্যত্বের একমাত্র আধার।

সে। সেলাম বাবুসাহেব।

গৌ। এ কি, তুমি মির্জ্জা আলির কন্যা?

ওস্। তোমায় জীবিত দেখে আমি পরম আনন্দিত হয়েছি; কিন্তু সেলিমা বিবি, তোমার আচরণে আমি দুঃখিত।

সে। কেন বাবুসাহেব?

ওস্। তুমি অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে চ'লে এসে আমার মাকে বিষম বিপদে ফেলেছ।

সে। অদৃষ্ট-প্রেরিত হয়েই আমি এখানে এসেছি। আমি আপনার ঘরে স্থান চেয়েছিলুম, আপনি কুটীর ব'লে আমাকে স্থান দিতে চান নি। —আমি এখানে এলে আপনারা বিপন্ন হবেন, এ কথা বলেন নি। বিপন্ন বোধ করেন, আমি এখনি চ'লে যাচ্ছি।

ওস্। এখনি—কালবিলম্ব ক'র না।

সে। আসি মা। দুরাত্মাদের হাত এড়াবার জন্য তোমার ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলুম, এখানে প্রবেশ ক'রে ক্ষণেকের লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা পেয়েছি। তার জন্যই তোমাদের অগণ্য ধন্যবাদ।

(জনৈক সিপাহীর প্রবেশ।)

সি। বা! বা! এ আবার কি!

গৌ। চ'লে যাবে কি? তুমি সমস্ত জেনে শুনে এই কুঁড়ে ঘরে প্রবেশ করেছ। আমিও তোমার সমস্ত অবস্থা জেনে তোমাকে ঘরে ঠাঁই দিয়েছি। চ'লে যাবে কি? আমি আমার এই কাপুরুষ পুত্রের মুখ চেয়ে তোমাকে আশ্রয় দিই নি।

সি। তাই ত! বলে কি? আশ্রয়!—বলে কি? তবে এই নাকি? না—না—সে যে আমাদের চোখের সামনে জলে ডুবে গেছে।

সে। পুত্রকে তিরস্কার ক'র না মা। আমি তার মনের কথা বুঝেছি! এখানে থাকলে আমি রক্ষা ত পাবই না; লাভের মধ্যে তুমি শুদ্ধ বিপদে পড়বে।

ওস্। এই—বুঝেছ বিবি! তা হ'লে আর দেরী ক'র না, কারও চোখে পড়তে না পড়তে এখনি মাকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে এস।

গো। এখানে থাকলে রক্ষা পাবে না?

ওস্। কেমন ক'রে রক্ষা পাবে? রক্ষা করতে ত এক আমি? তা আমার হাত ফাঁক!

সি। আর সন্দেহ নেই—এই—এই—নসীবে আমি ধ'রে ফেলেছি—লাখ টাকা। এক বেটা পুরুষ রয়েছে। হাতিয়েরটা বাগিয়ে নিই, ছোঁড়াটা ভ্যাওতাই ম্যাওতাই করলেই এক কোপ। তার পর বুড়ীকে এক লাথী—বস্ লাখ টাকা!

(কোমর বাঁধিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিল)

গো। মা। একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? জল্দি উত্তর দাও—ভাববার সময় নেই—কেন না, দুস্মন তোমার সন্ধান পেয়েছে। জল্দি বল—ইজ্জত বজায় রাখতে জান?

সে। জানি বই কি মা, নইলে এতক্ষণ প্রাণ রাখতুম না। বাপ জলে ঝাঁপ দিয়েছে, আমিও সেই সঙ্গে জলে ঝাঁপ দিতুম।

সি। ইয়া আল্লা—ঠিক হ'য়ে গেছে।

গো। তা হ'লে এস, আমার ঘরে এস—ও কাপুরুষ আমার ছেলে নয়।

ওস্। কি! আমি কাপুরুষ!

গো। ন'স্ ত কি! হাতে অস্ত্র নেই, এত বড় মিথ্যে কথা আমারই সুমুখে কইলি হতভাগা! হাতে কি তোর চড় নেই?

ওস্। ওঃ! ভাগ্যে মনে ক'রে দিয়েছ মা! শালার চড় যে আঙুলের ফাঁকের ভেতর লুকিয়েছিল, এটা ত মনে ছিল না! হুঁ! (হাত ঘুরাইল) বন্ বন্—সন্ সন্।

সি। (অগ্রসর হইল) এই—তোম্ কোন্ হায়?

ওস্। কেয়া?—আমি কোন্? আমার হাতে লম্বা চওড়া চড়—আমি কোন্? বড় হেতিয়ার কোমরে বেঁধে মনে করেছ যে, পেরমারার ভাড়া দিয়ে কাম ফতে করবে? হুঁসিয়ার! আমার হাতে ফুরুস এসেছে। এই গরিলা মিয়ার চড়, এই রস্তম খাঁর থাপপড় দেখছ? আঙুল কটা কি রকম নড়চে দেখছ—কেন ম'রে যাবে? হাতিয়ারে হাত দিয়েছ কি, একেবারে জাহান্নমে চ'লে গিয়েছ!

সি। তবে রে উল্লুক!

ওস্। মা! পাজী বেটা আমাকে উল্লুক বলেছে—তা হ'লে আর ধৈর্য্য রইল না—আঙুল রাগে চন্‌মন্ করছে—হুকুম কর, কম্‌বক্তকে এক চড়ে মেরে ফেলি।

(মনিয়ার প্রবেশ।)

ম। হাঁ হাঁ—মেরো না হজরত—মেরো না। গরীব তিন টাকার সেপাই—তোমার হাতের চড় খেলে, শুধু গরীব ম'রে যাবে না—জরু ছাওয়াল—ঘর বাড়ী—হাঁড়ি-কুড়ি সব ম'রে যাবে।

সি। ওরে বাবা! সত্যি নাকি? চড়ের এমন জোর?

ওস্। এখনও হাত ঠাণ্ডা হ'চ্ছে না। আঙুল থর্ থর্ করছে!

ম। দোহাই হজরত! ঠাণ্ডা কর—হাত ঠাণ্ডা কর। জাকাহেল সর্‌দার!

(সর্‌দারের প্রবেশ)

নাও, এই আহাম্মোক বেটার কান ধ'রে ওকে এখান থেকে দূর ক'রে দাও—বেয়াদব বেটা! এখনি সংবংশে মরেছিলি! যা বেটা! তোদের জাঁদরেলকে পাঠিয়ে দে; সে একটা হজরতের চড় খেয়ে আক্কেল পেয়ে যাক্।

ওস্। কি বল মা, তবে যাক্।

গো। যাক্।

সর্। (প্রহরীর কান ধরিয়া) যা উল্লুক, তোর বাবার বাব' যে কেউ এখানে থাকে, তাকে পাঠিয়ে দে।

প্র। বাপ! মর্ গিয়া রে! (প্রস্থান ও নেপথ্যে) হুজুরালি—হুজুরালি!

নেপথ্যে। কেয়া হায় রে!

নেপথ্যে হুজুরালি—আওরৎ মিলা—লেকেন গরীব মর্ গিয়া—গরীব মর্ গিয়া।

ম। সর্‌দার!—হুঁসিয়ার! বোধ হচ্ছে কৎলু খাঁ নিজে আসছে।

সর্। আসুক মা রে বেটী শালার কৎলু—হামরা কি কাউকে ডরি রে—হামারা মেয়ে-মরদে লড়াই করি—শালার মুল্লুকে আগুন ধরিয়ে দেব।

[প্রস্থান।

ম। হুজুর! বাঁদীর অনুরোধ—মা! বাঁদীর অনুরোধ—কিছুক্ষণের জন্য তোমরা সকলে একবার ঘরে প্রবেশ কর।

ওস্। কি মনিয়া, আমি প্রাণভয়ে ঘরে ঢুকবো?

ম। দোহাই হুজুর! প্রাণভয়ে নয়। আমি তোমার বাঁদী, তোমার শিষ্যা, তোমার কৃপায় আমি নির্ভয় হয়েছি। ফাঁকির মারে আমি ফাঁকি তাড়াব। বাঁদীকে এই গৌরবটি তুমি দান কর।

ওস্। বহুৎ আচ্ছা!—যাও মা, বিবিসাহেবকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ কর। আমি মনিয়ার রণজয় শোন্‌বার প্রতীক্ষায় এই ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকি।

গৌ। এ কি দেখালি মা, মনিয়া?

ম। তুমিই দেখিয়েছ মা! দেখিয়ে নিজের মহিমা ভুলে গেছ!—যাও—যাও—আসছে, যাও।

[মনিয়ার প্রস্থান।

গৌ। এস মা, আর একবার মেহেরবাণী ক'রে এই কুটীরে প্রবেশ কর।

পঞ্চম দৃশ্য

কুটীরসন্নিহিত কুঞ্জ।

(মনিয়ার প্রবেশ)

গীত।

ত্রিম তানা দ্রে দ্রে নানা দানী—তাদানী।
ওরা আস্‌বে কি তা জানি রে, আস্‌বে কি তা জানি॥
তাদূম্ তাদূম ছাই,
কি করি ভেবে না পাই,
অবিরাম উঠছে হাই, চক্ষে এলো পানি।
আস্‌ছে বঁধু প্রাণটা নিয়ে করতে টানাটানি॥

(কৎলু ও প্রহরিগণের প্রবেশ।)

কৎলু। কই?—কই আওরৎ? এ ত নয়, তুই কাকে দেখলি?

১ম প্র। ঠিক দেখেছি হুজুরালি—ঠিক দেখেছি—এইখানে আছে—পালাতে পারে নি, আছে—কাঁধে চমৎকার ওড়না—ঠিক দেখেছি!—

কৎলু। যা, জল্‌দি যা—খাস্‌পল্টনকে খবর দে।

২য় প্র। ও হুজুর। এই সেই বিবি, যে আপনাকে পাতা চাটতে নিমন্ত্রণ করেছে। ওই হুজুর—ঠিক ওই।

ক। বুঝেছি—তোরা সব ঘাঁটি আগলে দাঁড়া—আজ আর কাউকেও পালাতে দিচ্ছি নি। আর শোন্, গফুর খাঁকে যেখানে পাবি, পিছমোড়া ক'রে বেঁধে গ্রেপ্তার ক'রে আন্‌বি। শালা বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে আমাকে প্রতারণা করেছে। এখন বুঝতে পারছি—জলে কেউ পড়ে নি—সহরের ভেতরেই সকলে লুকিয়ে আছে। বেইমানকে ধরতে পার্‌লে, ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াব। এখন বুঝছি, তালপাতার সেপাই টেপাই সব ফাঁকি—মিছে হুজুক ক'রে সহরবাসীকে ভয় দেখিয়েছে—তোমাদেরও ভয় দেখিয়েছে। আর যে সরদার তালপাতার সেপাইয়ের ভয়ে মির্জ্জা আলি আর তার বেটাকে গ্রেপ্তার করতে পারে নি, তাকে ফাঁসী দেব। সব ফাঁকি—যাও—জল্‌দি যাও। (স্বগত) আর এটাও বুঝতে পার্‌ছি, এই বিবিরও এতে যোগ আছে। (প্রকাশ্যে) কি বিবি! এমন সময়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ যে?

ম। (স্বগত) আরে ম'ল, কৎলু খাঁ! ছদ্মবেশ-ধ'রে এসেছে? একটা অসহায়া স্ত্রীলোকের অনুসরণে এসেছে—লোকের কাছে পরিচয় দিতে তোমার লজ্জা হয়েছে? র'স গাড়োল! তোমার বিদ্যা বা'র ক'রে দিচ্ছি।

ক। কি? বাক্‌রোধ হ'য়ে গেল নাকি বিবি?

ম। আপনি কে, না জান্‌লে কি উত্তর দেব?

ক। পুরোনো ইয়ারদের ভেতর এক জন মনে কর। তুমি আমাকে পাতা চাটতে নিমন্ত্রণ করেছ না?

ম। ওঃ! তুমি বুঝি ওই উল্লুকের মনিব?

ক। এই রকমটাই ত আমার কেতাবে লিখছে।

ম। তোমাকে নিমন্ত্রণ করব কেন? আমার এমন কি পোড়া কপাল হয়েছে যে আমি ওকে নিমন্ত্রণ কর্‌তে গেছি?

ক। তবে কাকে নিমন্ত্রণ করেছে গো? সে ভাগ্যবানটি কে?

ম। সে আমার এক জন পুরোনো ইয়ার।

ক। নামটা শুনতে পাই নি কি?

ম। নাম শুন্‌লে তুমি ভিরমি যাবে। আরে পাগল! বোখারার শুচরো ফিবকু সরদার, ওকে আমি পাত চাট্‌তে নিমন্ত্রণ করব। আমার পাত চাট্‌বে সরদারের সরদার কৎলু খাঁ—আমি তাকে নিমন্ত্রণ করেছি।

ক। তুমি কৎলু খাঁকে দেখেছ?

ম। দেখেছি বই কি মিয়া! দেখেছি ব'লে দেখেছি! দেখে অবধি আমি—ওঃ!

ক। ওঃ ক'রে উঠলে কেন বিবি?

ম। তুমি উল্লুকের মনিব জাম্বুবান—'ওঃ' করলুম কেন, তা তুমি কি বুঝবে?

ক। বুঝেছি বিবি, তুমি তাকে ভালবেসেছ।

ম। (মুখ বিকৃত করিয়া) আর বুঝে কাজ নেই, জাম্বুবান! তুমি ঘরে যাও। কলুৎ খাঁ যখন আমার পাত কুড়িয়ে খাবে, তখন তুমি সেই পাত ফেল্‌তে এস।

ক। বিবি! আমিই কৎলু খাঁ।

ম। তুমি জাম্বুবান। তুমি আমাকে ঠকিয়ে ভালবাসা নিতে এসেছ। এই কুৎকুতে চোখো, গরিলা নেকো, আরসোলা খেকো চেহারা!—উনি হচ্ছেন কৎলু খাঁ! কৎলু খাঁকে আমি যেন চিনি নি। যাও যাও। তার কেয়া আঁখ—কেয়া চ্যাবলা পানা মুখ—কেয়া গাডডুমগো ভুঁড়ি—কেয়া নারকোল ছোবড়া দাড়ি!

ক। (দাড়ি ফেলিয়া দিল) কি বিবি! এইবারে আমাকে চিনতে পেরেছ?

(বেইরাম খাঁর প্রবেশ)

বেই। বিবি কেন, এবারে অনেকেই তোমাকে চিনতে পারবে কলুৎ খাঁ!

ক। কে তুমি?

বেই। অস্ত্রে পরিচয় চাও? না বাক্যে পরিচয় চাও? তবে অস্ত্রে তোমাকে পরিচয় দিতে আমার ঘৃণা বোধ হচ্ছে। তুমি বোখারার সেনাপতি হয়ে, তোমাদেরই আশ্রিত একটি বালিকার ওপর অত্যাচার করতে বনের ভিতর পর্য্যন্ত তার অনুসরণ করেছ। বাক্যেও তোমাকে আমার পরিচয় দিতে ঘৃণা বোধ হ'ত যদি ছদ্মবেশে এই বনে তুমি প্রবেশ না করতে। এ বেশ দেখে বুঝেছি যে, এখনও তোমাতে বীরত্বের কণা অবশিষ্ট আছে। এ ঘৃণিত কার্য্যে নিজের স্বরূপ দেখাতে তোমার লজ্জা বোধ হয়েছে।

ক। আপনি কে?

বেই। আমি সমরখন্দের সেনাপতি বেইরাম খাঁ। আমার প্রভু সুলতান আসগর আলি শা। দৈব বিড়ম্বনায় রাজ্যচ্যুত হয়ে ছদ্মবেশে কন্যাকে নিয়ে এখানে এসেছিলেন। তিনি এখন সুলতান হয়ে স্বরাজ্যে ফিরে গেছেন। আপনারা যাঁর অনুসরণে এখানে উপস্থিত হয়েছেন, তিনিই তাঁর একমাত্র কন্যা সেলিমা। এখন কি করবেন স্থির করুন কলুৎ খাঁ। সমরখন্দে থেকে আপনার বীরত্বের কথা শুনেছি। শুনেছি, আপনি দুর্দ্ধর্ষ বীর হানিফ খাঁর দক্ষিণ হস্ত। সেই হানিফ বৃদ্ধবয়সে কন্যার মমতায় আত্মহারা হয়েছে। এক অসহায়া বালিকাকে বন্দিনী করতে তার দক্ষিণ হস্ত নিযুক্ত করেছে। এখন কি করবেন, স্থির করুন কলুৎ খাঁ। যদি সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করতে চান, আমি প্রস্তুত আছি; যদি দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে চান, তাতেও আমি প্রস্তুত আছি; আর যদি নিজের কাছে নিজেকে পরাস্ত জ্ঞান ক'রে অস্ত্র ত্যাগ করতে চান, তাতেও আমি প্রস্তুত আছি।

ক। সরদার! আমি পরাস্ত—আমি যথার্থই গৌরবময় সৈনিকপদের অমর্য্যাদা করেছি। যথার্থই আমি আপনার সুমুখে অস্ত্র ধরবার অধিকারী নই। এই আমার অস্ত্র আপনি গ্রহণ করুন।

বেই। প্রসিদ্ধ বীর কৎলু খাঁর অস্ত্র অন্যের অব্যবহার্য্য; এ কেবল আপনারই হাতে শোভা পায়।

ম। জনাবালি! অনেক বেয়াদবী করেছি, মাফ্ করতে হুকুম হ'ক।

ক। আমিই ত তোমার সঙ্গে অভদ্রতা করেছি বিবিসাহেব! তুমিই আমাকে মাফ কর।

বেই। যাক্ সরদার, জমা-খরচে কাটাকাটি হয়ে গেল—এইবারে আসুন উভয়ে মিলে বৃদ্ধ হানিফ খাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করি। মনিয়া! মা! উৎকণ্ঠার সঙ্গে তোমার প্রভু তোমার প্রত্যাগমনের পথ চেয়ে আছে। যাও মা! এইবারে তাঁর কাছে গিয়ে তোমার জয় ঘোষণা কর।

ম। জয় আমার নয়—আমার প্রভুর। আপনি শুধু আমাকে অনুমতি করুন পিতা, আমি এই

জয়-সংবাদ নিজে গিয়ে হানিফ খাঁকে দিয়ে আসি।

বেই। এখনি—কালবিলম্ব ক'র না।

[মনিয়া ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(ওস্মান, গৌহর ও সেলিমার প্রবেশ)

গৌ। গৌরব রক্ষা হ'ল মনিয়া ?

ম। রক্ষা হবে না। বল্‌ছ কি ? শুধু রক্ষা—তোমার পুত্রের গৌরব নবাব বাদ্‌শা তোমার দ্বারে এসে ঘোষণা ক'রে যাবে সুলতান-নন্দিনী।

ওস। সুলতান-নন্দিনী কা'কে বলছ মনিয়া ?

ম। সুলতান-নন্দিনী। শোন। যখন তুমি নিজের অবস্থা জেনেও এ ফকীরের কুটীরে প্রবেশ করেছ, তখন এ কুটীরের গৌরব পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত না ক'রে তুমি এ স্থান ত্যাগ করতে পার না। নবাব বাদ্‌শা যখন নিমন্ত্রণ করতে এই কুঁড়ে ঘরের দোরে এসে উপস্থিত হবে, তখন তুমি এই ঘর পরিত্যাগ করতে পারবে—নতুবা নয়।

ওস। অন্যায় আদেশ করছিস্ মনিয়া।

ম। চোপ রও হজরত—এ আমার অধিকার। মনে রেখো সুল্‌তান-নন্দিনী—তুমি পিতৃপরিত্যক্তা।

সে। আদেশ শিরোধার্য্য মনিয়া বিবি।

ষষ্ঠ দৃশ্য

দুর্গস্থ গৃহ।

হানিফ।

হা। আরে ম'ল। এত বড় আস্পর্দ্ধা হাজী সদাগরের বেটার। বেটা সর্ব্বস্ব উড়িয়ে ফকীর হয়ে কুঁড়েতে বাস করছে। সেখানে ব'সে সে কি না আমার সঙ্গে টক্কর দিতে চায় ? টক্কর আমার সঙ্গে ?—বাদশা আমার নাম শুনলে ডরায়—নবাবকেই আমি এক কথায় কয়েদ ক'রে ফেললুম—তার সঙ্গে খাঁটকুড়ীর বেটা ?—কোই হ্যায় ?

(রোসেনার প্রবেশ।)

রো। বাবা! বাবা!—

(মনিয়ার প্রবেশ)

ম। 'বাবা, বাবা' পরে ক'র—আগে আমায় লাখ টাকা বক্‌সিস দাও। আমার ছাতু খেতে হবে, খরচ নেই।

রো। বাবা! মনিয়া বিবিকে বক্‌সিস দাও।

হা। দিচ্ছি—দিচ্ছি—তুমি ঠিক দেখে এসেছ মনিয়া বিবি ?

ম। আমি কেন হুজুর, তোমার মেয়েই দেখে এসেছে—লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ার ফাঁক দিয়ে—জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ।

হা। হ্যাঁ মা! তুই নিজের চক্ষে দেখেছিস ?

রো। (চক্ষে অঞ্চল দিয়া) নিজের চক্ষে দেখেছি। কুঁড়ের ভেতরে একটি ঘাসের গাদার ওপর ব'সে বুক ফুলিয়ে সেই ওড়না দিয়ে বাতাস খাচ্ছে।

ম। আর পাশে কে ব'সে আছে, বল—শুধু কি ব'সে আছে ?

রো। আর পাশে সেই ছোঁড়া—ব'সে হাত মুখ নেড়ে কত কথাই ক'চ্ছে। বাবা!—

ম। একটা আধটা কথাও কি শুনতে পাও নি ? শুধু 'বাবা, বাবা' করলে চ'লবে কেন ?—বল না!

রো। ছোঁড়াটা বলছে—ভয় কি! আমি এই তালপাতার চাকু দিয়ে রোসেনা বেগমের নাক কেটে দেব।—

হা। কি ? তুই শুনে চুপ ক'রে এলি ?

রো। আমি ছদ্মবেশে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে গিছলুম (চক্ষে রুমাল দিয়া) বাবা—

ম। আগে আমায় টাকা দিয়ে 'বাবা, বাবা' কর। আমাকে ছাতু খেতে হবে—আমি দেখিয়ে খালাস—এইবারে তোমরা গ্রেপ্তার কর।

হা। আচ্ছা—দাও রোসেনা, মনিয়া বিবিকে লাখ টাকা দিয়ে দাও। ভয় কি ?—আর ভয় কি ? যখন টের পেয়েছি, তখন হাজী সদাগরের যে যেখানে আছে, সব পিছমোড়া ক'রে বাঁধিয়ে আনছি। যাও—বিবিকে লাখ টাকা দাও।

ম। চল চল বেগম সাহেব। লাখ টাকা—লাখ টাকা—ধামার ওপর ব'সব, আর হাপুস হাপুস ছাতু খাব। আমার পেটে বিরহানল জ্ব'লে উঠেছে।

[রোসেনা ও মনিয়ার প্রস্থান।

হা। কোই হায় ?

(ভৃত্যের প্রবেশ)

জল্‌দি সর্‌দারকো খবর দেও।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

জল্‌দি দশটা ডালকুত্তা, মণ দশেক নুন—লাখ্‌-খানেক গোঁড়া লেবু—কুড়িখানেক শূল—কুড়িখানেক ধারালো ছুঁচ—জল্‌দি—জল্‌দি।—শালা। ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াব—লেবুর রসে নাওয়াব—আর হর্‌দম কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেব। আর যখন যাতনায় 'বাবা রে, মা রে' কর্‌বে, তখন ছুঁচ দিয়ে শালার চোখ তুলে নেব। যাও—জল্‌দি—জল্‌দি।

(সর্‌দারের প্রবেশ)

হা। শুনেছ—সর্‌দার শুনেছ ? হাজী সদাগরের পাজী বেটার আস্পর্দ্ধার কথা শুনেছ ? যে মেয়েটাকে গ্রেপ্তার কর্‌তে আমি কৎলু খাঁকে পাঠিয়েছি, লাখ টাকার হুলিয়া দিয়েছি, পাজী বেটা সেই মেয়েটাকে নিজের কুঁড়ে ঘরে আড্ডা দিয়েছে।

সর্‌। বলেন কি হুজুর ? শুনে হাসি পাচ্ছে যে। এ কি সত্যি ?

হা। খবর আমি নিয়েছি—তুমি জলদি যাও—ছোঁড়া আর ছুঁড়ীকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে এস। ছোঁড়াকে পিছমোড়া ক'রে বেঁধে রাস্তায় হিঁচড়ে নিয়ে আস্‌বে; আমি তাকে ডালকুত্তো দিয়ে খাওয়াব। যাও—জল্‌দি যাও। ছোঁড়া ফাঁক না মেরে পালিয়ে যায়।

সর্‌। যাচ্ছি, কিন্তু বিশ্বাস হ'চ্ছে না। আপনাকে এ আজগুবি খবর কে দিলে ? হাজী সদাগরের বেটার এত সাহস কি হ'তে পারে ?

হা। সাহস কি, বেটার মগজ বিগড়ে গেছে—ছুঁড়ীকে দেখে বেটার মাথা বেঠিক হয়ে গেছে। তুমি জল্‌দি গ্রেপ্তার ক'রে আন। রাগে আমার শরীর গর্‌ গর্‌ করছে।

সর্‌। এখনি যাচ্ছি। কিন্তু হুজুর! যদি মিথ্যে হয়, তা হ'লে বড় লজ্জার কথা হয়ে পড়্‌বে।

হা। মিথ্যে নয়—রোসেনা ছদ্মবেশে গিয়ে দেখে এসেছে।

সর্‌। বেগম সাহেব দেখে এসেছেন ? হুজুর! তা হ'লে বেটা কোথা থেকে কিছু জোর পায় নি ত ?—

হা। তুমি কি মনে কর ?

সর্‌। বেগম সাহেব ঠিক দেখেছেন ?

হা। শুধু দেখেছেন কি, স্বকর্ণে শুনেছেন বেটা বল্‌ছে তালপাতার চাকু দিয়ে রোসেনার নাক কেটে দেবে!

সর্‌। তাই ত বলি, বেটার কি ক'রে এ সাহস হ'ল! ওই—

হা। ওই কি ?

সর্‌। ওই—তালপাতা।

হা। তালপাতা কি ?

সর্‌। হুজুর! ওদিকে আর নজর ক'রে কাজ নেই। ওই আবার তালাপাতা দেখা দিয়েছে!—যে তালপাতার সেপাই সহর তোলপাড় করেছে, আবার সেই তালপাতা। হুজুর মনের দুঃখ মনেই চাপুন। তালপাতা—তালপাতা—

হা। তোমারও মাথা বিগড়ে গেল নাকি ?

সর্‌। কিছু না—সে নির্ঘাত তালপাতা—নইলে হাজী সদাগরের বেটার এত সাহস—তালপাতা—হুজুর তালপাতা!

(অনেক সিপাহীর প্রবেশ)

সি। হুজুরালি, হুঁসিয়ার—তালপাতা খড় খড় কর্‌ছে।

সর্‌। ওই—তালপাতা—হুজুর, হুঁসিয়ার, আর সে ছুঁড়ীর নাম মুখে আন্‌বেন না। হুসিয়ার।

হা। গাড়োল! তোমরা কি আমাকে জুজুর ভয় দেখাতে চাও ? জল্‌দি তাকে গ্রেপ্তার ক'রে আন। জল্‌দি—জল্‌দি।

সি। হুজুরালি! হুঁসিয়ার, তালপাতা খড় খড় কর্‌ছে।

হা। তবে রে উল্লুক—কোতল ক'রে ফেলব। (সিপাহীর পলায়ন) কি সর্‌দার! তোমারও কি অপমানিত হবার ইচ্ছা হয়েছে নাকি ? জলদি যাও।

সর্‌। যাচ্ছি—কিন্তু যেতে যেতে ব'লে রাখছি, এ মানুষ নয়, হাতী নয়, বাঘ নয়, সিঙ্গি নয়—এ তালপাতা! (নেপথ্যে মাদল-ধ্বনি) ওই—হুজুর—গোলামের কথা সত্যি কি না, বুঝুন—ওই!

হা। কি রে! দেউড়ীতে কিসের শব্দ রে ?—

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃ। পালান হুজুর!—পালান—তালপাতা!

সর্। ওই—তালপাতা!

হা। দেউড়ীতে কি কেউ নেই?

ভৃ। থাক্‌বে না কেন হুজুর!—সমস্ত পল্‌টন তরোয়ার খাপের ভিতর পুরে ব'সে আছে—যে তরোয়ার বার করবে, অমনি তালপাতা তার গলাটি কুচ ক'রে কেটে ফেলবে। সবাই দেখছে আর সিন্নি দিচ্ছে। হুজুর! হুঁসিয়ার! (পলায়ন)

হা। তাই ত। এ কি বিপদ!—তালপাতা কি?

সর্। হুজুর, তা হ'লে আমি গ্রেপ্তার (জনৈক চরের প্রবেশ) করতে চললুম। তবে আমার ছেলেপুলেদের আপনি দেখবেন। কেন না, বুঝতে পার্‌ছি, আর আমাকে ফির্‌তে হবে না।

চর। হুজুরের নাম কি হানিফ খাঁ?

হা। হাঁ। কে তুমি?

চর। তালপাতার ফকীর ওসমান সা আপনাকে তার কুটীরে যেতে এই পরোয়ানা দিয়েছেন।

হা। কি—ই—ই—

(বেইরাম খাঁর প্রবেশ)

বেই। হাঁ—হাঁ—দূত—দূত—আর সে তালপাতা!—

হা। তুমি কে হে—তুমি কে?

বেই। আমি যে হই, আমি তরোয়ার ধরতে জানি, হানিফ খাঁ। কিন্তু ধরা মিছে—যেহেতু এ তালপাতার রাজ্যে তরোয়ারের আদর নেই।

(রোসেনার প্রবেশ)

রো। বাবা! বাবা! সর্ব্বনাশ হয়েছে। গফুরকে তালপাতায় পেয়েছে।

(মনিয়ার প্রবেশ)

ম। নাও তোমার লাখ টাকা—ফিরিয়ে নাও—আমি চাই না—ওগো আমার গফুরকে তালপাতায় পেয়েছে।

হা। তাই ত মিয়াসাহেব!—এ সব কি?

বেই। কি জানি মিয়াসাহেব!—আমিও আপনার মতন হতভম্ব হয়ে দেখছি।

(মাথা নাড়িতে নাড়িতে গফুরের প্রবেশ)

গ। তবে রে শালা গফ্‌রো—তুমি আমায় অপমান কর? তুমি আমায় জান না—আমি কে? আমি সেই সুলেমান বাদশার আমল থেকে তালগাছে বাসা ক'রে আছি। তুমি আমায় চেন না—আমার তাঁবে হাজার লক্ষ চামচিকে—লাখো লক্ষ তাল বেতাল—তুমি আমায় চেন না। তুমি কোথাকার কে? এক শালা হানিফ খাঁর হুকুমে আমার সঙ্গে লড়াই করতে এসেছ? তুমি তরোয়ার হাতে করেছ কি অমনি তোমার গলাটি কুচ ক'রে কেটে ফেলব। বুড়ো হানিফ খাঁর গলা কুচ ক'রে কেটে ফেলব। তার পলটন্ যদি আমার কাছে আসে, তাদেরও গলা কুচ ক'রে কেটে ফেলব। আর রোসেনা বেগম রূপের অহঙ্কারে যেমন আমার ওড়না নিতে লোভ করেছে, তার নাকটি আমি কুচ ক'রে কেটে নেব।

রো। ও বাবা! আমি ওড়না চাই না।

গ। দেখ, এখনও বুঝে দেখ—আর বুড়ো ভীমরতি হানিফ খাঁ, তুমিও দেখ—এখনও বুঝে দেখ। আর যদি না বোঝ, তা হ'লে তোমাকে একেবারে এই—তামাচা—ইজেমচা—খোঁচা।

হা। কি উল্লুক! আমাকে খোঁচা:—

(কৎলু খাঁর প্রবেশ)

ক। হাঁ হাঁ—অমন কাজ ক'র না। তরোয়ারে হাত দিয়েছ কি হুজুর, অমনি গলাটি কুচ ক'রে কেটে গেছে।

রো। ও বাবা! হাত দিয়ো না—ও বাবা! হাত দিয়ো না। হাত দিয়েছ কি মরেছ।

(পুষ্পাদি-সজ্জিত তালপাতা লইয়া বস্তরমণীগণের প্রবেশ)

তুমি ম'রেছ ম'রেছ ম'রেছ।
প'ড়ে আছে খোলা চোখ দুটো খোলা
মিছে চেয়ে তুমি রয়েছ॥
এ হাতে তরোয়ার ধ'র না বুড়ো ইয়ার
তুমি আগে হ'তে চ'লে গেছ ভবনদীপার।
বড় তাড়াতাড়ি ছেড়ে গেছে নাড়ী
মিছে রাগে মুখখানা তোলো হাঁড়ী করেছ॥

হা। তাই ত মিয়াসাহেব।—এ রকম বিপদে ত কখন পড়িনি। অনেক লড়াই করেছি—কিন্তু এ রকম বিপদে ত কখন পড়ি নি।

(জনৈক সরদারের প্রবেশ)

বেই। আমিও আজীবন এই করেছি মিয়া-সাহেব। কিন্তু এ রকম ফাঁকির মার কখন দেখি নি।

সর্। বসোরার নবাব কে আছিস্ রে। সে সমরখন্দের বাদশার বেটীকে চুরী করিয়েছিস্।—কে আছিস্ রে, তুই আছিস্?

হা। না বাবা, আমি নবাব নই।

সর্। এ—তুই ঝুটা বল্‌ছিস্—তুই নবাব আছিস্—

হা। সত্যি বল্‌ছি বাবা।

সর্। উঁহু—বিশ্বাস হ'চ্ছে না রে—এই হামাদের তালপাতার হজরতকে সাক্ষী রেখে বল্‌তে পারিস্?

হা। দোহাই বাবা তালপাতার তরোয়ার।—তুমি সাক্ষী, আমি নবাব নই, আমি সুলতানের বেটীকে চুরী করি নি।

(আস্‌গর আলির প্রবেশ)

বেই। জাঁহাপনা।—জাঁহাপনা।—(সকলের অভিবাদন)

আস্। সত্য বল্‌ছ হানিফ খাঁ,—তুমি নবাব নও?

হা। গোলাম সত্য বল্‌ছে, জাঁহাপনা।

আস। তা হ'লে এখনি নবাবকে মুক্ত ক'রে তাঁকে সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত কর।

হা। এখনি যাচ্ছি, জাঁহাপনা।—এখনি যাচ্ছি।

আস্। আর যেতে হবে না—নবাব স্বয়ং আস্‌ছেন।

(খাজা খানের প্রবেশ। সকলের সম্ভ্রম প্রদর্শন)

খাজা। কি হানিফ্ খাঁ, এখন বুঝতে পেরেছ তোমার তরোয়ার আমাকে নবাবী দিয়েছে, না আমার নসীব আমাকে নবাবী দিয়েছে?

হা। ক্ষমা করুন নবাব, অহঙ্কারে বুঝতে পারি নি। আপনার নসীবই আপনাকে নবাবী দিয়েছে।

রো। নবাব! অনেক অপরাধ করেছি। আমি ক্ষমার যোগ্য নই।

খাঁ। তবু তোমাকে ক্ষমা—এ শুভদিন—এ কারও ওপর দ্বেষ ঈর্ষা অভিমান রাখবার দিন নয়। —এখন যে যার পূর্ব্বের কথা ভুলে, এই মহানুভব বাদসাকে সকলে অভিবাদন কর। নসীবই তার মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য এঁকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত ক'রে এ রাজ্যে নিয়ে এসেছিল।

আস। এখন এস, সকলকে আর এক শুভ দর্শনের জন্য নিমন্ত্রণ করি।

সপ্তম দৃশ্য

লতাদি-সজ্জিত কুঞ্জ।

ওসমান ও সেলিমা।

ও। সুলতাননন্দিনি! তোমার পিতা তোমাকে নিতে আস্‌ছেন।

সে। জনাবালি! তিনি আমাকে সুধু নিতে আস্‌ছেন না, আপনাকেও নিতে আস্‌ছেন।

ও। কেমন ক'রে জান্‌লে?

সে। তা যদি না হয়, তা হ'লে বুঝবো আমি বৃথা সুলতান-গৃহে জন্ম গ্রহণ করেছি! তা যদি না হয়, তা হ'লে আমি কখন এ কুটীর পরিত্যাগ করব না। হজরত! আমি আপনার অনুগতা, বাঁদী, শিষ্যা—আপনি যেন আমাকে চরণে ঠেলবেন না।

সেলিমার গীত।

চেয়েছি যারে বনমাঝে তারে পেয়েছি হে।
তিলেক বিরহে পাছে মন দহে
নয়নে নয়নে রেখেছি হে॥
বিজন ঘন-ঘোরে চিকুর রাগ,
তোমারই মধুর অনুরাগ,
চলিতে বনপথে এ আলো ছাড়িবে কে
ব্যাকুল হিয়ায় তাই ধরিছি হে।
চরণে ঠেলো না আঁধারে ফেলো না
সভয়ে মরম-কথা কয়েছি হে!

(আসগর আলি প্রভৃতির প্রবেশ)

আস্। এই নাও, মাতৃভক্ত, বিশ্বাসীর অগ্রগণ্য ফকীর। তোমার কুটীরের দ্বারে নবাব বাদশা যে যার উপঢৌকন নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সুলতান-

নন্দিনী সেলিমাকে তুমি তিন তিন বার রক্ষা ক'রে ধর্ম্মতঃ তুমি এর অধিকারী হয়েছ—আমি আজ হ'তে তোমাকে দিয়ে তার ওপর অধিকার পরিত্যাগ করলুম।

খাপ্পা। আর এই শুভ মিলনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপঢৌকন—এই তোমার সহচর আর এই তোমার চিরজীবনের সহচরী। (ওসমানকে গফুর ও সেলিমাকে মনিয়া প্রদান)

বেই। আর আমি এ শুভ মিলনের মশালটি—এই ফাঁকি—যে ফাঁকির মারে, আজ দুনিয়ার মালিক কুটীরের দ্বারে প্রীতির উমেদার—তাকে আজ নিজের স্কন্ধে তুলে, আমি ফাঁকির জয় ঘোষণা করি।

সখীগণের—

গীত।

প্রীতি যৌতুক, শুধু কৌতুক,
মিলন বন-ভবনে।
ধীরে ধীরে এস, চুপে চুপে ব'স,
চেয়ো না কুটিল নয়নে॥
লতা ঘুরে ফিরে সাজাবে বাসর,
তরু বেঁধে দিবে শ্যামল ঘর,
ফুল-রেণু রবে ছড়াতে আতর
সমীর কুসুম-চয়নে।
রতি গৌরব, শুভ সৌরভ,
নীরব গীতি গগনে॥

যবনিকা পতন